গ্রীক নাটক সঙ্কলন

অনুবাদ :
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : প্রভাসচন্দ্র অধিকারী, স্বপ্না প্রেস ৩৫/২/১এ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ : তরুণ দত্ত

সূচীপত্র

ভূমিকা

গ্রীস দেশের ইতিহাসে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতক গৌরবোজ্জল এক স্বর্ণযুগ রূপে পরিচিহ্নিত হয়ে আছে আজও। যে এথেনায় গণতন্ত্র সারা বিশ্বে এক মানবতাবাদভিত্তিক রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে আজও বন্দিত হয় খৃস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে ম্যারাথন ও স্যালামিসের যুদ্ধে পারস্যসম্রাট-আশ্রিত অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের পতনের পর সেই নগরকেন্দ্রিক গণতন্ত্র এই যুগেই এথেন্সে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; যে গ্রীক ভাস্কর্য সারা বিশ্বের ক্ল্যাসিকাল শিল্পরীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হয় সে ভাস্কর্য এই যুগেই সৃষ্ট হয়; এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদেস প্রমুখ নাট্যকারদের যে সব ট্রাজিক নাট্যকাব্যগুলিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল তাঁর বিশ্ববিশ্রুত কাব্যতত্ত্ব (পোয়েটিকস্) ও নাট্যতত্ত্ব রচনা করেন সেইসব নাট্যকাব্যগুলি এই শতকেই রচিত হয়। তাছাড়া যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও যুক্তিবাদের অগ্রপ্রসারী আলো মধ্যযুগের অন্ধকার পার হয়ে মানবসভ্যতাকে নবজাগরণের পথ দেখায় সে আলোর বীজ এই সব নাটকগুলির মধ্যেই প্রথম উপ্ত হয়। পরিশেষে বলতে হয়, এসকাইলাসের ক্লাইতেমেস্ত্রা, সোফোক্লিসের আন্তিগোনে ও ইউরিপিদেসের মিডিয়ার বিদ্রোহাত্মক ক্ষুরধার যুক্তি ও কাযধারার মধ্যে নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের অর্ধোস্ফুট যে স্ফুলিঙ্গগুলি বিচ্ছিন্নভাবে জ্বলে ওঠে, বহু যুগের ধূমায়িত অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে অবশেষে তারা ইবসেনের নোরা চরিত্রের মধ্যে এসে এক অবিচ্ছিন্ন ও শৃংখলাসংযোজিত রূপ লাভ করে।

এসকাইলাস তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু নাটক লিখলেও তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ট্রাজেডীগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রমিথিয়াস আনবাউণ্ড আর তিনটি হলো এ্যাগামেনন, সোফোরি আর ইউমেনাইদেস। শেষোক্ত তিনটি নাটকই আর্গসের রাজা এ্যাগামেনন আর তাঁর পুত্র ওরেস্টেস সম্পর্কিত অর্থাৎ একই বিবর্তিত বিষয়বস্তুর তিনটি ভিন্ন নাট্যরূপ।

প্রমিথিয়াস আনবাউণ্ড নাটকটি আঙ্গিকের দিক থেকে অন্য তিনটি নাটক থেকে জটিল। কারণ এখানে এ নাটকের নায়ক বন্দী প্রমিথিয়াস ককেশাস পর্বতের একটি বিরাট শিলার সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ; কোথাও যেতে পারে না। সুতরাং একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নাটকের সমস্ত ঘটনা ও কাহিনী আশ্চর্যভাবে সীমাবদ্ধ। এই সমস্যা

সমাধানের জন্য নাট্যকার ওসিয়ানাস, আইও, হার্মিস প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রকে প্রমিথিয়াসের কাছে এনে নাটকটিকে গতি দান করার চেষ্টা করেছেন।

তাছাড়া এ নাটকে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও লক্ষ্যণীয়। এখানে যে প্রমিথিয়াস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষকে জ্ঞানের আলো হিসাবে দান করে, সেই মানবপ্রেমিক প্রমিথিয়াস দেবতা হলেও তাকে উৎপীড়িত মানবাত্মার প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করেছেন এসকাইলাস। অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন দেবরাজ জিয়াস সর্বশক্তিমান দেবতা হয়েও সর্বজ্ঞ ও সমদর্শী নন। তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী। তবু সেই সর্বশক্তিমান অত্যাচারীর হীন প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে রুখে দাঁড়িয়েছে অনমনীয় প্রমিথিয়াস। বলেছে, সেই নির্জন পার্বত্যশিলায় যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত থাকবে সে, তার জীবন্ত দেহটাকে জিয়াসপ্রেরিত শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তবু সে স্বর্গে গিয়ে জিয়াসের দাসত্ব করবে না।

প্রমিথিয়াস শক্তিমান দেবতা হয়েও অকারণে বা তুচ্ছ কারণে নিয়তিরূপী জিয়াসের দ্বারা অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে, তার বিচারবুদ্ধির সামান্য এক ক্রটির সূত্র ধরে এতবড় বিরাট এক বিপর্যয় নেমে এসেছে তার জীবনে,— সাধারণ মানুষ ত তুচ্ছ কথা। এই ধরনের এক সকরুণ অসহায়তাবোধ দর্শকদের মধ্যে জেগে উঠে নাটককে ট্র্যাজিক বা করুণ রসকে ঘনীভূত করে তোলে আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা নায়কের প্রতি এক অপরিসীম ক্ষমতা আর নিয়তির প্রতি এক অদম্য ভীতির শিহর অনুভব না করে পারে না।

ট্র্যাজেডীর নায়ক হিসাবে রাজা এ্যাগামেননও কম সার্থক নন। এখানে বংশগত এক অভিশাপ হিসাবে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান নেমে এসে তাঁর যুদ্ধ-প্রত্যাগত শেষ জীবনকে অকালমৃত্যুর কবলে ঠেলে দিয়েছে।

যে এ্যাগামেনন সারা গ্রীসদেশের গৌরবমুকুটরূপে ট্রয়যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, যিনি নিজের হাতে ট্রয়নগরী ধ্বংস করেছেন, তিনি ঘরে ফিরে এক প্রাসাদ-চক্রান্তের শিকার হয়ে আপন স্ত্রীর হাতে নিহত হয়েছেন এবং তাঁর সিংহাসনে বসেছে তাঁর শত্রু এবং স্ত্রীর উপপতি এজিসথাস। এক অসমসাহসিক বীরের সমস্ত রক্তস্রোতের মূল্যকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে তাঁর সব কৃতিত্বকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে নির্মম নিয়তিও দেবতারা ও ধর্মভাব তাদের বিজয় পতাকা উড়িয়েছে।

এ্যারিস্টোফেনস্ তাঁর ফ্রগস্ নাটকে এসকাইলাসের এই অহেতুক ধর্ম ও দেবপ্রীতির নিন্দা করেছেন। Whatney Oates ও Engene O' Neill

এসকাইলাস সম্বন্ধে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'Aeschylus' primary interest is in religion and Theology. To be sure, he considers human phenomenon, but not on the human level, or as ends in themselves. Aeschylus rather studies human affairs as means of throwing light upon the problems of religion and theology which he considers more universal and more significant.

মানবিক ঘটনা ও চরিত্র যে এসকাইলাস তাঁর নাটকে গ্রহণ করেননি তা নয়, তবে আসলে ধর্ম ও দেবতার মহিমাকে যাচাই করার জন্য মানবিক ঘটনা ও চরিত্রকে কষ্টিপাথর হিসাবে গ্রহণ করেছেন তিনি। ধর্মগত যে সত্য সনাতন ও সর্বতোভাবে বিশ্বজনীন সে সত্যের তুলনায় মানবজগতের সব নীতিই ক্ষণভঙ্গুর, মানবজগতের কোন ঘটনাই চিরায়ত সত্যের দাবি করতে পারে না। তাই মানবতাকে মানবতার খাতিরে কোনদিন গ্রহণ করতে পারেননি এসকাইলাস, তাঁর কাছে মানবতা ছিল এমন কতগুলি গুণের সমষ্টি যে গুণের সুষম অনুশীলন ধীরে ধীরে সমুত্তীর্ণ করে দেবে আমাদের দৈবমহিমার স্বর্ণশিখরে।

সোফোক্লিসের জন্ম হয় খৃস্টপূর্ব ৪০৫ অব্দে অর্থাৎ ইউরিপিদেসের জন্মের প্রায় দশ বছর আগে। তাঁর পরিবার আর্থিক দিক থেকে বেশই সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। তার উপর তিনি নিজেও সরকারী চাকরি করতেন। তাঁর নব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে নাটক লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেন সোফোক্লিস এবং তিনি কুড়িবার নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে মাত্র সাতখানি পাওয়া যায়। তার মধ্যে তিনটি সুপ্রসিদ্ধ নাটক সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ঈডিপাস, দি কিং, ঈডিপাস এ্যাট কলোনাস আর আন্তিগোনে—এই তিনটি নাটকই ঈডিপাস সম্পর্কিত একই ভাববস্তুর বিভিন্ন নাট্যরূপ।

অনেকের মতে সোফোক্লিসের, 'ঈডিপাস, দি কিং' ট্র্যাজেডী হিসাবে সর্বাপেক্ষা সার্থক। এ্যারিস্টোটল এই নাটকের নায়ক ঈডিপাসের চরিত্র থেকেই ট্র্যাজেডীর নায়কের গুণাগুণ নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, ট্র্যাজেডীর নায়ক হবে, "a man who is highly renowned and prosperous,

but one who is not pre-eminently virtuous and just, whose misfortune however is brought upon him not by vice or despravity but by some error of judgement of frailty." ট্র্যাজেডীর নায়ক হলেন এমনই এক ব্যক্তি যিনি একই সঙ্গে খ্যাতিমান ও বিত্তবান। কিন্তু তিনি ধার্মিক বা ন্যায়পরায়ণ হবেন এমন কোন কথা নেই। তবে কোন পাপপ্রবৃত্তি বা দুর্নীতি নয়, কোন বিচারবুদ্ধির ত্রুটি বা চরিত্রগত কোন সহজাত দুর্বলতাই তার পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

থীবস্‌এর রাজা লায়াস পুত্রের হাতে নিহত হবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয়ে তিনি তাঁর নবজাত পুত্র ঈডিপাসকে তার পা বেঁধে এক দূর পার্বত্য অঞ্চলে রেখে আসেন। পরে সেই ঈডিপাস এক মেষপালকের দ্বারা উদ্ধার পায় এবং যৌবনে না জেনে ঘটনাক্রমে তার পিতাকে হত্যা করে বসে এবং স্ফিঙ্কস্‌এর ধাঁধার উত্তর দিয়ে থীবস্ রাজ্যের রাজা হয়। পরে না জেনে সে সে রাজ্যের বিধবা রাণী অর্থাৎ তার মাতাকে বিবাহ করে। অবশেষে সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার চোখ দুটিকে অন্ধ করে দেয় আর তার মাতা ও জায়া জোকাস্তা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

অনেক সমালোচকের মতে ঈডিপাসের একটি চরিত্রগত দুর্বলতা ছিল। তার বিচারবুদ্ধির কোন ত্রুটি ছিল না। সে ছিল বড় আবেগপ্রবণ এবং হঠকারী। তাছাড়া তার পর্যবেক্ষণশক্তির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা তার সমস্ত প্রাণমনকে শুধু একটি বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করত, যার ফলে সে তার বাইরে কিছু দেখতে পেত না। তার কোন দূরদর্শিতা ছিল না। কিন্তু এই দুর্বলতার জন্য এত বড় শাস্তি পাওয়া তার উচিত হয়নি। সোফোক্লিস দেখিয়েছেন, যে ঈডিপাস সহায়সম্বলহীন অবস্থায় শুধু নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে একটি জাতিকে বিরাট বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে নিজের চেষ্টায় এক বিরাট রাজ-ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে, একটি সমগ্র জাতির মন জয় করতে পারে সেই ঈডিপাস নির্মম নিয়তির হাতে অসহায় এক ক্রীড়ণকে পরিণত হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে অন্ধ ভিক্ষুকের বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এই তিনজন সুপ্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডী রচয়িতার মধ্যে ইউরিপিদেস ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি এথেন্সে খৃস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যকার হিসাবে ইউরিপিদেস ছিলেন এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিবাদী ও ব্যক্তিত্ববাদী। তিনি প্রথাগত নাট্যরীতি বর্জন করে অনেক স্থলে নূতন রীতি প্রবর্তন করেন বলে

প্রথম দিকে তার নাটক খুববেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তিনি মাত্র চারবার নাটক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাটক সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর নাটকে তিনি দেবতার থেকে মানুষের উপরেই বেশী নির্ভর করতেন। মাঝে মাঝে সে নাটকে দেবতাদের হস্তক্ষেপের ঘটনা যে নেই তা নয়। তবে মানুষের আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছাশক্তিসঞ্জাত কার্যাবলীর স্রোতকে সে হস্তক্ষেপ কোথাও অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারেনি।

ইউরিপিদেসের যে চারটি নাটক এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র এ্যালসেস্টিস নাটকেই দেখা যায় দেবতারা একটি ভাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন। গৃহদেবতা এ্যাপোলো মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে থেসালির সতীলক্ষ্মী পতিপ্রাণা রাণী এ্যালসেস্টিসের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর জীবনরক্ষার্থে এই পতিব্রতা নারী প্রাণবলি দেয় স্বেচ্ছায়।

একমাত্র মিডিয়া নাটকেই দেখা যায় দেবতাদের কোন হস্তক্ষেপ নেই এবং নিয়তিই মিডিয়ার জীবনকে এক অবাঞ্ছিত ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। এত বড় প্রেমের ট্র্যাজেডী সারা বিশ্বসাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। যে মিডিয়া প্রেমের খাতিরে তার নিজের ভাইকে হত্যা করে পিতা ও পিতৃভূমি ত্যাগ করে তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে আসে সেই মিডিয় এত করেও নিয়তির পরিহাসে সুখী হতে পারেনি। তার প্রেমিক ও স্বামী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোরিন্থের রাজকন্যাকে বিবাহ করে। তখন স্বামীর ওপর ক্রোধে উন্মাদ হয়ে মিডিয়া তার স্বামীর উপপত্নী ও আপন শিশুপুত্র দুটিকে হত্যা করে। প্রেম আর প্রতিহিংসার দুটি বিপরীতমুখী আবেগানুভূতির তীক্ষ্ণতার দ্বারা ক্ষতবিক্ষতপ্রাণা মিডিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এক বিরল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ইউরিপিদেস।

কিন্তু হেলেন নাটকে দেবতাদের সামান্য খেয়ালখুশি আর অহংবোধ মানব জগতে কি বিপর্যয় নিয়ে আসে তা দেখাবার জন্য হেলেন সম্পর্কে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর উপর আর একটি কাহিনী সংযোজিত করেছেন নাট্যকার। সেটি হলো এই যে, দেবী আফ্রোদিতে তাঁর ভক্ত প্যারিসের হাতে যে হেলেনকে দান করেছিলেন তার জন্য সমগ্র গ্রীস ও ট্রয়দেশের দুটি জাতির অসংখ্য মানুষ অকালে প্রাণ দেয় এবং ট্রয়নগর বিধ্বস্ত হয় সে হেলেন আসল হেলেন নয়, নকল। জিয়াসপত্নী দেবী হেরা আসল হেলেনকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে

ইজিপ্টের রাজা প্রোতিয়াসের প্রাসাদে রেখে আসেন। পরে সেখানে ট্রয় থেকে ফিরে এসে মেনেলাস তার পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়।

যে দেবী হেরা এত কাণ্ড করতে পারেন, আসল মানুষকে শূন্যে তুলে নিয়ে স্থানান্তরিত করে নকল মানুষ তার জায়গায় সৃষ্টি করে তাব দ্বারা অসংখ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন সেই হেরা তাঁর শুভ হস্তক্ষেপের ফলে ট্রয়যুদ্ধ নিবারিত করতে পারতেন সহজেই। সুতরাং তাঁর কাজকে হাস্যাস্পদ ও অর্থহীন প্রতিপন্ন করেছেন ইউরিপিদেস। মোট কথা দেবতাদের অস্তিত্বে অস্বীকার না করলেও তাঁদের কাজে ও বিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি। তিনি এসকাইলাসের মত অকুণ্ঠভাবে দেবতাদের মহিমাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাই তিনি এক জায়গায় কোরাসের মুখ দিয়ে বলেছেন,

Greatly indeed it will ease me of grief when it
comes to my mind the thought of gods.
yet, though guessing in hope of their wisdom
I am dawncast when I look at the fateness and
actions of mortals.

এইভাবে বারবার একটি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছে মানবপ্রেমিক ইউরিপিদেসের মন। দেবতারা যদি এতই শক্তিমান, তারা যদি এতই বিজ্ঞ তবে মানুষ এত কষ্ট পায় কেন, মানুষের দুঃখে তারা নেমে আসেন কেন?

গ্রীক ট্র্যাজেডীগুলি রচিত হবার পঞ্চাশ বছর পর এ্যারিস্টোটল তাঁর কাব্যতত্ত্ব (পোয়েটিকস্) রচনা করেন এবং ট্র্যাজেডীসাহিত্যের সংজ্ঞা ও সংলক্ষণ নির্ধারণ করেন। নাট্য উপস্থাপনার দিক থেকে গ্রীক নাটককে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে। নাটকের প্রথমেই প্রথম দৃশ্যটিকে 'প্রোগো' বা প্রস্তাবনা অংশ বলে যেখানে একটি বা দুটি চরিত্র নাটকের উদ্দেশ্যটি সংলাপের দ্বারা বুঝিয়ে দেয়। পরের অংশে 'প্যারদই'-এ কোরাসদলের আবির্ভাব হয়। এই কোরাস সব গ্রীকনাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নাগরিকদের দ্বারা গঠিত এই কোরাসদল (নারী বা পুরুষ দুইই হতে পারে) নায়ক নায়িকার কার্যাবলীর সামাজিক তাৎপর্যটি বুঝিয়ে দেয়। তার পরের অংশ হলো 'এপিসোড' ও 'স্টেসিম' যেখানে কোরাসদলের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন চরিত্রের কার্যাবলীর নীতিগত দিক নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করে। "কমাস' অংশে নাটকের প্রধান

চরিত্র কোরাসদলের সঙ্গে গান গায়। সবশেষে 'এগজোডান' বা নাটকের সমাপ্তি অংশ যেখানে কোরাস দর্শকদের উপর নাটকবিচারের ভার দেয়।

এ্যারিস্টোটল ট্র্যাজেডীকে উপাদানের দিক থেকে ছয়টি অংশে বিভক্ত করেন—যথা, আঙ্গিক, চরিত্র, শব্দচয়ন, বিষয়বস্তু, দৃশ্য ও গান। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলতেন শিল্পীরা তাদের শিল্পে নতুন কিছুই দিতে পারেন না। যা প্রকৃতিজগতে ও মানবজগতে আছে তারই অনুকরণ করেন মাত্র। কবি ও শিল্পীদের এই কাজকে তিনি গ্রীক ভাষায় বলতেন Mimesis বা অনুকরণ। এ্যারিস্টোটল পরে এই Mimesis-এর ব্যাখ্যা করে বলেন, কবিরা কখনো কোন ব্যক্তিগত কাজের অনুকরণ করবে না বা তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করবে না। তারা মানুষের এমন সব কার্যাবলীর প্রতিরূপ সৃষ্টি করবে কাব্যে যার একটি বিশ্বজনীন তাৎপর্য ও মহত্ব আছে। কারণ কবিতার কাজ ইতিহাসের থেকে অনেক বড়। ইতিহাস শুধু যত সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর ব্যক্তিগত কাজের ইতিবৃত্ত দান করে। কিন্তু কাব্যের কাজ হলো বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়া, ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বিশ্বজনীন তাৎপর্যের সন্ধান করা।

এ্যারিস্টোটল অবশ্য কাব্য ও ট্র্যাজেডীকে সমার্থক হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, কবিরা তাঁদের কাব্যে মানবজগতের সর্বজনীন ঘটনা বা কার্যাবলীর যে সব প্রতিরূপ সৃষ্টি করেন, ট্র্যাজেডীর পূর্বোক্ত ছয়টি উপাদান সেই প্রতিরূপ সৃষ্টির কাজকে সহজ করে দেয়। যেমন শব্দচয়ন অর্থাৎ সংলাপ ও গান প্রতিরূপসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, দৃশ্য পদ্ধতি হিসাবে, আর আঙ্গিক চরিত্র ও বিষয়বস্তু বা ভাববস্তু প্রতিরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সূচিত করে।

এ্যারিস্টোটল বলেছেন, "Tragedy then, is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament, several kinds found in the separate parts of the play ; in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper puragation of these and similar emotions." এইভাবে ট্র্যাজেডীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এ্যারিস্টোটল বলেছেন, অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় রচিত ট্র্যাজেডী কোন কাহিনী বা আখ্যায়িকার প্রতিরূপ নয়, ট্র্যাজেডী নরনারীর সেই কার্যাবলীর বাণীরূপ যা সর্বজনীনভাবে

গুরুত্বপূর্ণ এবং যা একই সঙ্গে মানুষের মনে ভীতি ও করুণার আবেগ সঞ্চারিত করে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নাট্যকারেরা মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও নিয়তিরূপিণী দৈবশক্তির নিরন্তর দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত উপাদানে তাঁদের ট্র্যাজেডীর রসমূর্তিটি গড়ে তোলেন। তাঁরা একদিকে দেখান মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনেক কিছু করতে পারে। আবার দেখান এত করেও সব ব্যর্থ হয় নিয়তির হস্তক্ষেপের ফলে। তবে নিয়তি একেবারে অকারণে কারো সর্বনাশ করে না, তার নিজের সর্বনাশের জন্য মানুষের কোন না কোন ত্রুটিই দায়ী। কত শক্তিমান, খ্যাতিমান, বিত্তবান পুরুষ তার নিজের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিজের ভাগ্যকে নিজেই গড়ে তোলেন, উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু সহসা কোথা হতে কি যেন ঘটে গেল। তার চরিত্রগত কোন অদৃশ্য গোপন দুর্বলতা অথবা বিচারবুদ্ধির ত্রুটিগত কোন দুষ্ট কীট কখন তার কুসুমিত সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কুড়ে কুড়ে তা খাক করে দিয়েছে তার কিছুই তিনি জানেন না। যখন বুঝলেন তখন আর উপায় নেই। বীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভাগ্যে যদি এই ঘটে তাহলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা ত কোন ছার। সার্থক গ্রীক ট্র্যাজেডীগুলি পাঠ করে ভীতি ও করুণার এক মিশ্রিত আবেগে এইভাবে গুঞ্জরিত হতে থাকে আমাদের মন।

আমাদের গ্রন্থের সর্বশেষে এ্যারিস্টোফেনস্-এর 'দি ফ্রগস্' নামে যে কমেডি সংবলিত তা পাশ্চাত্য জগতের প্রথম কমেডি। এ্যারিস্টোফেনস্ দেখিয়েছেন কমেডির কাজ শুধু হাস্যরস পরিবেশন করা নয়, একটি বলিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা। কবিরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। মৃত্যুর পরও তাঁরা অন্যের প্রতি ঈর্ষা করতে পারেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণের দ্বারা দোষারোপ করে থাকেন—এই সত্যটি পরিব্যক্ত করার জন্যই এ্যারিস্টোফেনস্ নরকের মধ্যে এসকাইলাস ও ইউরিপিদেসের নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়নমানসে এক বিচারদৃশ্যের অবতারণা করেছেন এবং কমেডির দেবতা ডায়োনিসাসকে দিয়ে কবি ও তাঁদের কাব্যসৃষ্টিকে ওজন করতে চেয়েছেন।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

প্রমিথিয়াস আনবাউণ্ড

এসকাইলাস

: নাটকের চরিত্র :

শক্তির দেবতা

হিফাস্টাস

প্রমিথিয়াস

ওসিয়ানাসের কন্যারা ও কোরাসদল

ওসিয়ানাস

আইও

হার্মিস

●

দৃশ্যস্থল :

স্কাইথিয়ার পার্বত্য প্রদেশস্থিত কোন এক গিরিগুহার সম্মুখস্থ স্থান। বন্দী প্রমিথিয়াসসহ শক্তির দেবতার প্রবেশ। তাদের সঙ্গে ছিল অগ্নির দেবতা হিফাস্টাস।

শক্তির দেবতা। অবশেষে মর্ত্যলোকের এই সুদূর প্রান্তে স্কাইথিয়ার পথহীন অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যপ্রদেশে উপনীত হলাম আমরা। হে হিফাস্টাস, এবার তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। কারণ এই দুর্বৃত্তটিকে পাহাড়সংলগ্ন এক বিরাট পাথরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য শৃংখলদ্বারা আবদ্ধ করে রাখার দায়িত্বভার পরম পিতা জিয়াস তোমারই উপর অর্পণ করেছেন। সর্বশুদ্ধ সর্বগ্রাসী হুতাশনের যে শিখাগুলি তোমার নিজস্ব সম্পদ, যা শুভ্র উজ্জ্বল ফুলের মত মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে তোমারই প্রাসাদে, যা শুধু স্বর্গের দেবতাদেরই ভোগ্য, সেই দেব-ভোগ্য অগ্নিশিখা হীন তস্করের মত চুরি করে মরণশীল মর্ত্যমানবদের দান করে প্রমিথিয়াস। তার সেই হীন কর্মের প্রতিফলস্বরূপ দেবতাদের এই অভিশাপ ভোগ করছে সে। দেবরাজ জিয়াসের অমোঘ ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কত কঠিন, কত ভীষণ এবার সে ধৈর্যসহকারে তিলে তিলে বুঝতে পারবে। আর সেই ভীষণতাই মানবজাতির প্রতি তার অশোভন অন্যায় ভালবাসা চিরতরে বিদূরিত করে দেবে তার মন থেকে।

হিফাস্টাস। হে শক্তির দেবতা শোন, জিয়াসের আদেশ পালনের ব্যাপারে তোমার যা করণীয় তা তুমি করেছ। তোমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু এই শৈত্যলাঞ্ছিত গিরিগুহায় আমাদেরই মত সমপর্যায়ভুক্ত এক দেবতাকে শৃংখলাবদ্ধ করতে গিয়ে কোথায় যেন বাধছে আমার। তাই উপযুক্ত সাহস বা উৎসাহ পাচ্ছি না এ কাজে। তথাপি সে সাহস অন্তরে আমার সঞ্চয় করতেই হবে, কারণ আমাদের পরম পিতার আদেশ এমনই অমোঘ ও ভয়ঙ্কর যে তা অমান্য করার শক্তি কারো নেই। (প্রমিথিয়াসের প্রতি) বিচক্ষণ থেমিসের মহান পুত্র হে প্রমিথিয়াস, আমি তোমার ও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এই জনমানবহীন পর্বতসংলগ্ন এক প্রস্তরের সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ করে রেখে গেলাম। কোনদিন কারো হস্ত এ বন্ধন ছিন্ন করা ত দূরের কথা শিথিল পর্যন্ত করতে পারবে না। এখানে কোনদিন কোন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না, কোন মানুষের আকৃতি কখনো চোখে দেখতে পাবে না তুমি। জলন্ত রৌদ্র-তাপে ক্রমাগত দগ্ধ হতে হতে ম্লান ও তাম্রাভ হয়ে উঠবে তোমার দেহের উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। নিষ্করুণ সে রৌদ্রতাপের প্রচণ্ড দাহ হতে তোমায় রক্ষা করার জন্য নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে এক শান্ত শীতলতার পশরা হাতে নেমে আসবে শুধু রাত্রির স্তব্ধনিবিড় অন্ধকার। আবার যখন নিশাশেষে অসহনীয় হিম ও তুষারের দংশনে পীড়িত হতে থাকবে তুমি তখন যত সব নৈশ কুহেলি আর তুষার-রাশি বিদীর্ণ করে দিকে দিকে ফুটে উঠবে প্রসন্ন সূর্যালোক। অন্তহীন যন্ত্রণার এক অবিচ্ছিন্ন আঘাতে তোমার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে আসবে একে একে। কারণ কেউ কোনদিন মুক্ত করতে পারবে না তোমায় এই অভিশপ্ত বন্ধন থেকে। মানবজাতির প্রতি তোমার দানশীলতার ফল এবারে ভোগ করো। তুমি নিজে দেবতা হয়ে দেবতাদের রোষের কথা একবার বিবেচনা না করেই কেমন করে কোন যুক্তিতে যে সম্মান মানবজাতি পাবার যোগ্য নয় সে সম্মান তাদের দিলে? এখন তাহলে এই নিরানন্দ পার্বত্যপ্রদেশে অতন্দ্র প্রহরীর মত একমাত্র এক নিবিড়তম ক্লান্তিকে আলিঙ্গন করে নিশিদিন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। আর সেই নিস্ফল বিলাপ ও ক্রন্দনে ফেটে পড় যা কখনো কোন মানুষের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে না। জেনে রেখো, দেবরাজ জিয়াসের মতের কখনো পরিবর্তন হয় না। বরং নূতন অপরাধকারীদের প্রতি সে মন সে মত কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে ওঠে দিনে দিনে।

শক্তির দেবতা। তোমার কথা যথার্থ। কিন্তু বৃথা করুণার কথা বলে কেন

বিলম্ব করছ ? দেবতাদের যে সাধারণ শত্রু তোমার শ্রেষ্ঠ সম্মানের বস্তু বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তুলে দিয়েছে মরণশীল মানুষদের হাতে তার প্রতি কোন ঘৃণা অনুভব করছ না ?

হিফাস্টাস। আত্মীয়তা ও পুরনো অন্তরঙ্গতার দাবি অবশ্যই মেটাতে হবে।

শক্তি। তা অবশ্য বটে, কিন্তু একথা ভাবতে তোমার ভয় হচ্ছে না কি যে পরম পিতার আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তোমার নেই ?

হিফাস্টাস। তুমি বড় নিষ্করুণ। অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতায় গড়া যেন তোমার দেহ।

শক্তি। ওর জন্য অশ্রুপাত নিষ্ফল। ওর প্রতি এক অলস সমবেদনার বোঝা কাঁধে নিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করলে কোন ফল হবে না তাতে।

হিফাস্টাস। হায় আমার বিদ্যা ! তুমি ঘৃণ্য অভিশপ্ত।

শক্তি। এ ব্যাপারে তোমার বিদ্যার দোষ কোথায় ?

হিফাস্টাস। তাহলেও মনে হচ্ছে এ বিদ্যা আমার না হয়ে অন্য কারো হলে ভাল হত।

শক্তি। একমাত্র দেবরাজ ছাড়া সকলকেই কষ্ট করে পরিশ্রম করে যেতে হয়। একমাত্র দেবরাজ জিয়াস ছাড়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কেউ নয়।

হিফাস্টাস। এ কথা অস্বীকার করতে পারব না আমি।

শক্তি। তাহলে অতি শীঘ্রই ওকে বেঁধে ফেল। তা না হলে পরম পিতা দেখে ফেলবেন তুমি এখনো পর্যন্ত তাঁর আদেশ পালন না করে পদচারণা করে বেড়াচ্ছ।

হিফাস্টাস। এই দেখ শিকল তৈরি।

শক্তি। তাহলে তোমার হাতুড়ী দিয়ে শিকলটা পিটিয়ে ওর হাতের মত করে নাও। তারপর ওই পাথরটার সঙ্গে ওকে বেঁধে ফেল শক্ত করে।

হিফাস্টাস। তাই করা হচ্ছে। কাজটা ঠিকই সুসম্পন্ন হবে।

শক্তি। খুব শক্ত করে বাঁধবে ওকে। সে বন্ধনের মধ্যে যেন কোন শৈথিল্য না থাকে। তা না হলে প্রত্যুৎপন্নমতি কুশলী প্রমিথিয়াস এই নির্জন স্থানে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে হয়ত তার বন্ধনমুক্তির কোন উপায় খুঁজে বার করে বসবে।

হিফাস্টাস। এর একটা হাতই বেঁধে দিলাম। কেউ এ বন্ধন শিথিল করতে পারবে না।

শক্তি। ওর অন্য হাতটাও বেঁধে ফেল। ও জানুক, শিখুক কিভাবে ওর

সব চাতুর্য দেবরাজ জিয়াসের কাছে এক শোচনীয় নির্বুদ্ধিতায় হয় পর্যবসিত
হিফাস্টাস। একমাত্র এখন ছাড়া আমি এর আগে কখনো কারো কোন ক্ষতি করিনি।

শক্তি। এবার একটা লোহার বড় পেরেক ওর বুকের ভিতর দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে পাথরের সঙ্গে গেঁথে দাও।

হিফাস্টাস। হায় প্রমিথিয়াস, তোমার এই কষ্টভোগের জন্য আমি যন্ত্রণা অনুভব করছি।

শক্তি। তুমি কুণ্ঠাবোধ করছ? জিয়াসের শত্রুর জন্য বেদনা অনুভব করছ? মনে রেখো, একদিন তাহলে তোমার নিজের জন্যও সত্য সত্যই বেদনা ও যন্ত্রণা অনুভব করতে হবে।

হিফাস্টাস। যে দৃশ্য তোমার সামনে দেখছ সে দৃশ্য যে কোন চক্ষের পক্ষে সত্যিই বেদনাদায়ক।

শক্তি। আমি দেখছি এমনই একজনকে যে এই দুঃখভোগের যোগ্য। এখন দেখ ওর বাঁধনটা যেন শক্ত হয়।

হিফাস্টাস। তা অবশ্যই করা হবে। কিন্তু এর বেশী আমাকে কিছু বলো না।

শক্তি। আর একটা কাজ তবু করতে বলব। ওর পাগুলো এবার জোর করে বেঁধে দাও।

হিফাস্টাস। তা হয়ে গেছে এবং তা করতে বেশীক্ষণ বেগ পেতে হয়নি।

শক্তি। ওর পায়ের লোহার বেড়ীটা আরো শক্ত করে আটকে দাও। মনে রেখো, যে কাজের ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে সে কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

হিফাস্টাস। তোমার মুখের মত জিহ্বাটাও সমান নিষ্ঠুর।

শক্তি। তোমার অন্তঃকরণ কোমল থাক কুসুমের মত। আমার সাহসিকতা ও কঠোরতার জন্য আমাকে তিরস্কার করো না।

হিফাস্টাস। এবার চল আমরা যাই। এবার ও আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়েছে এক অচ্ছেদ্য লোহার জালে। (প্রস্থান)

শক্তি। এবার তুমি তোমার দুর্বিনীত ভাব নিয়ে থাক নিষ্ঠুর প্রমিথিয়াস। তোমার সেই সব প্রিয় নিকৃষ্ট প্রাণীগুলোকে স্বর্গীয় সম্মানে ভূষিত করার যোগ্য প্রতিফল ভোগ করো। একটা কথা আমাকে বল, যে মানবজাতিকে তুমি আগুন চুরি করে দিয়েছিলে, আজ তারা কি তোমার এই যন্ত্রণা দূর করতে

পারবে? তোমাকে কুশলী প্রমিথিয়াস বলে ভুল করে দেবতারা। কারণ এখন তোমার কোন কৌশলই মুক্ত করতে পারবে না এই বন্ধন থেকে।

(শক্তির প্রস্থান)

প্রমিথিয়াস। (একাকী) হে দ্রুতগামী স্বর্গীয় পবিত্র বাতাস, হে গিরিগুহা-নিঃসৃত নদী প্রস্রবণ, হাস্যোজ্জ্বল সমুদ্রতরঙ্গমালা, হে ধরিত্রীমাতা, হে সর্বস্রষ্টা সূর্য, আমি তোমাদের সকলের নিকট এক সকরুণ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা দেখ, দেবতা হয়ে আমি দেবগণের কাছ থেকে কী নির্মম অত্যাচার সহ্য করছি। তোমরা দেখ, কী এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ পীড়ন ও যন্ত্রণার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে তিলে তিলে সংগ্রাম করে যেতে হবে আমায়। দেখ দেখ, আমার পীড়নের জন্য নূতন স্বর্গাধিপতি জিয়াস কত ভয়ঙ্কর এক বন্ধনের ব্যবস্থা করেছে। হায়, শুধু বর্তমান কালে নয়, অনাগত ভবিষ্যতেও সে অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণার ধারাকে সহ্য করে যেতে হবে আমায় তার কথা ভেবে কাতর হয়ে উঠছি আমি। জানি না, কবে কোন সুদূর আকাশের প্রান্তে উঠবে আমার মুক্তির সূর্য। ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই আমি অভ্রান্তভাবে দেখতে পাই। আমার অজ্ঞাতে কোন বিপদই ঘটে না আমার জীবনে। নিয়তির যে অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বৃথা সে বিধান নীরবে সহ্য করে যাওয়াই উচিত আমাদের। তথাপি সম্পূর্ণ নীরব থাকতে পারছি না। যে বিপদ ও বিপর্যয় আজ আমায় গ্রাস করেছে তা আমি ব্যক্ত না করে পারছি না। আমি হচ্ছি এমনই এক দেবতা যে দেবভোগ্য অগ্নির সেই আশ্চর্য প্রস্রবণটিকে লুকিয়ে রেখে মরণশীল মানবজাতিকে তা দান করে তাদের সর্ববিদ্যাবিশারদ করে তুলি, তাদের সর্ব-মঙ্গলের বিধানকর্তা করে তুলি। আজ মুক্ত আকাশের তলে শৃংখলিত অবস্থায় সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে চলছি আমি। ধিক আমায়! কিন্তু কিসের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে নিকটে? কোন বস্তু এখানে পরিদৃশ্য না হলেও কিসের গন্ধ আসছে? তবে কি কোন দেবতা, অথবা কোন মানুষ অথবা কোন গন্ধর্ব আমার এই সশ্রম শাস্তিভোগ স্বচক্ষে দেখার জন্য পৃথিবীর এই প্রান্তদেশে এক অলস কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে এসে পড়েছে? তাছাড়া কিজন্য আসবে সে? ঠিক আছে দেখ আমাকে। দেখ জিয়াস ও তার সভাসদবর্গের দ্বারা ঘৃণিত ও তাদের শত্রু হিসাবে পরিচিত ভাগ্যবিড়ম্বিত এক দেবতা কী পরিমাণ কষ্ট ভোগ করছে। আর এর একমাত্র কারণ হলো মানবজাতির প্রতি আমার মহান ভালবাসা। হায় হায়, উড়ন্ত পাখির শব্দের মত সেই শব্দটা আবার শুনতে

পাচ্ছি আমি। যে কেউ এখানে আসুক, আমার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উড়ন্ত রথবাহিত অবস্থায় ওসিয়ানাসকন্যাদের দ্বারা গঠিত কোরাসদলের প্রবেশ

১ম কোরাসদল। ভয় করো না, তোমার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের খাতিরে উড়ন্ত রথে করে দ্রুতগতিতে তোমার এই পাহাড়ের সন্নিকটে উপনীত হয়েছি। আমাদের পরম পিতাকে তোমার অনুকূলে আনতে পারিনি। কিন্তু তা না পারলেও অনুকূল বাতাসের সাহায্যে এখানে এসে পড়েছি আমরা। আমাদের সমুদ্রতলের গভীরে তোমার লৌহশৃংখলের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুমারী মনের সব লজ্জা অপার বিস্ময়ের অতল জলে বিসর্জন দিয়ে পাদুকা না পরেই অতি দ্রুত উড়ন্ত রথে চড়ে উড়ে এসেছি তোমার কাছে।

প্রমিথিয়াস। হায় হায়, ধিক আমাকে। হে টেথিস ও ওসিয়ানাসের কন্যাগণ, তোমরা যারা প্রতিনিয়ত অসংখ্য সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করো, তারা দেখ, কিভাবে এই গিরিগুহার সম্মুখে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় এক সকরুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছি।

২য় কোরাসদল। তা দেখতে পাচ্ছি হে প্রমিথিয়াস, দাসত্বের বন্ধনে নিপীড়িত তোমার দেহ এই পার্বত্যপ্রদেশের শীতাতপে বিশুষ্ক হয়ে উঠেছে। এক ভয়াল আশঙ্কার কুয়াশা, অশ্রুর মেঘবাষ্পরাশি আচ্ছন্ন করেছে আমার চক্ষুদ্বয়কে। এখন নূতন স্বর্গাধিপতি নূতন আইন-কানুন দ্বারা স্বর্গদেশ শাসন করছেন এক অবৈধ স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে। তিনি পুরাতন অনেক শক্তিমান দেবতাকে নির্বাসিত করেছেন।

প্রমিথিয়াস। আমাকেও সেই জিয়াস স্বর্গচ্যুত ও নির্মমভাবে শৃংখলাবদ্ধ করে মর্ত্যলোকের অতল গভীরে পাতালপ্রদেশের এমন এক স্থানে নিক্ষেপ করেছে যেটা হচ্ছে নিষ্ঠুর তার্তারাসের রাজ্য। অন্তহীন নরকান্ধকারের অতলান্তিক এই গভীরে কোন দেবতা বা মানুষ আসে না কখনো। শুধু অসংখ্য মৃত আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সেখানে। আমার এই শাস্তিভোগের কেউ সাক্ষী থাকবে না। খেয়ালী বাতাসের খেলনারূপে আমি যেন শূন্যে ঝুলছি। আমার অন্তর্বেদনায় আনন্দ লাভ করছে আমার শত্রুরা।

কোরাসদল। সে কোন নিষ্ঠুর দেবতা যার কাছে তোমার দুঃখ আনন্দের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে? একমাত্র দেবরাজ জিয়াস ছাড়া আর কোন দেবতা কি আছে যে সহানুভূতি জানাবে না তোমার এ দুঃখ যন্ত্রণায়? তবে জিয়াসের

সেই নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত আত্মা স্বর্গের অন্যান্য দেবতাদেরও তার কথামত চলতে বাধ্য ও বশীভূত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তৃপ্ত হবে অথবা অন্য কোন দেবরাজ বা সম্রাটের দ্বারা স্বর্গসিংহাসন হতে অপসারিত হবে ততক্ষণ ও ক্ষান্ত হবে না। স্বর্গের সকল দেবতাকেই ওর বশীভূত ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

প্রমিথিয়াস। হায়, স্বর্গের এই নিষ্ঠুর দেবরাজই আজ যাকে শৃংখলাবদ্ধ করে পীড়ন করছে, কাল পূর্ণ হলে একদিন সেই আমার কাছে ছুটে এসে অনুরোধ জানাবে আমায় তাকে সিংহাসনচ্যুত করার যে চক্রান্ত চলছে তার কথা ফাঁস করে দেবার জন্য। কিন্তু বলে রাখছি সে আমাকে শৃংখলমুক্ত করে তার দোষ স্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তার কোন মধুর প্ররোচনাবাক্যের দ্বারা কোনমতেই মুগ্ধ হব না।

কোরাসদল। তুমি সত্যিই বীর এবং সাহসী। কোন বিপদ বা বিপর্যয় তোমাকে বিমূঢ় বা নম্রনত করতে পারে না। বীরত্বপূর্ণ সাহসের কথা কখনই তোমার জিহ্বায় আটকায় না। এক নিবিড় আশঙ্কার কণ্টকে অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার। আমি শঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করছি তোমায় কবে এবং সে কোন সুদূর শান্তির বন্দরে তোমার এই বাত্যাতাড়িত জীবনতরী ভিড়বে? ক্রোনাসপুত্র জিয়াসের অন্তঃকরণ বড় কঠোর। কারো কোন কাতর অনুনয়বিনয় সে অন্তরে প্রবেশ করে না।

প্রমিথিয়াস। তার সে কঠোরতার কথা আমি জানি। আমি জানি, সমস্ত ন্যায়বিচারকে সে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ভরে রেখেছে। তথাপি তার সমস্ত দর্প একদিন চূর্ণ হবেই, কোমল হবে তার অন্তরের সমস্ত কঠোরতা। এক বিরাট বিপর্যয়ের আঘাতের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে তার ক্রোধকুটিল ঔদ্ধত্য। শুধু তাই নয়, সে একদিন নম্রনত অবস্থায় আমার কাছে আসবে বন্ধুত্ব ভিক্ষা করতে আর আমি তখন সে বন্ধুত্ব তাকে স্বেচ্ছায় দান করব না।

কোরাসদলের নেতা। সমস্ত কাহিনীটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করো। তোমার কোন অপরাধের জন্য তোমাকে এমন নির্মমভাবে পীড়ন করছে জিয়াস, সেকথা আমাদের কাছে বলাতে তোমার যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহলে তা বল আমাদের।

প্রমিথিয়াস। সে কহিনী ব্যক্ত করা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক, আবার সে কাহিনী না ব্যক্ত করে নীরব হয়ে থাকাও সমান যন্ত্রণাদায়ক। সব কিছুই

আমার দুর্ভাগ্য। স্বর্গের দেবতারা যখন গৃহযুদ্ধে মত্ত হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে একদল যখন ক্রোনাসকে বলপূর্বক সিংহাসনচ্যুত করে জিয়াসকে সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চায় আর একদল জিয়াসের বিরোধিতা করতে থাকে তখন আমি আমার সৎ পরামর্শের দ্বারা আকাশ ও ধরিত্রীর সন্তান টিটানদের পরিচালিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হয় আমার সে চেষ্টা। আমার সমস্ত পরিকল্পনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে শক্তির অমিত অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা জোর করে স্বর্গলোক অধিকার করতে চায়। আমার মাতা থেমিস (তাঁর অনেক নামের মধ্যে একটি) প্রায়ই ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। তিনি বললেন টিটানরা একমাত্র কৌশলগত কোন পদ্ধতি ব্যতীত গায়ের জোরে কখনই স্বর্গলোক অধিকার করতে পারবে না। আমি সেইমতই তাদের পরামর্শ দিই। কিন্তু অধৈর্য হয়ে তারা আমার সে পরামর্শ অগ্রাহ্য ও অবহেলা করে চলে যায়। তখন আমার কাছে একমাত্র যে পথ খোলা ছিল তা হলো আমার মাতার সাহায্যে ও মাধ্যমে জিয়াসের মতে মত দেওয়া। আমার পরামর্শক্রমেই ক্রোনাস ও তাঁর সভাসদবর্গকে তার্তারাসের গুহান্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়। এইভাবে বর্তমান দেবরাজ অত্যাচারী জিয়াস আমারই পরামর্শ দ্বারা লাভবান হয়ে আমাকে এইভাবে নিষ্ঠুর পীড়নের দ্বারা পুরস্কৃত করে। অত্যাচারের এইটাই হলো ব্যাধি যে, তা বন্ধুত্বের কোন খাতির করে না বা তার কোন প্রতিদান দেয় না। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে জিয়াস কেন আমাকে পীড়ন করছে, এবার শোন তার কারণ। তার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেবতার উপর বিভিন্ন দপ্তরের কর্মভার অর্পণ করে জিয়াস। কিন্তু হতভাগ্য মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কিছুই করল না সে। উপরন্তু সে সমগ্র মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে অন্য এক প্রজাতি সৃষ্টি করার মনস্থ করল। একমাত্র আমি ছাড়া তার এই অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য আর কেউ কোন প্রতিবাদ জানাল না। একমাত্র আমিই সাহস করে প্রতিবাদ জানালাম। জিয়াসের যে নির্মম আঘাত সমগ্র মানবজাতিকে নরকের অন্ধকারে নিক্ষেপ করত সে আঘাত থেকে আমিই তাদের রক্ষা করি। যে বেদনা যে যন্ত্রণা সহ্য করা দূরের কথা, চোখে দেখাও যায় না আমাকে এখন তাই সহ্য করতে হচ্ছে। আমি মানবজাতির প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেছিলাম সে দয়া আমার প্রতি দেখাবার কেউ নেই। জিয়াসের নিষ্ঠুরতার জন্যই আজ আমাকে এই শোচনীয় ও সকরুণ দৃশ্যে পরিণত হতে হয়।

কোরাসদলের নেতা। হে বন্দী প্রমিথিয়াস, যে তোমার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে ঘৃণা ও ক্রোধ অনুভব করে না জিয়াসের প্রতি তার দেহটা পাথরের আর অন্তরটা লোহার। তোমার এই অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলেই আমি বরং ভাল করতাম, কারণ সে অবস্থা দেখে দুঃখে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে আমার সারা অন্তর।

প্রমিথিয়াস। আমার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীদের কাছে সত্যিই আমি এক করুণার পাত্র হয়ে উঠেছি।

কোরাস নেতা। হয়ত তাই। আচ্ছা তোমার অপরাধ শুধু কি ওই?

প্রমিথিয়াস। আমারই জন্য মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে থাকতে শেখে; মৃত্যুর জন্য আগে থেকে আর মাথা ঘামায় না।

নেতা। কিভাবে তা সম্ভব হয়?

প্রমিথিয়াস। আমি তাদের মধ্যে এক অন্ধ আশা সঞ্চার করি।

নেতা। মরণশীল মানবজাতির পক্ষে এ এক পরম আশীর্বাদ।

প্রমিথিয়াস। তার উপর আমি তাদের আগুন দান করি।

নেতা। তাহলে মানুষ তাদের স্বল্পপরিসর জীবনকালের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনেরও অধিকারী হয়ে ওঠে?

প্রমিথিয়াস। এই আগুনের মাধ্যমে তারা আরো বহু কিছু কলাকর্ম শিখতে পারবে।

নেতা। এই অপরাধের জন্যই কি জিয়াস—

প্রমি। এর জন্যই বিরামহীন পীড়নের দ্বারা নিপীড়িত করছে আমায় জিয়াস।

নেতা। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কোন লক্ষ্য নেই তোমার?

প্রমি। না, আমি তার ভাল ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না।

নেতা। তা কি করে হয়? তুমি কি তোমার ভুল বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না তুমি ভুল করছ? আমি দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন এই বন্ধনদশা হতে মুক্তি পাবার কোন উপায় খুঁজে বার করো।

প্রমি। সুখী মানুষদের পক্ষে বিপন্ন মানুষদের তিরস্কার করা বা পরামর্শ দেওয়া কত সহজ কাজ। আমি শুধু এইটুকুই জানি, খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি ভুল করেছি। মানবজাতিকে আমি সাহায্য করেছি, কিন্তু আজ নিজেকে নিজে সাহায্য করতে পারছি না। তবু আমি একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে তার জন্য এই ভয়ঙ্কর নির্জন গিরিগুহায় এক বিশাল পাথরের

সঙ্গে শৃংখলিত অবস্থায় এক নির্মম পীড়নের চাপে আমাকে ক্ষয় হয়ে যেতে হবে তিলে তিলে। কিন্তু বর্তমানে আমার এই সব দুঃখবিপদে কাতর হয়ে কোন লাভ নেই। তুমি বরং মর্ত্যভূমিতে চলে গিয়ে দেখগে ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে সেখানে। আমার অনুরোধ, তুমি আমার কথা শোন। যারা কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করো। কারণ সেখানে প্রতিটি মানুষই একের পর এক দুঃখ ভোগ করে চলেছে।

কোরাস দল। (গান)

আমরা তোমার কথা শুনেছি প্রমিথিয়াস,
তাই দ্রুতগামী রথ হতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে
নেমে এসেছি তোমার কাছে।
স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত পবিত্র বাতাস
আর পাখির গান সব ফেলে
শুধু তোমার দুঃখের কাহিনী শোনার জন্য
নেমে এসেছি এই কঠিন মর্ত্যভূমিতে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় আরুঢ় অবস্থায় ওসিয়ানাসের প্রবেশ

ওসিয়ানাস। আমি এই দ্রুতগতি পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে তোমার কাছে এসেছি। এই পক্ষীরাজ তার আরোহীর মনের কথা জানতে পারে বলে তাকে চালনার জন্য কোন লাগামের দরকার হয় না। আমি বহু দূর থেকে বহু পথ অতিক্রম করে অবশেষে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে এখানে এসে উপনীত হয়েছি। রক্তের সূত্রে আমি তোমার আত্মীয়, তাছাড়া আমি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি। আমি যা বলছি সত্য বলছি। অলস তোষামোদের কথা আমার জিহ্বা থেকে বার হয় না। এখন আমাকে বল কী ধরনের সাহায্য আমি তোমাকে দান করতে পারি। তুমি যেন কখনো একথা বলতে না পার যে তোমার বন্ধু ওসিয়ানাস তার বন্ধুত্বসুলভ সাহায্যদানে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রমিথিয়াস। আমি কি দেখছি? আমার এই পতন ও শোচনীয় দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য তুমিও এসেছ? সমুদ্রমধ্যস্থিত যে গিরিগুহায় তোমার আবাস সেখান থেকে লৌহমাতা এই ধরিত্রীর বুকে কোন সাহসে এসেছ তুমি? যে বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার দ্বারা বিড়ম্বিত ও নিপীড়িত হচ্ছে আমার ভাগ্য তুমি কি তা স্বচক্ষে দেখে এক ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ অনুভব করার জন্য এসেছ? তাহলে দেখ এই দৃশ্য। দেখ আমাকে। আমি হচ্ছি জিয়াসের সেই বন্ধু যে তাকে সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল, যে বন্ধু আজ তার নির্মম পীড়নের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে।

ওসিয়ানাস। আমি তা স্বচক্ষে দেখছি প্রমিথিয়াস। যদিও তুমি কুশলী এবং বুদ্ধিমান, তথাপি তোমাকে আরো বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে বলব। আরো ভালভাবে নিজেকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করো। নূতন অবস্থা ও রীতিনীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে শেখ। মনে রেখো, দেবতাদের মধ্যে এক নূতন অত্যাচারী রাজা এসেছেন। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও তুমি যদি যত সব তিক্ত ও কঠোর কথা জিয়াসকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করে যেতে থাক তাহলে সুদূর স্বর্গলোকে বসে থাকলেও সেখান থেকেই সেকথা শুনতে পাবেন জিয়াস আর তখন তুমি যে দুঃখের বোঝা বহন করে চলেছ তা দেখে শিশুর ক্রীড়াদর্শনে আমোদিত ব্যক্তির মত হেলাভরে হাসবেন তিনি। হে আর্ত প্রমিথিয়াস, এখন তোমার ক্রোধাবেগ সংবরণ করে এই দুঃখজনক অবস্থা হতে মুক্তির উপায় খোঁজ। আমার এই পরামর্শবাক্য বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রলাপোক্তির মত শোনাতে পারে। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কটুবাক্যের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর। তোমার একটা দোষ, তুমি বিনয় কাকে বলে তা জান না। আর তার ফলে আরো অনেক অশুভ ঘটনাকে টেনে আনবে জীবনে তোমায়। আমাকে তোমার শিক্ষাদাতা হিসাবে মনে ভাববে, আমার নীতিকথা অপ্রিয় হলেও তা প্রত্যাখ্যান করো না। মনে রেখো, স্বর্গে এখন এমন এক কঠোর-হৃদয় রাজা রাজত্ব করছেন যিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত, যিনি জীবনে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা স্বীকার করেন না। এখন আমি স্বর্গলোকে তাঁর কাছে গিয়ে তোমার মুক্তির জন্য চেষ্টা করব। তুমি শান্ত হয়ে থাক এবং তোমার উত্তপ্ত রসনা সংযত করো। তুমি জান না, দায়িত্বহীন অসংযত কটুবাক্যের শাস্তি কী ভীষণ!

প্রমিথিয়াস। তুমি যে আমার কাছে সাহস করে এসেও জিয়াসের চোখে অপরাধমুক্ত আছ এজন্য আমি আনন্দিত। আমার অনুরোধ, নিজের অশান্তি ও অমঙ্গল ডেকে এনো না। জিয়াসের ইচ্ছা ও আদেশ অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। তুমি তাঁর মত পরিবর্তন করাতে পারবে না। ভেবে দেখো, তুমি আমার মুক্তির জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করতে গিয়ে শুধু নিজের ঘাড়ে দুঃখের বোঝাই চাপিয়ে নেবে।

ওসিয়ানাস। তুমি সব সময় পরের স্বার্থচিন্তায় যে বিজ্ঞতার পরিচয় দাও, নিজের

স্বার্থ সম্পর্কে সে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পার না। আমাকে বাধা দিও না। আমি গর্বের সঙ্গে জোর করে বলতে পারি, জিয়াস আমার আবেদন মঞ্জুর করে তোমাকে অবশ্যই মুক্তি দান করবেন।

প্রমিথিয়াস। তোমার এই প্রয়াসের জন্য আমি কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায় এবং তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অভাব কোনদিনই হবে না। এ বিষয়ে তোমার উৎসাহের কোন অভাব নেই। কিন্তু আমার অনুরোধ, বৃথা কষ্ট করো না, কারণ তোমার এই সব উদ্যমশীল প্রচেষ্টায় আমার কোন উপকার হবে না। নিজের শান্তি ও মঙ্গল অক্ষুণ্ণ রাখো, এ ফাঁদে তুমি যেন আর পা দিও না। আমাকে একাই ভুগতে দাও। অবশ্য একা আমিই শুধু এই ধরনের দুঃখকষ্ট ভোগ করছি না। আমার ভাই এ্যাটলাসও আমার মত দুঃখের বোঝা বহন করে চলেছে। পৃথিবীর সুদূর পশ্চিম প্রান্তে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশ ও পৃথিবীর অমিত বোঝাভার ক্লান্ত দেহে বহন করে চলেছে সে। আমি দুঃখের সঙ্গে আরো দেখেছি সিনিসিয়ার গুহাবাসী মর্ত্যজাত শতমুখবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর টাইফোর শোচনীয় পরাভব আর দুরবস্থা। সে একবার দেবতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তার ভয়ঙ্কর গলা থেকে এক বিকট গর্জন আর চোখ থেকে আগুন নির্গত করে জিয়াসকে সিংহাসনচ্যুত করার ভয় দেখায়। কিন্তু জিয়াসের অতন্দ্র প্রহরী তখন জ্বলন্ত অগ্নিশিখাগর্ভ বজ্রাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে টাইফোর উপর এবং তার বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে ভস্মীভূত করে তাকে। বর্তমানে টাইফো সমুদ্রতীরবর্তী এটনা পর্বতের তলদেশে অসহায়ভাবে জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হয়ে আছে। সেই এটনা পর্বতের সুউচ্চ শিখরদেশ থেকে তপ্ত গলন্ত লোহা ঢালে টাইফোর উপরে। আমি বেশ বুঝতে পারছি একদিন বজ্রদগ্ধ টাইফো এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এমন এক অগ্নি-ঝড় উদ্গীরণ করবে যার ফলে এক প্রচণ্ড আগ্নেয় প্রবাহ নিঃশেষে গ্রাস করবে সুজলা সুফলা সিসিলির সমস্ত শস্যক্ষেত্রকে। তুমি সব জান, তোমাকে শেখাবার কিছু নেই। নিজেকে রক্ষা করে চল। জিয়াসের ক্রোধাবেগ লঘু না হওয়া পর্যন্ত এই দুঃখ ও বিপর্যয় আমাকে সহ্য করে যেতে দাও।

ওসিয়ানাস। তুমি কি জান না প্রমিথিয়াস, দুঃখভারাক্রান্ত মনের কাছে সান্ত্বনাবাক্যের মূল্য আছে?

প্রমিথিয়াস। হায়, আমরা সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা তপ্ত অন্তরকে শান্ত করতে পারি, কিন্তু ক্রোধাবেগকে অবদমিত করতে পারি না।

ওসিয়ানাস। সাহস ও যথোচিত বিজ্ঞতার সঙ্গে বল ত ভবিষ্যতে কি বিপদ অজ্ঞাত আছে ?

প্রমিথিয়াস। ব্যর্থ হবে তোমার প্রচেষ্টা আর ব্যর্থ হবে তোমার সরলতা।

ওসিয়ানাস। আমার মনকে ব্যাধিগ্রস্তই থেকে যেতে দাও। আমি আমার মনের সে সরলতা ত্যাগ করে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে চাই না।

প্রমিথিয়াস। এ কাজে তোমার নির্বুদ্ধিতা আমার কাছে নির্বুদ্ধিতা হিসাবেই প্রতীয়মান হবে।

ওসিয়ানাস। তুমি আমাকে স্পষ্ট বাড়ি চলে যেতে বলছ।

প্রমিথিয়াস। আমার প্রতি যে অশ্রু তুমি পাত করবে তার জন্য তোমাকে সহ্য করতে হবে অপরিসীম ঘৃণা।

ওসিয়ানাস। তুমি কি বলতে চাইছ স্বর্গের নূতন রাজার ঘৃণা ?

প্রমি। হ্যাঁ, আমি বলছি তাঁরই কথা। সাবধান, তাঁকে যেন রুষ্ট করে তুলো না।

ওসি। তোমার এই শাস্তিই হচ্ছে আমার শিক্ষক।

প্রমি। চলে যাও এবার। তোমার এ মনোভাব যেন অটুট থাকে।

ওসি। তোমার কথা মনে রাখব। আমি চলে যাচ্ছি। এই দেখ আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া কিভাবে বিশাল বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র আমার গন্তব্যস্থলে গিয়ে ও থেমে যাবে।

ওসিয়ানাসের প্রস্থান ও কোরাসদলের গান

১ম কোরাসদল। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে প্রমিথিয়াস। তোমার এই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের জন্য আর্তনাদ নিঃসৃত হচ্ছে আমার কণ্ঠ হতে। চক্ষু থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছে বিগলিত অশ্রুর ধারা। সিক্ত হয়ে উঠছে আমার গণ্ডদ্বয়। হে দুর্বিনীত বিধান, জিয়াসের সুকঠোর ন্যায়দণ্ড, স্বর্গের প্রবীণ দেবতাদের উপর কিভাবে তোমার স্বৈরাচার প্রয়োগ করে চলেছ।

২য় দল। তোমার দুঃখে সমগ্র জগৎ আর্তনাদ করছে প্রমিথিয়াস। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীরা তোমার স্বল্পকালীন রাজত্বের প্রশংসাগান করে শোকে বিলাপ করছে তোমার জন্য। পবিত্র এশিয়ার অধিবাসীরাও তোমার দুঃখে কাতর হয়ে উঠেছে।

১ম দল। সুদূরবর্তী কোলশিয়ার কুমারী বীরাঙ্গনারা ও ম্যাকোশিয়া হ্রদের তীরবর্তী স্কাইথিয়ার অধিবাসীরাও দুঃখে কাতর হয়ে বিলাপ করছে তোমার

২য় দল। তোমার বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য আঃবের সমরকুশলী জাতিরা ও ককেশাস পর্বতের নিকটস্থ অধিবাসীরা নিবিড়ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে তোমার জন্য।

৩য় দল। আমি আর একজন টিটান দেবতার দুঃখও দেখেছি। আমি দেখেছি শৃংখলিত অবস্থায় এ্যাটলাস আকাশ পরিবৃত বৃত্তাকার বিশাল পৃথিবী আপন স্কন্ধের উপর চাপিয়ে তার ভারে আর্তনাদ করছে অপরিসীম বেদনায়। মহাসমুদ্রের উপরিপৃষ্ঠের তরঙ্গমালা ও স্বগভার তলদেশ তার সেই আর্তনাদ শুনে বিলাপ করছে দুঃখে। অসংখ্য নদীর উৎসদেশগুলিও দীর্ঘশ্বাস পাত করছে তার দুঃখে। এমন কি অন্ধকার পাতাল প্রদেশস্থ অদৃশ্য জগৎও শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে মাঝে মাঝে।

প্রমিথিয়াস। একথা ভেবো না যে অহঙ্কারবশতঃ আমি নীরব হয়ে আছি। আমার উপর এই অন্যায় পীড়নের প্রতিবাদে এক নিষ্ফল আক্রোশ ও মূক বেদনা অন্তরের ভিতর আঁচড় কেটে চলেছে আমার অথচ একদিন আমিই এই সব দেবতাদের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করি। কিন্তু এসব কথা তুমি অবগত আছ বলে নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। এখন শোন মানবজাতির দুঃখের কাহিনী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবোধের একটা অংশ মানবজাতিকে দান করার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশুর মত। আমি অবশ্য মানবজাতিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার জন্য একথা বলছি না, বলছি শুধু আমার দানের মহত্ত্বকে প্রকাশিত করার জন্য। আমার নিকট হতে এ দান পাবার আগে মানুষ দেখেও কিছু দেখত না, শুনেও কিছু বুঝত না। স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির মত নিদারুণ বিশৃংখলার মধ্যে দিনযাপন করত। সূর্যের তপ্ত কিরণজাল হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কোন ইষ্টকনির্মিত আবাস-গৃহ নির্মাণ করতে জানত না তারা, সুতার ব্যবহার বা বস্ত্র তৈরি করতেও পারত না। তারা পিপীলিকার মত আলোহীন অন্ধকার মাটির গর্ভে অথবা গিরিগুহায় কোন রকমে কাল কাটাত। শীত ঋতুর আবির্ভাবের কোন পূর্বাভাস তারা বুঝতে পারত না, ফুল্লকুসুমিত বসন্ত অথবা ফলবতী গ্রীষ্মের আবির্ভাবের কথাও জানতে পারত না তারা। তারা শুধু নির্বোধের মত পরিশ্রম করে যেত। আমিই তাদের প্রথম সৌর ও নক্ষত্রমণ্ডলের উদয়াস্ত পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের মাধ্যমে ঋতু পরিবর্তনের রহস্যটি বুঝিয়ে দিলাম। সবচেয়ে বড় কথা, আমি তাদেরই জন্য সংখ্যা উদ্ভাবন করি। আমি বিভিন্ন অক্ষর ও

বর্ণকে অর্থগতভাবে সাজিয়ে তাদের সুসংবদ্ধ করে কিভাবে সঙ্গীত ও কাব্য রচনা করতে হয় তাও শিখিয়েছি মানুষকে। পশুরা মানুষের মত সব বোঝা বহন করে, ভারবহনের কঠোর শ্রম হতে তারা কিভাবে মুক্ত করবে মানুষকে আমি তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি উদ্ধত অশ্বকে রথে সংযুক্ত করে বল্গার চালনা মেনে চলতে বাধ্য করেছি তাকে। এইভাবে মানুষের সম্পদ ও ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছি আমি। পালতোলা সমুদ্রগামী জাহাজেরও ব্যবস্থা করেছি আমি। হায়, মানবজাতির জন্য আমি এত কিছু আবিষ্কার করলাম, অথচ আমি নিজেকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারছি না।

কোরাসদলের নেতা। দুঃখ আর অপমানই তোমার প্রাপ্য। তুমি তোমার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে বিপথে গমন করছ। ভ্রান্ত মূঢ় চিকিৎসকের মত তুমি তোমার নিজের রোগের ঔষধ নিজেই জান না।

প্রমি। আরও যদি শোন তাহলে আমার বহুবিচিত্র উদ্ভাবনশক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে যাবে তুমি। আগে যখন মানুষ রোগগ্রস্ত হত তখন তাদের রোগমুক্তির কোন উপায় জানত না। উপযুক্ত ঔষধের অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করত তারা। কিন্তু আমি তাদের যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকারের জন্য ঔষধ প্রয়োগের কৌশল শিখিয়ে দিলাম। আমি মানুষদের কতকগুলি অলৌকিক অপার্থিব ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতিও শিখিয়ে দিলাম। প্রথমে আমি তাদের শেখালাম, স্বপ্ন থেকে কিভাবে ভবিষ্যতের কথা জানা যায়। অকস্মাৎ অর্ধশ্রুত কোন কথা, পথে দেখা কোন লক্ষণযুক্ত বস্তু বা ঘটনা, দীর্ঘচঞ্চুবিশিষ্ট কোন পাখি প্রভৃতি থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা বিচার করার কৌশলও শিখিয়ে দিই। আমি তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের বাদ বিসম্বাদ, বন্ধুত্ব, প্রেমসম্পর্ক প্রভৃতির কথাও শিখিয়ে দিই। বলি দেওয়া পশুদেহের কোথায় কি আছে অর্থাৎ নাড়ীভুঁড়ি যকৃৎ প্রভৃতি চিনিয়ে দিই তাদের। পশুদেহের জানুর অংশ চর্বি মাখিয়ে কিভাবে উৎসর্গ করতে হয় দেবতাদের তাও দেখিয়ে দিলাম। আমি মানবজাতিকে একটি গুপ্তবিদ্যাও শিখিয়ে দিই। সেটি হলো যজ্ঞবেদীর অগ্নিশিখা দেখে দেবতাদের মানসপ্রকৃতির কথা বুঝতে শেখা। এ বিষয়টি আগে অর্থহীন মনে করা হত। এত কিছু করি আমি তাদের জন্য। পৃথিবীগর্ভের মধ্যে যে সব অমিত অমূল্য গুপ্ত ধন তাম্র,

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থরূপে সঞ্চিত আছে, আমি ছাড়া কে তাদের সেই সব ধাতব পদার্থের আবিস্কার ও ব্যবহার শেখাবে? কেউ না, বৃথা বড়াই করতে সবাই পারে। একটা মোটা কথা জেনে রাখ, মানুষ যা কিছু কলাকৌশল শিখেছে তা সব শুধু এই প্রমিথিয়াসের কাছ থেকে।

কোরাসদলের নেতা। স্মরণশীল মানবজাতির জন্য এত বেশী চিন্তা করো না। কারণ তাদের কথা ভাবতে গিয়ে তুমি নিজের লাভ লোকসানের কথাটা একেবারে ভুলে যাচ্ছ। আমি আশা করি একদিন তুমি এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে দেবরাজ জিয়াসের সমকক্ষ হবে।

প্রমি। সর্ববিষয়ের বিধানকর্ত্রী নিয়তিদেবী আমার মুক্তির বিধান এখনো বার করেননি। আজ হতে বহুকাল পরে বহু দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত হয়ে মুক্তিলাভ করব আমি। সকলের সব কৌশলকেই হার মানতে হয় নিয়তির কাছে।

কোঃ নেতা। সেই নিয়তিদেবীর অনুচর কারা?

প্রমি। বিচিত্র ভাগ্য আর অবিস্মরণীয়ভাবে প্রচণ্ড ক্রোধরাই তাঁর অনুচর।

নেতা। আমাদের দেবরাজ জিয়াস কি এই নিয়তির থেকে কম শক্তিশালী?

প্রমি। নিয়তির বিধান দেবরাজ জিয়াসও পরিহার করতে পারেন না।

নেতা। জিয়াস চিরকাল স্বর্গলোক শাসন করে যাবেন, এটাই কি নিয়তির বিধান?

প্রমি। একথা জিজ্ঞাসা করো না, একথা জানার জন্য আকুল হয়ো না অন্তরে।

নেতা। কোন এক গোপন সত্যকে তুমি রহস্যে আবৃত করে রাখতে চাও।

প্রমি। এবিষয়ে আর কোন কথা বলো না। সে গোপন সত্য প্রকাশ করার সময় এখনো আসেনি। এক গভীর গোপনীয়তার দ্বারা সে সত্যকে এখনো আচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। এই গোপনীয়তা অবলম্বনের দ্বারাই একদিন এই অপমান ও বন্ধনদশা হতে মুক্ত হব আমি।

১ম কোরাসদল। (গান)

সর্বশক্তিমান জিয়াস যেন
আমার সামান্য ক্ষীণ কামনার কণ্ঠরোধ
করার জন্য তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ না করেন।
আর আমিও যেন আমার পিতা ওসিয়ানাস সমুদ্রের
তরঙ্গবিধৌত বেলাভূমিতে যথাযোগ্য নিষ্ঠা সহকারে
দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলদ উৎসর্গ করে তাদের

উপাসনা করার কার্য থেকে আমিও যেন
বিরত না হই কখনো। যেন কখনো কাউকে
কোন কটূ কথা না বলে আমার জিহ্বা। আর
এই মহান উদ্দেশ্য হতে যেন কখনো
বিচ্যুত না হয় আমার আত্মা।

২য় দল। এক বলিষ্ঠ আশার বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করতে পারলে মধুর হয়ে ওঠে মানুষের দীর্ঘায়িত জীবন। যাদের অন্তর অন্তহীন আনন্দে লালিত, তারাও কত না ভাগ্যবান। কিন্তু হে প্রমিথিয়াস, তোমার উপর চাপানো অসংখ্য দুঃখের বোঝাভার দেখে ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠছি আমি। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে দেবরাজ জিয়াসকে কোনরূপ ভয় না করে মরণশীল মানুষের প্রতি তুমি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করেছ।

৩য় দল। হে বন্ধু, কোথায় তোমার দানের যোগ্য প্রতিদান? মরণশীল মানুষ মর্ত্যভূমিতে শুধু আসে আর যায়। যাদের সকল প্রয়াস আর প্রতিশ্রুতি স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়, সে মানুষের তোমাকে সাহায্য করার মত শক্তি কোথায়, সাহস কোথায়? তাদের দুর্বলতার কথা জানো না। যে জ্ঞানগত অন্ধত্বের মাঝে থেকে তারা স্বপ্নের ছায়া-জাল বোনে তাদের সে অন্ধত্বের কথা জানো না? জিয়াসের প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারবে না।

২য় দল। তোমার এই ভয়ঙ্কর বিপদ ও সর্বনাশ স্বচক্ষে দেখে তার কথা অনেক ভেবেছি প্রমিথিয়াস। হায় হায়, কী ভীষণ পরিবর্তনই না ঘটল তোমার জীবনে। একদিন আমাদের বোন হেমিওন যখন বধূ হিসাবে তোমার ঘরে যায় তখন তোমার বিবাহবাসরে আমি আনন্দের গান গেয়েছিলাম।

আংশিক গাভীর বেশে আলুথালু অবস্থায় আইওর প্রবেশ।
তার পশ্চাতে ছিল মৃত আর্গাসএর প্রেতমূর্তি।

আইওর গান।

এ আমি কোথায় কোন দেশে এসেছি। এখানকার অধিবাসীই বা কারা? ঝঞ্ঝাপ্রহৃত এই পাহাড়ের গায়ে শৃংখলিত অবস্থায় কাকে দেখছি আমি? হে বন্দী, কোন্ অপরাধে এই ভয়ঙ্কর শাস্তির মাঝে ব্যয়িত হচ্ছে তোমার প্রাণশক্তি? হায়, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কোন্ দূর দেশে আমি উপনীত হলাম? মৃত আর্গাসএর অভিশাপ আমাকে সর্বত্র অনুসরণ করে চলেছে। হে

ধরিত্রীমাতা, রক্ষা করো আমাকে। মৃত আর্গাসএর অসংখ্য চক্ষু আমাকে প্রহরীর মত অনুসরণ করে চলেছে সর্বক্ষণ। ধরিত্রী কি আর মৃতদেহগুলিকে সমাধিগর্ভের মধ্যে লুক্কায়িত রাখবে না? সেই সমাধিগর্ভ হতে আমাকে অনুসরণ করার জন্য উঠে এসেছে আর্গাস। সমুদ্রের সুদীর্ঘ বেলাভূমির উপর দিয়ে সে আমাকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাড়িত করে নিয়ে চলেছে। তার কর্কশ বাঁশির কর্ণবিদারক আওয়াজ আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছে। হায়, কত দূরে আমি এসে পড়েছি! হে জিয়াস, বল কী আমার অপরাধ যার ফলে এই শাস্তি আমায় ভোগ করতে হচ্ছে? কেন এক চিরচঞ্চল উন্মত্ততা আচ্ছন্ন করেছে আমার সমগ্র মনকে? তার থেকে অগ্নি আমাকে দগ্ধ করুক, মেদিনীগর্ভ আমায় নিঃশেষে গ্রাস করুক অথবা সমুদ্র আমাকে সলিলসমাধি দান করুক। যাই হোক, হে দেবরাজ আপাততঃ আমাকে একটু বিশ্রাম দান করো। আমি দীর্ঘ পথশ্রমে অতীব ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু বিশ্রামের কোন অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না এখনো। (প্রমিথিয়াসের প্রতি) গাভীশৃঙ্গধারিণী আমি এক কুমারী, আমার কথা তুমি মন দিয়ে শুনেছ কি?

প্রমি। আমি ইনাকাসের উন্মত্ত কন্যার কথা সব শুনেছি। আমি জানি যে কুমারী একদিন যে প্রেমের আগুনে জিয়াসের অন্তর প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিল, আজ সে জিয়াসপত্নী হেরার ঘৃণাবশতঃ পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আইও। আমার পিতাকে তুমি তাহলে চেন? বল, কে তুমি। হে হতভাগ্য বল, কোন্ অপরাধে স্বর্গের দেবতারা তোমায় এই ভয়ঙ্কর শাস্তি দান করেছেন? আমাকে দেখ, ক্রোধকুটিল হেরার ষড়যন্ত্রে কিভাবে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছি। আমার মত এই জগতে কে কষ্ট ভোগ করছে? যদি তুমি পার, তাহলে বলে দাও আমার ভাগ্যে আর কত দুঃখ আছে, কত দুঃখকষ্ট আর আমায় ভোগ করতে হবে আর তার প্রতিকারই বা কোথায়? অন্তহীন দুঃখের প্রতিমূর্তিস্বরূপিণী আমি এক পলাতকা কুমারী।

প্রমি। তুমি যা জানতে চাইছ আমি তা পরিস্কার করে বলব। কোন ধাঁধার মাধ্যমে নয়, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু যেমন সরলভাবে কথা বলে তেমনি সরলতার সঙ্গে আমি তোমাকে বলব সব কথা। এই দেখ, আমি হচ্ছি সেই প্রমিথিয়াস যে মানবজাতিকে জ্ঞান ও সভ্যতার উৎসস্বরূপিণী অগ্নিকে দান করে।

আইও। হে ধৈর্যশীল সহিষ্ণু প্রমিথিয়াস, তুমি মানবজাতির কাছে দান-শীলতার মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হও। বল, কেন তুমি এই শাস্তি

ভোগ করছ ?

প্রমি। কিন্তু এখন আমি এই সব দুঃখকষ্ট নিয়ে আর বিলাপ করি না।

আইও। কিন্তু আমার এই সামান্য আবেদনটুকুকে কি তুমি মঞ্জুর করবে না ?

প্রমি। কি জানতে চাইছ তুমি ? আমার কাছ থেকে যে কোন জিনিস তুমি জেনে নিতে পার।

আইও। বল, কে তোমাকে এই পার্বত্য গিরিগুহায় শৃংখলিত অবস্থায় রেখে গেছে ?

প্রমি। একাজ হয়েছে জিয়াসের ইচ্ছানুসারে হিফাস্টাসের হাত দিয়ে।

আইও। কোন্ অপরাধে এ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তোমায় ?

প্রমি। আমি যা বলার তোমাকে বলেছি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

আইও। একটা কথা আমায় বল। বল আর কতদিন আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। কখন আমি শান্তি পাব ?

প্রমি। একথা জানার থেকে না জানাই ভাল তোমার পক্ষে।

আইও। তবু আমাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হবে তার কথা গোপন করো না।

প্রমি। এ কথা স্বেচ্ছায় আমি বলব তোমাকে।

আইও। তাহলে বিলম্ব করছ কেন ? আমি এবিষয়ে সব কিছু জানতে চাই।

প্রমি। আমি তোমার অন্তরে আঘাত দিতে চাই না।

আইও। আমি যখন তা শুনতে ইচ্ছা করছি তখন তাতে তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয়।

প্রমি। তুমি যখন একান্তই শুনতে চাইছ তখন শোন।

কোরাসদলের নেতা। এখন নয়। এবিষয়ে আমারও একটা কথা আছে। আগে ওর মুখ থেকে শুনতে চাও ওর দুঃখের কাহিনী। কি কি বিপর্যয় ওর জীবনে ঘটেছে আগে ও তা বলুক নিজের মুখে। তারপর তুমি বলবে আর কত দুঃখ কষ্ট জীবনে ওকে ভোগ করতে হবে।

প্রমি। তোমার ভালর জন্যই আমি ওদের আবেদন মঞ্জুর করলাম আইও। এরা তোমার পিতার ভগিনী। যেখানে শ্রোতাদের চোখে সমবেদনায় অশ্রু সতত প্রস্তুত হয়ে থাকে ঝরে পড়ার জন্য সেখানে দুঃখের কথা শোনালে সময়ের অপচয় ঘটে না।

আইও। তোমার ইচ্ছাকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। তুমি যদি আমার দুঃখের কাহিনী উপযুক্ত ধৈর্য সহকারে শুনতে চাও তাহলে আমি সে

কাহিনী তোমাকে শোনাব। তবু এ কাহিনী বলতে আরো বেশী করে দুঃখ অনুভব করব আমি। যখন ভাবি বিনা দোষে শুধু স্বর্গের এক খেয়ালী দেবীর ইচ্ছায় আমি এই পশুর আকারে রূপান্তরিত হয়েছি তখন বিস্ময়বিমিশ্রিত এক বেদনার বিহ্বলতায় চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে আমার। রাত্রিকালে আমি যখন আমার শয়নগৃহে একা শুয়ে নিদ্রা যেতাম তখন সেই নিদ্রাকালে আমি স্বপ্নে দেখতাম কতকগুলি ছায়ামূর্তি আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে আর যাবার সময় হাসি-মুখে আমাকে সম্বোধন করে বলছে, হে ভাগ্যবতী সুন্দরী বালিকা, যখন এক স্বর্গীয় প্রেম আকুল প্রত্যাশায় তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে কেন তুমি তখন কৌমার্যসুলভ এক নিঃসঙ্গতাকে লালন করে চলেছ এখনও পর্যন্ত? তুমি সুন্দরী এবং স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবরাজ জিয়াস প্রেমার্ত হৃদয়ে স্বর্গ থেকে তোমাকে প্রেম নিবেদন করতে চাইছেন। না সুন্দরী, তুমি তাঁকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করো না। এখন লার্নার প্রান্তরে যেখানে তোমার পিতার গোচারন ক্ষেত্র অবস্থিত এবং যে তৃণক্ষেত্রে নধর হৃষ্টপুষ্ট পশুগুলি স্বচ্ছন্দে চরে বেড়ায় তুমি সেখানে একাকী যাবে, তাহলে তোমার চিত্তবিমোহনকারিণী এই রূপসৌন্দর্য স্বর্গলোক হতে দেবরাজ দর্শন করে তাঁর তপ্ত চিত্ত শীতল করবেন কতকাংশে। আমার নিদ্রার মাঝে প্রায়ই এই স্বপ্ন দেখে ভয়ে আকুল হয়ে উঠত আমার চিত্ত। অবশেষে আমি আমার পিতাকে সব কিছু না বলে পারলাম না। এসব শুনে আমার পিতাও বিচলিত হয়ে উঠলেন। স্বর্গের দেবতারা কিসে তুষ্ট হবেন তা জানার জন্য তিনি পাইথিয়ার ডেলফি ও দোদোনার ভবিষ্যদ্বাণীসিদ্ধ ওক গাছগুলির কাছে দূত পাঠালেন। কিন্তু এই সব জায়গা থেকেও যে সব উত্তর এল তা হলো দৈববাণীর অনুরূপ কতকগুলি রহস্যময় ধাঁধা। তারপর একদিন আমার পিতার কাছে এক স্পষ্ট পরিস্কার দৈববাণী এল। তাতে আমার পিতাকে বলা হলো আমার পিতা যেন আমাকে তাঁর বাড়ি ও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন, আমি যেন নির্বাসিত অবস্থায় জগতের যত সব গোপন স্থানে ঘুরে বেড়াই প্রতিনিয়ত। আমার পিতা যদি সে আদেশ অমান্য করেন তাহলে জিয়াস বজ্রাগ্নিপাতের দ্বারা তাঁর সমগ্র আত্মীয়কুলকে ভস্মীভূত করে দেবেন বলে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন তিনি। তথাপি দোলায়িত চিত্তে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন আমার পিতা। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা ও সংশয় ঝেড়ে ফেলে এ্যাপোলো ও জিয়াসের মিলিত অমোঘ আদেশ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি। আমাকে গৃহ হতে বিতাড়িত করলেন আমার পিতা। আমার কৈশোর জীবনের

সমস্ত আশা ও আনন্দ অপগত হলো নিঃশেষে। আমার নিজের ও আমার পিতার জন্য অপরিসীম দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আমার সমগ্র অন্তরাত্মা। সহসা এক অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দিল আমার দেহাবয়বে। আমার মাথার দুপাশে দুটি শৃঙ্গ উদ্‌গত হলো। এই নির্বাসনের ফলে আমি উন্মাদের মত অক্লান্তভাবে পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলাম। অবশেষে একদিন আমি অবসন্ন দেহ মন নিয়ে লার্নিয়া ও সেনক্রিয়ার ঝর্ণার ধারে গেলাম তার মিষ্টশীতল জল পান করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মর্ত্যজাত ভয়ঙ্কর প্রাণী আর্গাস তার সততসজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপর সর্বক্ষণ নিবদ্ধ করে অনুসরণ করতে লাগল আমায়। আর্গাস অবশ্য নিয়তির দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু তার দ্বারা ক্রমাগত তাড়িত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠল আমার পক্ষে। এই হলো আমার দুঃখের সকরুণ কাহিনী। এখন তুমি তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা বলে দাও ভবিষ্যতে আর কত কষ্ট আমার ভাগ্যে আছে। ছলনাময় মিষ্ট কথায় আমাকে প্রতারিত করার প্রয়াস পেও না। মিথ্যা মধুর কথাকে আমি দুরারোগ্য ব্যাধির মতই ঘৃণা করি।

কোরাসদল (গান)

কী বিস্ময়কর কাহিনী !
এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা
কখনো প্রবেশ করেনি আমার কর্ণকুহরে।
এই সব ভয়ঙ্কর দুঃখ আর বিপদের
কথা শুনে আমি এক অপরিসীম মর্মবেদনা
অনুভব করছি অন্তরে।
অপার করুণা জাগছে আমার সেই অভিভূত অন্তরে।
হে নিয়তি, এই কুমারীর দুঃখ বিড়ম্বনার কথা শুনে
ভয়ে বিকম্পিত হয়ে উঠছি আমি।

প্রমি। শোক দুঃখ ও ভয়ের আবেগ সহজেই জেগে ওঠে তোমার মধ্যে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে শোন ওর ভাগ্যে আরও কত দুঃখ আছে।

কোরাসদলের নেতা। বল সে কথা। যারা ভাগ্যবিড়ম্বিত তারা জানতে চায় ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্যে কি আছে। জানতে চায় আর কত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে তাদের।

প্রমি। আমি তোমার প্রথম ইচ্ছা পূরণ করেছি। তুমি এই কুমারীর মুখ

থেকে তার দুঃখের কাহিনী শুনতে চেয়েছিলে। এবার শোন জিয়াস-পত্নী হেরা আরো কত দুঃখ এই কুমারীকে দিতে চায়। হে ইনাকাসকন্যা, আমার কথা শোন, জেনে রাখ তোমার নির্বাসন ও বিড়ম্বনার শেষ কোথায়। প্রথমে কোন এক প্রভাতে উদীয়মান সূর্যের পানে তাকাবে, তারপর অকর্ষিত ভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাবে। কিছুদূর যাবার পর যাযাবর স্কাইথীয়দের দেখা পাবে। তারা ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাদের কাছে যাবে না। তুমি বরং সমুদ্রতরঙ্গতাড়িত ইউকজাইনের উপকূল ধরে সোজা চলে যাবে। যেতে যেতে বাঁ দিকে পাবে চ্যালিবিসদের দেশ। এই চ্যালিবিসরা লোহার কাজে পটু। কিন্তু তাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকবে, কারণ তারা বর্বর এবং আতিথেয়তা কাকে বলে তা জানে না। অতিথিদের মর্যাদা দেয় না। তারপর তুমি পাবে হিংসার নদী। নামের মতই নদীটা ভয়ঙ্কর, অনতিক্রম্য। সেটা পার হবার কোনরূপ চেষ্টা না করে সোজা চলে যাবে ককেসাস পর্বতে। নদীটা দেখবে সেই পাহাড় ভেদ করে চলে গেছে। তুমি সেই পাহাড়ের উপর উঠে বেশ কিছু কষ্ট করে দক্ষিণ দিকের একটি পথ ধরবে। সেই পথ ধরে তুমি চলে যাবে আমাজনদের রাজ্যে। তারা হিংস্র প্রকৃতির এবং মানুষদের সহ্য করতে পারে না। এই আমাজনরা ভবিষ্যতে একদিন থার্মেডিন পাহাড়ের গায়ে থেমিসকাইরাতে গিয়ে বসবাস করবে। সমুদ্রের একটা অংশ এই পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় এই জায়গা যে কোন জাহাজ বা নাবিকদের কাছে অতীব বিপজ্জনক। আমাজনরা অবশ্য সানন্দে তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। এখান থেকে জলপথে তুমি যাবে সিমেরিয়া এবং বিশেষ সাহসের সঙ্গে মাওটিক প্রণালী পার হবে। তুমি একটি তরুণী গাভীর বেশে এই প্রণালী পার হবে বলে তার নাম হবে বসপোরাস। এরপর তুমি ইউরোপের সমভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে এশিয়া মহাদেশে। এবার বুঝে দেখ, সেই অত্যাচারী দেবতা কি ভয়ংকর নয়? দেখ, সেই অত্যাচারী দেবতা সামান্য মর্ত্যমানবীর সঙ্গলাভের জন্য কী ধরনের দুঃখ বিড়ম্বনার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এই কুমারীর উপর। মোট কথা, তোমাকে যিনি ভালবাসেন তাঁর প্রতি একজন দাবীদারই তোমাকে এই সব দুঃখকষ্ট দান করেছেন। তুমি আমার কাছ থেকে যে সব কষ্টের কথা শুনলে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখকষ্টের তুলনায় সে সব কষ্ট ভূমিকামাত্র।

আইও। হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য!

প্রমি। শুধু দুঃখে আর্তনাদ করবে, চিৎকার করবে। তুমি যখন ভবিষ্যৎ

দুঃখের কথা সব শুনবে তখন এ ছাড়া আর কি করবে ?

নেতা। এর পরও কি আরও বিপদ আপদ ভোগ করতে হবে আইওকে ?

প্রমি। এক বিরাট দুঃখের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হতে হবে তাকে।

আইও। জীবনে বেঁচে থেকে কী লাভ আমার ? কেন আমি এই সুউচ্চ খাড়াই পর্বতশিখর হতে দূর সমতলভূমিতে ঝাঁপ দিয়ে আমার সকল দুঃখের অবসান ঘটাচ্ছি না ? অন্তহীন ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়ে গ্লানিকর এই বিড়ম্বিত জীবনের বোঝাটাকে দিনে দিনে টেনে নিয়ে যাওয়ার থেকে চিরদিনের মত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা ঢের ভাল।

প্রমি। তাহলে আমি যে দুঃখকষ্ট সহ্য করছি তুমি হলে কেমন করে তা সহ্য করতে ? কারণ যে মৃত্যু আমাকে এই সব দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দান করতে পারে নিষ্ঠুর নিয়তি আমাকে সে মৃত্যু দেবে না। সুতরাং দেবরাজ জিয়াস পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত এ সব সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আইও। জিয়াস কি ভবিষ্যতে কখনো ক্ষমতাচ্যুত হবে ?

প্রমি। আমার মনে হয় তিনি একদিন ক্ষমতাচ্যুত হলে তুমি আনন্দ করবে।

আইও। যে জিয়াস আমাকে অপমানিত করেছে তার পতনে কেন আমি আনন্দ করব না ?

প্রমি। তবে তুমি আমার কাছ থেকে জেনে রাখ তোমার ইচ্ছা একদিন সত্যে পরিণত হবেই।

আইও। কে তার হাত থেকে কেড়ে নেবে তার রাজদণ্ড ?

প্রমি। সে তার নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই সব হারাবে।

আইও। কেমন করে তা সম্ভব ? এতে যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহলে তা বল।

প্রমি। এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী তার সর্বনাশ ঘটাবে।

আইও। দেবী না মানবী—কে সে নারী ? যদি পার ত বল।

প্রমি। তাতে তোমার লাভ কি ? তার নাম নাই বা বললাম।

আইও। তার পত্নীই তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে তাহলে ?

প্রমি। সেই নারীর গর্ভে এমনই এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে তার পিতাকেও শক্তিতে ছাড়িয়ে যাবে।

আইও। এই সর্বনাশ থেকে মুক্তি পাবার কি তার কোন উপায় নেই ?

প্রমি। আমি যদি এই বন্ধন হতে মুক্ত না হই তাহলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আইও। জিয়াসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে তোমাকে মুক্ত করবে ?

প্রমি। তোমার সন্তানের সন্তান আমাকে মুক্ত করবে।

আইও। কি বলছ তুমি ! আমার পুত্র তোমার দুঃখ দূর করবে ?

প্রমি। তোমার বংশের দশম সন্তানের তৃতীয় পুত্র।

আইও। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী দুর্বোধ্য লাগছে আমার কাছে।

প্রমি। এ সব কথা এখন ছেড়ে দাও। তোমার দুর্ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

আইও। তুমি আমাকে একটি বর দিতে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করছ।

প্রমি। দুটি বরের মধ্যে কোনটি চাও তা বলে দাও।

আইও। বর দুটি কি কি তা আমাকে প্রথমে বল।

প্রমি। আমি আগেই বলেছি তা। তোমার ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা অথবা আমার মুক্তির কথা—কোন্‌টি জানতে চাও বল।

নেতা। এই দুটি বরের মধ্যে একটি আমাকে এবং অন্যটি ওকে দাও। এ বিষয়ে তোমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। আইওকে বলবে তার ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনার কথা আর আমাকে বল তোমার মুক্তির কথা। বল, কে তোমায় মুক্ত করবে ?

প্রমি। তোমাদের আগ্রহের নিবিড়তাই আমাকে বাধ্য করছে এ কথা বলতে। শোন আইও, প্রথম বলব তোমাকে তোমার নির্বাসনজনিত দুঃখময় দেশভ্রমণের কথা। সে কথা তুমি স্মরণ রেখো। দুটি মহাদেশের মধ্যবর্তী সীমানা পার হয়ে তুমি জ্বলন্ত সূর্যের দ্বারা দগ্ধ উষ্ণমণ্ডলস্থিত এক সমুদ্র অতিক্রম করে গর্গনের সমভূমিতে উপনীত হবে। সেই সমভূমিতে সিসথেন নামে এক দেশ আছে। সেখানে গ্রেইয়া নামে ফোর্সির তিন কন্যা আছে। তাদের মাত্র একটি করে চোখ আর একটি করে দাঁত আছে, তাদের উপর সূর্য বা চন্দ্র কখনো কিরণ দান করে না। নিকটেই তাদের আরো তিন বোন আছে। তাদের পাখা আছে আর তাদের মাথায় চুলের পরিবর্তে আছে সাপের কুণ্ডলী। সর্পকুন্তলা পক্ষধারিণী সেই সব গর্গনরা বড় মনুষ্যবিদ্বেষী। তাদের পানে কোন মানুষ একবার তাকালে আর বেঁচে থাকতে পারে না। এই ধরনের ভয়ঙ্কর প্রাণীকুলের দ্বারা সেই দেশটি সুরক্ষিত। আর একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা শোন। দেবরাজ জিয়াসের গ্রিফিও নামে তীক্ষ্ণ চক্ষুবিশিষ্ট এক ধরনের শিকারী কুকুর আছে। তারা কেউ কখনো ঘেউ ঘেউ শব্দ করে না। এছাড়া আছে

স্বর্ণদেবতা প্লুটো, নদীর ধারে একচক্ষুবিশিষ্ট আরিমাসপিয়ান নামে একদল অশ্বারোহী। তাদের কাছে যাবে না। অতি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাবে তাদের। তারপর তুমি জলন্ত সূর্যের প্রস্রবণ আর ইথিওপিয়ার নদীর ধারে কৃষ্ণকায় এক জাতি দেখতে পাবে। সেই ইথিওপিয়ার নদীর ধার ঘেঁষে বরাবর এগিয়ে যাবে। সোজা গিয়ে দেখবে বেবিলন পাহাড়, যেখান থেকে নির্গত হচ্ছে নীল নদের পবিত্র ধারা। সেই জলধারা অনুসরণ করে গেলে তুমি অবশেষে গিয়ে উপনীত হবে নীল নদের ব-দ্বীপের কাছে যেখানে তুমি ও তোমার সন্তান-সন্ততিরা একদিন বসতি স্থাপন করবে। আমার কথা সব যদি বুঝতে না পেরে থাক আমাকে প্রশ্ন করে বুঝে নিতে পার ভালভাবে। কারণ আমার হাতে এখন অনেক সময় আছে।

কোরাস। যদি ওর নির্বাসিত জীবনের ক্লান্তিকর পরিভ্রমণ সম্পর্কে কোন কথা অকথিত রয়ে যায় তাহলে তা বল। আর যদি সব কথা বলা শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের যে কথা বলবে বলেছিলে তা বল। তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়।

প্রমি। আমি তাকে তার ক্লান্তিকর পরিভ্রমণের সব কথাই বলেছি। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি যা যা বলেছি তার সত্যতা প্রমাণের জন্য সে এখানে আসার আগে পর্যন্ত যা যা করেছে সব বলব। আমি তার জীবনকাহিনীর শেষ পর্যন্ত সব কথাই বলব। শোন তোমার অতীতের ক্লান্তিকর ক্লেশকর পরিভ্রমণের কথা। অবশেষে একদিন উপনীত হলে মলোসিয়া ও দোদোনার সমভূমিতে। সেখানে আছে অনেক গ্রস্ত উপত্যকাসমন্বিত পাহাড়। এই সব পাহাড়ের মাঝখানে আছে থেসপোশিয়া, জিয়াসের আবাসগৃহ। সেখানে আছে আশ্চর্য সেই সব জীবন্ত ওক গাছ যারা মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সব কথা বলে দিতে পারে। সেই সব ওক গাছেরা সেদিন তোমাকে জিয়াসের ভবিষ্যৎ পত্নী হিসাবে সম্বোধন করেছিল। সে কথার স্মৃতি আজও হয়ত গুঞ্জরিত হয় তোমার বুকের মধ্যে। সেখান থেকে তুমি উন্মত্তের মত সমুদ্রতীর ধরে বীয়া উপসাগরের তীরে গিয়ে উপনীত হও। সেখান থেকে বন্দরপ্রত্যাগত ঝঞ্ঝাতাড়িত কোন অর্ণবপোতের মত আবার ফিরে আস তুমি। এখন থেকে বীয়া উপসাগর আর তার সেই পুরনো নামে পরিচিত হবে না। তোমার স্মৃতিরক্ষার জন্য ভবিষ্যতে বীয়া উপসাগরের নাম হবে আইওনিয়ান উপসাগর। তোমার অতীত সম্বন্ধে আমার এই নির্ভুল জ্ঞান এই কথাই প্রমাণ করে যে আমি আমার চোখের

অন্তরালবর্তী দূরস্থিত ও কালান্তরের কথা অবগত হতে পারি। এর পর আমি আমার সেই পুরনো কথায় ফিরে আসব। এবার আমি ওসিয়ানাসকন্যাদের ইচ্ছা পূরণ করব। নীল নদের মোহানার কাছে ক্যানোবাস নামে এক নগরী আছে। যেখানে একদিন দেবরাজ জিয়াসের সঙ্গে আইওর মিলন ঘটবে আর সেই মিলনের ফলে এপাফাস নামে এক কৃষ্ণকায় পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সেই এপাফাসের চতুর্থ বংশের আমলে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। পঞ্চাশ জন ভগিনীর একটি দল আর্গসের পথে পালাবে। কারণ তাদের বিবাহ করার জন্য তাদের পঞ্চাশ জন জ্ঞাতি ভাই সংকল্প করেছিল। সে বিবাহে ইচ্ছা না থাকায় সেই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জ্ঞাতিভাইদের কবল থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই ভগিনী পঞ্চাশৎ। অবশেষে তারা ক্লান্ত হয়ে পেলাসগিয়ান নামে এক নগরে আশ্রয় নেয়। এদিকে সেই বিবাহোচ্ছুক জ্ঞাতিভাইরাও তাদের অনুসরণ করতে করতে পেলাসগিয়ানে এসে হাজির হয়। অনন্যোপায় হয়ে ভগিনী পঞ্চাশৎ বাধ্য হয় তাদের বিবাহ করতে। কিন্তু সেইদিন রাত্রিতেই তারা নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের অপমানের। নিশীথ রাত্রিতে তাদের নববিবাহিত বরেরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লে ভগিনীরা তাদের হাতের ধারাল ছুরি আমূল বসিয়ে দেয় তাদের আপন আপন অবাঞ্ছিত স্বামীদের গলায়। কিন্তু সেই ভগিনীদের মধ্যে মাত্র একজন তার স্বামীকে হত্যা না করে তাকে সত্যি সত্যিই জীবনের সাথী করে নেয়। ভীরুতা অথবা সহসা জাগ্রত প্রেমের বশবর্তী হয়ে সে একাজ করেছিল কিনা তা ঠিক বলা যায় না। তবে সে ও তার স্বামীর মিলনের ফলে আর্গসে এক বংশধারার উৎপত্তি হয়। সেই বংশেই একদিন আবির্ভূত হবে এক শক্তিমান পুরুষ। ধনুর্বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী সেই পুরুষই একদিন আমায় মুক্ত করবে এই শাস্তিভোগের কবল থেকে। আমার বৃদ্ধা মাতা টিটান থেমিস এক দৈববাণীর মাধ্যমে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু কেমন করে এই সব ঘটবে তা বলতে গেলে আরো অনেক কথা বলতে হবে আর সে সব কথা শুনে কোন লাভ হবে না তোমাদের।

আইও। এলিলিও, এলিলিও। আবার জ্বলন্ত আগুনের মত উন্মত্ততার এক অসহ্য উত্তাপ অনুভব করছি আমি। এক বিষাক্ত কীট যেন দংশন করেছে আমায়। কে যেন তীর দিয়ে বিদ্ধ করেছে আমার বুকটাকে। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেছে। আমার ক্লান্ত চক্ষুযুগল বিঘূর্ণিত হচ্ছে উন্মত্ত

ভাবে। বাত্যাতাড়িত স্রোতের মত আমি ভেসে চলেছি। আমার জিহ্বা বাকসংযম হারিয়ে ফেলায় আমার মনের যত সব ভয় আর দুঃখের কথাগুলো উন্মাদের মত বেরিয়ে আসছে।

কোরাসদলের গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইওর প্রস্থান

১ম কোরাসদল। আমরা মানবজাতির মধ্যে তাকেই শ্রদ্ধা করি যে একটি বিশেষ সত্য সব সময় মনে রেখে চলে। সে সত্যটি হলো এই যে সমান সমান গুণ ও মর্যাদাসম্পন্ন নরনারীর মধ্যে বিবাহবন্ধনই বাঞ্ছনীয়। কেমন করে কোন্ অধিকারে একজন শ্রমিক অথবা সাধারণ সামান্য কারিগর কোন ধনী বা অভিজাত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করতে পারে? সে বিবাহ একমাত্র অলস স্বপ্নের মধ্যেই সম্ভব।

২য় দল। হে করুণাময় বিধাতা, আমাকে যেন দেবরাজ জিয়াসের জীবন-সঙ্গিনী কখনো করো না। কোন স্বর্গবাসী দেবতা যেন আমার প্রেমের জন্য আকাশ থেকে নেমে না আসেন। কুমারী আইওর জন্য আমার ভয় হয়। কুমারী অবস্থাতেই নির্বাসিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। দেবরাজের নিবেদিত প্রেম সে চায় না, তবু সে হেরার প্রকোপে এই অপরিসীম বিড়ম্বনা ভোগ করছে।

৩য় দল। বিবাহ সমানে সমানে সংঘটিত হলে তাতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমি চাই না, কোন প্রেমার্থী দেবতার অমোঘ অপরিহার্য দৃষ্টি আমার উপর কখনো পতিত হোক। কারণ শত সংগ্রামশীল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে দৃষ্টির প্রকোপকে প্রতিহত করতে পারব না আমি। জিয়াসের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের করাল গ্রাস হতে আত্মরক্ষার কোন পথই উন্মুক্ত পাব না আমার সামনে।

প্রমি। তথাপি জিয়াসের মত শক্তিমান ও দৃঢ়চেতা দেবতাও আইওর সঙ্গে দেহমিলনের উদ্দেশ্যে তার প্রভুত্ব ও মর্যাদার আসন হতে অন্ধকারের মাঝে ঝাঁপ দেয়। এইভাবে অবশেষে সিংহাসনচ্যুত হবার সময় জিয়াসের পিতা ক্রোনাস একদিন যে অভিশাপ দান করেছিলেন সে অভিশাপ ফলবতী হবে। আমি এই সব কিছু অবগত আছি। ক্রোনাসের এই অভিশাপ কিভাবে কার্যকরী হবে আমি তাও জানি এবং এইসব বিপর্যয় হতে কিভাবে মুক্ত হতে পারে জিয়াস সমস্ত দেবতাদের মধ্যে একমাত্র আমিই তা বলে দিতে পারি। সুতরাং অসংখ্য অগ্নিশলাকাগর্ভ বজ্রাস্ত্র হাতে প্রভূত আত্মপ্রসাদ সহকারে নিশ্চিন্তে তার সিংহাসনে বসে থাকতে দাও জিয়াসকে। কিন্তু জেনে রাখ, তার বজ্রাস্ত্রনিহিত

সেই সব অগ্নিশরগুলি তাকে সে বিপদ হতে রক্ষা করতে পারবে না। যে দুঃসহ সর্বনাশের কবলে কবলিত হবে জিয়াস সে সর্বনাশ হতে কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে। এক আশ্চর্য কুস্তিগীরের মত জিয়াস যেন তার নিজের বিরুদ্ধেই এক আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছে। সেই প্রতিযোগিতায় সে এমনই এক প্রবলতর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হবে যে তার বজ্রাস্ত্র অপেক্ষা ভয়ঙ্কর এক অগ্নি উপস্থাপিত করবে তার সামনে, যে তার বজ্রগর্জন অপেক্ষা প্রচণ্ড এক শব্দ সৃষ্টি করবে, যে পসেডনের ত্রিফলা বর্শাটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সেদিন ভগ্নদেহ অবস্থায় ওই পাহাড়ের উপর পতিত হয়ে জিয়াস বুঝবে দাসত্বের বেদনা কাকে বলে।

কোরাসদলের নেতা। জিয়াসের সম্বন্ধে তুমি যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করলে তা হলো তোমার নিজস্ব ইচ্ছার কথা।

প্রমি। ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে আমি তাই বললাম। অবশ্য আমিও তা চাই।

নেতা। তাহলে জিয়াসের পর স্বর্গে কে রাজত্ব করবে জানতে পারি কি ?

প্রমি। এর থেকেও দুঃসহ দুঃখকষ্টে প্রপীড়িত হবে জিয়াস।

নেতা। এ কথা বলতে তোমার ঠোঁট কেঁপে উঠছে না ?

প্রমি। আমার ভাগ্যে যখন মৃত্যু বলে কোন জিনিস নেই তখন কেন আমি কাঁপব ভয়ে ?

নেতা। তথাপি সে তোমাকে আরো বেশী করে পীড়ন করতে পারে।

প্রমি। যত পারে পীড়ন করুক সে ; আমি প্রস্তুত।

নেতা। তবু যারা জ্ঞানী তারা প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে মাথা নত করে।

প্রমি। তোমরা যত খুশি আজকের দিনে দেবরাজের উপাসনা করো, তার তোষামোদ করো। কিন্তু জিয়াসের প্রতি আমার আজ কোন শ্রদ্ধা নেই। তবে জানবে আর বেশী দিন স্বর্গরাজ্যে রাজত্ব করতে পারবে না জিয়াস। (হার্মিসের প্রবেশ) দেখছি অত্যাচারী জিয়াসের এক অনুচর আসছে। নিশ্চয় সে নূতন কোন ছলনার সংবাদ নিয়ে এসেছে।

হার্মিস। হে বিজ্ঞ, তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দেবদ্রোহী প্রমিথিয়াস, তুমি দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করে অগ্নি অপহরণ করো, তাদের সম্মান মরণশীল মানবজাতির কাছে বিলিয়ে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আমাদের পরম পিতা তোমাকে সেই অশুভ বিবাহবন্ধনের কথা স্পষ্ট করে

ঘোষণা করতে বলেছেন যে বিবাহবন্ধনের ফলে একদিন তাঁকে হারাতে হবে স্বর্গরাজ্যের সিংহাসন। কোন ধাঁধা নয়, স্পষ্ট ভাষায় একথা বল প্রমিথিয়াস, তোমার একথা শুনে যাতে আমি এখনি ফিরে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করো'। তুমি জান জিয়াস কোন দ্ব্যর্থবোধক কথা ভালবাসেন না।

প্রমি। দেবতাদের অন্যান্য ভৃত্যদের মত তোমার কথাগুলি ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারে স্ফীত। অভিজ্ঞতার দিক থেকে তুমি এখনো শিশুমাত্র। তুমি ভাবছ তুমি এমন এক দুর্গে বাস করছ যেখানে দুঃখ কোনদিন প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঐ দুঃখহীন স্বর্গরাজ্যের দুর্গে আমি দুজন অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী রাজাকে দেখেছি। এবার বর্তমানের তৃতীয় স্বর্গরাজ্যের চূড়ান্ত ধ্বংসও স্বচক্ষে দেখব। আমাকে দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে যে আমি এই নূতন অত্যাচারী স্বর্গরাজ্যের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি কাপুরুষের মত। মোটেই না; আমার মধ্যে কোন ভয় নেই। কিন্তু একি, তুমি চলে যাচ্ছ! যে পথ দিয়ে এসেছ সেই পথ দিয়েই ফিরে যাচ্ছ? আমাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু জানতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছ তুমি।

হার্মিস। তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্যই তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তোমায়।

প্রমি। তুমিও ভুলে যেও না, আমার এই দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে তোমার মত কোন দাসত্বকে মেনে নেব না।

হার্মিস। জিয়াসের বিশ্বস্ত দাস হওয়া অপেক্ষা এই পাহাড়ের দাসত্ব করা অবশ্যই ভাল।

প্রমি। অপমানজনক কথার উত্তর অপমানজনক কথার দ্বারাই দিতে হয়।

হার্মিস। তুমি তোমার বর্তমানের এই দুরবস্থার জন্য গৌরব বোধ করছ বলে মনে হচ্ছে।

প্রমি। কে আমি? আমি ত দেখছি আমার শত্রুরাই আমার এ অবস্থার জন্য গৌরববোধ করছে। আর তুমি তাদের অন্যতম।

হার্মিস। তোমার এই বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ?

প্রমি। সত্যি কথা বলতে কি, যে সব দেবতারা আঘাতের দ্বারা আমার সকল উপকারের প্রতিদান দিয়েছে তাদের সকলকেই আমি আমার শত্রু হিসাবে জ্ঞান করি।

হার্মিস। আমি দেখছি তুমি এক দুরারোগ্য উন্মাদরোগে ভুগছ।

প্রমি। শত্রুর প্রতি আপোষহীন ঘৃণা যদি উন্মত্ততা হয় তাহলে আমি অবশ্যই উন্মাদ।

হার্মিস। তোমার ও সুখ ও সমৃদ্ধিতে কে সুখী হত?

প্রমি। হায়, আমার সুখ সমৃদ্ধি!

হার্মিস। জিয়াস এখনো সুখ কি জিনিস তা জানেন না।

প্রমি। কালক্রমে মানুষ সব কিছুই জানতে পারে, শিখতে পারে।

হার্মিস। কিন্তু কালক্রমে তুমি কোন জ্ঞানবুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারনি।

প্রমি। তা করলে আমি কিন্তু তোমার মত ক্রীতদাসের সঙ্গে কথা বলতাম না।

হার্মিস। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাদের পরম পিতা জিয়াসের কথার উত্তর দেবে না।

প্রমি। আমি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করব না।

হার্মিস। তুমি আমাকে অপমান করেছ, শিশুর মত ঘৃণা করেছ।

প্রমি। (প্রবল ক্রোধের সঙ্গে) যদি তুমি আমার কাছ থেকে কথা বার করে নেবার আশা করে থাক তাহলে তুমি কি শিশুর থেকেও নির্বোধ ও সরল নও? আমি শৃংখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জিয়াসের হাতে এমন কোন কলাকৌশল বা অত্যাচারসম্বলিত শক্তি নেই যা আমার মুখ থেকে জোর করে সব কথা বার করে নিতে পারে। সুতরাং তাকে আমার উপর অগ্নিগর্ভ লাল বজ্র পাত করতে বল। ভূকম্পন ও তুষারঝড়ের দ্বারা সমগ্র ধরাতলকে প্রপীড়িত করে তুলুক। তথাপি এই সব বিপর্যয় সত্ত্বেও আমি এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করব না যাতে তার ধ্বংস বা পতন নিবারিত হতে পারে।

হার্মিস। এর দ্বারা তোমার যে লাভ হবে তার কথা একবার ভেবে দেখ।

প্রমি। আমি অনেক ভেবেই এই পরিকল্পনা খাড়া করেছি।

হার্মিস। হঠকারী নির্বোধের মত কাজ করো না। কালক্রমে তোমার বর্তমান দুরবস্থার কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখে সংযত করো নিজেকে।

প্রমি। সমুদ্রতরঙ্গের উপর শব্দনিক্ষেপের মত বৃথা বাক্যব্যয় করছ তুমি। তাতে শুধু আমাকে অযথা বিরক্ত করে তুলছ তুমি। একথা স্বপ্নেও ভেবো না যে জিয়াসের ভয়ে আমি নারীর মত দুর্বলচিত্ত হয়ে উঠব এবং এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য আমার ঘৃণিত শত্রুর কাছে শৃংখলিত হাত তুলে সকাতর

প্রার্থনা জানাব।

হার্মিস। আমি অনেক কথা বললাম। কিন্তু সব কথাই আমার ব্যর্থ হলো। তোমার কঠোর হৃদয়কে নরম করতে পারল না আমার কোন আবেদন নিবেদন। নবনিযুক্ত অশ্বশাবক যেমন তার বল্গার সঙ্গে বৃথা সংগ্রাম করে চঞ্চলভাবে তুমিও তাই করছ। তোমার বর্বরোচিত মনের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধির কোন চিহ্নই নেই। কোন নির্বোধ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। একবার ভেবে দেখ, যদি তুমি আমার আবেদনে সাড়া না দাও তাহলে এক প্রচণ্ড দুর্যোগের ঝড় তোমাকে ভেঙ্গে দেবে, একটার পর একটা করে অসংখ্য বিপদের তরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমায় অকূলে। প্রথমতঃ জিয়াস অগ্নিগর্ভ বজ্রপাতের দ্বারা এই পাহাড়টাকে ভেঙ্গে দেবেন। তখন এই ভগ্ন পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে তোমার দেহটি। তারপর বহু যুগ পরে সেই প্রস্তরস্তূপের অন্তরাল হতে বেরিয়ে আসবে তোমার নিস্পেষিত দেহটি আর তখন জিয়াসপ্রেরিত ঈগল ও শকুনির দল অনাহূত অতিথির মত তোমার দেহের চারদিকে ভিড় করে তোমার যকৃতের উপর তাদের নখদন্তগুলি আমূল বসিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে খুড়ে খাবে সে দেহটিকে। সেই দুর্বিসহ যন্ত্রণার হাত থেকে তুমি মুহূর্তের জন্যও অব্যাহতি পাবে না। একমাত্র যদি কোন দেবতা স্বেচ্ছায় তোমার জন্য তার্তারাসের গভীর নরকান্ধকারে গমন করে তাহলে তুমি এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগের হাত হতে মুক্তি পাবে। সুতরাং ভালভাবে ভেবে দেখ, আমি বৃথা বড়াই করছি না, আমার প্রতিটি কথা শর্তান্তরহীনভাবে সত্য। দেবরাজ জিয়াসের মুখ হতে কখনো মিথ্যা কথা নির্গত হয় না। তিনি যা বলেন তা করেন। তুমি আর একবার চিন্তা করে দেখ, বিজ্ঞের সৎ পরামর্শের থেকে নিজের উদ্ধত অহঙ্কারটাকে কখনই বড় করে দেখো না।

নেতা। আমাদের মনে হচ্ছে হার্মিস এমন কিছু অযৌক্তিক কথা বলছে না। সে তোমাকে অহঙ্কার ত্যাগ করে সৎপরামর্শ গ্রহণ করতে বলছে। তার কথামত কাজ করো। স্বাধিকারপ্রমত্ত ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে কাজ করা কোন বিজ্ঞ লোকের উচিৎ নয়।

প্রমি। এসব কথা সে আমাকে আগেই বলেছে। আমি সব জানি। তবু জেনে রাখ আমি আমার নিজের মতেই চলব। হ্যাঁ, বিদ্যুৎকে আমার মাথার উপর তার বক্রকুটিল অগ্নিমালা বর্ষণ করতে দাও, শান্ত বাতাস প্রমত্ত ঝড়ের প্রচণ্ডতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক আর সেই ঝড়ের নির্মম প্রহারে সমগ্র পৃথিবীর

মর্মমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠুক। সমুদ্রের তরঙ্গমালা অভ্রভেদী উত্তালতায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে আপন আপন কক্ষপথে আপাতপ্রচ্ছন্ন নক্ষত্রদের আলিঙ্গন করুক। নিষ্ঠুর নিয়তি আমার এই দেহটিকে তার্তারাসের গভীর নরকান্ধকারে নিক্ষেপ করুক। তথাপি আমাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারবে না সে।

হার্মিস। আমি এক অপরিণামদর্শী গর্বোন্মত্ত মানুষের অর্থহীন প্রলাপোক্তি শুনছি শুধু যার প্রার্থনাবাক্য সেই উন্মত্ততারই ফলশ্রুতিমাত্র। কিন্তু তোমরা যারা তার দুঃখে সমবেদনা জানাতে এসেছ, যারা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছ তারা চলে যাও এখান থেকে। আমার অনুরোধ এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করো। তা না হলে মুহুর্মুহু বজ্রগর্জনে অভিভূত হয়ে পড়বে তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়।

কোরাস। সতর্কতাসূচক কথা বলে বৃথা বাক্যব্যয় করো না। অসহ্য একটা কথাও আর উচ্চারণ করো না। কে তুমি আমাকে মিথ্যা আর অন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে এসেছ? বরং সে যে সব দুঃখকষ্ট সহ্য করছে আমিও তাই সহ্য করা শ্রেয় বলে মনে করি। বিশ্বাসঘাতকদের আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি এবং অবাঞ্ছিত ঘৃণ্য আবর্জনার মতই জ্ঞান করি।

হার্মিস। কিন্তু যথাসময়ে আমার এই পরামর্শের কথা যেন স্মরণ করো। যখন সত্য সত্যই অচ্ছেদ্য বিপদের জালে জড়িয়ে পড়বে তখন যেন তোমার ভাগ্যের উপর দোষারোপ করো না। জিয়াস তোমাকে অতর্কিতে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন বলে যেন এক তীব্র অভিযোগে ফেটে পড়ো না। দোষ দিতে হয় নিজেকে দিও। মনে রেখো, তুমি আগে থেকে জানতে পেরেও খোলা চোখে সব দেখে শুনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের বিশাল ও সুজটিল জালের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছ।

হার্মিস প্রস্থান করতেই বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড় উঠল। ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল প্রস্তররাশি। দর্শকচক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমিথিয়াস। মঞ্চের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে লাগল কোরাসদল।

প্রমি। হায়, সমগ্র পৃথিবীটাই আমূল কম্পিত হচ্ছে। বজ্র প্রবলভাবে গর্জন করছে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ধূলিরাশিকে চুম্বন করে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করছে। মত্ত প্রভঞ্জনের ক্ষিপ্ত অনুচরেরা একযোগে তাদের তাণ্ডবলীলা শুরু করে দিয়েছে আকাশে ও সমুদ্রবক্ষে। আমাকে সন্ত্রস্ত ও উন্মত্ত করে তোলার জন্য জিয়াস এই সব কিছুর আয়োজন করেছে। সর্বশ্রদ্ধেয়া হে ধরিত্রীমাতা, আলোকরথরশ্মিবাহী, প্রাণপরিপোষণকারী হে বাতাস, দেখ দেখ কী অন্যায় আমি সহ্য করছি।

এ্যাগামেমনন

এসকাইলাস

: নাটকের চরিত্র :

জনৈক প্রহরী

কোরাসদল

ক্লাইতেমেস্ত্রা ঃ এ্যাগামেমননের পত্নী ও রাণী

জনৈক দূত

এ্যাগামেমনন ঃ আর্গসের রাজা

ক্যামাণ্ডা ঃ ট্রয়রাজ প্রিয়ামের কন্যা ও পরে এ্যাগামেমননের ক্রীতদাসী

এজিসথাস ঃ এ্যাগামেমননের জ্ঞাতিভ্রাতা

ভৃত্যগণ, অনুচরবর্গ ও সৈনিকগণ।

●

দৃশ্যস্থল

আর্গসে অবস্থিত রাজা এ্যাগামেমননের প্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান। প্রাসাদের সম্মুখে কতকগুলি দেবতার প্রতিমূর্তি ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলির জন্য প্রস্তুত একটি বেদী। রাত্রিকাল। প্রাসাদশীর্ষে জনৈক প্রহরীকে দেখা যাচ্ছিল।

প্রহরী। দেবতাদের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা তাঁরা যেন বৎসরব্যাপী এই শ্রমশীল প্রহরাকার্য হতে আমাকে মুক্তি দেন অবিলম্বে। আত্রেউস রাজবংশের এই প্রাসাদশীর্ষে অতন্দ্র কুক্কুরের মত এই প্রহরাকার্যে নিযুক্ত আছি আমি। দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণের ফলে নিশীথ রাত্রির প্রতিটি নক্ষত্রগুচ্ছের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি আমি। পরিচিত হয়ে উঠেছি নৈশ আকাশের শান্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে। উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জসমন্বিত প্রতিটি নক্ষত্রের আকাশপরিক্রমা ও অস্তগমনের সব কথা জানা হয়ে গেছে আমার। জানা হয়ে গেছে ঋতু পরিবর্তনের সব কথা। কখন অগ্নিবর্ষী নিদাঘসূর্য কিরণ দান করবে অথবা কখন হিমশীতল তুষারপাতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে ধরণী তাও জেনে ফেলেছি আমি। দূরে কোথায় কখন একটি উজ্জ্বল আলোকসঙ্কেত জ্বলে উঠবে তার জন্য আমাকে

সারা রাত্রি ধরে প্রহরায় থাকতে হয় অতন্দ্রভাবে। ট্রয়জয়ের বার্তাবহ এক আলোকবর্তিকা হতে একটি উজ্জ্বল শিখাকে দেখার জন্য আমাদের রাণীমাও আশায় বুক বেঁধে আছেন।

সেই আশায় আমিও জেগে আছি সাধারণতঃ। শিশিরস্নাত ও অশান্ত অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশতলে এই প্রাসাদশীর্ষে বসে বসে নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন চোখে দূর দিগন্তপানে তাকিয়ে আছি। হায়, আমি কী হতভাগ্য! স্বপ্নময় সুখনিদ্রার পরিবর্তে শঙ্কা আমার সাথী হয়েছে। আর সেই শঙ্কা সুদূরপরাহত করে তুলেছে আমার নিদ্রানিষিক্ত বিশ্রামের আকাশকে। নিদ্রাভাবজনিত আমার দেহমনের ক্লান্তিকে অপনোদন করার জন্য আমি যদি গান করি, সঙ্গীত রসসুধার দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে চাই তাহলে অবিরল অশ্রুধারা ঝরতে থাকে আমার চোখে। তবু আমার মত এ প্রাসাদের নিরানন্দ পরিবেশের জন্য হতাশ করা উচিত নয়। অবশেষে আমার সেই বহুপ্রতীক্ষিত শুভক্ষণ এসে গেছে আর এই শুভক্ষণ নিয়ে এসেছে আমার মুক্তির বারতা। অবশেষে যুগান্তব্যাপী রাত্রির এই সঘন অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করে প্রতিটি দিক দিগন্তে জ্বলে উঠল আশার আলো। (দূর আকাশে এক লাল আলো জ্বলে উঠল) অগ্নিগর্ভ ঐ আলোই রাত্রির মাঝে আমার চোখে নিয়ে আসছে এক সফল আশার উজ্জ্বল দিবালোক। এক পরম সৌভাগ্যের সম্ভাবনা নিয়ে আসছে সমগ্র গ্রীসদেশের জন্য। নিয়ে আসছে নৃত্যগীতাদি সমন্বিত এক অবিচ্ছিন্ন উৎসবের আনন্দ। এ বিষয়ে আমার সানন্দ ঘোষণা এ্যাগামেমননের বিরহিণী রাণীর কর্ণে প্রবেশ করুক আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর নৈশশয্যা হতে চমকিত হয়ে উঠে বিস্ময়বিমিশ্রিত এক আনন্দসূচক চিৎকারের দ্বারা ঐ আলোক-সংকেতকে বরণ করে নিন। দূর দিগন্তে ফুটে ওঠা রক্তলাল ঐ আলোকসংকেত ট্রয়নগরীর পতন ঘোষণা করছে নিঃশব্দে। আমিই প্রথম গ্রীকপক্ষের জয়ের কথা ঘোষণা করব সানন্দে। কারণ আমার প্রভু যে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দেখ, দেখ, সৌভাগ্যসূচক ত্রিমুখী ঐ আলোর শিখা কত উজ্জ্বল। এখন আমি যেন অবিলম্বে আমাদের রাজা এবং গৃহস্বামীর করমর্দন করতে পারি। তিনি যেন অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে এই প্রাসাদে আপন প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এর বেশী এখন আর আমি কিছুই বলব না। কারণ এখন আমার জিহ্বার উপর ঝুলছে বিধিনিষেধের খড়্গ। তিনি প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণহীন প্রাসাদের বাকশক্তি

থাকলে সে নিজেই তার সব কথা ব্যক্ত করত। আমি নিজে স্বল্প সাঙ্কেতিক ভাষায় এমনভাবে কিছু কথা বলব যার অর্থ একমাত্র বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন। (প্রহরীর প্রস্থান ও এক একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে কোরাসদলের প্রবেশ। কোরাসদল গান শুরু করলে রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রাকে বেদীমূলে আলো জ্বালাতে দেখা গেল।)

কোরাসদল (সমবেতভাবে)। দশটি জীবন্ত বছর অতিবাহিত হয়েছে। আজ হতে দশ বছর আগে আত্রেউস বংশের দুই রাজা জিয়াসের কৃপায় প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশায় ট্রয়নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। গ্রীসদেশ হতে প্রায় একহাজার রণতরী অসংখ্য গ্রীকসৈন্য সমভিব্যাহারে এ রাজ্যের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণমানসে সগর্বে যাত্রা করে। উর্দ্ধগগনে নিনাদিত সমবেত শকুনির কর্কশ চিৎকারের মত তাদের সমবেত রণসঙ্গীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে চারদিকের আকাশ বাতাস। কিন্তু এই রণসঙ্গীতের মধ্যে একটা সকরুণ ভাব ছিল। চক্রাকারে উড্ডীয়মান নীড়হারা পাখির কর্কশ চিৎকারের মধ্যেও যেমন এক প্রচ্ছন্ন বিষাদ লুকিয়ে থাকে তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ নরকপথযাত্রী সেই সব সেনাদলের উৎসাহব্যঞ্জক রণসঙ্গীতের মধ্যেও ছিল এক প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর।

স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিপতি জিয়াস আত্রেউস পুত্রদের বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে তাদের প্যারিসের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন ট্রয়নগরীতে। তাঁদের পাঠিয়েছেন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মেনেলাস পত্নী হেলেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সেই বহুবল্লভা নারীকে একজনে বিবাহ করলেও বহুজনে প্রেম নিবেদন করে। দেবরাজ জিয়াসের ইচ্ছায় বহু গ্রীক ও ট্রয়বীর পরাজিত ও আহত অবস্থায় ধূলায় লুটিয়ে পড়েন। প্রতিহিংসার যে ধূমহীন যজ্ঞানলে দেবতাদের রোষ ইন্ধন সঞ্চার করে সে যজ্ঞানল প্রভূত অশ্রু, রক্ত বা মদ্য সিঞ্চনেও নির্বাপিত হয়নি।

আমরা বৃদ্ধ ও অশক্ত বলে সেদিন যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত ও রণসজ্জিত সেনাদলে যোগদানে অযোগ্য বিবেচিত হই। আমরা এখন গৃহাভ্যন্তরেই দিন যাপন করি। লাঠির উপর ভর দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করি। আমাদের দৈহিক শক্তি কমতে কমতে আমাদের শিশুতে পরিণত করেছে। মানুষ যখন শিশু থাকে তাদের দেহের গঠন পরিণতি লাভ করে না। তাই তাদের দেহ বৃদ্ধদের মতই অশক্ত থাকে এবং সেইজন্য তারা যুদ্ধ করতে পারে না। বার্ধক্যে মানুষ হয়ে

পড়ে ফুলফলহীন বৃক্ষের মতই নীরস ও নৈরাশ্যনিবিড়। তাদের জীবন হতে তখন সব আশা ভরসা রাত্রির স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। কিন্তু হে তিনদেরেউস-কন্যা রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা, তুমি বল, আজ এই মুহূর্তে এমন কোন আনন্দের বারতা দূতমুখে শুনেছ যার জন্য তুমি নগরপ্রান্তের এই যজ্ঞবেদীগুলিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করছ? স্বর্গ ও পাতালপ্রদেশের যে সব শক্তিমান দেবতারা আমাদের নগর রক্ষা করেন, যাঁরা আকাশ ও সমুদ্র শাসন করেন তাঁদের সকলকে প্রীত করার জন্য যজ্ঞবেদী সজ্জিত করে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলিদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব সুসজ্জিত যজ্ঞবেদীর প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখাগুলি নক্ষত্রালোকের মত মর্ত্যভূমি থেকে অন্ধকার ভেদ করে উঠে যাচ্ছে আকাশের পথে। যে সব বলির পশুগুলিকে এতদিন প্রাসাদ অভ্যন্তরে এক গোপন স্থানে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল সেগুলি পবিত্র তৈলদ্বারা সিক্ত ও মন্ত্রপূত করে বাইরে আনা হয়েছে।

হে রাণী, আমাদের প্রার্থনা, আপনি যে সুসংবাদের কথা অবগত হয়েছেন আমাদের বিশ্বাস করে তা বলে আমাদের অন্তরের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। যে আশার আলো কমতে কমতে হতাশার নিবিড় অন্ধকারে নির্বাপিত হয়ে পড়ছিল তা এই যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আশায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। আর তা দেখে আমাদের নৈরাশ্যনিবিড় অন্তর হতে দুঃখ ও উদ্বেগের শকুনিগুলি উড়ে গেল কোথায়।

২য় দল। শোন সে বারতা আমার মুখ থেকে। কোন লক্ষণ বিচার করে দূরস্থিত কোন বস্তু বা ঘটনার কথা বলে দেবার শক্তি আমার আছে। এমন কি বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের সব ঘটনাই আমার অন্তরে ঐন্দ্রজালিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

শোন একদিন কিভাবে আমাদের দুই রাজভ্রাতা ঈগলচিহ্নিত পতাকা হাতে বীর গ্রীকযুবকদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন ট্রয়নগরীর উদ্দেশ্যে। তখন ঠিক সেই মুহূর্তে ঈগল পাখি চিৎকার করেছিল। সমুদ্রদেবতারা আকাশদেবতাদের নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের রাজভ্রাতাদের রণতরীগুলির দক্ষিণ দিকে যে দুটি ঈগল পাখি উড়েছিল তাদের মধ্যে একটির রং ছিল কালো এবং অন্যটির রং কালো হলেও তার পুচ্ছটির রং ছিল সাদা। সেই ঈগল দুটি রাজপ্রাসাদের মাথার উপরে যখন উড়ছিল তখন হঠাৎ দেখা গেল তাদের সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেছে।

তারপর সেই জ্বলন্ত ঈগল দুটি এক পূর্ণগর্ভা খরগোসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়। (এতদিন প্রসব যন্ত্রণার পর সে যেন এক সুন্দর শাবক প্রসব করে)

অন্য একদল। সৈনিকদের মধ্যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল। সে সেই ঈগল দেখে তারা কিসের লক্ষণ তা বিচার করে বলল। ঐ উড্ডীয়মান ঈগল দুটি দুই রাজভ্রাতার প্রতীক। সে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলল, প্রিয়ামের রাজ্যের অবশ্যই পতন ঘটবে। কিন্তু দীর্ঘকাল দেরী হবে। দীর্ঘকাল ট্রয়নগরী অবরোধ রাখার জন্য গ্রীকপক্ষের প্রচুর অর্থব্যয় হবে। তারপর অবশেষে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলে একদিন গ্রীকসৈন্যরা ট্রয়নগরীর ভিতরে প্রবেশ করে তার পতন ঘটাবে। কিন্তু সাবধান! গ্রীকপক্ষ ট্রয়যুদ্ধে জয়ী হলেও তাদের উপর দেবতাদের রোষ রয়ে যাবে। তাদের জয়ের গৌরব খর্ব করার জন্য তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন দেবতারা। কারণ গ্রীসের রাজবংশের প্রতি কুমারী দেবী আর্তেমিসের ঘৃণা ও ঈর্ষা অব্যাহত আছে আজও। সেই ঈগল দুটি একটি সন্ত্রস্ত পূর্ণগর্ভা খরগোসকে হত্যা করে—এটা ভুলতে পারেননি দেবী আর্তেমিস। কারণ যে কোন নবজাত পশুশাবকের প্রতিই স্বর্গের দেবীরা বড় দয়ালু হন। দুগ্ধপোষ্য প্রতি পশুশাবকই তাঁদের করুণার পাত্র। কারণ তারা অসহায় এবং ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে না বনে জঙ্গলে।

তাই দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন দেবী আর্তেমিস 'এই ঈগলের লক্ষণ সত্যি সত্যিই একদিন যেন ফলবতী হয় অর্থাৎ ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকপক্ষ জয়ী হলেও অভিশাপগ্রস্ত হয় যেন তাদের জয়ের গৌরব।'

হে পরিত্রাতা এ্যাপোলো, আর্তেমিসের ক্রোধ সংবরণ করো। যে প্রচণ্ড ঝড় সমুদ্রের জলরাশিকে উত্তাল ও তরঙ্গসঙ্কুল করে গ্রীকদের সমরাভিযানে বাধা সৃষ্টি করবে সে ঝড়ের স্থায়িত্বকালকে যেন দীর্ঘায়িত করো না। কলহ বিবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আরো বলেন এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটুক নির্ভীক রাজা এ্যাগামেনন ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে। আর সেই আবির্ভাবের ফলে এক অপূরণীয় ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক সেই দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে। যাত্রাকালে রাজা অনুকূল বাতাসের আশায় সমুদ্রদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাণীর যে সন্তানের জীবন বলি দেন তার জন্য ক্রুদ্ধ হন রাণী। সেই অশান্ত ক্রোধের এক কুটিল সর্প লালিত হচ্ছে প্রাসাদের মধ্যে।

এভাবে রাজভ্রাতাদের নেতৃত্বে গ্রীকদের সমরাভিযানকালে এক সৈনিক তার

ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। উড্ডীয়মান ঈগলদের লক্ষণ বিচার করে সে যে কথা বলেছিল তার মধ্যে জয়ের বার্তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল এক ভয়ের কথা। এই জন্যই আমরা একই সঙ্গে গাইছি সুখদুঃখের কথা।

অন্যদল। হে দেবরাজ জিয়াস, যারা তোমার মহিমা জানে না, সেই সব অজ্ঞরা তোমাকে ছেড়ে অন্য দেবতার শরণাপন্ন হতে পারে, কিন্তু আমি শুধু তোমাকেই ডাকছি। আমি আমার মনের বিচিত্র পথ বৃথাই পরিভ্রমণ করেছি। দেখেছি তুমি ছাড়া আমার কোন গতি নেই। তুমিই আমার অবিসংবাদিত জীবনদেবতা। একমাত্র তুমিই পার আমার বুকের উপর থেকে দুঃখের ভারী বোঝাটাকে নামিয়ে দিতে, আমার বুকটাকে হালকা করে তুলতে।

অন্যদল। আগে যে একজন আত্মম্ভরী রাজা অতুল প্রতাপের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে রাজত্ব করছিলেন তাঁকে পদচ্যুত করে অধিকতর বলশালী একজন রাজা অধিষ্ঠিত হন স্বর্গসিংহাসনে। পরে তাঁরও পতন ঘটিয়ে বর্তমানে সে স্বর্গরাজ্যে সমাসীন হয়ে আছে দেবরাজ জিয়াস। তাঁর জয়গানে আজ সমগ্র স্বর্গলোক মুখরিত।

অন্যদল। একমাত্র দেবরাজ জিয়াসই মানুষকে দেখাতে পারেন পরিপূর্ণ জ্ঞানের পথ। তিনি এই শিক্ষাই দেন যে মানুষ দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে জ্ঞানের পথে। রাত্রিতে নিদ্রাকালে মানুষের অনেক অতীত ব্যথা বেদনার স্মৃতি স্বপ্নের মূর্তি ধরে এসে উপস্থিত হয় তার অনিচ্ছুক অপ্রস্তুত আত্মার সামনে, স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবরাজের আশীর্বাদপুতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান তার অশ্রুধারায় বিধৌত হয়ে নেমে আসে তার সেই আতপ্ত আত্মার উপর।

অন্যদল। রাজভ্রাতাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ গ্রীক, যাঁর আদেশে এতগুলি রণতরী যাত্রা শুরু করে ট্রয় নগরীর পথে তিনি সেই ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি ঘৃণার বাক্য উচ্চারণ করেননি। অনুকূল হাওয়ায় প্রথম দিকে তাঁদের রণতরীগুলি বেশ ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। অলিস উপসাগরের উপর চ্যালিস উপকূলের কাছে যেতেই থেমে গেল জাহাজগুলো। জাহাজের মজুত রসদ ফুরিয়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। এমন সময় যে ভয়ঙ্কর তুষারঝড় দুর্ভিক্ষের দূত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে সেই ঝড় বইতে শুরু করল। সুদূর উত্তরাঞ্চলে স্ট্রাইমেন থেকে ছুটে আসা সেই ঝড়ের প্রকোপে জাহাজগুলো নোঙর করা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। এগোতে পারল না। এইভাবে গ্রীক সেনাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত ফুলের মত এক বিপুল সমরোদ্যমের উচ্ছ্বাসগুলি শুকিয়ে যেতে লাগল প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে।

তখন ভবিষ্যদ্বক্তা সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের প্রকোপ হতে অব্যাহতির জন্য দেবী আর্তেমিসের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য অনুরোধ করল ওই রাজভ্রাতাকে। তখন রাজভ্রাতাদ্বয় তাঁদের হস্তধৃত রাজদণ্ডদুটি জাহাজের পাটাতনের উপর ঠুঁকে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

অন্য একদল। তখন জ্যেষ্ঠ রাজভ্রাতা চিৎকার করে বললেন, কী হতভাগ্য আমি! দেবী আর্তেমিসের অবাধ্য হতে আমি পারিনি। ফলে একই সঙ্গে আমি আমার কন্যা ও পারিবারিক প্রেম প্রীতির উপর আঘাত হানতে বাধ্য হই। দেবীর বেদীপার্শ্বে আমার আপন কুমারী কন্যাকে হত্যা করে আমার হাতকে কলঙ্কিত করি আমি। একদিকে আত্মীয়বিয়োগজনিত শোক দুঃখ ও অন্যদিকে দৈবরোষজনিত অভিশাপ ও অপমৃত্যু—এই দুই চিন্তার মাঝখানে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গারের মত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি আমি। বিলম্বিত হয়ে পড়ে আমাদের রওনার কাল। প্রতিকূল বাতাসের দ্বারা প্রতিহত ও স্তব্ধ-অচল রণতরীগুলি এক অসহ্য উত্তপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আমার কুমারী কন্যার রক্তের জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে। কারণ সে রক্ত না পেলে অশান্ত প্রতিকূল বাতাস শান্ত হবে না। দেবতারা যেন আর কখনো মানুষের উপর এই ধরনের অবাঞ্ছিত ও অসৎ কর্মের বোঝা জোর করে চাপিয়ে না দেন।

অন্যদল। এইভাবে আপন স্কন্ধের উপর উনি চাপিয়ে নেন সুকঠোর দুর্ভাগ্যের অপরিহার্য বোঝা। এইভাবে ঘৃণ্য অভিশপ্ত এক প্রবৃত্তির প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতে বিকল হয়ে পড়ে তাঁর দোদুল্যমান চিত্ত। সাময়িক যে উন্মাদনা মানুষকে তার স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপপ্রবৃত্তির পথে ঠেলে দেয়, সেই উন্মাদনায় ঘুরে ইস্পাতের মত কঠিন করে তোলেন তাঁর অন্তরকে। ছলনাময়ী লীলাকপটিনী এক নারীর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে আপন সন্তানের রক্ত পাত করে তাঁদের অচল রণতরীগুলিকে গতি দান করার জন্য সে রক্ত উৎসর্গ করেন দেবী আর্তেমিসের কাছে।

অন্যদল। সেই রণোন্মাদ রক্তলোলুপের দল তাদের অন্তর ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার এমনভাবে রুদ্ধ করে রেখেছিল যে সেই অসহায় কন্যার সকরুণ আর্তনাদ শুনতে পায়নি কেউ। সেই কুমারী কন্যা তখন বার বার কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে বলছিল, 'হে পিতা, দয়া করো, আমাকে ছেড়ে দাও।' কিন্তু তার সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেনি কেউ। সুতরাং বলির মন্ত্রপাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার আদেশে অর্বাচীন পুরোহিতের দল সেই কন্যাকে অসহায়

ছাগশিশুর মত তুলে নিয়ে গেল বেদীমূলে। সেই বেদীর উপর মূর্ছিতপ্রায় রাজকন্যা পোষাকপরিহিত অবস্থায় শায়িত হয়ে রইল। কিন্তু সে যাতে সেই অবস্থায় চিৎকার করে আত্রেউস বংশ ও রাজপরিবারকে অভিশাপ দান করতে না পারে তার জন্য প্রগ্রহসংযুক্তমুখ শাসনসংবদ্ধ অশ্বের মত তার মুখটিকে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

অন্যদল। নাট্যচিত্রিত ছবির মত শায়িত নীরব নিস্পন্দ সেই কন্যা উপস্থিত পুরোহিতমণ্ডলীর উপর তার তীক্ষ্ণকরুণ দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করে যেন বলতে চাইছিল, এরই মধ্যে তোমরা সব ভুলে গেলে! কতবার রাজবাড়ির সেই বিশাল উৎসবকক্ষে আমার পিতা কত পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান করেছেন আর আমার মত এক অপাপবিদ্ধ শিশুর সুপবিত্র ওষ্ঠাধর হতে কত স্তোত্রগান উদ্‌গীত হয়েছে। সেই সঙ্গে আমার পিতার কত গৌরবগান করেছি এবং তাঁর সুখসমৃদ্ধি কামনা করে দেবতাদের নিকট কত প্রার্থনা করেছি!

অন্যদল। তারপর—তারপর কি ঘটেছিল সেই অসহায় শিশুকন্যার ভাগ্যে তা আমি দেখিনি। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে পুরোহিতপ্রবর ক্যালকাসের বদ্ধমুষ্ঠি হতে কোন বলির প্রাণী কখনো মুক্তি লাভ করতে পারেনি, তার বলি কখনো ব্যর্থ হয়নি। এই অন্যায়ের প্রতিকার হিসাবে অসহায় বলির প্রাণীরা স্বর্গ হতে কী ন্যায়বিচার লাভ করে তা একমাত্র ভবিষ্যৎ বিচার করবে। কিন্তু বিদায় হে ভবিষ্যৎ। তোমার অজানিত গর্ভে যে রহস্য লুক্কায়িত আছে তা অজানিতই রয়ে যাক। কারণ সে রহস্যের জ্ঞান আমাদের দুঃখকে বাড়িয়ে দেবে মাত্র। প্রাত্যহিক প্রভাতসূর্যের উজ্জ্বলতার সঙ্গে ভবিষ্যতের সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হোক দিনে দিনে। এখন আমরা সেই আর্গস রাজপরিবারের একটি কাহিনী বর্ণনা করি।

(এমন সময় বেদীতল থেকে এগিয়ে আসা রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রার পানে পিছন ফিরল কোরাসদলের সকলে)

কোরাসদলের নেতা। হে রাণী, আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি। কারণ যখন কোন রাজা রাজদরবারে অনুপস্থিত থাকেন তখন সমস্ত রাজসম্মান তাঁর সহধর্মিণীরই প্রাপ্য। তখন রাজ্যের রাজভক্ত প্রজারা রাণীকেই সমস্ত শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে। এখন আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আপনি অবশ্যই কোন সুসংবাদ অথবা কোন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কোন আশার বাণী শ্রবণ করেছেন যার জন্য আপনি নিজের হাতে উজ্জ্বল দীপাবলীর দ্বারা

শোভিত করে তুলছেন বেদীমূলটিকে। আমি সেই সংবাদ বা আশার বাণীটি শুনতে চাই, অবশ্য আপনি যদি তা গোপন রাখতে চান তাহলে তা জানতে চাইব না।

ক্লাইতেমেস্ত্রা। রাত্রির অন্ধকার গর্ভ হতে যেমন উজ্জ্বল আলোর সন্তান প্রসূত হয় তেমনি এক অস্পষ্ট আশার এক কুহেলিঘেরা অন্ধকার হতে বেরিয়ে এসেছে স্বর্ণোজ্জ্বল এক সুসংবাদ। সে সংবাদ হলো এই যে গ্রীকদের দ্বারা প্রিয়াম-নগরী অধিকৃত হয়েছে।

কো, নেতা। অন্তরে সংশয় থাকলে মানুষের কান যে কথা শোনে তা সত্য হয় না।

ক্লাই। আবার ভাল করে শোন, ট্রয় আমাদের।

নেতা। এক বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে আমার অন্তর। চোখে জল আসছে আমার।

ক্লাই। তোমার এই আনন্দাশ্রুই তোমার রাজভক্তির পরিচায়ক।

নেতা। কিন্তু এই সুসংবাদের সত্যতা সম্পর্কে আপনার হাতে কোন প্রমাণ আছে ?

ক্লাই। যাও যাও,—প্রমাণ আমার হাতে যথেষ্ট আছে। দেবতারা যদি মিথ্যা কথা না বলেন তাহলে এ সংবাদ কখনই মিথ্যা হবে না।

নেতা। কোন নৈশ স্বপ্ন থেকেই কি আপনি এই সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণ খুঁজে পেয়েছেন ?

ক্লাই। কোন সুষুপ্ত আত্মা কখনো কোন সংবাদ লাভ করতে পারে না।

নেতা। কোন গুজবের কথা শুনে কি উল্লাস বোধ করছেন আপনি ?

ক্লাই। শান্ত হও, তুমি আমাকে বুদ্ধিহীন বিশ্বাসপ্রবণা কোন বালিকা ভেবে অবান্তর প্রশ্নে জর্জরিত করছ।

নেতা। তাহলে বলুন ট্রয়নগরীর পতন কতদিন আগে হয়েছে।

ক্লাই। আজ রাত্রেই, যে রাত্রি বর্তমানে উষালোকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নেতা। কিন্তু এত শীঘ্র কোন দূত এ সংবাদ বহন করে নিয়ে এল ?

ক্লাই। আইডা পর্বতের শিখরদেশ হতে অগ্নিদেবতা হিফাস্টাস এক আলোক-সঙ্কেতের দ্বারা এই সংবাদ দান করেন। সেই আলোকশিখা ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে আইডা পর্বত থেকে হার্মিসের সেই প্রিয় পাহাড়, লেমস দ্বীপ ও অবশেষে দেবরাজ জিয়াসের সিংহাসনবিধৃত এ্যাথস পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়

ছড়িয়ে পড়ে। দৈব আলোকশিখাটি ক্রমশই বাড়তে থাকে। অভিনব আশ্চর্য এক সূর্যের মত এক স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবে সেই সচল আলোকশিখাটি সমুদ্র অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে যেতে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তারপর মেসিস্টাসের সুউচ্চ পর্যবেক্ষণাগারে সেই আলোকশিখা পরিদৃষ্ট হয়। পরে মেগাসিয়াস পাহাড়ের শিখরদেশ হতে সতত সজাগ প্রহরী ইউরিপাস সমুদ্রের উপর জ্বলতে থাকা সঙ্কেতালোক অবলোকন করে। তখন কালবিলম্ব না করে প্রহরী সেই পর্বতশিখরে শুষ্ক ফার্জপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আবার এক নূতন সঙ্কেতা-লোক সৃষ্টি করে। এইভাবে সে আবার সংবাদটিকে ছড়িয়ে দেয় দূর হতে দূরান্তরে। বহু দূরে অবস্থিত হলেও কোনক্রমে ম্লান হয়নি সেই আলোকশিখার উজ্জ্বলতা। সেই উজ্জ্বল আলোকশিখা একই সঙ্গে আকাশ ও এসোপাসের বিশাল প্রান্তরকে আলোকিত করে তুলছিল। চন্দ্রবিনিন্দিত উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত সেই আলোক সিঞ্চিত পাহাড়ের শিখরদেশে প্রহরারত আর এক প্রহরীর দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়। তখন দুজন প্রহরীই দুটি পাহাড়ের শিখরদেশ হতে সঙ্কেতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে এই সুসংবাদ আমাদের রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। অবশেষে আমাদের প্রাসাদশীর্ষে প্রহরারত প্রহরী সে সংবাদ অবগত হয়ে আমাদের তা জানায়। এই প্রজ্জ্বলিত সঙ্কেতাগ্নি ও সঙ্কেতালোকের মাধ্যমেই আমার স্বামী আমাদের কাছে ট্রয়জয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করেন। এবার আশা করি, তুমি আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

কো, নেতা। হে মহারাণী, এবার আমি স্বর্গস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে নূতন স্তোত্রগান গাইব। কিন্তু আপনি আমাকে ট্রয়যুদ্ধের আনুপূর্বিক সমগ্র কাহিনীর কথা শোনান। আমি সেই বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনতে চাই।

ক্লাই। আজ এই মুহূর্তে তুমি একবার ট্রয়নগরীর কথা ভেবে দেখ। এখন প্রভাতকাল। ভেবে দেখ এখন গ্রীকরা বিজয়গর্বে ট্রয়নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিজিত নগরীর অসংখ্য আবালবৃদ্ধবনিতার আর্ত চিৎকারে সেখানকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কোন একটি পাত্রে ভিনিগার আর তেল ঢাললে তা যেমন কখনো মেশে না, তেমনি একই নগরীর মধ্যে বিজেতাদের জয়োল্লাস ও বিজিত বন্দীদের আর্তনাদ এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ শব্দও কখনো মিশ্রিত হয়ে এক সুরে পরিণত হতে পারে না। বিজিতদের মধ্যে যারা কোনরকমে বিজেতাদের উদ্যত তরবারির কোপ হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে তারা দেখবে হয় কোন নিহত ভ্রাতা অথবা আহত পিতাকে জড়িয়ে

ধরে কাঁদছে। কিন্তু তারা যখন এই বিগত আত্মীয়ের শোকে ফেটে পড়েছে তখন তাদের মস্তক অবনত এবং হাত শৃংখলিত।

এখন যুদ্ধ বন্ধ। বিজেতারা এখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার্য ও বিশ্রাম লাভের জন্য বিজিত ট্রয়নগরীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধকালে যে তুষার ও শিশিরজনিত শীতলতায় কত বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছে তারা এখন এক নিরাপদ নিবিড় আশ্রয়ের মাঝে থেকে সে তুষার ও শিশির হতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়। আজ তারা এমন এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাসুখ সারা রাত্রি ধরে উপভোগ করতে চায় যা কোন প্রহরারত সৈনিকের সঙ্কেতসূচক চিৎকারের দ্বারা ব্যাহত হবে না কোনভাবে। তবু যেন আমাদের বিজেতারা ট্রয়নগরীর দেবতাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ট্রয়নগরীর পতন ঘটলেও নগরমধ্যে দেবদেবীর যে সব মন্দির আছে তা যেন কলুষিত না হয় কোনক্রমে। কারণ তাহলে সমূহ ক্ষতি হবে বিজেতাদের। লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে বিজেতারা যেন নগরমধ্যে কোন নিষিদ্ধ বস্তু লাভ করার চেষ্টা না করে। কারণ আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। বিজেতারা যাতে অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যদি বিজেতারা বিজিতদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে নিয়তির আঘাত হতে ঘটনাক্রমে পরিত্রাণ লাভ করলেও দেবদেবীরা রোষপরায়ণ হয়ে নিহত ও বিজিতদের উপর কৃত সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এখন আমার মত একজন নারীর মুখ হতে সব কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সতর্কবাণী শোনার পর আমার সঙ্গে একযোগে প্রার্থনা করো। বল, ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লায় আমাদের দিক যেন ভারী হয়। নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় যেন আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের উজ্জ্বল আশাগুলি যেন উজ্জ্বলতর আনন্দে পরিণত হয় অচিরে।

নেতা। হে মাননীয়া রাজমহিষী, বিজ্ঞজনোচিত সদ্বাক্যই উচ্চারিত হয়েছে আপনার মুখ হতে। এখন আপনার কাহিনীর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা গান গাইব যাতে তাঁরা আমাদের যথোচিত সুখ ও সমৃদ্ধি দান করে আমাদের সুদীর্ঘকালীন সংগ্রাম ও দুঃখবেদনার গ্লানি ধৌত করে দেন নিঃশেষে। (ক্লাইতেমেস্ত্রা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন)

কোরাসদল। (গান)

হে স্বর্গাধিপতি জিয়াস, বিজয়গৌরব আনয়নকারিণী হে নিশাদেবী,
তোমাদের জানাই আমাদের প্রণতিসিক্ত স্বাগত। কারণ তোমরাই

আমাদের ভূষিত করেছ এক বিরল বিজয়গৌরবে।
তবে সদ্য অধিকৃত সৌধকিরিটিনী ট্রয়নগরীকে
এই মুহূর্তে মুক্ত করো না। সারা নগরব্যাপী
এক বিশাল যুদ্ধজাল বিস্তার করে তাদের আবদ্ধ করে রাখ।
যতক্ষণ পর্যন্ত না নরনারী নির্বিশেষে আমাদের প্রতিটি শত্রু
দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না হয় ততক্ষণ
সেই যুদ্ধজাল ছিন্ন করে অথবা নগরপ্রাচীর
লঙ্ঘন করে শত্রুপক্ষের একটি যোদ্ধাও যেন
পালাতে না পারে ট্রয়নগরী হতে।
আতিথেয়তার দেবতা হে দেবরাজ জিয়াস,
আমাদের শত্রুপক্ষের প্রতি এই রকম আঘাত
তুমিই হেনেছ। এ আঘাত একদিন তুমি হেনেছিলে
আলেকজাণ্ডারের প্রতি। তারপর আমরা দেখেছি
তোমার সেই প্রতিহিংসাসিক্ত বিষাক্ত ধনুর্বাণ
সহসা জ্যামুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল অকারণে আকাশে
বিচরণ করে অরক্তরঞ্জিত অবস্থায়।

১ম দল। হে পরম দেবতা জিয়াস, মানবজীবনের বহু ঘটনা সংশয়ের কুয়াশায় চির আচ্ছন্ন থাকলেও একটা জিনিস আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। পাপীরা যে শাস্তির আঘাত পায় সে আঘাত আসলে দেবতারাই দান করেন। দেবতাদের ইচ্ছানুসারেই প্রতিশোধের ক্ষতের পরিমাণ কম বেশী হয় পাপীর দেহে। প্রাচীন কালে কোন একজন বলেছিল, স্বাধিকারপ্রমত্ত কোন আত্মম্ভরী ব্যক্তি যদি কোন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে তাহলেও দেবতারা তার সেই লঙ্ঘনজনিত পাপকার্যের প্রতি উদাসিন্য ভরে কোন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।—একথা যে ব্যক্তিই বলে থাক না কেন একথা অন্যায় অধর্মোচিত এবং মিথ্যা। একথা যে বলেছিল নিশ্চয় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছিল দেবতাদের বিরুদ্ধে। হয়ত সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও ধনরত্নের দিক থেকে আশাতীতভাবে পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছিল তার জীবনের পাত্র। তার বলেই একথা অহঙ্কার করে বলতে পেরেছিল সে। তবে তার এই গর্বান্ধ প্রগলভোক্তির জন্য দীর্ঘকাল পরে তার সন্তান সন্ততিগণ অবশ্যই শাস্তিভোগ করবে অনেক অশ্রু ও বেদনার মধ্য দিয়ে। হে পরম দেবতা জিয়াস, আমাকে অফুরন্ত ধনসম্পদের অধিকারী করে

তোল, অবিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করে তোল। দর্পভরে যে ব্যক্তি ন্যায় ও নীতির বেদী-মূল কলুষিত করে অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, কোন সম্পদ বা শক্তির পর্বতপ্রমাণ বিশালতাও কালের করালগ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে না তাকে। কালস্রোতে অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যায় সে।

অন্যদল। দুর্মর অদম্য কামনাই এই ধরনের দুষ্কৃতকারীদের চালিত করে জীবনের পথে। এই কামনা হলো নিয়তির পাপসৃষ্টিকারক অশুভ সন্তান। প্রতিটি পাপাত্মক বস্তুর উপরিপৃষ্ঠে এমন এক আপাত-উজ্জ্বল সুখের সম্ভাবনা থাকে যার থেকে পাপীরা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না নিজেদের। অচল মুদ্রার নকল ধাতুর মত এক মিথ্যা সুখের উজ্জ্বলতা অনেক মানুষকে শিশুর মত বিভ্রান্ত করে পাপের পথে নিয়ে যায়। আর সেই সব মানুষের পাপকর্মের ভারে তাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের জীবন নিষ্পেষিত হয়। এইভাবে তারা প্রকৃত সুখের স্বর্গলোক হতে বিচ্যুত হয়ে এক ব্যর্থ প্রার্থনা জানায় দেবতাদের কাছে। কিন্তু দেবতারা তখন তাদের সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। প্যারিসও ঠিক তাই করেছিল। সে আত্রেউস রাজপরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করার পর তার লজ্জাজনক পাপকর্মের দ্বারা অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর সাদর অভ্যর্থনার প্রতিদান দেয়। তার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।—

অন্য একদল। আর সেই অপরিণামদর্শিনী নারীও তার স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে ত্যাগ করে প্যারিসের সঙ্গে চলে যায়। তার স্বদেশবাসীকে রণতরী ও রণসাজে সজ্জিত করে টেনে নিয়ে যায় ট্রয়নগরীর পথে। প্যারিসের সঙ্গে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ এক বিপুল সর্বনাশকে নিয়ে যায় তার দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে। উদ্ধত প্রকৃতির এই নারী কোন এক মধ্যরাত্রির স্তব্ধ অবকাশে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অবৈধ প্রণয়ীর সঙ্গে রাজবাড়ির তোরণদ্বার অতিক্রম করে। তখন ঠিক সেই মুহূর্তে চারিদিকে সকরুণ আর্তনাদের মত এক দৈববাণী ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছিল। সে দৈববাণী ধিক্কার দিচ্ছিল সেই নারীকে। বলছিল, হায় হায়, ধিক তোমার বংশকে, ধিক তোমার দেশের নেতৃবর্গকে, ধিক তোমার দাম্পত্য শয্যাকে। কিছুদিন আগেও তুমি বিশ্বস্ত ছিলে এই শয্যার প্রতি। ধিক যত উদ্যানবাটিকায় অবস্থিত ভাস্করনির্মিত মর্মরপ্রস্তরের সুন্দর সুন্দর নিষ্প্রাণ হিমশীতল মূর্তিগুলিকে যারা সেই নারীর পলায়নের মত এতবড় একটি ঘটনাকে দেখেও দেখল না। তাদের সামনে দিয়ে রাজমহিষী প্রাসাদ থেকে

বহুদূরে চলে গেলেও নীরব রয়ে গেল তারা। সেই সব মূর্তিগুলির শূন্য দৃষ্টি ক্রমে নিবিড় ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাদের সকরুণ কল্পনা সমুদ্র পার হয়ে তাদের রাজমহিষীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য হয়ত ছুটে যায়।

অন্যদল। রাত্রি যখন গভীর হতে গভীরতর হয় তখন বিষাদকরুণ অথচ মধুর কত স্বপ্ন কত ব্যর্থ আশার বেদনাক্ত বোঝাভার বহন করে আনে। স্বপ্নদৃষ্ট সে আশা ও আকাঙ্খিত বস্তু কত অসার, কত শূন্য। কারণ তা দেখতে না দেখতেই, ঘুমন্ত চোখের অন্তর্মুখী দৃষ্টি তার দেখার আনন্দটুকু উপভোগ করতে না করতেই শূন্যে বিলীন হয়ে যায় সেই ভ্রান্ত আশার ছলনাময় দৃশ্য। প্রেমার্ত হৃদয় উদ্বাহু হয়ে তার সেই আকাঙ্খিত বস্তুকে ধরে রাখতে চাইলেও সে বস্তু ঘুমের অন্ধকার অববাহিকার পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে।

এই ধরনের কত সকরুণ দৃশ্য ও দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হয় আমাদের স্বদেশের কত ঘুমন্ত মানুষের মানসপটে। সে সব কথা সব আমি ব্যক্ত করতে পারব না। আমাদের এই বিশাল নগরীর সর্বত্র প্রায় প্রতিটি বাড়ি হতেই গৃহস্বামীরা যুদ্ধব্যপদেশে দূর দেশে গমন করার জন্য হেলাসের উপকূল ত্যাগ করে। সেই সব বাড়ির লোকেরা আজও প্রতিদিন তাদের আত্মীয়বিয়োগজনিত বেদনার এক একটি গভীর ক্ষত লালন করে চলেছে বুকের মাঝে। কারণ নিষ্ঠুর মৃত্যুর আঘাতে তাদের অনেকেরই আত্মীয়ের প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। কত পরিচিত মুখ, কত প্রিয় জীবন কত দিন আগে যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তাদের পরিবর্তে ফিরে এসেছে শুধু তাদের বর্শা, তরবারি আর একটি পাত্রে তাদের কিছু দেহভস্ম।

অন্যদল। কারণ বনদেবতা যিনি যুদ্ধের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধারণ করে থাকেন তিনি বড় নির্মম। অনেক সময় তিনি স্বর্ণের পরিবর্তে ধূলিকণা দান করেন মানুষকে। যে সব যোদ্ধার প্রিয়জনরা তাদের জন্য ব্যথাহত অন্তরে কত অশ্রু বিসর্জন করছে তাদের কাছে তিনি পাঠান সেই সব যোদ্ধার সামান্য কিছু দেহাবশেষ মাত্র। একজন বীর যোদ্ধার দেহটি ভস্মীভূত হবার পর যেটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকে তার সামান্য একটু অংশ একটি পাত্রে ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার শোকার্ত স্বজনদের কাছে। সে দেহভস্মের পরিমাণ ওজনে কম হলেও মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের কাছে তার গুরুত্ব অনেক বেশী।

সেই সব মৃত যোদ্ধাদের আত্মীয় পরিজনেরা কতভাবে বিলাপ করতে থাকে। কেউ হাহাকার করতে করতে বলে, হায়, আমাদের বর্শাবিশারদ বীর চলে

গেলেন চিরতরে। বর্শাযুদ্ধে তাঁর তুল্য কোন ব্যক্তি আর রইল না। আবার কেউ বা বিলাপ করে বলছে, হায় আমার প্রিয়তম স্বামী নিহত হলেন যুদ্ধে। তাঁর বীরত্বের সমস্ত সম্মান রক্তরঞ্জিত ধূলায় অবলুণ্ঠিত হলো শোচনীয়ভাবে। তাঁর মত এক বীরের অকালে জীবনাবসান ঘটল শুধু এক নারীর পাপের জন্য, এক অবিশ্বস্তা স্ত্রীর লজ্জাজনক এক কর্মের জন্য। এইভাবে অনেকেই সকরুণ কণ্ঠে শোকবিলাপ করতে থাকেন যখন দেশে তখন আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা আত্রেউসের নামের উপর অভিশাপবাক্য বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁরা অভিশাপ দিয়ে বলেন দৈবরোষের এক অগ্নিবন্যা নেমে আসুখ আত্রে-উসের উপর।

আবার অনেকে তখন সুদূর ইলিয়ামের নগরপ্রাচীরের বহির্দেশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে থাকেন। ট্রয়ের বহু শত্রুযোদ্ধাকে হত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁরা শত্রুদের দেশের মাটিতে।

অন্যদল। এইভাবে দেখা যায়, আমাদের নগরীর প্রায় প্রতিটি মানুষের অন্তঃ-করণ ভারী হয়ে আছে এক অবদমিত ক্ষোভে ও দুঃখে। এই গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ ভয়ঙ্কর এক অভিশাপের মত সাধারণ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। অজানার অন্ধকার গর্ভে নিহিত আমাদের আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভাগ্যের লিখনের কথা জানার জন্য এক অনড় প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে আমার বিষাদবিধুর অন্তরাত্মা। তথাপি কার্থেজ পরিবারের সন্তানদের উপর বর্ষিত দৈব অভিশাপের কথা বিস্মৃত হইনি আমি। আমার কেবলি মনে হচ্ছে বড় দীর্ঘায়িত হয়ে উঠছে অন্যায়ের আধিপত্যকাল। বুঝতে পারছি না ন্যায়ের প্রচণ্ড খড়্গ আজও কেন নেমে আসুছে না প্রতিফল আঘাতের এক অমোঘ অনিবার্যতায়, কেন সে আঘাত অন্যায়ের সেই অবাঞ্ছিত আধি-পত্যের শাসনপট্টটাকে ছিন্নভিন্ন করে অন্যায়কারীকে চির অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে পাঠাচ্ছে না আজও? অন্যায়কারীর নিষ্ঠুর আঘাতে যে একবার চলে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মৃত্যু ঘটলে কেউ যদি তার সমাধির উপর কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে তাহলে দেবতার হাত হতে বিচ্ছুরিত প্রতিশোধাত্মক এক বজ্রের আঘাতে যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায় সেই স্মৃতিস্তম্ভ। দেবতাদের নিকট আমি শুধু এই প্রার্থনা করি যে আমাদের এই নগরী যেন কোনদিন ধূলায় অবলুণ্ঠিত না হয়, আমার জীবন যেন অপরের পদলেহনকারী ক্রীতদাসের

মত অধঃপতিত না হয়।

শেষদল। দেখ দেখ, সারা নগর জুড়ে এক গুজব দ্রুতগতিতে পদচারণা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আনন্দসূচক এক অগ্নিশিখা হতে উত্থিত এই গুজবটি কি কোন সত্য সংবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছে অথবা স্বর্গীয় কোন চক্রান্ত অনুসারে এক মিথ্যা সংবাদ সত্য হিসাবে প্রচারিত করে প্রতারিত করছে আমাদের। যে ব্যক্তি কোন মশালের আলো দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং পরক্ষণেই কোন নিরুৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে হতাশ হয়ে পড়ে সে ব্যক্তি মানসিকতার দিক থেকে শিশু এবং নির্বোধ। নারীর সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অন্তর্দৃষ্টি যে কোন সংবাদকে দ্বিধাবিভক্ত করে তার সত্য অংশটুকু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আনন্দদায়ক অংশটুকু গ্রহণ করে। নারীদের ভিত্তিহীন অনুমানসঞ্জাত যত সব হালকা গুজব নারীসুলভ সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার ভূমির উপর ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে।

(কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর কোরাসদলের নেতার প্রবেশ)

কোরাস, নেতা। আমরা শীঘ্রই জানতে পারব ঐ মশালের আলোর প্রকৃত উৎস কোথায়। জানতে পারব প্রজ্জ্বলিত ঐ অগ্নিশিখার অর্থ কি। আমরা বুঝতে পারব, ঐ অগ্নিশিখার দ্বারা বিজ্ঞাপিত আনন্দসংবাদ সত্য না স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার মত বিভ্রান্তিকর। না, না, ঐ দেখছি দূর সমুদ্র উপকূল হতে একজন দূত অলিভ ফুলের মালায় আচ্ছন্ন হয়ে ধূলিমলিন অবস্থায় এদিকেই আসছে। তার এই আগমনের দ্বারা আমাদের সদ্যশ্রুত সুখসংবাদের সত্যতা নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হচ্ছে। পর্বতের শিখরদেশে প্রজ্জ্বলিত ঐ সংকেতাগ্নিশিখা অর্থহীন ধূম্রান্বিত কোন অগ্নিমাত্র নয়। নগরমধ্যে সদ্যপ্রচারিত এই সুসংবাদ কোন অলস কল্পনা বা অনুমানমাত্র নয়। ঐ সংকেতাগ্নি এই কথাই বলতে চাইছে যে সব শুভ। আজ আর মনে কোন সংশয় পোষণ করবনা, কোন আশঙ্কাকে প্রশ্রয় দেব না। দূর হয়ে যাও যত সব সংশয় আর আশঙ্কা। আশাপূরণের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠুক আজ মনের প্রতিটি দিগন্ত। আমাদের এই রাজ্যে যদি কোন ব্যক্তি এছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করে তবে সে তার কুমতলবের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিফল পাবে।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ। সম্প্রতি উপকূলভাগে উপনীত এ্যাগামেমননের সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দূত হিসাবে সে উপস্থিত হলো)

প্রহরী। হে আমার পিতৃভূমি আর্গস, দীর্ঘ দশ বছর পর আবার ফিরে এলাম

তোমার বুকে। যদিও আমার আশার তরণী প্রতিকূল স্রোতের আঘাতে বারবার ভেঙ্গে যায় তথাপি শেষ আশার উপর নির্ভর করে আজ নিরাপদে উপনীত হয়েছি এখানে। নিবিড় হতাশার সঙ্গে কতবার ভেবেছি মৃত্যুর পর আমার প্রিয় স্বদেশ আর্গসের মৃত্তিকার মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করার আশা আমার আর পূরণ হবে না। কিন্তু আজ সে আশা পূরণ হলো অবশেষে। হে আমার প্রিয় পৃথিবী, হে নবোদিত সূর্য, হে আমাদের দেশের দেবতাবৃন্দ, তোমাদের প্রণাম জানাই। হে পাইথিয়াধিপতি দেবরাজ জিয়াস, একদিন তোমার বিদ্বেষবাণ আমাদের উপর অনেক আঘাত হেনেছে। আর আঘাত দিও না। স্কামান্দারের পক্ষাবলম্বনকারী হে দেবতা এ্যাপোলো, আমাদের মস্তকোপরি অনেক আঘাত বর্ষণ করেছ। এবার ক্ষান্ত হও, এবার আমাদের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হও। এই নগরীর রাজপথে ও বাজারে যেখানে যত দেবমূর্তি বিরাজমান তাদের সকলকেই প্রণাম জানাই। সর্বোপরি স্বর্গের দূত দেবী হার্মিসকে প্রণাম জানাই। যে সব বীর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তাঁদেরও আজ অভিনন্দন জানাই। হে আমার স্বদেশবাসী, তোমাদের প্রত্যাগত জীবিত বীর সৈনিকদের গ্রহণ করো, বরণ করো। হে রাজপ্রাসাদ, প্রশস্ত কক্ষনিচয়, আয়ত উদার পূজাবেদী, হে সুগম্ভীর দেবমূর্তি-সমূহ, তোমরা প্রভাতের আলোয় সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলসহকারে দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগত রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাও। আজ এই আর্গসে দীর্ঘকাল পরে তোমাদের মাঝে ফিরে আসছেন রাজা এ্যাগামেনন। তাঁকে তোমরা বরণ করে নাও। জিয়াসপ্রদত্ত ন্যায়ের কুঠার দ্বারা যিনি ট্রয়নগরীর গর্বোদ্ধত প্রাসাদশীর্ষগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে প্রান্তরভূমির সঙ্গে মিশিয়ে দেন সেই বীর এ্যাগামেননকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করো। তিনি ট্রয়বাসীদের সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি দান করেন। তিনি ট্রয়নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন। আজ আমাদের রাজা জ্যেষ্ঠ আত্রেউসপুত্র সারা বিশ্বের অতুলনীয় বীররূপে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন। প্যারিস বা ট্রয়নগরীর অন্য কোন বীর তাঁর সমকক্ষ নন। সুদীর্ঘকালীন ট্রয়যুদ্ধে আমাদের যত দুঃখকষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন, আজ আমরা তার যোগ্য পুরস্কার লাভ করেছি। এক সুবিরল বিজয়গৌরবে ভূষিত হয়েছি আমরা। আজ ভাগ্যদেবীর বিচারাসনের সম্মুখে নারী-অপহারক দস্যু প্যারিস ধিকৃত, লাঞ্ছিত, শালীনতাহানির ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী। আজ তার শিকারের বস্তু হস্তচ্যুত। আজ তার পাপকর্মের জন্য তার রাজপরিবার ও দেশের সমস্ত লোক

তাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করতে বাধ্য হলো। তার কামনার কলুষে তার সমগ্র পিতৃকুল নির্বংশ হলো।

কো, নেতা। যুদ্ধ হতে সদ্যপ্রত্যাগত হে গ্রীক সেনানী, তোমাকে স্বাগত জানাই।

দূত। আজ স্বয়ং মৃত্যুও ভয় দেখাতে পারবে না আমায়।

নেতা। তোমার স্বদেশকে দেখার জন্য তুমি কি আকুল হয়েছিলে?

দূত। তাই ত আজ আনন্দাশ্রুতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে আমার দুচোখ।

নেতা। তোমার উপরেও তাহলে অনেক বিপদ গেছে—

দূত। কি বলতে চাইছ তুমি? ভাল করে বল।

নেতা। আমরা যেমন তোমাদের দেখতে চেয়েছি তোমরাও ঠিক তেমনি আমাদের দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলে।

দূত। তোমরা আমরা সকলেই পরস্পরকে দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলাম। ভালবাসার প্রতিদান মানুষ ভালবাসার দ্বারাই দেয়।

নেতা। এই ভালবাসার জন্যই আমার অন্তর বেদনায় হাহাকার করে উঠত।

দূত। তোমার বেদনার কারণ কি ছিল? কিসের হতাশা?

নেতা। প্রাচীনকালের বিজ্ঞেরা বলতেন, অনেক সময় নীরবতার দ্বারাই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হয়।

দূত। রাজা রাজ্য থেকে দূরে থাকার জন্য তোমরা কি কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কা করতে?

নেতা। আজকের এই সুসংবাদ শোনার আগে যে কোন সময়ে মৃত্যু বরণ অনেক সুখের হত।

দূত। তা সত্য বটে। অবশেষে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হয়েছেন আমাদের প্রতি। আমাদের দীর্ঘকালীন শ্রম ও সংগ্রামের ফলে আমরা কিছু সুযোগ লাভ করেছিলাম। কিন্তু অভিশাপের ফলে সেই সব সুযোগের কিছু কিছু সফল হয়ে উঠতে পারেনি আমাদের জীবনে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কে আছে যে পরম স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছে এ জীবনে? কে তার সারা জীবন-ব্যাপী লাভ করেছে এক অবিচ্ছিন্ন অনাবিল সুখ? আমি তোমাকে আমাদের দুঃখপূর্ণ সমুদ্রযাত্রার কথা কিছু বলব। তা শুনে বুঝতে পারবে আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে কুৎসল সমুদ্রবক্ষে কত দুঃখ কত কষ্ট সহ্য করেছি দিনের

পর দিন। একবার আমাদের জাহাজগুলি ভাগ্যতাড়িত হয়ে কোন এক কূলে গিয়ে উপনীত হয়। কিন্তু সেখানকার সমগ্র তীরভূমি ব্যাপ্ত করে খাড়াই সুউচ্চ পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকায় সেখানে আমরা নামতে পারিনি। তারপর আমরা একবার প্রায় শত্রুদের কবলে গিয়ে পড়ি। সারারাত্রি নদীবিধৌত এক উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচিত্র অবস্থায় কাটাতে হয় আমাদের। অবিরাম শিশিরপাতে সিক্ত হয়ে যায় আমাদের পোষাক। শৈত্যজনিত কষ্টের কথা বলছ? আইডা পর্বতের তুষারপাত কাকে বলে তা তোমরা দেখনি। সেখানে কোন পাখি সে শীতে বাঁচতে পারে না। সেই শৈত্য ও তুষারের হিম সহ্য করতে না পেরে পাখি ঠাণ্ডায় জমে যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপের কথা বলছ? অগ্নিবর্ষী কত নিদাঘের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন অনাবৃত মস্তকে সহ্য করেছি আমরা। যাই হোক, অতীত দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করে বিলাপ করে লাভ কি? যে দুঃখ বিগত তার কথা ভুলে যাও। এখন নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করো। আজ আমাদের কত প্রিয়জন যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন তার সংখ্যা গণনা করে ভাগ্যের উপর দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। বরং যারা বেঁচে গেছে তাদের জীবনের জন্য ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ দাও। আজ আমরা অবশিষ্ট যে সব গ্রীকসৈন্যরা ফিরে এসেছি স্বদেশে তারা দুঃখকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়ে নতুন জীবন শুরু করুক। জলে স্থলে সমানভাবে ব্যাপ্ত যার কিরণমালা সেই প্রভাতসূর্যকে বন্দনা জানাই। গ্রীকবীরেরা ট্রয় জয় করে জয়ের চিহ্নস্বরূপ যে সব বস্তু নিয়ে এসেছে তা প্রতিটি দেবমন্দিরে ভবিষ্যৎকালের জন্য সংরক্ষিত হোক। ভবিষ্যতের যে সব মানুষ এই যুদ্ধের কাহিনী শুনবে তারা যেন দেশের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং এই জয়ের জন্য দায়ী দেবরাজ জিয়াসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এই হলো আমার কাহিনী।

নেতা। তোমার কথা শুনে আমার সন্দেহ আরো ঘন হয়ে উঠছে। দেশের গৌরবকথা সকল যুগের লোকেরাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে। কিন্তু প্রাসাদ-অন্তবর্তিনী রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা এই বিজয়গৌরব বার্তায় কর্ণপাত করবেন না। এ কাহিনী তিনি শুনেও শুনবেন না। এ কাহিনী তিনি যেন শুনে আনন্দ লাভ করেন আমার মত।

প্রাসাদ হতে ক্লাইতেমেস্ত্রার আগমন ও প্রবেশ

ক্লাইতেমেস্ত্রা। গতকাল রাত্রিতে আমি যখন প্রথম সেই সঙ্কেতাগ্নি দেখি এবং ট্রয়জয় ও ট্রয়নগরীর পতনের কথা জানতে পারি তখন এক নিবিড়তম আনন্দের

আতিশয্যে আমি এত জোরে চিৎকার করে উঠি যে আমার সে উল্লাসধ্বনি শুনে অনেকে তিরস্কার করে ওঠেন আমাকে। আমাকে প্রশ্ন করেন, ঐ দূরাগত সঙ্কেতাগ্নি কি তোমার অন্তরাত্মাকে নিশ্চিতরূপে বলে দিয়েছে ট্রয়জয়ের কথা? আমাকে বলেছে, তুমি সত্যি সত্যিই মনে প্রাণে এক নারীমাত্র যার অন্তর কোন বিস্ময়কর গুজব শোনার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে উল্লম্ফন করে ওঠে। এই সব ভর্ৎসনাবাক্যের দ্বারা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে আমি মিথ্যা আশার ছলনার দ্বারা ভ্রান্ত হয়েছি। তথাপি এক অপ্রতিহত মনোবল নিয়ে আমি প্রতিটি দেবস্থানের প্রতিটি মন্দিরের বেদীতে বলির ব্যবস্থা করি। আমার প্রেরিত দূতেরা নগরের সর্বত্র ঘুরে এই আনন্দবার্তার কথা ঘোষণা করে বেড়ায়। জ্বলন্ত বর্তিকায় গন্ধদ্রব্য দগ্ধ করে ও মদ্য দ্বারা সেই বর্তিকা নির্বাপিত করে আনন্দ প্রকাশ করে তারা। এখন তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমাদের রাজা স্বয়ং এসে সব কথা ব্যক্ত করবেন।

এখন আমাকে ভেবে দেখতে হবে আর্গসের অধিপতি ও আমার স্বামী প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে কোন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ও মর্যাদায় ভূষিত করব আমরা। সূর্যকরোজ্জ্বল দিন এতদিন দেখিনি আমি। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আমার দৃষ্টি যথাসম্ভব দূরে প্রসারিত করে যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত আমার স্বামীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি আজ আমি। তিনি যেন আর কালবিলম্ব না করে নগরবাসীকে দর্শন দান করে তাদের আনন্দ বর্ধন করেন। তিনি আসুন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দেখবেন তাঁর স্ত্রী প্রহরারত সারমেয়র মত আজও সেদিনকার মতই বিশ্বস্ত আছে তাঁর প্রতি। তাঁর দেশত্যাগকালে যেমন ছিল আজও সে তেমনিই অনুরক্ত আছে তার স্বামীর প্রতি। শত্রুভাবাপন্ন আছে তাঁর শত্রুর প্রতি। যে ভাণ্ডার তার স্বামী বিশ্বাস করে তার হাতে দিয়ে যায় সে ভাণ্ডারের রুদ্ধদ্বার সে কোনদিন উন্মুক্ত করেনি কারো কাছে। হে আমার ইস্পাতকঠিন হৃদয়, নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত করে তোল নিজেকে, তোমার অন্য রূপ এখনো অনাবৃত করো না কারো কাছে।

দূত। রাণীর উপযুক্ত কথাই বলেছেন। তাঁর অহঙ্কার আজ সত্যই সার্থক।

(ক্লাইতেমেস্ত্রা পুনরায় প্রাসাদ অভ্যন্তরে চলে গেলেন)

নেতা। তিনি ঠিকই বলেছেন। কোন ব্যাখ্যাতার দ্বারা তাঁর কথার ব্যাখ্যা করলেই তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে দূত। এখন আমাকে বল, আর্গসের কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা মেনেলাস নিরাপদে তোমাদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন কিনা।

দূত। হায়, তাহলে খুবই ভাল হত। এবিষয়ে মিথ্যা সংবাদটি যদি সত্যে পরিণত হত!

নেতা। সংবাদ যখন সত্য নয়, তখন তাতে আনন্দ প্রকাশ করে কোন লাভ নেই।

দূত। সত্য কথা বলতে কি বীর মেনেলাস ও তাঁর জাহাজ গ্রীক রণতরীগুচ্ছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় ভেসে যায়।

নেতা। তিনি কি যুদ্ধকালেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে সকলের সামনে অদৃশ্য হয়ে যান অথবা দুর্যোগের ফলে সমুদ্রবক্ষে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন?

দূত। তোমার বাক্যবাণ তোমার জ্ঞাতব্য বিষয়কে বিদ্ধ করেছে। একটি কথাতেই দীর্ঘ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।

নেতা। কিন্তু একটা কথা বলতে হবে তোমায়। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মীরা কি বলাবলি করে? তিনি কি জীবিত না মৃত?

দূত। একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। একথা কেউ জানে না। একমাত্র বিশ্ববিধাতৃ প্রাণপ্রদানকারী সর্বজ্ঞ সূর্য ছাড়া একথা কেউ জানে না।

নেতা। বল তাঁর জাহাজ কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দল থেকে? সাক্ষাৎ দৈবরোষসদৃশ সেই প্রবল ঝড় কিভাবে ওঠে সমুদ্রবক্ষে আর কিভাবেই বা তাঁর জাহাজটিকে নিমজ্জিত করে তা বর্ণনা করো।

দূত। না, কোন দুঃখের কাহিনীর দ্বারা সুখের দিনের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দেওয়া উচিত হবে না। এই সুখসংবাদের জন্য দেবতাদের যে ধন্যবাদ দেব আমরা তার মধ্যে কোন প্রার্থনার সুর থাকবে না। আমার মত কোন দূত এসে যদি ম্লান মুখে আক্ষেপের সুরে বলত, অভিশাপ সত্যে পরিণত হয়েছে, গ্রীকদের সর্বনাশ ঘটেছে, একটা বিরাট আঘাত এসে কাঁপিয়ে দিয়েছে আমাদের শহরের বুকটাকে এবং এই শহরের প্রায় প্রতিটি ঘরেরই কোন না কোন লোক মৃত্যুবরণ করেছে—আমি যদি এই ধরনের দুঃখজনক কোন দুঃসংবাদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আসতাম তাহলে অবশ্যই শয়তানের আনন্দবর্ধনকারী সেই দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করতাম। কিন্তু আমি যখন বিজয়ী গ্রীকদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ বহন করে এনেছি, পুনরাগত সুদিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় প্রতিটি নগরবাসী যখন আনন্দে মেতে উঠেছে তখন কোন মুখে বলব কেমন করে এক ভয়ঙ্কর দৈবরোষ সামুদ্রিক ঝড়ের আকারে নেমে এসে প্রত্যাবর্তনরত গ্রীক রণতরীগুলির উপর হানে এক চরম আঘাত? অগ্নি আর সমুদ্র যেন দুজনে

মিলে চক্রান্ত করে একদিন অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রবক্ষকে সহসা উদ্বেল করে অসংখ্য উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে। তখন প্রত্যাবর্তনরত গ্রীক রণতরীগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। রণক্লান্ত ও অবসন্নদেহ গ্রীকরা এক আকস্মিক বিপর্যয়ে বিমূঢ় ও বিপন্ন অবস্থায় সহজেই মৃত্যুবরণ করে। অনেকে বিক্ষুব্ধ স্রোতের টানে ভেসে যায় অকূলে, আর অনেকে জাহাজের মধ্যে বা বাইরে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। পরদিন সূর্য উঠলে আমরা দেখলাম সমুদ্রের বুকে এখানে সেখানে গ্রীকদের মৃতদেহ ভাসছে। আমার মনে হয় কোন মানবিক শক্তি নয়, নিশ্চয় কোন দেবতা আমাদের রণতরীগুলিকে অনুকূল বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। আবার অন্যান্য জাহাজের মধ্যে কেবল আমাদের জাহাজটিকে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দেয় গন্তব্যস্থলে। দেবতাদের মধ্যস্থতার ফলে আমাদের জাহাজটি কোন উত্তাল তরঙ্গের দ্বারা বিধ্বস্ত বা নিমজ্জিত হয়নি অথবা বাত্যাতাড়িত অবস্থায় কোন পাহাড়ের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগেনি।

এই মৃত্যুর তাণ্ডবতাড়িত সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে দৈব অনুগ্রহে কোনরকমে মৃত্যুকে পরিহার করি। কিন্তু উজ্জ্বল দিবালোকে সব কিছু প্রত্যক্ষ করে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব আশা হারিয়ে ফেলি। দলছাড়া নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত বনান্তরালবর্তী রাখালের মত আমরা আমাদের সেই সব সহকর্মী ও সহযাত্রীর কথা ভাবতে লাগলাম যারা বাতাসে উড্ডীয়মান চিতাভস্মের মত তরঙ্গাঘাতে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তাদের মধ্যে আজ যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলে তারা ভাববে আমরা মরে গেছি। আজ আমরা যেমন তাদের মৃত্যুর কথা ভাবছি তারাও তেমনি আমাদের মৃত্যুর সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত হয়ে উঠবে। দেবতাদের কৃপায় তারা সকলেই প্রাণ-রক্ষা পাক। মেনেলাস যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করবেন স্বদেশে। আশা করি, দেবরাজ জিয়াস এত শীঘ্র মেনেলাসের বংশধারার বিনাশ সাধন করবেন না। এই পৃথিবীর কোন অংশে যদি মেনেলাস কোনক্রমে জীবিত অবস্থায় গিয়ে ওঠেন তাহলে নিশ্চয় তিনি কালবিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে আসবেন। আর তুমিও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য কথাটি জানতে পারবে। (দূতের প্রস্থান)

কোরাসের গান

কোরাস। বল, কে বলেছিল একথা? কার মুখ থেকে হেলেন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীটি নির্গত হয়? হেলেনকে যে বিবাহ করে সে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পায় এক বিরাট যুদ্ধের অভিশাপ। নিশ্চয় কোন অদৃশ্য দেবশক্তি তার মুখে এমন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যুগিয়ে দেয়। তার বাসরশয্যার সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন কালক্রমে পরিণত হয় রণতরীর পালে। তার জন্যই বাধে এক বিরাট যুদ্ধ। সে যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় রক্তপিপাসায় ও প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে সমবেত হয় অসংখ্য মানুষ। সাইমনের অরণ্যাচ্ছন্ন উপকূলে তারা সমবেত হয় কোন বন্য প্রাণী শিকারের আশায় নয়, তারা সমবেত হয় শত্রু-নিধনযোগ্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের জন্য।

অন্যদল। সঙ্গে সঙ্গে দৈব প্রতিহিংসার আগুনও স্বর্গ থেকে প্রভূত পরিমাণে ঝরে পড়ে ট্রয়নগরীর উপর। দুই অবৈধ প্রেমিক প্রেমিকা হেলেন ও প্যারিস, দুজনেরই নাম অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের জীবনের মধুরতম মিলনসঙ্গীত পরিণত হয় করুণতম অশ্রুধারায়। বিলম্ব ঘটলেও দেবরাজ ঠিকই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আতিথেয়তার দেবতা দেবরাজ জিয়াস এটা কখনই চান না কোন অতিথি তার অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর উপর অন্যায় করে আতিথেয়তারূপ পবিত্র ধর্ম বা গুণকে কলঙ্কিত করুক।

তাই আজও ট্রয় তার প্রসিদ্ধ বীরদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছে। শোকে দুঃখে আকুলভাবে রোদন করার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসকে ঘৃণায় অভিশাপ দিচ্ছে। এই অমিত দুঃখের ভারে জর্জরিত হয়ে উঠেছে আজ ট্রয়নগরী। তার দুর্ভাগ্য দূর করার জন্য অসংখ্য বীরের রক্তদান ব্যর্থ হলো শোচনীয়ভাবে। হে ট্রয়, তুমি বৃথাই এক চিরউদ্ধত সিংহশাবককে লালন করে তোমার ঘরে তাকে যথেচ্ছ বেড়াবার এক অসংযত স্বাধীনতা দান করো।

অন্যদল। নবজীবনপ্রভাতের অতিথি এক দুগ্ধপোষ্য সিংহশিশুকে দেখ। বয়োবৃদ্ধদের আনন্দবর্ধনকারী এই শিশু যখন খেলা করে তখন তা দেখে কত আনন্দ পায় মানুষ। মাতৃস্তন্য পানরত সে শিশুকে সহসা যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় মাতৃবক্ষ হতে তাহলে ক্ষুধার বেদনায় আর্ত হয়ে ওঠে সে। তখন লালন-কারিণী ধাত্রীমাতার সুললিত সান্ত্বনাই তার সকল ব্যথা বেদনার উপশম ঘটায়। তার সকল আর্তিকে করে নিঃশেষে দূরীভূত।

অন্যদল। শৈশবে সব প্রাণীই সমান। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার

জাতিগত হিংসা আর রক্তপিপাসার বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে সিংহশাবকের মধ্যে। কিন্তু সেই শাবক ধীরে ধীরে লালিত পালিত হয়ে পরিণত হয় এক ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুতে। তখন সে একের পর এক করে চালিয়ে যায় হত্যার তাণ্ডব লীলা। এমন কি সে প্রয়োজনবোধে তার শাণিত নখদন্তের দ্বারা স্বজাতির দেহকে দীর্ণ বিদীর্ণ করতেও কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না। এইভাবে অদৃশ্য কোন দেবতাপ্রেরিত এক নারকীয় জীবরূপে সে শুধু অপরের রক্তে নিজের জীবনকে কলুষিত করে।

অন্যদল। ইলিয়াম নগরীতেও নিস্তরঙ্গ সমুদ্র ও শান্ত আকাশের মত শান্ত সুন্দর এক দৈবপ্রেরিত সুখসম্পদ ও প্রেমের অপদেবতার আবির্ভাব ঘটে। তার চক্ষুযুগল হতে বিচ্ছুরিত প্রেমের ফুলশর মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়কে কণ্টকিত করে।

সেই ফুলশরে আহত প্যারিস যখন তার অঙ্কশায়িনী নববধূকে নিয়ে তার সুসজ্জিত বাসরশয্যায় উপভোগ করছিল তখন রোষাবিষ্ট জিয়াস রাজা প্রিয়ামের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিশাল রাজপ্রাসাদ ও তাঁর সমস্ত গর্ব ও গৌরবের উপর বর্ষণ করেন এক অনপনেয় অভিশাপের জ্বালাময় গ্লানি। সে অভিশাপ দেশের অসংখ্য নারীর চোখে নিয়ে আসে অকাল বৈধব্যযন্ত্রণার অশ্রু।

অন্যদল। প্রাচীনকালে লোকে বলত অনেক সময় অনেক সুখী সম্পদশালী লোকের সারা জীবনকাল সুখে অতিবাহিত হলেও কোন কারণে তাদের সন্তানসন্ততিদের জীবনে অভিশাপ নেমে আসত। কোন কোন সৌভাগ্যশালীর প্রাণবীর্য হতে এমন এক একটি সন্তান জন্মলাভ করত যাদের সারা জীবন অতিবাহিত হত অতৃপ্ত কামনা বাসনার জ্বালায়।

আমার কিন্তু মনে হয় এর মূল কারণ হলো পাপকর্ম। অতিরিক্ত সুখ সম্পদ কখনো কোন দুঃখের বা অভিশাপের কারণ হতে পারে না। পাপই হলো মানুষের সব দুঃখের কারণ। বীজ থেকে যেমন গাছ উৎপন্ন হয় তেমনি মানুষের কোন না কোন অন্যায় বা অসৎ কর্ম হতেই উদ্ভূত হয় যত সব দুঃখ কষ্ট। তেমনি ন্যায়সঙ্গত সৎকর্ম হতেই উৎপন্ন হয় যত সব সুখ আর সম্পদ।

অন্যদল। অতীতের কোন অধর্মাচরণ বা পুরাতন কোন অপরাধ হতেই প্রসূত হয় নবজাত কোন অভিশাপ যা নির্মমভাবে পীড়া দেয় আমাদের। আজ কিম্বা কাল যথাসময়ে আলোর গর্ভ হতে যেমন অন্ধকার উৎসারিত হয় তেমনি সেই অপরাধ বা অধর্মাচরণ হতে বেরিয়ে আসে সেই অভিশপ্ত দুঃখ। কোন

পরিবারের মধ্যে যদি অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্য বাসা বাঁধে তাহলে সেই অহঙ্কাররূপ পাপ থেকে তার সন্তানরূপ দুঃখের জন্ম হয়। সেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এটও তখন সেই পরিবারের কর্তৃত্বভার আপন হাতে গ্রহণ করে।

অন্যদল। যা কিছু ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত তা ঘটনাচক্রে ধূমপরিবৃত হলেও দিবালোকসম এক অপ্রতিহত উজ্জ্বলতায় আত্মপ্রকাশ করে ন্যায়ের পথে অগ্রসরমান ব্যক্তির জীবনকে নানারকম সুফল দ্বারা অলঙ্কৃত ও শোভিত করে। ন্যায়বান ব্যক্তি কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না। মণিমুক্তাখচিত কোন প্রাসাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার সময়েও তিনি মাথা উঁচু করে এক সহজ অবহেলায় সমস্ত ঐশ্বর্য সুখ ও সম্মানের মোহপ্রসারী আবেদনকে অস্বীকার করে যান। তিনি নিজের জীবনকে ও অপর পাঁচজনকে ভাগ্যনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালনা করে নিয়ে যান নির্বিকার চিত্তে।

রথোপবিষ্ট অবস্থায় রাজা এ্যাগামেননের প্রবেশ। তাঁর পশ্চাতে অন্য একটি রথে ক্যাসাণ্ড্রার প্রবেশ। তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কোরাস-দল গান গাইতে লাগল

কোরাস। হে আত্রেউস বংশাধিপতি রাজাধিরাজ,
গ্রহণ করো আমাদের বিনয়াবনত সম্বর্ধনা।
ট্রয় জয় করে তুমি বিজয়গৌরবে ফিরে এসেছ;
এক বিরল গর্বে সিক্ত ও বিজয়গৌরবে জ্যোতিষ্মান
তোমার যে মুখমণ্ডল নক্ষত্রসম বিভায় কিরণদান করছে
দেশের ভাগ্যাকাশে, সেই মুখমণ্ডলকে কেমন করে বরণ করব?
আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতি তোমার প্রতি যে কৃতজ্ঞতার পাশে
আবদ্ধ, আমাদের সকলের অন্তর উজাড় করা সমস্ত প্রশংসার
ভাষাও সে কৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারবে না ঠিকমত।
যে সব মানুষ বিপথগামী, অসৎ পথের পথিক
তারা প্রকাশমান সত্যের প্রতি কোন মনোযোগ দেয় না।
প্রকৃত সত্যকে ছেড়ে তারা সত্যের ভ্রান্ত সাদৃশ্যকেই
দেখে বড় করে। যাদের অন্তর কোনরূপ দুঃখের দ্বারা বিদ্ধ
না হলেও যারা কপট অশ্রু বিসর্জন করে চোখে।

সাধারণ মানুষ তাদের দিকেই মনোযোগ দেয় বেশী। তারা তাদের অন্তরে

কোন আনন্দ অনুভব না করেও ওষ্ঠাধরে এক কপট হাসির আপাত-উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়ে বিভ্রান্ত করে মানুষকে। কিন্তু যারা অভিজ্ঞ র‍্যাখালের মত বিজ্ঞ তারা কখনো কোন সুচতুর মানুষের কপট হাসির ছদ্ম-মাধুর্যে অথবা কৃত্রিম প্রেমের ছলনায় মুগ্ধ হয় না। তুমি আমাদের নেতা। দীর্ঘকাল আগে তুমি যখন হেলেনের জন্য গ্রীকদের যুদ্ধে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলে তখন কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি আমার চোখে তুমি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে না। আমার চোখে তুমি ছিলে অশ্রদ্ধার রঙে রাঙানো এক বস্তু। আমার মনে হত তুমি গ্রীকদের ভুল পথে চালনা করছ। আমার মনে হত তুমি তোমার মনের আসল অসদুদ্দেশ্য গোপন করে তাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছ। কিন্তু আজ আমার অকুণ্ঠ ও অখণ্ড চিত্ত হতে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে আসছে। আজ তোমার অতীতের সব শ্রম সর্বতোভাবে সার্থক হলো। হে রাজন, আপনি কালক্রমে অনুসন্ধান করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করুন, আপনার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কারা আজও বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত আছে আপনার প্রতি আর কারাই বা অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

রথের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় এ্যাগামেনন

এ্যাগা। প্রথমতঃ রাজা হিসাবে আমার উচিত আমার দেশ আর্গসের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা। সঙ্গে সঙ্গে যে সব দেবতা আমার দেশকে এতদিন ধরে রক্ষা করে এসেছেন, যাঁরা আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমাকে সাহায্য করেছেন, যাঁরা রাজা প্রিয়ামের কাছ থেকে তাঁর সাধের ট্রয়নগরী ছিনিয়ে নিয়ে আমার হাতে দান করে ন্যায়বিচারের পরিচয় দিয়েছেন সেই সব দেবতার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। স্বর্গের রাজসভায় দেবতারা মিলিত হয়ে ন্যায় অন্যায় বিচার করেন। আবেদনকারীর আবেদন যাই হোক না কেন, দেবতারা বিচার করেন তাঁদের বিবেক অনুসারে। অবশেষে তাঁরা সকলে একমত হয়ে এই রায় দান করেন যে সমগ্র ইলিয়াম নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে আর তার সমস্ত অধিবাসী হবে মৃত্যুমুখে পতিত। অন্যায়কারীদের প্রতি মার্জনার প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কোন বিচারকই তাতে সম্মতি দান করেননি। বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত ট্রয়নগরী হতে উত্থিত ধূমরাশি ও প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এটের অগ্নিশিখা সকলের পরিদৃশ্য হয়ে আছে আজও। যেখানে আকাশ-চুম্বী প্রাসাদগুলি ভস্মীভূত হয়ে মাটিতে মিশে গেছে সেখানে অসংখ্য মূল্যবান ধাতব দগ্ধবস্তুর দ্বারা পুষ্ট হয়ে ধূমরাশি প্রবল আকার ধারণ করেছে। এজন্য

আজ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমরা আমাদের অন্যায়কারীদের যথাযোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং সামান্য একজন নারীর জন্য গ্রীকদানবদের দ্বারা পদদলিত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ট্রয় আজ ভূপাতিত। যেন ধ্বংসের এক বিরাট সিংহ তার নগরপ্রাচীর এক উল্লম্ফনে লঙ্ঘন করে প্রাণভরে রাজরক্ত পান করে তার রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করে।

দেবতাদের প্রতি এই স্তুতিগান শেষ করে আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করছি। তোমরা একটু আগে যে কথা মনে গোপনে ভেবেছ আমি এবার তার উত্তর দান করব। এমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে, যে জন্ম হতে এক সহজাত সদ্‌গুণে ভূষিত এবং যে অপরের সুখসমৃদ্ধি দেখে তার প্রতি ভালবাসা অনুভব করে। তার সুখে সুখী হয়। এমন লোক সত্যিই খুব কম আছে যে পরের সুখ দেখে ঈর্ষার বিষবাষ্পে ভারী হয়ে ওঠে না। তার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ যাই থাক সে পরের সুখে আরও বেশী দুঃখ ভোগ করে।

আমি বাজে কথা বলছি না। ভাল করে জেনে শুনেই বলছি, এমন অনেক কপট বন্ধু আমার আছে যারা মুখে বিশ্বস্ততার বড়াই করলেও তাদের মুখ দেখে বোঝা যায় তাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের বিশ্বস্ততা নেই। কিন্তু ওডিসি একদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে যুদ্ধে গেলেও সে তার দেহ-মনের দিক থেকে বরাবর আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। জানি না আজ সে কোথায় আছে ; আজ সে পৃথিবীর আলো থেকে বিদায় নিয়ে চির অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে গেছে কি না জানি না। তবে আজও আমি তার গুণের ও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রশংসা না করে পারছি না।

সব শেষে বলি ভাগ্যে আমাদের যাই থাক না কেন, আমরা তা বীরের মত সহ্য করে যাবার চেষ্টা করব। কালের ছুরিকা আমাদের ভাগ্যকে যতই ক্ষতবিক্ষত করুক না কেন আমরাই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করব। ক্ষতের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করব।

এবার আমি প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই সব দেবতাদের প্রথমে বন্দনা করব যাঁরা আমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন আমার জন্মভূমিতে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার দলের লোকেরা অপেক্ষা করুক।

লাল পোষাক হাতে পরিচারিকাবৃন্দ সহযোগে রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রাসাদ হতে নিষ্ক্রমণ ও মঞ্চে প্রবেশ

ক্লাইতে। আর্গসের হে বয়োপ্রবীণ বিশিষ্ট রাজপুরুষবৃন্দ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, দীর্ঘকাল পরে আমার স্বামীর প্রতি আমার পুঞ্জীভূত প্রেমাসক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের পথে কোন লজ্জা কুণ্ঠাকণ্টকিত কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এই ধরনের লজ্জাজড়িত এক শঙ্কা আগেই অপসৃত হয়ে গেছে আমার অন্তর থেকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার স্বামী যখন ইলিয়াম নগরী অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আমি যে বিরহবিধুর জীবন যাপন করি সে জীবনকথা ব্যক্ত করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে আমার ওষ্ঠাধর।

প্রথমতঃ বলে রাখছি, স্বামীসঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নিঃসঙ্গ বৈধব্যের নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার মধ্যে দিনের পর দিন বসে থেকেছি আমি। কিন্তু অসংখ্য লোকমুখে রটিত নানা দুঃসংবাদ ও গুজবের স্রোত একের পর এক করে আঘাত করতে থাকে আমায়। কতবার গুজব রটেছে আমার স্বামী আহত হয়েছেন, এমন কি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। যদি তাদের কথা সত্য হত তাহলে বলতে হয় আমার স্বামী এতবার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পরেও দ্বিতীয় গেরিমনের মত আবার আবির্ভূত হয়েছেন। এই সব দুঃখজনক সংবাদে আমি বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে আত্মহত্যার জন্য আমার গলায় দড়ির ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সহচরীরা আমায় মরতে দেয়নি; আমার গলা থেকে ফাঁসটা সরিয়ে নিয়েছে। তার ফলে হে আমার প্রিয়তম স্বামী, তোমার ও আমার বৈবাহিক শপথ ও সততার প্রতীকস্বরূপ আমাদের পুত্রসন্তান ওরেস্টেস আজ এখানে নেই, অথচ তার থাকা উচিত ছিল। আশ্চর্যের কিছু নেই। সে এখন বিশ্বস্ত কোন লোকের কাছে আছে। কারণ আমাকে থেমিসরাজ সাবধান করে দিয়ে একদিন বলেছিলেন, একবার ভেবে দেখ রাণী, তোমার স্বামী এখন ট্রয়নগরীতে বিপদাপন্ন অবস্থায় দিনযাপন করছেন। উপযুক্ত শাসনের অভাবে প্রজাপুঞ্জ অসংযত হয়ে উঠছে। তারা রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত শাসনপরিষদের কথা মানছে না। এইটাই জগতের রীতি। শাসনপাশ শিথিল হলে নানা বিপদ নেমে আসে রাজ-পরিবারের উপর। সুতরাং তোমার পুত্রের ব্যাপারে সতর্ক হও।

এইজন্যই আমি তোমার পুত্রকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছি। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে অফুরন্ত অশ্রুজলে ভেসেছি আমি। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন কেঁদে কেঁদে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে আমার চোখের জ্যোতি। আমি তোমার আগমন প্রত্যাশায় কত বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছি। কোন ক্ষীণ তন্দ্রায়

ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই কোন মক্ষিকার ক্ষীণতম গুঞ্জনশব্দেও জেগে উঠেছি। কতবার কত দুঃস্বপ্নের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে আমার তন্দ্রা। কতবার স্বপ্নে দেখেছি তুমি আহত ও নিহত হয়েছ।

এত সব দুঃখ সহ্য করেছি আমি। আজ সেসব দুঃখ হতে নিঃশেষে মুক্ত আমি। প্রভুভক্ত প্রহরারত সারমেয়র মত, বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতের নোঙ্গরের দড়ির মত, সুউচ্চ শীর্ষদেশধারণকারী স্তম্ভের মত, শোকার্ত মাতার একমাত্র অবলম্বন একমাত্র সন্তানের মত, অকুল সমুদ্রে ভাসমান নাবিকের দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে দৃষ্ট কোন দ্বীপের মত, দুর্যোগাবসানে উদিত উজ্জ্বল সূর্যালোকের মত, তৃষ্ণার্ত পথিকের সামনে অকস্মাৎ উৎসারিত শীতল ঝর্ণাধারার মত আমার সকল দুঃখের অবসানে এক মধুর আনন্দমূর্তির মত আমার সামনে আজ আবির্ভূত হয়েছেন আমার স্বামী। আমি তাঁকে জানাই আমার সাদর অভ্যর্থনা। আমি দীর্ঘকাল বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি। দেবতারা যেন আর কখনো কুপিত না হন আমার প্রতি।

হে আমার প্রভু, প্রিয়তম স্বামী, তুমি রথ হতে অবতরণ করে এগিয়ে এস। কিন্তু তোমার যে দর্পিত পদযুগল একদিন পরাজিত ট্রয়ের বক্ষকে দলিত করেছে সে পদযুগল যেন অনাবৃত মাটি স্পর্শ না করে। হে আমার সহচরীবৃন্দ, বিলম্ব কিসের? রাস্তার সমস্ত পথটিকে উত্তম গালিচার দ্বারা আবৃত করে দাও। নীল গালিচার রঙে রঙীন হয়ে উঠুক তাঁর পথ। যে দৈব ন্যায়বিচার তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছে সেই ন্যায়বিচার যেন তাঁকে গৃহে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে। (রাণীর সহচরীরা রাজার পথে নীল গালিচা বিছিয়ে দিল) এবার এক অতন্দ্র উদ্যমের দ্বারা আমার স্নায়ুগুলিকে সুদৃঢ় করে তুলে দেবতাদের নির্দেশে ন্যায়ের খাতিরে আমাকে এক বড় কাজ করতে হবে।

এ্যাগামেনন তখনও রথের উপর উপবিষ্ট

এ্যাগামে। লেডার কন্যা হে আমার প্রিয়তমা গৃহকর্ত্রী, তোমার বাণী আমার দীর্ঘদিনের বিরহজ্বালার উপশম ঘটিয়েছে। তবে জেনে রেখো, যে প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছ তা অন্য কারো মুখ হতে উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ আপনজনের মুখে প্রশংসার কথা ভাল শোনায় না। প্রত্যাগত কোন বীরের পথকে এইভাবে বস্ত্রাবৃত করে দেওয়া আমাদের এদেশের নারীসমাজের রীতি নয়। প্রাচ্যের কোন রাজার সম্মুখে অবনতমস্তক কোন রাণীর মত তুমি আমাকে কুর্ণিশদ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করো না। তুমি আমার পথকে

এভাবে রঙীন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে দিও না। তাহলে সে পথে প্রতিটি চরণক্ষেপকালে অহঙ্কার আসবে আমার মনে। এ ধরনের সম্মান ও ঐশ্বর্যসম্ভার দেবতাদের ক্ষেত্রেই শোভা পায়। এই রঙীন মূল্যবান বস্ত্রের উপর মরণশীল মানুষকে কখনো পদক্ষেপণ করতে নেই। পাছে এতে কোন অহঙ্কারের মত্ততা প্রকাশ পায় তাই আমার মনে শঙ্কা জাগছে। আমার প্রতি মানুষের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করো। ভেবো না, এই বস্ত্র আমার পথপ্রদেশ হতে অপসারিত করলে আমার যশ বা সম্মানের কোন হানি হবে। আজ আমি যে গৌরব লাভ করেছি তা স্বর্গস্থ দেবতাদের দান। উপযুক্ত গাম্ভীর্যসহকারে সে দানের মর্যাদা এখন রক্ষা করা উচিত। একটা প্রবাদবাক্যের কথা মনে রাখবে, সেটা হলো এই, যতদিন না কারো সুখী জীবনের শান্তিময় মৃত্যুর দ্বারা অবসান ঘটেছে ততদিন সে জীবনকে আশীর্বাদধন্য বলে মনে ভাববে না। আশা করি, আমার অবশিষ্ট জীবন ভয়মুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত হবে।

ক্লাইতে। না, তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও, আমার ইচ্ছা পূরণ করো।

এ্যাগামে। জেনে রাখ, আমি যে কথা বলেছি তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করব না।

ক্লাইতে। দেবতাদের প্রতি তোমার ভয়ের জন্যই কি এই দুর্বলতার কথা বললে ?

এ্যাগামে। কারণ যাই হোক, এটা আমার সংকল্প।

ক্লাইতে। তোমার অবস্থায় আজ যদি প্রিয়াম পড়তেন তাহলে তিনি কি করতেন মনে হয় ?

এ্যাগা। তিনি নিশ্চয় কারুকার্যখচিত বস্ত্রের উপর দিয়ে হেঁটে যেতেন।

ক্লাইতে। তাহলে তুমিও মানুষের কোন নিন্দাবাদকে ভয় করো না।

এ্যাগা। কিন্তু জনতার কলগুঞ্জনেরও একটা শক্তি আছে।

ক্লাইতে। সুখের এই উপাদানটুকু উপভোগ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করো না।

এ্যাগা। তুমি দেখছি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ। মেয়েদের যুদ্ধ করা রীতি নয়।

ক্লাইতে। বিজয়ী বীরেরা তাদের স্ত্রীদের এই সব ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন।

এ্যাগা। এই সামান্য যুদ্ধে তুমি জয় চাইছ ?

ক্লাইতে। আমার এই সামান্য ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে দাও।

এ্যাগা। তাহলে একজন কাউকে পাঠিয়ে দাও, আমার পাদুকাগুলি খুলে

দিক। ইন্দ্রনীল রঙের গালিচার উপর দিয়ে যাবার আগে আমি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি মূল্যবান বস্ত্রের উপর আমার এই অনিচ্ছাকৃত পদক্ষেপের ঘটনাটিকে তাঁরা যেন ঈর্ষার চোখে না দেখেন। এরপর আমার সঙ্গের এই বিদেশীনী কুমারীটিকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করবে। বিজয় গৌরব লাভ করেও যারা নির্মম হয় না বিজিতদের প্রতি স্বর্গস্থ দেবতাদের আশীর্বাদে ধন্য হয় তারা। কেউ কখনো স্বেচ্ছায় দাসত্বের বোঝা বহন করে না। ট্রয় জয় করে যত মূল্যবান বস্তু আমরা লাভ করেছি এই নারীরত্ন হচ্ছে তাদের থেকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। আমাদের সৈন্যদলের লোকেরা তাদের প্রধানকে স্বেচ্ছায় এই মূল্যবান রত্নটিকে দান করেছে। যাই হোক, আমি যখন তোমার কথা মেনে নিয়েছি তখন এই বস্ত্রাবৃত রঙান পথের উপর দিয়েই আমি হেঁটে যাব। (রথ হতে অবতরণ করে তিনি প্রাসাদ অভিমুখে গমন করলেন।)

ক্লাইতে। ইন্দ্রনীল এই গালিচার বিস্তৃতি দেখে সত্যিই মনে পড়ছে সমুদ্রের কথা। সমুদ্রের বুকের গভীরে যেমন এক বিশাল রত্নভাণ্ডার লুকোন থাকে তেমনি এই নীল গালিচাবিস্তীর্ণ পথ প্রাসাদের যে অভ্যন্তরভাগে চলে গেছে সেখানেও আছে অমূল্য কত রত্নের ভাণ্ডার। এই গালিচা মূল্যবান হলেও হে রাজন, আমি তোমার জীবন রক্ষার জন্য এর থেকে হাজার গুণ মূল্যবান বস্তু দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করতে পারতাম। বৃক্ষের মূল কাণ্ডটি যদি অক্ষত থাকে তাহলে তার থেকে বহু শাখাপ্রশাখা উদ্গত হয়ে চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ছায়াদান করতে পারে অনেককে। হে রাজন, আজ তুমি তীব্রশৈত্যপ্রবাহ-মাঝে বাঞ্ছিত মধুর উত্তাপের মত নিদারুণ গ্রীষ্মের মাঝে পরিপূর্ণ শীতলতার মত তোমার ঘরে ফিরে এসেছ। তোমার বহু-আকাঙ্খিত পদস্পর্শে এই গালিচা ধন্য হোক। হে মনোবাঞ্ছাপূরণকারী দেবরাজ জিয়াস, আমার আশা পূরণ করো। সব কিছুর মাঝে তোমার ইচ্ছাই পূরণ হোক।

(এ্যাগামেননসহ প্রাসাদে গমন)

কোরাসের গান।

কোরাস দল। আমার ভারাক্রান্ত অন্তরের সম্মুখে
আশঙ্কার পাখা মেলে কেন এক দুঃস্বপ্ন
বারবার প্রাদুর্ভূত হচ্ছে ? অবাঞ্ছিত শব্দের আঘাতে
কেন ভবিষ্যতের এক অশুভ বেদনার আভাস ধ্বনিত

হয়ে উঠছে আমার কর্ণকুহরে ? আগের মত
কেন আমি সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে অন্তরে
ধারণ করে রাখতে পারছি না ? এই সব আশঙ্কাকে
অলীক দুঃস্বপ্নের মত কেন মিথ্যা ভেবে বিতাড়িত
করতে পারছি না অন্তর থেকে তা জানি না।
ট্রয়ের উপকূলে যেদিন প্রথম আমাদের রণতরীগুলি
উপনীত হয় সেদিন থেকে কতদিন কেটে গেছে।

অন্যদল। অপর কারো চোখ দিয়ে নয়, আমি স্বচক্ষে দেখছি সে সব রণতরী আজ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছে। তবু আমার অন্তরাত্মার গভীরে কেন এক সকরুণ সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ? সে সুর দেবরোষজনিত ব্যর্থতায় ভরা অতৃপ্ত আশার সুর। হায়, অদৃশ্য অজানিত দুর্ভাগ্যের কোন আভাসেই হয়ত কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার অন্তর ও বক্ষস্থল। আমার বক্ষ-মধ্যে প্রতিটি হৃৎস্পন্দন এক একটি ঘণ্টাধ্বনির মত এক অনাগত অভিশাপের বাণী ঘোষণা করছে। অতৃপ্তিজনিত এক গোপন বিষাদের রাজ্যে হয়ত তলিয়ে যাবে আমাদের সকল সুখ আর সম্পদ।

অন্যদল। মরণশীল মানুষের কল্পনাশক্তি কত প্রখর। পরম সুখসম্পদের মধ্যেও আমাদের মন এক দূরান্তিত অভিশাপের আশঙ্কায় কাতর হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে যারা তরী ভাসিয়ে দেয় তাদের তরী ভালভাবেই ভেসে চলে।. কিন্তু ভাগ্যের কথা কিছু বলা যায় না। সৌভাগ্যের জোয়ারে ভেসে যাওয়া তরীও আবার গুপ্ত পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সময় বুঝে সতর্কতার সঙ্গে চলে, যে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় বিভিন্ন জাগতিক কাজে সে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত তরীও তুলে আনতে পারে। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ঊষর মাটি দেবতার দয়াতেই আবার শস্যশ্যামলা ও ফলপ্রসবিনী হয়ে ওঠে।

অন্যদল। কিন্তু মানুষের রক্ত একবার পাত হলে সে রক্ত আর ফিরে আসে না তার দেহে। জিয়াস হয়ত তাই চান। তা না হলে তিনি এ্যাসক্লিপিয়াসকে দিয়ে মানুষকে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে আনতেন। হায়, দৈব ইচ্ছার দ্বারা যদি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত না হত তাহলে আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে অজানা ও সংশয়ের অন্ধকার গর্ভে নিহিত সকল সত্য কথা প্রকাশ করে দিতাম। কিন্তু যেহেতু নিয়তির বিধানের বাইরে কেউ যেতে পারবে না সেই হেতু তা

প্রকাশ করে কোন লাভ হবে না। আমার অন্তর ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ হয়ে থাকলেও আমি তা বলব না।

(ক্লাইতেমেস্ত্রা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে রথের উপর নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট ক্যাসাণ্ডাকে সম্বোধন করে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল)

ক্লাইতে। তুমিও প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে চল ক্যাসাণ্ডা। জিয়াসের কৃপায় দেবতার বেদীর সামনে গিয়ে তুমিও পবিত্র শান্তিজল পাবার অধিকার লাভ করেছ অন্যান্য ক্রীতদাসের সঙ্গে। একি এখনো উদ্ধত অবস্থায় স্থির হয়ে রয়েছ? ঔদ্ধত্যে এভাবে অবিচল না থেকে নেমে এস রথের উপর থেকে। এ্যালসিমেনার পুত্রকে বলপূর্বক বিক্রয় করা হয় অপরের কাছে। সে তার বার্ধক্য পর্যন্ত দাসত্বের বোঝা বহন করে চলে। ভাগ্যের লিখন খণ্ডন হবার নয়। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সুখসম্পদসমৃদ্ধ কোন রাজবাড়িতে দাসত্ব ভোগ করাটাও এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভয় হচ্ছে সদ্যলব্ধ ধনে স্ফীত কোন ভূঁইফোঁড় ধনীকে। সে তার ক্রীতদাসদের সঙ্গে হিংস্র পশুর মত ব্যবহার করে। তার প্রতিটি আচরণই অস্বাভাবিক। সুতরাং চল আমার সঙ্গে। আমাদের নীতির কথা ত শুনলে।

কোরাস নেতা। হে কুমারী, তাঁর আদেশের কথা শুনলে। তুমি নিয়তির বিধানের অধীন। তোমার ইচ্ছা যাই থাক তাঁর আদেশ মেনে চল।

ক্লাইতে। আমার মনে হয় ও আমার কথা বুঝতে পারেনি। ও নিজস্ব মাতৃভাষায় কোন কথা না বলা পর্যন্ত আমাকে কথা বলে যেতে হবে।

নেতা। ওঁর আদেশ মেনে চল। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। রথের উচ্চ আসন থেকে নেমে এসে তার সঙ্গে যাও।

ক্লাইতে। ও এখানেই এভাবে থাক। আমার এখানে আর থাকা চলবে না। মূল বেদীর সামনে উৎসর্গীকৃত বলির পশুরা অপেক্ষা করছে। তাদের জন্য ছুরি ও আগুন প্রস্তুত। তুমি যদি আমার কথা বুঝতে পার তাহলে আমার আদেশ মত কাজ করো। আর যদি না বুঝতে পার তাহলে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তোমার মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করো।

নেতা। একেবারে গ্রাম্য আদিবাসীর মেয়ে ও নয়। তবে সদ্যধৃত কোন বন্য প্রাণীর মত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ও আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিহ্বল হয়ে।

ক্লাইতে। মনে হয় ও পাগল হয়ে গেছে। ও নিজের চোখে ওদের নগরকে

ভস্মীভূত হতে দেখেছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আছে ও। রক্তের বদলে রক্ত পাত না করলে ওর ক্রোধ দূরীভূত হবে না। যাই হোক তুমি বলে দেখ। ও যখন আমার কথা বুঝছে না তখন ওর কাছে বৃথা বাক্যব্যয় করা কোন রাণীর পক্ষে শোভা পায় না। (ক্লাইতেমেস্ত্রা প্রাসাদের ভিতরে চলে গেল।)

নেতা। ক্রোধের পরিবর্তে এক বিষাদ বাসা বেঁধে আছে তোমার মনে। হে কুমারী, তোমার রথ হতে নেমে এস। ওদের দাসত্ব তুমি মেনে নাও। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

ক্যাসাণ্ড্রা। (গানের সুরে বলল) হায় হায়, হে ধরিত্রীমাতা, হে এ্যাপোলো!

নেতা। থাম থাম, দেবতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কোন লাভ হবে না। কোন আর্ত প্রার্থনার কথা তাঁরা শোনেন না।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে ধরিত্রীমাতা! হে এ্যাপোলো!

নেতা। দূরবর্তী উদাসীন দেবতার উদ্দেশ্যে আবার ও আর্তনাদ করছে।

ক্যাসাণ্ড্রা। এ্যাপোলো, হে এ্যাপোলো, ধ্বংসের দেবতা। তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। তুমি ত আমার যা সর্বনাশ করার করেছ, এবার মৃত্যু দাও।

নেতা। ওর ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের কথা ও জানতে পেরেছে। ক্রীতদাসী হলেও ভবিষ্যতের কথা জানার ক্ষমতা আছে ওর।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে ধ্বংসের দেবতা এ্যাপোলো, আমাকে শুধু মৃত্যু দাও। এ কোথায় তুমি নিয়ে এলে আমায়?

নেতা। তুমি তা জান না? এ হচ্ছে আত্রেউস বংশের রাজবাড়ি। আমার এ কথা সত্য বলে জেনো। আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে দেবতা, ওদের গৃহকে অভিশপ্ত করো। আমার অন্তরের দুঃখের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তাদের রক্তরঞ্জিত হাত যেন তাদের আত্মীয় স্বজনদের দেহ হতে রক্ত পাত করে। সে রক্তে তাদের গৃহতল যেন প্লাবিত হয়।

নেতা। কেমন এক শিকারী কুকুরের মত সে যেন পথ শুঁকে শুঁকে অদৃশ্য রক্তের গন্ধ পাচ্ছে এবং অনাগত মৃত্যুর আভাস পাচ্ছে।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায়, আমার অন্তরের মধ্যে যে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আছে তা কখনো ভুল করতে পারে না। ঐ দেখ তাদের রক্তাক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য ক্ষুধার্ত প্রেতরা আর্তনাদ করছে।

নেতা। আমরা বহুদিন আগেই ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে তোমার খ্যাতির কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা শুনতে চাইনি।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে দেবতা, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ নূতন এক ধরনের অপরাধ। এই প্রাসাদের মধ্যে যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে তার ফলে অচিরে এক প্রিয়জন তার প্রিয়জনের হাতে প্রাণ হারাবে। যে জন দীর্ঘকাল বহু দূর দেশে অবস্থান করছিল।

নেতা। রক্তলোলুপ শিকারী কুকুরের মত সে শুধু রক্ত আর মৃত্যুর অনুসন্ধান করে চলেছে।

নেতা। আমি এক পুরাতন কাহিনীর কথা জানি যে কাহিনী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে। কিন্তু তোমার কথা আমার কাছে একান্ত দুর্বোধ্য।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে দুরভিসন্ধিসম্পন্না বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি তোমার বিবাহিত স্বামীকে এক কপট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছ। আমার ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্যে পরিণত হবে। এখনই হয়ত সে তার স্বামীর উপর আঘাত হানছে।

নেতা। তার কথা দুর্বোধ্য ধাঁধার মত লাগছে। তার ভবিষ্যদ্বাণীতে যে অশুভ অস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে তা আমি বৃথাই বোঝার চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছি না।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে দেবতা, এ কি অভিনব দৃশ্য দেখছি। বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও এক সাক্ষাৎ শয়তানীরূপে তার স্বামীকে ধরার জন্য এক নারকীয় ফাঁদ পেতেছে। অন্য একজনের সহায়তায় সে নিজের স্বামীকে হত্যা করছে। হে স্বর্গস্থ দেবতা-বৃন্দ, জানি তোমরা আত্রেউস বংশের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তাদের রক্ত চাও। তথাপি এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের জন্য চিৎকার করো। প্রতিবাদ করো।

কোরাসদল। আমি বুঝতে পারছি না কাকে উদ্দেশ্য করে তুমি একথা বলছ। তোমার বাণী কিন্তু খুবই নিরানন্দময়। ভয়ে হিম হয়ে জমে যাচ্ছে আমার সমস্ত অন্তর। আমার দেহের সব রক্ত যাচ্ছে শুকিয়ে। ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে আসে সেই রক্ত আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। মনের মাঝে দ্রুত ধেয়ে আসছে অশুভ ঘটনার এক কৃষ্ণকুটিল আভাস।

ক্যাসাণ্ড্রা। তার জীবনসঙ্গিনীর কাছ থেকে তোমাদের রাজাকে এ দেশের গর্বের বস্তুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও। ক্রুদ্ধ পশুর মত এক পাশবিক উন্মত্ততায় সে এগিয়ে চলেছে রক্ষীহীন অস্ত্রহীন অসহায় রাজার কাছে। ঐ শোন মুমূর্ষুর আর্ত চিৎকার। ঐ শোন বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাজার পতন ঘটছে।

কোরাস। তোমার এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। তবে এর মধ্যে যে এক অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা যে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করো ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে আমরা অতিকষ্টে তা বুঝতে পারি এবং তা আমাদের ধাঁধার মত মনে হয়।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় অশুভ দিন! যে দুঃখের কথা বিপদের কথা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম তা আমার জীবনকে গ্রাস করার জন্য উত্তাল হয়ে উঠছে। হে রাজন, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে, অথচ তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুও এগিয়ে আসছে আমার কাছে।

কোরাস। তোমার ভবিষ্যতের কথা জানতে পেরে দুঃখে চঞ্চল হয়ে পড়েছ তুমি। তোমার মুখনিঃসৃত বাণী তাই বাদামী রঙের ইটিস পাখির মত সকরুণ। তোমার জীবন সেই স্বল্পায়ু ইটিস পাখির মতই দুঃখে পরিপূর্ণ।

ক্যাসাণ্ড্রা। হে সকরুণকণ্ঠি নাইটিঙ্গেল, তোমার ভাগ্যে আমার মত দুঃখ থাকলেও দেবতারা তোমার সান্ত্বনার কারণও দান করেছেন। তোমার দেহ-গাত্র বাদামী রঙের মেদুর পালকে ঢাকা। তুমি মানবিক আঘাতের ঊর্ধ্বে আর দ্বিমুখী এক ধারাল তরবারির আঘাতে আমার মৃত্যু ঘটবে।

কোরাসদল। তোমার দুঃখ কিসের? কোন দৈবপ্রেরিত নিস্ফল বেদনায় তুমি কাতর হয়ে পড়েছ? তবু এক ভয়াবহ দুঃখের কথাকে তুমি ছন্দোবদ্ধ সুমধুর সুরে ব্যক্ত করছ। কেমন করে তুমি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর কথা এমন অভ্রান্তভাবে বলে দিতে পার গানের সুললিত ছন্দে?

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় প্যারিস, ধিক তোমায়! সামান্য এক নারীলাভের জারজ আনন্দের বিনিময়ে তোমার সমগ্র জাতি আর রাজনগরী ট্রয়ের জন্য এনেছ মৃত্যু আর ধ্বংসের লীলা। আর তোমাকেও ধিক হে স্কামান্দার নদী, আমি তোমারই তীরবর্তী ট্রয়নগরে আজন্ম লালিত ও বর্ধিত হয়েছি, কিন্তু আজ তুমি কত দূরে। আজ আমার মৃত্যুকালে আমার আর্ত কণ্ঠের অন্তিম চিৎকার ধ্বনিত হবে কসিটাস আর এ্যাকেরণ নদীর তীরে।

কোরাস। এবার সব কথা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এবার একজন অবোধ শিশুও তোমার কথা শুনে বলে দিতে পারবে তার প্রকৃত মর্মার্থ। যে ভয় ও দুঃখের মর্মস্পর্শী আবেগ তোমার অন্তরের সুগভীর অন্তঃস্থলে শায়িত আছে এবং যে আবেগ তোমার সকরুণ বাণীর মাধ্যমে পরিব্যক্ত হয়েছে তাতে আমার অন্তরও ব্যথিত হয়ে উঠেছে। বেদনায় আর্ত হয়ে উঠেছে আমার কর্ণকুহর।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় আমার প্রিয় নগরী, হায় ইলিয়ম। তোমার পতন কী মর্মান্তিক! হায় পিতা, স্বর্গের দেবতারা যাতে আমাদের সুরক্ষিত নগর-প্রাচীরকে ভালভাবে রক্ষা করে চলেন, যাতে কোন শত্রুর অনুপ্রবেশ না ঘটে তার জন্য দেবতাদের বেদীমূলে কত উৎসর্গীকৃত পশুরক্ত পাত করেছ। কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। সে নগরী আজ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত। হায়, আজ আমার অন্তর জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আজ আমাকে তপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কোরাস। তোমার গানের সমস্ত মূর্তিটি অবিমিশ্র দুঃখ দিয়ে গড়া। কোন সে দুঃখ ভারী হয়ে তোমার অন্তরে বসে থেকে তোমাকে চোখের জলে তোমার মর্মান্তিক জীবনকাহিনীকে ব্যক্ত করতে বাধা করছে সে দুঃখের কথা আমি বুঝতে পারছি না।

ক্যাসাণ্ড্রা। শোন। আর আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিবাহবাসরের কন্যার মত তার অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে লজ্জায় উঁকি মারবে না। পূর্বাচলের পথে প্রবহমান প্রভাতের স্বচ্ছ আলো আর উজ্জ্বল বাতাসের তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ উত্তাল ও উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে আমার ভবিষ্যদ্বাণী তেমনি এক উজ্জ্বল স্বচ্ছতায় ক্রমশঃ আত্ম-প্রকাশ করবে। যে কথা আগে সে বলেছে তার থেকে এবার আরো ভয়ঙ্কর কথা বলবে। আমি আর রহস্যময় হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় কোন কথা বলব না। শোন আমার কথা, ট্রয়যুদ্ধে যে রক্তপাত হয়েছে সেই রক্ত আবার এই রাজ-প্রাসাদে পাত হবে। এক অশুভ বার্তার অশ্রুত কর্কশ ধ্বনি আমি এই প্রাসাদে শুনতে পাচ্ছি। আজ ওরা আনন্দোৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওরা জানে না যে পরিমাণ মদ ওরা পান করছে সেই পরিমাণ রক্ত ঝরবে একটু পরে। ক্ষণকাল পরেই ওদের এই সমবেত উল্লাসের ধ্বনি পরিণত হবে বেদনার সকরুণ আর্তনাদে। অতি পুরাতন এক অভিশাপের কথা আজ আবার যেন নূতন সুরে ধ্বনিত হচ্ছে। আমার কথা কি এখনো রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে তোমার কাছে? একদিন লোকে আমার সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে। আমি ঘৃণ্য, আবর্জনার মত জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত। এবার আমার কথা পরীক্ষা করে বলতে বাধ্য হবে আমি ভবিষ্যতের সব দুঃখ ও অভিশাপের কথা যথাযথভাবে বলতে পারি।

কোরাসদলের নেতা। সত্যিই আমি অকপটে তোমার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যক্ত করছি। তোমার কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে

আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না তুমি একজন বিদেশের কুমারী মেয়ে হয়ে আমাদের শহরের সব কথা বিদেশী ভাষায় কেমন করে দেশী লোকের মত সহজভাবে বলে দিলে ?

ক্যাসাণ্ড্রা। এ শক্তি আমায় এ্যাপোলো বর হিসাবে দান করেছেন।

নেতা। তিনি দেবতা হয়ে এক মর্ত্যমানবীর প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন ?

ক্যাসাণ্ড্রা। হ্যাঁ, তবে অতীতে যা লজ্জাজনক মনে হত এখন তা আর হয় না।

নেতা। এই ধরনের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দাসদাসীদের পক্ষে খাটে না।

ক্যাসাণ্ড্রা। তিনি আমার প্রেমপ্রার্থীরূপে আমাকে পাবার জন্য বহু চেষ্টা করেন।

নেতা। সে প্রেমের ফলে কি তোমরা বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলে ?

ক্যাসাণ্ড্রা। না, আমি চাতুর্যসহকারে দেবতার সে আশা ব্যর্থ করে দিই।

নেতা। সেই ব্যর্থতার আগেই তাহলে কি তুমি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রক্রিয়াটি শিখে নিয়েছিলে ?

ক্যাসাণ্ড্রা। হ্যাঁ, ট্রয়ের ধ্বংসের কথা আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম।

নেতা। তাহলে কেমন করে তুমি এ্যাপোলোর রোষ থেকে নিজেকে বাঁচালে ?

ক্যাসাণ্ড্রা। আমি যদি তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হই তাহলে আমার সব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হবে।

নেতা। না, আমাদের কাছে অন্ততঃ তোমার কোন কথা মিথ্যা মনে হয় না।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায়, এই ভবিষ্যদ্বাণীই আমার পক্ষে কাল হলো। ভবিষ্যৎ জানার ফলে এক ভয়ঙ্কর বেদনা অনুভব করতে হয় আমায়। কারণ ভবিষ্যতের যে সব দুঃখ বিপদের কথা আগেই জানতে পারি আমি সেই সব দুঃখ বিপদের চিত্রগুলি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসতে থাকে আর তা দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা। ঐ দেখ, এই রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশে প্রেতশিশুরা হাতে নিহত মানুষের সেইসব নাড়ীভুঁড়ি ধরে রয়েছে যা একদিন তাদের পিতারা খেয়ে জীবনধারণ করত। এই অশুভ আসন্ন নরহত্যার দৃশ্য কোন অশুভ ঘটনাকে সূচিত করছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এক বিরাট প্রতিহিংসাপরায়ণ চক্রান্ত চলছে আমার যে প্রভু ক্রীতদাস হিসাবে আমাকে এখানে এনেছেন আমার সেই প্রভুর বিরুদ্ধে। আমার যে প্রভু ট্রয়নগরী ধ্বংস করে বীর দর্পে ফিরে আসেন তিনি সামান্য এক বিশ্বাসঘাতিনী নারীর

মিষ্ট কথার ছলনা ধরতে পারেননি। প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এটের মত সেই নারী মিষ্ট কথার ছলনাকে সম্বল করে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। স্কাইল্যা অথবা দুমুখো সাপ বা ভয়ঙ্কর দানবের মত ঐ ছলনাময়ী নারী নিজের হাতে তার স্বামীকে হত্যা করছে। এই নারীর কোন তুলনা সারা পৃথিবীতে নাই। ঐ শোন, যুদ্ধে বিজয়িনীর মত প্রতিহিংসায় উল্লাস করছে। তার স্বামী এদেশের অধিপতি দেশে ফিরে এলে সে বাইরে কপট আনন্দে উল্লাস করলেও সে আসলে এক গোপন প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করতে চলেছে। নিয়তির বিধান আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরে বুঝবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সত্য।

নেতা। থায়েস্টেস যেমন তার আপন জনের মাংস কেটে ভোজসভার অনুষ্ঠান করেছিল এই নারীও ঠিক তাই করছে।

ক্যাসাণ্ড্রা। এ্যাগামেননের পতন তোমরা স্বচক্ষে দেখবে।

নেতা। হায় হতভাগ্য নারী, কী ভয়ঙ্কর তোমার কথা।

ক্যাসাণ্ড্রা। তাঁর পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

নেতা। যদি তাঁর মৃত্যু আসন্ন হয় তাহলে দেবতারা যেন তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ক্যাসাণ্ড্রা। তোমাদের প্রার্থনা বৃথা। কারণ হত্যাকার্য শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।

নেতা। সে কোন লোক এই ঘৃণ্য কাজ করবে?

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় নির্বোধ, আমার ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ বুঝতেই পারলে না।

নেতা। ষড়যন্ত্রকারী কে বা কারা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যাসাণ্ড্রা। আমি ত গ্রীক ভাষায় বলছি। তাও বুঝছ না?

নেতা। তোমার ভাষা বুঝছি, কিন্তু কথার ভাব বা অর্থ বুঝতে পারছি না।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় হায়, আগুন, আগুন। লেলিহান এক অগ্নিশিখা আমাকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। হে প্রত্যূষের দেবতা এ্যাপোলো, ধিক তোমায়। দেখ দেখ, কেমন ঐ নারীরত্ন সিংহী হয়ে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক সামান্য হীন নেকড়ের সঙ্গে মিলিত হয়। আমার মত এক অসহায় ক্রীতদাসীকে সে হত্যা করবে। কোন ভয়ঙ্কর ডাইনীর মত সে তার ক্রোধের পেয়ালায় দ্বিগুণ পরিমাণ বিষ ঢেলে একই সঙ্গে সে তার স্বামী ও

আমাকে হত্যা করবে। আমাকে তিনি ট্রয় থেকে এনেছেন বলেই হয়ত তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। হে আমার আসন্ন ক্ষতসমূহ, ক্ষণকাল পরে আমার গলদেশকে আবৃত করবে। আমি ভবিষ্যদ্বক্তা হয়েও রক্ষা করতে পারব না নিজেকে। আমার ধ্বংস অনিবার্য। যাও, যাও, তোমরা কোন নারী বা পুরুষকে ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে বরণ করে নাও গে। আমার মনে হয় আসলে তোমরা এ্যাপোলোর দূত হিসাবে আমাকে আঘাত করে আমার দেহ হতে ভবিষ্যদ্বক্তার পোষাক খুলে নিতে আসছ। ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে জীবনে আমাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। পরিবারে ও সমাজে আমাকে ডাইনী ও প্রতারণাকারিণী বলে সবাই ঘৃণা করেছে। কত দুঃখ দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সহ্য করতে হয়েছে আমায়। যে দেবতা একদিন আমায় ভালবেসে এই উপহারে ভূষিত করেন, সেই দেবতাই আজ ঘৃণার সঙ্গে সে উপহারের বস্তু হতে বঞ্চিত করছেন আমায়। আমি আর আমাদের জন্মভূমির কোন দেবতার বেদীমূলে দাঁড়াতে পারব না। এই বিদেশে আমাকে বলির পশুর মত হত্যা করা হবে। তথাপি হে দেবতাবৃন্দ, তোমরা আমার মৃত্যুর সাক্ষী থাক। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ যেন তাঁরা একদিন গ্রহণ করেন। আর তা অবশ্যই করবেন। আজ যে বিদেশে ভ্রমণ করছে তার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে সে একদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে একাই তার পিতার হত্যাকারী ও মাতাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। আজ কেনই বা আমি দুঃখ করছি নিজের মৃত্যুর জন্য? আমাদের বিশাল ঐশ্বর্যমণ্ডিত গর্বোদ্ধত ট্রয়নগরীর যখন পতন ঘটেছে, তার দুর্গপ্রাকারে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বীরদের যখন মৃত্যু ঘটেছে তখন আমার মৃত্যুতে বিস্ময় বা দুঃখের কি আছে। (মুখ ঘুরিয়ে প্রাসাদের পানে তাকাল) হে মৃত্যুর দেবতা, আমি শুধু একটা জিনিস চাই তোমাদের কাছে। একটিমাত্র আঘাতের দ্বারা আমাকে মৃত্যু দান করো। জোয়ারের জলের মত প্রভূত রক্তের ধারা নির্গত হয়ে আমার চোখের আলোকে চিরতরে নির্বাপিত করে দিক।

নেতা। হে চিরদুঃখময়ী ললনা, রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌গাত্রী, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয় তাহলে সব কিছু জেনে কেন তুমি তোমার ধ্বংসের বেদীমূলে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ধরা দিতে এলে?

ক্যাসাণ্ড্রা। বন্ধুগণ, বিলম্বের দ্বারা ভাগ্যের বিধানকে লঙ্ঘন করা যায় না।

নেতা। তথাপি বিলম্বের দ্বারা অনেক অশুভ ঘটনা এড়ানো যায়।

ক্যাসাণ্ড্রা। আমার মৃত্যুর ক্ষণ এসে গেছে। পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ হত না।

নেতা। বীরত্বসুলভ কী অটল সংকল্প ও সহিষ্ণুতা !

ক্যাসাণ্ড্রা। যারা মৃত্যুমুখে পতিত, তাদের প্রশংসা করে কোন লাভ নেই।

নেতা। যে কোন প্রশংসাই আনন্দজনক। এমন কি মৃত ব্যক্তির প্রশংসাও বাঞ্ছনীয়।

ক্যাসাণ্ড্রা। হায় বন্ধুগণ, আমাদের বংশের সত্যিই একদিন খ্যাতি ছিল।
(প্রাসাদে প্রবেশ করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ফিরে এল)

নেতা। কোন ভয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে গিয়ে করলে না ?

ক্যাসাণ্ড্রা। আঃ।

নেতা। এ এক গভীর হতাশার অভিব্যক্তি যা তার অন্তরের তলদেশ হতে উৎসারিত হচ্ছে।

ক্যাসাণ্ড্রা। প্রাসাদ হতে ধোঁয়া আর রক্তের গন্ধ নির্গত হচ্ছে।

নেতা। ও হচ্ছে গৃহদেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত ধূপ ধূনার গন্ধ।

ক্যাসাণ্ড্রা। কবরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা গলিত শবের দুর্গন্ধের মত এক গন্ধ বেরিয়ে আসছে প্রাসাদ হতে।

নেতা। সিরিয়ার কোন মিষ্টি ফুলের মত গন্ধ পাচ্ছ না ?

ক্যাসাণ্ড্রা। না, আর না। এবার আমি প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিজে গিয়ে চিৎকার করে তোমাদের রাজার ও আমার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করব। আর আমি জীবনের ভয় করি না। আমার মৃত্যুর সাক্ষী থাক হে বন্ধুগণ। তবে জেনে রেখো, অসহায় পাখির মত তার বনমধ্যস্থ কোন বৃক্ষশাখা হতে আমি লুটিয়ে পড়ব না মৃত্যুর কোলে। আমি যত অসহায়ই হই, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একদিন গ্রহণ করবেন দেবতারা। রাজার মৃত্যুর জন্য যেমন একজন পুরুষকে তেমনি আমার মৃত্যুর জন্য একজন নারীকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই আমার শেষ কথা।

নেতা। সত্যিই তুমি বীরাঙ্গনা, তোমার আসন্ন মৃত্যুর জন্য সত্যিই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

ক্যাসাণ্ড্রা। আমার মৃত্যু সম্পর্কে আর একটা কথা বলব। কিন্তু তাতে কোন দুঃখ বা পরিতাপের কথা থাকবে না। এরপর আর আমি কখনো কোন কথা বলব না। হে সূর্য, তোমার আলো আর আমি কখনো দুচোখ ভরে

দেখতে পাব না। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর আমার কোন আত্মীয়স্বজন যেন আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করার কোন চেষ্টা না করে। অনেক নিহত ব্যক্তির স্বজন হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। হায় মরণশীল মানুষ! সুখের সময় সে শুধু এক ছায়ামাত্র, আর দুঃখের সময় অশ্রুজলসিক্ত একতাল নরম বস্তুর মত। সামান্য চোখের জলের আঘাত সে সহ্য করতে পারে। সে আঘাতে তার সব অস্তিত্ব ধুয়ে মুছে নিঃশেষে ভেসে যায়। তবু তার দুঃখের থেকে সুখটাকেই বেশী সকরুণ বলে মনে করি।

(প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করল)

কোরাস। একথা সর্বৈব সত্য। শত সুখ লাভ করেও মানুষ কখনো তৃপ্ত হয় না। সর্বসুখসমৃদ্ধিপূর্ণ বিশাল রাজপ্রাসাদে সবাই প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু কেউ সে প্রাসাদের সামনে থেকে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেনি, এখানে প্রবেশ করা অন্যায়। আমাদের রাজা প্রিয়ামের নগরী বিধ্বস্ত করে এসে সর্বজনবন্দিত হয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এসেছেন দীর্ঘকাল পরে। সেই রাজা যুদ্ধে রক্তপাত করার দীর্ঘকাল পরে আবার রক্তপাতের মাধ্যমে জীবন দান করতে হবে তাঁকে—একথা কখনই ঠিক নয়। একথা যে বলে সে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর বড়াই করে। সে মনে ভাবে আমাদের রাজার জীবনের যত দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে নিজে অবিমিশ্র সুখের বড়াই করে চলেছে। (প্রাসাদের ভিতর হতে কে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠল।

এ্যাগামেননের কণ্ঠ। ওঃ, এক মারাত্মক আঘাতে আমি আহত। আমার ক্ষত বড় গভীর।

নেতা। শোন শোন, কে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করছে?

এ্যাগামেননের কণ্ঠ। ওঃ, আবার, আবার এক আঘাত।

নেতা। এক রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। আমি স্বকর্ণে রাজার আর্ত-চিৎকার শুনতে পেয়েছি। চল আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি, তা না হলে আমাদেরও এভাবে মরতে হতে পারে।

অন্যজন। আমার মতে এখন আমাদের সকলকে ডেকে সাহায্য চাওয়া উচিত। সকলে মিলে একযোগে প্রাসাদে যাওয়া উচিত।

অন্যজন। আমার মতে এখন আমাদের নিজেদেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ্যে টেনে আনা উচিত।

অন্যজন। আমিও তাই বলি। আমারও এই ইচ্ছা। বিলম্ব করার মত সময় নেই।

অন্যজন। যে অত্যাচার যে অন্যায় এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে তার আভাস এর আগে তাদের গানের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অন্যজন। আমি এখন বুঝতে পারছি না কি পরামর্শ করা হবে, কিভাবে কি করা এখন উচিত।

অন্যজন। আমারও তাই সন্দেহ। কোন লোক নিহত হলে কথা বলে তাকে ত আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

অন্যজন। এইরকম হীনভাবে যারা তাদের নিকটতম আত্মীয়কে হত্যা করে নিজেদের ঘরকে কলুষিত করতে পারে তাদের আদেশ আমরা এবার হতে কেমন করে মান্য করে চলব?

অন্যজন। ভেবে দেখ কিভাবে আমাদের রাজার মৃত্যুসংবাদটা বাইরে ঘোষণা করবে। একথা চিৎকার করে জানাবে, না আভাসে ইঙ্গিতে বলবে?

অন্যজন। কিন্তু ঘটনাটা চোখে না দেখে একথা বলা উচিত হবে না। অনুমানের সঙ্গে সত্য বা নিশ্চয়তার কোন সম্পর্ক নেই।

নেতা। সমস্ত মুখ থেকে আমি একটা কথাই শুনতে পাচ্ছি। আমাদের রাজার প্রকৃত অবস্থার কথা আমি এর থেকে বেশ বুঝতে পারছি।

(প্রাসাদের প্রধান দরজা খুলে গেল। রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা সেই দরজা দিয়ে এগিয়ে এল। তার কপালে ও হাতে রক্ত ছিল। এ্যাগামেমননের মৃতদেহটা বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ঢাকা ছিল। তার পাশে ছিল ক্যাসাণ্ড্রার মৃতদেহ)

ক্লাইতে। শোন, তোমরা যারা এতদিন আমার মুখে মিষ্ট ভাষণ শুনে এসেছ আজ তারা আমার মুখে শুনবে এক তিক্ত ও ভয়ঙ্কর কথা। বন্ধুবেশী ছদ্মবেশী আমার শত্রুর চারদিকে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের যে জাল আমি বিস্তার করেছিলাম সে জাল থেকে সে পালাতে পারেনি। যে কাজ করার জন্য আমি একদিন শপথ করেছি, কত চিন্তা ভাবনা করেছি সে কাজ আজ সফল হলো। আমি যখন তার দেহে আঘাত করি তখন আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফলে সে পালিয়ে যেতে পারেনি। তার গায়ে কৌশলে এমন সব পোষাক জড়িয়ে দিয়েছিলাম যে পোষাকের প্রাচুর্য ফাঁদ হয়ে তাকে আটকে ফেলে। প্রথম আঘাতের পর আবার আঘাত করি তার দেহে। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে তার যন্ত্রণাকাতর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্তব্ধ হয়ে পড়ে। নিথর, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে তার দেহটা। আমি তখন তৃতীয়বার আঘাত করি তার দেহে। যতক্ষণ সে জীবিত ছিল তার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছিল তার বুক থেকে। এইভাবে তাকে চিরপবিত্র মৃত্যুর রাজ্যে পাঠিয়ে দিই। তার দেহ ছেড়ে আত্মা পালিয়ে যায়। তার ক্ষতস্থান হতে নির্গত কালো রক্তের ধারায় আমার দেহটা রঞ্জিত হয়ে ওঠে। আতপ্ত সবুজ শস্যক্ষেত্রের মত সেই শীতল রক্তের স্পর্শ নিবিড়ভাবে অনুভব করছিলাম আমার দেহে। আর্গসের হে বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিগণ, তোমরা আনন্দোৎসব করো। এই হত্যাকার্যের জন্য আমি গর্বিত। আমি এমন একজনকে হত্যা করি যে তার নিজের পরিবারকে অভিশপ্ত করে তোলে।

নেতা। তোমার জিহ্বার ঔদ্ধত্যে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হচ্ছি নারী। নিজের স্বামীকে হত্যা করে তার জন্য কেউ গর্ব করে না।

ক্লাইতে। তোমরা ভাবছ আমি দুর্বলমনা এক নারী এবং তাই ভেবে আমার কাজের ও কথার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করছ না। কিন্তু জেনে রাখবে, আমার অন্তঃকরণ খুবই দৃঢ় ও অনমনীয়। এ সংবাদ যদিও তোমরা জান তথাপি এ সংবাদের কথা তোমাদের সামনে জোর গলায় প্রকাশ করতে কোন ভয় পাই না আমি। নিন্দা বা প্রশংসা যাই তোমরা করো না কেন, আমি তা গ্রাহ্য করি না। এই দেখ, আমার একদাস্বামী এ্যাগামেমনের মৃতদেহ শায়িত আমার পদতলে। আমি এই হাত দিয়ে দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার মৃত্যু সংঘটিত করেছি। তোমরা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করো আমার এই ভয়ঙ্কর হত্যাকার্যকে।

কোরাস। হে নারী, বংশগত কোন কলুষিত রক্তের ধারা, অথবা সমগ্র পৃথিবীর পুঞ্জীভূত বিষের ভয়ঙ্কর নির্যাস অথবা কোন কৃষ্ণকুটিল তরঙ্গমালার উচ্ছ্বসিত অভিঘাত তোমাকে এই ক্রোধাবেগ দান করেছে? কোন সে ভয়ঙ্কর শক্তির উন্মাদনায় নিজের হাতে সমগ্র দেশের অভিশাপ মুকুটের মত তুলে নিলে আপন মস্তকে?

ক্লাইতে। হে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ, যারা আজ আমার বিচার করছ, যারা সমগ্র নগরের পক্ষ থেকে আমার উপর ঘৃণার গরল বর্ষণ করছ, আমার স্বামী যখন আমার প্রিয় কন্যাকে অনুকূল বাতাসের জন্য সামান্য মেষ ও ছাগশিশুর মত বধ করে তখন তাদের কণ্ঠ নীরব ছিল কেন? অবশ্য এ কাজের

জন্য আমার স্বামীকে দীর্ঘকাল নির্বাসনে থাকতে হয় বিদেশে। কিন্তু তোমরা একদিন তার আপন সন্তান হত্যার কাজটি উপেক্ষার চোখে দেখে আজ আমার স্বামীহত্যার কাজটির কেন এত কঠোর সমালোচনা করছ তা বুঝতে পারছি না। আমার এ কাজের জন্য যদি কোন শাস্তি তোমরা আমাকে দিতে চাও আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

কোরাস। হে দর্পিণী নারী, তুমি বড় অসমসাহসিকা। রক্তের উন্মাদনায় তুমি স্বেচ্ছায় স্বামীঘাতিনী হয়েছ। কিন্তু বুঝতে পারনি রক্তের বদলে রক্ত দান করতে হয়। মনে রেখো, নিয়তির অমোঘ বিধানের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলবে তোমার জীবন। তুমি যেমন আমাদের অসহায় নিরস্ত্র রাজাকে হত্যা করলে তেমনি তোমাকেও একদিন নিহত হতে হবে ঠিক এমনি অসহায়ভাবে।

ক্লাইতে। তাহলে শোন আমার শপথবাক্যের কথা। যে দেবী এটের কাছে আমার স্বামী আমার কন্যাকে বলি দেয় সেই এটের কাছে আমার স্বামীকে হত্যা করে আমার কন্যাহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ করি। যতদিন আমার বিশ্বস্ত প্রেমিক এজিসথাস এই প্রাসাদের মধ্যে থাকবে আমি তোমাদের কাউকে ভয় করি না। বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য এক বীর সে। আমার নিহত স্বামী আমার প্রতি যেমন অবিশ্বস্ত ছিল চিরকাল আমার এই বীর প্রেমিক এজিসথাস তেমনি আমার প্রতি ছিল চিরবিশ্বস্ত। আমার স্বামী এমনই তার স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত ও নারীলোলুপ ছিল যে সে ট্রয়যুদ্ধে গিয়েও নিত্য নূতন প্রেমিকা খুঁজে নেয়। সে শুধু বন্দিনী থেসেইস নয়, আরও বহু নারীকে অবৈধ-ভাবে চুম্বন করে। আজ তার পাশে শায়িতা যে নারীর মৃতদেহ দেখছ এই নারীও ছিল তার বন্দিনী ও প্রেমিকা। মৃত্যুর আগে নাকি এই নারী ভবিষ্যদ্বাণী করে যায় তার মৃত্যু সম্পর্কে। যে অন্যায় তারা একদিন আমার উপর করে সেই অন্যায় আজ তারা ভোগ করে। এ শাস্তি তাদের সঙ্গত। আজ তারা প্রেমিক প্রেমিকার মত পাশাপাশি চিরনিদ্রায় শায়িত। আমি আমার এই কাজের জন্য ভয়ের পরিবর্তে আনন্দ অনুভব করছি।

কোরাস। হায় হায়, কি অভিশপ্ত দিন। হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ! আমার এই বেদনার্ত জীবনকালকে দীর্ঘায়িত করো না। আমি আর বাঁচতে চাই না। এই দুঃখময় জীবনের পরিবর্তে আমি চাই চিরনিদ্রার অনন্ত অবিচ্ছিন্ন শান্তি, দিবালোকহীন রাত্রির শান্ত শীতল চিরঅন্ধকার।

আমাদের রাজা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা আজ নিহত। আর আমি জীবন ধারণ করতে চাই না। তিনি দীর্ঘকাল কত দুঃখকষ্ট ভোগ করে সামান্ত একজন নারীর জন্য একজন নারীর হাতে জীবনদান করলেন।

অন্যদল। হায় স্বাধিকারপ্রমত্তা নারী হেলেন, তোমারই জন্য ট্রয়নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য জীবন পশুর মত অকালে নিহত হয় সে যুদ্ধে। তোমার পুঞ্জীভূত পাপের প্রতিফলস্বরূপ আজ আমাদের রাজাকেও মৃত্যুবরণ করতে হলো রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। আজ তোমারই জন্য এই প্রাসাদের মধ্যে চলল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক জঘন্য বিরোধ।

ক্লাইতে। থাম থাম, আর দুঃখপ্রকাশ করো না। মনে হচ্ছে আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছ তোমরা। এখন আর হেলেনের নাম করো না। তার উপর সব দোষ চাপিয়ে বলো না, হেলেনই যত সব গ্রীকবীরদের মৃত্যুর রাজ্যে পাঠিয়েছে। বলো না, একমাত্র হেলেন এইসব অভিশাপের জন্য দায়ী এবং তার জন্যই কত গ্রীকবীর ট্রয় নগরীতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে।

কোরাস। হে শয়তানস্বরূপা, পুরুষোচিত গুণবিশিষ্টা, প্রভুত্বস্পৃহাসম্পন্না কঠোর প্রকৃতির নারী, ট্যান্টালাস বংশের বংশধরকে হত্যা করে আমাদের উপর প্রভুত্ব করতে চাইছ। তোমার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন সন্থনিহত কোন ব্যক্তির শবদর্শনে লোলুপ কোন দাঁড়কাক। তুমি নিজের হাতে এক জঘন্য অপরাধ করে সে অপরাধের কথা উচ্চ ও কর্কশ কণ্ঠে ঘোষণা করছ সর্বসমক্ষে।

ক্লাইতে। তুমি ঠিকই বলেছ, তবে শয়তান আমি নই, সে। সে ছিল সমগ্র জাতির কাছে এক চরম শয়তান। তার পাপকর্মের জন্য আমার মধ্যে জাগে রক্তপিপাসা। তার জন্য আমার মনে সৃষ্ট কোন ক্ষত সারতে না সারতে আর এক ক্ষত হতে রক্ত ঝরেছে।

কোরাস। জিয়াসের রোষই অভিশাপ বর্ষণ করেছে আমাদের জাতির উপর, আমাদের রাজবংশের উপর। এক নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে আমাদের রাজার সমস্ত অতৃপ্ত কামনা, সমস্ত দুঃখ ও আর্তনাদ তলিয়ে গেল নিঃশেষে। আদি কারণ ও চূড়ান্ত পরিণামের মূর্ত প্রতীক হে জিয়াস, তোমার অবিসম্বাদী ইচ্ছার দ্বারা লীলার দ্বারা সকল মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর সকল বস্তু ও ঘটনা সঞ্জাত হয়।

অন্যদল। কিন্তু হায় আমার রাজা আর নেই। হায় রাজা, কোথায় তুমি?

এমন কোন ভাষা নেই যা তোমার প্রতি ভালবাসার কথা ঠিকমত ব্যক্ত করতে পারে। এমন কোন অশ্রু নেই যা তোমার জন্য আমার বিয়োগব্যথাকে প্রকাশ করতে পারে। হে রাজন, বিশ্বাসঘাতিনী ঐ নারী বিষাক্ত মাকড়সার জালের মত তোমার চারদিকে এক নিবিড় ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে তোমার উপর এক চরম আঘাত হেনেছে। সেই অন্যায় আঘাতে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে তোমার।

ক্লাইতে। আমার দোষের কথা অপরাধের কথা বারবার বলছ। কিন্তু আমার অনুরোধ তোমরা আর আমাকে এ্যাগামেমনের স্ত্রী হিসাবে গণ্য করো না। আমি এমনই একজন কঠোর প্রকৃতির নারী যে তার নিহত সন্তানের জন্য আত্রেউস বংশের রাজার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তাকে হত্যা করে রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণ করেছে।

কোরাস। তুমি হত্যার অপরাধ থেকে নিজেকে স্খালন করছ! কিন্তু একথা কেউ জোর করে শপথ করে বলতে পারে? তবে একথা ঠিক যে কোন শয়তান নিশ্চয় তোমায় বাধ্য করেছে একাজে। হয়ত মৃত্যুর দেবতা এ্যারেস তোমার কন্যাসন্তানের রক্তাক্ত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যই তোমাকে দিয়ে তোমার আপনজনের রক্তপাত ঘটাল।

অন্যদল। কিন্তু হায় আমার রাজা, আমার রাজা আর নেই। হে রাজন, কোন ভাষায় আমি তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কথা ব্যক্ত করব, কা পরিমাণ অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে সে ভালবাসার কথা প্রকাশ করব? হায় রাজা, ঐ বিশ্বাসঘাতিনী নারী বিষাক্ত মাকড়সার মত এক ষড়যন্ত্রজাল তোমার চারদিকে বিস্তার করে, কৌশলে এক চরম আঘাত হেনে এক লজ্জাজনক মৃত্যুর কবলে ঠেলে দিল।

ক্লাইতে। যে মৃত্যু তোমার রাজা বরণ করেছে সে মৃত্যুতে কোন লজ্জা নেই। কারণ যে অন্যায়ের দ্বারা সে তার নিজের নাম ও বংশকে কলঙ্কিত করেছিল সে অন্যায়ের স্খালন হলো এই মৃত্যুতে। আমার গর্ভের কন্যাসন্তানকে ও নিজের হাতে হত্যা করে। হায় ইফিজেনিয়া তোমার স্বল্পকালীন জীবন শুধু অশ্রুজলে গড়া। আজ তোমার রাজা নরকে গিয়ে তার বীরত্বের কোন গর্ব করতে পারবে না। যে তরবারির দ্বারা সে তার কন্যাকে হত্যা করে সেই তরবারির দ্বারাই আমি তাকে মৃত্যুর রাজ্য নরকে পাঠিয়েছি।

কোরাস। এখন আমি কোনদিকে পালাব? সমগ্র রাজপ্রাসাদে এখন

চলছে দারুণ বিশৃংখলা। অতি দ্রুত প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাবার কোন কৌশল আমার জানা নেই। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি এই ঘটনায়। আমি বেশ জানি এইখানেই এই অশুভ ঘটনার শেষ নয়। এর থেকেও ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটবে এই প্রাসাদে। হে ধরিত্রী মাতা, আমাদের প্রিয় রাজাকে এইভাবে এক হীন শবাধারে শায়িত দেখার থেকে কেন তোমার কোলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলাম না আমি। তোমার গর্ভে শায়িত হয়ে চিরশান্তি লাভ করতে চাই আমি। কে এখন সমাধিস্থ করবে মৃত রাজাকে? কে তার পবিত্র অশ্রুর দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে? হে নারী, তুমি যেন মৃত রাজার শেষকৃত্য সম্পাদনের দ্বারা তোমার এই হীন হত্যাকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার কোন প্রয়াস পেয়ো না। আমাদের দেবতুল্য রাজা যখন সমাধিগহ্বরে শায়িত হবে তখন কে তার অশ্রুজলের দ্বারা তাঁকে শেষবারের মত বিদায় দেবে, কে তাঁর বীরত্বগাথা গাইবে?

ক্লাইতে। থাম, থাম, এসব কাজের কথা তোমাদের ভাবতে হবে না। আমার আঘাতে তার মৃত্যু ঘটেছে, আবার আমিই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করব। তবে এই প্রাসাদ থেকে কোন শোকযাত্রীর দল শবানুগমন করবে না সমাধির পথে। তোমাদের মৃত রাজাকে একাকী নরকের পথে যেতে হবে। তবে নরকের নদী এ্যাকেরণের পারে গিয়ে সে তার মৃত কন্যাকে দেখতে পাবে এবং সেই কন্যাই তখন তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে।

কোরাস। পাপের দ্বারা যদি পাপের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, দুঃখের দ্বারা যদি দুঃখের প্রতিকার হয় তাহলে সে পাপ আর দুঃখের শেষ কোথায়? আজকের হত্যাকারী ভবিষ্যতে অবশ্যই মরবে আর তার মৃত্যুতে কেউ না কেউ দুঃখ পাবেই। স্বর্গাধিপতি জিয়াসের আইন বড় কঠোর ও অমোঘ। কেউ কোন অন্যায় করলে জিয়াস তার উপর যে কোনভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। নদীর স্রোত না ফিরলেও যে কোন ধ্বংসকার্যের স্রোত কর্তার কাছে আবার ফিরে আসবেই। এই পাপপরিপূর্ণ প্রাসাদে দেবরোষজনিত যে অভিশাপের বোঝা বেড়ে চলেছে দিনে দিনে মানব শিশুর মত, তার কবল থেকে অভিশপ্তদের ভাগ্যকে কেউ ছিনিয়ে মুক্ত করে আনতে পারবে না।

ক্লাইতে। তুমি এই কথার দ্বারা এক প্রাচীন দৈববাণীর কথা ব্যক্ত করলে। এবার আমি আমাদের জাতীয় দেবতার কাছে প্রার্থনা করে বলব, আমাদের অপরাধ যত গভীর বা কুঞ্চকুটিল হোক না কেন, এখানেই যেন সব অপরাধ ও

রক্তপাতের শেষ হয়। রক্তপিপাসু দেবরোষকে বলব, এবার তুমি এখান থেকে অন্য কোন দেশে গিয়ে নূতন করে আত্মীয়ের হাতে আত্মীয়ের রক্তপাত ঘটাও। আমার এই কর্মের মধ্য দিয়েই এই রাজবংশের উন্মত্ত পাপপ্রবৃত্তির চিরতরে অবসান ঘটুক।

(সশস্ত্র অনুচরবর্গসহ এজিসথাসের প্রবেশ)

এজিসথাস। আজ সেই ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ সার্থক হলো। দেবতাধিষ্ঠিত স্বর্গলোকের তলদেশে দাঁড়িয়ে আজ আমি এমনই এক মৃত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছি যাকে তার পিতার অন্যায়ের জন্য প্রাণবলি দিতে হলো। এই মৃত ব্যক্তির পিতা আত্রেউসের সঙ্গে আমার পিতা থায়েস্টেসের অতীতে বিবাদ ও শত্রুতা ছিল। তাঁরা ছিলেন দুই সহোদর। কিন্তু সম্পত্তি ও প্রভুত্ব নিয়ে বিবাদ বাধে। ফলে আত্রেউস আমার পিতা থায়েস্টেসকে নির্বাসনদণ্ড দান করেন। তারপর এই মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্রেউসের পুত্র আমার পিতা থায়েস্টেসকে কোন এক উৎসবের দিন তার জাহাজে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তানের মাংস ভোজন করতে বাধ্য করে। থায়েস্টেস অজ্ঞাতসারে সেই মাংস ভোজন করেন। পরে জানতে পেরে অভিশাপ দেন আত্রেউসপুত্রকে, আমাকে যেমন এই কুখাদ্য খাওয়ালি তেমনি তুই সবংশে ধ্বংস হবি। তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। আজ সেই অভিশাপ পূর্ণ হলো। আমি হচ্ছি আমার পিতার তিনটি পুত্রসন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। আমাদের তিনজনকেই আত্রেউস নির্বাসনদণ্ড দান করে। তবে আমি কালক্রমে দেশে ফিরে আসি বাল্যকালে এবং কালক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হই। এক তীব্র প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমি এই রাজার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র গড়ে তুলি। আজ তার মৃত্যুতে ন্যায়ের জয় দেখে আনন্দ লাভ করছি আমি।

কোরাসদলের নেতা। এজিসথাস, তুমি নিজের হাতে গড়া হীন চক্রান্তজালের দ্বারা রাজাকে হত্যা করার জন্য গর্ব অনুভব করছ! তোমার এই গর্বের জন্য আমি ঘৃণা করি তোমায়। কিন্তু তুমি ভেবো না তুমি এড়িয়ে যাবে। ন্যায়-পরায়ণতা বলে কোন কিছু যদি থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে এর জন্য প্রাণ-বলি দিতে হবে।

এজিসথাস। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, এই ধরনের দম্ভোক্তি তোমার সাজে না। আমি বয়সে তোমার থেকে নবীন হলেও হাতে লোহার শৃংখল পরে ও ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে বিনয় কাকে বলে তা শিক্ষা করতে হবে আমার কাছে।

তোমার চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছ না, তোমার উদ্ধত গর্বের প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে।

নেতা। তুমি হচ্ছ নারীলোলুপ। যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে তুমি অবৈধ সংসর্গের দ্বারা আমাদের রাজবংশকে কলুষিত করেছ। পরে আমাদের রাজার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র গড়ে তোল।

এজিসথাস। আবার কথা বলছ! তোমার সব কথা কিন্তু অশ্রুর মধ্যে ডুবে যাবে। অর্ফিয়াসের বাঁশি যারা শুনত তারা সবাই আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত, তেমনি তোমার কান্না শুনে লোকে তাকিয়ে থাকবে তোমার দিকে। এখনো বলছি থাম, না হলে জোর করে তোমার কণ্ঠ রোধ করা হবে।

নেতা। তুমি জান কেমন করে একজন গ্রীকের ক্ষতি করতে হয়। তুমিই রাজাকে যে হত্যা করা হবে তার পরিকল্পনা করো। কিন্তু নিজের হাতে তাকে আঘাত করোনি।

এজিস। প্রতারণাপূর্ণ আঘাত হচ্ছে নারীদের কাজ, আমার নয়। তাছাড়া রাজা আমাকে বরাবরই শত্রু বলে জানত। তাই তার কাছে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। রাজার অবর্তমানে আমিই এই নগরী এখন থেকে শাসন করব। কিন্তু যে আমার কথার অবাধ্য হবে আমি তাকে এক অন্ধকার কারাগারে পাঠিয়ে শুকিয়ে মারব।

নেতা। তোমার নিজের শক্তি নেই বলেই তুমি একজন সামান্য নারীর দ্বারা কৌশলে রাজাকে হত্যা করিয়েছ। আজ যদি কোথাও ওরেস্টেস জীবিত থাকে তাহলে নিশ্চয় এদেশে ফিরে এসে তার মাতা ও মাতার উপপতির এই দর্প চূর্ণ করবে।

এজিস। তোমার এই কথার প্রতিফল কিছুকালের মধ্যেই জানতে পারবে।

নেতা। হে আমার সহকর্মীগণ, আর চুপ করে থেকো না। তরবারিতে হাত দাও। যুদ্ধে ফেটে পড়ে শয়তানকে শাস্তি দাও।

এজিস। আমিও প্রস্তুত। জীবনমৃত্যু পণ করে তরবারি স্পর্শ করছি আমি।

নেতা। আমরাও যুদ্ধে আহ্বান করছি তোমাকে।

ক্লাইতে। আর না, অনেক হয়েছে হে বীর। আমরা আমাদের পাপের প্রতিফল অনেক পেয়েছি, আর না। আর আমরা কাউকে আঘাত করব না। অনেক রক্তপাত হয়েছে। হে বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিগণ, তোমরা আপন আপন গৃহে ফিরে যাও। শান্তিতে বাস করো। অযথা কেউ বীরত্ব প্রদর্শন করতে

এলে আমরা অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেব। হে প্রতিশোধকারী বীর এজিসথাস, আমার কথা শোন, এখানে না, অন্য কোথাও কোন মারাত্মক আঘাত হানার চেষ্টা করো।

এজিস। কিন্তু এরা বাচাল, অসংলগ্ন কথার দ্বারা আমাদের অপমানিত করবে। অনুগত প্রজার মত শাসকের আদেশ মান্য করে চলবে না।

নেতা। শাসক! গ্রীকরা তোমাকে কোনদিনই শাসক বলে মানবে না।

এজিস। আমি তোমাকে আমার বশীভূত হতে বাধ্য করব।

নেতা। না, এমন কি ওরেস্টেস সৌভাগ্যক্রমে ফিরে এসে একথা বললেও না।

এজিস। নির্বাসিত ব্যক্তি দেশে ফিরে এলে তার কি অবস্থা হয় তা আমি জানি।

নেতা। সে ফিরে এলে তুমিই তোমার অন্যায়ের জন্য শাস্তি পাবে।

এজিস। তোমার এই অহঙ্কারের জন্য আমি তোমাকে যে উপযুক্ত শাস্তি দেব সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।

নেতা। খুব হয়েছে, তোমার রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে তোমার প্রেমিকা পাশে থেকে তোমাকে রক্ষা করে চলুক।

ক্লাইতে। ওদের কথায় কান দিও না এজিসথাস। ওরা পথকুকুরের মত চিৎকার করুক। আমরা এই প্রাসাদ ও নগরী শাসন করে যাব যথারীতি।

(এজিসথাস ও ক্লাইতেমেস্ত্রা প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেলে কোরাসদল ক্রোধভরে স্থান ত্যাগ করল।)

ঈডিপাস, দি কিং

: নাটকের চরিত্র :

ঈডিপাস : থীবস্-এর রাজা

জিয়াসের : পুরোহিত

ক্রীয়ন : জোকাস্তার ভাই

তেরেসিয়াস : অন্ধ জ্যোতিষী

জোকাস্তা : থীবস্-এর রাণী

প্রথম দূত : কোরিন্থ্ হতে আগত এক মেষপালক

জনৈক মেষপালক

দ্বিতীয় দূত

থীবস্-এর বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোরাসদল

মূক চরিত্রগণ

একদল দেব সেবাকারী (আবালবৃদ্ধবণিতা সমেত)

আন্তিগোনে : ঈডিপাসের কন্যা

ইসমেন : ঐ কন্যা

●

ঘটনাস্থল

থীবস্এ অবস্থিত রাজা ঈডিপাসের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান। প্রধান তোরণ দ্বারের সম্মুখে একটি বেদী এবং দ্বারদেশের দু ধারে দুটি ছোট বেদী। বেদীর সিঁড়িতে বহু বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু উপবিষ্ট অবস্থায় পূজা দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা সবাই সাদা পোষাক পরে আছে; তাদের মাথার চুল সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা। বেদীর উপর তারা অলিভ গাছের ডালপালা পশমী ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছে। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে জিয়াসের পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদের দরজাগুলি উন্মুক্ত হতেই প্রাসাদ হতে অনুচরবর্গসহ বেরিয়ে এলেন রাজা ঈডিপাস। দুইজন অনুচর দরজার দুইপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজপোষাকে সজ্জিত ঈডিপাস বেদীর সম্মুখস্থ পূজাদানেচ্ছু বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুদের পানে একবার তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করেন।

ঈডিপাস। হে আমার সন্তানবৎ ক্যাডমাসতনয়গণ, সমগ্র নগর যখন দুঃখের আর্তনাদ আর সকরুণ প্রার্থনার সুরে মুখরিত ও ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত তখন তোমরা কেন অলিভ গাছের শাখা প্রশাখা নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত তা আমি ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। যাই হোক, তোমাদের বক্তব্য অন্যের মুখে না শুনে স্বকর্ণে তা শোনার জন্য আমি রাজা ঈডিপাস নিজে এসেছি তোমাদের সকাশে। হে শ্রদ্ধেয় পুরোহিত, এ কথা বলা তোমারই কর্তব্য। বল, কোন্ উদ্দেশ্যে আগমন ঘটেছে তোমাদের এখানে? কোন সে আশঙ্কা বা কামনার বশবর্তী হয়ে এসেছ তোমরা? জেনে রেখো, সানন্দে আমি তোমাদের সব বক্তব্য শুনব। তোমাদের মত পূজাদানকারীদের আবেদনে যদি আমি সহানুভূতি সহকারে সাড়া না দিই তাহলে লোকসমক্ষে কঠোর-হৃদয় এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিহ্নিত হব আমি।

পুরোহিত। আমাদের রাজ্যের অধিপতি হে ঈডিপাস, আপনি দেখুন আজ কারা আপনার এই বেদীমূলে সমুপস্থিত। আমরা যারা এখানে এসেছি তাদের মধ্যে একদল বয়সে শিশু, একদল আমার মত বার্ধক্যজর্জরিত আর কিছু কিছু নির্বাচিত যুবক। বাকি সকলে অলিভ গাছের শাখা প্রশাখা নিয়ে গেছে বাজারে প্যালাসের মন্দিরের দুটি বেদীমূলে এবং যেখানে ইসমেনাস অগ্নের সঙ্কেতের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর দান করছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মৃত্যুর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় আমাদের সমগ্র নগরী বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। কোন এক অজানিত অভিশাপে শস্য ফলছে না মাঠে মাঠে, ফল ফলছে না গাছে গাছে। নারীরা সন্তান ধারণ করতে পারছে না তাদের গর্ভে। সর্বোপরি নিষ্করুণ এক জ্বলন্ত দেবতা প্লেগরোগের মড়করূপে প্রকটিত হয়ে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। ফলে ক্যাডমাসের বংশ আজ প্রায় নির্বংশ, অথচ অসংখ্য মৃত আত্মাদের ক্রন্দন আর আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠেছে সমগ্র নরকপ্রদেশ। আপনাকে যে দেবতা ভেবে আমরা সকলে আপনার এই বেদীমূলে অর্ঘ্য প্রদান করার জন্য এসেছি তা নয়। আপনাকে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ ও সৌভাগ্যবান মানবরূপে শ্রদ্ধা করি বলেই এসেছি এখানে। আপনি একদিন অকস্মাৎ এই নগরে আবির্ভূত হয়ে সেই মায়াবিনী গায়িকা প্রবর্তিত করভারের পীড়ন থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। অথচ আপনি আমাদের দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হননি। দেবতাদের নিকট হতে কোন সাহায্যই পাননি। তথাপি আপনি আমাদের জীবনকে উন্নত করেছেন। হে সর্বজননন্দিত রাজা ঈডিপাস, আপনার

নিকট আমাদের কাতর আবেদন, আপনি আপনার ব্যক্তিগত কোন মানবিক শক্তি অথবা কোন দৈববাণীর সাহায্যে আমাদের মুক্তির উপায় আবিষ্কার করুন। কারণ আমরা জানি অতীতে এ বিষয়ে আপনার যোগ্যতা যখন প্রমাণিত হয়েছে। অতীতে যখন আপনি আমাদের ঘোর বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন তখন এবারও তাই করবেন। হে শ্রেষ্ঠ মানব, আপনি আবার আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। অতীতে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে যে যশ আপনি অর্জন করেন সে যশ অক্ষুণ্ণ রাখুন। পরে যেন আমাদের একথা ভাবতে না হয় যে একদিন আপনি আমাদের সকল বিপদ হতে উদ্ধার করে পরে আবার বিপদের গর্ভেই নিক্ষেপ করেন আমাদের। এবার আমাদের এমনভাবে চিরতরে উদ্ধার করুন যাতে আমাদের কোনদিন আর পতন না ঘটে। আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে সুখ ও সমৃদ্ধির কত সুলক্ষণ ফুটে ওঠে চারদিকে এবং সেই সুলক্ষণগুলি ফলবতী হয়ে ওঠে একে একে। আজও আপনি আমাদের সেই সুখ ও সমৃদ্ধি দান করুন। আপনি যদি এ রাজ্য শাসন করতে চান সুখে শান্তিতে তাহলে সে রাজ্য যাতে মানুষশূন্য হয়ে শ্মশানে পরিণত না হয় তার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করুন। কারণ রাজ্যে যদি মানুষ না থাকে তাহলে শুধু প্রাচীরবেষ্টিত শূন্য নগরী ও অর্ণবপোত নিয়ে কোন রাজা রাজ্যশাসন করতে পারে না।

ঈডিপাস। হে আমার সন্তানবৎ প্রজাগণ, তোমরা যে দুঃখের বশবর্তী হয়ে এখানে এসেছ তা আমরা জানি। আমি জানি তোমরা কী নিদারুণ দুঃখ ভোগ করছ। কিন্তু তোমরা সকলে যে দুঃখ ভোগ কর তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত। তোমরা এককভাবে যে দুঃখ ভোগ করছ সেই সব দুঃখের পুঞ্জীভূত বোঝা ভারাক্রান্ত ও বেদনার্ত করে তুলেছে আমাকে। আমি দুঃখিত শুধু নিজের জন্য নয়, প্রতিটি নগরবাসীর জন্য, সমগ্র রাজ্যের জন্য। সুতরাং আমাকে নিদ্রা হতে জাগিও না। আমি তোমাদের জন্য অনেক ভাবনা চিন্তা করে অনেক অশ্রু বিসর্জন করে যে নিদ্রায় অভিভূত হতে চাই সে নিদ্রা হতে আর অকারণে জাগিও না আমায়। বহু ভাবনা চিন্তার পর প্রতিকারের যে পথ আমি খুঁজে পাই সে পথ অবলম্বন করে এগিয়েও গিয়েছি কিছুটা। আমি আমার স্ত্রীর ভ্রাতা মেনোসিয়াস ক্রীয়নকে পাঠিয়েছি পাইথিয়ার ভবিষ্যদ্বক্তা ফীবাসের কাছে। আমি জানতো চেয়েছি কিভাবে আমি বাঁচাতে পারব এই নগরকে। তবে ক্রীয়নের প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়ে পড়াতে চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমি।

ভেবে পাচ্ছি না কেন সে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করে বিলম্ব করছে। কিন্তু সে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দৈব নির্দেশমত যদি আমি কাজ না করি তাহলে আমাকে অমানুষ বলে ডাকবে।

পুরোহিত। আপনি সময়োচিত কথাই বলেছেন মহারাজ। আমি এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি ক্রীয়নের প্রত্যাবর্তনকাল আসন্ন।

ঈডিপাস। হে দেবরাজ এ্যাপোলো, তার মুখমণ্ডল যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সে যেন আমাদের এক উজ্জ্বল সৌভাগ্যের স্বর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে ফিরে আসে।

পুরোহিত। না, সে সুসংবাদই বহন করে আনছে। তা না হলে তার মাথায় জামগাছের শাখা থাকত না।

ঈডিপাস। অচিরেই তা জানা যাবে, এখন সে খুব কাছে এসে গেছে। হে রাজকুমার, আমার শ্যালক মেনোসিয়াস, আমাদের জন্য কি দৈববাণী বা দৈব নির্দেশ বহন করে এনেছ ?

ক্রীয়ন। সুসংবাদই বটে। যে কোন দুঃসহ দুঃখের কারণ যদি একবার জানতে পারা যায় তাহলে তার অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ঈডিপাস। কিন্তু দৈববাণীটি কি ? তোমার কথা শুনে শঙ্কিত বা সাহসী কোনটাই হতে পারছি না।

ক্রীয়ন। আপনি কি এদের কাছেই সে কথা শুনবেন না ভিতরে যাবেন ? আমি বলার জন্য প্রস্তুত।

ঈডিপাস। সকলের সামনেই বল। যে দুঃখ আমি ভোগ করছি সে দুঃখ সকলের। সে দুঃখের প্রতিকার আমার নিজের জীবনের থেকেও বড়।

ক্রীয়ন। আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যা আমি দেবতার কাছ থেকে শুনেছি। আমাদের দেবজ্যোতিষ ফীবাস বলেছেন আমাদের রাজ্যে এক কলুষ-যুক্ত বস্তু আমাদের সমগ্র রাজ্যকে কলুষিত করে তুলছে। এখনই সে বস্তুকে বিতাড়িত করতে হবে রাজ্য থেকে। তা না হলে পরে প্রতিকারের কোন উপায় থাকবে না।

ঈডিপাস। কিন্তু সেই কলুষযুক্ত বস্তুটি কি এবং কিভাবেই বা আমরা তার থেকে মুক্ত করব আমাদের রাজ্যকে ?

ক্রীয়ন। একটি লোককে নির্বাসিত করে অথবা তার রক্তপাত ঘটিয়ে। কারণ অন্যায় রক্তপাতই এ রাজ্যে এনেছে এক ঘোর বিপদের ঝঞ্ঝা।

ঈডিপাস। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি ? যার রক্তপাত অভিশাপ এনেছে এ রাজ্যে ?

ক্রীয়ন। তিনি হচ্ছেন রাজা লায়াস, আপনার পূর্বে যিনি এ রাজ্যে রাজত্ব করতেন।

ঈডিপাস। আমি তাঁকে দেখিনি, তবে লোকমুখে তাঁর কথা শুনেছি।

ক্রীয়ন। তিনি নিহত এবং দেবতা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন তাঁর হত্যাকারী যেই হোক তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে।

ঈডিপাস। কিন্তু কোথায় তাঁর হত্যাকারী? সেই পুরাতন কালের অপরাধের সন্ধান আজ কোথায় পাওয়া যাবে?

ক্রীয়ন। দেবতা বলেছেন এই রাজ্যেই পাওয়া যাবে। সতর্ক হয়ে সন্ধান করলে সব বস্তুই পাওয়া যায়। একমাত্র অসতর্ক মুহূর্তেই সন্ধানীয় বস্তু পালিয়ে যায়।

ঈডি। রাজপ্রাসাদে বা যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিদেশে কোথায় নিহত হন লায়াস?

ক্রীয়ন। রাজা একবার এই রাজ্য থেকে ডেলফি যাবার জন্য রওনা হন। কিন্তু আর ফিরে আসেননি কোনদিন।

ঈডি। কিন্তু তাঁর কোন সহযাত্রী কি বেঁচে নেই যে তাঁর হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছে এবং যার মুখ থেকে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে?

ক্রীয়ন। তাঁর সহযাত্রীরাও সকলে মাত্র একজন ছাড়া নিহত হয়। কিন্তু সেই জীবিত ব্যক্তি ভয়ে পালিয়ে যায়। একমাত্র সেই সব বলতে পারত।

ঈডি। কেউ কোন হদিশ দিলেই তার থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যাবে।

ক্রীয়ন। সেই লোকটি বলেছিল দস্যুরা রাজার উপর পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোন একজন নয়, অনেকগুলি লোক একসঙ্গে আক্রমণ করে।

ঈডি। কিন্তু এই রাজ্যের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা না করলে কোন দস্যু কখনো সাহস পেত না একাজ করতে।

ক্রীয়ন। আমরাও তখন তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু রাজা লায়াসের মৃত্যুর প্রতিশোধের কথা ভুলে যাই আমরা।

ঈডি। রাজার মৃত্যুর পর তোমরা এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করনি কেন? তার বাধা কোথায়?

ক্রীয়ন। রহস্যময় স্ফিঙ্কস আমাদের বলেছিল, অজানিত রয়ে যাক এ ঘটনা; এখন ভবিষ্যতের কথা ভাব।

ঈডি। না, আমি নূতনভাবে শুরু করব অনুসন্ধানের কাজ। অজানিত

অন্ধকার ঘটনাকে প্রকাশ্য আলোয় টেনে আনব। দেবরাজ ফীবাস ঠিকই বলেছেন। মৃত ব্যক্তির প্রতি এ কর্তব্য আমাদের পালন করতেই হবে। এবার আমি তোমাদের সঙ্গে একযোগে এ রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করব। কোন মৃত বন্ধুর খাতিরে নয় আমার নিজের জন্ম সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে হবে। সেই কলঙ্ক দূর করতে হবে। কারণ হত্যাকারী যেই হোক, সে যখন রাজা লায়াসকে হত্যা করেছে তখন সে আমাকেও একদিন হত্যা করতে পারে। সুতরাং লায়াসের প্রতি সুবিচার করতে পারলে আমার নিজেরও মঙ্গল হবে। আমার সন্তানগণ, এস। বেদীর সিঁড়ি থেকে উঠে এই অলিভ শাখাগুলি তুলে নাও। ক্যাডমাস জাতির অন্যান্য লোকদের এখানে ডেকে আনা হোক। আমি সকলকে পরীক্ষা করতে চাই।

পুরোহিত। এবার ওঠ বৎসগণ, আমরা রাজার কাছে এসেছিলাম এ বিষয়ে তার বক্তব্য কি তা জানার জন্য। এখন আমাদের প্রার্থনা, যে ফীবাস এই দৈববাণী পাঠিয়েছেন তিনি যেন নিজে এসে আমাদের এই মহামারীর বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। (ঈডিপাস, ও পুরোহিতের প্রস্থান।)

থীবস্‌এর বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোরাসদলের প্রবেশ

কোরাস। হে জিয়াসপ্রেরিত সুসংবাদ, সুদূর পাইথো হতে এই থীবস্‌-এ কেমন করে তুমি এলে? আমাদের সর্বনাশ হতে বসেছে। প্রবল ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আমার অন্তরাত্মা। হে বিপদতারণ, তোমার রোষকে প্রশমিত করার জন্য কত লোকে আর্তনাদ করে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করছে। বল আমায়, আমার উদ্ধারের জন্য কি তুমি করবে? আর কতদিনের মধ্যেই বা তা করবে? সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল আশায় পরিপূর্ণ হে দৈববাণী, উত্তর দাও আমার কথার।

অন্যদল। হে জিয়াসকন্যা এথেনা, প্রথমে আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। তোমার ভগিনী ফীবাস ও এ্যাগোরার উর্ধ্বে যশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা আমাদের দেশের রক্ষাকর্ত্রী দেবী আর্তেমিসের জন্য শরণাপন্ন হচ্ছি আমি। হে দেবী, অগ্নিসম প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠ তোমরা। আমাদের নগরের প্রতি ধাবমান মৃত্যুর গতি রোধ করো। আমাদের এই রাজ্যের মাঝে মড়ক মহামারী পাঠিয়ে তার যে ধ্বংসকে একদিন অনিবার্য করে তোল আজ তা প্রতিহত করার জন্য সশরীরে নিজে আবির্ভূত হও।

অন্যদল। হায় হায়, অসংখ্য দুঃখ ও জ্বালায় জর্জরিত আমি। মড়ক আর

মহামারীতে বিধ্বস্ত আমাদের দেশ। কেউ কোন প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। ক্ষেত্রে আর কোন ফসল ফলছে না। যে সব নারী প্রসববেদনায় আর্তনাদ করছে তারা কোন সন্তান প্রসব করতে পারছে না। একের পর এক করে অসংখ্য প্রাণপাখি উড়ে যাচ্ছে মৃত্যুর রাজ্যে। মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে এমন বেড়ে চলেছে যে তা গণনা করা যায় না এবং সমগ্র নগর প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে। মৃতের প্রতি শোক প্রকাশ করার কোন লোক নেই। মৃতদেহগুলি সৎকার করারও লোক নেই। ফলে মৃতদেহগুলি চারদিকে জমা হয়ে রোগ বিস্তার করছে। অসংখ্য যুবতী, বিধবা ও বৃদ্ধা মাতার সকরুণ শোক-বিলাপের সঙ্গে প্রতিকারের প্রার্থনা মিশ্রিত হয়ে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। হে জিয়াসকন্যা, এই হতাশার অন্ধকারের মাঝে এক উজ্জ্বল আশা ও আশ্বাসের মূর্তি পাঠাও।

অন্যদল। হে পরম পিতা জিয়াস, মৃত্যুদেবতার যে সব ভয়ঙ্কর শক্তিগুলি তাদের অনলপ্রভ তেজের দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করে ভস্মীভূত করে তুলছে, এক শীতল সমুদ্রবায়ুর দ্বারা তাদের বিতাড়িত করো অথবা তাদের সে তেজকে অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করো। হে জিয়াস, আজ রাত্রিতে কিছু না করলেও আগামী কাল দিনের বেলায় একাজ সম্পন্ন করো। তোমার বজ্রাচ্ছাদিত অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎবিকাশের দ্বারা মৃত্যুদেবতার ঐ সব ভয়ঙ্কর শক্তিগুলিকে ধ্বংস করো।

অন্যদল। হে লাইসিয়ারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার স্বর্ণনির্মিত ধনুকের ছিলা হতে নির্গত শর যেন বৃথা তার শক্তির অপচয় না ঘটায়। সে শক্তি যেন আমাদের শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে নির্জিত করে। আমার আরও ইচ্ছা, আর্তেমিসের অব্যর্থ অগ্নিশলাকাগুলিও যেন লাইসিয়ার পাহাড় ভেদ করে ছুটে আসে। আমি সেই দেবতাকেও আহ্বান করছি যাঁর কেশপাশ স্বর্ণগ্রন্থির দ্বারা গ্রথিত, আমাদের দেশের নামে যাঁর নাম, যিনি মীনাডের বন্ধু। তাঁর নিকট আমার প্রার্থনা, তিনি যেন অচিরে আবির্ভূত হয়ে তাঁর মশাল হাতে আমাদের শত্রু মৃত্যুর দেবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

কোরাসদলের গান শেষ হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে ঈডিপাসের প্রবেশ

ঈডিপাস। তোমরা প্রার্থনা করছ। তোমাদের এই সব প্রার্থনার উত্তরে তোমাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারস্বরূপ আমি কিছু বলতে চাই। অবশ্য তোমরা যদি আমার কথা শুনতে চাও। আমি প্রকাশ্যে বলছি আমি এমনি একজন ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন কিছুই যে জানত না, এই হত্যাকাণ্ডের কোন খবরই সে পায়নি

এবং যে সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে বদ্ধপরিকর। আমি থীবস্ আর তোমরা ক্যাডমীনস। তোমাদের কাছে আমি ঘোষণা করছি, তোমাদের যদি কেউ কোন প্রকারে জানাতে পার ল্যাবডাকাসপুত্র লায়াস কার দ্বারা নিহত হয়েছিল তাহলে অবশ্যই আমার কাছে তা বলবে। হত্যাকারী যেই হোক, সে যেন ভয় না পায়, কারণ আমি আগেই তার শাস্তির বিধান ঘোষণা করে ভয়ের কারণ দূরীভূত করে দিচ্ছি। হত্যাকারীকে শুধু অক্ষত অনাহত অবস্থায় দেশ থেকে দূরে নির্বাসনে চলে যেতে হবে; এ ছাড়া কোন শাস্তিই তাকে ভোগ করতে হবে না। তাছাড়া কেউ যদি কোন বিদেশী গুপ্তঘাতকের সঙ্গে পরিচিত থাকে তাহলে সে যেন তার কথাও আমাকে বলে। আমি তার কাজের জন্য ধন্যবাদের সঙ্গে যথার্থ পারিতোষিক দান করব। কিন্তু যদি তোমরা কেউ ভয়ে সেই হত্যাকারীকে বন্ধুভাবে আশ্রয় দান করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো তাহলে শোন আমি কি করব। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি আমার সাম্রাজ্য যত দূর বিস্তৃত তার সীমার মধ্যে কোন জায়গায় কোন হত্যাকারীকে জ্ঞাতসারে কেউ আশ্রয় দেবে না অথবা তার সঙ্গে কথা বলবে না। তার সঙ্গে বসে কেউ উপাসনা করবে না। সকলেই তার মুখের সামনে তোমাদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেবে। কারণ তোমরা মনে রাখবে সম্প্রতি পাইথিয়ার দেবতা এক দৈববাণীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন আমায় যে, সেই হত্যাকারীর পাপাত্মক উপস্থিতিই আমাদের দেশকে কলুষিত করে দেবতার ঘোরতর অভিশাপ আকর্ষণ করছে। আমি দেবতার নির্দেশে নিহত ব্যক্তির আত্মার প্রতি সুবিচার করতে চাই। আমি আবার বলছি হত্যাকারী যেই হোক না কেন, সে সংখ্যায় এক বা একাধিক যাই হোক না কেন, সে তার অতীত জীবনের গোপন অপরাধের কথা অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এমন কি আমার রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের মধ্যেও যদি সেই হত্যাকারী গোপনে বসবাস করে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রেও এই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আমার এই আদেশবাক্যগুলি কার্যে পরিণত করার ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। আশা করি তোমরা তোমাদের রাজার খাতিরে, দেবতার খাতিরে, এই অভিশপ্ত দেশের স্বার্থে একাজ অবশ্যই করবে। এ বিষয়ে দৈববাণীর নির্দেশ না পেলেও তোমাদের ভূতপূর্ব মৃত রাজার খাতিরেও একাজ করা উচিত। তাঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা উচিত ছিল। আর আমিও যেহেতু সেই নিহত রাজার রাজশক্তির অধিকারী হয়েছি, তাঁর স্ত্রীকেও আমার অঙ্কশায়িনী করে তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি এবং

এইভাবে সেই রাজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছি আমি যখন, তখন একাজ আমারও করা উচিত। সুতরাং পুত্রবৎ নিষ্ঠায় আমি সেই রাজার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবই। এইভাবে আমি ল্যাডাকাসপুত্র রাজা লায়াস ও পলিডোরাস, ক্যাডমাস, এজিনর প্রভৃতি এ রাজ্যের সম্মানিত উত্তরপুরুষদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করব। আর যারা আমার আদেশ মান্য করবে না, আমি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, তারা যেন মাঠের ফসল বা সন্তানসুখ ভোগ করতে না পারে, তারা যেন এর থেকে আরও দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু তোমাদের মত যারা রাজভক্ত ও অনুগত প্রজা তারা দেবতাদের কাছে উপযুক্ত ন্যায়বিচার লাভ করে, তারা যেন চিরকাল দেবতাদের কৃপা ও আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়।

কোরাসদলের নেতা। হে রাজন, আমি শপথ করে বলছি আমি হত্যাকারী নই, আমি হত্যাকারীকে চিনিও না। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ফীবাসই আলোকপাত করে বলতে পারেন কে সেই হত্যাকারী।

ঈডিপাস। ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু দেবতা কোন কথা বলতে না চাইলে কোন মানুষ তাঁকে বাধ্য করতে পারে না সেকথা বলতে।

নেতা। এর পর আমাদের কি করা উচিত আমি তা বলব।

ঈডি। যদি কোন তৃতীয় পন্থা থাকে তাহলে বিলম্ব না করে তার কথা বল।

নেতা। আমি জানি ফীবাসের পর আর এক দেবজ্যোতিষ আছেন। তাঁর কাছে কোন লোক পাঠিয়ে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা চলে।

ঈডি। এবিষয়ে আমিও নিশ্চেষ্ট নই। ক্রীয়নের পরামর্শক্রমে তাঁর কাছেও লোক পাঠিয়েছি তাঁকে এখানে আনার জন্য। কিন্তু তিনি এখানে কেন নেই তা জানি না।

নেতা। এবিষয়ে কিছু পুরাতন গুজব প্রচলিত আছে।

ঈডি। কি ধরনের গুজব? আমি এবিষয়ে সব কথা ও কাহিনী শুনতে চাই।

নেতা। গুজবে বলে কয়েকজন অপরিচিত দস্যু রাজাকে হত্যা করে।

ঈডি। আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু কোন প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই।

নেতা। কিন্তু আপনার অভিশাপের কথা যখন সেই হত্যাকারী শুনবে তখন তার ভয়ে সে নিশ্চয় আর চুপ করে থাকবে না। নিশ্চয় সে আত্মপ্রকাশ করবে।

ঈডি। যে ব্যক্তি নরহত্যার মত কোন পাপকর্ম করতে সঙ্কোচবোধ না করে সে কোন অভিশাপের কথাকে ভয় করবে না।

নেতা। তবে এবার নিশ্চয় সে ধরা পড়বে। কারণ একজন দেবজ্যোতিষের আবির্ভাব ঘটছে এখানে যিনি মানবজীবনের যে কোন সত্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত।

একটি বালকসহ তেরেসিয়াসের প্রবেশ

ঈডি। হে তেরেসিয়াস, তুমি ত সকলের সব অব্যক্ত কথা, স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের সব গোপন ঘটনার সব কিছু জান। তুমি চোখে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছ, অনুভব করছ কী ভয়ঙ্কর প্লেগরোগের মড়কে বিধ্বস্ত হচ্ছে আমাদের সমগ্র দেশ। আজ আমাদের এই ঘোর বিপদের দিনে তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্তা। হে ফীবাস, তুমি হয়ত আমাদের দুর্দশার কথা সব জানতে পারনি ভালভাবে। তথাপি তুমি আমাদের দূতমুখে বলে পাঠিয়েছ এদেশের ভূতপূর্ব নিহত রাজার হত্যাকারীকে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে না পারলে এ মহামারী যাবে না। সুতরাং হে তেরেসিয়াস, তোমার ভবিষ্যদ্বক্তাসুলভ কণ্ঠে সত্য ঘটনা উল্লেখ কর। আমাকে ও আমার রাজ্যকে বাঁচাও। আমাদের ধনপ্রাণ যথেষ্টরূপে নির্ভর করছে শুধু তোমার উপর। আমার ক্ষমতানুসারে অপরকে সাহায্য করাই হলো মানুষ হিসাবে মানুষের মহত্তম কাজ।

তেরেসিয়াস। কোন কথা জেনে যদি কোন লাভ না হয় তাহলে সেকথা জানার চেয়ে দুঃখ আর কি হতে পারে। আমি একথা জানতাম। কিন্তু সহসা ভুলে যাই বলেই এখানে এসেছি।

ঈডি। কি ব্যাপার! তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

তেরে। আমাকে বাড়ি যেতে দিন রাজন। আপনি সহজেই এ দুঃখের বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করে যাবেন। আমিও বহন করে যাব আপন দুঃখের বোঝা।

ঈডি। তোমার কথা সত্যিই আশ্চর্যজনক। যে দেশে জন্মগ্রহণ করে লালিত পালিত হয়েছ সে দেশের প্রতি কোন করুণা পর্যন্ত অনুভব করছ না, তাই আমাদের আবেদন তুমি স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করছ।

তেরে। না, আমি এতক্ষণ দেখছিলাম, আপনি কি বলেন। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন বলে আমি কিছু বলিনি।

ঈডি। দেবতার খাতিরে অন্ততঃ চলে যাবে না। আমরা সকলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি যদি সত্য ঘটনা জানা থাকে তাহলে বল।

তেরে। আপনি কিছু জানেন না। আমি সে গোপন কথা জানি। কিন্তু তা বড় দুঃখের। আমি তা প্রকাশ করব না।

ঈডি। কী বলছ তুমি! জানা সত্ত্বেও তা না বলে আমাদের দেশকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে?

তেরে। আমি আপনাকে দুঃখ দিতে চাই না তা বলে। কি জন্য বৃথা চেষ্টা করছেন? আমি তা বলতে পারব না।

ঈডি। এত নীচ তুমি! তোমার এই কথায় নিষ্প্রাণ পাথরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। তুমি সেকথা বলবে না? কোন কিছুই তোমার মর্মকে স্পর্শ করবে না?

তেরে। আপনি বৃথাই আমাকে দোষ দিচ্ছেন। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আপনি যে নারীকে বিবাহ করেছেন, না না, আপনি রেগে যাচ্ছেন।

ঈডি। কে তোমার কথায় রাগবে না? তুমি আমাদের এই নগরীর মান সম্মান সব ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছ।

তেরে। ভবিষ্যৎ নিজেকে নিজেই প্রকাশ করবে ধীরে ধীরে। আমি বর্তমানে শুধু সে ভবিষ্যৎকে ঢেকে রাখছি আমার নীরবতার মধ্যে।

ঈডি। কালক্রমে যখন তা আমি জানতে পারবই, তুমি আমাকে সেকথা বলে দাও।

তেরে। থাক্ আমি কিছুই বলব না। তাতে ক্রুদ্ধ হতে হয় হোন, ভয়ঙ্কর ক্রোধে জ্বলে উঠুন।

ঈডি। তাহলে আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা করব না। আমার মনে হয় রাজা লায়াসকে হত্যার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয় তাতে তুমি অংশ-গ্রহণ করো এবং তুমি অন্ধ বলে নিজের হাতে হত্যা করতে পারনি। তোমার দৃষ্টিশক্তি থাকলে আমি বলতাম তুমিই একাজ করেছ।

তেরে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি আজ থেকে তুমি আর কোন কথা বলবে না। এইসব লোকের কাছে না, আমার কাছেও না। তুমিই এ দেশকে কলুষিত করেছ।

ঈডি। এতদূর স্পর্ধা তোমার! একথা বলার পর কিভাবে পরিত্রাণ পাবে?

তেরে। আমার সত্যের মধ্যেই আছে শক্তি। আমি ত পরিত্রাণ পেয়েই গেছি।

ঈডি। কে তা শেখালে তোমায় এভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে?

তেরে। তুমি। তুমিই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করেছ।

ঈডি। কোন্ কথা? ভাল করে বল যাতে আমি বুঝতে পারি।

তেরে। তুমি আমার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারনি? তাহলে আবার আমাকে বাধ্য করছ কথা বলতে?

ঈডি। না, আমি তোমার কথা সেভাবে শুনিনি। আবার বল।

তেরে। আমি বলছি যে তুমিই সেই হত্যাকারী যাকে তুমি খুঁজে চলেছ

ঈডি। তুমি ত এই ভয়ঙ্কর কথাটা দুবার বলেছ।

তেরে। তুমি কি আমাকে দিয়ে আরও কথা বলাতে চাও?

ঈডি। কিন্তু সেকথায় কোন লাভ হবে না।

তেরে। আমি বলছি তুমি না জেনে তোমার নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে সহবাস করছ এবং জান না তোমার ভাগ্যে কি আছে।

ঈডি। তুমি কি মনে কর তুমি চিরদিন এমনি অক্ষতভাবে কথা বলে যাবে?

তেরে। হ্যাঁ, আমার কথার মধ্যে যদি সত্য থাকে আর সেই সত্যের মধ্যে যদি শক্তি থাকে তাহলে অবশ্যই আমি এভাবে কথা বলে যাব।

ঈডি। না, তোমার সে শক্তি নেই। কারণ তোমার চোখ কান বুদ্ধি কোনটাই নেই।

তেরে। হায়, তুমি কতই না হতভাগ্য। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি যেভাবে আমাকে উপহাস করছ এই জনতা একদিন তোমাকেও সেইমত উপহাস করবে।

ঈডি। অনন্ত রাত্রির অন্ধকার তোমার চোখও মন একই সঙ্গে অন্ধকার করে গড়ে তুলেছে। আমরা যারা সূর্যের মুখ দেখেছি, যারা জানি আলোর স্বচ্ছতা কি বস্তু তারা কোনমতেই আঘাত পাবে না তোমার কথায়।

তেরে। না আমার দ্বারা তোমার সর্বনাশ হবে না। এ্যাপোলোই সেই রহস্য প্রকাশ করে তোমার শেষ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ঈডি। এটা কি ক্রীয়নের চক্রান্ত?

তেরে। না, ক্রীয়ন তোমার শত্রু নয়, তুমি নিজেই তোমার শত্রু।

ঈডি। হে সম্পদ, হে সাম্রাজ্য, হে জনতা, তোমরা সকলেই কত সহজে মানুষের ঈর্ষার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হও! এ রাজ্যের যে শাসনভার আমার উপর অর্পিত হয়েছে সেই শাসনক্ষমতার লোভে আমার পুরাতন বন্ধু বিশ্বস্ত ক্রীয়ন আমার বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে যোগদান করে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কত হীন ও নির্বোধ সে। সে তার লাভের বস্তুটাকে বড় করে দেখেছে এখন। কিন্তু আসলে সে অন্ধ। এখন এস তেরেসিয়াস, আমাকে

বল কোথায় কখন তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়? এই সব সাধারণ মানুষের জন্য কি উপকার তুমি করেছ? এরা সত্যের জন্য যখন অন্ধকারে হাতড়ে গুমরে মরছে তুমি তখন তাদের কি দিয়েছ। আসলে এ রহস্য কোন আগন্তুকের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কোন সুদক্ষ ভবিষ্যদ্বক্তা ছাড়া একথা বলতে কেউ পারবে না। পাখি বা দৈববাণীর সাহায্যে একমাত্র সুদক্ষ জ্যোতিষীরাই একাজ পারবে, তুমি না। ক্রীয়নকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করে তুমি আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করছ। আমার মনে হয় তোমাকে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের একদিন আক্ষেপ করতে হবে। তোমাদের সব শ্রম ব্যর্থ হবে আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে। তুমি যদি বয়সে বৃদ্ধ না হতে তাহলে তোমার সাহসিকতার ফল্য আমি আজই দিয়ে দিতাম।

নেতা। হে রাজা ঈডিপাস, আমার মতে আপনি ও এই লোকটি দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আপনাদের কথা বলার প্রয়োজনীয়তা যাই থাক আপনাদের এখন উচিত দেবতাদের আদেশ কাজে পরিণত করা।

তেরে। যদিও আপনি রাজা, তথাপি আমিও কম নই। আমি আপনার ভৃত্য নই, আমি একমাত্র লেক্সিয়ার অধীনস্থ। সুতরাং ক্রীয়নকে হাত করার জন্য আমি তার অধীনতা স্বীকার করব না। আর একটা কথা বলে রাখছি, তুমি আমাকে এখন অন্ধ বলে উপহাস করছ, কিন্তু তুমি নিজে চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ, কারণ তুমি বুঝতে পারছ না, কোন্ দুরবস্থার মধ্যে কোথায় এবং কার সঙ্গে বাস করছ। তুমি কি জান তোমার বংশপরিচয় কি। তুমি বুঝতে পারছ না তোমার জাতির সঙ্গে তোমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছ তুমি। এও বলে রাখছি, একদিন তোমার পিতার ও মাতার যুক্ত অভিশাপ তোমাকে অন্ধ অবস্থায় দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। যখন তুমি প্রকৃত সত্য জানতে পারবে তখন কোথাও আশ্রয় পাবে না তুমি। তখন যে দুঃখ তোমায় সহ্য করতে হবে তার কিছুই এখন অনুমান করতে পারছ না তুমি। সুতরাং এখন যত খুশি পার আমার ও ক্রীয়নের উপর ঘৃণার গরল বর্ষণ করো। তবে জেনে রাখবে, তোমার মত আর কোন মানুষের আত্মা পৃথিবীতে এত বেশী দুঃখের দ্বারা নিষ্পেষিত হবে না।

ঈডি। তোমার কাছ থেকে এই সব উপহাস সহ্য করতে হবে আমায়? তুমি জাহান্নামে যাও। এই মুহূর্তে চলে যাও এখান থেকে। বিদায় হও অবিলম্বে।

তেরে। তুমি না ডাকলে আমি এখানে কখনই আসতাম না।

ঈডি। আমি জানতাম না তুমি এমন নির্বোধের মত যা তাই কথা বলবে। তা জানলে কখনই তোমাকে ডাকিয়ে আনতাম না।

তেরে। তুমি আমাকে নির্বোধ বলছ। কিন্তু তোমাকে যাঁরা জন্মদান করেছিলেন তোমার সেই পিতামাতা আমাকে জ্ঞানী বলে জানতেন।

ঈডি। কোন্ পিতামাতার কথা বলছ? থাম থাম, কে আমার পিতা?

তেরে। যেদিন সেকথা জানতে পারবে সেদিন তোমার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ঈডি। তোমার সব কথাই হেঁয়ালিতে ভরা।

তেরে। কিন্তু ধাঁধা বা হেঁয়ালি বোঝার ব্যাপারে তোমার কি কোন দক্ষতা নেই

ঈডি। তুমি যদি আমার কোন গুণের প্রশংসা করো আমি তাকে তিরস্কার বলে মনে করব।

তেরে। তোমার এই গুণই একদিন তোমার সর্বনাশ সাধন করবে।

ঈডি। আমি তা গ্রাহ্য করি না। এ রাজ্য ত্যাগ করতে হলেও আমি পশ্চাদপদ হব না।

তেরে। আমি তাহলে চলি। কই বালক, আমার হাত ধরে নিয়ে চল।

ঈডি। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। সত্যিই তুমি আমার কাছে একটা মূর্তিমান বাধা ও যন্ত্রণাস্বরূপ; তুমি এখান থেকে চলে গেলে স্বস্তি অনুভব করব ও নিশ্চিন্ত হব আমি।

তেরে। আমার কাজ হয়ে গেছে। এবার আমি নির্ভীকভাবে চলে যাব। তোমার ভ্রূকুটিকে কোনরূপে ভয় করি না আমি। কারণ তুমি আমাকে একেবারে ধ্বংস করতে পারবে না কখনো। তবে যাবার আগে আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি লায়াসের যে হত্যাকারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছ তুমি, যাকে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, সে লোক জানবে এখানেই আছে। তাকে দেখে বিদেশী মনে হলেও পরে দেখা যাবে সে এদেশেরই লোক; জাতিতে থীবস্। আজ সে ধনী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হলেও একদিন তাকে অন্ধ ও নিঃস্ব অবস্থায় হাতে লাঠি ধরে পথ চিনে চিনে এ রাজ্য ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়াতে হবে। একদিন সে জানতে পারবে তার সন্তানদের সে একাধারে ভ্রাতা এবং পিতা। সে জানতে পারবে যে নারীর সঙ্গে সে বসবাস করছে বর্তমানে সে সেই নারীর একাধারে পুত্র এবং স্বামী। একাধারে সে তার পিতার দাম্পত্যশয্যার উত্তরাধিকারী এবং

পিতৃহন্তা। এবার তুমি এবিষয়ে চিন্তা করো। যদি দেখ আমার কথা ভুল তাহলে বলবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সব মিথ্যা, বলবে এবিষয়ে আমার কোন পারদর্শিতা নেই।

(বালকসহ তেরেসিয়াসের প্রস্থান। ঈডিপাসের প্রাসাদ-অভ্যন্তরে প্রবেশ)

কোরাস। কে সেই ব্যক্তি, ডেলফির পাহাড় থেকে আসা দৈববাণী যাকে রাজা লায়াসের হত্যাকারী হিসাবে অভিহিত করেছে। এখন সে ঝড়ের বেগে অথবা দ্রুতগামী অশ্বে কোথাও পালিয়ে যাক। তা না হলে জিয়াসপুত্রের দ্বারা বিচ্ছুরিত জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ভস্মীভূত করে দেবে তাকে। এক নিদারুণ দুর্ভাগ্য আচ্ছন্ন করে দেবে তাকে।

অন্যদল। সম্প্রতি তুষারাচ্ছন্ন পার্ণেসাস পর্বত হতে সংবাদ এসেছে। সেই অপরিজ্ঞাত হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতেই হবে। কোন এক অরণ্যের অন্ধকার গভীরে অথবা পর্বতের নির্জন গুহায় এক নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু সে জানে না এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ তার মাথার উপর থেকে সব সময় অনুসরণ করে চলেছে তাকে।

অন্যদল। এই বিজ্ঞ জ্যোতিষীর বাণী বিচলিত করেছে আমায়। আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না, আবার অস্বীকার করতেও পারছি না। কি বলব খুঁজে পাচ্ছি না। নানা দুশ্চিন্তা ভিড় করে আসছে আমার মনে। আমার কাছে এখন বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত লাবডেকাস ও পলিবাসপুত্রের বাড়িতে এমন কোন আপত্তিকর কিছু শুনিনি যার দ্বারা ঈডিপাসের নামকে কলঙ্কিত করে সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে দায়ী করতে পারি।

অন্যদল। একমাত্র দেবরাজ জিয়াস আর তাঁর পুত্র এ্যাপোলো এই মর্ত্য-লোকের কথা অবগত আছেন। কিন্তু কোন মর্ত্যমানবের পক্ষে মানবজীবনের ভূত ভবিষ্যতের সব কথা জানা সম্ভব নয়। আমি যা জানি সব মানুষই তাই জানতে পারে। অবশ্য কোন কোন মানুষ ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কথার বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি ততক্ষণ ঈডিপাসকে দোষী বলে সাব্যস্ত করতে পারব না। অতীতে একবার এক দেবদূত আবির্ভূত হয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে যায়। কিন্তু সে এতদিন ভালভাবেই রাজ্যশাসন করে যায়। সুতরাং তাকে আমরা কোন অপরাধে অপরাধী বলতে পারি না।

ক্রীয়নের প্রবেশ

ক্রীয়ন। শোন নগরবাসীগণ, রাজা ঈডিপাস আমার উপর অকারণে দোষারোপ করেছেন জানতে পেরে ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। বর্তমানে তিনি যদি মনে করেন তাঁর এই দুঃখজনক অবস্থায় আমার কোন কথা বা কাজ দায়ী তাহলে আমার কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই আমি পদত্যাগ করব তার প্রতিবাদে। এ অপবাদ আমি সহ্য করব না। এই গুজবের মধ্যে আর একটা দিক আছে যা আমার মর্মকে স্পর্শ করেছে। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে। আমি যদি রাজা বা রাজ্যের কাছে বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য হই তাহলে তোমাদের কাছেও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে গণ্য হব।

কোরাসদলের নেতা। আমার মনে হয়, একথা রাজা অন্তরের সঙ্গে বলেননি ; জ্যোতিষীর কথা শুনেই দুঃখে বাধ্য হয়ে বলেছেন।

ক্রীয়ন। তিনি একথাও বলেছেন যে আমার পরামর্শক্রমেই জ্যোতিষী নানারকম মিথ্যা কথা বলেছে।

নেতা। একথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু কি অর্থে বলা হয়েছে তা জানি না।

ক্রীয়ন। আচ্ছা রাজা কি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সুস্থ মনে ও মুখে আনেন ?

নেতা। তা আমি ঠিক জানি না। রাজা কিভাবে একথা বলেছিলেন জানি না। তবে রাজা নিজেই এখানে আসছেন।

ঈডিপাসের প্রবেশ

ঈডি। তুমি আবার এখানে কিকরে এলে ? তোমার এতদূর সাহস যে তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার রাজমুকুট কেড়ে নিতে চেয়েও আবার আমার প্রাসাদে এসেছ ? আচ্ছা দেবতার নামে শপথ করে বলত, নির্বুদ্ধিতা বা কাপুরুষতা কি পেয়েছ আমার মধ্যে যে আমার বিরুদ্ধে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র খাড়া করলে ? তুমি কি ভেবেছ তোমার এই গোপন চক্রান্তের কথা আমি ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারব না কোনদিন ? উপযুক্ত বন্ধুবান্ধব, অনুচর ও ধনসম্পদের সহায়তা হাতে না নিয়ে কোন সিংহাসন লাভ করতে যাওয়াটা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয় ?

ক্রীয়ন। শোন আমার কথা। এর উত্তরে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই। তারপর আমার বিচার করবে।

ঈডি। তুমি কথার জালে তোমার আসল উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করে রাখতে

চাও। আমি ওসব কথা বুঝি না, বুঝতে চাই না। আমি তোমাকে শুধু আমার এক আপোষহীন ভয়ঙ্কর শত্রু বলে মনে করি।

ক্রীয়ন। এখন আমার কথাটা শোন। তোমার অভিযোগের ব্যাখ্যা আমি কিভাবে করি তা দেখ।

ঈডি। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতক নও এ ধরনের কোন কথা যেন ব্যাখ্যা করতে এস না।

ক্রীয়ন। সুমতির পরিবর্তে গোঁড়ামিটাকেই যদি তুমি বড় গুণ বলে মনে করো তাহলে নিজেকে তুমি ঠিক বলতে পারো।

ঈডি। তুমি যদি ভেবে থাক তোমার এক নিকট আত্মীয়ের প্রতি চরম অন্যায় করে পালিয়ে যাবে তাহলে তোমাকে জ্ঞানবান বলা যায় না কখনই।

ক্রীয়ন। তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু কি অন্যায় আমি তোমার প্রতি করেছি তা বল।

ঈডি। আচ্ছা তুমি কি আমার জ্যোতিষ তেরেসিয়াসকে ডেকে আনার পরামর্শ দাওনি?

ক্রীয়ন। হ্যাঁ আমি তাই চেয়েছিলাম।

ঈডি। আচ্ছা রাজা লায়াসের মৃত্যু ঘটেছে কতদিন হলো?

ক্রীয়ন। রাজা লায়াসের মৃত্যু? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঈডি। এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবী থেকে।

ক্রীয়ন। সে আজ বহুদিন আগের ঘটনা। সেটা সুদূর অতীতের কথা।

ঈডি। আজকের এই জ্যোতিষী কি সেদিনও এই কাজে দক্ষ ছিল?

ক্রীয়ন। হ্যাঁ, তোমার মতই ও সমান দক্ষ ছিল এবং ওর বেশ নামযশ ছিল এ বিষয়ে।

ঈডি। সে কি তখন আমার নাম কোনভাবে করেছিল?

ক্রীয়ন। আমি যতদূর জানি তা করেনি।

ঈডি। সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন তদন্ত করনি?

ক্রীয়ন। তদন্ত অবশ্য করেছিলাম। কিন্তু তার ফলে কোন তথ্য পাইনি।

ঈডি। আজকের এই জ্যোতিষ কিন্তু তখন কোন কথা বলেননি।

ক্রীয়ন। আমি অবশ্য তা জানি না। যখন তা জানি না তখন এবিষয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

ঈডি। তবে একটা কথা অবশ্যই তুমি বলতে পার। পরিষ্কারভাবে

বলতে পার।

ক্রীয়ন। কি সে কথা। যদি জানি তাহলে নিশ্চয় আমি তা বলব। অস্বীকার করব না।

ঈডি। আমি রাজা লায়াসকে হত্যা করেছি একথা বলার আগে তেরেসিয়াস অবশ্যই তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছিল।

ক্রীয়ন। কি সে বলেছে তা তুমিই ভাল জান। তুমি যেমন আমার কাছ থেকে জানতে চাও আমিও তেমনি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।

ঈডি। যত খুশি জানতে পার। আমি কোনদিনই হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হব না।

ক্রীয়ন। তুমি আমার বোনকে বিয়ে করেছ ত?

ঈডি। একথা অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ক্রীয়ন। তোমরা দুজনেই এ রাজ্য শাসন করে চলেছ?

ঈডি। তার কাম্য সব বস্তুই সে আমার কাছ থেকে পায়।

ক্রীয়ন। তোমাদের দুজনের মধ্যে আমিও কি একজন বন্ধু নই?

ঈডি। এইখানেই আমার আপত্তি। তুমি একজন কপট বন্ধু।

ক্রীয়ন। না, তা নই। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ মনে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখ। বিচার করে দেখ যদি কাউকে জীবনে অনাবিল শান্তি উপভোগ ত্যাগ করে ভয়ে ভয়ে রাজ্যশাসন করতে বল তাহলে কিছুতেই সে তা চাইবে না। আমি শুধু রাজকর্ম করে যেতে চাই, রাজা হওয়ার বাসনা কোনদিনই আমার স্বভাবে নেই। আমি যখন যা চাই তাই তুমি আমাকে দাও। আমি শান্তিতে আছি। কিন্তু আমাকে যদি রাজ্যশাসন করতে হয় তাহলে আমাকে এমন অনেক কাজ করতে হবে যাতে আমি কোন আনন্দ পাব না। শান্তিপূর্ণ রাজকীয় প্রভাবই আমার কাম্য, রাজশক্তি না। আমি এমন কোন মূঢ় ব্যক্তি নই যে কোন নিষ্ফল সম্মানের দিকে হাত বাড়াব। এখন সকলেই আমাকে ভালবাসে, আমার শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে। সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করে। কেউ তোমার কাছে কোন আবেদন নিবেদন জানাতে এলে আগে আমার শুভেচ্ছা কামনা করে। কারণ সে জানে সে বিষয়ে আমার শুভেচ্ছার উপরেই তার সাফল্য কামনা করে। সুতরাং কেন আমি এই সুখের জীবন ত্যাগ করে উদ্বেগপূর্ণ রাজার জীবন কামনা করব? যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি তারা কখনো কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তারা সত্য অসত্য কি তা জানে। সুতরাং আমি

রাজা হতে চাই না। এটা আমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। আমার কথার সততা সম্প্রমাণিত করার জন্য প্রথমে পাইথো গিয়ে জান আমি দৈববাণীর কথা সঠিক এসে বলেছি কি না। তারপর যদি দেখ আমি জ্যোতিষীর সঙ্গে চক্রান্ত করেছিলাম তোমার বিরুদ্ধে তাহলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দান করবে এবং আমি তোমার সঙ্গে নিজেকেই নিজে সে দণ্ড দান করব। কিন্তু আমার অনুরোধ, অপ্রমাণিত মিথ্যা অপবাদের উপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করো না আমায়। অথবা কোন ভাল লোককে মন্দ বা কোন মন্দ লোককে ভাল বলা উচিত নয়, এবং প্রকৃত বন্ধুকেও হঠাৎ কোন সন্দেহের বশবর্তী বলে ত্যাগ করা উচিত নয়।

কে খারাপ বা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তা একদিনেই জানা যায়, কিন্তু কে ভাল বা ন্যায়পরায়ণ তা কালক্রমে জানা যায়।

নেতা। উনি ভাল কথাই বলেছেন হে রাজন। যে ব্যক্তি তার পতনের কথা ভাবে না সে কোন সৎ পরামর্শও গ্রহণ করে না।

ঈডি। যখন কোন গোপন ষড়যন্ত্রের জাল নিঃশব্দে এগিয়ে আসে আমার দিকে তখন আমাকেও পাল্টা ষড়যন্ত্র করতে হবে। যদি তাতে বিলম্ব করি তাহলে তাতে তার লাভ হবে। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।

ক্রীয়ন। তাহলে কি করবে তুমি, আমাকে নির্বাসিত করবে দেশ থেকে?

ঈডি। আমি তোমার মৃত্যু চাই, নির্বাসন নয়। নির্বাসন দিলে তুমি তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে।

ক্রীয়ন। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সংকল্প করে ফেলেছ। তুমি কারো কথা শুনতে চাও না, কাউকে বিশ্বাস করতেও চাও না।

ঈডি। তোমাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করছ আমায়।

ক্রীয়ন। না, তা ঠিক নয়। আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই।

ঈডি। আমার নিজের স্বার্থ সম্পর্কে আমি ঠিক আছি।

ক্রীয়ন। না, তাহলে আমার স্বার্থের কথাও ভাবতে।

ঈডি। না, তুমি ত বিশ্বাসঘাতক।

ক্রীয়ন। তুমি যদি আমার কথা বুঝতে না চাও ত কি করব?

ঈডি। তবু আমাকে রাজ্যশাসন করতেই হবে।

ক্রীয়ন। কিন্তু শাসন করতে গিয়ে যদি কুশাসন করে ফেল?

ঈডি। হে থীবস্‌বাসী, শোন ওর কথা।

ক্রায়ন। থীবস্ শুধু একা তোমার দেশ নয়, থীবস্ আমারও দেশ।

(প্রাসাদ হতে বেরিয়ে এসে জোকাস্তা প্রবেশ করল)

নেতা। থাম থাম হে রাজন্যদ্বয়, যথাসময়ে রাণী জোকাস্তা এসে গেছেন। তিনি প্রাসাদ থেকে এখানেই আসছেন। তাঁর সহায়তায় তোমাদের এ বিবাদ দূর করে ফেল।

জোকাস্তা। হে বিপথগামী রাজপুরুষদ্বয়, কিসের জন্য তোমরা এমন চিৎকার করে ঝগড়া করছ ? যখন সারা দেশ মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত তখন তোমরা ঝগড়া বিবাদ করছ নিজেদের মধ্যে। যাও তোমরা আপন আপন ঘরে যাও। এস ক্রীয়ন, এ নিয়ে আর বেশী দুঃখ করো না।

ক্রীয়ন। হে আমার পরমাত্মীয়া ভগিনী, তোমার স্বামী ঈডিপাস আমার উপর ভয়ঙ্কর অন্যায় করছে। সে হয় আমাকে আমার পিতৃভূমি হতে নির্বাসিত করবে অথবা আমাকে হত্যা করবে।

ঈডি। আমার বিরুদ্ধে ও ষড়যন্ত্র করেছে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

ক্রীয়ন। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে আমার উপর যেন ভয়ঙ্কর এক দৈব অভিশাপ নেমে আসে এবং তাতেই আমার মৃত্যু হয়।

জোকাস্তা। দেবতার নামে করা ওর এই শপথে বিশ্বাস করো ঈডিপাস। আমার ও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খাতিরেও একথা তুমি বিশ্বাস করো।

কোরাস। হে রাজন, আমাদের প্রার্থনা, একথা ভেবে দেখুন। রাণীর কথা মেনে নিন।

ঈডি। কি চাও আমার কাছ থেকে ?

কোরাস। যে আগে কখনো নির্বুদ্ধিতার কাজ করেনি এবং আজ জোর গলায় শপথ করছে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখুন।

ঈডি। তুমি যা চাইছ তার অর্থ জান ?

কোরাস। হ্যাঁ জানি।

ঈডি। তাহলে স্পষ্ট করে বল তুমি কি বলতে চাও।

কোরাস। আমার কথা হলো এই যে অপ্রমাণিত কোন গুজবের উপর ভিত্তি করে শপথে আবদ্ধ এক বন্ধুকে অসম্মানজনক অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত নয়।

ঈডি। তাহলে জেনে রাখ তোমার এই অনুরোধের জন্য তোমাকে হয় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে অথবা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

কোরাস। সবচেয়ে প্রত্যক্ষীভূত দেবতা সূর্যের নামে শপথ করে বলছি আমি নির্দোষ। যদি আমার এই অনুরোধের পিছনে কোন কুচিন্তা থাকে তাহলে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় শোচনীয়ভাবে আমার মৃত্যু ঘটবে। আমি শুধু দেশের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখে এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা চিন্তা করেই একথা বলেছি।

ঈডি। তাহলে ঠিক আছে, ওকে যেতে দাও। এর ফলে আমার ধ্বংস বা নির্বাসন যদি অনিবার্য হয়েও ওঠে, তা হোক। তার নয়, তোমার মুখ দেখে ও কথা শুনেই করুণা জাগছে আমার মনে। তবে সে যেখানেই থাকবে সে শুধু ঘৃণাই পাবে আমার কাছে।

ক্রীয়ন। যে ক্রোধের আতিশয্যে তুমি আমার উপর অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে সে ক্রোধ প্রশমিত হয়নি এখনো। এই ক্রোধের আবেগ এমনই ভয়ঙ্কর যে তা সহ্য করা তোমার নিজের পক্ষেই কষ্টকর হবে।

ঈডি। তুমি কি এখান থেকে চলে গিয়ে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না?

ক্রীয়ন। আমি চলে যাচ্ছি। তোমার মনের ঠিক নেই। তবে এরা সবাই জানে আমি কতখানি ন্যায়পরায়ণ, আমি কোন অন্যায় করিনি।

(ক্রীয়নের প্রস্থান)

কোরাস। হে মহারাণী, আপনি রাজাকে বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে নিয়ে যান।

জোকাস্তা। হাঁ। তাই যাব। ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে।

কোরাস। হাঁ, আমিও তাই বলছি।

জোকাস্তা। আসল ঘটনাটি কি?

কোরাস। যা ঘটেছে যথেষ্ট। দেশের যখন এই দুরবস্থা তখন এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটা উচিত নয়।

ঈডি। তোমরা কি সবাই আমার মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য এসেছ? এই কি তোমাদের সততার পরিচয়?

কোরাস। হে রাজন, একথা আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি আপনার গুরুত্বকে যদি আজ আমি অস্বীকার করি তাহলে লোকে আমায় পাগল অথবা নির্বোধ বলবে। কারণ একদিন আমাদের এই দেশ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বসেছিল তখন আপনিই তাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন এবং আজও আপনিই তাকে পথ দেখিয়ে মুক্তি ও সমৃদ্ধির রাজ্যে নিয়ে যাবেন।

জোকাস্তা। দেবতার নামে শপথ করে বল রাজা, কেন তুমি সহসা এমন

ভয়ঙ্কর এক ক্রোধের আবেগে তপ্ত হয়ে উঠেছ ?

ঈডি। সব বলব। আমি তোমাকে সকলের থেকে শ্রদ্ধা করি হে প্রিয়তমা। আমার ক্রোধের কারণ হলো ক্রীয়ন আর তার ষড়যন্ত্র।

জোকাস্তা। ঠিক আছে বল কিভাবে তার সঙ্গে তোমার বিবাদটা বাধে।

ঈডি। ও বলে আমিই রাজা লায়াসকে হত্যা করেছি।

জোকাস্তা। ও নিজের চোখে তা দেখেছে না অপরের কাছ থেকে শুনেছে ?

ঈডি। না সে নিজে কিছু বলেনি। নিজে চুপ করে থেকে এক বদমায়েস জ্যোতিষকে ধরে এনে তাকে দিয়ে একথা বলায়।

জোকাস্তা। তাহলে ওসব কথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও। মনকে মুক্ত করো। আমার কথা শোন। কোন মানুষ কখনো জ্যোতিষদের কথার রহস্য বুঝতে পারে না। আমি তার প্রমাণ দিচ্ছি। রাজা লায়াস এক দৈববাণী শোনেন। সে দৈববাণী ফীবাস না তার লোকজন কারা পাঠায় তা ঠিক জানি না। সে দৈববাণী এই যে তাঁর নিজের পুত্রের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। সে পুত্র নাকি আমারই গর্ভজাত। পরে লায়াসের যখন মৃত্যু হয় তখন লোকে বলে ডেলফি যাবার পথে কয়েকজন বিদেশী দস্যুর হাতে লায়াসের মৃত্যু হয়। এদিকে তার বহু আগে আমাদের যে সন্তান জন্মলাভ করে দৈববাণীর ভয়ে লায়াস তিন দিনের মধ্যেই তার পা বেঁধে লোক মারফৎ কোন এক দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ফেলে দিয়ে আসে। সুতরাং এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না যে সেই সন্তানই তার পিতাকে হত্যা করবে। এই হচ্ছে জ্যোতিষদের ভবিষ্যদ্বাণী। ওকথা তুমি বিশ্বাস করো না। এর মধ্যে যেটুকু রহস্য দেবতারাই তা কালক্রমে প্রকাশ করবেন।

ঈডি। কিন্তু মনে তবু কেন শান্তি পাচ্ছি না প্রিয়তমা! তোমার কথা শোনার পর থেকে মনের মধ্যে কেন এক অশান্ত আলোড়ন অনুভব করছি ?

জোকাস্তা। একথা কেন বললে ? কিসের উদ্বেগ অনুভব করছ ?

ঈডি। তুমি বললে রাজা লায়াস পথের এমন এক জায়গায় নিহত হন যেখানে তিনটি পথ একত্র মিলিত হয়।

জোকাস্তা। সে কথা আজও লোকে বলে।

ঈডি। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায় যেখানে ঘটনাটা ঘটে ?

জোকাস্তা। জায়গার নাম কোসিস। ডেলফি এবং ডলিয়া থেকে সেখানে যাওয়া যায়।

ঈডি। ঘটনাটা কখন ঘটে তা জানা আছে?

জোকাস্তা। তুমি এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার কিছু আগে এই ঘটনাটা ঘটে এবং তার কথা প্রচারিত হয়।

ঈডি। হে জিয়াস, কোন দুর্ভাগ্যের কবলে ফেলতে চাও আমায়?

জোকাস্তা। কেন তুমি নিজের কাঁধের উপর এ দুঃখের বোঝা চাপিয়ে নিচ্ছ ঈডিপাস?

ঈডিপাস। এখন ওকথা জিজ্ঞাসা করো না। এখন বল রাজা লায়াসের চেহারা কেমন ছিল?

জোকাস্তা। তিনি চেহারায় লম্বা ছিলেন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছিল। তাঁর দেহের গড়নটা অনেকটা তোমার মতন।

ঈডি। হায় কী হতভাগ্যই না আমি। আমার মনে হয় না জেনে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ভোগ করে চলেছি আমি।

জোকাস্তা। একথা কেন বলছ? তোমার মুখের দিকে তাকালে এখন ভয়ে কাঁপুনি আসছে আমার।

ঈডি। আমার ভয় হচ্ছে জ্যোতিষরা বোধ হয় সব ঠিক জানতে পারে। তবে আর একটা কথার জবাব দাও।

জোকাস্তা। যদিও আমার ভয় হচ্ছে তথাপি আমি তোমার সব কথার উত্তর দেব।

ঈডি। তাঁর সঙ্গে অল্পসংখ্যক না বেশীসংখ্যক সৈন্য ছিল?

জোকাস্তা। তারা সব নিয়ে সংখ্যায় মোট পাঁচজন ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিল দেহরক্ষী। একটা গাড়িতে করে লায়াস যাচ্ছিল।

ঈডি। হায়, এখন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কে এই সংবাদ দিল তোমাদের?

জোকাস্তা। একজন ভৃত্য। সেই দলের মধ্যে একমাত্র সেই বেঁচে যায়।

ঈডি। সে কি আজও এই বাড়িতেই আছে?

জোকাস্তা। না নেই। সে এখানে ফিরে এসে তোমাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখেই আমাকে অনুনয় বিনয় করে বলে সে মাঠে গিয়ে ভেড়া চরাবে। তাকে যেন সেই কাজে পাঠানো হয়। সে বড় বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ভৃত্য। এর থেকে বেশী অনেক বড় কিছু সে চাইতে পারত।

ঈডি। খবর দিলে সে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবে ত?

জোকাস্তা। সেটা খুবই সহজ। কিন্তু এতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

ঈডি। আমার ভয় হচ্ছে আমি হয়ত অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি। আমি লোকটিকে দেখতে চাই।

জোকাস্তা। সে আসবে। কিন্তু আমি জানতে চাই হে রাজন, কিসের জন্য এত দুঃখ তোমার মনে।

ঈডি। হ্যাঁ আমি বলব সেকথা। আমার ভয়টা এখন অনেক দূর এগিয়েছে। আমার জীবনে তোমার থেকে বড় আর কেউ যখন নেই তখন তোমাকে কোন ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। আমার বাবার নাম হলো পলিবাস। বাড়ি কোরিন্থ্। আমার মার নাম মেরোপ। সারা শহরের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। লোকে আমাকে সেই ভেবে খাতির করত। কিন্তু একটি ঘটনায় সব যেন ওলট পালট হয়ে যায়। একদিন এক ভোজসভায় একজন বেশী মদ খেয়ে আমাকে উপহাসের ভঙ্গিতে বলে আমি আমার পিতার প্রকৃত সন্তান নই। আমি অত্যন্ত রেগে যাই। অবশ্য কোন রকমে সামলে নিই নিজেকে সেদিনকার মত। কিন্তু পরের দিন আমি আমার পিতামাতার কাছে গিয়ে তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তারা বলল, লোকটা ঠাট্টা করেছে আমার সঙ্গে। এ কথা হেসে উড়িয়ে দেবার কথা। তখনকার মত আমি শান্ত হলাম আমার পিতামাতার কথায়। কিন্তু মনে আমার সংশয় রয়ে গেল। কারণ তখনও পযন্ত একটা জোর গুজব চারদিকে শোনা যাচ্ছিল। একদিন আমি আমার বাবা মাকে না জানিয়ে ডেলফি চলে যাই। কিন্তু যে কথা জানার জন্য আমি ফীবাসের কাছে যাই সেকথা আমাকে না জানিয়ে হতাশ করেন ফীবাস। তবে তার পরিবর্তে অন্য কতকগুলি কথা আমাকে জানান তিনি যা শুনে একই সঙ্গে দুঃখ এবং ভয় পাই। তিনি বলেন আমার ভাগ্যে নাকি আছে আমি আমার নিজের মাতার দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করব এবং আমার জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করব। একথা শুনে আমি আমার দেশ কোরিন্থ্ ছেড়ে পালিয়ে যাই। এমন এক দুর্গম অঞ্চলে চলে যাই যেখান থেকে আমার দ্বারা ফীবাসের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হবার কোন সুযোগ থাকবে না। আমি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে চলে যাই সেই দেশে যেখানে তোমাদের রাজকুমারকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে আসা হয়। আমি এবার তোমাকে বলব আসল ঘটনার কথা। চলার পথে আমি সেই জায়গায় এসে পড়ি যেখানে তিনটি বড় রাস্তা এসে মিলিত হয়েছে। সেখানে আমি

প্রথমে একটি অশ্বচালিত গাড়ির সামনে একজন প্রহরীকে দেখতে পাই। সেই প্রহরীটি আমাকে ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দেয়। আমি তখন রেগে গিয়ে লোকটিকে আঘাত করি। তা দেখে গাড়ির উপর বসে থাকা এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। আমি তখন এমন এক ঘুঁষি মারি যাতে সে গাড়ি হতে উল্টে পড়ে যায়। তখন আমি তাদের সকলকে হত্যা করি। এখন যদি দেখা যায় আমার মত এক অপরিচিত ব্যক্তি লায়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে আমার মত হতভাগ্য আর কেউ থাকতে পারে না। দেবতাদের চোখে এমন ঘৃণিত মানুষ আর কেউ হতে পারে না। এমন মানুষকে কোন নগরবাসী আশ্রয় দেবে না এবং কেউ আশ্রয় দিলেও তার পরিচয় জানতে পারলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে ঘৃণাভরে। এই বলে আমি নিজেকেই নিজে অভিশাপ দিই। আমি যে হাত দিয়ে সেই লোককে হত্যা করি সেই হাত দিয়েই তার স্ত্রীর সতীত্ব ও শালীনতা হানি করি। এবার বল আমি কি পাপাত্মা নই? আমি কি কলুষিত নই? আমার উচিত স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড ভোগ করা। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা দেখ. সেই নির্বাসনকালে আমি আমার নিজের দেশ জন্মভূমিতে যেতে পারব না। আমার দেশবাসীকে দেখতে পাব না সেই দৈববাণীর ভয়ে। কারণ তাহলে যদি ভাগ্যের লিখন অনুসারে পিতাকে হত্যা করে বসি এবং নিজের মাতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই! তাহলে নিষ্ঠুর নিয়তির যে বিধানের দ্বারা ঈডিপাসের ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে সেই বিধান অনুসারেই অভিশাপ ভোগ করে যেতে হবে তাকে। হে দেবতাবৃন্দ, আমার জীবনে যেন সেদিন কখনো না আসে। এ ধরনের কোন অভিশাপ আমার জীবনে নেমে আসার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।

কোরাস নেতা। হে রাজন, এসব কথা সত্যই ভয়ের উদ্রেক করছে আমাদের মধ্যে। তথাপি এখনো আশা আছে। সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হবেন না।

ঈডি। আশা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তবু মাঠ থেকে সে ব্যক্তি আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

জোকাস্তা। সে এলে কি জানতে চাইবে তুমি?

ঈডি। বলছি, তার কথা যদি তোমার কথার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে আমি বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যাব।

জোকাস্তা। আমার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কি কথা শুনেছ?

ঈডি। তুমি এর আগে আমায় বলেছ, লায়াস কয়েকজন দস্যুর দ্বারা নিহত হয়। সেও যদি তাই বলে তাহলে বুঝবে আমি সে হত্যাকারী নই। কিন্তু সে যদি বলে মাত্র একজন দস্যুই লায়াস ও তার দলকে হত্যা করে তাহলে বুঝতে হবে আমিই সেই অপরাধী।

জোকাস্তা। না। শান্ত হও। আমি যে কথা তোমাকে বলেছি সে কথা আমি একা নই শহরের সব লোক শুনেছে। সে অন্য কথা বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া সে অন্য কথা বললেও দৈববাণীর সঙ্গে সেকথা মিলবে না। কারণ লোক্সিয়া সেই দৈববাণীতে বলে আমার গর্ভস্থ সন্তানের দ্বারা নিহত হবে লায়াস। কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তান ত জন্মাবার পরই সেই দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং কোনক্রমেই সে দৈববাণী সত্য হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

ঈডি। তুমি ঠিকই বলেছ। তবু সেই চাষী লোকটিকে ডেকে পাঠাও। ব্যাপারটাকে অবহেলার চোখে দেখো না।

জোকাস্তা। এখনি ডেকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু এখন ঘরে চল। তুমি যা চাইবে তাই করা হবে।

(ঈডিপাস ও জোকাস্তা প্রাসাদ অন্তঃপুরে চলে গেল)

কোরাস। কাজে ও কর্মে আমি যেন আমার সততা ও পবিত্রতা রক্ষা করে মানুষের কাছ থেকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করে যেতে পারি। অলিম্পাসবাসী দেবরাজের দ্বারা নির্দেশিত পথে আমি যেন চিরদিন চলি। আমার ভাগ্যের বিধান যেন আমাকে কুপথে কোনদিন চালিত না করে। অলিম্পাসবাসী এই সব দেবতাদের জন্ম বা মৃত্যু নেই। তাঁদের পিতামাতা নেই। তাঁরা বিশ্রাম করেন না বা নিদ্রাভিভূত হন না। তাঁরা বার্ধক্য কি জিনিস তা জানেন না।

অন্যদল। অহঙ্কারই মানুষকে অত্যাচারী করে তোলে। ধনসম্পদ বা কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে কোন মানুষের অহঙ্কার ক্রমশঃ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠলে একদিন না একদিন সে মানুষের পতন ঘটবেই। তার উত্থানের আর কোন আশা থাকবে না। তবে দেবতা যেন আমাদের রাজ্যকে সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা করে চলেন।

অন্যদল। কোন লোক যদি দেবতাদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং ন্যায় বিচারকে পদদলিত করে কথায় ও কাজে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার প্রকাশ করে চলে

তাহলে তার মাথার উপর অবশ্যই নেমে আসবে এক সর্বনাশা অভিশাপ। সে তখন ক্রমাগত অসৎ কর্ম করে চলবেই। সে অধর্মাচরণ করে যাবেই। এই ধরনের অহঙ্কারী ও অধর্মাচারী মানুষের জীবন কখনই দৈব অভিশাপের বিষাক্ত শরের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত না হয়ে পারে না। এই ধরনের মানুষের অসৎ ও অন্যায় কাজ যদি সম্মানিত হয় তাহলে আমরা দাঁড়াব কোথায় ?

অন্যদল। তাহলে আমরা কোন দেবতার বেদীমূলে বা মন্দিরে যাব না। দৈববাণী যদি মিথ্যা হয়, দেবতার কথা যদি সত্যে পরিণত না হয় তাহলে দেব পূজার অর্থ কি ? হে জিয়াস, তুমি যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যিকারের অধিপতি হও তাহলে তোমার ন্যায়বিচার অক্ষুন্ন রাখো। লায়াস সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমশই বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার কথা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। কেউ আর অ্যাপোলোর পূজা করছে না। দেবপূজা অনেক কমে গেছে ইতিমধ্যে।

(পশমের কাপড় জড়ানো একটি অলিভশাখা হাতে জোকাস্তা প্রাসাদের সামনে গৃহদেবতা লাইসীয় এ্যাপোলোর বেদীমূলে উপনীত হয়ে হাতের শাখাটি সেখানে নামিয়ে রাখল)

জোকাস্তা। হে রাজ-অমাত্যগণ, আমি পবিত্র অলিভশাখা ও গন্ধদ্রব্যসহ দেবতাদের মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে ভক্তিভরে পূজা দেওয়ার কথা ভেবেছি। কারণ ঈডিপাসের সমগ্র অন্তরাত্মা এক অনপনেয় আশঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সে প্রায়ই ভীত ও উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে সে কোনকিছু বিচার করে দেখতে পারছে না। যেহেতু আমি পরামর্শ দানের দ্বারা আমার স্বামীর কোন উপকার করতে পারিনি সেইহেতু হে আমার দেবতা এ্যাপোলো, আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার একমাত্র প্রার্থনা, এক ভয়াবহ সংশয়ের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করো। তার অবস্থা দেখে আমরা সত্যিই ভীত হয়ে পড়েছি, অসুস্থ নাবিককে দেখে যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কোন অভিযানের যাত্রীরা। (জোকাস্তা যখন পূজা দিচ্ছিল তখন এক দূত এসে কোরাসদলকে সম্বোধন করে কথা বলল।)

দূত। হে ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে আমাকে বলবেন কি রাজা ঈডিপাসের বাড়ি কোথায় এবং এখন তিনি কোথায় অবস্থান করছেন ?

কোরাস নেতা। এই তাঁর প্রাসাদ এবং তিনি নিজেও এই প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন। আর এই নারী হলেন তাঁর সন্তানসন্ততির জননা।

দূত। তাহলে ইনি তাঁর রাণী। উনি ধনেপুত্রে সুখলাভ করুন।

জোকাস্তা। আপনারও মঙ্গল হোক হে অতিথি। আপনি ভদ্র এবং বিনয়ী। কিন্তু কোথা হতে আপনি আসছেন এবং কী বা বলার আছে আপনার ?

দূত। সুসংবাদ আছে রাণী। আপনার স্বামীর জন্য এক সুসংবাদ বহন করে এনেছি।

জোকাস্তা। কি সে সংবাদ এবং কোথা হতে আসছেন ?

দূত। আমি কোরিন্থ্ থেকে আসছি। যে সংবাদ আমি এনেছি তা শুনে আপনি আনন্দ করবেন আবার কিছুটা দুঃখিতও হবেন।

জোকাস্তা। কি সে সংবাদ যার একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনাদানের ক্ষমতা আছে ?

দূত। ইসথমেনিয়ার লোকেরা স্থির করেছে ঈডিপাসকে তারা রাজা করবে সে দেশের।

জোকাস্তা। তাহলে বৃদ্ধ পলিবাস কি আর বেঁচে নেই ?

দূত। না, তাঁর দেহ এখন সমাধিগহ্বরে শায়িত।

জোকাস্তা। পলিবাস মৃত ?

দূত। আমি যদি সত্য কথা না বলি তাহলে যেন আমার মৃত্যু হয়।

জোকাস্তা। হে আমার সহচরীবৃন্দ, যাও তোমাদের রাজাকে সুসংবাদ দাওগে। বলগে, কোথায় দেবতাদের সেই দৈববাণীর সত্যতা ? এই সেই পলিবাস যাকে ঈডিপাস দীর্ঘদিন ভয় করে আসছে, যাকে এড়িয়ে আসছে পাছে তাকে হত্যা করে বসে। এখন সে ব্যক্তি কালক্রমে আপনা হতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ঈডিপাসের হাতে তার মৃত্যু হয়নি।

(ঈডিপাসের প্রবেশ)

ঈডি। হে আমার প্রিয়তমা পত্নী, কেন তুমি আমায় সহসা ডেকে পাঠিয়েছ ?

জোকাস্তা। এই লোকটির কথা শোন। শোন দৈববাণীর কথা।

ঈডি। ইনি কে এবং কি সংবাদ আমার জন্য বহন করে এনেছেন ?

জোকাস্তা। উনি কোরিন্থ্ থেকে এসেছেন। তোমার পিতা পলিবাস আর জীবিত নেই একথা জানাতে এসেছেন তোমায়।

ঈডি। তোমার নিজের মুখ থেকে একথা শুনতে চাই দূত।

দূত। আমি পরিস্কার বলছি তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তিনি আর ইহলোকে নেই।

ঈডি। তাঁর মৃত্যু কি কোন রোগের দ্বারা ঘটেছে না কি কোন চক্রান্তের ফলে ?

দূত। বৃদ্ধ বয়সে সামান্য অসুখেই মানুষের মৃত্যু ঘটে।

ঈডি। তাহলে বুঝতে হবে অসুখেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

দূত। বার্ধক্যও তাঁর অন্যতম কারণ।

ঈডি। হায়, হে আমার পত্নী, আর যেন কোন লোক পাইথিয়ার সেই দেবজ্যোতিষের কাছে না যায় অথবা কোন দৈববাণীতে বিশ্বাস না করে। এই দৈববাণীই একদিন ঘোষণা করেছিল আমি নাকি আমার পিতাকে হত্যা করব—এটাই আমার ভাগ্যে আছে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করে সমাহিত হয়েছেন মাটির গর্ভে। অথচ আমি তাঁকে কোন অস্ত্রাঘাত করিনি। অবশ্য তিনি যদি আমার বিচ্ছেদবেদনায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে সেকথা স্বতন্ত্র। একমাত্র তাহলে আমি পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারি। যাই হোক, দৈববাণী যাই বলুক, পলিবাস এখন মৃত। সে দৈববাণীকে ভয় করার আর কিছু নেই।

জোকাস্তা। আমি কি একথা আগে বলিনি তোমায়?

ঈডি। হ্যাঁ বলেছিলে, কিন্তু আমি ভয়ে সেকথা মানতে পারিনি।

জোকাস্তা। আর এসব কথাকে অন্তরে প্রশ্রয় দিও না।

ঈডি। কিন্তু এখনো একটা ভয় আছে, মাতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। মাতার দাম্পত্যশয্যাকে কলঙ্কিত করা।

জোকাস্তা। যে ভাগ্যের বিধান ভবিষ্যতে সত্যে পরিণত হয় না তাকে মানুষ কেন ভয় করবে বলতে পার? তার থেকে মানুষের উচিত নির্ভয়ে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করা। মার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ভয় করো না। একথা অনেকে স্বপ্নে দেখে। কিন্তু এসব কথাকে যারা কখনও প্রশ্রয় দেয় না মনে তারাই সুখে জীবন যাপন করে।

ঈডি। তোমার কথাগুলো সত্যিই সাহস সঞ্চার করে মনে। কিন্তু আমার মাতা এখনো জীবিত আছেন। সুতরাং তুমি যাই বল আমার ভয়ের কারণ এখনো আছে।

জোকাস্তা। যাই হোক, তোমার পিতার মৃত্যুতে আমাদের আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ঈডি। তা যাক, তবু যিনি জীবিত আছেন তার জন্য?

দূত। আপনি কোন নারীকে ভয় করছেন?

ঈডি। পলিবাসের স্ত্রী মেরোপ।

দূত। তাঁকে ভয় করার কি আছে?

ঈডি। এক ভয়ঙ্কর দৈববাণী, দূত।

দূত। সে বাণী অপরকে শোনানো যেতে পারে?

ঈডি। তা অবশ্য শোনানো যায়। তবে লেক্সিয়া একবার বলেছিল আমার ভাগ্যে আছে আমি আমার মাতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব আর আমার নিজের পিতার রক্ত পাত করব। এই জন্যই আমি আমার জন্মভূমি কোরিন্থ্ থেকে অনেক দূরে আছি আর তার ফল ভালই হয়েছে। তবে পিতামাতার মুখ দেখতে সত্যই মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগে।

দূত। আপনি কি এই ভয়েই স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছিলেন নিজেকে?

ঈডি। দূরে ছিলাম কারণ আমি পিতৃহন্তা হতে চাইনি।

দূত। তাহলে এ ভয় হতে আমি আগেই আপনাকে মুক্ত করতে পারতাম। আমি ত আপনার মঙ্গলের জন্যই এসেছি।

ঈডি। অবশ্যই আমি তোমার সব আবেদনের কথা শুনব।

দূত। আপনার দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যাতে আমি কিছু আপনার উপকার করতে পারি তার জন্যই আমি এসেছি।

ঈডি। না। আমি কখনই আমার পিতামাতার কাছে যাব না।

দূত। হায় বৎস, মনে হচ্ছে তুমি কি করছ তাই জান না।

ঈডি। কেন ও কথা বলছ। সত্য করে বল দেবতার নামে।

দূত। যদি এই ভয়ে তুমি দেশে না যাও তাহলে আসল কথাটা আমি অবশ্যই বলব।

ঈডি। আমার কেবলই ভয় হয় ফীবাসের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয়।

দূত। তুমি তোমার পিতামাতার দিক থেকে অপরাধী হবার ভয় পাও?

ঈডি। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

দূত। তুমি কি জান তোমার এ ভয় কত নিরর্থক?

ঈডি। যদি তাঁরা আমার সত্যিকারের পিতামাতা হন তাহলে এ ভয় কেন নিরর্থক হবে?

দূত। কারণ পলিবাসের সঙ্গে তোমার কোন রক্তগত সম্পর্ক নেই।

ঈডি। কি বলছ তুমি? পলিবাস আমার পিতা নয়?

দূত। যেমন আমি তোমার পিতা নই, তেমনি পলিবাসও তোমার পিতা নয়।

ঈডি। কেন তুমি আমার পিতার সঙ্গে তোমার তুলনা করছ?

দূত। তিনি তোমার জন্ম দেননি যেমন আমি তোমার জন্ম দিইনি।

ঈডি। কেন তিনি আমায় তাঁর পুত্র বলে ডাকতেন?

দূত। কারণ তিনি আমার হাত থেকে দান হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করেন।

ঈডি। কিন্তু তা হলেও তিনি আমাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

দূত। কারণ তাঁর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

ঈডি। তুমি কি আমাকে কোথাও কিনেছিলে না কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

দূত। সিথেরণের পার্বত্যপ্রদেশে জঙ্গলের মধ্যে তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

ঈডি। সেখানে কোন উদ্দেশ্যে তুমি গিয়েছিলে?

দূত। আমি ভেড়া চরাচ্ছিলাম।

ঈডি। তুমি কি মেষপালক ছিলে? না কি মেষশাবক চুরি করতে গিয়েছিলে?

দূত। কিন্তু যাই করি সে সময় তোমায় আমিই রক্ষা করি।

ঈডি। তখন আমি কি অবস্থায় ছিলাম? আমার কষ্ট বলতেই বা কি ছিল?

দূত। তোমার পায়ের হাঁটুই সেকথা বলতে পারত।

ঈডি। সেই পুরনো কথা কেন আবার বলছ?

দূত। তোমার পায়ের হাঁটু দুটো তখন শক্ত করে বাঁধা ছিল। আমি সে বাঁধন খুলে দিয়ে মুক্ত করি তোমায়।

ঈডি। সে বাঁধন সত্যই আমার শৈশবজীবনের এক লজ্জাজনক ঘটনার অভ্রান্ত চিহ্ন।

দূত। তোমার সেই দুর্ভাগ্যের জন্যই তোমাকে এই নামে ছোট থেকে ডাকা হয়।

ঈডি। একাজ কে করেছিল, আমার বাবা না মা?

দূত। আমি তা জানি না। যে আমার হাতে তোমাকে তুলে দেয় একমাত্র সে-ই বলতে পারে।

ঈডি। কী, তুমি নিজে আমাকে প্রথম দেখতে পাওনি? অন্যের কাছ থেকে আমাকে পেয়েছিলে?

দূত। অন্য একজন মেষপালক আমার হাতে তোমাকে দেয়।

ঈডি। কে সে? একথা তুমি কি স্পষ্ট করে বলতে পার না?

দূত। আমার মনে হয় সে রাজা লায়াসের গৃহভৃত্য ছিল।

ঈডি। বহুদিন পূর্বে এ রাজ্য যিনি শাসন করতেন?

দূত। হ্যাঁ তাই। লোকটা নাকি তার অধীনে মেষপালকের কাজ করত।

ঈডি। লোকটা কি এখনো জীবিত আছে? আমি কি তার দেখা পেতে পারি?

দূত। আমি জানি না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোকরা বলতে পারবে।

ঈডি। এখানে যারা উপস্থিত আছ তাদের কেউ কি সেই মেষপালককে মাঠে ঘাটে বা শহরের কোথাও কখনো দেখেছ? এখন অবিলম্বে এই সব সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

কোরাস নেতা। আমার মনে হয় সেই মেষপালককে আপনি এর আগেও একবার দেখতে চেয়েছিলেন। তবে রাণী জোকাস্তাই সঠিক বলতে পারেন সে এখন কোথায় আছে।

ঈডি। হে প্রিয়তমা, তাকে একবার ডেকে পাঠাও। এর আগে তারই খোঁজ করেছিলাম এবং তারই কথা এই দূত বলছে।

জোকাস্তা। কেন সে লোকের কথা বলছ? ও সব কথা নিয়ে আর বৃথা চিন্তা করো না। ও সব ভিত্তিহীন কথা।

ঈডি। এত সব নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারব না তা কখনই হতে পারে না।

জোকাস্তা। দেবতার নামে বলছি যদি তোমার জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে তাহলে আর এ বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। আমার মনোবেদন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

ঈডি। মনে সাহস অবলম্বন করো। আমার পিতামাতা ক্রীতদাস হয় হোক, তাতে তোমার বংশমর্যাদা কোনক্রমে হ্রাস পাবে না।

জোকাস্তা। তবু আমার কথা শোন। এ সব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

ঈডি। আমি সমস্ত সত্য প্রকাশ না করে ছাড়ব না।

জোকাস্তা। তবু আমি তোমার মঙ্গলের জন্য, ভালর জন্যই এ কথা বলছি।

ঈডি। তোমার এই সৎ পরামর্শই আমার ধৈর্যকে বিব্রত করে তুলছে।

জোকাস্তা। হায়, কী হতভাগ্য তুমি! নিজের জন্মবৃত্তান্ত তোমার পক্ষে না জানাই ভাল ছিল।

ঈডি। তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে সেই রাখালকে ডেকে আন। আর তোমাদের রাণীকে এখান থেকে তার রাজকীয় বংশমর্যাদার গৌরব নিয়ে চলে যেতে বল।

জোকাস্তা। হায় হতভাগ্য! ও কথা আমি তোমাকে বলতে পারতাম। আর তোমাকে এ বিষয়ে কোন কথাও বলব না। (প্রাসাদের মধ্যে চলে গেল)

নেতা। হে ঈডিপাস, রাণী কেন এক ভয়ঙ্কর দুঃখের আবেগে স্তব্ধ হয়ে চলে গেলেন এখান থেকে? মনে হয় তাঁর এই সুগম্ভীর স্তব্ধতা এক বড় রকমের ঝড়ের পূর্বাভাস দান করছে।

ঈডি। যা হয় হোক। আমার বংশ যত নীচই হোক না কেন আমি তা জানতে চাই। ঐ নারী হয়ত নিজের বংশগৌরবের অহঙ্কারে আমার সম্ভাব্য নীচ বংশের কথা ভেবে লজ্জাবোধ করছে। কিন্তু আমি ভাগ্যদেবীর বরপুত্র, তিনি আমার অনেক মঙ্গল সাধন করেছেন; সুতরাং আমার ভাগ্যে কোন অসম্মান নেই। ঐ নারীই আমার মাতা যার গর্ভ হতে আমি উদ্ভূত হয়েছি। তারপর ছোট বড় বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে আমার জীবন। এই হচ্ছে আমার বংশধারা, একথা কখনই মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না। আমি আমার এই রহস্যময় জন্মবৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করবই।

কোরাস। আমি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হই তাহলে হে সিথেরণ, আগামী কাল পূর্ণিমার দিন তুমি জানতে পারবে ঈডিপাস তোমায় কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এবং নৃত্যগীতের মধ্যে আগামী কাল তোমার পূজা করব আমরা। কাল যেন ঈডিপাস সব রহস্য ভেদ করতে পারে। হে ফীবাস, আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমাদের প্রার্থনা যেন পূরণ হয়।

অন্যদল। পার্বত্য যাযাবর সেই মেষপালক প্যান কোন নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার গর্ভে উৎপন্ন করে তোমাকে? অথবা লেক্সিয়ার পত্নী তোমাকে গর্ভে ধারণ করেন? অথবা ঘটনাক্রমে সিলেন বা বেকাণ্টের কোন দেবতা হেলিকনের কোন জলদেবীর কাছ থেকে নবজাত অবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করেছেন? কারণ ঐ সব জলপরীর সঙ্গে ঐ সব দেবতারা প্রায়ই জলকেলি করে থাকেন।

ঈডি। হে বয়োপ্রবীণগণ, আমি সেই রাখালকে কখনো দেখিনি। তবে মনে হচ্ছে সে আপনাদের মতই হবে বয়সে প্রবীণ। আমার কোন ভৃত্য হয়ত তাকে এখানে নিয়ে আসবে। তবে আপনারা তাকে কেউ দেখে থাকতে পারেন এবং দেখলেই চিনতে পারবেন।

নেতা। আমি তাকে চিনি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। সে ছিল রাজা লায়াসের বিশ্বস্ত মেষপালক। (রাখালকে আনা হলো)

ঈডি। কোরিন্থ্ হতে আগত হে দূত, তুমি যার কথা বলছিলে, এই কি সেই লোক?

দূত। হ্যাঁ সেই লোক।

ঈডি। শোন হে বৃদ্ধ, এই দিকে তাকাও এবং আমি যা যা জিজ্ঞাসা করব তোমায় তুমি তার সঠিক উত্তর দেবে। তুমি কি রাজা লায়াসের অধীনে কাজ করতে?

রাখাল। আমি তাঁর দাস ছিলাম। তবে তিনি আমাকে কেনেননি কারো কাছ থেকে, তিনি আমায় ছোট থেকে পালন করেন।

ঈডি। কোন কাজে নিযুক্ত হও তুমি?

রাখাল। আমি ভেড়া চড়াতাম।

ঈডি। প্রধানতঃ কোন অঞ্চলে তুমি এই কাজ করতে?

রাখাল। কখনো সিথেরণ আবার কখনো বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

ঈডি। তাহলে তুমি নিশ্চয় এই লোকটিকে দেখে থাকবে।

রাখাল। কোন লোকের কথা আপনি বলছেন? কি করত সে?

ঈডি। এখানে যে লোকটি রয়েছে। কখনো একে দেখেছ কি?

রাখাল। আমি ঠিক স্মরণ করে উঠতে পারছি না।

দূত। তুমি কিছু ভাববে না মালিক, আমি তাকে সব কথা স্মরণ করিয়ে দেব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমরা যখন সিথেরণে মেষপালকের কাজে একসঙ্গে থাকতাম তখনকার কথা তার মনে আছে। ওর সঙ্গে ছিল দুটি পাল, আর আমার কাছে ছিল একটি পাল। আমরা সেখানে সাড়ে তিন বছর একসঙ্গে বাস করি। তারপর আমরা যে যার দেশে পাল নিয়ে চলে যাই। কি রাখাল ভাই, যা বললাম তা সত্যি বটে?

রাখাল। হ্যাঁ তুমি সত্য কথা বলছ। অনেকদিন আগেকার কথা হলেও যা বলছ সব সত্যি।

দূত। আচ্ছা বলত, তুমি কি তখন আমাকে একটি শিশু দিয়ে বলনি যে আমি যেন তাকে আমার নিজের পুত্রের মত পালন করি?

রাখাল। এখন তার কি? ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করছ কেন?

দূত। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই লোকটিই হচ্ছে সেই শিশু।

রাখাল। মহামারীতে মৃত্যু হোক তোমার। চুপ করো, আর একটি কথাও কখনো বলো না।

ঈডি। ওকে ভর্ৎসনা করো না বৃদ্ধ। তোমার একথার জন্য তোমাকেই ভর্ৎসনা করা উচিৎ।

রাখাল। আমি কি দোষ করেছি মালিক ?

ঈডি। ও যে শিশুর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে তার কথা তুমি বলছ না।

রাখাল। ওর কোন জ্ঞান নেই। ও শুধু শুধু অকারণে এসব প্রশ্ন করছে।

ঈডি। ভাল কথায় কাজ হবে না। তোমাকে পীড়ন করলে তবে তুমি সব বলবে।

রাখাল। দেবতাদের কথা স্মরণ করে একজন বৃদ্ধকে কষ্ট দেবেন না।

ঈডি। এই কে আছ, এই লোকটাকে এখনি বেঁধে ফেল।

রাখাল। হায় হায়! আর কি জানতে চান আপনি ?

ঈডি। আচ্ছা এই লোকটিকে তুমি সেই শিশুটিকে দান কর ?

রাখাল। হ্যাঁ দিই। সেই দিনই যদি আমার মৃত্যু হত।

ঈডি। তুমি যদি সত্য কথা আজ না বল তাহলে আজই তোমার মৃত্যু হবে।

রাখাল। না না। তা বললে আমার আরও ক্ষতি হবে।

ঈডি। আমার মনে হচ্ছে লোকটা দেরি করতে চায়। সহজে সব কথা বলবে না।

রাখাল। না না, আমি আগেই বলেছি আমি ওকেই ছেলেটি দিয়েছিলাম।

ঈডি। কোথা হতে ছেলেটি পেয়েছিলে ? তোমার নিজের বাড়িতে অথবা অন্য কোন বাড়িতে ?

রাখাল। আমার বাড়িতে নয়, আমি একজনের কাছ থেকে ছেলেটিকে পাই।

ঈডি। এই শহরে কার বাড়ি থেকে পাও ?

রাখাল। আর প্রশ্ন করবেন না মালিক। দয়া করে আর জানতে চাইবেন না।

ঈডি। আর একটা কথা যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

রাখাল। ছেলেটি রাজা লায়াসের বাড়িতে পাই।

ঈডি। ছেলেটি কোন ক্রীতদাসের না রাজা লায়াসের বংশের কেউ।

রাখাল। হায়, হায় সর্বনাশ। আমি আর একটা কথাও বলতে পারব না।

ঈডি। আমিও আর শুনতে পারছি না। তবু আমাকে শুনতেই হবে।

রাখাল। তবে জেনে রাখুন, সে ছেলে রাজা লায়াসের নিজের সন্তান। তবে রাণী এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে পারেন।

ঈডি। কেন? রাণী কি তাঁর নিজের হাতে ছেলেটিকে তোমার হাতে দেয়?

রাখাল। হ্যাঁ রাজন।

ঈডি। কোন উদ্দেশ্যে?

রাখাল। যাতে ছেলেটির জীবন আমি নাশ করে দিতে পারি।

ঈডি। তাব নিজের সন্তানের জীবন নাশ করতে চেয়েছিল হতভাগিনী?

রাখাল। হ্যাঁ, অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়ে তাই করতে চেয়েছিলেন তিনি।

ঈডি। কি সে ভবিষ্যদ্বাণী?

রাখাল। ভবিষ্যদ্বাণীতে শোনা যায় ছেলেটি নাকি তার পিতাকে হত্যা করবে।

ঈডি। কেন তাহলে তুমি ছেলেটিকে এই লোকটিকে দাও?

রাখাল। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে দিই যাতে সে ছেলেটিকে নিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখছি ভয়ঙ্কর দুঃখভোগের জন্যই সে যেন বাঁচিয়ে রাখে ছেলেটিকে। যদি আপনিই সেই শিশু হন তাহলে জানবেন দুঃখের জন্যই আপনার জন্ম হয়।

ঈডি। হায়, সব কথা প্রকাশিত হলো। সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হলো। হে আমার আলো, এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। যে ভয়ঙ্কর অভিশাপ আমার জন্মলগ্ন ও বিবাহবন্ধনকে কলুষিত করেছে সেই অভিশাপের বশবর্তী হয়েই আমি পিতৃরক্ত পাত করেছি। (প্রাসাদের মধ্যে ছুটে চলে গেল)

কোরাস। হায়, হে মানবজাতি, কায়াহীন ছায়ার মত কত অলীক তোমাদের জীবন। এমন কোন মরণশীল মানুষ আছে জীবনে যে চিরস্থায়ী সুখে সুখী হয়েছে, যার আপাতদৃষ্ট ছায়াসর্বস্ব সুখের কায়াটি জীবনে গড়ে উঠতে না উঠতেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় না অচিরে? হে ঈডিপাস, তোমার দুর্ভাগ্যই সতর্ক করে দিচ্ছে আমায়, আমি যেন বিশ্বের কোন মানুষকে কখনো সুখী বলে অভিহিত না করি।

অন্যদল। হে জিয়াস, একদিন এই ঈডিপাস এক অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে তার বুদ্ধি ও চাতুর্যের তীর নিক্ষেপ করে সৌভাগ্যলক্ষ্মী জয় করে নেয়। সে সেই বক্রোষ্ঠবিশিষ্ট কুটিল পাখিটিকে হত্যা করে যে প্রায়ই অশুভ ভবিষ্যতের কথা বলত। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত ইনি আমাদের দেশে নির্জিত মৃত্যুর বুকের উপর যেন এক বিরাট বিজয়স্তম্ভ গড়ে তোলেন। আমরা এঁকে রাজারূপে এক অবিসম্বাদিত গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত করি। ইনি থীবস্ জাতিকে শাসন

করতে থাকেন।

অন্যদল। কিন্তু এখন তার মত দুঃখী মানুষ আর পৃথিবীতে কেউ নেই। এখন সে কোন রোগ, মহামারী বা দুঃখের শিকার হয়ে উঠতে পারে যে কোন মুহূর্তে। হে খ্যাতনামা ঈডিপাস, যে উদার আরামদায়ক শয্যায় একদিন তুমি শিশুরূপে লালিত হও সেই শয্যাকেই কিরূপে তুমি দাম্পত্যশয্যায় পরিণত করো? হে হতভাগা, যে গর্ভে তোমার পিতা একদিন সন্তান উৎপাদন করেন সেই গর্ভ তোমাকেই বা কিভাবে এতদিন ধরে নীরবে অপ্রতিবাদে সহ্য করে তোমার ঔরসজাত সন্তান ধারণ করল?

অন্যদল। সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা কাল তোমাদের সব গোপন অপরাধের কথা প্রকাশ করে ফেলল। যে ভয়ঙ্কর বিবাহবন্ধনে মাতাপুত্র আবদ্ধ সে বিবাহবন্ধন নিজের হাতে ছিন্ন করে দিল কাল। হে লায়াসপুত্র, তোমার সঙ্গে যদি আমার কখনো দেখা না হত। শোকের বিলাপের মত এই দুঃখের কথা ঝরে পড়ছে আমার মুখ থেকে। হে ঈডিপাস, একদিন তুমি আমায় দিয়েছিলে নূতন জীবনের আলো, আজ তুমি আমার চোখে নিয়ে এসেছ অনপনেয় পরিতাপের নিবিড়তম অন্ধকার।

প্রাসাদ থেকে দ্বিতীয় এক দূতের আগমন

২য় দূত। রাজ্যের হে সম্মানিত ব্যক্তিগণ, জীবনে আপনারা যে দুঃখের ঘটনা কখনো চোখে প্রত্যক্ষ করেননি অথবা যার কথা কখনো শোনেননি, সেই দুঃখের ঘটনা আজ লাবডাকাস বংশের এই প্রাসাদে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। গোপনে এত পাপ এই প্রাসাদ অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে সে পাপের পুঞ্জীভূত কালিমা সমগ্র ঈস্টার বা থ্যাসিসের জলরাশি তা ধুয়ে দিতে পারবে না। আর এই সব পাপ কর্মকর্তার জ্ঞাতসারেই হয় অনুষ্ঠিত। যে দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত পাপ দ্বারা সঞ্জাত সে দুঃখের পীড়ন বড় ভয়ানক।

১ম দূত। যাদের দুঃখ ও বিপদের কথা আমরা আগে হতে জানতাম তারা ছাড়া আর কার কথা বলছ তুমি?

২য় দূত। প্রথমে সংক্ষেপে জেনে রাখুন, আমাদের রাণীমা জোকাস্তা মৃত।

নেতা। হায় হতভাগিনী! কিন্তু কেমন করে মৃত্যু ঘটল?

২য় দূত। নিজের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সে মৃত্যুর দৃশ্য এত সকরুণ যে আপনাদের তা দেখতে হবে না। আমি তার কথা সাধ্যমত বর্ণনা করব। প্রথমে তিনি দুহাতে করে তাঁর মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজের ঘরে

ঢুকে তাঁর দাম্পত্য শয্যার দিকে ছুটে গেলেন। তিনি রাজা লায়াসের ঔরসজাত তাঁর সেই পুত্রের কথা ভেবে লায়াসের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন পাগলের মত। এই পুত্রের দ্বারাই তার পিতার মৃত্যু হয় এবং এই পুত্রের সন্তানই তার মাতা গর্ভে ধারণ করেন। তিনি তাঁর নিজের পুত্রের ঔরসজাত দুটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেন একথা ভেবে দুঃখে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তারপর কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় তা আমরা জানি না। কারণ দেখলাম ঈডিপাস ঝড়ের বেগে সেখানে এসে আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। ঈডিপাস চারিদিকে কি যেন খুঁজছিলেন। তিনি আমাদের একটা তরবারি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর তিনি একাধারে যিনি তাঁর স্ত্রী ও মাতা তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর সামনে আমরা কেউ কেউ ছিলাম। নিজেই তিনি এদিক ওদিক খোঁজ করতে করতে একটি রুদ্ধ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি খুলতেই আমরা সবাই দেখলাম গলায় ফাঁস লাগিয়ে সেই ঘরের মধ্যে রাণী জোকাস্তা ঝুলছেন। ফাঁসের দড়িটা আলগা করে মৃতদেহটা মেঝের উপর নামালেন ঈডিপাস। তারপর রাণীর মাথার চুলের সোনার কাঁটা দিয়ে নিজের চোখের তারাগুলো নির্মমভাবে বিদ্ধ করে আপন মনে বললেন, 'না জেনে তোমরা এমন সব অদর্শনীয় বস্তু, নিষিদ্ধ গোপন এমন সব অবয়বসংস্থান দেখেছ যা তোমাদের দেখা উচিত হয়নি। আর সে সব বস্তু কোনদিন দেখতে পাবে না তোমরা। চিরকালের মত অন্ধ হয়ে যাও এবার থেকে।' এই কথা বলে বারবার আঘাত করলেন তিনি তাঁর চক্ষুতারকায়। বৃষ্টিধারার মত কালো রক্ত ঝরে পড়তে লাগল তাঁর আহত চক্ষুকোটর হতে। তাঁদের দুজনের মিলিত পাপে এই রাজপ্রাসাদ আজ কলঙ্কিত। একদিন ঈডিপাসের যে পৈত্রিক প্রাসাদ সুখ ও সমৃদ্ধিতে ছিল পরিপূর্ণ আজ তার পরিবর্তে সেখানে বিরাজ করছে মৃত্যু, লজ্জাজনক পাপ আর নিদারুণ শোকদুঃখ।

নেতা। তাঁর বেদনার কি উপশম ঘটেছে?

২য় দূত। তিনি এখন চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বলছেন, দরজা খুলে তাঁকে পথে বার করে দিতে। সমস্ত ক্যাডমীনদের ডেকে তারা যেন তাঁকে দেখায়। তারা যেন পিতৃহন্তা ও মাতৃযোনিসম্ভোগী সেই পাপাত্মার আসল পরিচয় সকলের কাছে দান করে। সে সব কথা আমি মুখে আনতে পারব না। তিনি বলছেন তাঁকে যেন এই মুহূর্তে প্রাসাদ থেকে এই রাজ্য থেকে বার করে দেওয়া হয়। যে রাজপ্রাসাদ তাঁর দ্বারা আগেই কলুষিত হয়েছে সে প্রাসাদ তাঁর স্পর্শে

ও উপস্থিতিতে আর যেন কলুষিত ও কলঙ্কিত না হয়। যাই হোক, এখন তিনি নিজে কোথাও যেতে পারবেন না। একজন পথপ্রদর্শক দরকার। তিনি এদিকে আপনাদের কাছেও আসবেন। এই তাঁর ঘরের দরজা উন্মুক্ত হলো। এবার আপনারা স্বচক্ষে সেই সকরুণ দৃশ্য দেখবেন। যে মর্মন্তুদ কথা কানে শোনা যায় না তা স্বকর্ণে শুনবেন।

(প্রাসাদের প্রধান দরজা খুলে যেতেই ঈডিপাস তাঁর সহচরদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে মুখে তখনো রক্তের দাগ)

কোরাস। হে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের মূর্ত প্রতীক! এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। কি হেতু তুমি এই উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ? কোন অদৃশ্য অপার্থিব শত্রু এক অমানবিক প্রতিহিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে তোমার এই বিড়ম্বিত জীবনকে তার শিকারে পরিণত করেছে? তোমাকে দেখে আমার বুকের মাঝে এমন হৃৎকম্পন শুরু হয়েছে যে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করলেও আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। এমন কি তোমার মুখপানে তাকাতেও পারছি না।

ঈডি। হায়, কী হতভাগ্য আমি! দুর্ভাগ্যের টানে আমি কোথায় এসে পড়লাম? আমার সকরুণ কণ্ঠস্বর বাতাসে কতদূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে? হে আমার নিয়তি, তোমার নিষ্ঠুর বিধান কতদূর পর্যন্ত তার জাল বিস্তার করেছে আমার জন্য?

কোরাস। এমন ভয়ঙ্কর স্থানে নিয়তি তোমায় এনেছে যার কথা মানুষ কখনো শোনেনি অথবা যা কেউ কখনো দেখেনি।

ঈডি। হে বিভীষিকাময় অন্ধকার, আমার চোখের আলোকে নিবিয়ে দিয়ে কত নিঃশব্দে ও অবাধে ব্যাপ্ত হয়ে আছ আমার চারিদিকে। এই সুন্দর মৃদুমন্দ বাতাসে ভর করে কেমন চমৎকারভাবে ভেসে বেড়াচ্ছ তুমি। অথচ আমার আত্মা অসংখ্য দুঃখের স্মৃতির দ্বারা বিদ্ধ হচ্ছে অনুক্ষণ।

কোরাস। একই সঙ্গে দুঃখ সহ্য করা ও তার জন্য বিলাপ করার জন্য তোমাকে দ্বিগুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

ঈডি। হায় বন্ধু, আজও আমার প্রতি তোমার মমতা ও ভালবাসা অবিচল রয়ে গেছে? এই অন্ধ হতভাগ্যের জন্য আজও তোমার প্রাণ কাঁদে? আমি চোখে কিছু না দেখতে পেলেও তোমার কণ্ঠস্বর শুনে তোমার উপস্থিতির কথা আমি বুঝতে পারছি ভালভাবে।

কোরাস। কত ভয়ঙ্কর কর্মের কর্তা হে ঈডিপাস, কিভাবে তুমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তোমার নিজের চক্ষু দুটিকে অন্ধ করে দিলে? কোন অমানুষিক শক্তি প্ররোচিত করল তোমায় এ কাজে?

ঈডি। এ্যাপোলো, দেবকুমার এ্যাপোলোই আমাকে বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন। আমার সমস্ত দুঃখ ও আঘাতের জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু আমি আমার বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য নিজের হাতে নিজের চক্ষু উৎপাটিত করেছি। যে চোখ দিয়ে জীবনে আমি কোন সুন্দর ও মধুর জিনিস প্রত্যক্ষ করতে পারিনি সে চোখ কেন রাখব?

কোরাস। তুমি যা যা বলেছ সব যথার্থ।

ঈডি। বল বন্ধু, জীবনে আর কি সুন্দর জিনিস আমি প্রত্যক্ষ করব? কাকেই বা ভালবাসব? আর কারই বা মধুর সম্ভাষণে আনন্দ লাভ করব? তার থেকে পথ দেখিয়ে এ রাজ্য থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চল বন্ধু। সমগ্র দেবলোকের দ্বারা ঘৃণিত ত্রিগুণীকৃত অভিশাপের দ্বারা জর্জরিত এই হতভাগ্যকে অন্য কোথাও নিয়ে চল ভাই।

কোরাস। তোমার দুর্ভাগ্য দেখে ও তোমার মর্মন্তুদ কথা শুনে আমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় কখনো না হলেই ভাল হত।

ঈডি। যে ব্যক্তি আমার সেই পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থায় আমার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করে তার যেন অচিরে মৃত্যু ঘটে। আমাকে পুনর্জন্ম দান করার জন্য তাকে কোন ধন্যবাদই দিতে পারি না আমি। যদি তখন আমার মৃত্যু ঘটত তাহলে তোমার ও আমার অন্যান্য বন্ধুদের মনে আমার জন্য এত দুঃখ বা বেদনা জাগত না। আমার জন্য তাদেরও এত ভীষণ মনোকষ্ট ভোগ করতে হত না।

কোরাস। আমিও এই কথাই বলি।

ঈডি। তখন আমার মৃত্যু ঘটলে আমাকে পিতৃরক্ত পাত করতে হত না, অথবা লোকে আমাকে মাতৃযোনিসম্ভোগী দুরাত্মা বলেও ডাকত না। আজ আমি এই ভয়ঙ্কর পাপকর্মের জন্য স্বর্গ মর্ত্য, দেবকুল ও মানবকুলের দ্বারা সমভাবে পরিত্যক্ত এক কলঙ্কিতা মাতার সন্তানরূপে ধিক্কৃত। এর থেকে যদি কোন ভয়ঙ্কর দুঃখ বলে কিছু থাকে তা ঈডিপাস সহ্য করতে পারে।

কোরাস। তুমি ঠিক কথা বলেছ তা আমি কেমন করে বলব তা বুঝতে পারছি না। জীবনে অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমার অনেক ভাল ছিল।

ঈডি। আমি যে অন্যায় করেছি এ কথা বলে আর আমাকে পরামর্শ দিতে এসো না। আমার আজ চোখ থাকলে কেবলি মনে অনুতাপ হত কেমন করে কোন চোখে আমি পিতাকে দেখেও না জেনে হত্যা করেছি। কোন্ চোখে আমি নিজের মাতাকে না জেনে সম্ভোগ করেছি। কেন আমি তাঁদের চিনতে পারিনি। তাছাড়া চোখ থাকলে আমি আমার প্রিয় সন্তানদের অন্তত দেখতে পেতাম। দেখে কিছুটা শান্তি পেতে পারতাম। থীবস্‌দেশের এক অভিজাত ও সর্বাপেক্ষা উচ্চ বংশের সন্তান হলেও আমার মত অধার্মিক ও ঘৃণ্য ব্যক্তিকে আমারই আদেশে দেশ থেকে বিতাড়িত করা উচিত। প্রাচীরবেষ্টিত এই নগরীর শোভা ও দেবতাদের স্বন্দর প্রতিমূর্তি জীবনে আর কোনদিন দেখতে পাব না। আমি এমন এক হতভাগ্য পামর। এই কলঙ্কজনক পাপকর্ম করার পর আমার দৃষ্টিশক্তি থাকলেও আমি কি চোখ তুলে স্থিরভাবে আমার দেশের ও জাতির লোকদের দিকে তাকাতে পারতাম? না, কখনই না। দর্শনেন্দ্রিয়ের মত আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কেও যদি আমি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম তাহলে একই সঙ্গে আমি জাগতিক সমস্ত শব্দদৃশ্য হতে বঞ্চিত হতাম। তাহলে আমার দেহটা এক আলোহাওয়াহীন জীবন্ত কারাগার হয়ে উঠত। আমি চাই আমার সমস্ত চিন্তা ও চেতনা যেন সমস্ত দুঃখ ও পরিতাপের উর্ধ্বে চলে যেতে পারে। হে সিথেরণ, কেন তখন তুমি আমায় আশ্রয় দান করেছিলে? কেন তখন তুমি আমায় সরাসরি তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলনি? তাহলে আমি আর মানব সমাজে ফিরে আসতে পারতাম না। হায় পলিবাস, হায় কোরিন্থ, তোমরা আমাকে এক নির্দোষ নিষ্পাপ শিশু ভেবে কত যত্নে লালন পালন করে থাক অথচ জানতে পার নাই সেই আপাতনিষ্পাপ শিশুদেহের অন্তরালে এক বিষাক্ত পাপাত্মা বেড়ে উঠছিল দিনে দিনে। আজ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হলো সেই পাপাত্মার যথার্থ স্বরূপ। হায় বনান্তরালবর্তী সেই তিনটি পথের সঙ্গমস্থল, আমার পিতার যে রক্ত আমি সেদিন পাত করেছিলাম সে রক্ত সেদিন তুমিই পান করেছিলে। আজ একবার ভেবে দেখ, আমার দ্বারা কৃত কত ভয়ঙ্কর কাজ তুমি দেখেছ এবং তোমার কাছ থেকে এখানে আসার পরও কত ভয়ঙ্কর কাজ আমি করি। হে বৈবাহিক বন্ধন ও বিবাহানুষ্ঠান, তোমরাই আমার জন্ম দান করে পৃথিবীর আলোর মাঝে টেনে এনেছ। কিন্তু পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি তোমাদের দ্বারা সঞ্জাত সমস্ত পবিত্র সম্পর্ককে আমি মাতার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা কলুষিত করেছি। এইভাবে এক জঘন্য ও লজ্জাজনক

পাপ-কর্মের জন্য সমগ্র মানবজাতির কাছে ধিক্‌ত হয়েছি আমি। কিন্তু না, যে জঘন্য ঘৃণ্য কর্ম আমি করেছি তার কথা মুখে আর প্রকাশ করব না। শোন বন্ধুগণ, আমাকে তোমরা দয়া করে এই রাজ্যের বাইরে কোন অজানা জায়গায় পাঠিয়ে দাও, অথবা আমাকে হত্যা করো অথবা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করো। আর যেন কোন মানুষ আমার মুখদর্শন করতে না পারে। শোন, কাছে এসো, ভয় করো না। আমার পাপ যাতে অন্য কাউকে কখনো স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করো।

ক্রীয়নের প্রবেশ

কোরাস নেতা। ঐ ক্রীয়ন আসছে। সে-ই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারে। তার কাছে পরামর্শ চাও। তোমার অবর্তমানে এখন ক্রীয়নই এ রাজ্য শাসন করবে।

ঈডি। আমি কোন মুখে অভ্যর্থনা জানাব তাকে? আমার কোন পরিচয় দেব তাকে? কারণ অতীতে তার উপর আমি অনেক অবিচার করেছি।

ক্রীয়ন। শোন ঈডিপাস, আমি তোমাকে উপহাস করতে বা অতীতের দোষ ত্রুটির জন্য তোমাকে তিরস্কার করতে আসিনি। (অনুচরবর্গের প্রতি) মানবসন্তানদের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাক বা না থাক, আমাদের প্রত্যক্ষ সূর্যদেবতার প্রাণদায়িনী পবিত্র আলোর প্রতি যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা-বোধ থাকে তাহলে এই কলুষিত নরদেহটিকে আর প্রকাশ্য দিবালোকে বার করো না। কারণ একে ধরিত্রীমাতা বুক পেতে যেমন গ্রহণ করতে পারেন না তেমনি আকাশ হতে বৃষ্টিধারা বা সৌরলোকের কোন আলো এর মাথার উপর বর্ষিত হতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে প্রাসাদ-অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। আত্মীয়ের দুঃখের কাহিনী শুধু আত্মীয় স্বজনেরাই শুনবে।

ঈডি। আমার মত এক পাপিষ্ঠের প্রতি যখন সদয় হয়েছ তখন আমার একটা আশা পূরণ করো ভাই।

ক্রীয়ন। কি চাও তুমি আমার কাছে?

ঈডি। যথাশীঘ্র আমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করো। এমন জায়গায় পাঠিয়ে দাও যেখানে কোন মানুষ আমাকে দেখতে পাবে না।

ক্রীয়ন। এটা আমি করতে পারতাম। কিন্তু আমি প্রথমে দেবতাদের কাছ থেকে আমার করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিতে চাই।

ঈডি। না, আমার মত পাপাত্মা ও পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য দেবতারা নির্দেশ দান করেছেন।

ক্রীয়ন। তা হতে পারে। তবু আমরা এখন কোন অবস্থায় এসে পড়েছি এবং এখন আমাদের কর্তব্য কি তা ভালভাবে জানা দরকার।

ঈডি। আমার মত একজন হতভাগ্য লোকের জন্যও তুমি দৈবনির্দেশ প্রত্যাশা করো?

ক্রীয়ন। হ্যাঁ, তুমি নিজেও এবার হতে দেবতাদের বিশ্বাস ও ভক্তি করে চলবে।

ঈডি। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, এইমাত্র অন্তঃপুরে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর জন্য উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করো। আর আমার জন্য এমন ব্যবস্থা করো যাতে আমি যতদিন বাঁচব, আমার পিতার রাজ্যে আমার যেন স্থান না হয়। আমাকে বরং সেই সিথেরণের অরণ্যাচ্ছন্ন পর্বতশিখরে পাঠিয়ে দাও যেখানে একদিন আমার পিতামাতা আমার মৃত্যুর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। তাঁরা একদিন যে মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন আমায় সে দণ্ড শিরোধার্য করে সেইখানেই মৃত্যুবরণ করতে চাই আমি। কারণ আমি জানি কোন রোগ বা স্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যু হবে না আমার এবং অনেক দুঃখভোগ আমার ভাগ্যে আছে বলেই মৃত্যুর কবল হতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে আমাকে। আমার ভাগ্য যেখানে আমাকে নিয়ে যায় যাক। আমার কথা আর বলব না। আমার সন্তান সন্ততি সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই। ক্রীয়ন, আমার দুটি পুত্রের জন্য কোন যত্ন তুমি নিতে না পার তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তারা যেখানে তাদের খুশিমত থাকতে চায় থাকবে, শুধু দেখবে তাদের জীবিকার যেন কোন অভাব না হয়। কিন্তু আমার দুটি অসহায় কন্যাসন্তানের প্রতি যেন তুমি যথাসাধ্য যত্ন নিও। তারা আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি। আমার সঙ্গে সব সময় থেকেছে, খেয়েছে, বসেছে। যদি পার তাদের আমার কাছে এনে তাদের অঙ্গ একবার আমায় স্পর্শ করতে দাও। আমার এই আশাটি অন্ততঃ পূরণ করো। একবার যদি আমি তাদের স্পর্শ করতে পারতাম তাহলে মনে হত তারা আগের মত আজও আমার কাছেই আছে।

(ক্রীয়নের অনুচরেরা আন্তিগোনে ও ইসমেনেকে নিয়ে এল)

হে দেবতাবৃন্দ, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার সন্তানদের কান্নার শব্দ

শুনতে পাচ্ছি। ক্রীয়ন কি তাহলে দয়া করে আমার কাছে আমার সন্তানদের পাঠিয়ে দিয়েছে? হায় আমার প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা কি এসেছ?

ক্রীয়ন। হ্যাঁ, আমি তাদের এনেছি। কারণ আমি জানি তাদের দেখে কত আনন্দ একদিন তুমি পেতে এবং আজও পাবে।

ঈডি। তাহলে দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। তাহলে তুমি এবার হবে তাদের সদয় অভিভাবক। হে আমার সন্তানগণ, কাছে এস। এস এমন এক হতভাগ্যের কাছে যার মাতা ছিল তোমাদেরও মাতা, যার পাপকর্ম তার অন্ধত্ব ঘটায় এবং যে না জেনে তার মাতার গর্ভে তোমাদের উৎপাদন করে। যখন আমি ভাবি ভবিষ্যতে তোমরা কী তিক্ত জীবনই না যাপন করবে তখন আমার কান্না পায়। কিন্তু আমার চোখ না থাকায় কাঁদতে পারি না, তাই আমার হয়ে তোমরা কাঁদ। শহরে কার সঙ্গে তোমরা বেড়াবে? এমন কোন উৎসবে তোমরা যোগদান করবে যেখান থেকে আনন্দের পরিবর্তে দুঃখে চোখের জল না ফেলে আসবে না? যখন তোমরা বিবাহযোগ্যা হবে তখন এমন কোন ব্যক্তি আছে যে সমস্ত অপমান ও উপহাসের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের পাণিগ্রহণে সম্মত হবে? সারা জীবন ধরে তোমাদের দুঃখ ভোগ করে যেতে হবে আর তার কারণও যথেষ্ট আছে। তোমাদের পিতা তার পিতাকে হত্যা করে, তার আপন গর্ভধারিণীর গর্ভে তোমাদের তার সন্তান হিসাবে উৎপাদন করে। লোকে এই কথা বলে তোমাদের বিদ্রূপ করবে। সুতরাং কে তোমাদের বিবাহ করবে? না। এমন লোক কেউ নেই। হতে পারে না। সুতরাং এক চিরবন্ধ্যা কৌমার্যের অন্তহীন বিরামহীন উত্তাপে তোমাদের সমগ্র জীবনযৌবন শুকিয়ে মরবে। হে মেনোসিয়াসপুত্র, আমার কথা শোন। যেহেতু তাদের পিতামাতা নেই, তুমিই হবে তাদের একমাত্র পালকপিতা। তুমি দেখবে তারা যেন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে না বেড়ায়। তারা তোমারও আত্মীয়া। আমার পাপকর্মের উল্লেখ করে তাদের যেন উপহাস করো না। এই অল্প বয়সে তারা যখন অনাথা হয়ে গেল তখন তুমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলবে। আমার হাত ছুঁয়ে শপথ করো। হে আমার সন্তানগণ, তোমরা পরিণত বয়স্ক হলে আমি তোমাদের অনেক উপদেশ দিতাম। তবে শুধু এই কথাই বলি যে তোমরা দেবতার কাছে প্রার্থনা করবে, ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাবে ও থাকবে এবং তোমাদের অবশিষ্ট জীবন যেন তোমার পিতার জীবনের থেকে সুখের হয়।

ক্রীয়ন। তুমি অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছ ; এবার ঘরের মধ্যে যাও।

ঈডি। একথা ভাল না লাগলেও আমি মেনে চলব একথা।

ক্রীয়ন। তবে জানবে কালক্রমে সব জিনিসের সুফল পাওয়া যায়।

ঈডি। তুমি জেনেছ কোথায় আমি যাব ?

ক্রীয়ন। তুমি বল কোথায় যেতে চাও।

ঈডি। তুমি আমাকে এই রাজ্যের বাইরে বার করে দাও।

ক্রীয়ন। দেবতাদের কাছে কিন্তু আমার অনুমতি নিতে হবে এ বিষয়ে।

ঈডি। না, আমি দেবতাদের ভীষণ ঘৃণা করি।

ক্রীয়ন। তাহলে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

ঈডি। তাহলে তুমি মত দিচ্ছ ?

ক্রীয়ন। আমি বাজে কথা বলি না।

ঈডি। তাহলে এখনি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও এখান থেকে।

ক্রীয়ন। কিন্তু তোমার সন্তানদের এবার ছেড়ে দাও।

ঈডি। না, ওদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেও না।

ক্রীয়ন। সব বিষয়ে খবরদারি করো না। যে প্রভুত্ব তুমি একদিন লাভ করেছিলে তা স্থায়ী হয়নি তোমার জীবনে।

কোরাস। হে থীবস্‌বাসীগণ, দেখ, এই সেই ঈডিপাস যে ছিল একদিন এক বিশাল শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং যে এক প্রসিদ্ধ ধাঁধার সমাধান দান করে রাজত্ব লাভ করে। কিন্তু আজ দেখ, কী ভয়ঙ্কর এক দুঃখের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পড়ে তার জীবন অকালে বিনষ্ট হতে চলেছে।

সুতরাং যেহেতু আমরা জীবনের শেষ দিনের কথা জানতে পারি না, জীবনপথের প্রান্তবিন্দুটিকে কখনো দেখতে পাই না, সেই হেতু যতদিন না কোন মানুষ তার এই প্রাণরঙ্গভূমির শেষ সীমানাটুকু দুঃখহীন অবস্থায় অতিক্রম করতে পারছে ততদিন তাকে আমরা কখনই প্রকৃত সুখী বলব না।

ঈডিপাস এ্যাট কলোনাস

: নাটকের চরিত্র :

ঈডিপাস। থীবস্‌এর ভূতপূর্ব রাজা
আন্তিগোনে। ঐ কনিষ্ঠ কন্যা
ইসমেনে। ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা
থীসিয়াস। এথেন্সের রাজা
ক্রীয়ন। থীবস্‌এর রাজা
পলিনীসেস। ঈডিপাসের পুত্র
কলোনাসের জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি
জনৈক দূত
কলোনাসের বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোরাস
থীসিয়াসের অনুচরবৃন্দ
ক্রীয়নের অনুচরবৃন্দ

●

ঘটনাস্থল

নাটকের কাজ শুরু হয় প্রাকৃতিক শোভায় মণ্ডিত এক গ্রাম-অঞ্চলে। মঞ্চ থেকে একটি পার্বত্যপথ বার হয়ে এক গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেছে। এক অশ্বারোহীর প্রস্তরমূর্তি দেখা যাচ্ছে। বাম ও ডান দিকে দুটি পথ যথাক্রমে এথেন্স ও সমুদ্রোপকূলের দিকে চলে গেছে। কন্যা আন্তিগোনের হাত ধরে ছিন্নমলিন পোষাকপরিহিত অন্ধ পক্ককেশ ঈডিপাস একটি পথ ধরে মঞ্চে প্রবেশ করল।

ঈডিপাস। বল আন্তিগোনে, তোমার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতাকে নিয়ে এখন কোথায় এসেছ? এটা কোন জায়গা বৎস? গ্রাম না নগর? আজ কে এক ভ্রাম্যমান ঈডিপাসকে তার ঘরে আতিথেয়তা দান করবে? আজ আমার চাওয়া খুবই অল্প, বড় অল্পতে আজ সন্তুষ্ট হই আমি। এর কারণ হলো তিনটি—কাল, ক্রমাগত দুঃখ আর শিরায় শিরায় প্রবাহিত রাজরক্ত—এই তিনটি জিনিসই আমাকে ধৈর্য শিক্ষা দিয়েছে। এখানে কোথাও কি বিশ্রামের স্থান আছে যেখানে

আমি একটু বসতে পারি? কোন মন্দির বা বারোয়ারীতলা? আমি যখন যেখানে বসে বিশ্রাম করব তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করবে এটা কোন জায়গা, এর নাম কি, কারণ আমাদের মত যারা বিদেশী তাদের স্থানীয় লোকদের নির্দেশমত চলতে হয়।

আন্তিগোনে। হে আমার প্রিয় পিতা, দূরে এক নগরপ্রাচীর ও কিছু প্রাসাদের শীর্ষদেশ দেখতে পাচ্ছি। এখন যেখানে আমরা আছি সে জায়গাটা কোন প্রাচীন মন্দিরের চত্বর বলে মনে হচ্ছে। তার উপর এখন লরেল, অলিভ আর বুনো আঙ্গুর গাছের ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। এখানে অনেক নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। অদূরে একটা পাথরের ঢিবি পড়ে রয়েছে। তুমি তার উপর বসে বিশ্রাম করতে পার। অনেকখানি পথ এসেছ।

ঈডি। হ্যাঁ, আমাকে বসিয়ে দাও। আমাকে ওখানে নিয়ে চল। বুড়ো অন্ধ মানুষ, সাবধানে নিয়ে চল।

আন্তি। সেটা আমি জানি পিতা।

সেই কুঞ্জবনের মধ্যে একটা পাথরের উপর আন্তিগোনে ঈডিপাসকে বসিয়ে দিল।

ঈডি। এবার বলতে পার আমরা কোথায় এসেছি?

আন্তি। মনে হচ্ছে এটা এথেন্স। তবে এখানে কখনো আসিনি ত।

ঈডি। এর আগে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারাও সব বিদেশী।

আন্তি। কাউকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব জায়গাটা কোথা?

ঈডি। হ্যাঁ বাছা, দেখ এখানে কোন লোকের বাসস্থান আছে কি না।

আন্তি। নিশ্চয় কোন বাসস্থান আছে। তবে আমার আর কোথাও যাবার দরকার নেই। একজন লোক এ দিকেই আসছে।

ঈডি। এ দিকে আসছে? আমাদের দিকে আন্তিগোনে?

আন্তি। হ্যাঁ পিতা।

কলোনাসের জনৈক স্থানীয় ব্যক্তির প্রবেশ

এসে গেছে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পার পিতা।

ঈডি। হে পথিক, এই আমার মেয়ে; আমি অন্ধ, ওর চোখই আমার চোখ। বল এখানে কেউ কি আমার কথার উত্তর দিতে পারবে?

স্থানীয় ব্যক্তি। মহাশয়, আমাকে কোন প্রশ্ন করার আগে তুমি ওই ঢিবি হতে নেমে এস। ও জায়গাটা পবিত্র জায়গা, দেবস্থান।

ঈডি। তাই নাকি? এটা কোন দেবতার মন্দির?

ব্যক্তি। ও জায়গাটা ছুঁতে নেই। কেউ এখানে বাস করতে পারে না। পৃথিবী আর অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী ভয়ঙ্কর দেবীরা এখানে থাকেন।

ঈডি। এই সব দেবীদের কাছে আমরা কি প্রার্থনা জানাতে পারি?

ব্যক্তি। সেটা তোমার ইচ্ছা। আপন আপন দেশের প্রথা অনুসারে মানুষ প্রার্থনা করে দেবতাদের কাছে। আমরা বলি এই সব দেবীরা সব কিছু দেখতে পান এবং সকলের উপরেই দয়া করেন।

ঈডি। তাহলে তাঁরা আমাদের কাতর প্রার্থনায় নিশ্চয় দয়া করবেন আমাদের। এই সেই জায়গা যেখানে আমি চিরদিনের মত থেকে যেতে পারি।

ব্যক্তি। একথার মানে?

ঈডি। আমার ভাগ্যে তাই আছে। এই তার লক্ষণ।

ব্যক্তি। শহরে গিয়ে নির্দেশ না আনা পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু বলতে পারব না মশায়।

ঈডি। তবে অন্ততঃ আমার মত গরীব অসহায় পথিককে একটা কথার উত্তর দাও।

ব্যক্তি। বল, উত্তর দেব।

ঈডি। এটা কোন জায়গা?

ব্যক্তি। আমি যতদূর জানি এটা ধর্মস্থান, দেবস্থান। আমি এইটুকুই জানি। মহান দেবতা পসেডন আর অগ্নিদেবতা দৈত্যাকার প্রমিথিয়াস এখানে থাকেন। যে জায়গাটায় তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ সেটাকে বলে ব্রেজেনের ঢিবি। এথেন্সের শিলা। ঘোড়ায় চাপা যে পাথরের মূর্তিটি দেখছ তা হলো কলোনাসের। উনিই হচ্ছেন এ দেশের অধিপতি এবং রক্ষাকর্তা। এ স্থানের কথা হয়ত কোন গাথা বা কাহিনীতে শোননি। কিন্তু এর মাহাত্ম্য এখানকার অধিবাসীদের অন্তরে গাঁথা আছে।

ঈডি। নিকটে তাহলে লোকবসতি আছে?

ব্যক্তি। নিশ্চয়, তাদের বীর রাজার নামেই তাদের পরিচয়।

ঈডি। এ দেশ কি একজন রাজার দ্বারা শাসিত হয়, না সাধারণ মানুষের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত হয়?

ব্যক্তি। একজন রাজাই এই নগর ও রাজ্য শাসন করে থাকেন।

ঈডি। কে তিনি যিনি এখানকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী?

ব্যক্তি। তাঁর নাম থিসিয়াস। তাঁর পিতার নাম ছিল এজেউস।

ঈডি। কেউ কি দূত হিসাবে তাঁর কাছে একবার যেতে পারে?

ব্যক্তি। তাঁকে কি কোন কথা জানাতে হবে না তাঁকে স্বয়ং আসতে বলতে হবে?

ঈডি। সামান্য একটু কাজ করেই সে বড় রকমের পুরস্কার পাবে।

ব্যক্তি। একজন ব্যক্তি কত বড় পুরস্কার দিতে পারে?

ঈডি। আমি অন্ধ হলেও আমার কথা অন্ধ বা ব্যর্থ হবে না ভাই।

ব্যক্তি। হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার অবস্থা খারাপ হলেও তোমাকে দেখে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই সকলকে বলব তোমার কথা। আমি তোমাকে প্রথম যেখানে দেখেছিলাম যেখানে প্রথম তুমি দাঁড়িয়েছিলে সেইখানেই থাক। ততক্ষণে আমি শহরে না গিয়ে আগে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের জানাই। আমি যা দেখেছি তাই বলব তাদের। তারপর তারা যা ঠিক করে তাই হবে। তারাই বলবে তুমি এখানে থাকবে না চলে যাবে। (প্রস্থান)

ঈডি। লোকটি কি চলে গেছে মা?

আন্তি। হ্যাঁ, চলে গেছে পিতা। এখানে এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার কিছু বলার থাকলে তুমি তা বলতে পার।

ঈডি। হে ভয়াবহ দেবীগণ, আমি এদেশে উপনীত হয়ে প্রথম যেখানে বিশ্রামের জন্য বসি তোমরা সেইখানে অধিষ্ঠান করো। তোমরা আমার উপর সদয় হও। এ্যাপোলো আমাকে অভিশাপ দিলেও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শেষ বয়সে কোন এক জায়গায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেবেন আমার। তিনি বলেছিলেন কোন এক পবিত্র ধর্মস্থানে আমি শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম করব এবং আমার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। হে দেবী, যারা আমার ভ্রমণকালে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে, যারা আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে আশ্রয় দান করেছে, তাদের আশীর্বাদ দিও আর যারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের দুঃখ দিও। তিনি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন আমি যখন সেই বিশ্রামের স্থান খুঁজে পাব তখন হয় ভূমিকম্প, বজ্র অথবা বিদ্যুৎ দেখা দেবে। এখন বুঝতে পেরেছি তোমরাই আমাকে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছ। তোমরা ছাড়া আর কেউ আমাকে আনতে পারত না এখানে। তোমাদের গোপন অজ্ঞাত নির্দেশের বলেই আমি এদেশে এসেই

প্রথমে তোমাদের এই পাথরের বেদীমূলে উঠেছি। তোমরা আমাকে এই পবিত্র জীবন্ত শিলার কাছে নিয়ে এসেছ। সুতরাং হে দেবীগণ, এ্যাপোলোর কথামত আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করো। আমাকে আমার আকাঙ্খিত বিশ্রাম ও শান্তি দাও, আমার দুঃখের জীবনকে আর দীর্ঘায়িত করো না। যদি আমি দৈব অনুগ্রহ সত্যই লাভ করে থাকি, যদি এই ঘোর অভিশাপের মধ্য দিয়ে আমার জীবন নিঃশেষিত না হয় তাহলে যেন এ্যাপোলোর প্রতিশ্রুতি আজ সত্যে পরিণত হয়। তাহলে আর যেন দুঃখের অন্তহীন বোঝাভারে আমাকে আর নিষ্পেষিত হতে না হয়। আদিম রাত্রির হে কৃপাময়ী কন্যাগণ, শোন, হে নগররাণী প্যালাস, হে এথেন্স, শোন আমার আবেদন। আমার উপর সদয় হও। আমি এখন আর ঈডিপাস নই, এখন আমি যেন কোন মানুষ নই, মানুষের ছায়ামাত্র, ঈডিপাসের এক প্রাণহীন কঙ্কালমাত্র।

আন্তি। পিতা, যথেষ্ট হয়েছে। চুপ কর। এখানকার বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিরা তোমার সন্ধানে এখানে আসছে। তুমি কোথায় প্রথমে বসেছ সে জায়গা দেখতে আসছে।

ঈডি। আমি চুপ করব। এই বনের ভিতরে আমাকে লুকিয়ে রাখ তাড়াতাড়ি। বনের আড়াল থেকে আমি শুনব ওরা কি বলছে। কোন কিছু করার আগে সব কিছু জানা উচিত।

ঈডিপাস ও আন্তিগোনে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করল। কলোনাসের বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিরা মঞ্চে প্রবেশ করে তাদের খোঁজ করতে লাগল। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কথা বলতে লাগল।

কোরাস। কোথায়? কে সে। একটু আগে এখানেই ত ছিল। কোথায় লুকিয়েছে। কী সাহস তার? খুঁজে দেখ চারদিকে কোথা গেল। চারদিকে লক্ষ্য রাখ। লোকটা বৃদ্ধ, ভ্রাম্যমান বিদেশী পথিক। আমরা বনের গভীরে প্রবেশ করব না। এতটা সাহস করা উচিত হবে না আমাদের পক্ষে। দেবীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করো। সে প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হবে না। কোন জায়গা যেতে হবে না, কোনদিকে তাকাতে হবে না। শুধু নীরবে প্রার্থনা করে যাও। ওরা বলল, একজন বিদেশী এখানে ছিল। কিন্তু এখন তার কোন চিহ্ন নেই এই ধর্মস্থানের কাছাকাছি। কোথায় যেতে পারে সে?

ঈডি। (আন্তিগোনে সহ সামনে এসে) আমিই সেই লোক। আমার কথাই তারা বলেছিল। আমার কানই আমার চোখ।

কোরাস। তোমাকে দেখা বা তোমার কথা শোনা অধর্ম।

ঈডি। কিন্তু আমার কোন কু-উদ্দেশ্য নেই।

কোরাস। কে এই লোকটা। দেবতারা আমাদের রক্ষা করুন।

ঈডি। হে বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিগণ, দেখ, আমরা কী হতভাগ্য। অপরের সাহায্যে, আমাকে পথ চলতে হচ্ছে। এক দুর্বল নারীর উপর ভর দিয়ে পথ হাঁটতে হচ্ছে।

কোরাস। তোমার চোখ! তুমি কি জন্মান্ধ? তুমি বৃদ্ধ এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার জীবন খুব দুঃখের। এই অবস্থায় তোমাকে এখানে দাঁড়াতে দিতে পারি না। ওখান থেকে সরে যাও। তুমি বে-আইনীভাবে এই নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করেছ। এই নির্জন বনে তোমার বেড়ানো চলবে না। যে বনে স্বর্গ হতে দেবতাদের হাতের জল ও মধু ঝর্ে পড়ে সে বনে তুমি থাকবে না। সাবধান হঠকারী পথিক। তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে? শোন পথিক, তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে ঐ জায়গাটা ছেড়ে অন্য এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বল যে জায়গাটা নিষিদ্ধ নয়। আর তা না হলে চুপ করে থাক।

ঈডি। কি করব মা?

আন্তি। ওদের কথা আমরা শুনব। এ দেশের প্রথামত কাজ করো।

ঈডি। তোমার হাত দাও।

আন্তি। এই নাও পিতা।

ঈডি। আমি যদি তোমাদের বিশ্বাস করি আমার কোন ক্ষতি করো না তোমরা।

কোরাস। তুমি তোমার জায়গা ছেড়ে যেতে না চাইলে কেউ তোমার উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধ্য করবে না।

ঈডিপাস ও আন্তিগোনে বন থেকে কিছুটা সরে গেল

ঈডি। আরও দূরে যাব?

কোরাস। হ্যাঁ, আরও।

ঈডি। আরও যাব?

কোরাস। শোন মেয়ে, আরও সরে যাও। তুমি নিশ্চয় আমাদের কথা বুঝতে পেরেছ।

আন্তি। আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি আমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এস পিতা।

কোরাস। হে বহিরাগত বিদেশী, সাবধান, আমাদের কথামত চলবে। আমরা যাকে ঘৃণা করতে বলব ঘৃণা করবে আর যাকে শ্রদ্ধা করতে ও ভালবাসতে বলব তাকে তাই করবে।

ঈডি। আমাকে সেইখানে নিয়ে চল মা যেখানে দাঁড়িয়ে কোন নিয়ম ভঙ্গ না করে অবাধে কথা বলতে পারব। প্রয়োজনকে স্বীকার করে অবশ্যই নিতে হবে।

তারা বনের প্রান্তে পাথরের একটি চত্বরের উপর উপনীত হলো

কোরাস। ঐখানে থাক। ওখান থেকে আর এ দিকে আসবে না।

ঈডি। এইখানে ?

কোরাস। হ্যাঁ, অতখানি দূরে থাকলেই যথেষ্ট।

ঈডি। আমি এখানে বসতে পারি ?

কোরাস। একটু বাঁ দিকে। একটা পাথরের ঢিবি আছে। সেইখানে বসতে পার।

আন্তি। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঈডি। তাই দাও মা।

আন্তি। আর এক পা। আমার কাঁধের উপর ভর দাও।

ঈডি। আমি বড় ক্লান্ত, বড অবসন্ন মা।

ঈডিপাস একটি পাথরের কাছে গেল

কোরাস। এবার তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পার। এবার বল কে তুমি। তোমার নাম কি, কেনই বা তুমি এখানে এ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছ এবং তোমার স্বদেশ কোথায় ?

ঈডি। (ভীত হয়ে) আমার কোন বাড়ি নেই। ও কথা তোমরা—

কোরাস। কি আমরা ?

ঈডি। আমি কে তা জিজ্ঞাসা করো না। এবিষয়ে কোন কথা জানতে চেও না।

কোরাস। কিন্তু কেন ?

ঈডি। আমার বংশপরিচয় বড় সাংঘাতিক।

কোরাস। তাহলে বল তার কথা।

ঈডি। আচ্ছা মা আমি কি বলব ?

কোরাস। তোমার পিতা কে ছিলেন তা বলবে না ?

ঈডি। আমি কি করব এবার মা ?

আন্তি। তুমি যখন এত কথা বলেছ তাহলে সব কথা বল।

ঈডি। হ্যাঁ বলব, আর আমি কোন কথা লুকোব না।

কোরাস। আমরা তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

ঈডি। হয়ত তোমরা লায়াস নামে কারো নাম শুনে থাকবে—

কোরাস। (ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ !

ঈডি। লাবডাকাস বংশের ছেলেদের নামও বোধহয় শুনেছ—

কোরাস। হা ভগবান !

ঈডি। আর হতভাগ্য ঈডিপাস ?

কোরাস। তুমিই—সেই ?

ঈডি। কিন্তু ভয় পেয়ো না।

কোরাস। (তুমুল চিৎকার) ওঃ—

ঈডি। (গোলমালের মধ্যে) ওরা কি করছে মা ?

কোরাস। পালিয়ে যাও, আমাদের দেশ থেকে এখনি চলে যাও।

ঈডি। তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমাকে—তার কি হলো ?

কোরাস। ও প্রতিশ্রুতির এখন কোন দাম নেই। এখন যেমন কর্ম তেমনি ফল—এই নিয়ম। আর কোন অনুগ্রহ তুমি পাবে না। তোমাকে এখনি আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমার দুর্নীতির দ্বারা আমাদের দেশকে কলুষিত করে দেওয়ার আগেই এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। চলে যাও।

আন্তিগোনে এগিয়ে এল তার পিতার পক্ষে কথা বলার জন্য

আন্তি। হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ন্যায়পরায়ণ এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমার অন্ধ অসহায় পিতা অতীতে কিছু দুষ্কর্ম করার জন্য তাঁর কথা আপনারা শুনতে চাইছেন না, তাঁর কোন আবেদন নিবেদনে কান দিচ্ছেন না। কিন্তু জেনে রাখবেন, এই সব কর্ম নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান অনুসারেই করতে হয়েছে তাঁকে, এর সঙ্গে তাঁর কোন সক্রিয় ইচ্ছা জড়িত ছিল না। যাই হোক, তাঁর কথা শুনতে না চাইলেও আমার উপর করুণা করুন, আমার একান্ত প্রার্থনা, আমার কথা শুনুন। আমি শুধু আমার পিতার জন্যই একথা বলছি। মনে করবেন, আপনাদেরই এক কন্যা কোন এক অসহায় আর্ত মানুষের জন্য কাতর আবেদন জানাচ্ছে আপনাদের কাছে। আপনারা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়

নেই। এখন আপনারাই আমাদের দেবতা। আমরা আর কোন আশা করতেও ভরসা পাই না। আমাদের দয়া করুন। আপনাদের পুত্র পরিবারের কথা ভেবে দেবতাদের খাতিরে আমাদের উপর করুণা করুন। দেবতাই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। দেবতারা যে পথে মানুষকে চালনা করেন সে পথে যাওয়া ছাড়া কোন জীবন্ত মানুষের কোন উপায় নেই।

কোরাস। তোমরা যে অপরিসীম দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ তার কথা ভেবে তোমার ও তোমার পিতার উপর আমাদের করুণা হচ্ছে। কিন্তু দেবতাদের অভিশাপের কথা ভেবেই আমরা ওকথা বলেছি তোমাদের। আমরা যা বলেছি ভয়েই বলেছি।

ঈডি। কার্যক্ষেত্রে যদি কোন ফল পাওয়া না যায় তাহলে যত কিছু সম্মান ও সুনামের অর্থ কি? দৈবমহিমাসম্পন্ন যে এথেন্স নগরীর নাম ন্যায় বিচারের জন্য সুবিদিত, যেখানে কত আর্ত অসহায় বিদেশী পথিক নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে সে নগরীতে আজ কোন নেই ন্যায়বিচার? কেন এই পবিত্র দেবস্থান হতে তাড়িয়ে দিচ্ছ আমায়? আমার নামকে এত ভয়? নাকি আমার শক্তিকে ভয় করছ? দুঃখকষ্টে আমার সব শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। আগেকার সে শক্তি আর আমার দেহে নেই। আমার পিতামাতা যা যা করেছিলেন আমি যদি তা সব বলতে পারতাম। আমি জানি তোমাদের ভয়ের উৎস কোথায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি আমি পাপ করেছিলাম? অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করাটা পাপকর্ম নয়। তাও আমি জেনে সে কাজ করিনি। আমি তখন কোন পথে গিয়েছিলাম আমি তা নিজেই জানতাম না। একমাত্র তারাই সব জানত যারা আমার এই শোচনীয় পতনের জন্য এই ভয়ঙ্কর ফাঁদ পেতেছিল। সুতরাং হে বিদেশী, দেবতাদের নামে আমি তোমাদের কাছে অনুনয় বিনয় করছি, তোমাদের কথামতই আমি আমার পূর্ববর্তী স্থান থেকে সরে এসেছি। এবার তোমরা আমাকে রক্ষা করো। শুধু মুখে তাঁদের সেবা করার কথা বললে চলবে না; প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হবে কাজে। দেবতারা দেবভাব ও পশুভাবসম্পন্ন সকল শ্রেণীর মানুষের উপরেই দৃষ্টি রাখেন। হ্যাঁ সত্যিই ঠিক তাই। পৃথিবীতে কোন ঈশ্বরবিশ্বাসহীন মানুষই তাঁদের এ দৃষ্টির হাত হতে পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং তোমরাও যদি কোন অধর্মাচরণের দ্বারা এথেন্সের উজ্জ্বল গৌরবতারকাকে ম্লান করে দাও তাহলে দেবতারা তোমাদেরও অব্যাহতি দেবেন না তাঁদের কোপানল হতে।

তোমরা আগেই আমার আবেদন গ্রাহ্য করে শপথ করেছ। সুতরাং আমাকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। আমার এই অন্ধ চক্ষু দুটির জন্য যেন আমার প্রতি নির্দয় হয়ো না। আমি একজন ধার্মিক লোক এবং দেবতাদের বিধানেই আমি এ দেশে এসেছি তোমাদের প্রতি এক দৈব আশীর্বাদের পশরা নিয়ে। তোমাদের রাজা এখানে এলেই সব কিছু বুঝতে পারবেন। তিনি না আসা পর্যন্ত তোমরা যেন আমার কোন ক্ষতি করো না।

কোরাস। মহাশয়, আপনার কথাগুলি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। আপনার আবেদনের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা আর কিছু বলতে চাই না। রাজা এসেই আপনার বিচার করবেন।

ঈডি। হ্যাঁ তাই হবে। তোমাদের রাজা কোথায় থাকেন ভাই?

কোরাস। গ্রাম থেকে দূরে নগরে যেখানে তাঁর পিতা রাজত্ব করতেন। যে লোকটি প্রথমে আপনাকে এখানে দেখতে পায় সেই লোকটি রাজাকে খবর দিতে গেছে।

ঈডি। রাজা কি আসবেন? তোমাদের কি মনে হয়? একজন অন্ধ নিঃস্ব ব্যক্তিকে দেখতে রাজা কি আসবেন?

কোরাস। আপনার নাম শুনে নিশ্চয় তিনি আসবেন।

ঈডি। (ভীত হয়ে) কি করে তা তিনি জানবেন? আমি ত সেই লোকটিকে আমার নাম বলিনি।

কোরাস। খবর চাপা থাকে না, তড়িৎ গতিতে ঘুরে বেড়ায়। পথে গুজব রটে গেছে, ভালই হয়েছে। তিনি শুনলেই চলে আসবেন। আপনার নাম সারা জগতে সুবিদিত। তিনি ঘুমোতে ঘুমোতে আপনার নাম শুনলেও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন।

ঈডি। তাঁর আগমন যেন শুভ হয় এবং তার ফলে আমার ও এই রাজ্যের যেন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। সততার একটা নিজস্ব মূল্য আছে, তার একটা পুরস্কার আছে।

(আন্তিগোনে দূরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক আগন্তুককে দেখতে পেল)

আন্তি। ও জিয়াস! আশ্চর্য! পিতা, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ঈডি। কি মা?

আন্তি। এটনার অশ্বশাবকের পিঠে চেপে এক মহিলা এদিকে আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। তার মাথাটা এক থেসালীয় টুপীতে ঢাকা আছে।

এ কি সেই ? আমি ভুল দেখছি না ত ? না, তবে আমি নিশ্চিন্ত হতেও পারছি না। ওঃ, আমি কি ভাবছি ? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই। সে হাসছে। সে ইশারা করছে। হ্যাঁ সে-ই, আমার বোন ইসমেনে।

ঈডি। না না, সে হতে পারে না।

আন্তি। তোমার মেয়ে, আমার বোন। আমার চোখ কখনো আমাকে ঠকাতে পারে না। একটু পরেই তার গলা শুনতে পাবে।

(ইসমেনের প্রবেশ)

ইসমেনে। পিতা ! বোন ! হে আমার প্রিয়জনেরা। অবশেষে আমি তোমাদের দেখা পেলাম। চোখের জলে আমি তোমাদের দেখতেই পাচ্ছি না।

ঈডি। সত্যিই কি তুই, আমার মেয়ে ?

ইস। আমার অন্ধ অসহায় পিতা।

ঈডি। অবশেষে তুই এলি ?

ইস। অবশেষে এসেছি এবং অনেক কষ্টে।

ঈডি। আমার হাত ধরো বাছা।

ইস। তোমাদের দুজনেরই হাত ধরব।

ঈডি। দুটি বোন এক হলো।

ইস। এ জীবন কি দুঃখের !

ঈডি। আমার ও তোমার বোনের জীবন ?

ইস। আমারও। তিনজনই একই দুঃখের জীবন যাপন করছে।

ঈডি। তুমি কেন এলে মা ?

ইস। তোমাদের কথা ভেবে।

ঈডি। আমাদের দেখতে ইচ্ছে হয়েছে ?

ইস। হ্যাঁ, এবং কথা বলার আছে। সে কথা আমাকে নিজের মুখে বলতে হবে। তাই একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে নিয়ে আমাকে আসতে হলো।

ঈডি। তোমার ভাইরা কোথায় তোমার এই দরকারের সময়ে ?

ইস। তারা যেখানে থাকার আছে। তারা খুব একটা ভাল নেই।

ঈডি। (ক্রুদ্ধ হয়ে) তারা কি পুরুষ হয়ে মেয়েদের মত ঘরে বসে সূঁচের কাজ করছে আর মেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে রুজি রোজগারের জন্য ? তারা আমার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার না করে ঘরে বসে আছে আর তোমাদের দুই বোনকে আমার সব বিপদ আপদের বোঝা বহন করার জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

আন্তিগোনে যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মত এক বৃদ্ধ লোকের সেবা শুশ্রূষা করে চলেছে সমানে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে খালি পায়ে সে আমার অবিরাম সহচরী হিসাবে আমাকে সর্বত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তার পিতার যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য সে কখনো বাড়ি ফিরে যেতে চায়নি। আর ইসমেনে তুমিও মাঝে মাঝে থীবস্‌এর লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে আমার সম্বন্ধে কোন দৈববাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা বলে গেছ আমায়। আমি নির্বাসিত হবার পর হতে তোমরাই আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর হিসাবে কাজ করে আসছ। এখন কি খবর এনেছ? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে? নিশ্চয় কোন বিপদের সঙ্কেত আছে?

ইসমেনে। পিতা, তুমি কোথায় আছ এবং কেমন আছ তা জানতে আমাকে যে কি পরিমাণ কষ্ট পেতে হয়েছে সেকথা আর আমি বলব না। যে কষ্ট ভোগ করেছি তা আর বলার কোন দরকার নেই। এখন আমি তোমাকে বলব তোমার হতভাগ্য পুত্রদের কথা। প্রথম প্রথম যে ভয়ঙ্কর অভিশাপের কবলে আমাদের রাজবংশ পতিত হয় তার কথা ভাবতে ভাবতে তারা শান্তভাবে ক্রীয়নকে রাজা হিসাবে স্বীকার করে নেয়। তারা চায় সমগ্র রাজ্য ও নগরী সব পাপ হতে মুক্ত হোক। কিন্তু এক অদম্য ক্ষমতালিপ্সা ও রাজ্যলোভ এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত জেগে ওঠে তাদের পাপাবিষ্ট অন্তরে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলিনীসেসকে তার কনিষ্ঠ ভাই বিতাড়িত করে তার পিতৃভূমি হতে। এখন এক গুজব শোনা যাচ্ছে যে পলিনীসেস আর্গসে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সৈন্য সংগ্রহ করছে। আর্গসের সেই সৈন্যদল নিয়ে থীবস্ আক্রমণ করে। থীবস্‌কে পরাস্ত করে আর্গসকে বিজয়গৌরবে ভূষিত করাই হলো তার উদ্দেশ্য। এ শুধু মনগড়া কাহিনী নয় পিতা, তিক্ত ও কঠোর সত্য। তোমার এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেবতারা কতখানি দয়া প্রদর্শন করবেন আমি তাও বলে দিতে পারি।

ঈডি। তুমি কি ভাব দেবতারা আমাকে এই দুর্দশা হতে মুক্তি দেবেন?

ইস। বর্তমানে যে দৈববাণী শুনেছি তাতে এই আশাই হয়।

ঈডি। কি দৈববাণী? ভবিষ্যদ্বাণীটা কি শুনি।

ইস। থীবস্‌এর অধিবাসীরা তোমার জীবদ্দশাতে ও তোমার মৃত্যুর পর তোমার অভাববোধ করবে এবং তোমাকে তারা কামনা করবে।

ঈডি। কিন্তু আমি তাদের কি মঙ্গল সাধন করব?

ইস। তারা বলছে তোমার শাসনাধীনে থেকেই তারা সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। জাতি হিসাবে মহান হয়ে উঠতে পারবে।

ঈডি। আমার এই শেষ জীবনে আবার কি আমি মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারব ?

ইস। যে দেবতারা তোমাকে পতনের শেষ সীমায় নিক্ষেপ করেছেন তাঁরা যদি তোমাকে আবার তুলে ধরেন তাহলে তা পারবে।

ঈডি। কিন্তু এতে বিশেষ লাভ নেই। যৌবন ও মধ্য বয়স যদি দুঃখে কেটে যায় তাহলে বার্ধক্যে সুখ নিয়ে কি হবে ?

ইস। এ ব্যাপারে ক্রীয়ন শীঘ্রই তোমার কাছে আসবে।

ঈডি। সে কি করতে আসবে ?

ইস। সে তোমাকে থীবস্ দেশের খুব কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তুমি থীবস্ দেশের মাটি স্পর্শ করতে নাও পার।

ঈডি। তাদের দেশের সীমানার বাইরে থেকে কিভাবে তাদের সাহায্য করব আমি ?

ইস। যদি তোমার অন্যায়ভাবে অসম্মানের সঙ্গে মৃত্যু হয় তাহলে তাদের অমঙ্গল হবে।

ঈডি। দৈববাণী ছাড়াই একথা যে কেউ অনুমান করতে পারত।

ইস। দেবতার এই নির্দেশ পেয়ে তারা তোমায় কাছাকাছি রাখতে চায়। তারা তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরতে দিতে চায় না।

ঈডি। তাহলে তারা আমাকে থীবস্ দেশের মাটিতেই কবর দিতে চায় ?

ইস। না, তা হতে পারে না।

ঈডি। তাহলে তারা আমাকে পাবে না।

ইস। তাহলে থীবস্ দেশ দুঃখ পাবে।

ঈডি। তোমার অভিশাপে।

(বিরতি)

ঈডি। কে তোমাকে একথা বলল ?

ইস। ডেলফিতে দূত পাঠানো হয়েছিল। সেই দূত এই খবর এনেছে।

ঈডি। আমার সম্বন্ধে দেবতা এই বলেছেন ?

ইস। হ্যাঁ, এই তাঁর বাণী।

ঈডি। আমার পুত্ররা একথা জানে ?

ইস। তারা দুজনেই জানে এবং একথার অর্থও তারা বোঝে।

ঈডি। তারা শয়তান। তারা তাদের রাজ্য ফিরে পাবে, তবু তারা তাদের পিতাকে আর পাবে না।

ইস। একথা সত্য।

ঈডি। তবে কোন দেবতা কি তাদের এই বিধিনির্দিষ্ট ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে পারেন না? অচিরে তারা এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, যদি তাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার সুযোগ পেতাম তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াত। তাহলে বর্তমানে যে থীবস্‌এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে সে সেখানে বসতে পারত না আর যে নির্বাসিত হয় রাজ্য থেকে সে আর কখনো ফিরে আসত না। আমি তাদের পিতা। আমি আমার পিতৃভূমি হতে নির্বাসিত হই অপমানের সঙ্গে। অথচ তারা পুত্র হয়ে আমার সপক্ষে একটা কথা বলেনি অথবা আমাকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করেনি। দস্যুর মত আমাকে নির্বাসিত দেখেও কোন কিছুই করেনি। তুমি বলবে আমার ইচ্ছানুসারেই এই নির্বাসন হয় এবং আমার ইচ্ছা পূরণ করে আমাদের নগরবাসী উচিত কাজই করেছে। আমি তখন চেয়েছিলাম মৃত্যু। চেয়েছিলাম প্রস্তরস্তম্ভমণ্ডিত এক শান্ত সমাধি। কেউ তখন তা দেয়নি। কালক্রমে আমার বেদনার উপশম ঘটতে থাকে এবং আমি বুঝতে পারি আমি আমার ক্রোধের আতিশয্যে আমার পাপের অনুপাতে নিজেকে খুব বেশী শাস্তি দিয়ে ফেলি। পরে আমারই রাজ্য আমাকে জোর করে নির্বাসিত করে। আর যারা আমার নিজের পুত্র, যারা আমাকে সেই সময় সাহায্য করতে পারত তারা তখন কিছুই করেনি। একটা কথাও বলেনি। ফলে অসহায়ভাবে দূরে নির্বাসনে গিয়ে সীমাহীন দুঃখে আমার শেষ জীবনটুকু অতিবাহিত করতে বাধ্য হই। কেবলমাত্র আমার এই দুটি কন্যা আমার দুঃখের দিনে আমার প্রয়োজনমত খাদ্য নিরাপত্তা ও নিবিড় যত্ন দান করে। নারীর পক্ষে কোন আর্ত ব্যক্তিকে যে সাহায্য যে সহানুভূতি দান করা সম্ভব তা তারা করে অথচ তাদের ভ্রাতারা সিংহাসনের বিনিময়ে রাজক্ষমতার লোভে তাদের পিতাকে বিক্রি করে দেয়। আমি তাদের কখনই সাহায্য করব না। তারা থীবস্‌ দেশের শাসনকর্তা হলে দেশের কোন মঙ্গল হবে না। আমার কন্যার কাছ থেকে আমি এখনি যে দৈববাণী শুনেছি তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি এ বিষয়ে। এই

প্রসঙ্গে আমার অতীতে ফীবাস যে দৈববাণী শুনিয়ে দিয়েছিল তার কথাও মনে পড়েছে। সুতরাং আমার কোন প্রয়োজন অনুভব করলে নগরবাসীদের বল তারা যেন ক্রীয়ন বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও এবং তোমাদের এ দেশের শক্তিময়ী কঠোর প্রকৃতির দেবীদের কৃপা আমি লাভ করি তাহলে আমার শত্রুরা উপযুক্ত শাস্তি লাভ করে সমূলে ধ্বংস হবে এবং তোমরা এক নূতন উদ্ধারকর্তা লাভ করবে।

কোরাস। আমরা তোমার ও তোমার কন্যাদের জন্য খুবই দুঃখিত ঈডিপাস। তার উপর যখন তুমি বলছ তুমি আমাদের দেশের পক্ষে নূতনতর এক শক্তির উৎসরূপে কাজ করবে তখন তোমার মঙ্গলের জন্য আমরা অবশ্যই তোমাকে সৎ পরামর্শ দেব।

ঈডি। হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। তুমি যে পরামর্শ দেবে আমি তাই মেনে চলব।

কোরাস। তাহলে এখানে প্রথম এসে যে দেবীর বেদীমূলে পা দিয়ে অন্যায় করে ফেল তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করো।

ঈডি। বল কি করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম কি আমাকে করতে হবে বল।

কোরাস। নির্মল কোন ঝর্ণা হতে পবিত্র একপাত্র জল নিয়ে এস। শুদ্ধ হাতে নিয়ে এস।

ঈডি। পবিত্র জলের অঞ্জলি দিতে হবে? তারপর?

কোরাস। ওখানে সূক্ষ্ম কাজ করা পাত্র আছে। ওদের হাতল আর মুখগুলি ঢেকে দাও। ঐ পাত্রগুলিতে আগে জল ভরে পরে ঢেকে দেবে মুখগুলি।

ঈডি। পত্রাচ্ছন্ন গাছের শাখা না পশমের কাপড় দিয়ে?

কোরাস। ভেড়ার গা থেকে সদ্য কাটা লোমের পশম যা আমরা তোমাকে দেব।

ঈডি। বুঝেছি। তারপর কি করতে হবে?

কোরাস। তারপর সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জলের অঞ্জলি দান করবে।

ঈডি। তোমরা যে পাত্রের কথা বলেছিলে তার থেকে জলের অঞ্জলি দিতে হবে?

কোরাস। হ্যাঁ তিনবার। একমাত্র তৃতীয়বারের পাত্রটিই নিঃশেষ করে ঢালবে।

ঈডি। তাতে কি থাকবে ?

কোরাস। জল ও মধু। তাতে মদ মোটেই থাকবে না।

ঈডি। বুঝতে পেরেছি। রৌদ্রহীন পৃথিবী তা পান করবে। তারপর ?

কোরাস। যখন প্রার্থনা করবে তিনবার অলিভ শাখা দিয়ে জলের ছিটে দেবে।

ঈডি। কি প্রার্থনা করব ?

কোরাস। প্রার্থনা করো। তোমার হয়ে এই প্রার্থনা যে কেউ করতে পারে যে, আমরা যাদের দয়াময়ী দেবী বলে উপাসনা করি তাঁরা যেন এই আগন্তুককে কৃপা করেন। এই আগন্তুক আমার একজন পরোপকারী ত্রাণকর্তাও বটে। শান্ত কণ্ঠে এই কথাগুলি বল। তোমার গলার স্বর যেন উচ্চ করো না। এই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেই পিছন ফিরে চলে যাবে। তুমি একাজ সম্পন্ন করলেই আমি তোমাকে নির্ভয়ে রক্ষা করে যাব। না পারলে আমি কিছুই করতে পারব না তোমার জন্য।

ঈডি। হে আমার কন্যাদ্বয়, তোমরা এই পরামর্শের কথা শুনেছ। এঁরা এ স্থানের প্রথা ও রীতিনীতি সব জানেন।

আন্তি। আমরা সব শুনেছি পিতা। আমাদের কি করতে হবে বল ?

ঈডি। আমি ত একা চলতে পারব না। তার উপর আমি আবার অন্ধ। তোমাদের মধ্যে একজনকে আমার হয়ে একাজ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে একটিমাত্র মানুষ যদি একনিষ্ঠ হয়ে এসব কাজ করে তাহলে সে হাজার লোকের সমান হয়। তোমাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চলে যাও। আর একজন আমার কাছে থাক। কারণ কারো সাহায্য ছাড়া আমি হাত পা নাড়তে পারব না।

ইস। যা যা দরকার আমি করব। কিন্তু জায়গাটা কোথায় ?

কোরাস। ঐ বনের ধারে। একজন গিয়ে আপনাকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দেখিয়ে দেবে।

ইস। আমি যাচ্ছি। আন্তিগোনে, পিতাকে দেখ। পিতামাতার প্রয়োজনকালে কে কি করবে সে তর্ক অনুচিত।

ইসমেনে বনের মধ্যে চলে গেল

কোরাস। মানুষের বুকের মাঝে অতীতের যে দুঃখ দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগানো নিষ্ঠুরতার কাজ। তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

ঈডি। কি কথা ?

কোরাস। প্রতিকারের অতীত যে সব দুঃখ তোমাকে সহ্য করতে হয়েছিল তার কথা।

ঈডি। হে আমার অতিথিবৎসল বন্ধুগণ, আমার জীবনে ঘটা সেই সব জঘন্য ঘটনার কথা জানতে চেও না।

কোরাস। আজও যে কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত সে বিষয়ে প্রকৃত সত্য জানতে চাই।

ঈডি। কী লজ্জার কথা !

কোরাস। আমার অনুরোধ, ধৈর্য ধরো।

ঈডি। খুবই ভয়ঙ্কর।

কোরাস। আমরা যখন অনুরোধ করেছি তখন তা বলা উচিত।

ঈডি। আমি বলব। আমি অকারণে অন্যায়ভাবে জঘন্যতম অন্যায় ও অবিচার সহ্য করছি। অথচ দেবতারা জানেন এর মধ্যে আমার কোন ইচ্ছা ছিল না।

কোরাস। ঘটনাটা কি ?

ঈডি। এক লজ্জাজনক বিবাহ—একটি নগরকে উদ্ধার করার জন্য এমন এক বিবাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল যার কথা কেউ জানে না। কেউ কখনো কানে শোনেনি।

কোরাস। এই লজ্জাজনক বিবাহবন্ধনের অংশীদার ছিলেন তোমার মাতা।

ঈডি। একথা কানে শোনাও আমার পক্ষে মৃত্যুর সমান। তার উপর এই দুটি সন্তানও আমার।

কোরাস। না না।

ঈডি। সন্তান এবং এক জলন্ত অভিশাপের বহনকারিণী।

কোরাস। হা ভগবান !

ঈডি। একই মাতার গর্ভজাত।

কোরাস। তোমার কন্যা এবং……।

ঈডি। বোন। হ্যাঁ তাদের পিতার বোন।

কোরাস। সত্যিই ভয়ঙ্কর।

ঈডি। ভয়ঙ্কর আর এই ভয়ঙ্কর কথাটা অজস্রবার মনে পড়ছে আমার।

কোরাস। একেই বলে নিয়তি। বলে ভাগ্য।

ঈডি। কিন্তু এ ভাগ্য সচরাচর দেখা যায় না। অকল্পনীয়ভাবে বিস্ময়জনক।

কোরাস। তুমি যা করেছিলে—

ঈডি। এটা আমার স্বেচ্ছাকৃত কর্ম নয়।

কোরাস। তা কি করে সম্ভব?

ঈডি। দান। যে নগরের আমি উপকার করি সেই নগর আমাকে দান করে আমায় অযাচিতভাবে। এই অভিশাপের বোঝা বহন করার জন্য আমি যদি সে নগর জয় না করতাম।

কোরাস। আরও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে—তুমি যে তোমার পিতাকে—

ঈডি। আবার কি জানতে চাও তোমরা?

কোরাস। তোমার পিতা?

ঈডি। তোমরা আবার আঘাত করলে আমাকে? আবার বেদনা দেবে?

কোরাস। তুমি তাঁকে হত্যা করেছ?

ঈডি। হ্যাঁ, ন্যায়সঙ্গতভাবে হত্যা করেছি।

কোরাস। ন্যায়সঙ্গতভাবে?

ঈডি। হ্যাঁ, সব শুনতে পাবে। আমি যাঁকে হত্যা করেছি তিনি আগেই আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি যা করেছি তা আমার অজ্ঞাতসারেই করেছি বলে আইনের চোখে আমি নির্দোষ। আমি মুক্ত।

দূরে রাজা থিসিয়াস ও তাঁর অনুচরবর্গকে আসতে দেখা গেল

কোরাস। ঐ উনি আসছেন। এজেউসপুত্র থিসিয়াস এখানে আসছেন। তিনি তোমার অনুরোধ শুনেছেন এবং তোমাকে সাহায্য করতে আসছেন।

থিসিয়াস প্রবেশ করে ঈডিপাসের সামনে সম্ভ্রমসহকারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

থিসিয়াস। হে লায়াসপুত্র, আমি দীর্ঘদিন ধরে অনেক কথা শুনেছি। এক রক্তাক্ত আঘাতের দ্বারা তুমি তোমার চক্ষুদুটি অন্ধ করে দাও তাও শুনেছি। তুমি আমার কাছে আর অপরিচিত নও। তাছাড়া তোমার সম্বন্ধে ঐ লোকগুলি আমাকে একটু আগে যা বলে তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে তুমিই সেই ঈডিপাস। তোমার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল, তোমার ছিন্নমলিন পোষাক থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তোমার পরিচয়। হে বিষণ্ণ ঈডিপাস, তোমার এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি এথেন্স বা আমার কাছে কি আবেদন নিয়ে এসেছ? তুমি অকুণ্ঠভাবে অকপটে সব কথা বল। এমন কোন দুঃখের ঘটনা নেই যা তুমি বললে আমি কুণ্ঠায় আমার কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করে দেব। তোমার মত আমিও একদিন আমার নির্বাসনকালে যে জীবন যাপন করেছিলাম

তার কথা ভুলিনি। বিদেশ বিভুঁইয়ে কত কাল ধরে কত বিপদ আপদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি আমি। তবে তোমার মত যখনি কোন লোক সাহায্যের জন্য আমার কাছে এসেছে আমি তার প্রতি পিছন ফিরে দাঁড়াতে পারিনি। কারণ আমি জানি আমিও তোমার মত মানুষ এবং ভবিষ্যতে মৃত্যুতে তোমার মত আমাকেও সমান পরিণতি লাভ করতে হবে।

ঈডি। থিসিয়াস, এক মহতী অনুকম্পায় পরিপূর্ণ তোমার এই কথাগুলির মধ্য দিয়েই তুমি বলে দিয়েছ আমি কে এবং কোথা হতে এসেছি। এখন শুধু আমি একটা কথা বলব, এখানে আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি।

সিথিয়াস। সেকথা তাহলে বল ঈডিপাস।

ঈডিপাস। আমি তোমাকে একটি উপহার দান করতে এসেছি। সে উপহার হলো আমার এই ক্ষতবিক্ষত দেহ। দেখতে খুবই দুঃখজনক। কিন্তু সে দেহের একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

থিসিয়াস। কি সে মূল্য ?

ঈডি। পরে জানতে পারবে, এখন নয়।

থিসিয়াস। কখন সে মূল্যের কথা জানতে পারা যাবে ?

ঈডি। আমার মৃত্যুর পরে। তুমি যখন আমাকে সমাহিত করবে তখন তা জানতে পারবে।

থিসি। আর সব কিছু ভুলে তুমি শুধু শেষকৃত্যের প্রতিশ্রুতি চাইছ ?

ঈডি। আমি সেই প্রতিশ্রুতি পেলে আর কিছুই চাইব না।

থিসি। এটা ত খুবই সামান্য চাওয়া।

ঈডি। চাওয়াটা ছোট বটে, কিন্তু যতটা ছোট ভাবছ ততটা ছোট নয়। ভুল করো না এ বিষয়ে।

থিসি। তুমি আমার ও তোমার পুত্রের কথা বলছ ?

ঈডি। হ্যাঁ, তারা আমাকে আবার থীবস্‌এ নিয়ে যেতে চাইছে।

থিসি। তুমি যদি সেটা চাও ত নির্বাসনের থেকে তা ভালই হবে।

ঈডি। না না, যখন আমি তা চেয়েছিলাম তখন তারা আমার কথা শোনেনি।

থিসি। তোমার এই দুরবস্থার মধ্যে রাগ করা নির্বোধের কাজ।

ঈডি। আমার কথা শুনে তবে তিরস্কার করবে। ধৈর্য ধরে সব কথা শোন।

থিসি। বল। সব কথা না জেনে বিচার করা উচিত হবে না আমার পক্ষে।

ঈডি। থিসিয়াস, বারবার আমার উপর অন্যায় করা হয়েছে।

থিসি। তোমার বংশের সেই পুরাতন কাহিনী হবে ?

ঈডি। (অধৈর্য হয়ে) না, সেকথা ত এখন সবাই জানে।

থিসি। তবে কি ? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি এই কথাটা বোঝাতে চাও ?

ঈডি। আমার নিজের রক্তমাংসের মূর্ত প্রতীক আমার সন্তানদের দ্বারা আমি আমার স্বদেশ হতে বিতাড়িত। আমার পিতার প্রতি যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমার এই দুঃখের প্রতিকারের আর কোন আশা নেই।

থিসি। তা যদি হয় তাহলে কেন তারা তোমাকে নিয়ে যেতে চায় ? তুমি যখন এখনো অপরাধী হিসাবে নির্বাসিত তাহলে কেন তারা আবার দেশের মধ্যে তোমাকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে ?

ঈডি। দৈববাণীর দ্বারা তারা বাধ্য হচ্ছে।

থিসি। কিন্তু সে দৈববাণীর পিছনে যুক্তি কি ?

ঈডি। দৈববাণীতে বলেছে এই দেশের পক্ষ থেকে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

থিসি। এই দেশ কেন। আমার দেশ ও তাদের মধ্যে বিবাদের কারণ কি ?

ঈডি। কাল, কাল বন্ধু। কাল সর্বত্রই তার ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে চলে। কাল অজেয়। একমাত্র দেবতারাই কাল আর মৃত্যুর কবলের বাইরে। তাছাড়া সকলেই মৃত্যু ও ধ্বংসের অধীন। পৃথিবীর সকল অঙ্কুরই শুকিয়ে যায়। সকল মানুষই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনের যে বৃন্তে ধর্মবিশ্বাসের ফুল শুকিয়ে ঝরে যায় সেই বৃন্তেই ফুটে ওঠে মিথ্যার ফুল। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব বেশীদিন অক্ষুণ্ন থাকে না। জীবনের আনন্দও স্থায়ী হয় না কথনো। সে আনন্দ প্রায়ই বেদনায় পরিণত হয়। আবার কখনো বা বেদনা হয় আনন্দে পরিণত। থীবস্ দেশের সঙ্গে বর্তমানে তোমার সম্পর্ক ভাল। কিন্তু অনন্ত কালসমুদ্রে নিরবধি দিনরাত্রির যে অজস্র ঢেউ বয়ে চলেছে সেই ঢেউএর একটিতে একদিন ভেসে আসবে একটি ছোট্ট বিপদ বা অনৈক্যের অবাঞ্ছিত এক ঘটনা। তারপর তরবারির করাল আঘাতে তোমাদের আজকের এই ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে নিমেষে। তখন আমার মৃত্যুশীতল চির নিদ্রাভিভূত দেহটা তপ্ত মানবরক্ত পান করবে। তা যদি না হয় তাহলে জিয়াস জিয়াস নন এবং ফীবাস ফীবাস নন। না, অনেক বলেছি। আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না, এমন অনেক কথা আছে যা আমার বলা উচিত নয়। তুমি শুধু

নিজের কোন কথা বলার থাকলে তা বলতে পার। তোমার নিজের কর্তব্য করে যাও। তবে জেনে রেখো, ঈডিপাসকে আজ যদি কোন বাসস্থান দান করো তাহলে তার পুরস্কার একদিন না একদিন লাভ করবেই। অবশ্য স্বর্গের দেবতারা তার সঙ্গে আবার যদি প্রতারণা না করেন।

থিসিয়াস কোরাসের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

কোরাস। প্রথম থেকেই উনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন এবং মনে হয় এ প্রতিশ্রুতি উনি রক্ষা করবেন।

থিসি। এই ধরনের মানুষের সদয় অভিলাষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূরণ করা উচিত। শুধু আতিথেয়তা, মানবতা ও বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, যে দেবীরা ওঁকে এখানে এনেছেন এবং যে দৈব আশীর্বাদ উনি আমাদের দেশ ও জাতির জন্য নিয়ে আসবেন তার খাতিরেও একাজ আমাদের করা উচিত। এই সব কথা বিবেচনা করে আমি ওর আবেদন মঞ্জুর করলাম এবং আমাদের নগরমধ্যে ওঁর বসবাসের অনুমতি দান করলাম। উনি যতদিন এখানে থাকবেন তুমিই ওঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবে অথবা উনি যদি চান আমার সঙ্গেও আসতে পারেন। (ঈডিপাসের দিকে ঘুরে) ঈডিপাস, তোমার যা খুশি করতে পার।

ঈডি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

থিসি। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে ?

ঈডি। যদি তা আইনের দিক থেকে কোন বাধা না থাকে। কিন্তু এই সেই স্থান—

থিসি। এই স্থান ? এখানে আর কি করার আছে ? অবশ্য আমি তোমাকে বাধা দেব না কোন বিষয়ে।

ঈডি। যারা আমাকে বিতাড়িত করেছে একদিন দেশ থেকে এই স্থানেই আমি তাদের পরাভূত করব।

থিসি। তোমার উপস্থিতির ফলে আমরা কি শুধু এই আশীর্বাদ লাভ করব ?

ঈডি। তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো তাহলে সত্যিই তোমাদের একদিন ভাল হবে।

থিসি। আমার প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পার। আমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

ঈডি। আমি জানি তুমি সৎ। তোমার শপথ করার কোন দরকার নেই।

থিসি। আমি আমার কথা দিয়েছি। কোন শপথ আমাকে এর থেকে বেশী

বাঁধতে পারবে না।

ঈডি। (থিসিয়াস চলে যাচ্ছে দেখে উদ্বেগের সঙ্গে) তাহলে তুমি কি করবে?

থিসি। কি ব্যাপার, তুমি ভয় পাচ্ছ?

ঈডি। তারা আমার খোঁজে আসবে এখানে।

থিসি। এই সব বন্ধুরা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে।

ঈডি। কিন্তু—তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

থিসি। আমি জানি আমাকে কি করতে হবে। আমার কাজ আমি করব।

ঈডি। ক্ষমা করবে। আমি ভয় করছি—

থিসি। আমি ত ভয়ের কোন কারণ দেখি না।

ঈডি। তারা ভয় দেখিয়েছে—তুমি জান না।

থিসি। আমি একটা জিনিস জানি। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ তোমাকে জোর করে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। আর ভীতি প্রদর্শনের কথা বলছ? তাতে কি হয়েছে? ক্রোধের তাপে অনেক অলস অর্থহীন ভীতি প্রদর্শন হঠাৎ গজিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পরে যুক্তিবোধের জাগরণে এবং বাস্তব অবস্থার সংস্পর্শে সে ভীতি প্রদর্শনের সকল উচ্ছ্বাস শূন্যে উবে যায়। তোমার বলদর্পী আত্মীয়েরা তোমাকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাবার আস্ফালন করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি সে পথে বহু ঝড় ঝঞ্ঝার বাধা প্রতীক্ষায় আছে তাদের জন্য। তোমার ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ছাড়াও তুমি আছ দেবতা ফীবাসের রক্ষণাধীনে। তাছাড়া আমার অনুপস্থিতিকালে আমার নাম তোমায় সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

(প্রস্থান)

কোরাস। হে বিদেশী অতিথি, আমাদের এই রূপালি দেশ কলোনাস পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের মধ্যে সুন্দরতম। এদেশে কত সুন্দর সুন্দর ঘোড়া জন্মায় যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখানকার বৃক্ষছায়ামণ্ডিত শান্ত শীতল উপত্যকারাজিতে লতাকুঞ্জে গা ঢাকা দিয়ে নাইটিঙ্গেল পাখিরা মধুর স্বরে গান গায়। আর সেই সব উপত্যকায় জাম ও আঙুরলতার ছায়াঘেরা পথে পথে মদের অধিষ্ঠাতা দেবতা সুন্দরী পরীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই দেশেই সমস্ত দেবীদের বাঞ্ছিত অতি সুন্দর নার্সিসাস ফুল ফোটে। সে ফুলের কেশসদৃশ পাপড়িগুলি প্রভাত শিশিরে স্নাত হয়। চিরশান্ত সেফিসাস নদীর মন্দস্রোত এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। মন্দস্রোতা হলেও সেফিসাস নদীর জল কখনো

শুকিয়ে যায় না। প্রভূত পরিমাণ শস্যরাজির দ্বারা এ দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য এ নদীর অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা উপত্যকাভূমিগুলিকে বিধৌত করে বয়ে চলেছে অবিরাম। এখানে কামদেবী এ্যাফ্রোদিতে সোনালি লাগাম হাতে ঘোড়ায় চেপে বেড়িয়ে বেড়ায়। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরাও আপন আপন সাথীসহ পদচারণা করে বেড়ায় এখানকার পথে পথে। পেলপশাসিত ডোরিয়া ও এশিয়া মহাদেশের যে কোন দেশের থেকে এখানকার গৌরব অনেক বেশী, কারণ এদেশের মাটিতেই অজেয় অমর অভীক অলিভ গাছ জন্মায় আপনা থেকে। সে গাছের অক্ষত শক্তি জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে যুগ যুগ ধরে আর দেবরাজ জিয়াস ও প্যালাস সে গাছকে অতন্দ্র ও সদাসতর্ক দৃষ্টিতে প্রহরা দেন। সবশেষে আমি আমাদের রাজধানী নগরীর একটি গর্ব ও গৌরবের বিষয়কে তুলে ধরে তার প্রশংসা না করে পারছি না। তা হচ্ছে পসেডনের দান—অতুলনীয় অশ্বসম্পদ এবং অপরাজেয় নৌশক্তি। এ দেশের পথে পথে প্রথম কত বন্য অশ্ব পোষ মানতে শেখে। এখানেই প্রথম নৌকার ধারাল দাঁড় গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পঞ্চাশজন জলপরীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

(আন্তিগোনে দূরে জনৈক আগন্তুককে আসতে দেখেন)

আন্তি। আজ এমন এক সময় এসেছে যখন যশস্বিনী এ দেশ তার কাজের মধ্য দিয়ে তার উচ্চ প্রশংসিত গৌরবকে সার্থক করে তুলবে।

ঈডি। কি খবর মা ?

আন্তি। লোক লস্কর নিয়ে ক্রীয়ন আসছে।

ঈডি। এথেন্সের হে বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিগণ, এইবার যেন আমি চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করি।

কোরাস। তাই হবে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে বৃদ্ধ হলেও আমাদের দেশের শক্তি যৌবনসমৃদ্ধ।

অনুচরবর্গসহ ক্রীয়নের প্রবেশ। ঈডিপাসের থেকে বয়স বেশী ক্রীয়নের। তবে ঈডিপাসের থেকে বেশ কর্মঠ। কিন্তু তাকে দেখে বোঝা যায় তার মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত স্বভাবজাত প্রভুত্বশক্তি নেই। কোরাসদল প্রস্তুত হয়ে উঠল যে কোন ঘটনার জন্য। ক্রীয়ন প্রথমে কিছুটা ইতস্ততঃ করে শান্তভাবে বলতে শুরু করল।

ক্রীয়ন। কলোনাসের ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের চোখ মুখ দেখে বোধ হচ্ছে

আমার আগমনে আপনারা ভীত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার প্রতি কোন কুবাক্য উচ্চারণ করবেন না। কারণ আমার কোন কু-উদ্দেশ্য নেই এই আগমনের পশ্চাতে। আমি বৃদ্ধ এবং ভালভাবেই জানি শক্তি ও পরাক্রমে এ দেশ সারা গ্রীস দেশের মধ্যে অদ্বিতীয়। যেহেতু আমি বৃদ্ধ, সেই হেতু আমাকে এই ভদ্রলোকটিকে থীবস্ দেশে বুঝিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত তৎপরতায় এখানে আসিনি, এসেছি আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে। সত্য সত্যই আমি এই ভদ্রলোকের নিকট আত্মীয় হিসাবে তাঁর অভাবজনিত বেদনাভারের বেশী অংশটুকু নিজে বহন করেছি। এবার শোন হে ভাগ্যবিড়ম্বিত ঈডিপাস, স্বদেশে ফিরে চল। আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তোমার দেশবাসী তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর তার যথেষ্ট কারণও আছে। তোমার বার্ধক্যজনিত এই সব দুঃখকষ্টের জন্য আমি যদি কোন বেদনাবোধ না করি তাহলে বুঝতে হবে আমি সবচেয়ে এক বড় শয়তান। এইভাবে তোমাকে অসহায়ভাবে এক ভবঘুরে ভিক্ষুকের মত দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভেসে যেতে দেখে কার না হৃদয় দ্রবীভূত হয়! শুধু একটি কন্যা তোমার একমাত্র সহায় সম্বল। শোন কন্যা, কেন তুমি এই প্রথম যৌবনে তোমার কুমারী জীবনকে নিঃসীম নিরানন্দ দারিদ্র্যের মধ্যে শুকিয়ে দেবার জন্য চলে এসেছ? কোন আক্রমণকে প্রতিহত করার মত যেখানে কোন ব্যবস্থাই নেই সেখানে কেন তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ? এজন্য আমরা সকলেই দোষী। আমরা সমানভাবে অভিযুক্ত একই দোষে—তুমি আমি এবং আমাদের পরিবারবর্গ। স্পষ্ট প্রকাশ্য দিবা-লোকে এই লজ্জাজনক ঘটনাকে ত ঢেকে রাখা যায় না ঈডিপাস। এখন আমাদের পারিবারিক দেবতাদের নামে শোন ঈডিপাস, আমাদের লজ্জার অবসান ঘটাও। তোমার পৈত্রিক নগরীতে ফিরে এস। এই দেশ থেকে বিদায় নিয়ে তোমার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে এস। এ দেশ অবশ্য তোমাকে উপযুক্ত আতিথেয়তা দান করেছে। কিন্তু তোমার জন্মভূমি স্বদেশের প্রতি তোমার একটা ধর্মসম্মত কর্তব্য আছে।

ঈডি। শয়তান! কোন কুশলী যুক্তির দ্বারাই তোর সুচতুর কু-অভিসন্ধিকে ঢেকে রাখতে পারবি না। তুই কি ভেবেছিস আবার নূতন করে আমাকে ফাঁদে ফেলে চরম দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবি? এমন এক সময় ছিল যখন নিজের হাতে আপন চক্ষু দুটিকে অন্ধ করে দিয়ে মনে মনে এমনই দুর্বল হয়ে পড়ে-

ছিলাম যার জন্য আমি নিজেই নিজের নির্বাসন কামনা করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম অথচ তোমরা দিতে চাওনি সে নির্বাসন। কিন্তু যখন আমার আত্মঘাতী ক্রোধের উপশম ঘটে এবং গৃহসুখের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তখন তোমরা আমাকে জোর করে নির্বাসনদণ্ড দান করো। তখন একবার আত্মীয়তার কথাটা ভেবেও দেখনি। যখন এই দেশ এবং তার দেশবাসী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে তখন আবার তুমি এসেছ সেই দুঃখের রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে। এক কৃত্রিম মমতার বহিরাবরণ দিয়ে তোমার অন্তরের সব ঘৃণাকে ঢেকে রেখেছ তুমি। অবাঞ্ছিত অনুগ্রহ কোন কৃতজ্ঞতা আশা করতে পারে না। কেউ যদি প্রথমে তোমাকে তোমার কোন কাম্যবস্তু না দিয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পরে তুমি তোমার আকাঙ্খিত সব বস্তু পেয়ে গেলে যদি তোমাকে কিছু দান করতে চায় তাহলে তুমি কি তাকে ধন্যবাদ দেবে? তেমনি আজ তোমার এই বিলম্বিত দানের কোন মূল্য নেই। এই সব উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তোমার সব অভিসন্ধির কথা অবগত হোন। তুমি আমাকে ভালবেসে আমার স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্য আসনি এখানে। তুমি এসেছ আমাকে তোমাদের সীমান্ত অঞ্চলে রেখে দিতে যাতে করে এথেন্সের সঙ্গে তোমাদের কখনো বিরোধ না বাধে কোন ব্যাপারে। জেনে রাখ, তোমার সে ইচ্ছা কোনদিন পূরণ হবে না। তুমি শুধু আমার কাছে পাবে আমার অভিশাপ। তোমাদের দেশকে আমি চিরকালের জন্য অভিশাপ দিচ্ছি। আমার উত্তরাধিকারী পুত্ররাও আমার দেশে কখনো বড় হতে পারবে না। শুধু সমাধিভূমির একফালি জমি ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারবে না তারা। তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমাদের থেকে আরো স্পষ্ট করে থীবস্‌এর ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা বলতে পারি আমি। কেন জান? কারণ আমাকে এ বিষয়ে ফীবাস ও তাঁর সর্বশক্তিমান পিতা জিয়াস চালনা করেন। তুমি এখানে এসেছ এক কূটনৈতিক অভিলাষ নিয়ে। কিন্তু তোমার এই বাকচাতুর্যে তোমার কোন লাভই হবে না। আমার কথা হয়ত তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যাই হোক, তুমি তোমার পথে চল আর আমি আমার পথে চলি। এ পথ কঠিন হলেও আমি তা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি এবং আমি এতে খুশি।

ক্রীয়ন। ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি কি মনে ভাব তোমার এই প্রত্যাখ্যানে তোমার থেকে আমার বেশী ক্ষতি হবে?

ঈডি। আমি চাই তুমি আমার কাছে বা আমার বন্ধুদের কাছে কোন সুযোগ

সুবিধা না পাও।

ক্রীয়ন। তোমার বয়স হয়েছে, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, কিন্তু তোমার কোন বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি। এটা তোমার বংশের উপর কলঙ্ক লেপন করবে। এতে আমি দুঃখিত।

ঈডি। যা বলার বলে যাও শয়তান। অসৎ লোকের মত সুচতুর যুক্তিজাল বিস্তার করে যাও।

ক্রীয়ন। বেশী কথা বলা যাদের স্বভাব তারা বাজে কথা বলবেই।

ঈডি। তুমি কি বলতে চাও তুমি কম কথা আর ভাল কথা বল ?

ক্রীয়ন। আমি তোমার মত বাজে চিন্তা করি না।

ঈডি। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমার গুপ্তচরদের নিয়ে চলে যাও। এখন এটাই আমার বাড়ি এবং এখানেই আমি থাকতে চাই।

ক্রীয়ন। তোমাকে আমার' যা বলার তা বলেছি। এই সব ভদ্রলোক সাক্ষী আছেন। আমি তোমার ভাল করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার প্রতিদানে তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছ। কিন্তু যখন একবার তোমায় পেয়েছি—

ঈডি। কিন্তু তা আর হবে না। আমারও এখানে বন্ধু আছে।

ক্রীয়ন। ঠিক আছে। অন্য উপায় আছে।

ঈডি। ভয় দেখাচ্ছ ? কি বলতে চাও তুমি ? কি করেছ ?

ক্রীয়ন। তোমার মেয়েদের কথা বলছি। একজনকে ত আগেই নিয়ে গিয়েছি। আর একজনকে শীঘ্রই নিয়ে যাব।

ঈডি। না, তা পারবে না।

ক্রীয়ন। হ্যাঁ, তোমাকে শীঘ্রই আরও অনেক চোখের জল ফেলতে হবে।

ঈডি। তুমি আমার মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছ ?

ক্রীয়ন। আর একজনকে নিয়ে যেতে চাই।

ঈডি। বন্ধুরা, আমায় সাহায্য করো। আশা করি তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ওকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে।

কোরাস। এখান থেকে চলে যান আপনি। আপনি এর আগেই অনেক অন্যায় করেছেন।

ক্রীয়ন। (তার লোকজনদের) ঐ মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করো। যদি স্বেচ্ছায় না আসে ত জোর করে নিয়ে যাও। (তারা আন্তিগোনের হাত ধরল)

আন্তি। আমাকে উদ্ধার করো। দেবতা ও মানুষ যে যেখানে আছ আমাকে

বাঁচাও।

কোরাস। থামুন, একাজ করবেন না।

ক্রীয়ন। এই লোকটি যদি তোমাদের হয় তাহলে তার মেয়েটি আমার।

ঈডি। এথেন্সের ভদ্রমহোদয়গণ!

কোরাস। এ মেয়ের উপর আপনার কোন অধিকার—

ক্রীয়ন। আমার অধিকার আছে।

কোরাস। কিসের অধিকার?

ক্রীয়ন। সে আমার। (আন্তিগোনের হাতে হাত রেখে)

ঈডি। হে এথেন্স নগরী!

কোরাস। আপনি চলে যান এখান থেকে। তা না হলে আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ক্রীয়ন। সাহস থাকেত এগিয়ে এস।

কোরাস। আপনি আমাদের বাধ্য করেন ত অবশ্যই যুদ্ধ করব।

ক্রীয়ন। আমার গায়ে যদি হাত দাও তাহলে আমাদের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে তোমাদের।

ঈডি। একথা আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম।

কোরাস। মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

ক্রীয়ন। আমি কারো হুকুম মেনে চলি না। আমার উপর হুকুম চালাবার তোমাদের কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই।

কোরাস। আমি বলছি ছেড়ে দাও।

ক্রীয়ন। আমি বলছি তোমরা এখান থেকে চলে যাও। নিজের নিজের কাজে মন দাওগে।

কোরাস। কই কে কোথা আছ ছুটে এস। আমাদের দেশ বিপন্ন এবং আক্রান্ত। তোমরা সবাই আমাদের দেশকে রক্ষা করো।

আন্তি। আমাকে তোমরা নিয়ে যেতে দিও না।

ঈডি। তুই কোথায় মা?

আন্তি। ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ঈডি। তোমার হাতটা দাও দেখি।

আন্তি। আমি তা পারছি না।

ক্রীয়ন। যাও, ওকে নিয়ে যাও।

ঈডি। ওঃ আমি এ সহ্য করতে পারছি না। হায়, হায়।

ক্রীয়নের রক্ষীরা আন্তিগোনেকে ধরে নিয়ে গেল

ক্রীয়ন। তোমার বৃদ্ধ ও অন্ধ জীবনের তুটি সম্বল চলে গেল। এবার তাদের সাহায্য ছাড়াই হেঁটে বেড়াও। তোমার দেশ ও দেশবাসীর কথা অমান্য করার প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে। তাদের কথাতে আমি এখানে এসেছি, যদিও আমি তাদের রাজা। আপাততঃ তুমি হয়ত জিতলে, কিন্তু কালক্রমে তুমি বুঝতে পারবে তোমার ক্রুদ্ধ স্বভাব ও বদমেজাজী মনোভাবই চিরকাল তোমার পতন ও দুঃখের কারণ হয়ে এসেছে।

ক্রীয়ন যাবার উদ্যোগ করতেই কোরাসদলের লোকেরা তার পথ আটকাল। যদিও তারা তার দেহে কোন আঘাত করল না।

কোরাস। দাঁড়াও এখানে।

ক্রীয়ন। তোমরাও হাত তুলে দাঁড়াও।

কোরাস। তুমি যতক্ষণ ঐ তুটি মেয়েকে ধরে রাখবে ততক্ষণ আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব না।

ক্রীয়ন। তাই নাকি? তাহলে আমাকে আর একজনকে নিয়ে যেতে হবে।

ক্রীয়ন ঈডিপাসের দিকে এগিয়ে গেল

কোরাস। কি করতে চাও তুমি?

ক্রীয়ন। ও আমার বন্দী।

কোরাস। না, ওকে তুমি বন্দী করতে পারবে না।

ক্রীয়ন। নিশ্চয় বন্দী করতে পারি এবং করব। কে আমাকে বাধা দেবে? তোমাদের রাজা?

ঈডি। খবরদার আমার গায়ে হাত দেবে না। অধার্মিক পশু কোথাকার!

ক্রীয়ন। চুপ করো।

ঈডি। না চুপ করব না। হে দেবতাবৃন্দ, তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি এবার অভিশাপ দিচ্ছি। শোন নির্মম শয়তান, আমার তু চোখ আগেই অন্ধ ছিল। কিন্তু আমার সেই অন্ধ চোখের আলো আমার কন্যা সন্তানদের তুই কেড়ে নিলি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ চক্ষু সূর্য তোর পুরস্কার দেবেন এ কাজের। তোর সমস্ত সন্তান জন্মান্ধ হবে এবং তোর সারাজীবন অন্ধকার ও নিরানন্দ করে দেবে।

ক্রীয়ন। হে কলোনিয়াবাসীগণ, দেখ।

ঈডি। তারা আমাদের দুজনের কথাই শুনছে এবং বিচার করবে। তারা জানে একমাত্র অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আমার আত্মরক্ষার অন্য কোন ক্ষমতা নেই।

ক্রীয়ন। আর আমি কোন কথা শুনব না। তোমাকে নিয়ে যাবই।

ঈডি। আমাকে রক্ষা করো।

কোরাস। থাম থাম, তুমি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছ অতিমাত্রায়। একাজ তুমি করতে পাবে না।

ক্রীয়ন। আমি করবই।

কোরাস। তাহলে বুঝব এথেন্সে আইন বলে কোন জিনিস নেই।

ক্রীয়ন। একমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণেই আইন দুর্বলকে রক্ষা করে।

ঈডি। ওর অহঙ্কারের কথা শোন।

কোরাস। দেবতারা জানেন ও কারো কথা শুনবে না।

ক্রীয়ন। দেবতারা এটাও জানেন তোমরা কি করছ বা না করছ।

কোরাস। তোমার একাজ অধর্মাচরণ।

ক্রীয়ন। অধর্মাচরণ হলেও তোমাদের তা সহ্য করতে হবে।

কোরাস। কই জনগণ কে কোথায় আছ ছুটে এস। ধৃত মেয়েদের উদ্ধার করো। অপহরণকারীদের দৌরাত্ম্য থেকে আমাদের দেশকে বাঁচাও।

অনুচরবর্গসহ থিসিয়াসের প্রবেশ

থিসি। কিসের এই চিৎকার? কি ঘটেছে। আমি যখন আমাদের দেশের জাতীয় দেবতার পূজা করছিলাম তাঁর বেদীমূলে তখন তোমাদের ভীতিবিহ্বল চিৎকার শুনে এখানে দ্রুত চলে আসি। কি ঘটেছে বল।

ঈডি। সেই কণ্ঠস্বর। হে আমার প্রিয় বন্ধু! এই লোকটা আমার উপর অন্যায় করছে।

থিসি। কোন লোক? কি অন্যায় করছে?

ঈডি। ক্রীয়ন—তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? সে আমার দুটি কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

থিসি। সত্য কথা?

ঈডি। হ্যাঁ জলন্ত সত্য।

থিসি। (তাঁর অনুচরবর্গের প্রতি) তোমাদের মধ্যে একজন মন্দিরে গিয়ে সব লোকদের বল তারা যেন অচিরে ঘোড়ায় চেপে সমস্ত পার্বত্যপথে ছুটে যায়।

তারা যেন বন্দিনী মেয়ে দুটি আর তাদের লুণ্ঠনকারীদের ধরে আনে। যদি তাদের দেখা পাওয়া না যায়, তাহলে সেটা হবে আমার পরাজয় ও অপমানের কথা। তাহলে এই ভদ্রলোক আমাকে উপহাস করবে। যাও। (জনৈক অনুচর চলে গেল) এই অন্যায়কারী বিদেশীর প্রতি আমার ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে। সেই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমি ওকে শক্ত কথা বলতে পারি। আর ও শক্ত কথারই যোগ্য। যাই হোক, আইনসঙ্গতভাবেই শাস্তি দেব। (ক্রীয়নকে) মেয়ে দুটি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। তুমি আমাকে অপমানিত করেছ। তোমার নিজস্ব দেশ এবং বংশের প্রতি কলঙ্ক লেপন করেছ। আমাদের এই দেশ একমাত্র ন্যায় এবং আইনের দ্বারা চালিত হয়। তুমি জোর করে তোমার কোন আকাঙ্খিত বস্তুকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের দেশের প্রচলিত আইন শৃঙ্খলার উপর হস্তক্ষেপ করেছ। আমার মনে হচ্ছে তুমি ভেবেছ আমাদের এ রাজ্যে শুধু ক্রীতদাসেরা থাকে। ভেবেছ আমি একটা তুচ্ছ লোক। তাহলে থীবস্ দেশ তোমাকে এ শিক্ষা দেয়নি, কিন্তু সে দেশের লোকেরা ভদ্র। থীবস্ দেশ যখন শুনবে তুমি আমাদের দেশ ও দেবতাদের উপর অপমানকর আক্রমণ চালিয়েছ এবং তাদের অসহায় আশ্রিতকে গ্রেপ্তার করেছ, তখন তারা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে। আমি কিন্তু কোন কারণেই তোমাদের দেশের মধ্যে গিয়ে যাকে তাকে ধরে আনতে কখনই পারব না সেখানকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে। তুমি আমাদের নির্দোষ রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছ অপরিসীম লজ্জার বোঝা। বোঝা যাচ্ছে, তোমার যে অনুপাতে বয়স বেড়েছে সেই অনুপাতে বুদ্ধি বিবেচনা বাড়েনি। আগে বলেছি আবার বলছি, মেয়ে দুটিকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তা না হলে তোমাকে এখানে বন্দী থাকতে হবে এবং আমি যা বলেছি তা হবেই।

কোরাস। এখন শোন বিদেশী, এবার নিশ্চয় তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ। তোমার কাজ দেখে কখনই মনে হচ্ছে না তুমি সৎ।

ক্রীয়ন। আপনি ভুল করছেন রাজা থিসিয়াস। আমি আমার এই কাজের দ্বারা এথেন্সের জনগণ বা তার পরিষদবর্গের কোন অবমাননা করিনি। আমি ভাবতে পারিনি, আপনার দেশের জনগণ আমারই একজন আত্মীয়কে আমার অনিচ্ছা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও আশ্রয় দান করবে। আমি একথা নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম যে তারা কখনই একজন পিতৃহন্তা এবং আপন মাতার শালীনতাহানিকারককে স্থান দেবে না। আমি জানতাম এ্যারেসের এই পার্বত্য

রাজ্য কখনো এই ধরনের ভবঘুরেদের আশ্রয় দেয় না। এই জন্যই আমি আমার অধিকার ওদের উপর আছে জেনেই একাজ করেছিলাম। তাছাড়া আমি ঈডিপাসকে ধরে নিয়ে যেতে চাইতাম না যদি না সে আমাকে ও আমার দেশকে অভিশাপ দিত। এই অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি ওর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা ভাবি। আমি বয়সে বৃদ্ধ হলেও আমার ক্রোধ একেবারে বিদূরিত হয়নি। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। আমার কাজ যত স্থায়সঙ্গতই হোক না কেন, আমি একা এবং অসহায় কিন্তু আপনি যাই করুন বিনা প্রতিবাদে তা আমি মেনে নেব না।

ঈডি। এখনো এতটুকু অনুশোচনা জাগছে না তোমার মনে! নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতির অভিযোগ তুলে আমাকে যেসব গালি দিলে তাতে আমি বিশেষ অপমানিত বোধ করছি। যা কিছু ঘটেছে আমার জীবনে তা দেবতাদের ইচ্ছাতেই ঘটেছে। নিশ্চয় আমাদের বংশের উপর দেবতাদের এক পুরনো আক্রোশ ছিল। যত খুশি খোঁজ নিয়ে দেখতে পার আমার জীবন ছিল নির্দোষ। আমার মনে এই ধরনের পাপপ্রবৃত্তি ছিল না। আমাকে যা খুশি বল। আমার জন্মের পূর্বেই স্বর্গ হতে দৈববাণী হয় আমার পিতা পুত্রের হাতে নিহত হবেন। তাহলে কেমন করে আমাকে তুমি দোষী সাব্যস্ত করতে পার? এক দুর্ঘটনাক্রমে পিতার সামনে এসে পড়ি এবং না জেনে তাঁকে হত্যা করে বসি। তাহলে একাজের জন্য কেন আমাকে দায়ী করছ? তেমনি আমার মার সঙ্গে ব্যভিচারের প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। একথা আমি আর বলতে না চাইলেও তুমি বাধ্য করছ তোমার বোনের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা বলতে। তিনি আমার মাতা ছিলেন। কিন্তু একথা আমি বা তিনি কেউ জানত না। এটা লজ্জার কথা যে তিনি আমার সন্তানদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি জানি তুমি আমার ও তাঁর নিন্দা করে কুৎসা করে এক পৈশাচিক আনন্দ লাভ করো। সে কাজ যেমন আমার কাছে ঘৃণ্য, তেমনি সে কাজের কথা মুখে বলাও আমার কাছে এক ঘৃণ্য কাজ। তবু আবার বলছি আমি পাপী নই। তুমি যতই ঘৃণার বাক্য আমার প্রতি উচ্চারণ করো না কেন আমি আমার পিতার মৃত্যু বা মাতার সঙ্গে বিবাহ—কোন ব্যাপারেই আমি দায়ী নই। আমার একটা কথার উত্তর দাও। কেউ যদি এখানে হঠাৎ এসে তোমার জীবননাশের ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে তুমি কি শান্তভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে সে তোমার পিতা কি না অথবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে? আমার মনে

হয় বিধাতার কথা না ভেবে তুমি সেই আক্রমণকারীকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। তার কুমতলবের উপযুক্ত প্রতিদান দেবে। দেবতাদের ইচ্ছায় আমার জীবনে তাই ঘটেছিল। আমার পিতা আজ বেঁচে থাকলেও এ কথা অস্বীকার করতে পারতেন না। কিন্তু তুমি এই ভদ্রলোকের সামনে সেই অকথ্য কথা বলে আমাকে বিদ্রূপ করে যাচ্ছ। একটু আগে থিসিয়াসের কাছে এথেন্সের আইনশৃঙ্খলার গুণগান করলে কিন্তু তুমি জান কি তোমার দ্বারা প্রশংসিত এই রাজ্য অন্যান্য দেশের থেকেও দেবতাদের বেশী মাত্রায় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তুমি সেই দেশের এক দেবতার পবিত্র বেদীমূল হতে একজন বৃদ্ধ অসহায় আশ্রিতকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলে এবং তার কন্যাদের আগেই অপহরণ করে নিয়ে যাও। এই কারণে আমি এখানকার দেবীদের কাছে অকাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন আমাদের রক্ষা করেন এবং তুমি যেন বুঝতে পার এদেশে কি ধরনের মানুষ বাস করে।

কোরাস। (থিসিয়াসের প্রতি) আমাদের অতিথি নির্দোষ। তিনি শুধু ভাগ্যের অভিশাপে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে আমাদের সাহায্য দান করা উচিত।

থিসি। অনেক কথা বলা হয়েছে। এদিকে আমরা যখন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তখন দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রীয়ন। আমি কি করতে পারি। আমি ত তোমাদের বন্দী।

থিসি। আমার সঙ্গে তুমি তাদের কাছে চল। যদি মেয়েদের পাওয়া যায় এ দেশের সীমানায় সেখানে আমাকে নিয়ে চল। যদি আরো দূরে অন্যত্র চলে যায় তাহলে আমরা আর সেখানে যাব না। অন্য যেসব লোক খোঁজ করছে তাদের তারা সেখানে গিয়ে ধরে আনবে। জানবে তোমার কোন লোক আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে না। চল চল। অন্যায়ভাবে উপার্জিত বস্তু শীঘ্রই হারিয়ে যায়। যেমন ধরো কামড় নিয়ে কেড়ে নেওয়া কোন বস্তু বা শিকারের জিনিস বেশীক্ষণ থাকে না। তোমার সঙ্গে মনে হয় কিছু সাহায্যকারী ছিল। কারণ কারো সাহায্য ছাড়া একা তুমি একাজ করতে পারতে না। তারা এখন কোথায়? তুমি বোধ হয় তাদের হারিয়েছ। যাই হোক, আমি সে বিষয়ে দেখব। আশা করি, আমার সতর্কবাণীর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছ। একটু আগে যারা তোমাকে একাজ করতে নিষেধ করেছিল তুমি তাদের কথা শোননি।

ক্রীয়ন। আমি এখানে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করব না। দেশে

ফিরে গিয়ে যা করার করব।

থিসি। যত খুশি ভয় দেখাও। কিন্তু এখন চল। শোন ঈডিপাস, তুমি এখানেই শান্তিতে থাক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার মেয়েদের আমি ফিরিয়ে আনব তা না হলে তাদের সঙ্গে প্রাণবিসর্জন দেব।

(ক্রীয়নের সঙ্গে প্রস্থান)

ঈডি। হে মহান থিসিয়াস, আমার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা ও সদয় ব্যবহারের জন্য দেবতারা তোমার সৌভাগ্য দান করুন।

কোরাস। বিদেশী শত্রুরা এসে যেখানে বর্শা ও তরবারির দ্বারা আস্ফালন করে সদম্ভে যুদ্ধ ঘোষণা করে সেখানে কোন দেশবাসী ছুটে যেতে না চায়? সে দৃশ্য সত্যই দেখার মত। পাইথিয়ার বেদীমূলে অথবা পাখি ডাকা সোনালি নিস্তব্ধতায় ঢাকা কোন বনান্তরালবর্তী স্থানেই হোক, সে দৃশ্য দেখার জন্য সকলেই ছুটে যায়। বর্তমানে মহান থিসিয়াস এক গভীর বনের মধ্যে অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত। সেখানে সহসা নারীকণ্ঠের এক চিৎকার শুনে সেই কুমারী মেয়েটিকে উদ্ধার করে এখানে তাদের নিয়ে আসবেন। অথবা এতক্ষণে বিদেশী শত্রুরা কি তুষারশুভ্র পার্বত্য অঞ্চল অথবা তৃণভূমির মধ্য দিয়ে রথচক্রনির্ঘোষে বীর বিক্রমে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে কোন আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ে? আমাদের মহান রণদেবতা এ্যারেস আমাদের দেশকে মুক্ত করবেন। কলোনাসের বীর সন্তানগণও নিশ্চেষ্ট থাকবে না। তারা এথেন্সের বীরপুরুষদের সঙ্গে একযোগে শত্রুনিধনকারী রাজা থিসিয়াসের অনুসরণ করবে। ধরিত্রীমাতার সন্তান হে ভূকম্পনকারী সমুদ্রদেবতা ও দেবী এথেনা, আজ তোমাদের বন্দনা গান করি। (কিছুক্ষণ বিরতির পর) এখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে না তারা থেমে আছে? আমি কি আশার ছলনার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছি অথবা বন্দিনীরা আবার ফিরে আসবে? দেবতারা আমাদের সহায় আছেন। আমার যেন মন বলছে আমাদেরই জয় হবে এই যুদ্ধে। হে সর্বদর্শী জিয়াসপ্রেরিত দৈব কপোত, তুমি মেঘের উপর থেকে সব কিছু দেখে আমাকে তার বার্তা দাও। হে সর্বদর্শী জিয়াস, আমাদের দেশকে রক্ষা করো ও সমৃদ্ধ করো। তোমার কন্যা এথেনা ও পুত্র ফীবাস আর বহুবর্ণচিত্রিত হরিণ শিকার করা ভগিনী রাণী আমাদের যেন সহায় হন। আমাদের দেশবাসার আবেদন শোনেন।

২য় দল। (যে দাঁড়িয়ে দেখছিল) হে বিদেশী, এবার আমার কথা সত্যে পরিণত হলো। তোমার মেয়েরা নিরাপদে ফিরে আসছে।

ঈডি। কোথায়? একথা কি সত্য?

(আন্তিগোনে, ইসমেনে, থিসিয়াস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

আন্তি। পিতা, যদি কোন দেবতার দয়ায় একবার এই মহানহৃদয় বীরপুরুষকে দেখতে পেতে যিনি আমাদের তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন।

ঈডি। তোরা ফিরে এসেছিস?

আন্তি। হ্যাঁ, থিসিয়াসই তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের দ্বারা আমাদের উদ্ধার করেন।

ঈডি। আমার কাছে আয় মা! তোদের যে দেহ আর কখনো স্পর্শ করতে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম সে দেহ দিয়ে আমাকে একবার আলিঙ্গন কর মা।

আন্তি। আমরাও তাই ভাবছিলাম।

ঈডি। তোরা এখন কোথায়?

আন্তি। আমরা দুজনেই এখন তোমার কাছেই আছি।

ঈডি। আমার স্নেহের পুত্তলিরা।

আন্তি। বাবার কি ভালবাসা।

ঈডি। তোদের ছেড়ে থাকতে এত কষ্ট হচ্ছিল!

আন্তি। আমরাও দুজনে অনেক কষ্ট ভোগ করেছি।

ঈডি। এখন আমি তোদের পাশে সুখে মরতে পারি। তোদের আবার ফিরে পেলাম। তোরা আমার আরো কাছে আয়। তোদের একটা করে হাত আমার হাতে রাখ। আমি তোদের হারিয়ে মনেপ্রাণে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়েছিলাম। আর যেন তোরা আমায় ছেড়ে যাসনি। বেশী নয়, অল্প কথায় বল কি হয়েছিল তোদের।

আন্তি। আমাদের উদ্ধারকর্তা নিজের মুখে বলুন। এটা তাঁর কাজ। যা কিছু করেছেন তিনিই। এ কাহিনীর তিনিই একমাত্র নায়ক।

ঈডি। (থিসিয়াসের দিকে ফিরে) হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমি অনেকক্ষণ ধরে আমার সন্তানদের আদর করছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভেবেছিলাম ওদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ফিরে পেয়েছি। আমি জানি একমাত্র তোমার জন্যই আমার এ সুখ সম্ভব হয়েছে। তোমার জন্য এরা তাদের জীবন ফিরে পেয়েছে। ঈশ্বর যেন তোমাকে ও তোমার দেশকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করেন। যে ন্যায়পরায়ণতা, দেবোপম মহানুভবতা

ও সত্যবাদিতার পরিচয় এ দেশে আমি পেয়েছি তা আর কোথাও পাইনি। আমি জানি আমার কাছে কতখানি ধন্যবাদ তোমার পাওয়া উচিত। এ সব কিছু তোমারই দান। তোমার হাত দাও হে রাজন। আমি কি তোমার গণ্ডদেশ চুম্বন করতে পারি? (থিসিয়াসকে স্পর্শ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল) না না। আমি পাপী। যত রকমের দুর্নীতি ও পাপ সংসারে আছে আমি তা সব করেছি। আমি যা করেছি তা কেউ কখনো করেনি। (সরে গিয়ে) সুতরাং আমার ধন্যবাদ শুধু গ্রহণ করো। আজকের মত তোমার দয়া থেকে যেন কখনো বঞ্চিত না হই।

থিসি। দীর্ঘক্ষণ ধরে তুমি তোমার মেয়েদের নিয়ে যে আদর অভ্যর্থনার আতিশয্য দেখিয়েছ তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তাদের প্রতি প্রথম নজর দেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কিছু নেই। আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো কাজ, কথা নয়। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। তা তুমি দেখলে। তোমার অপহৃতা কন্যাদের নিয়ে আমি ফিরে আসতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট। কিন্তু কেমন করে সে কাজ সম্ভব হয়েছে বলার কোন দরকার নেই। সেকথা তুমি ওদের মুখ থেকেই শুনতে পাবে। তবে শোন, আমি আসার সময় আর একটা খবর পেলাম। এ বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাই। খবর বড় না হলেও কৌতূহলোদ্দীপক এবং সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

ঈডি। কি খবর ভাই। আমরা ত কিছু শুনিনি এখনো।

থিসি। আমি যখন পসেডনের বেদীতে পূজা দিচ্ছিলাম তখন আমাকে ডাকা হয়। এসে দেখি একজন বিদেশী অতিথি বসে রয়েছে। কোথা থেকে কি করে এসেছে তা কেউ জানে না। তবে মনে হলো সে তোমার আত্মীয়।

ঈডি। কোথা থেকে এসেছে এবং কি তার আবেদন?

থিসি। আমাকে ওরা যা বলল আমি তাই তোমাকে বললাম। লোকটি তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চায়।

ঈডি। একজন বিদেশী, একটা শুধু কথা বলতে চায়?

থিসি। তোমার সঙ্গে দুএকটা কথা বলতে চায় আর নিরাপদে সে তার স্বদেশে ফিরে যেতে চায় যেখান থেকে সে এসেছে।

ঈডি। সেই বিদেশী দেবতার মন্দিরে গিয়েছিল?

থিসি। আর্গসে তোমার কি কোন আত্মীয় আছে যে তোমার কাছে আসতে পারে?

ঈডি। (ভেবে) ওঃ আর কিছু বলতে হবে না বন্ধু।

থিসি। কি ব্যাপার?

ঈডি। আর কিছু জানতে চেয়ো না।

থিসি। জানতে চাইব না মানে? আমাকে বল।

ঈডি। এবার বুঝতে পেরেছি কে সে।

থিসি। কে সে? তার সঙ্গে আমার কি কোন বিবাদ আছে?

ঈডি। সে আমার পুত্র, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু যার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত সহ্য করতে পারব না আমি।

থিসি। তার জন্য কিছু করতে না পারলেও তার কথা একবার শুনতে পারবে না? তার কথা সহ্য করতে পারবে না?

ঈডি। আমি তার পিতা। তবু বলছি তার কণ্ঠস্বর অসহ্য আমার কাছে। এ কাজে বাধ্য করো না আমায়।

থিসি। দেবতার কাছে সে যে প্রার্থনা করেছে তার কথা শুনেও দেখা করবে না তার সঙ্গে? দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে অন্ততঃ একবার দেখা করা উচিত তোমার।

আন্তি। পিতা, আমি বয়সে ছোট এবং তোমাকে আমার উপদেশ দেওয়া উচিত না হলেও আমার কথা শোন। এ ব্যাপারটা রাজার উপর ছেড়ে দাও। দেবতার খাতিরে তিনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমি ও ইসমেনে দুজনেই চাই আমাদের ভাই আমাদের কাছে আসুক। এ বিষয়ে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। সে যা বলবে তা যদি তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক না হয় তাহলে তা তোমাকে কিছুতেই টলাতে পারবে না। তোমার উদ্দেশ্য হতে তোমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তার কথা শুনলে আর তুমি আঘাত পাবে না। বরং তা শোনাই ভাল। কারণ তার কোন কুমতলব থাকলেও তার কথায় তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তুমি তার পিতা, সে তোমার উপর যতই অন্যায় করুক বা নিষ্ঠুরের মত আচরণ করুক তার উপর অন্যায় করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তোমার উচিত নয়। তাকে আসতে দাও। অনেক পিতারই খেয়ালী পুত্র থাকে। কিন্তু শান্তভাবে বন্ধুভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করলে তাদের ক্রোধ অনেক সময় দুরীভূত হয়ে যায়। এখন বর্তমানের কথা ভুলে গিয়ে অতীতের কথা ভাব, তোমার পিতামাতার ভুলের জন্য যে অনর্থ সংঘটিত হয় তার কথা ভাব। তার থেকে তুমি কি বুঝতে পারবে না অসংযত ক্রোধের

আবেগ থেকে কি কুফল জন্মলাভ করে? আমার মনে হয় তোমার চোখ অন্ধ হলেও সে ঘটনা থেকে তুমি পাবে এক উজ্জ্বল শিক্ষার আলো। আমাদের আনন্দের জন্য অন্ততঃ তাকে আসতে অনুমতি দাও পিতা। আমাদের অনুরোধ তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পার না। কারণ অপরের কাছ থেকে তুমি যে সদ্ব্যবহার পেয়েছ এই ধরনের উদারতার দ্বারা তার প্রতিদান দেওয়া উচিত।

ঈডি। আচ্ছা মা, এ কাজ কঠিন হলেও আমি মত দিচ্ছি। (থিসিয়াসের প্রতি) এবার তোমার যা খুশি করতে পার। তবে বন্ধু, একটা কথা, সে যদি আসে আমার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব তোমার।

থিসি। আমি তোমাকে আগেই বলেছি তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কোন অহঙ্কার করছি না। তবে যতক্ষণ আমার জীবন নিরাপদে থাকবে ততক্ষণ তোমার জীবন বিপন্ন হবে না।

(প্রস্থান)

কোরাস। আমাকে এমন কোন লোকের সন্ধান দিতে পার যে জীবনে অনেক কিছু চায় এবং অল্পতে যে কখনো সন্তুষ্ট হতে চায় না? তাহলে আমি বলব সে নির্বুদ্ধিতার উপাসক। তাহলে বলব সে জানে জীবনে যত দিন যায় তত বেদনার সঞ্চয় জমা হতে থাকে সে জীবনের পাত্রে। সে পাত্রে কোথাও আনন্দ নেই। একমাত্র নীরস নিরানন্দ মৃত্যুই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে সেই স্তূপাকৃত বেদনার কবল থেকে। দিতে পারে অনন্ত শান্তি। তোমরা যাই চাও, তোমাদের বেশীর ভাগ কামনা বাসনাই অতৃপ্ত রয়ে যাবে জীবনে। সুতরাং এ জীবনের যত তাড়াতাড়ি অবসান ঘটে ততই মঙ্গল। যেখান থেকে আমরা আসি সেখানে যত তাড়াতাড়ি ফিরে যাই ততই ভাল। একমাত্র ক্রীড়াচঞ্চল আনন্দমুখর শৈশব ও বাল্য ছাড়া গোটা জীবনটাই ত অবিমিশ্র দুঃখ বেদনায় ভরা। কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিবাদ, ঘৃণা প্রতিহিংসা বারবার আনাগোনা করে সে জীবনে। অবশেষে প্রেমহীন সঙ্গীহীন বিষাদময় বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের শেষ শক্তি নিঃশেষিত হয়। একথা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের এই ভাগ্যবিড়ম্বিত বিদেশী বন্ধু জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। উত্তরাঞ্চলের কোন বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রসংলগ্ন তুষারশুভ্র কোন অটল পর্বতের মত তিনি অসংখ্য বিষাদরূপ তরঙ্গের ক্রমাগত আঘাত সহ্য করে এসেছেন। তাঁর জীবনের পূর্বাহ্ণ জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন ও ক্লান্ত সায়াহ্ন সমান ভাবে দুঃখ দিয়েছে তাঁকে। তার উপর বিষাদবিধুর রাত্রির কথাই নেই।

আন্তি। কে একজন আসছে। আমার মনে হয় সে-ই পিতা। সে একা এবং কাঁদছে।

ঈডি। কে ও?

আন্তি। আমরা যা ভেবেছিলাম—পলিনীস। সে এসে গেছে।

পলিনীসেসের প্রবেশ

পলি। হে আমার প্রিয় বোনেরা, কি বলব? আজ কার অবস্থা বেশী করুণ, আমার না আমার পিতার? আজ তিনি বিদেশে নির্বাসিত। একমাত্র তোমরা ছাড়া তাঁর আর কোন সম্বল নেই। আজ তাঁর জরাজীর্ণ দেহে আছে নামমাত্র পোষাক। আজ তিনি অন্ধ—তাঁর শুভ্র পক্ককেশ বাতাসে উড়ছে। আজ সামান্য কিছু ফলমূল খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হয় তাঁকে। এখন আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি হতভাগ্য। আমি স্বীকার করছি তোমাদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করেছি। আমি নিজেকে নিজে অভিযুক্ত করছি, দোষী সাব্যস্ত করছি। অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গসিংহাসনের পাশে অবস্থিত থেকে দয়া তাঁর সকল কার্যকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে। সুতরাং হে পিতা, সেই দয়ার কথা ভুলবেন না। যা কিছু ঘটুক না কেন তার প্রতিকার আছে। এর থেকে অশুভ আর কিছু ঘটতে পারে না। তবু কোন কথা বলছ না? কথা বল পিতা, মুখ ঘুরিয়ে থেকো না। তবু কোন উত্তর দিচ্ছ না। তবু কেন দয়া প্রদর্শন করছ না? কেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ সেকথা আমাকে না জানিয়েই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? হে আমার প্রিয় বোনেরা, তোমরা পিতাকে অনুরোধ করে তাঁর এই নির্মম নীরবতার অবসান ঘটাও। আমি একজন বিদেশী অতিথি, দেবতার কৃপা-প্রার্থী। আমার আবেদনকে অবহেলা করে আমার কামনাকে অতৃপ্ত রেখে আমাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করো না।

পলিনীসেস থামল কিন্তু ঈডিপাস কোন কথা বলল না

আন্তি। আরো কিছু বল। তোমার কথা শুনে করুণা জাগতে পারে তাঁর মনে। ক্রোধ অথবা করুণার কোন না কোন কথা বেরিয়ে আসতে পারে তাঁর এই নীরবতা থেকে।

পলি। আমি তাই করব। কিন্তু আমি এ বিষয়ে দেবতার অনুগ্রহ চাই। দেবতার বেদীমূলে যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম তখন থিসিয়াস আমাকে প্রথমে দেখেন। তিনি আমাকে অবাধে সে প্রার্থনা করতে দেন। সুতরাং

হে আমার বন্ধুগণ, আমার এ দাবিকে তোমরা সমর্থন করো।

ঈডিপাস তবু শক্ত হয়ে বসে রইল এবং পলিনীসেস নূতন উদ্যমে বলে চলল, হে পিতা, এখানে আমি কেন এসেছি সেকথা শোন একবার। আমিও আজ তোমার মত আমার পিতৃভূমি থেকে নির্বাসিত। কারণ আমি তোমার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আমার জন্মগত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এটোকলস্ আমাকে বিতাড়িত করে। এ বিষয়ে কোন বাদ প্রতিবাদ বা যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। তবে দেশবাসীর সমর্থন সে লাভ করে। আমার মনে হয় তোমার উপর দৈব অভিশাপের ফলেই এমন ঘটেছিল। পরে জ্যোতিষের কাছে আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তারাও এই কথা সমর্থন করে। এরপর আমি ডোরিয়ার অন্তর্গত আর্গসে যাই। সেখানে আদ্রেসাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করে পেলোপনেসীয় বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে এক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হই। তাদের সঙ্গে যুক্তভাবে আমি থীবস্‌দেশ আক্রমণের এক পরিকল্পনা করেছি। এই আক্রমণ রচিত হবে সপ্ত বূ্যহের মাধ্যমে। প্রতিজ্ঞা করেছি আমাকে যে সিংহাসন হতে উৎখাত করে অন্যায়ভাবে আমি তাকে বিতাড়িত করব অথবা সসম্মানে মৃত্যুবরণ করব। এবার বলছি এখানে আসার কথা। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি পিতা। আমার ও আমার বন্ধুদের একান্ত প্রার্থনা তুমি চল। আমার সাতজন বন্ধু সাতটি সৈন্যদল নিয়ে এই মুহূর্তে থীবস্‌দেশ অবরোধ করেছে। এদের মধ্যে প্রথমে আছে বীর শ্রেষ্ঠ আম্ফিয়ারাস, আকতোলিয়ার টাইডেনস্, ও মেনাসপুত্র এতিওক্লাস, আছে তালাওসপুত্র হিপ্পোমেদন, ক্যাপেনেউস, আর্কেডিয়ার বীর পার্থেনোপেনেউস। আর্কেডিয়া নাম হয় আটালাণ্টার নাম অনুসারে। দ্রুতগামিনী আটালাণ্টা প্রথমে বহুকাল কুমারী ছিলেন, পরে পার্থেনোপেনেউস জন্মগ্রহণ করেন তাঁর গর্ভে। তারপর আছি আমি। আমিই তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছি থীবস্‌দেশে। আমি তোমার সুযোগ্য সন্তান অথবা ভয়ঙ্করী নিয়তির সন্তানও বলতে পার। এখন শোন পিতা, আমাদের একান্ত প্রার্থনা তোমার কাছে, আমি যখন আমার উচ্ছেদকারী ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সংগ্রামে চলেছি তখন তোমার নিজের ও কন্যাদের জীবনের স্বার্থে আমার উপর তোমার ক্রোধ পরিহার করো। দৈববাণী যদি সত্য হয় তাহলে যে তোমার সমর্থন লাভ করবে সে অবশ্যই জয়লাভ করবে। যদি তুমি তোমার আমার জন্মভূমি আমাদের স্বদেশকে ভালবাস তাহলে আমাদের

কথা শোন পিতা। একবার ভেবে দেখ তুমি আমি দুজনেই গৃহহারা, নির্বাসিত। দুজনেই অবজ্ঞাত ভিখারীর মত অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী। অথচ আমাদের উচ্ছেদকারী প্রভুত্ব করছে আমাদের দেশে। এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার বুকে রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহে। কিন্তু তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আমি তাকে পরাভূত করতে চাই। এর দ্বারা তোমাকে ও আমাকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করব আমি। ছিনিয়ে আনব আমাদের হারাণো অধিকার। একমাত্র তোমার অনুমতি আমাকে এনে দেবে নিশ্চিত জয় আর তোমার অসম্মতি নিয়ে আসবে নিশ্চিত মৃত্যু।

কোরাস। রাজা থিসিয়াসের খাতিরে ওর বাছে তোমার মনের কথা ব্যক্ত করো ঈডিপাস।

ঈডি। ভদ্রমহোদয়গণ, থিসিয়াস যদি ওকে আমার কাছে না পাঠাতেন, তাহলে ও মরে গেলেও আমি একটা কথাও বলতাম না। কিন্তু যাই হোক, আমি আমার কথা বলব, যদিও সে কথায় কোন লাভই হবে না তার। (পলিনীসেসের প্রতি) শোন কাপুরুষ! তোমার ভাই রাজদণ্ড ধারণ করার আগেই তুমি তা ধারণ করেছিলে এবং তুমিই তোমার পিতাকে গৃহ হতে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেছিলে। তুমিই তাকে নিঃসঙ্গ ভিখারী ও ভবঘুরেতে পরিণত করে। এই তোমার দান। তুমি নিজেও এই অবস্থার মধ্যে কিছুটা পড়ে তবে আমাকে দেখে চোখের জল ফেলেছ। কিন্তু এই দুরবস্থা হতে আমার কোন মুক্তি নেই। যতদিন বাঁচব এইভাবেই আমায় দিন কাটাতে হবে এবং এই অবস্থাতেই আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তুমিই আমাকে নির্বাসিত করেছিলে, আমাকে ভিক্ষুক করে তুলেছিলে। আমার এই কন্যারা যদি আমাকে সেবাযত্ন না করত তাহলে এতদিনে আমার মৃত্যু ঘটত। এরাই আমার পুত্র। তোমরা আমার পুত্র নও, হয়ত অন্য কারো। তোমার সংগৃহীত সৈন্যদল যদি থীবস্‌এর দিকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তাহলে নিয়তির রোষ তোমার উপর বেশী করে পড়বে। অবশ্য নিয়তির কোপে তুমি ইতিমধ্যেই পড়ে গেছ। থীবস্‌ নগরী কিন্তু তুমি জয় করতে পারবে না। তোমাদের দুই ভাইএরই পতন ঘটবে। দুজনেরই সমান রক্তপাত হবে। আমি তোমাকে আগেই অভিশাপ দিয়েছি— আবার এখনো দিচ্ছি। এই অভিশাপই আমার একমাত্র অস্ত্র। অভিশাপ দিচ্ছি যাতে তুমি তোমার পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কাকে বলে তা শিখতে পার, আমাকে অপমান করার জন্য অনুশোচনা করতে পার। তোমরা আমার পুত্র

হয়েও কত পৃথক এই কন্যাদের থেকে! প্রার্থনা? সিংহাসনের উপর দাবি? এই দাবি যাতে পূরণ না হয় তার জন্যও অভিশাপ দিয়েছি আমি এবং দেবতার বিধানে ন্যায়বিচার বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে সে অভিশাপ সত্য হবেই। অসভ্য বর্বর কোথাকার, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এখানে তোমার পিতা নেই। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী কানে নিয়ে ফিরে যাও, তুমি তোমার মাতৃভূমিকে কোনদিন পরাস্ত করতে পারবে না। তুমি আর্গসে জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতেও পারবে না। মৃত্যুকালে তুমি তোমার নির্বাসনকারীকে হত্যা করবে এবং তার দ্বারা তুমিও নিহত হবে। মৃত্যু ও অন্ধকারের দেবতার কাছে ধ্বংসের যে দেবতা তোমাকে এই বিবাদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার কাছে, যে সব দেবীদের বেদীমূলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাঁদের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। এখন যেতে পার। থাবস্‌এর পথে পথে একথা সবাইকে বলবে। তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলবে রাজা ঈডিপাস তার পুত্রদের কি উপকার করেছে, কি আশীর্বাদ দান করেছে।

কোরাস। যাও পলিনীসেস, তুমি অন্যায় করেছ। আর কোন কথা না বাড়িয়ে চলে যাও।

পলি। এসবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। ভালর জন্য এসে খারাপ হলো। আমার সেই বিশ্বস্ত বন্ধুদের আমি কি বলব? কত আশা করে আর্গস থেকে এসে এই তার ফল হলো। একথা আমি কারো কাছে বলতেও পারব না। আমি তাদের ফেরাতেও পারব না। আমাকে নীরবে সব দুর্ভাগ্যের বোঝা সহ্য করতে হবে। তবে হে আমার প্রিয় বোনেরা, তোমরা যে সব নির্মম অভিশাপের কথা শুনলে তা যদি সত্য হয়, তোমরা যদি কখনো থাবস্‌দেশে ফিরে যাও তাহলে আমার মৃতদেহটিকে যেন সমাহিত করো। আমার এই উপকারটুকু যেন করো।

আন্তি। ও পলিনীসেস, আমার জন্য একটা কাজ অন্ততঃ করো।

পলি। কি আন্তিগোনে?

আন্তি। এখনো সময় আছে। তোমার সেনাদলকে আর্গসে ফিরে যেতে বল। নিজেকে ও তোমার দেশকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাও।

পলি। তা কি করে হয়? এখন যদি তাদের ফিরে যেতে বলি, পরে আর কোন যুদ্ধের সময় তাদের পাব না।

আন্তি। আবার? আবার কেন তুমি যুদ্ধ করবে? তোমার স্বদেশকে

ধ্বংস করে কি লাভ ?

পলি। আমি কি নির্বাসনের এই অপমান নির্বিবাদে সহ্য করব ? ছোট ভাইএর বিদ্রূপ সব সহ্য করে যাব ?

আন্তি। তুমি শুধু ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছ। পিতার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুটি মৃত্যু ঘটাতে যাচ্ছ একসঙ্গে।

পলি। তিনি ত এ মৃত্যু চান। না, আমি ফিরব না।

আন্তি। কিন্তু তোমার কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে তোমার কতজন বন্ধু তোমাকে অনুসরণ করবে ?

পলি। তারা এ কথা শুনবে না। আমি তাদের একথা বলব না। সুদক্ষ সামরিক নেতারা কখনো দুঃসংবাদ প্রচার করে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয় না।

আন্তি। তুমি তাহলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

পলি। হ্যাঁ, সুতরাং আমাকে যেতে দাও। প্রতিহিংসার কুটিল ছায়ায় আমার জীবনের সব অন্ধকার হলেও আমাকে সেই পথেই যেতে হবে। দেবতাদের কাছে পিতা যে প্রার্থনা করেছেন তা পূর্ণ হবেই। তবে তোমাদের জীবন যেন সুখের হয়, উজ্জ্বল হয়। দেবতারা যেন তোমাদের মঙ্গল করেন। আমার শেষকৃত্য যেন সম্পন্ন করো। চিরদিনের জন্য বিদায়।

আন্তি। হে আমার প্রিয় ভাই।

পলি। আমার জন্য কেঁদো না।

আন্তি। তুমি যদি এইভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে চলে যাও তাহলে আমি না কেঁদে কি পারি ?

পলি। মৃত্যু যদি নিশ্চিত হয় তাহলে তার সম্মুখীন আমায় হতেই হবে।

আন্তি। আর কোন উপায় নেই ?

পলি। যুক্তিসঙ্গত আর কোন পথ নেই।

আন্তি। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে হারাতে হবে এটা ভাবতেই পারছি না।

পলি। এটা বিধিনির্দিষ্ট। সুতরাং সহ্য করতেই হবে। দেবতারা যেন তোমাদের সব সময় মঙ্গল করেন। তোমরা তার যোগ্য। (প্রস্থান)

কোরাস। ওই অন্ধ ব্যক্তির অসংযত দুর্মর ক্রোধাবেগ থেকে নূতন নূতন বিপত্তির উদ্ভব হচ্ছে। অথবা এইসব বিপত্তি নিয়তির বিধান হিসাবেও ঘটতে

পারে। দেবতাদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। কালচক্র নিরন্তর আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেই চক্র কোন মানুষের ভাগ্যকে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে আবার কারো ভাগ্যকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। (দূরে বিদ্যুৎ ও বজ্রগর্জন) আকাশে বজ্র গর্জন করছে।

ঈডি। (উদ্বেগের সঙ্গে) কই মা তোরা কোথা? থিসিয়াসকে এখানে ডাকা উচিত। এমন কোন লোক আছে কি যে তাকে এখানে ডেকে আনতে পারবে?

আন্তি। কি কারণে পিতা?

ঈডি। দেবতা আমায় আকাশে বজ্রগর্জন মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য ডাকছেন। থিসিয়াসকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন। খবর দাও। (পুনরায় নিকটে বজ্রগর্জন)।

কোরাস। আরো জোরে বজ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে। (বিদ্যুৎ চমক) আকাশে যেন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে চলেছে। এর নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। আকস্মিক হলেও এ কাণ্ড নিরর্থক নয়। (তীব্রতর বজ্রগর্জন) হে ভগবান, দয়া করো।

ঈডি। তোদের পিতার জীবনের অবসান ঘটছে নির্দিষ্ট সময়ে। আর কোন উপায় নেই।

আন্তি। কেমন করে তুমি তা জানলে বাবা? কি লক্ষণ থেকে বুঝলে?

ঈডি। আমি তা জানি। রাজা—রাজাকে কেউ শীঘ্র ডেকে আন। (বজ্র)

কোরাস। আবার সেই কর্ণবিদারক শব্দ। হে ঈশ্বর, দয়া করো। আমার দেশকে অন্ধকার হতে রক্ষা করো। এই পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে আমরা যে দয়া ও সহানুভূতি দান করেছি তা যেন ব্যর্থ না হয়। (বজ্র) হে দেবরাজ জিয়াস, আমাদের আবেদন শোন।

ঈডি। তিনি কি আসছেন? কত দেরি? আমার মৃত্যুর আগে আমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাবার আগে তিনি কি আসবেন?

আন্তি। তাঁর কাছ থেকে আর কি আশ্বাস চাও পিতা?

ঈডি। তিনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে আশীর্বাদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে চাই এখন।

কোরাস। হে রাজন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। পসেডনের বেদীতে পূজাকর্মে রত থাকলেও চলে আসুন। আমাদের দেশ ও জাতির উপর এই

অতিথির আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

(থিসিয়াসের প্রবেশ)

থিসি। কিজন্য তোমরা আমায় এমন করে ডাকছ? বুঝেছি আমাদের অতিথির কোন প্রয়োজন আছে। প্রচণ্ড ঝড় ফুলে ফুলে উঠছে। বজ্রের গর্জনে লাল হয়ে উঠেছে আকাশখানা। আকাশের অবস্থায় সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি আমরা।

ঈডি। হে রাজন, আমার ইচ্ছামত তুমি এসে পড়েছ। তোমার মাথায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক।

থিসি। কি ব্যাপার লায়াসপুত্র?

ঈডি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। কিন্তু তোমার ও তোমার দেশের প্রতি আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

থিসি। কি করে একথা বুঝলে?

ঈডি। পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষণের দ্বারা দেবতারা আমাকে তা জানিয়ে দিচ্ছেন।

থিসি। কোন লক্ষণের কথা বলছ?

ঈডি। বজ্র আর কক্ষচ্যুত উল্কা যেগুলিকে দেবতাদের অক্ষয় অজেয় অস্ত্ররূপে আমরা জানি।

থিসি। আমিও তা বিশ্বাস করি। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সব সত্য। আমাকে এবার কি করতে হবে?

ঈডিপাস থিসিয়াসকে সরিয়ে নিয়ে গেল

ঈডি। হে এজেউসপুত্র থিসিয়াস, এবার আমি তোমাকে এক গোপন কথা বলব যা তুমি তোমার সারাজীবন অন্তরের গভীরে গোপন রেখে দেবে। শীঘ্রই আমি তোমাকে কারো সাহায্য না নিয়ে এমন এক গোপন স্থানে নিয়ে যাব যেখানে আমি মৃত্যু বরণ করব। সে জায়গার কথা আর কেউ যেন কখনো না জানতে পারে। সে জায়গাটি যেন চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। সেই গোপন স্থানটি তোমার কাছে চিরকাল এক অফুরন্ত শক্তির উৎস হিসাবে বিরাজ করবে—যে শক্তি হাজার হাজার বীর যোদ্ধার ঢাল তরোয়ালের শক্তির চেয়ে অনেক বড়। সেখানে তুমি গেলে তোমাকে এক পবিত্র রহস্যময় বস্তু দেখাব যা শুধু তুমিই একমাত্র দেখবে এবং যার কথা আর কেউ জানবে না। আর কারো কাছে আমি একথা প্রকাশ করতে পারি না, এমন কি আমার প্রিয় কন্যাদের কাছেও নয়। একথা তুমিই শুধু জানবে এবং

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গোপন রেখে যাবে। মৃত্যুকালে তুমি শুধু একজনকে অর্থাৎ তোমার নির্বাচিত উত্তরাধিকারীকে একথা জানাতে পার। তারপর সে আবার মৃত্যুকালে তার উত্তরাধিকারীকে জানাবে। এইভাবে এই রহস্যময় কথাটি বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলবে যুগ যুগ ধরে। সমস্ত মানবিক শক্তির আক্রমণ থেকে সেই রহস্যময় শক্তি তোমার নগরীকে ও রাজ্যকে রক্ষা করে যাবে। মাঝে মাঝে মানুষ অনেক অন্যায় কাজ করে বসে। অনেক অপমানের কাজ করে। ন্যায়নীতিকে লঙ্ঘন করে তারা পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু দেবতারা সব লক্ষ্য রাখেন। তোমার জীবনে এধরনের কোন ঘটনা যেন না ঘটে এজেউসপুত্র। যাই হোক, তোমাকে আমার উপদেশ দেবার কিছু নেই। চল যাই এবার।

অন্তরের আলোকে পথ চিনে ঈডিপাস ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে থিসিয়াসকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

এস হে আমার কন্যারা। আজ আমিই তোমাদের পথ দেখাব। এতদিন তোমরা আমাকে পথ দেখিয়ে এসেছ। এস, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করো না। আমি একাই সেই পবিত্র সমাধিভূমিতে যাব যার মাঝে আমার দেহাস্থি রক্ষিত হবে। এস, এইদিকে এস। হারমিস আর মৃত্যুরাজ্যের রাণী আমাকে সব দেখাচ্ছে। এইদিকে এস। (শেষবারের মত মুখে ও হাতে সূর্যালোকের স্পর্শ অনুভব করল) হে আমার অন্ধকারের দিন, এতদিন তুমিই আমার দুচোখে আলো হয়ে বিরাজ করছিলে। আজ বিদায়। আজ মৃত্যুর অনন্ত অন্ধকার আমার জীবনকে নিয়ে যাচ্ছে চিরদিনের মত। (থিসিয়াসের দিকে ফিরে) তোমার ও তোমার দেশের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক। হে আমার প্রিয় বন্ধু তোমার সুখের দিনে যেন আমার কথা মনে রেখো। (ঈডিপাস, থিসিয়াস ও তার কন্যাদের নিয়ে এগিয়ে চলল। কোরাস দূর থেকে তাদের যাত্রা দেখতে লাগল।

কোরাস। হে অদৃশ্য অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে যেন আর কোন দুঃখ বা বেদনা দিও না। জীবনে অনেক দুঃখ ও হতাশার অন্ধকার রাত্রি যাপন করেছে সে। এবার যেন কোন দেবতার সযত্ন হস্ত তাকে শান্তি দান করে। তার আত্মাকে মুক্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে। হে নরকের অজেয় অটল প্রহরীরা মৃত্যুদেবতার সন্তান, আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী পথিকবন্ধুর পথে যেন কোন ভয়াবহ পশুকে সংস্থাপিত করো না।

হে অনন্ত নিদ্রারূপিণী মৃত্যু, তার হাত ধরে শান্তভাবে তাকে নিয়ে যাও পথ দেখিয়ে।

ক্ষণিকের বিরতির পরে জনৈক দূত ঈডিপাসের গোপন সমাধিভূমি হতে এসে মঞ্চে প্রবেশ করল।

দূত। হে কলোনাসের অধিবাসীবৃন্দ, ঈডিপাসের মৃত্যুসংবাদ দান করার জন্য আমি এখানে এসেছি। এই সময় যে সব ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি তা সব বলব আপনাদের।

কোরাস। আহা, বেচারার মৃত্যু হয়েছে ?

দূত। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল।

কোরাস। কোন দেবতার ইচ্ছাতেই একাজ সম্ভব হয়েছে। কোন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি তাঁকে।

দূত। সত্যিই তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি আশ্চযজনক। আপনারা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি কারো সাহায্য না নিয়েই কিভাবে এখান থেকে তাঁর সমাধিভূমির দিকে আমাদের নিয়ে যান পথ দেখিয়ে। এই পার্বত্য বনের যে শেষ প্রান্ত থেকে এক গভীর খাদ শুরু হয়েছে ঈডিপাস সেখানে গিয়ে থামল। সেই পাহাড়টার তলায় সে দাঁড়াল যেখানে রাজা থিসিয়াস ও পেরিথোয়াসের সঙ্গে এক চুক্তি হয়। সেখানে একটি পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আর একটি পীয়ার গাছ আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে তার মেয়েদের ডেকে ঝর্ণা থেকে জল আনতে বলল ঈডিপাস। যেখানে ফসলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একটি নির্দিষ্ট পাহাড় আছে তার কাছে অবস্থিত একটি ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে এল তারা। তারপর ঈডিপাসকে প্রথানুসারে স্নান করিয়ে নূতন পোষাক পরাল তারা। যখন তার কথামত সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন বজ্রনির্ঘোষে পৃথিবীর দেবতার এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন ঈডিপাসের মেয়েরা তাদের পিতার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দৈব কণ্ঠ শুনে তারা ভয়ে কাঁপছিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা বুক চাপড়ে আকুলভাবে বিলাপ করছিল শোকে। ঈডিপাস তখন ব্যথিত চিত্তে তাদের জড়িয়ে ধরে স্নেহভরে বলল, 'তোদের বাবা আজ পৃথিবা ছেড়ে চলে যাচ্ছে মা। আমার জীবনের সব কিছুই আজ শেষ হলো, আর তোদের সেবাযত্নেরও অবসান হলো। আমি জানি এই সেবাকার্য কত কঠিন। তবু পারস্পরিক স্নেহভালবাসার প্রভাবে সে কাজ হয়ে উঠেছিল অনেক সহজ। আমি তোদের অন্যান্য পিতার থেকেও ভালবাসতাম। কিন্তু এবার

থেকে তোদের আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে।'

এই কথা শুনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ঈডিপাসের কন্যারা। তারা কান্না থামালে আবার নীরব হয়ে উঠল চারিদিক। আর ঠিক তখনি সহসা আবার এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে কণ্ঠস্বর এমনই অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর যে সকলেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। জনৈক দেবতা ডাকছিল, 'ঈডিপাস ঈডিপাস।' বারবার সে কণ্ঠ ডাকতে লাগল ঈডিপাসকে। বলল, 'তোমার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি বৃথা কালক্ষেপ করছ।' ঈডিপাস তখন রাজা থিসিয়াসকে ডাকল। রাজা তার কাছে গেলে সে বলল, হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার হাতটা দাও, এই মেয়েদের হাতে হাত দিয়ে এক শপথ করো। মা আমার, তোরাও হাত দে। বল রাজা, তুমি স্বেচ্ছায় কখনো ওদের ত্যাগ করবে না। বল ওদের মঙ্গলের জন্য শুধু যা প্রয়োজন মনে করবে তাই করবে। বল যা কিছু করবে ওদের প্রতি শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে করবে।

রাজা থিসিয়াস তখন আর কোন শোকবিলাপ না করে তাঁর বন্ধুর কথামত শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন। এই কাজ হয়ে গেলে ঈডিপাস আবার হাতড়ে তার মেয়েদের খোঁজ করে বলল, তোরা এবার যা মা। এরপর কিছু নিষিদ্ধ রহস্যময় ঘটনা ঘটবে যা তোদের দেখা চলবে না। কেবলমাত্র থিসিয়াসই শেষ পর্যন্ত থেকে তা প্রত্যক্ষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা এই কথা শুনে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মেয়েদে সঙ্গে চলে এলাম। আমরা কিছুটা দূরে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, ঈডিপাসকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু চোখের উপর হাত রেখে অভিভূত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজা থিসিয়াস। মনে হলো রাজা এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছেন যা চোখে দেখা যায় না। তারপর দেখলাম রাজা স্বর্গ ও মর্ত্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিভাবে ঈডিপাস মৃত্যুবরণ করে তা কেউ বলতে পারবে না। একমাত্র থিসিয়াসই তা জানেন। তবে আমরা এইটুকু জানি যে কোন বজ্র বা উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়নি তাঁর দেহ। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। মনে হয় দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত কোন প্রেতাত্মা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাকে। অথবা ধরিত্রী মুখ ব্যাদান করে আর তার মধ্যে বিনা যন্ত্রণায় নীরবে অনুপ্রবিষ্ট হন ঈডিপাস। তবে একথা ঠিক, মৃত্যুকালে কোন ব্যথা, বেদনা বা দুঃখ সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। এ মৃত্যু

সত্যিই সচরাচর দেখাই যায় না। আমি যা দেখেছি, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি তা স্বপ্নের মতই অলীক এবং অবিশ্বাস্য। আপনারাও হয়ত একথা অবিশ্বাস করতে পারেন। তবে আমার আর বলার কিছু নেই।

কোরাস। মেয়ে দুটি ও তাদের রক্ষাকর্তা কোথায়?

দূত। বেশী দূরে নেই। তারা আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা কাঁদছে।

(আন্তিগোনে ও ইসমেনের প্রবেশ)

আন্তি। সব শেষ হয়ে গেল। আমাদের আর কিছুই রইল না। শুধু অভিশপ্ত এক কলঙ্কের বোঝা বয়ে যেতে হবে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর সেবা করে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে থেকেছি। আবার তাঁর মৃত্যুকালে যা দেখলাম তা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না।

কোরাস। কি ঘটেছে?

আন্তি। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি, চোখে দেখিনি।

কোরাস। তাহলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে?

আন্তি। কোন মারাত্মক যুদ্ধে বা সমুদ্রজলে তাঁর জীবনাবসান ঘটেনি। সাধারণতঃ মানুষের যেভাবে মৃত্যু হয় তা হয়নি এক্ষেত্রে। এক অদৃশ্য হাত এসে ধীরে ধীরে শূন্যে তুলে নিয়ে যায় তাঁকে মৃত্যুরূপ অন্ধকার মহাসমুদ্রের পরপারে। এবার আমাদের জীবন হবে রাত্রির নিপট নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরা। কেমন করে আমরা বাঁচব? কোন দূর দেশে বা মহাসমুদ্রে আমরা গিয়ে উঠব? কবে কোথায় শেষ হবে আমাদের এই দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের রাত্রির?

ইস। আমি তা বলতে পারি না। হায়, আমিও যদি তাঁর সঙ্গে মরতে পারতাম। তাঁর পাশে সমাধিতে শায়িত হতে পারতাম। জীবনে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

কোরাস। হে সেবাপরায়ণ বিশ্বস্ত কন্যারা, দেবতারা যে দুঃখ দেন তা নীরবে সহ্য করা উচিত। তাছাড়া এ দুঃখ বেশীদিন আর ভোগ করতে হবে না। কারণ তোমাদের চরিত্রের মধ্যে কোন কলুষ নেই, কর্তব্যপালনে কোন নিষ্ঠার অভাব নেই।

আন্তি। পিতা যতদিন ছিলেন দুঃখের মধ্যেও আনন্দ ছিল। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে যে এত দুঃখ পেতে হবে তা ভাবতে পারিনি। হে পিতা, তুমি তোমার সমাধির মাঝে চিরশায়িত হলেও তোমাকে আমরা চিরকাল ভালবেসে যাব।

কোরাস। তিনি এখন সুখী ?

আন্তি। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।

কোরাস। কি তাঁর শেষ ইচ্ছা ?

আন্তি। তিনি এই দেশকে ভালবেসে এর শীতল মাটিতে চিরকালের জন্য শায়িত হবার জন্য আসেন। এখানে তাঁর দরদী লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু যত অশ্রুই পাত হোক তাঁর অভাব পূরণ করা যায় না। তবে এখন আমায় দেখতে হবে তাঁর সমাধিটি কোথায়।

ইস। পিতার অবর্তমানে আমাদের কি হবে বোন ? আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে ?

কোরাস। তিনি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন। তাঁর জন্য শোক করবে না। আর তোমাদের দুঃখেরও অবসান ঘটবে অবশ্যই। কোন মানুষের সারা জীবন কখনো দুঃখে কাটতে পারে না।

আন্তি। শোন বোন, চল পিতার সমাধিভূমিতে ফিরে যাই।

ইস। সেখানে ফিরে যাবে ?

আন্তি। হ্যাঁ, অবশ্যই যাব।

ইস। কিন্তু কেন ?

আন্তি। সেই মাটিটা দেখতে হবে।

ইস। কিন্তু তা দেখা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তুমি জান না ?

আন্তি। কেন আমায় বাধা দিচ্ছ ?

ইস। বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা ?

আন্তি। কি বুঝতে পারছি না ?

ইস। মৃত্যুকালে তিনি একা ছিলেন এবং তাঁর কোন সমাধি ছিল না।

আন্তি। আমাকে সেখানে নিয়ে চল। সেখানে আমাকেও মরতে দাও।

ইস। তাহলে আমি একা একা কি করব ?

কোরাস। ভয় করো না তোমরা।

ইস। কোথায় আমরা পাব নিরাপদ আশ্রয় ?

কোরাস। তোমরা নিরাপদ আশ্রয়েই আছ।

ইস। তা অবশ্য জানি।

কোরাস। তবে তোমাদের মনে দুঃখ কিসের ?

ইস। কেমন করে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারব ?

কোরাস। সে চেষ্টা করো না।

ইস। সব দিক দিয়েই দুঃখ।

কোরাস। অতীত দুঃখের বোঝাই সবচেয়ে দুঃসহ।

ইস। সেই অতীত দুঃখের উপর বর্তমানের দুঃখ যুক্ত হয়েছে।

কোরাস। সব মিলে হয়েছে দুঃখের এক বিরাট অগাধ সমুদ্র।

ইস। হে ঈশ্বর, কোথায় আমাদের আশা? কি নিয়ে বাঁচব আমরা?

থিসিয়াসের প্রবেশ

থিসি। চোখের জল মোছ হে কন্যারা। তিনি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করে গেছেন তিনি। আর আমরা চোখের জল ফেলব না। আমাদের দুঃখ ক্রোধ সঞ্চার করতে পারে দেবতাদের মধ্যে।

আন্তি। আমাদের একটা আবেদন রাখতে হবে হে এজেউসপুত্র।

থিসি। কি সে আবেদন বালা?

আন্তি। আমরা শুধু পিতার সমাধিটিকে দেখতে চাই।

থিসি। তা ত হতে পারে না।

আন্তি। কেন? আপনি ত এথেন্সের রাজা। তবে কেন হতে পারে না?

থিসি। এটা তোমাদের পিতারই আদেশ কন্যা। তিনি বলে গেছেন কোন ব্যক্তি যেন সেখানে না যায়। কোন মানুষের কণ্ঠস্বর যেন তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চির-নিদ্রার শান্তিকে বিঘ্নিত না করে। আমি দেবদূতের সামনে শপথ করেছি। সে শপথ ভঙ্গ হবার নয়।

আন্তি। এটা যখন তাঁর ইচ্ছা তবে থাক। তবে আমাদের প্রাচীন থীবস্-দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের ভাইদের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব যদি মেটাতে পারি।

থিসি। তা আমি অবশ্যই করব। আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ না করা পর্যন্ত মোটেই শান্তি পাব না। সর্বপ্রকারে আমি তোমাদের মঙ্গল সাধন করে তোমাদের পিতার আত্মাকে সুখী করতে চাই।

কোরাস। যদিও এই কয়েক বৎসর ধরে এক অপরিবর্তনীয় দুঃখের চক্র একভাবে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে তথাপি এখন আর কোন বিলাপ নয়, এখন যত সব অশ্রুপাতের অবসান ঘটুক।

আন্তিগোনে

সোফোক্লিস

: নাটকের চরিত্র :

আন্তিগোনে } ঈডিপাসের কন্যাদ্বয়
ইসমেনে }

ক্রীয়ন। থীবস্‌এর রাজা

ইউরিডাইস। ঐ স্ত্রী

হেমন। ঐ পুত্র

তিয়েরিসিয়াস। অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা

প্রহরী। পলিনীসেসের মৃতদেহ প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তি

প্রথম দূত

দ্বিতীয় দূত

থীবস্‌এর বয়োপ্রবীণ লোকদের দ্বারা গঠিত কোরাসদল

●

ঘটনাস্থল

থীবস্‌এর রাজা ঈডিপাসের প্রাসাদের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থান। দৃশ্যের পশ্চাদভাগে প্রাসাদের সম্মুখভাগের প্রধান প্রবেশদ্বার দেখা যায়। প্রভাতকাল। ঈডিপাসের দুই পুত্র এটিওকল্‌স্‌ ও পলিনীসেস—দুজনেরই পতন ঘটেছে। ঈডিপাসের কন্যা আন্তিগোনে ইসমেনেকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

আন্তিগোনে। হে আমার প্রিয় ভগিনী ইসমেনে, তুমি হয়ত জানতে পেরেছ ঈডিপাসের দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশই আমরা দুই সমঙ্গ ভগিনী পাব না। দেবরাজ জিয়াসের ইচ্ছা নয় যে আমরা জীবদ্দশায় সে সম্পত্তি পাই। এটা তোমার এবং আমার দুজনের পক্ষেই এক অপরিসীম দুঃখ, লজ্জা ও অপমানের কথা। আবার থীবস্‌ নগরীতে সম্প্রতি প্রচারিত এক ঘোষণার কথা শুনেছ? হয়ত শুনে থাকবে। তোমাকে একথা কি জানানো হয়নি যে আমাদের বন্ধুদের ভয় দেখানো হচ্ছে?

ইসমেনে। না আন্তিগোনে, আমাদের ভ্রাতাদ্বয়ের মৃত্যুর পর হতে আমাদের

বন্ধুদের কাছ থেকে আনন্দদায়ক বা বেদনাদায়ক কোন কথাই শুনিনি। আমাদের অন্যতম ভ্রাতঃ পলিনীসেস আর্গস হতে যে সব লোকদের তার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য এনেছিল তারা চলে যাবার পর থেকে আমার ভাগ্যে ভাল মন্দ কি আছে তার কিছুই জানতে পারিনি।

আন্তি। আমি তা জেনেছি এবং সেকথা তোমাকে বলার জন্যই রাজদরবারের বাইরে তোমাকে নির্জনে ডেকে এনেছি।

ইস। সেকথা কি? এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তুমি একটা দুঃসংবাদ দান করতে চলেছ।

আন্তি। তুমি কি শোননি, ক্রীয়ন আমাদের মৃত ভ্রাতাদের একজনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্মানজনকভাবে সম্পন্ন করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্য মৃতদেহটিকে সমাহিত না করেই লজ্জাজনকভাবে ফেলে রেখেছেন। লোকে বলছে এটিওকল্‌সকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে প্রথাগতভাবে সমাহিত করেছেন তিনি। কিন্তু পলিনীসেসের হতভাগ্য মৃতদেহটিকে সমাহিত না করে শহরের মাঝে সর্বসমক্ষে অনাবৃত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে কেউ তাকে সমাহিত করবে না, কেউ তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না। তোমার আমার প্রতি এই আদেশবাক্য জারি করেছে ক্রীয়ন এবং যারা জানে না তাদের সামনে এই আদেশবাক্য ঘোষণা করার জন্য এখানে আসছেন তিনি। ব্যাপারটা কোনক্রমেই লঘু নয়। যদি কেউ এই আদেশ-বাক্য লঙ্ঘন বা অমান্য করে তাহলে সর্বসমক্ষে তাকে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। এবার তুমি সব কথা শুনলে। এবার তোমার বংশগৌরবের পরিচয় দিতে হবে। তোমাকে দেখাতে হবে তুমি কোন উচ্চ বংশের যোগ্য সন্তান অথবা উচ্চবংশোদ্ভূত হয়েও তুমি নীচ সন্তান।

ইস। হায় ভগিনী! অবস্থা যদি এই হয়, সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?

আন্তি। এখন ভেবে দেখ একাজ করে দুঃখভোগ করতে রাজী আছ কিনা।

ইস। কিভাবে করব? কি বলতে চাও তুমি?

আন্তি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে একাজে?

ইস। তুমি তাকে সমাহিত করবে! যে কাজ সমগ্র থীবস্‌ জাতির কাছে নিষিদ্ধ সে কাজ তুমি করবে?

আন্তি। তুমি তোমার কাজ না করলেও আমি আমার ভাইএর প্রতি যথাকর্তব্য পালন করবই।

ইস। সেটা হবে দুঃসাহসের কাজ। কারণ ক্রীয়ন একাজ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

আন্তি। একাজে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার তার নেই।

ইস। হায়, একবার ভেবে দেখ বোন, অপরিসীম ঘৃণা আর বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাদের পিতার জীবনাবসান হয়। তার নিজের পাপকর্মের অনুসন্ধান করতে করতে তিনি নিজের হাতে নিজের দুচোখ অন্ধ করে দেন। তারপর যিনি একাধারে তাঁর জায়া ও জননী তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সব শেষে আমাদের দুই ভাই দুজনেই ভাই হয়ে ভাইএর রক্ত পাত করে একদিনে দুজনেই নিহত হয়। এখন আমরা এই দুই ভগিনী সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কোনরকমে জীবনাতিপাত করছি। একবার ভেবে দেখ, আজ যদি আমরা রাজাদেশ অমান্য করে আইনভঙ্গ করি তাহলে অনিবার্যভাবে আমাদের ধ্বংস আমরা ডেকে আনব। আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা নারী; নারী হয়ে পুরুষের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া যিনি দেশের বর্তমান শাসনকর্তা তিনি যখন আমাদের থেকে অধিকতর বলবান তখন তাঁর আদেশ যত কঠিনই হোক না কেন, আমাদের তা মান্য করা উচিত। সুতরাং আমি মৃত্যু ও নরকের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ এক অমোঘ প্রতিকূল শক্তির পরবশ হয়েই আমি আমার ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাযথভাবে করতে পারলাম না। সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আন্তি। আমি তোমার উপর জোর করব না। তবে এখনো যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও একাজে তাহলে স্বাগত জানাব তোমাকে। তুমি যা খুশি করবে, কিন্তু আমি আমার ভাইকে সমাহিত করবই। তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় তা হবে। আমার এই ন্যায়সঙ্গত অপরাধের জন্য যদি দরকার হয় তাহলে আমার প্রিয়জনের সঙ্গে একই সময়ে আমিও সমাধিতে শায়িত হব। তবু আমি মনে করি জীবিত যে কোন লোকের থেকে এই মৃতের প্রতি আমার কর্তব্য সবচেয়ে বেশী। প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে সেই মৃত্যুর জগতে গিয়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হব। এই পার্থিব রাজ-আইন মানতে গিয়ে যদি ঈশ্বর প্রবর্তিত দৈব আইন অমান্য করতে চাও ত তা করবে।

ইস। আমি দৈব আইনের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করছি না। তবে রাষ্ট্রীয় আইনকে লঙ্ঘন করার মত শক্তি আমার নেই।

আন্তি। এটা তোমার একটা অজুহাত। যাই হোক, আমি আমার প্রিয় ভাইএর মৃতদেহটিকে সমাহিত করতে যাচ্ছি।

ইস। হায় হতভাগিনী! তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছে।

আন্তি। আমার জন্য ভয় করো না। তুমি তোমার নিজের জীবন ঠিকমত চালিত করো।

ইস। অন্তত: একথা কারো কাছে প্রকাশ করো না। আমিও কাউকে কোথাও বলব না।

আন্তি। আমার এই অপরাধের কথা সকলের কাছে বলে বেড়াও। এ বিষয়ে তোমার নীরবতা আরো অসহ্য হয়ে উঠবে আমার কাছে।

ইস। যে কাজ করতে গিয়ে মানুষের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় সে কাজ করতে গিয়ে রক্ত তোমার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

আন্তি। আমি যতদূর সম্ভব আমার কাজের দ্বারা মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করি।

ইস। যদি তুমি সে কাজ করতে পার তবেই তা করবে। কিন্তু যে কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নয় তাও তুমি করতে চলেছ।

আন্তি। আমার শক্তি না থাকলেও একাজ করতে হবে।

ইস। যে কাজের সাফল্যের কোন আশা নেই সে কাজ করা উচিত হবে না।

আন্তি। তুমি যদি একথা বল তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে ঘৃণা ত পাবেই, তুমি এই মৃতের আত্মার আছেও চিরদিন ঘৃণার বস্তু হয়ে থাকবে। এবার তুমি যাও, একাজের সমস্ত দায়িত্ব আমার। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে শাস্তি সেই মৃত্যুরূপ শাস্তিও একাজের জন্য আমি ভোগ করতে রাজী আছি।

ইস। যদি একান্তই যেতে চাও যাও। তবে জেনে রাখ, তোমার কাজ বোকামির হলেও তোমার প্রিয়জনের কাছে সত্যিই তুমি চিরকাল প্রিয় হয়ে থাকবে।

(আন্তিগোনে বাঁ দিক দিয়ে চলে গেলে ইসমেনে প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেল। পরে কোরাসদল আবির্ভূত হলো।

কোরাসদলের প্রবেশ

কোরাস। হে সুন্দরতম সূর্যালোক, সপ্ততোরণদ্বারসমন্বিত শোভাময়ী থীবস্ নগরীর উপর এমন উজ্জ্বলভাবে আর কোনদিন কিরণদান করনি। এমন স্বর্ণোজ্জ্বল সুদিনের সম্ভাবনা কখনো আননি। ডার্সি নদীর জলধারার উপর

তোমার কিরণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আরও। কারণ সাদা ঢাল নিয়ে আর্গস হতে যে যোদ্ধার দল এসেছিল এ নগরীতে তারা ঐ নদী পার হয়ে অতি দ্রুত পলায়ন করেছে।

কোরাস নেতা। তারা অন্যায়ভাবে এই রাজ্যের উপর পলিনীসেসের দাবির সমর্থনে যুদ্ধ করতে আসে। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও উচ্ছ্বসিত সমরসজ্জাসহকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই রাজ্যের উপর।

কোরাস। রক্তপিপাসু বর্শা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের জনপদের উপর। পরে তারা পালিয়ে যায়। তা না হলে তাদের ওষ্ঠাধর ও মুখের চোয়াল অতিরঞ্জিত হয়ে উঠত আমাদের রক্তে। আমাদের সৌধশীর্ষগুলি হত ভস্মীভূত। কিন্তু যুদ্ধকালে এমন কর্ণবিদারক রণহুঙ্কার উত্থিত হয় তার পশ্চাতে যে পরিশেষে তারা বিব্রত বোধ করে এবং পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

কোরাস নেতা। কোন অহঙ্কারীর দম্ভোক্তিকে গভীরভাবে ঘৃণা করেন দেবরাজ জিয়াস। তারা যখন জনস্রোতের মত এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের নগরাভিমুখে, যখন তাদের একজন আমাদের নগরপ্রাকারের উপর উঠে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই জয় ঘোষণা করছিল আর আগুন ধরাচ্ছিল তখন জিয়াস তাঁর মশালের আগুন দিয়ে সেই লোকটিকেই আঘাত করেন।

কোরাস। এইভাবে আমাদের নগরধ্বংসমানসে সে যখন অগ্নিসংযোগ করছিল আমাদের সৌধমালায় তখন সে মশাল হাতে সুউচ্চ এক অট্টালিকা হতে ভূতলে পড়ে যায়। যে জয়ের আশায় সে উন্মত্তের মত ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠেছিল সে আশা পূরণ হলো না তার। তার সহকর্মীরাও আমাদের শত্রুকে সাহায্য করতে এসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

নেতা। আমাদের নগরীর সাতটি তোরণদ্বারে শুধু ছিল সাতজন প্রহরী সৈনিক, আমাদের আর কিছুই করতে হয়নি। বাকি সব কিছু দেবরাজ জিয়াসই করেন। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে যে দুই সহোদর পরস্পরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে উন্মাদের মত জিয়াস তাদের মৃত্যুদণ্ড দান করেন।

কোরাস। যেহেতু জয় আজ বহু রথের অধিকারী থীবস্ জাতির করতলগত এবং যেহেতু আজ আমাদের জাতীয় আনন্দোৎসবের দিন সেই হেতু বিগত যুদ্ধের সব কথা আজ সহজে ভুলে যাওয়া উচিত। আজ সারারাত্রিব্যাপী বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে নৃত্যগীত সহযোগে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করব।

নেতা। কিন্তু ঐ দেখ, আমাদের দেশের বর্তমান রাজা মেনেসিয়াসপুত্র ক্রীয়ন এদিকেই আসছেন। দেবতাদের কৃপায় তিনি রাজকীয় মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু কোন বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য দেশের বয়োপ্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

(দুইজন অনুচরসহ রাজবেশে ক্রীয়নের প্রবেশ)

ক্রীয়ন। হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের তরীগুলি যুদ্ধের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার দ্বারা কিছুকালের জন্য তাড়িত হবার পর আবার তা স্বাভাবিক স্থিরতা লাভ করেছে দেবতাদের কৃপাবলে। দেশের অন্যান্যদের মধ্যে আপনাদেরই এখানে ডেকেছি কারণ একদিন রাজা লায়াস ও ঈডিপাসের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল সর্বাধিক এবং অবিচলিত। রাজা ঈডিপাসের পতনের পর আপনাদের অবিচলিত রাজভক্তি স্বাভাবিকভাবেই পতিত হয় তার পুত্রদ্বয়ের উপর। তারপর এক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ঈডিপাসের দুই পুত্র পারস্পরিক আঘাতে নিহত হওয়ার পর রাজপরিবারের নিকট আত্মীয় হিসাবে আমিই সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করি। কিন্তু কোন রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত শাসন ও আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে আপন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁর মন বা আত্মার সততা যাচাই করতে পারা যায় না। আমার মতে কোন রাজা যদি দেশের অভিজ্ঞ জননেতাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ না করে নিজের মুখ অকারণে বন্ধ করে রাখেন এবং সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ না করেন তাহলে আমি রাজাকে নীচাশয় বলে অভিহিত করি। আবার যদি দেশের কোন সন্তান নিজের দেশের লোক ছেড়ে অন্য দেশের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের দেশের স্বার্থকে বিঘ্নিত করে তোলে তাহলে সেই লোকও কোনদিন আমার শ্রদ্ধার কোন অংশ পাবে না। সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী জিয়াস জানেন, আমার দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় কোন প্রকারে এবং তাদের সম্মুখে কখনো কোন বিপদ বা বিপর্যয়কে নেমে আসতে দেখি তাহলে আমি কখনই নীরব দর্শকের মত চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আবার আমার দেশের কোন শত্রুকে আমার বন্ধু হিসাবেও মেনে নিতে পারব না। আমার মতে আমাদের রাষ্ট্রতরীটি যখন জাতীয় জীবনসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায় একমাত্র তখনই আমরা অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বিবেচনা করতে পারি। এইসব আইনকানুনের দ্বারাই আমার দেশের মর্যাদা ও মহত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই এবং এই

দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি ঈডিপাসের মৃত পুত্রদ্বয় সম্পর্কিত এক আদেশ সম্প্রতি ঘোষণা করেছি। সে আদেশ হলো এই যে, যে এটিওকল্‌স্‌ আমাদের নগর-রক্ষার্থে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার মৃতদেহটিকে উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদাসহকারে যথাস্থানে সমাহিত করা হবে। কিন্তু তার ভ্রাতা যে পলিনীসেস তার পিতৃপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পৈত্রিক দেবদেবীদের মন্দির-বিধৃত এই পবিত্র নগরীকে বিধ্বস্ত করে দেশের কিছু মানুষকে হত্যা ও কিছু মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, আমার আদেশ কেউ তার ঘৃণ্য মৃতদেহটিকে সমাহিত করবে না। তার অনাবৃত মৃতদেহ শকুন ও পথ-কুক্কুরের খাদ্য হিসাবে ভয়ঙ্কর এক লজ্জাজনক দৃশ্যের অবতারণা করবে। এই হচ্ছে আমার আদেশ। যদি কোন নাগরিক এ আদেশ অমান্য করে তাহলে সে দুর্বৃত্ত হিসাবে গণ্য হবে এবং সে সম্মান পাবে না কোথাও এবং যদি কোন লোকের থীবস্‌ নগরীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকে তাহলে অবশ্যই সে এ আইন মান্য করে চলবে এবং আমার দ্বারা সম্মানিত হবে।

নেতা। হে মেনেসিয়াসপুত্র ক্রীয়ন, দেশের শত্রু ও মিত্রের প্রতি তোমার এই আদেশ কাযকরী করার মত শক্তি তোমার আছে। যারা মৃত ও যারা আমাদের মত জীবিত তাদের সকলের ভার তোমারই উপর ন্যস্ত।

ক্রীয়ন। তাহলে এই আদেশবাক্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনারা গ্রহণ করুন।

নেতা। এ ভার কোন যুবকের উপর দান করো।

ক্রীয়ন। মৃতদেহ প্রহরা দেবার মত লোক পাওয়া গেছে।

নেতা। তবে আর কোন কাজের ভারের কথা বলছ তুমি?

ক্রীয়ন। এই আদেশ বা আইন যারা ভঙ্গ করবে তার পক্ষ আপনারা অবলম্বন করবেন না।

নেতা। এমন কোন মূর্খ নেই যে মৃত্যুর দিকে এক অন্ধ মোহবশতঃ ছুটে যাবে।

ক্রীয়ন। তা অবশ্য বটে। তবু মিথ্যা আশার ছলনা অনেক মানুষের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ, আমি একথাও যেমন বলব না যে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুত পদক্ষেপে এসেছি এখানে, আবার একথাও বলব না যে আমি অতিশয় শ্লথ পদক্ষেপে এসেছি। বারবার চিন্তার আঘাতে চলার পথে থেমে গিয়েছি

আমি। বারবার ফিরে যেতেও মনস্থ করেছি। বারবার আমি মনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মন আমাকে কতবার বলেছে, হায় মূর্খ, কেন তুমি নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে গিয়ে পড়ছ। আমার মন আমাকে পরক্ষণে একথাও বলেছে, হতভাগ্য, থামছ কেন? ক্রীয়ন যদি একথা কোনপ্রকারে শোনে তাহলে কি তার জন্য শাস্তি পেতে হবে না তোমায়? এইভাবে আপন মনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে করতে আমার গতি মন্দায়িত হয়ে পড়ে, পথের দূরত্ব বেড়ে যায়। অবশেষে আমি এখানে আপনার সম্মুখে এসে উপনীত হই। যদিও আমার বলার বিশেষ কিছুই নেই, তথাপি আমার কথা আমি বলব। আমি শুধু একটা আশাকে সম্বল করে এখানে আসি—সে আশা এই যে আমার ভাগ্যে যা আছে তার বেশী দুঃখ নিশ্চয় আমাকে সহ্য করতে হবে না।

ক্রীয়ন। তোমার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ কি?

প্রহরী। প্রথমেই আমি আপনাকে বলে রাখছি এ কাজ আমি করিনি। যে করেছে তাকে আমি দেখিনি। সুতরাং আমি কোনমতেই শাস্তির যোগ্য নই।

ক্রীয়ন। নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে তোমার দেখছি সুচতুর দৃষ্টি আছে। নিজের নির্দোষিতার স্বপক্ষে অনেক কথাই বলছ। নিশ্চয় তুমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলবে।

প্রহরী। সত্যই তাই। ভয়ঙ্কর কথা বলতে গেলে দেরি হয়।

ক্রীয়ন। যাইহোক, যা বলবে বলে চলে যাও।

প্রহরী। বলছি। নিষিদ্ধ মৃতদেহটি কেউ কবর দিয়ে পালিয়ে গেছে। কবরের উপর শুকনো মাটি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে এবং ধর্মসম্মত সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মও করে গেছে।

ক্রীয়ন। কি বলছ তুমি? এতবড় স্পর্ধা কার হলো?

প্রহরী। আমি তা জানি না। মাটি খুঁড়ে গর্ত করার কোন চিহ্ন নেই; মাটি যেমন শক্ত আর শুকনো ছিল তেমনিই আছে। সে মাটি কাটা হয়নি। যে একাজ করেছে কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। ভোরের প্রহরী যখন ব্যাপারটা সকলকে জানায় তখন আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে যাই। মৃতদেহটিকে কোন কবর খুঁড়ে তার গভীরে তাকে সমাহিত করা হয়নি, শুধু তার উপর আলতো করে মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার পর থেকে কোন কুকুর বা শকুনিকে মৃতদেহের কাছে আসতে দেখা যায়নি। এই ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা একে অন্যকে অভিযুক্ত করতে থাকে সন্দেহের

বশে। হয়ত মারামারি হয়ে যেত। সবাই একবাক্যে বলল তারা, এ কাজ কে কখন কিভাবে করল তার কিছুই জানে না। আমরা যে একাজ করিনি অথবা একাজের গোপন পরিকল্পনার কথাও কিছু জানি না সে বিষয়ে দেবতাদের নামে শপথ করার জন্য আমরা প্রত্যেকে হাতে তপ্ত লোহা নিতে অথবা আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে রাজী হয়েছিলাম। যখন এইভাবে আমরা বাগবিতণ্ডা করছিলাম এবং বৃথা অপরাধীর খোঁজ করছিলাম তখন একজন আমাদের এমন এক পরামর্শ দিল যাতে আমাদের সকলের মুখ ভয়ে মাটির উপর নত হয়ে পড়ল। সে অবিলম্বে আপনাকে এই ঘটনার কথা জানাতে বলল। সবাই তা মেনে নিল আর তাই আমি এই ভয়ঙ্কর কাজের ভার নিয়ে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এলাম আমি এখানে যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি অনিচ্ছুক। কারণ আমি জানি দুঃসংবাদে কোন শ্রোতা খুশি হয় না এবং আমি তা জানি বলেই আমি এখানে আসতেও চাইনি।

নেতা। হে রাজন, আমার মন যেন চুপি চুপি বলছে দেবতারাই একাজ করেছে।

ক্রীয়ন। থাম থাম, তা না হলে আমার ক্রোধের মাত্রা বেড়ে যাবে। তা না হলে তুমি বৃদ্ধ হয়েও তুমি যে কতবড় নির্বোধ তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি যা বললে তা কখনই মানা যায় না। প্রথম কথা দেবতারা কখনো মৃতদেহ নিয়ে মাথা ঘামান না। যে ব্যক্তি স্তম্ভবিধৃত দেবমন্দির ধ্বংস করে যত সব পবিত্র দেবত্র সম্পত্তি ধ্বংস করতে এসেছিল, দেবতাদের প্রিয় সোনার রাজ্য পুড়িয়ে ছারখার করে তার আইনকানুন ধূলোয় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ত সেবায় তুষ্ট হয়েই কি দেবতারা তার অনাবৃত মৃতদেহটিকে আবৃত করে দিতে এসেছিলেন? তুমি কি কখনো দেখেছ দেবতারা কোন দুর্বৃত্তকে ভূষিত করেছেন? না, তা কখনই হতে পারে না। নিশ্চয় আগে হতে এই শহরের মধ্যেই এমন কেউ ছিল যে আমার বিরুদ্ধে গোপনে কথা বলেছে, আমার আদেশ অমান্য করে আমার অলক্ষ্যে আমারই বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে, যে ব্যক্তি আপাত-দৃষ্টিতে আমার আদেশ মেনে নিয়েও তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। সেই ধরনের কোন লোকই টাকা দিয়ে অন্য কোন লোককে প্রলুব্ধ করে তাকে দিয়ে এই হীন কাজ করিয়েছে। মানবজগতে অর্থ অপেক্ষা অশুভ জিনিস আর কিছু থাকতে পারে না। এই অর্থই কত নগরীর গৌরবোদ্ধত শির অপমানের ধূলায় লুটিয়ে দেয়, কত মানুষকে গৃহহারা করে, কত নির্দোষ

মানুষকে লজ্জাজনক পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে, কত মানুষকে ঈশ্বরের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত করিয়ে দিয়ে শয়তানে পরিণত করে। কিন্তু টাকা নিয়ে যারা পরের জন্য এই সব দুষ্কর্ম করে থাকে তার উপযুক্ত প্রতিফল একদিন না একদিন তাদের ভোগ করতেই হয়। শোন, জিয়াসের প্রতি এখনো আমার যে শ্রদ্ধা অবশিষ্ট আছে সেই শ্রদ্ধার নামে শপথ করে বলছি, এই নিষিদ্ধ অন্ত্যেষ্টির কাজ যে করেছে তাকে যদি খুঁজে বার করে আমার সামনে উপস্থিত করতে না পার তাহলে মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর দণ্ড তোমাকে দান করা হবে। তুমিই প্রথম ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করো এবং তুমিই এ বিষয়ে দণ্ডের ভয়ে পূর্ণ জ্ঞান আমাদের দান করে সমস্ত তথ্য অবগত করাতে পার। জেনে রেখো, যেখান সেখান থেকে টাকা নিয়ে অন্যায় কাজ করতে নেই। অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ সুখের থেকে দুঃখ ও ধ্বংস নিয়ে আসে মানুষের জীবনে।

প্রহরী। আমি কি এর উত্তরে কোন কথা বলতে পারি না আমি কি চলে যাব এখান থেকে ?

ক্রীয়ন। তুমি বুঝতে পারছ না যে তোমার কথা শুনে আমার রাগ হচ্ছে।

প্রহরী। দুঃখটা আপনার কোথায় হচ্ছে---আপনার মনে না কানে ?

ক্রীয়ন। একথা জানতে চাইছ কেন ?

প্রহরী। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আসল যে কর্তা সে আপনার অন্তরে ব্যথাদান করেছে আর আমি সে কথা জানিয়ে আপনার কানে ব্যথা দান করেছি।

ক্রীয়ন। আমি বেশ দেখছি তুমি হচ্ছ জন্মবাচাল।

প্রহরী। তা ত দেখছেন, কিন্তু এই কাজের কর্তাকে এখনো দেখতে পেলেন না।

ক্রীয়ন। তার থেকে বড় একজনকে দেখেছি যে টাকার জন্য নিজের জীবন বিক্রী করতে চলেছে।

প্রহরী। হায়, এটা খুবই দুঃখের কথা যে স্বয়ং বিচারকই অনেক সময় খারাপ বিচার করে থাকেন।

ক্রীয়ন। বিচারকের গুণাগুণ নিয়ে যত খুশি জল্পনা কল্পনা করতে পার, কিন্তু মনে রেখো, যদি তুমি এই নিষিদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কর্তাকে আমার সামনে উপস্থাপিত করতে না পার তাহলে এক ভীষণ দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তোমায়।

(ক্রীয়ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেল)

প্রহরী। খুব ভাল করেই তাকে দেখবে। তাকে পাওয়া না পাওয়া—সেটা

ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমি আর এখানে কখনো আসব না। আমাকে এখানে কখনো কেউ দেখতে পাবে না। আমি বাঁচলাম, দেবতাদের ধন্যবাদ।

(প্রহরীর প্রস্থান)

কোরাস। সমস্ত বিস্ময়ের মধ্যে জগতে মানুষই সবচেয়ে বড় বিস্ময়। প্রবল দক্ষিণাবায়ুতাড়িত শুভ্র সফেন যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গমালা তাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসে সেই তরঙ্গের মধ্য দিয়ে সে পথ করে সমুদ্র অতিক্রম করে। যে ধরিত্রীর মাটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এক দেবতার মত চিরবিরাজমান সেই ধরিত্রীকে অশ্বচালিত লাঙ্গলের দ্বারা প্রতি বৎসর কর্ষণ করে তাকে শস্যশ্যামল করে তোলে।

অন্যদল। মানুষের বুদ্ধি এমনই তীক্ষ্ণ যে লঘুচপল পাখি থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু ও অতল সমুদ্রগর্ভের অনেক জীবকেও মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রমবলে ধরে ফেলে। এই মানুষ দুবন্ত অশ্বকে পোষ মানায়, পার্বত্য বলদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে তাদের বশীভূত করে।

অন্যদল। এই মানুষের মুখনিঃসৃত কথা কত মনোহারিণী, তার চিন্তা কত দ্রুতগতি, তার চিত্তাবস্থা কত দ্রুত পরিবর্তনশীল। যে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত রাষ্ট্রের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা ও তুষারের অজস্র তীর হতে নিজেকে বুদ্ধিবলে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে মানুষ। সমর্থ হয়েছে আরো অনেক বিপদ হতে নিষ্কৃতি লাভে। একমাত্র মৃত্যুকে পরিহার করা বা তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সব চেষ্টা হতে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ।

অন্যদল। কল্পনাতীত চাতুর্য ও উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কৌশল তার মঙ্গল অমঙ্গল দুইই সাধন করে থাকে। যতদিন মানুষ দেশের আইন মেনে চলে, যে ন্যায় বিচারের জন্য তারা দেবতার কাছে শপথ করে, সেই ন্যায়বিচার রক্ষা করে চলে ততদিন তাদের নগর গৌরবময় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন হঠকারিতার বশে মানুষ পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধরনের পাপিষ্ঠ কোনদিন আমাদের মনে কোনভাবে স্থান পাবে না।

(আন্তিগোনেকে বন্দী অবস্থায় ধরে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ)

কোরাস নেতা। আমি কাকে দেখছি আমার সামনে? দেবতার এ কি লীলা? স্তম্ভিত হয়ে উঠেছে আমার অন্তরাত্মা। কেমন করে একথা আমি অস্বীকার করব যে তুমিই আন্তিগোনে? হায় হতভাগিনী ঈডিপাসকন্যা, এর অর্থ কি? তুমি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ রাজাদেশ লঙ্ঘন করে বন্দিনী হয়েছ?

প্রহরী। এই সেই বালিকা যে এই অপরাধ করেছে। ও যখন সেই নিষিদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করছিল তখন আমরা তাকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু ক্রীয়ন কোথায়?

(প্রাসাদ হতে ব্যস্তভাবে ক্রায়নের প্রবেশ)

নেতা। আমাদের প্রয়োজনের মুহূর্তেই উনি প্রাসাদ হতে আবার এখানে আসছেন।

ক্রীয়ন। কি ব্যাপার? কি ঘটল? আমার আসাটা প্রয়োজন মত হলো কি করে?

প্রহরী। হে রাজন, মানুষ যেন কোন কথা জোর গলায় শপথ করে কোন কিছু না বলে। কারণ পর মুহূর্তের অন্য চিন্তা পূর্ব মুহূর্তের সব ইচ্ছা অভিপ্রায়ের কথা ভুলিয়ে দেয়, নস্যাৎ করে দেয়। আপনার ভাতি প্রদর্শনে বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে আমি যাবার সময় শপথ করেছিলাম আমি আর এখানে আসব না। কিন্তু যখন হঠাৎ পাওয়া কোন আনন্দ আমাদের সব আশাকে অতিক্রম করে যায় তখন অন্যান্য পরিপূর্ণ আনন্দের মত সে আনন্দের উচ্ছ্বাস আমাদের সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। তাই আমি আমার শপথের কথা ভুলে এই বালিকাকে নিয়ে এসেছি। ও যখন মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিল তখন তাকে ধরে ফেলি। এবার আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবার আমি একা এই সৌভাগ্যের অধিকারী। এ ন আপনি ওকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, পরীক্ষা করুন আপনার ইচ্ছামত। তবে সমস্ত অভিযোগ ও বিপদ হতে এবার আমি মুক্ত হলাম।

ক্রায়ন। এই তোমার বন্দিনী? কখন তুমি তাকে ধরেছ?

প্রহরী। সে নিষিদ্ধ মৃতদেহটিকে কবর দিচ্ছিল। এ বিষয়ে বাকি সব কথাই আপনি জানেন।

ক্রীয়ন। তুমি কি বলছ তা জান? তুমি যা বলছ সত্য বলছ?

প্রহরী। আপনার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে মৃতদেহটিকে কবর দিচ্ছিল। আমি নিজের চোখে তা দেখেছি।

ক্রীয়ন। কী অবস্থায় তুমি তাকে দেখ? কিভাবে তাকে ধর?

প্রহরী। ঘটনাটা ঘটে এইভাবে। আপনার দণ্ডাদেশের বোঝা ঘাড়ে করে সেই জায়গায় গিয়ে মৃতদেহ হতে সব শুকনো মাটি ঝেরে ফেলে আবার সেটিকে আগের মত অনাবৃত করে ফেলি। তারপর আমরা পাহাড়ের উপরে গিয়ে

যেদিকে বাতাসের গতি সেই দিকে মুখ করে বসি যাতে পচনশীল মৃতদেহের দুর্গন্ধ আমাদের নাকে না আসে। প্রহরীরা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে আড়ালে বসে থেকে লক্ষ্য রাখতে থাকে আবার কেউ মৃতদেহটিকে কবর বা মাটি দিতে আসে কি না। এবার যাতে আর কারো ভুল না হয় তার জন্য প্রত্যেকেই সচকিত অবস্থায় থাকে এবং সব সময় একে অন্যকে সাবধান করে দেয়। এইভাবে দুপুর হলো। জলন্ত আগুনের মত হয়ে উঠল সূর্যের রোদ। হঠাৎ একটা ঘূর্ণিঝড় এসে চারদিক ধুলোয় ভরিয়ে দিল। আমরা চোখ বন্ধ করে দৈব প্রেরিত কষ্ট ভোগ করতে লাগলাম। ঝড় থেমে গেলে কিছুক্ষণ পর এই বালিকাকে সেখানে দেখা গেল। কুলায় প্রত্যাগত শাবকহারা পক্ষিনীর মত সে আর্তনাদ করতে লাগল জোরে। মৃতদেহটিকে অনাবৃত দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে যে এই কাজ করেছে তার উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে থাকে। তারপর দ্রুত হাতে সে শুকনো মাটি দিয়ে মৃতদেহটিকে আবার ঢেকে দিতে থাকে। মাটি দেওয়া হয়ে গেলে একটি ব্রোঞ্জের পাত্র হতে তিনবার জল ঢেলে দেয় মৃতদেহের উপর। আমরা তখন তার দিকে ছুটে যাই। সে আমাদের সহসা দেখে ভীত হয়ে যায়। আমরা তখন স্পষ্ট তাকে বলি সে-ই আগে এই কাজ করেছে এবং এখনো করছে। এইভাবে আমরা তাকে দ্বিগুণ অপরাধে অভিযুক্ত করি এবং সে অভিযোগ অস্বীকার করেনি। এতে আমি একই সঙ্গে আনন্দ এবং বেদনা দুইই অনুভব করি। কোন অভিযোগ হতে মুক্ত হয়ে সকলেই আনন্দ লাভ করে ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোন বন্ধুলোক সেই অভিযোগে জড়িত হয়ে পড়লেও আমরা বেদনা পাই, কষ্ট অনুভব করি। যাই হোক আমার নিজের নিরাপত্তার কাছে এসব ভাবনা চিন্তার কোন মূল্য নেই।

ক্রীয়ন। তোমার মুখ মাটির দিকে আনত। তুমি এ অপরাধ স্বীকার না অস্বীকার করছ ?

আন্তিগোনে। আমি স্বীকার করছি। অস্বীকার করব না।

ক্রীয়ন। (প্রহরীকে) তুমি এখন সব অভিযোগ হতে মুক্ত, যেখানে খুশি চলে যেতে পার। (প্রহরী চলে গেল)। (আন্তিগোনের প্রতি) এবার তুমি সংক্ষেপে আমার কথার উত্তর দাও। এই কাজ নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারি হয়েছিল তুমি তা জান ?

আন্তি। আমি তা জানতাম। একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। সকলেই

তা জানে।

ক্রীয়ন। তা জেনেও তুমি ইচ্ছা করে সে আদেশ বা আইন লঙ্ঘন করেছ?

আন্তি। হ্যাঁ করেছি। কারণ এ আইন দেবরাজ জিয়াস প্রণয়ণ ও ঘোষণা করেননি। দেবতার অস্তিত্ব ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী কোন মানুষও এ আইন প্রণয়ণ করতে পারে না। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি একজন মরণশীল মানুষ হয়ে দেবতাদের দ্বারা প্রবর্তিত অলিখিত অমোঘ আইন লঙ্ঘন করবেন। দেবতাদের এই সব আইন অনন্ত ও আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। কতকাল তা কোন মানুষ বলতে পারবে না। অহঙ্কারী কোন মানুষের ভয়ে সেই দৈব আইন ভঙ্গ করলে মৃত্যুর পর দেবতাদের কাছে কোন কৈফিয়ৎই আমি দিতে পারতাম না। আমি বেশ জানতাম মরতে একদিন আমাকে হবেই, আপনার আইন ভঙ্গ না করলেও হবে। আপনার প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডলাভে আমি বরং নিজেকে ধন্য মনে করছি। এটা আমার কাছে যেন একটা লাভ। কারণ চারদিকে অবাঞ্ছিত অশুভ শক্তির দ্বারা বেঁচে থাকাটা যেখানে দুঃসহ, ভয়ানক-ভাবে যন্ত্রণাদায়ক সেখানে মৃত্যু একটা লাভজনক ব্যাপার নয় কি? সুতরাং আমার এই দণ্ড এক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। এতে দুঃখের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আমি যদি আমার গর্ভধারিণী মাতার পুত্রের মৃতদেহটিকে অনাবৃত অনাহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দিতাম তাহলে সেটা আমার পক্ষে হত নিদারুণ দুঃখের কারণ। আজ কেউ যদি আমার কাজের বিচার করে আমাকে নির্বোধ বলে তাহলে বলতে হবে সেই বিচারকই নির্বোধ।

নেতা। মেয়েটির কথা শুনে মনে হচ্ছে ও তার পিতার মতই আবেগপ্রবণ, ও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে জানে না।

ক্রীয়ন। আমি তোমাকে একটা জিনিস জানিয়ে দিতে চাই যে, অতিরিক্ত দম্ভ ও দর্পের লোকদের উদ্ধত মাথা শীঘ্রই নত হতে বাধ্য হয়। খুব শক্ত লোহাকেও আগুনে পোড়ালে তাকে বাঁকিয়ে পিটিয়ে অনেক কিছু করা যায়। অনেক ঘোড়া প্রথমে পোষ মানতে চায় না। কিন্তু পরে একটুতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষকেই সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হয়। তাই তার গর্ব বা অহঙ্কার সাজে না। এই বালিকাটি বড়ই দুর্বিনীত। এ দর্পভরে আইন ভঙ্গ করার পরেও এই কাজের জন্য বড়াই করছে। অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ করছে। তার এই বিজয়গর্ব যদি

অব্যাহত রয়ে যায় এবং সে যদি তার এই অপরাধের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি না পায় তাহলে বুঝতে হবে আমি পুরুষ নই এবং সে নারী হয়েও পুরুষ। না, তা হবে না। সে আমার ভগিনী'র কন্যা এবং রক্তের দিক থেকে নিকট আত্মীয়া হতে পারে, তথাপি সে ও তার বোনকে আমার প্রদত্ত দণ্ড শত ভয়ঙ্কর হলেও ভোগ করতে হবে। এই নিষিদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে আমি তার বোনকেও অভিযুক্ত করছি। তাকে এখানে নিয়ে এস। আমি তাকে কিছু আগে এই প্রাসাদেই দেখেছি। দেখেছি চিন্তান্বিত অবস্থায়। মানুষ যখন গোপনে কোন ষড়যন্ত্র গড়ে তুলতে থাকে তখন এক গোপন অপরাধচেতনায় নিজেরাই মুহ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশেষ করে এই মেয়েটি ঘৃণ্য, কারণ দুষ্ট কর্মে হাতে নাতে ধরা পড়েও নিজের অপরাধে গৌরব বোধ করছে।

আন্তি। আমাকে বন্দী ও হত্যা ছাড়াও অন্য কিছু করবেন?

ক্রেয়ন। না, সেটাই হবে যথেষ্ট শাস্তি।

আন্তি। তাহলে বিলম্ব করছেন কেন? আপনার কথা আমার যেমন ভাল লাগছে না তেমনি আমার কথাও আপনার ভাল লাগবে না। তবে গৌরবের কথা যদি বলেন, তাহলে বলব নিজের ভাইএর মৃতদেহকে সমাধি দেওয়ার মত মহত্তর গৌরব আর কোথায় পাব? এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সকলের মুখ যদি ভয়ে বন্ধ না থাকত তাহলে তারা সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করত। মানুষ রাজশক্তির দ্বারা অনেক কিছুই করতে পারে।

ক্রেয়ন। এ ব্যাপারে থীবস্‌বাসীর থেকে তোমার মত স্বতন্ত্র।

আন্তি। এরা সকলেই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু আপনার জন্য তারা রসনা সংযত করে আছে।

ক্রেয়ন। তারা যা করেছে তা করতে না পারার জন্য লজ্জা অনুভব করছ না তুমি?

আন্তি। না, ভাইএর প্রতি ধর্মসম্মত আচরণে লজ্জার কিছু নেই।

ক্রেয়ন। সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে যে প্রাণ দেয় সেও কি তোমার ভাই নয়?

আন্তি। হ্যাঁ, একই পিতার ঔরসে একই মাতার গর্ভে জাত ভাই।

ক্রেয়ন। তবে কেন যে অধার্মিক ও অন্যায়কারী তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছ?

আন্তি। মৃত লোকের কাছে ধর্ম অধর্ম ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য নেই।

ক্রেয়ন। তুমি কিন্তু ভাল ও মন্দ দুজনকেই একই সম্মানে ভূষিত করছ।

আন্তি। মৃত দুজনেই ছিল সহোদর ভাই। মন্দ জন অন্য জনের ক্রীতদাস ছিল না।

ক্রীয়ন। এই দেশকে বিধ্বস্ত করে বীরের মত মৃত্যুবরণ করে।

আন্তি। যাই করুক, এই সব সত্ত্বেও মৃত্যুর দেবতার অমোঘ বিধান অনুসারে এই সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করতেই হবে।

ক্রীয়ন। ভাল এবং মন্দ কখনো একই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম আশা করতে পারে না।

আন্তি। কে জানে মৃত্যুর জগতে হয়ত এই সব ভাল-মন্দর কোন পার্থক্যই নেই।

ক্রীয়ন। শত্রু কখনো মিত্র হয় না—মৃত্যুর পরেও না।

আন্তি। আমি কখনো কাউকে ঘৃণা করি না। আমার সেটা স্বভাব নয়। আমি শুধু ভালবেসে যাই।

ক্রীয়ন। তাহলে মৃত্যুপুরীতে চলে যাও। যদি তুমি ভালবাসা পেতে চাও তাহলে মৃতদের ভালবাসগে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আমি কোন নারীর কথামত চলব না। (দুইজন অনুচরসহ ইসমেনের প্রবেশ)

কোরাস। ঐ দেখ, তার প্রিয় বোনের জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইসমেনে আসছে। তার ভ্রূযুগলের উপর দুশ্চিন্তার যে মেঘ জমেছে সে মেঘ তার লজ্জাঘন সারা মুখমণ্ডলে ছায়া বিস্তার করেছে। সেই মেঘ থেকে অশ্রুধারা ঝড়ে পড়ে যেন তার সুন্দর গণ্ডদ্বয়কে প্রবাহিত করছে।

ক্রীয়ন। আমি তোমাদের মত দুটো কালসাপকে পুষছিলাম। আমি জানতে পারিনি আমার অলক্ষ্যে অগোচরে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার সব প্রাণরস শোষণ করে নিতে চাইছিলে তোমরা। কী, তুমি তোমার দোষ স্বীকার করবে না, বলবে এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানতে না ?

ইসমেনে। আমিই একাজ করেছি। জানি না আমার বোন আমার দাবি মানবে কি না।

আন্তি। ন্যায়বিচার তোমার একথা স্বীকার করবে না। তুমি একাজের কিছুই জানতে না এবং এ কাজের কথা তোমায় আমি জানাইনি।

ইস। আজ তোমার বিপদের দিনে তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমি তোমার পাশে থেকে সমস্ত দুঃখকষ্ট সমানে সহ্য করে যাব।

আন্তি। কে এই কাজ করেছে, একমাত্র মৃত ব্যক্তি আর মৃত্যুর দেবতা তা

জানে। শুধু কথায় ভালবাসা দেখালেই বন্ধু হয় না।

ইস। না বোন, আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না। আমাকেও তোমার সঙ্গে মরতে দাও। আমাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে দাও।

আন্তি। আমার মৃত্যুতে তুমি অংশগ্রহণ করো না। যে কাজে তুমি হাত দাওনি সে কাজ করেছ বলে দাবি করো না। এ বিষয়ে আমার মৃত্যুই যথেষ্ট।

ইস। তুমি ছাড়া আমি কেমন করে বাঁচব ?

আন্তি। সেকথা ক্রীয়নকে জিজ্ঞাসা করো।

ইস। কেন আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ ? এতে তোমার লাভ কি ?

আন্তি। যদি তোমাকে উপহাস করে থাকি তাহলে দুঃখের চাপেই তা করেছি।

ইস। বল, এখন কিভাবে তোমার সেবা করতে পারি।

আন্তি। নিজেকে বাঁচাও। তোমার প্রাণরক্ষায় আমি কোনরূপ ঈর্ষাবোধ করি না।

ইস। তোমার ভাগ্যের কোন অংশ গ্রহণ করতে না পারা সত্যিই দুঃখের কথা।

আন্তি। তুমি ত একদিন বাঁচতে চেয়েছিলে আর আমি চেয়েছিলাম মরতে।

ইস। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে আমি তা চাইনি।

আন্তি। তোমার জ্ঞান এবং বুদ্ধি যে জগতে সমর্থিত বা আদৃত, আমার তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ইস। যাই হোক, আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক।

আন্তি। আনন্দ করো, তুমি বেঁচে থাক। আমি ত অনেক আগে থেকে মৃত্যুর কাছে সঁপে দিয়েছি নিজেকে।

ক্রীয়ন। এই দুটি বালিকার মধ্যে একজন জন্মনির্বোধ আর একজন এখন নির্বুদ্ধিতার কাজ করছে।

ইস। হে রাজন, যারা হতভাগ্য তারা প্রকৃতিপ্রদত্ত যুক্তিও মানতে চায় না।

ক্রীয়ন। তোমারও যুক্তি বলে কিছু নেই, কারণ তুমি অন্যায়কারার সঙ্গে অন্যায় কর্মকেই বেছে নিচ্ছ।

ইস। আমার বোন না থাকলে কি করে আমি বেঁচে থাকব ?

ক্রীয়ন। তার থাকার কথা আর বলো না। সে আর বেঁচে নেই।

ইস। কিন্তু আপনি কি আপনার পুত্রের বাগদত্তাকে হত্যা করবেন ?

ক্রীয়ন। না, তার জন্য অন্য মেয়ে আছে।

ইস। কিন্তু সে যতখানি ওকে ভালবাসে অন্য কোন মেয়েকে ততখানি ভালবাসতে পারবে না।

ক্রীয়ন। আমি আমার পুত্রের স্ত্রী হিসাবে একটা দুষ্ট প্রকৃতির মেয়েকে পেতে চাই না।

আন্তি। হে আমার প্রিয় হেমন, দেখ, তোমার পিতা কিভাবে তোমার প্রতি অবিচার করছেন।

ক্রীয়ন। খুব হয়েছে। তোমার জীবন আর বিবাহের এইখানেই শেষ।

কোরাসদলের নেতা। আপনি কি পুত্রকে এই কুমারীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করবেন?

ক্রীয়ন। মৃত্যুই এদের বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

নেতা। তার মৃত্যু তাহলে নিশ্চিত?

ক্রীয়ন। হ্যাঁ নিশ্চিত। (অনুচরদ্বয়কে) আর দেরি করো না, ওদের ভিতরে নিয়ে যাও। এখন হতে তারা ভিতরেই থাকবে। শিয়রে মৃত্যু দেখলে অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও পালিয়ে যায় ভয়ে।

(আন্তিগোনে ও ইসমেনেসহ অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান)

কোরাসদল। একমাত্র তারাই ধন্য যাদের কোনদিন কোন পাপ স্পর্শ করেনি। একবার কোন সংসার যদি পুণ্যের স্বর্গ হতে বিচ্যুত হয়ে পাপের গর্ভে নিমজ্জিত হয়, একবার যদি সে সংসারের উপর দৈব অভিশাপ বর্ষিত হতে শুরু করে তাহলে সে অভিশাপ বংশানুক্রমে সে সংসারের উপর বর্ষিত হয়। তার আর শেষ হয় না, যেমন একবার থেসীয় ঝঞ্ঝাবায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে সমুদ্রে তরঙ্গমালা উত্থিত হলে তার আর শেষ হতে চায় না, সে তরঙ্গমালার অবিরাম অভিঘাতে সমুদ্রের কৃষ্ণবর্ণ সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হয়।

অন্যদল। আমি লাবডাসিডা বংশকে এমনি করে দৈব অভিশাপের দ্বারা জর্জরিত হতে দেখেছি। বংশানুক্রমে লাবডাসিডার উত্তরপুরুষেরা সে অভিশাপ আর পুঞ্জীভূত দুঃখের বোঝা বহন করে যাচ্ছে, মনে হয় যেন কোন অমোঘ অপরিহার্য দৈব শক্তি তাদের উপর অবিরাম আঘাত হেনে চলেছে। এখন ঈডিপাস বংশের উপর চলেছে সেই অভিশাপ। এই বংশের আর কোন মুক্তির আশা নেই, কারণ এ বংশের শেষ দুই বংশধর পরস্পরের রক্তে রঞ্জিত হয়ে দুজনেই নরকের ধূলিতে চিরদিনের জন্য শয়ন করেছে।

অন্যদল। হে জিয়াস, কোন মানুষ তোমার শক্তিকে খর্ব করতে পারে না। নিদ্রার সম্মোহিনী শক্তি তোমাকে কখনো বশীভূত করতে পারে না, কোন ক্লান্তি তোমাকে অবসন্ন করতে পারে না, প্রবহমান কালের আঘাত তোমার যৌবনকে ক্ষত বিক্ষত করতে পারে না। অলিম্পাসের চির প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্যে বিভূষিত হয়ে অনন্তকাল ধরে সেখানে অধিষ্ঠান করছ তুমি। অতীতের মত সুদূর ভবিষ্যতেও তুমি এইভাবে বিরাজ করবে। মানুষের মন বড় ছোট। সেখানে কোন বড জিনিস বিনা আঘাতে প্রবেশ করতে চায় না।

অন্যদল। সর্বত্রসঞ্চারী যে আশা কত মানুষেব মুহ্যমান মনে সঞ্জীবনী মন্ত্র সঞ্চার করে, নূতন জীবনের প্রেরণা দেয়, সেই আশাই আবার অনেকের মধ্যে যত সব কুৎসিত কামনা বাসনা জাগায়। অতৃপ্ত কামনার আগুনে তাদের পা না পোড়া পর্যন্ত তার কুপথে গমন করে। অবশেষে হতাশ হয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়। বিজ্ঞরা তাই বলে থাকেন, যাদের মন পাপমুখী তাদের কাছে মন্দও ভাল দেখায় এবং বেশ কিছুকাল তারা বিনা বাধায় সেই মন্দকেই জীবনে বরণ করে চলে।

কোঃ নেতা। ঐ দেখুন আপনার কনিষ্ঠ পুত্র হেমন আসছে। তার বাগদত্তার প্রাণদণ্ডের আদেশে দুঃখিত চিত্তে এখানে আসছে। তাদের বিবাহের আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় তার মন এখন অতীব তিক্ত।

(হেমনের প্রবেশ)

ক্রীয়ন। শীঘ্রই আমরা আশাতীত সুদিনের প্রত্যাশা করছি। হে আমার পুত্র, তোমার বাগদত্তার মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে তোমার পিতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি কি এখানে এসেছ? অথবা আমার প্রতি তোমার শুভেচ্ছা এখনো আছে?

হেমন। হে পিতা, আমি তোমারি। তুমি তোমার জ্ঞানমতে আমার প্রতি যে আদেশ দান করবে আমি তাই মান্য করে চলব। তোমার অনুমতি ছাড়া কোন বিবাহকেই আমি আমার জীবনে লাভজনক বলে মনে করব না।

ক্রীয়ন। হে পুত্র, তুমি যেন তোমার পিতার ইচ্ছার কখনো অবাধ্য হয়ো না। এই হচ্ছে তোমার প্রতি আমার স্থায়ী আদেশ। পুত্রের এই অবাধ অকুণ্ঠ আনুগত্যের জন্যই মানুষ প্রার্থনা করে দেবতাদের কাছে। তারা চায় তাদের পুত্রেরা অনুগত ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে গড়ে উঠুক। তারা চায় তাদের পুত্ররা এমনভাবে গড়ে উঠুক যাতে তারা তাদের পিতার শত্রুদের দমন আর পিতার মিত্রদের সম্মানের সঙ্গে পালন করতে পারে। কিন্তু যারা অসার্থক পুত্রের জন্ম

দেয়, তারা তাদের জীবনে দুঃখের বীজ বপন করে, তাদের শত্রুদের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সুতরাং হে আমার পুত্র, শুধু একজন নারীর জন্য মিথ্যা আনন্দের খাতিরে যুক্তিকে বিসর্জন দিও না। মনে রেখো, এ আনন্দ ক্ষণভঙ্গুর ; আকাঙ্খিত নারীকে বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ করতে না করতেই সে আনন্দের সকল উত্তাপ শীতল হয়ে যায় মুহূর্তে। একজন পাপিষ্ঠা নারী যেন তোমার সুখ-শয্যা ও গৃহসুখের পবিত্রতা নষ্ট না করে। কপট বন্ধু বা প্রণয়িনী পাবার মত বড় আঘাত মানবজীবনে আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং এই বালিকাকে শত্রু ভেবে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করো। ও যেন মৃত্যুপুরীতে গিয়ে ও ওর যোগ্য স্বামী খুঁজে নেয়। যেহেতু আমি ওকে আইনভঙ্গের কাজে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি আমি ওকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবই। তা না হলে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব আমার নগরবাসীদের কাছে। ও যেখানে খুশি আবেদন নিবেদন জানাতে পারে। যে তার পরিবারের মধ্যে কর্তব্য পালন করে চলে সে তার রাষ্ট্রের প্রতিও কর্তব্যপরায়ণ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারে ও সমাজে কোন নিয়মকানুন মেনে চলে না, রাষ্ট্রীয় আইনকে লঙ্ঘন করে চলে এবং রাষ্ট্রনায়ককে উপদেশ দিতে আসে সে আমার কাছে কোনদিন কোন প্রশংসা পাবে না। নগরবাসীরা যাকেই শাসক হিসাবে নির্বাচিত করুক না, তার আদেশ মেনে চলতে হবে। সে আদেশ ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় তা বিচার করলে চলবে না। এই ধরনের অনুগত নাগরিকই পারে ভাল শাসক হতে। ভাল প্রজা না হলে ভাল শাসক হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রাজার প্রতি অনুরক্ত সে বিরামহীন বর্শা বর্ষণের মাঝে স্থির ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে তার সহকর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করে যায়। আইন অমান্য হচ্ছে মানবজীবনে সবচেয়ে বড় পাপ। এই পাপ থেকে কত সমৃদ্ধ নগর নগরী ধ্বংস হয়, কত গৃহ শ্মশান হয়ে ওঠে, কত মিত্র শত্রুতে পরিণত হয়। কিন্তু যাদের জীবন সুন্দর পথে পরিচালিত হচ্ছে তারা সবাই দেখবে রাজভক্ত ও অনুগত ব্যক্তি। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে জীবনে ন্যায় ও শৃংখলার পথই অবলম্বন করে চলতে হবে আমাদের। কোন নারী যেন আমাদের অন্যায়ের পথে চালিত করতে না পারে। যদি আমাদের একান্তই ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় তাহলে তা যেন কোন পুরুষের হাতে হয়, আমরা কোন নারীর থেকে হীন বা দুর্বলতর একথা যেন প্রমাণিত না হয়।

নেতা। বয়সে যদি আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটে তাহলে বলতে হবে আপনি

বিজ্ঞের মতই কথা বলেছেন।

হেমন। পিতা, মানুষ দেবতাদের কাছ থেকে যত দান পেয়েছে তার মধ্যে যুক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই যুক্তির আলোকে আমি বলছি তুমি যা বলেছ তা ঠিক বলনি। তোমার সম্বন্ধে কে কি বলছে বা কোন দোষারোপ করছে কি না সেটা দেখা আমার স্বাভাবিক কর্তব্য। কারণ তোমার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটির ভয়ে এই নগরীর মানুষ কোন কথা বলতে পারছে না তোমার বিরুদ্ধে। এই বালিকাটি সম্বন্ধে আমি নাগরিকদের মুখ থেকে অনেক কথাই এখানে সেখানে আনাচে কানাচে শুনতে পাই। তারা সবাই বলাবলি করছে কোন মহীয়সী মহিলা তার মত এত ভয়ঙ্কর শাস্তি আর কখনো ভোগ করেনি। এমন গৌরবজনক কাজ করে এমন লজ্জাজনক মৃত্যুদণ্ড কাউকে ভোগ করতে হয়নি তার মত। তার ভাই এক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিহত হলেও তার মৃতদেহটিকে শৃগাল কুকুর বা শকুনির খাদ্যে পরিণত হতে না দিয়ে সম্মানের সঙ্গে সমাহিত করেছে সে। একাজ এক গৌরবোজ্জ্বল সম্মানের কাজ। এই ধরনের এক গুজব সারা নগরীতে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। হে আমার পিতা, আমার কাছে তোমার মঙ্গলের অপেক্ষা অন্য কোন ধনরত্নের কোন দাম নেই। সন্তানের কাছে পিতার সুনাম ও যশই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার এবং পিতার কাছে পুত্রের সুনামও তাই। সুতরাং তোমাকে বলি কখনো একথা ভেবো না যে একমাত্র তোমার কথাই ঠিক এবং অভ্রান্ত। একথা ভেবো না যে তুমিই একমাত্র জ্ঞানী এবং তোমার কোন তুলনা নেই। পরে দেখা যায় এই ধরনের লোকদের মধ্যে কোন গুণই নেই, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা। কোন লোক যত জ্ঞানীই হোক না কেন, অপরের কাছ থেকে কোন জিনিস শিখলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। অপরের কাছে ক্ষেত্র বিশেষে নত হলে কোন ক্ষতি নেই। দেখবে যেসব গাছ শীতকালে শৈত্যপ্রবাহের সামনে নত হয় তারাই বেঁচে থাকে তাদের শাখাপ্রশাখাসহ আর যারা শক্ত হয়ে বাধা দেয় তারা সবংশে ধ্বংস হয়। যে সব নাবিক ঝড়ের সময় নৌকোর পাল একটু শিথিল করে না তাদের নৌকো উল্টে যায়। তাই বলি পিতা, তুমিও অবস্থা বুঝে তোমার মতের পরিবর্তন করো। আমি বয়সে নবীন হয়েও যখন উপদেশ দিতে এসেছি তখন ভালর জন্যই একথা বলছি। কেউ যদি ভাল কথা বলে তাহলে তা শুনতে হয়। তাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ে।

নেতা। হে রাজন, আপনি ওর কথা শুনুন, লাভবান হবেন। আবার শোন

হেমন, তুমি তোমার পিতার কথা কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করো। তিনিও ভাল কথাই বলেছেন।

ক্রীয়ন। আমার মত বয়সের লোক ওর মত অর্বাচীন ছেলের কাছ থেকে উপদেশ নেবে?

হেমন। আমি যদি উচিত কথা না বলি তাহলে তুমি তা অবশ্যই শুনবে না। তবে আমার যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে দেখবে, শুধু আমার বয়সের কথাটাই ভাববে না।

ক্রীয়ন। অসংযতকে সম্মান দেওয়াটাই কি যোগ্যতার পরিচায়ক?

হেমন। অন্যায়কারীকে কেউ সম্মান প্রদর্শন করুক—এটা আমি চাই না।

ক্রীয়ন। তবে সে কি কোন অন্যায় কর্ম করেনি?

হেমন। থীবস্‌এর লোকেরা তা স্বীকার করছে না।

ক্রীয়ন। থীবস্‌এর লোকেরা কি বলে দেবে আমি কিভাবে রাজ্য শাসন করব?

হেমন। তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ।

ক্রীয়ন। আমি কি অপরের বিচারবুদ্ধিতে রাজ্য শাসন করব?

হেমন। কোন রাজ্য বা নগর কখনো একটিমাত্র লোকের হতে পারে না।

ক্রীয়ন। কোন রাজ্য বা নগরী কি তার শাসকের অধীনস্থ নয়?

হেমন। তুমি শুধু মরুভূমির রাজা হবার যোগ্য।

ক্রীয়ন। মনে হচ্ছে এই বালক ঐ বালিকার হয়ে ওকালতি করছে।

হেমন। তুমি যদি নারী হও, তাহলে তোমার প্রতিও যত্ন নেব।

ক্রীয়ন। নির্লজ্জ, আপন পিতার সঙ্গে এক প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হচ্ছ!

হেমন। আমি দেখছি তুমি ন্যায় বিচারের কণ্ঠরোধ করছ।

ক্রীয়ন। আমার নিজের আইনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা কি অন্যায়?

হেমন। দেবতাদের সম্মানকে পদদলিত করে কখনো নিজের আইনকে শ্রদ্ধা করা হয় না।

ক্রীয়ন। হীন প্রকৃতির তুই, একজন নারীর কাছে বিকিয়ে দিয়েছিস নিজেকে।

হেমন। আমি কখনো কোন নীচতাকে প্রশ্রয় দেব না।

ক্রীয়ন। তোমার সমস্ত কথা ঐ বালিকার সপক্ষে ওকালতির মত শোনাচ্ছে।

হেমন। শুধু ওর পক্ষে নয়, আমি আমার নিজের, তোমার ও দেবতাদের হয়েও ওকালতি করছি।

ক্রীয়ন। তুমি কখনই ওকে জীবিত অবস্থায় বিবাহ করতে পাবে না।

হেমন। তাহলে ওকে অবশ্যই মরতে হবে আর মৃত্যুর পর আর একজনকে মারবে।

ক্রীয়ন। তার মানে? তুমি কি প্রত্যক্ষভাবে ভয় দেখাচ্ছ আমায়?

হেমন। যত সব ব্যর্থ সংকল্পের সঙ্গে লড়াই করা কি ভয় দেখানো?

ক্রীয়ন। এইভাবে বোকার মত জ্ঞানের কথা শেখাতে আসার প্রতিফল একদিন তুমি পাবে।

হেমন। তুমি যদি আমার পিতা না হতে তাহলে তোমাকে আমি অজ্ঞ বলতাম।

ক্রীয়ন। সামান্য একটা মেয়ের ক্রীতদাস হয়ে আমার সঙ্গে বড় বড় কথা বলতে আসিস না।

হেমন। তুমি নিজে কথা বলে যাবে অথচ তার উত্তর শুনবে না?

ক্রীয়ন। এত বড় কথা! মাথার উপরে দেবতারা সাক্ষী থাক। এইভাবে আমাকে উপহাস করার ফল দেখাচ্ছি তোমায়। সেই ঘৃণ্য জীবটাকে নিয়ে আয়। ওর চোখের সামনে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।

হেমন। আমার সামনে তা হবে তুমি একথা ভেবো না। আমার মুখ তোমার চোখ আর কখনো দেখবে না। সেই সব বন্ধুদের নিয়ে থাক যারা তোমার তাঁবেদারি করবে। (হেমনের প্রস্থান)

নেতা। হে রাজন, যুবরাজ চলে গেল। যুবকের মন ক্রুদ্ধ হলে তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ক্রীয়ন। ও য খুশি করুক। ঐ দুটি বালিকাকে ধ্বংসের হাত হতে ও বাঁচাতে পারবে না।

নেতা। আপনি কি দুজনকেই হত্যা করার মনস্থ করেছেন?

ক্রীয়ন। যে এই অন্যায় কাজ করেনি তাকে হত্যা করা হবে না।

নেতা। অন্যজনকে কিভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন?

ক্রীয়ন। আমি তাকে নির্জন পার্বত্যগুহায় নিয়ে গিয়ে সামান্য কিছু খাদ্য দিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসব। সেখানে সে মৃত্যুদেবতার উপাসনা করতে করতে যদি পারে ত মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবে। এর ফল পরে জানা যাবে। আপাততঃ আমাদের নগর এই ধরনের আইনলঙ্ঘনকারিণী পাপাত্মার হাত থেকে রেহাই পাবে। (ক্রীয়ন প্রাসাদের মধ্যে চলে গেল)

কোরাস। হে প্রেম তুমি যুদ্ধে অপরাজেয়! কী অসীম তোমার শক্তি!

তুমি এক মুহূর্তে ধনীর সমস্ত ধনসম্পদ কেড়ে নাও। যদি কোন ধনী লোক কোন সুন্দরী কুমারীর সুকোমল গণ্ডভিত্তির উপর প্রেমভরে একবার চুম্বন করে তাহলে সে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেয়। হে প্রেম, তুমি অগাধ বারিধির উপরে ও গহন অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াও। কোন অমর দেবতাও তোমার অব্যর্থ শরক্ষেপ হতে পরিত্রাণ পায় না। কোন মানুষ মাত্র একদিনের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করলেও সে প্রেমের বশবর্তী না হয়ে পারে না। তুমি কাউকে স্পর্শ করামাত্র সে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে, সমস্ত যুক্তিবোধ বিবর্জিত হয়।

অন্যদল। হে প্রেম, তোমার বশবর্তী হয়ে ন্যায়পরায়ণ মানুষ হয়ে ওঠে অন্যায়ের দাস। স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। তুমি এই সব আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চাপিয়ে দিয়েছ। ঐ সুন্দরী কন্যার চোখে প্রেমের অপরাজেয় দ্যুতি খেলা করছে। এই প্রেমের শক্তি অমোঘ দৈব আইনের মতই চিরন্তন সত্য, কারণ লীলাময়ী দেবী আফ্রোদিতের ইচ্ছাতেই সকল প্রেমকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। (ক্রীয়নের দুইজন অনুচর আন্তিগোনেকে প্রাসাদের ভেতর থেকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যেতে লাগল।)

কিন্তু এখন আমি এই দৃশ্য দেখে আমার রাজভক্তির প্রতি অটল থাকতে পারছি না। আমার চোখের অশ্রুধারাকে প্রতিহত করতে পারছি না। যখন দেখছি আন্তিগোনে মৃত্যুর বাসর ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন আমি স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়ছি।

আন্তি। হে আমার পিতৃভূমির নাগরিকবৃন্দ, আমার চলার পথটিকে শেষবারের মত দেখ একবার। এই সূর্যালোকের প্রতি আমি শেষবারের মত তাকাচ্ছি। হে মৃত্যুদেবতা, তুমি সকল মানুষকেই চিরনিদ্রায় অভিভূত করো। তুমি আমাকে মৃত্যুপুরীর সেই এ্যাকেরণ নদীর কূলে নিয়ে চল। কোন বিবাহ-কালীন গান আর আমি শুনতে পাব না। কারণ মৃত্যুর দেবতা আমাকে চিরকালের মত বিবাহ করবে।

কোরাস। সুতরাং বিজয়গৌরবে প্রশংসার সঙ্গে পাতালপুরীস্থিত মৃত্যুর রাজ্যে গমন করো। কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে তোমায় ভুগতে হয়নি, কোন তরবারির আঘাত তোমাকে সহ্য করতে হয়নি। নিজের ভাগ্যের নিজেই বিধাতৃ হিসাবে তুমি জীবন্ত মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করবে ধীরে ধীরে যা সাধারণতঃ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না।

আন্তি। আমি এঁর আগে শুনেছি সিকিলিয়ার পর্বতশিখরে ফাৰ্জিয়া হতে আগত আমাদের অতিথি ট্যান্টালাস কন্যাকে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। আইভি লতার মত চারদিকে পাথরের স্তূপ তাকে জড়িয়ে ধরে, তার মাথায় ঝরে পড়তে থাকে তুষার আর বর্ষার ধারা। অবিরাম অশ্রুধারায় বিধৌত হতে থাকে তার বক্ষস্থল। অনুরূপ দুর্ভাগ্য আমাকেও সহ্য করতে হবে।

কোরাস। তবু সে ছিল দেবী। মানবী নয়, দেববংশজাত দেবকন্যা। আমরা মরণশীল মানুষমাত্র। কোন দেবকন্যার অনুরূপ দুর্ভাগ্য জীবনে মরণে সহ্য করাটাও কোন মানবীর পক্ষে সতিাই সৌভাগ্যের কথা।

আন্তি। হায়, আমাকে উপহাস করা হচ্ছে এই সব কথা বলে। আমি আমাদের পৈত্রিক গৃহদেবতাদের নামে জিজ্ঞাসা করছি, হে প্রিয় নগরবাসীগণ, আমাকে এভাবে উপহাস করা তোমাদের উচিত হচ্ছে কি? বহু রথের অধিকারী ডার্সের ঝর্ণা ও পবিত্র ভূমি সমন্বিত হে থীবস্‌দেশ, তুমি সাক্ষী থাক, দেখ কিভাবে আমি কোন আইনের বশবর্তী হয়ে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও অনাত্মীয় অবস্থায় প্রস্তরপরিবৃত এক পার্বত্য কারাগারের মাঝে জীবন্ত সমাধি লাভ করতে চলেছি। হায়, ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা! সারা পৃথিবীর মধ্যে কোথাও কোন প্রান্তর বা অরণ্যের মধ্যে আমার কোন ঘর নেই।

কোরাস। তুমি স্পর্ধার শেষ সীমায় উপনীত হও। ন্যায়ের রাজ্য হতে বিচ্যুত হয়ে এক ভয়ঙ্কর পতনের সম্মুখীন হও তুমি। তবে তোমার পিতার পাপের জন্যই এত শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তোমায়।

আন্তি। তুমি আমার মনে দুশ্চিন্তাগুলিকে জাগিয়ে দিয়েছ। আমার পিতার জন্য নূতন করে শোক দুঃখ জাগছে আমার হৃদয়ে। আমাদের প্রসিদ্ধ লাবডাকাস বংশের উপর যে অভিশাপ নেমে আসে তার কথা ভাবিয়ে তোলে আমায়। যখন ভাবি কোন পিতামাতা হতে আমার জন্ম হয়, যখন ভাবি কিভাবে আমার মাতা তাঁর আপন পুত্রকে স্বামী ভেবে দিনের পর দিন এক জঘন্য শয্যায় শয়ন করতেন তখন অপরিসাম দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি আমি। অভিশপ্ত অবস্থায় আমি আমার পরলোকগত পিতামাতার কাছে চলেছি। হে আমার অভিশপ্ত ভাই, নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কী নিদারুণ সর্বনাশ নিয়ে এলে আমার জীবনে।

কোরাস। শ্রদ্ধামণ্ডিত কাজ মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্ষমতাবান কোন লোকের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে সে লোক তা সহ্য করে না।

তোমার দুর্বিনীত ও উদ্ধত জিহ্বাই তোমার ধ্বংসকে ডেকে এনেছে।

আন্তি। অনাত্মীয় অবান্ধব ও অবিবাহিত অবস্থায় নিবিড়তম দুঃখের মধ্য দিয়ে আমি চলেছি আমার মৃত্যুপথের যাত্রী হিসাবে। হে আমার হতভাগ্য আত্মা, সূর্যের আলো আর দেখতে পাবে না তুমি। কিন্তু আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য অশ্রু বিসর্জন করার কেউ নেই। দুঃখ করার কেউ নেই।

(প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ হতে এসে ক্রীয়ন প্রবেশ করল)

ক্রীয়ন। তুমি কি একথা জান না যে মৃত্যুর আগে সকরুণ শোকসঙ্গীত আর দুঃখার বিলাপ যদি আসন্ন মৃত্যুর প্রতিরোধ করতে পারত সফলভাবে তাহলে সে সঙ্গীত ও সে বিলাপের শেষ হত না কখনো। যাও, ওকে নিয়ে যাও। সেই রুদ্ধ গুহার মধ্যে ওকে আমার কথামত ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে ফেলে রেখে চলে আসবে। যেখানে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করবে না তিলে তিলে জীবিত অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করে নেবে তা সে নিজেই ঠিক করবে। আমরা নিজেব হাতে ওর মৃত্যু ঘটিয়ে আমাদের হাতকে কলঙ্কিত করব না। তবে একথা নিশ্চিত যে সে আর পৃথিবীর আলোর মুখ দেখবে না।

আন্তি। পার্বত্য গুহার অন্তহীন কারান্ধকারাপূর্ণ সমাধিই হবে আমার বাসর ঘর। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে এর আগেই আমার অনেক প্রিয়জন গেছে এবং পার্সিফোনে তাদের বরণ করে নিয়েছে। তাদের সবশেষে আমি জীবিত অবস্থায় যাচ্ছি সেখানে। তবে আমার আশা এই যে আমি সেখানে গেলে আমার পিতামাতা খুশি হবেন, তাঁরা আমাকে আদর অভ্যর্থনা জানাতেন। হে আমার প্রিয় ভাই পলিনীসেস, যথাযথভাবে তোমার মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যই আমি এই প্রতিফল লাভ করলাম। প্রতিফল যাই হোক, আমি তোমাদের মৃতদেহকে যথাযোগ্য সম্মান দান করেছিলাম। আমি স্বামীসন্তানহীনা। কিন্তু আমার যদি স্বামীসন্তান থাকত এবং তারা যদি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকত তাহলেও তাদের ফেলে রেখে সমস্ত নগরবাসীর নিষেধ সত্ত্বেও আমি তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতাম। কিসের আইন? কোন আইন মানতাম না। স্বামী গেলে স্বামী পাওয়া যাবে, সন্তান গেলেও আবার সন্তান হবে; কিন্তু পিতামাতাব মৃত্যুর পর ভাই গেলে আর ভাই পাওয়া যায় না। এই কথা ভেবেই আমি সবচেয়ে সম্মান দেখিয়েছিলাম তোমায়। কিন্তু ক্রীয়ন আমাকে তার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং আমার ভাই-এর মৃতদেহের প্রতি অসম্মান করতে

চাইছে। এই অপরাধে সে আমাকে বন্দী করে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছে। সুখ শান্তি, স্বামী সন্তান, বন্ধু বান্ধব সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ আমি অসহায় সম্বলহীন হয়ে চলেছি মৃত্যুপুরীতে। কিন্তু কোন আইন কি আমি লঙ্ঘন করেছি? ধর্মাচরণ করেও যদি আমাকে অধার্মিকের দুর্নাম লাভ করতে হয় তাহলে আর কেন আমি দেবতাদের ডাকব বা তাদের উপাসনা করব? আমার মৃত্যুর পর আমি দেবতাদের কাছে জানতে চাইব আমার সত্যিকারের অপরাধ কি? কিন্তু যদি অন্যায়ভাবে আমার উপর তাঁরা অবিচার করে থাকেন তাহলে তাঁরাও দোষী সাব্যস্ত হবেন।

কোরাস। এই বালিকার অন্তরে এখন ঝড় উঠেছে।

ক্রীয়ন। আর এই জন্যই হয়ত রক্ষীরা যথাশীঘ্র তাদের কর্তব্য পালন করতে পারছে না।

আন্তি। আপনার এই কথা মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর।

ক্রীয়ন। তোমার প্রতি আমার দ্বারা প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে না এই মর্মে আমি কোন আশা বা আশ্বাস দিতে পারি না।

আন্তি। হে আমার পিতৃভূমি থীবস্ আর তার অধিবাসীবৃন্দ, হে স্বর্গস্থ দেবগণ ও আমাদের জাতির বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিগণ, ওরা কালবিলম্ব না করে আমাকে এখান থেকে দ্রুত বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হে রাজকুমারগণ, আপনাদের দেশের রাজবংশের কনিষ্ঠা কন্যা আমি, তথাপি দেখুন আমি কার কাছ থেকে কি ধরনের কষ্ট পাচ্ছি, আমার একমাত্র অপরাধ আমি দেবতাদের অমোঘ আইন লঙ্ঘন করতে পারিনি। (আন্তিগোনেকে রক্ষীরা ধরে নিয়ে গেল)

কোরাস। তোমার মত সুন্দরী ড্যানিকে এই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। উজ্জ্বল দিবালোক ছেড়ে তাকে সমাধিগহ্বরের মত অন্ধকার এক পিতলের কারাগারে গিয়ে আবদ্ধ হতে হয়। তথাপি সে তার বংশগত আত্ম-মর্যাদা বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করেনি। সোনালি বৃষ্টিধারার মধ্যে দেবরাজ জিয়াসের যে রেতঃ একদিন পাত হয় সে রেতঃ ড্যানি গর্ভে ধারণ করে। কিন্তু নিয়তির রহস্যময় শক্তি কত ভয়ঙ্কর। এই শক্তির কবল থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা সম্পদের দ্বারাও যেমন সে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা নেই, তেমনি কোন ব্যক্তি সুরক্ষিত নগরী বা বিশাল অর্ণবপোতে থেকেও নিয়তির কোপদৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

অন্যদল। এডনিয়ার রাজা ড্রায়াসের পুত্রকেও এই ধরনের শাস্তি ভোগ

করতে হয়েছিল। ক্রোধে প্রায়ই উন্মত্ত হয়ে উঠত সে। একবার সে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় অকারণে দেবতাদের বিদ্রূপ করায় ডায়োনিসাসের বিধানে পার্বত্য গুহায় আবদ্ধ থাকতে হয় তাকে। সেখানে কালক্রমে তার সেই প্রচণ্ড ক্রোধোন্মত্ততার উপশম ঘটে। যে দেবতাদের একদিন সে বিদ্রূপ করে পরে সেই দেবতাদের মহিমা সে উপলব্ধি করতে পারে। সে একই সময়ে দৈব শক্তিসম্পন্ন নারীদের ও বেকানালিয়ার আগুনকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল।

অন্যদল। থে সিয়ার সালমাইডেসাসের কাছে দুটি সমুদ্রের মাঝখানে পাহাড় ঘেরা যে বসপোরাস প্রণালী আছে সেখানে রণদেবতা এ্যারেস দেখেন তাঁর স্ত্রীর আঘাতে অন্ধ হয়ে যাওয়া পিনিয়াসের দুটি অভিশপ্ত পুত্র। সেই আঘাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ দুটি মানুষের চোখগুলি অন্ধ হয়ে যায় চিরদিনের মত।

অন্যদল। এক দুঃখিনী ও হতভাগিনী মাতার এই দুটি অভিশপ্ত পুত্র আঘাতে কাতর হয়ে আর্তনাদ করতে থাকে আকুলভাবে। তাদের মাতা ছিল প্রাচীন এরেখথেইডা বংশের মেয়ে, কিন্তু তার বিবাহ সুখের হয়নি। জন্মের পর হতেই বহু দুঃখ ভোগ করতে হয় তাকে। সুদূরবর্তী এক পার্বত্য গুহায় বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে লালিত পালিত হয় সে। দেবতার আশীর্বাদধন্যা সেই কোরিয়াসকন্যা বড় দ্রুতগামিনী হয়ে ওঠে প্রথম থেকে।

(একটি বালককে ধরে অন্ধ তিয়েরিসিয়াসের প্রবেশ)

তিয়েরিসিয়াস। থীবস্‌এর রাজকুমারগণ, একটি বালকের সাহায্যে আমি আপনাদের সকাশে এসে উপস্থিত হয়েছি। হাঁটতে হলে অন্ধ লোকের অন্যের সাহায্য নিতেই হবে।

ক্রীয়ন। হে বয়োবৃদ্ধ তিয়েরিসিয়াস, কী তোমার সংবাদ ?

তিয়েরি। আমি তা বলছি। জ্যোতিষীর কথা শুনবে মন দিয়ে।

ক্রীয়ন। আমি ত তোমার পরামর্শকে কোনদিন তুচ্ছ জ্ঞান করিনি।

তিয়েরি। আর সেই জন্যই তুমি এখনো ঠিকভাবে নগর শাসন করে চলেছ।

ক্রীয়ন। আমি তা বুঝেছি ; তোমার কাছে আমি উপকৃত।

তিয়েরি। তবে মনে রেখো, এখন সৌভাগ্যের এক শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে আছ।

ক্রীয়ন। কি বলতে চাও। তোমার কথায় ভয়ে কাঁপন জাগছে আমার অন্তরে।

তিয়েরি। আমার কথা শুনে সব জানতে পারবে। আমি যখন আমার

জ্যোতির্চর্চার জায়গায় বসেছিলাম, যখন আমার সব পোষা পাখিগুলি তাদের জায়গায় জড়ো হয়েছিল তখন আমি দেখলাম সহসা তারা ভয়ঙ্কর রাগে চিৎকার করছে এবং হত্যার মনোভাব নিয়ে একে অপরের ঠোঁটগুলোকে কামড়ে ধরছে। তাদের একটানা কর্কশ কলরবের ফলে তাদের কোন কথা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি তখন ভয়ে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞবেদীতে আহুতি দেবার চেষ্টা করলাম দেবতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমার আহুতি প্রদান সত্ত্বেও অগ্নিদেবতা শিখা প্রদর্শনের দ্বারা আমার সে আহুতি গ্রহণ করলেন না। বলির পশুর যে জানুদেশ আমি আহুতিস্বরূপ যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করেছিলাম, তার থেকে আঠার মত এক তরল পদার্থ নির্গত হয়ে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে নিবিয়ে দিচ্ছিল। ফলে শিখার পরিবর্তে ধূমরাশি নির্গত হচ্ছিল যজ্ঞানল হতে। সেই ধূমরাশি চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। খণ্ডিত পশুদেহের জানুদেশের সঙ্গে যে চর্বি মাখিয়ে দিয়েছিলাম তা সংমিশ্রিত হলো না। আমার আহুতিদানের এই ব্যর্থতা থেকে এক কুলক্ষণের কথা বুঝতে পেরেছি। এই বালক আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সর্বত্র। এর কাছে থেকেও অনেক কথা শুনেছি। তোমার ভুল শাসনই বিপত্তি এনেছে আমাদের এই রাষ্ট্রে। এই শহরের যজ্ঞবেদীগুলি কলুষিত হয়েছে। কারণ কুকুর ও পাখিরা ঈডিপাসের পুত্রের গলিত মৃতদেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে এনে ঐ সব বেদীমূলে স্থাপন করেছে। তাই দেবতারা আমার কোন আহুতি গ্রহণ করছেন না। হোমানলে আহুতি প্রদান সত্ত্বেও কোন শিখা উত্থিত হচ্ছে না। পাখিদের চিৎকার হতেও লক্ষণ সংক্রান্ত কোন কথা স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না, কারণ ওরা নরমাংসের রক্তরঞ্জিত চর্বির আস্বাদ পেয়েছে। এবার এই কথাগুলি একবার ভেবে দেখ বৎস। মানুষমাত্রই ভুল করে। কিন্তু একবার ভুল করে ফেলার পর সকলেই সে ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করে। এমন নির্বোধ কেউ নেই যে গোঁড়ামির সঙ্গে সেই ভুলকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকে। উগ্র ইচ্ছাশক্তির স্বাতন্ত্র্যই মানুষের নির্বুদ্ধিতাকে বাড়িয়ে দেয়। মৃতের প্রতি কর্তব্য পালন করো। মৃতকে আর আঘাত করো না। নিহতকে হত্যা করার শক্তি ও অধিকার কারো নেই। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই এই উপদেশ দান করলাম। তোমার স্বার্থে তোমার মঙ্গলের জন্য উপদেশ দান করলাম তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

ক্রীয়ন। হে বৃদ্ধ, সুদক্ষ তীরন্দাজের মত তুমি আমার প্রতি তোমার অব্যর্থ

তীর নিক্ষেপ করলে। তোমার জ্যোতিষবিদ্যাও আমার উপর প্রয়োগ করলে। আমাকে সামান্য পণ্য ভেবে কিছু লাভের চেষ্টাও করলে। যত খুশি লাভ করো সার্দিসের রূপো ও ভারতের সোনা ; কিন্তু ঐ মৃতদেহকে সমাহিত করতে পারবে না। স্বয়ং জিয়াসের ঈগলও যদি এই মৃতদেহের টুকরো টুকরো মাংসগুলি বহন করে নিয়ে গিয়ে স্বর্গের সেই সিংহাসন কলুষিত করে, যদি এই নগরীর সমস্ত যজ্ঞবেদীগুলি সেই গলিত মাংসে কলুষিত হয় তাহলেও কোন ভয়ে আমি এই নিষিদ্ধ মৃতদেহকে সমাহিত করব না। কারণ আমি জানি কোন মানুষ কখনো দেবতার কোন বস্তুকে কলুষিত করতে পারে না। কিন্তু তুমি জ্যোতির্ষী হয়ে তা জান না। কারণ তুমি লোভের বশবর্তী হয়ে সুন্দর কথার মধ্যে এক নির্লজ্জ চিন্তাকে লুকিয়ে রেখেছ।

তিয়েরী। হায়, আমি স্বার্থপর, একথা কেউ বলতে পারে…

ক্রীয়ন। কি বলতে চাও তুমি? কোন সাধারণ সত্য প্রকাশ করতে চাও?

তিয়েরি। সমস্ত সম্পদের চেয়ে বড় সম্পদ হলো সৎ পরামর্শ।

ক্রীয়ন। যেমন নির্বুদ্ধিতাই সবচেয়ে বড় পাপ।

তিয়েরি। বদমেজাজের দ্বারা তোমার মন কলুষিত।

ক্রীয়ন। আমি কোন জ্যোতির্ষীকে বিদ্রূপ করব না।

তিয়েরি। আমার কথা মিথ্যা এ কথা বলে তুমি আগেই বিদ্রূপ করেছ।

ক্রীয়ন। ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রায় সবাই টাকা চায়।

তিয়েরী। অত্যাচারী শাসকরাও ব্যক্তিগত লাভের জন্য সব কিছু করে।

ক্রীয়ন। তুমি কি জান তুমি তোমার রাজার সম্পর্কে একথা বলছ?

তিয়েরী। জানি, আমার কথাতেই তুমি থীবস্ জাতিকে একদিন রক্ষা করেছিলে।

ক্রীয়ন। তুমি একজন বিজ্ঞ জ্যোতিষী হয়েও মানুষের কুকর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছ।

তিয়েরি। এবার তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর এক গোপন কথা বলতে বাধ্য করবে।

ক্রীয়ন। বল সে কথা, কিন্তু ব্যক্তিগত কোন স্বার্থে সে কথা বলো না।

তিয়েরি। ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় তোমার স্বার্থেই সে কথা বলব।

ক্রীয়ন। তবে জেনে রেখো, আমার সংকল্প নিয়ে তুমি কোন ব্যবসা করতে পারবে না।

তিয়েরী। তবে জেনে রাখ, তুমি আর বেশীদিন এ জগতে জীবিত থাকবে না যদি না তোমার একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। কারণ তুমি একজন জীবন্ত মানুষকে

কবরস্থ করেছ অথচ একটি মৃতদেহকে কবরস্থ না করে তাকে অনাবৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছ। তোমার এ কাজে দেবতাদের কোন সমর্থন নেই। বরং এ কাজের দ্বারা দেবতাদের প্রতি অন্যায় ও অসম্মান প্রদর্শন করেছ। সুতরাং মনে রেখো, ভয়ঙ্কর দৈবশক্তিরা প্রতিশোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে। এই ধরনের বিপদের মধ্যে তোমাকেও তারা ফেলবে। এবার লক্ষ্য করবে আমি এসব কথা আপন স্বার্থে অন্য কোন লোকের নির্দেশে বলছি কি না। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার প্রাসাদের অন্তঃপুরে নারীরা আর্তনাদ করতে থাকবে। শহরের সমস্ত লোক এক প্রবল ঘৃণায় ফেটে পড়বে তোমার উপর। কারণ পথকুকুর ও পাখিরা প্রায় প্রতি ঘরেই অনাবৃত মৃতদেহের অংশ নিয়ে যাবে। আমার মনে অকারণে তুমি যেমন দুঃখ দিয়েছ তেমনি আমিও তোমার অন্তরে তীরন্দাজের মত দুঃখের তীর নিক্ষেপ করেছি। চল বালক, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল। উনি এবার কোন যুবকের উপর ওঁর ক্রোধ উদ্গার করুন এবং উনি আরো ধৈর্যসহকারে ওঁর রসনা সংযত করার চেষ্টা করুন।

(বালকের হাত ধরে তেরেসিয়াসের প্রস্থান)

কোরাস নেতা। হে রাজন, এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করে উনি চলে গেলেন। আমার বয়স হয়েছে, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু ওঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে একথা কখনো আমি শুনিনি।

ক্রীয়ন। আমিও তা জানি বলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি মনে মনে। একদিকে আত্মসমর্পণ আর একদিকে অহঙ্কারজনিত ধ্বংস। দুটোর মধ্যে যে কোন একটাকে বেছে নেওয়া সত্যিই বড় কঠিন কাজ।

নেতা। হে মেনেসিয়াসপুত্র, সৎ পরামর্শ গ্রহণ করাই বিধেয়।

ক্রীয়ন। আমাকে তাহলে কি করতে হবে বল। আমি তাই করব।

নেতা। তাহলে প্রথমেই পার্বত্য গুহান্তরাল থেকে সেই কুমারীকে উদ্ধার করে আসুন। তারপর অনাবৃত মৃতদেহটিকে সমাহিত করে তার উপর এক সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করুন।

ক্রীয়ন। এই তোমার উপদেশ? নিঃশেষিত আত্মসমর্পণ?

নেতা। যথাশীঘ্র একাজ করুন রাজন। দেবতারা দ্রুত আঘাতের দ্বারা মানুষের নির্বুদ্ধিতার অবসান ঘটান।

ক্রীয়ন। হায়, আমার পক্ষে এ কাজ করা সত্যিই বড় কঠিন। তবু আমি আমার অন্তরের সযত্নলালিত সংকল্প ত্যাগ করলাম। আমি তোমাদের কথা

মেনে নিলাম। নিয়তির বিরুদ্ধে বৃথা সংগ্রাম চালিয়ে লাভ নেই।

নেতা। তাহলে নিজে যান এই কাজ দুটো অবিলম্বে করুন। কারো উপর একাজের ভার দেবেন না।

ক্রীয়ন। আমি নিজে যাব। কোথায় আমার ভৃত্যগণ, তোমরা প্রত্যেকে এক একটি কুঠার নিয়ে চল আমার সঙ্গে। আমার বিচারের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। আমি যেমন নিজের হাতে তাকে বন্দী করেছি তেমনি আমি নিজে তাকে মুক্ত করব। আমি নিজে আমার কাজের জন্য অন্তরে কষ্ট পাচ্ছি। প্রথাগত প্রাচীন আইন কানুন সংরক্ষণ করে চলাই ঠিক।

(ক্রীয়ন ও তার ভৃত্যগণ চলে গেল)

কোরাস। হে বজ্রধারী জিয়াসের কন্যা ক্যাডমিয়ানপত্নী বহুনামধারিণী গৌরবময়ী বেকাস, তুমি ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট ড্রাগন অধ্যুষিত ইতালিয়া দেশে ইসমেসনা নদীর তীরবর্তী থীবস্ নগরীতে বাস করো।

অন্যদল। কাস্টালিয়ার নদীর ধারে কোরিসিয়ার জলপরীরা যেখানে ঘুরে বেড়ায় সেখানে দুটি পর্বত শিখরের উপর প্রধূমিত অন্ধকার ভেদ করে যখন মশালের আলো জ্বলে ওঠে তখন তার মধ্যে তোমাকে দেখা যায়। তুমি আস আইভিলতায় আচ্ছন্ন লাইসা পাহাড় আর আঙ্গুর গাছে ঘেরা এক নদীর উপকূল থেকে। মরণশীল মানুষ অপেক্ষা তোমার শক্তি অনেক বেশী। তুমি থীবস্ জাতির জীবনযাত্রার সব কিছুই জান।

অন্যদল। সমস্ত নগরীর মধ্যে থীবস্‌কে বেশী সম্মান দান করো তুমি। তোমার মাতাও তাই করেন। আজ যখন আমাদের সমগ্র জাতি এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত তখন তুমি আমাদের ত্রাণকর্ত্রীরূপে পার্নেসিয়ার সুউচ্চ পর্বতশিখর অথবা কোন সুগভীর সমুদ্রপ্রণালীর মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হও আমাদের সম্মুখে।

অন্যদল। হে দেবযুবরাজ জিয়াসপুত্র, মহাশূন্যমণ্ডলে নক্ষত্রদল যখন বিঘূর্ণিত হতে থাকে তখন তোমার সাহচর্য লাভ করেই তারা এক অশ্রুত ঐক্যতানে ফেটে পড়ে, তাদের উল্লসিত নিঃশ্বাসবায়ু হতে অগ্নিক্ষরণ হতে থাকে। হে রাত্রির অধিপতি, তুমি তোমার থায়াডস ও থায়াকাস এই দুই নৃত্যপটু সহচরসহ আবির্ভূত হও আমাদের এই বিপর্যস্ত জাতির সম্মুখে।

(দূতের প্রবেশ বাঁ দিক হতে)

দূত। ক্যাডমাস ও এ্যাম্ফিয়নের প্রতিবেশীগণ, আমি মানবজীবনের কোন অবস্থাকেই একান্তভাবে প্রশংসা বা নিন্দার যোগ্য বলে মনে ভাবি না।

চঞ্চলা নিয়তির হস্তক্ষেপের ফলে প্রতিদিন সৌভাগ্যশালীদের উত্থান ও দুর্ভাগাদের পতন ঘটছে। তার ফলে মানুষের উত্থানপতন সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে সুখ বলি ক্রীয়ন এক-দিন ছিল সেই সুখে সুখী, দেবতাদের আশীর্বাদধন্য। সে একদিন বহিঃশত্রুদের হাত থেকে এই ক্যাডমাস দেশকে রক্ষা করে। সারা রাজ্যের সে হয়ে ওঠে একচ্ছত্র অধিপতি। ভূতপূর্ব রাজকুমারদেরও সে হয়ে ওঠে অভিভাবক। কিন্তু আজ সে সব কিছু হারিয়েছে। মানুষ যদি তার প্রাণের আনন্দই হারিয়ে ফেলে তাহলে তাকে প্রকৃত অর্থে জীবিত বলা যায় না; আমি তাকে জীবন্মৃতই বলব। ইচ্ছামত তোমার ঘরে ধনসম্পদ স্তূপাকৃত করতে পার, রাজকীয় ঐশ্বর্য ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পার, কিন্তু যদি ঘরে আনন্দ না থাকে তাহলে সে জীবনে লাভ কি ?

কোরাস নেতা। এখন নূতন কি দুঃসংবাদ শোনাতে এসেছ আমাদের ?

দূত। মৃত্যু। আর সে মৃত্যুর জন্য জীবিতরাই দায়ী।

নেতা। কে তাহলে হত্যাকারী আর নিহতই বা কে ? বল আমাদের।

দূত। হেমন মারা গেছে। কিন্তু তার রক্তপাত অন্য কেউ ঘটায়নি।

নেতা। তার মৃত্যুর জন্য কি তার পিতা দায়ী না সে নিজে ?

দূত। তার পিতার প্রতি ক্রোধবশতঃ সে আত্মহত্যা করেছে।

নেতা। হে ভবিষ্যদ্বক্তা, কত সত্য তোমার ভবিষ্যদ্বাণী।

দূত। আপাততঃ ঘটনা হচ্ছে এই। এর পরের ঘটনা তোমরা অনুমান করে নাও।

নেতা। আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রীয়নপত্নী হতভাগিনী ইউরিডাইস এদিকেই আসছেন। তিনি হয়ত হঠাৎ এমনিই আসছেন অথবা হয়ত তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন। (প্রাসাদ হতে ইউরিডাইসএর আগমন)

ইউরিডাইস। হে থীবস্‌বাসী, আমি যখন দেবী প্যালাসের মন্দিরে পূজা ও উপাসনার মানসে যাচ্ছিলাম তখন তোমাদের কথা আমার কানে গিয়েছিল। তারপর আমি যখন প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত করছিলাম তখন অন্তঃপুর হতে এক শোকবিলাপধ্বনি শুনে ভীত অবস্থায় আমি প্রতিনিবৃত্ত হই। আমি আমার সংজ্ঞা প্রায় হারিয়ে ফেলি। কি সংবাদ আমায় বল। জীবনে অনেক দুঃখ আমি লাভ করেছি। সে সংবাদ যত দুঃখেরই হোক ব্যক্ত করো। আমি তা শুনব।

দূত। হে রাণী, আমি যা যা প্রত্যক্ষ করেছি তা সব ব্যক্ত করব। কোন কথাই অকথিত রাখব না। মিথ্যা স্তোকবাক্য দ্বারা আপনাকে বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে কোন লাভ নেই। কারণ পরক্ষণেই সত্য ঘটনার কথা সব জানতে পারবেন। সত্য কথা সব সময়েই ভাল। আমি কিছু আগে রাজার সহচর হিসাবে শহরের প্রান্তে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম যেখানে পলিনীসেসের অনাবৃত ও অবজ্ঞাত মৃতদেহটিকে পথকুকুরেরা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আমরা প্লুটো ও পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত দেবতাদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালাম তাঁরা যেন তাঁদের রোষ পরিহার করে সদয় হন আমাদের প্রতি। অতঃপর আমরা গিয়ে মৃতদেহটিকে যথারীতি ধৌত করে টাইশা বৃক্ষশাখা দিয়ে তেল পুড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করে মৃতদেহটিকে কবরস্থ করে তার উপর একটি মাটির ঢিবি খাড়া করলাম। এরপর আমরা সেই পার্বত্য গুহার কবর থেকে সেই কুমারী মেয়েটিকে উদ্ধার করতে গেলাম। তাকে যখন রাজা সেখানে পাঠান তখন তিনি বলেছিলেন মেয়েটা যাচ্ছে মৃত্যুকে বিয়ে করতে আর ঐ গুহান্ধকার পরিবৃত কারাগার বা কবরটাই হবে ওর বাসরঘর। কিন্তু সেখানে ঢোকবার আগেই দূর থেকে এক আর্তনাদ আমাদের প্রভু রাজা ক্রীয়নের কানে এল। রাজা আরো কাছে এগিয়ে গেলে এক ক্রন্দনধ্বনি স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। রাজা তখন বেদনার্ত হৃদয়ে বললেন, হায়, কি হতভাগ্য আমি! যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। সারা জীবন শুধু দুঃখের পথেই হেঁটে গেলাম। আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি। শোন ভৃত্যগণ, তোমরা সমাধির কাছে গিয়ে পাথরখণ্ড সরিয়ে দেখগে, ওখানে আমার পুত্র হেমন আছে, না কি তার কণ্ঠের নকল করে দেবতারা আমাকে প্রতারিত করছেন।

রাজার কথা শুনে আমরা তা অনুসন্ধান করতে গেলাম। সেই গুহার শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখলাম মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। আর সেই ঝুলন্ত মৃতদেহের কোমরটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে হেমন করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করছে। পিতার কুকর্ম ও নিজের আশাহত অতৃপ্ত প্রেমের জন্য আক্ষেপ করছে সে। রাজা কিন্তু তাকে দেখে তার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হায়, হায়, এ কাজ কেন তুমি করছ? তোমার যুক্তিবোধে কেন এমন করে জলাঞ্জলি দিলে? চলে এস বৎস। আমি তোমার কাছে অনুনয় বিনয় করছি। আমার কথা শোন। কিন্তু হেমন কোন কথা না বলে শুধু তার পিতার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে থুথু ফেলল তাঁর দিকে। তারপর তরবারি উন্মুক্ত করে

তার পিতার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সেই তরবারি নিজের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল সে মেয়েটির মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। তার দেহের খানিকটা রক্ত মেয়েটির গালে ছিটিয়ে দিল। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ জমল। হেমন যেন মৃত্যুর জগতে গিয়ে তার বিবাহকার্যের সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। সে যেন মানবজাতিকে একটা শিক্ষা দিয়ে গেল। সে শিক্ষা এই যে কুপরামর্শই হলো মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। (ইউরিডাইস প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেল)

নেত। ভাল মন্দ কোন কথা না বলে রাণী চলে গেলেন। এর থেকে তোমার কি মনে হয় ?

দূত। আমিও বিস্মিত হয়েছি। তবে আমার মনে হচ্ছে তাঁর পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে রাণী এখানে কোন শোক প্রকাশ না করে অন্তঃপুরে তাঁর ঘরে গিয়ে সহচরীদের সঙ্গে প্রথাগতভাবে শোকবিলাপ করবেন। আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি সবই তাঁর জানা আছে।

নেতা। জানি না, তবে তাঁর এই কষ্টকর নীরবতা একটা কুলক্ষণের পরিচায়ক বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে বৃথা শোকপ্রকাশের থেকে ভয়ঙ্কর কিছু একটা তিনি করবেন।

দূত। ঠিক আছে আমি অন্তঃপুরে যাই। দেখি তিনি তাঁর আবেগপ্রবণ অন্তরের মাঝে অন্য কোন গোপন উদ্দেশ্য অবদমিত করে রেখেছেন কি না। তুমি ঠিকই বলেছ, অত্যধিক নীরবতা ভাল নয়। (দূত প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে যেতে ক্রীয়ন অনুচরবর্গসহ হেমনের আচ্ছাদিত মৃতদেহ নিয়ে প্রবেশ করল)

কোরাস। ঐ রাজা এসে গেলেন। তিনি এমনই একজনের মৃতদেহ বহন করে আনছেন যিনি উন্মাদের ন্যায় নিজেই নিজের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়েছেন।

ক্রীয়ন। ধিক আমার কুঞ্চকুটিল অন্তরের ভয়ানক পাপপ্রবৃত্তিকে। একমাত্র মৃত্যুই হলো সেই পাপের সমুচিত শাস্তি। তোমরা দেখ দেখ, পিতা তার আপন পুত্রকে হত্যা করেছে। ধিক আমাকে, ধিক আমার অহঙ্কারকে। হায় পুত্র, তুমি যৌবনে প্রাণত্যাগ করলে। তোমার নিজের ভুল নয়, আমারই ভুলের জন্য তোমার আত্মা আজ চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে।

কোরাস। হায়, অনেক বিলম্বে আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

ক্রীয়ন। হায়, আমি বড় তিক্ত শিক্ষা লাভ করেছি। আমার মনে হচ্ছে স্বর্গ হতে যেন কোন দেবতা এক ভয়ঙ্কর দুঃখের বোঝাভারে আমাকে নিষ্পেষিত

করছেন। আমার জীবনের সকল আনন্দকে পদদলিত করছেন। হায়, আমার সকল শ্রম ব্যর্থ হলো। (প্রাসাদের অন্তঃপুর হতে দূতের আগমন)

দূত। আমার মনে হয়, আপনি এক মৃতদেহ বহন করে এনেছেন। কিন্তু এদিকে আর একটি মৃতদেহ জমা হয়েছে। সেটিকেও আপনাকে বহন করতে হবে। অন্তঃপুরে কি হয়েছে দেখুন।

ক্রীয়ন। দুঃখের উপর আবার কি দুঃখ ও বিপদের কথা বলছ?

দূত। আপনার ঐ মৃত পুত্রের জননী আপনার রাণী প্রাণত্যাগ করেছেন।

ক্রীয়ন। হে মৃত্যুর দেবতা, কোন পূজা উপচারের দ্বারাই তুষ্ট করা যায় না তোমাকে। তোমার কি আমার প্রতি কোন দয়ামায়া নেই? হে দুঃসংবাদের দূত, কি বলছ তুমি? হায়, আমি আগেই প্রাণে মরেছিলাম, তার উপর আবার তুমি আঘাত হানলে! কি বলছ বৎস? তোমার নূতন সংবাদ কি? স্ত্রীর মৃত্যু? মৃত্যুর পর মৃত্যু!

কোরাস। ঐ দেখুন, সে মৃতদেহ আর অন্তঃপুরে ঢাকা নেই। (প্রাসাদ দ্বার মুক্ত হয়ে গেল আর সেই দ্বারপথে ইউরিডাইসের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এল শববাহকেরা)

ক্রীয়ন। আমি দেখছি আবার এক মৃতদেহ। আমার ভাগ্যে আর কি আছে? একটু আগে আমি আমার পুত্রের মৃতদেহ বহন করে এনেছি। আবার মৃতদেহ আমার সামনে? হায় হতভাগিনী মাতা, হায় পুত্র।

দূত। দেবতার বেদীর সামনে তিনি এক তীক্ষ্ণ ছুরিকার দ্বারা বক্ষে আঘাত করে৷ তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর চক্ষু মৃত্যুকালে উন্মীলিত ছিল। তিনি প্রথমে মৃত মেগাবিউসএর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, তারপর তাঁর সদ্যমৃত পুত্রের জন্য। পরে আপনাকে অভিশাপ দেন। কারণ আপনিই আপনার পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

ক্রীয়ন। ধিক, ধিক আমাকে। আমাকে কি দুইদিকে ধারাল তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা আঘাত করার মত কেউ নেই? বেদনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হায় কী হতভাগ্য আমি।

দূত। উনি আপনার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আপনাকেই দায়ী করে যান।

ক্রীয়ন। কিভাবে উনি মৃত্যুবরণ করেন?

দূত। তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর নিজের হাতে বক্ষে আঘাত করেন।

ক্রীয়ন। আমার পাপের কোন তুলনা চলে না। আমি স্বীকার করি, আমিই তোমাকে হত্যা করেছি। হে আমার ভৃত্যগণ, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। আমার জীবন এখন মৃত্যুর মতই অসার অন্ধকার।

কোরাস। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে দুঃখ আছে।

ক্রীয়ন। সে দুঃখকে আসতে দাও। যদি আমার শেষ দিন ঘনিয়ে আসে তাহলে সেটা হবে আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। আজই যেন আমার মৃত্যু আসে। আগামীকালের সূর্য যেন আমাকে আর দেখতে না হয়।

কোরাস। সে দিন ভবিষ্যতে আসবে। ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিন। এখন রাজ্যের প্রজাদের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করুন।

ক্রীয়ন। আমার জীবনের সকল কামনা বাসনা ঐ প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে। আমি শুধু মৃত্যু চাই।

কোরাস। আর সে প্রার্থনা করতে হবে না। বিধিনির্দিষ্ট দুঃখ হতে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই মানুষের।

ক্রীয়ন। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। আমি এক নির্বোধ হঠকারী মানুষ। হায় পুত্র, আমিই তোমাকে হত্যা করেছি। হায় আমার প্রিয়তমা পত্নী, তোমাকেও আমি হত্যা করেছি। হতভাগ্য আমি। কোথায় যাব, কোন দিকে তাকাব। আমার জীবনে বাঁচার মত কোন অবলম্বনই নেই। আমার শিয়রে আজ অপরিসীম দুর্ভাগ্যের বোঝা। (ক্রীয়নকে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো)

নেতা। প্রজ্ঞাই হলো মানুষের সুখের সবচেয়ে বড় উপাদান। দেবতাদের প্রতি কখনো কোন অবস্থাতেই অশ্রদ্ধা করতে নেই। অহঙ্কারীদের সদম্ভ উক্তির জন্য এই ধরনের আঘাতই লাভ করতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে সুশিক্ষা দিতে হয়।

হিপ্পোলিটাস

ইউরিপিদেস

: নাটকের চরিত্র :

থিসিয়াস : এথেন্সের রাজা

হিপ্পোলিটাস : ঐ পুত্র

ফেড্রা : ঐ পত্নী

আফ্রোদিতে / আর্তেমিস } দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী দেবী

হিপ্পোলিটাসের অনুচর

ফেড্রার ধাত্রী

ভৃত্য

দূত

ট্রোজেন নগরীর সম্মিলিত নারীদের কোরাস

অনুচরবর্গ

●

ঘটনাস্থল

ট্রোজেননগরীতে অবস্থিত রাজা থিসিয়াসের প্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান। প্রাসাদ-দ্বারের দুই পাশে দেবী আফ্রোদিতে ও আর্তেমিসের প্রতিমূর্তি স্থাপিত। আফ্রোদিতে কথা বলছেন।

আফ্রোদিতে। সমগ্র মানবজাতির দ্বারা বন্দিত আমি এক শক্তিশালিনী দেবী। এমন কি সাইপ্রিস নাম্নী যে দেবী স্বর্গলোকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে, শক্তি অর্জন করেছে, সেও আমার সমকক্ষ নয়। পণ্টাস থেকে শুরু করে ধরিত্রীধারী এ্যাটলাস পৃথিবীর যে শেষ প্রান্তসীমা নির্ধারণ করেছে সেই সীমার মধ্যে যত মানুষ বাস করে আমি তাদের মধ্যে একমাত্র তাদের সম্মান দিই যারা আমার এই অতুলনীয় শক্তিকে শ্রদ্ধা করে। আর যারা দম্ভ ও হেলাভরে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করে আমার শক্তিকে আমি তাদের ধ্বংস করি। এমন কি স্বর্গের দেবদেবীদের ক্ষেত্রেও আমার এই নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য এবং প্রচলিত।

মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে তারাও সন্তুষ্ট হয়। আমি যা বলেছি তা যে সত্য একথা আমি এখনি প্রমাণ করতে পারি। পত্নী আমাজনের গর্ভজাত থিসিয়াসের পুত্র হিপ্পোলিটাস যে সারা ট্রোজেন দেশের মধ্যে সবচেয়ে সাধুপুরুষ পিথিয়াসের দ্বারা লালিত পালিত হয় সেই হিপ্পোলিটাসই একমাত্র সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে আমাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভাবে। শুধু তাই নয়, সে ভালবাসাবাসির কাজটাকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে কখনো কোন নারীর আলিঙ্গনে ধরা দেবে না। সে আমার পরিবর্তে জিয়াসকন্যা ও ফিবাসের ভগিনী আর্তেমিসের উপাসনা করে এবং সে তার একদল শিকারী কুকুর নিয়ে সেই কুমারী দেবার সঙ্গে সবুজ বনে বনে শিকার করে বেড়ায়। নির্বিচারে বনের পশু হত্যা করে বেড়ায়। তা করুক, তাতে আপত্তি বা আক্রোশের কিছু নেই। কিন্তু আমার প্রতি যে পাপ সে করেছে তার জন্য আজই প্রতিশোধ গ্রহণ করব আমি তার উপর। হিপ্পোলিটাসের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কাজ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গেছে। আর অল্পই বাকি আছে। একবার হিপ্পোলিটাস তার পালক পিথিয়াসের কাছ থেকে এথেন্স আসে কিছু ধর্মীয় রহস্য জানার জন্য। তখন তার পিতা থিসিয়াসের প্রেমময়ী স্ত্রী ফেড্রা তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রবল প্রেমাবেগ জাগে তার অন্তরে। এ ঘটনা ঘটে আমারই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে। এই ট্রোজেন দেশে আমার আগে ফেড্রা প্যালাস পর্বতের উপর এক মন্দির নির্মাণ করে। এ মন্দির সে নির্মাণ করে তার দূরস্থিত প্রেমাস্পদ থিসিয়াসের জন্য। পরে থিসিয়াস যখন প্যালাসের পুত্রগণকে হত্যা করে পালিয়ে আসে তখন আসার পথে তার স্ত্রী ও প্রণয়িণী ফেড্রাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। মাঝখানে এক বছর কাল অন্য দেশে নির্বাসনে কাটায় থিসিয়াস। এখন সেই ফেড্রা হিপ্পোলিটাসের প্রতি এক নবজাগ্রত প্রেমাবেগে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। এক দুঃসহ বিরহ ব্যথা নীরবে ভোগ করে যাচ্ছে। তার সহচরীরা তার এ গোপন ব্যথার কথা কিছুই জানে না। কিন্তু এই প্রেমের নিষ্ঠা ও নিবিড়তা কখনো এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে না। আমি থিসিয়াসকে এই নিষিদ্ধ প্রেমের কথা জানাব। সব কিছু প্রকাশ করব। তার ফলে আমার শত্রু অহঙ্কারী যুবক হিপ্পোলিটাস-এর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে তার পিতার অভিশাপে। কারণ থিসিয়াসের অভিশাপ অমোঘ এবং অব্যর্থ। সমুদ্রদেবতা পসেডনের বরে এক আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করে থিসিয়াস। তা হলো এই যে সে তিনবার কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা

করলে সে প্রার্থনা তার পূরণ হবে। অবশেষে ফেড্রারও মৃত্যু হবে। তবে আমার শত্রুকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য ফেড্রাকে দিয়ে যতখানি শাস্তি ভোগ করানোর প্রয়োজন বোধ করব ততখানি শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। থাক, এখন দেখছি থিসিয়াসপুত্র হিপ্পোলিটাস তার শিকারকার্য শেষে এখানেই আসছে। আমি এখন যাই। তার পিছনে আর্তেমিসের জয়গান গাইতে গাইতে একদল শিকারী আসছে। হিপ্পোলিটাস জানে না তার জন্য নগরের দ্বার উন্মুক্ত। আজই তার জীবনের শেষ দিন।

আফ্রোদিতে চলে গেল। একজন অনুচরসহ মালা হাতে হিপ্পোলিটাস প্রবেশ করল।

হিপ্পোলিটাস। আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে করতে জিয়াসকন্যা স্বর্গস্থ দেবী আর্তেমিসের জয়গান গাও। মনে রেখো তাঁরই কৃপায় আমরা বেঁচে আছি।

অনুচরবর্গ। লিটো ও দেবরাজ জিয়াসের কন্যা হে দেবী আর্তেমিস, আমরা তোমার বন্দনা গান করি। হে অনিন্দ্যসুন্দরী, আমাদের প্রার্থনা শোন, তুমি অতুলনীয় কৌমার্যসৌন্দর্যে বিভূষিত হয়ে তোমার পিতা দেবরাজের স্বর্গপ্রাসাদে বাস কর।

প্রাসাদের সম্মুখস্থ আর্তেমিসের প্রতিমূর্তির দিকে মালা হাতে এগিয়ে গেল হিপ্পোলিটাস।

হিপ্পো। হে দেবী, কোন এক কুমারী প্রান্তর হতে কত সুন্দর কুসুম চয়ন করে এ মালা গেঁথে এনেছি তোমারি জন্য। সে এক এমনই বিশ্বস্ত প্রান্তর যেখানে কোনদিন কোন মেষপালক তার মেষের পাল নিয়ে যায়নি চারণকার্যের জন্য। সেখানে শুধু সারা বসন্তকাল ধরে মধুমক্ষিকারা ফুলের মধু পান করে আর গান গেয়ে বেড়ায়। একজন মাত্র মালী কুসুমিত সেই প্রান্তরে জলসিঞ্চন করে। নিকটবর্তী কোন এক নদী হতে আলবালে করে নিয়ে আসে জল। জন্ম হতে যারা সৎ ও পূতচরিত্র হিসাবে পরিজ্ঞাত একমাত্র তারাই সেই কলুষিত প্রান্তর হতে কুসুম চয়ন করতে পারে। কোন অসৎ লোক সেখানে যেতেই পারে না। সুতরাং হে দেবী, তোমার সোনালি কেশপাশ বন্ধনের জন্য আমার এই সশ্রদ্ধ হাত হতে এই মালাখানি গ্রহণ করো। মানুষ হিসাবে একমাত্র আমিই তোমার অবিরাম সহচর হবার সুযোগ পেয়েছি, তোমার কথা শোনবার সুযোগ লাভ করেছি। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও তোমার মুখ আমি দেখতে পাই না কেন? হে দেবী, আমার

জীবনকাল যেন সুখেই অতিবাহিত হয়।

(জনৈক অনুচর তার কাছে এগিয়ে গেল)

অনুচর। মহাশয়, আমি আমার মালিক হিসাবে একমাত্র দেবতাদেরই জানি। তাই মহাশয় বললাম আপনাকে। আপনাকে যদি সৎ পরামর্শ দিই তাহলে তা গ্রহণ করবেন ?

হিপ্পো। নিশ্চয় করব। সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করা হবে নির্বুদ্ধিতার কাজ।

অনুচর। মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত এক নিয়মের কথা আপনি জানেন কি ?

হিপ্পো। কি সে নিয়ম ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

অনুচর। অহঙ্কার এবং অতিস্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীকে সব মানুষ ঘৃণা করে।

হিপ্পো। সত্যি কথা, অহঙ্কারী লোককে সবাই ঘৃণা করে।

অনুচর। আপনি যদি মানুষের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলেন তারা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

হিপ্পো। তা সত্যি, তাতে আমাদের মঙ্গলই হয়।

অনুচর। আপনি জানেন কি দেবতাদের মধ্যেও এই কথা প্রযোজ্য ?

হিপ্পো। হ্যাঁ, কারণ মানুষ ও দেবতা প্রায় একই নিয়মকানুনের দ্বারা চালিত হয়।

অনুচর। তবে কেন আপনি অন্য একজন উচ্চস্তরের দেবীকে একটা কথাও বলেন না ?

হিপ্পো। কে সে দেবী ? সাবধানে তার নাম করো।

অনুচর। ঐ ওখানে যাঁর প্রতিমূর্তি রয়েছে। ঐ সাইপ্রীয় দেবী।

হিপ্পো। আমি সৎ জীবন যাপন করি বলে দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

অনুচর। তথাপি মানবজাতির কাছে এক উচ্চ স্তরের ও দাম্ভিক দেবী হিসাবে তিনি সুপরিচিত।

হিপ্পো। যে সব দেবতাদের মানুষ রাতের অন্ধকারে পুজো করে আমি সেই সব দেবতাদের গ্রাহ্য করি না।

অনুচর। তবু দেবতাদের প্রাপ্য সম্মান আপনাকে দিতেই হবে।

হিপ্পো। মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আছে।

অনুচর। তাহলে আমি চলি। আপনার মঙ্গল ও সুবুদ্ধি হোক।

হিপ্পো। এবার প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে চল বন্ধুগণ। মনে হয় ভোজসভা প্রস্তুত। সারাদিন ধরে শিকারের পর সুখাদ্য ভোজন অতীব উত্তম কথা।

এখন কাউকে ঘোড়াগুলোর গা মালিশ করতে বল। তৃপ্তিসহকারে ভোজনের পর আমি রথ নিয়ে বার হব। তোমাদের সাইপ্রীয় দেবী সৌভাগ্য লাভ করুন। (হিপ্পোলিটাস প্রাসাদ অন্তঃপুরে গমন করলে সেই অনুচরটি রয়ে গেল বাইরে এবং সে দেবী আফ্রোদিতেকে প্রণাম করল)

অনুচর। আমার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অন্য, এ কালের যুবকদের মত নয়। আমি যুবকদের অনুকরণ না করে এমনভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে ভেবে দেখব ঠিক যেমন ক্রীতদাসরা কোন কথা বলার আগে সব কিছু ভেবে দেখে। হে সাইপ্রাসের দেবী, তোমার পবিত্র প্রতিমূর্তির সামনে আমার প্রার্থনার সব কথা জানাতে দাও। যে যুবকটি তার যৌবনজনিত মদমত্ততার প্রাবল্যে তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে তাকে তুমি দয়া করো, ক্ষমা করো। তার কোন কথা না শোনার ভান করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো। মানুষ থেকে দেবতারা হবেন আরও বিজ্ঞ আরও ধৈর্যশীল। (এবার সে অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গ নেবার জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে গেল) (ট্রোজেন নগরীর নারীদের কোরাসদল প্রবেশ করল)

কোরাস। ঐ পাহাড়ের উপর হতে একটা ঝর্ণার ধারা নেমে আসছে। সেই ঝর্ণাতে অনেক মেয়ে কলসী নিয়ে জল আনতে যায়। সেইখানে আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। সে সেই ঝর্ণায় কলসী ডুবিয়ে জল ভরে কাপড় কেচে সেই কাপড় একটি তপ্ত পাথরের উপর রেখে শুকোচ্ছে। সেই মেয়েটিই প্রথমে আমাকে বলে আমাদের রাণীর কথা। সে বলে, কেমন করে আমাদের রাণী তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল মুখখানি এক রেশমী অবগুণ্ঠনে ঢেকে প্রাসাদকুট্টিমের বিষাদ-নিবিড় শয্যায় এক গোপন ব্যথাভারে নিশিদিন গুমরে মরছেন। দুটো দিন কেটে যাবার পর তৃতীয় দিন থেকে আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন সর্বতোভাবে। তিনি কণামাত্র আহার্যও স্পর্শ করছেন না। এইভাবে আমাদের রাণীমা বুকে এক গোপন ব্যথা লালন করতে করতে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন। হে নারী, তুমি কি কোন দেবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছ অথবা প্যান, হিকেট বা ভয়ঙ্করী কোরিবান্তেস বা পর্বতমাতার মত কোন অপদেবতা ভর করেছেন তোমার উপর। অথবা তুমি পশুদেবী ডিকটিনার নিকট কোন বলি উৎসর্গ করতে না পারার জন্য এক অধর্মীয় পাপবোধের দ্বারা অভিগ্রস্ত হয়েছ ? এই পশুদেবী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গমালার উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে যেতে পারেন। হে নারী বল, এথেখথিয়াস জাতির সুযোগ্য

শাসনকর্তা তোমার স্বামী কি তোমার অজানিত কোন নারীর গোপন প্রেমে পতিত হয়েছেন? অথবা ক্রীটদেশের বন্দর হতে সদ্য-আগত কোন নাবিক অকস্মাৎ কোন দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে তোমার জন্য? তোমার পিত্রালয়ের কোন দুঃসংবাদ শ্রবণে কি ব্যথাহত চিত্তে শয্যায় আশ্রয় দান করেছ তুমি? নারীর দেহমন এমন অসহায়ভাবে গঠিত যে তার গর্ভদেশ হতে মাঝে মাঝে এক যন্ত্রণা উত্থিত হয়ে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তার চিন্তার ভারসাম্যকে নষ্ট করে ফেলে। এই ধরনের এক গর্ভযন্ত্রণা কিছুকাল আগে আমার মধ্যে জাগে এবং আমি তখন সে যন্ত্রণার উপশমের জন্য দেবী আর্তেমিসের শরণাপন্ন হই। ধনুর্ধারিণী এই দেবী আর্তেমিসই সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে নারীদের প্রসবকার্যকে সহজ ও সুসম্পন্ন করে তোলেন। চিরদিন আমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখি। (ধাত্রীসহ ফেড্রার প্রবেশ ও আরাম কেদারায় শয়ন) বৃদ্ধা ধাত্রী রাণীকে এখন প্রাসাদের অন্দরমহল হতে এখানেই নিয়ে আসছে। রাণীর চোখে মুখে যে বিষাদের মেঘ নেমে এসেছে তার রং এখন আরও কালো। কিন্তু এ বিষাদের কারণ কি? কী এমন ঘটেছে যা রাণীর এই আকস্মিক ভাবান্তরের জন্য দায়ী তা আমাকে জানতে হবে।

ধাত্রী। রোগের মত ঘৃণ্য জিনিস আর নেই। কী কষ্টই না মানুষ পায় তার থেকে? বল রাণীমা, আমি তোমার জন্য কিই বা করতে পারি? তুমি অন্তঃপুরের বাইরে আসতে চাইছিলে, আমি তাই তোমায় এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে দেখ, কেমন আলোয় আলোময় চারিদিক, আকাশ কেমন উজ্জ্বল! এখানে তোমার বিশ্রামের জন্য শয্যাও প্রস্তুত আছে। কিন্তু তুমি ত আর বেশীক্ষণ থাকবে না এখানে, শীঘ্রই বিরক্ত হয়ে তোমার ঘরে ফিরে যাবে। কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছ না তুমি। যখন যা কিছু পাচ্ছ তাতেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছ আর ভাবছ যা কিছু পাওনি হাতের কাছে তাই ভাল। রোগীর সেবা করার থেকে নিজে রোগী হওয়া ভাল। রোগভোগ একটা সহজ কাজ; কিন্তু রোগীর সেবা করতে গেলেই দুদিক থেকে কষ্ট পেতে হয়। অর্থাৎ হাতে থাকে কাজ আর মনে থাকে দুশ্চিন্তা। মানুষের জীবন কেবল দুঃখে ভরা। এই দুঃখভোগ থেকে কোন বিরাম নেই। তথাপি এই জীবনের থেকে উন্নততর এক বস্তু আছে যা অন্ধকারে ঘেরা এবং মেঘের মধ্যে ঢাকা। সে পার্থিব সব বস্তুর থেকে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে আমরা সেই বস্তুর জন্য কামনায় আর্ত হয়ে পড়ি। আমরা তাকে বলি প্রেম যার প্রকৃত অর্থ হলো

সমপ্রাণতা। আমরা যাকে ভালবাসি তার জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন পার্থক্য খুঁজে পাই না। আমাদের ভালবাসার পিছনে কোন যুক্তি বা কারণ কাজ করছে তা আমরা জানতে চাই না। পৃথিবীর কোন প্রেমকাহিনী-তেই কোন নীতি উপদেশের নামগন্ধ নেই।

ফেড্রা। হে আমার প্রিয় সহচরীরা, আমাকে তুলে ধর। তোমাদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে আমি চলতে চাই, কারণ আমার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শিথিল হয়ে পড়েছে। এমন কি আমি আমার রেশমী অবগুণ্ঠনটিও বহন করতে পারছি না। সেটা সরিয়ে দাও। আমার মাথার কেশগ্রন্থি খুলে দাও, কাঁধের উপর আমার কেশপাশ ছড়িয়ে পড়ুক।

ধাত্রী। ধৈর্য ধর বাছা। অমন ভয়ঙ্করভাবে মাথাটা নাড়াচাড়া করো না। যদি তুমি সাহস অবলম্বন করো, যদি তুমি শান্ত হও তাহলে সহজে যে কোন রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে। দেহ ধারণ করলে মানুষকে রোগভোগ করতেই হবে।

ফেড্রা। হায়, আমার এখন ইচ্ছা হচ্ছে কোন শিশিরসিক্ত ঝর্ণা হতে অঞ্জলি ভরে তার স্বচ্ছনির্মল জল তুলে পান করি। ইচ্ছে হচ্ছে ওই ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে গিয়ে পপলার গাছের তলায় বিশ্রাম লাভ করি।

ধাত্রী। কি বলছ তুমি বাছা? সত্যি কথা বলতে কি, এই সব লোকদের কাছে এই ধরনের হালকা পাগলামির কথা বলা তোমার উচিত নয়। আমি পাহাড়ে যাব, ঐ পাইন গাছের জঙ্গলে যাব যেখানে বহুবর্ণচিত্রিত হরিণগুলোর পিছনে শিকারী কুকুরেরা ছুটে বেড়ায়? তাই যাব। আমারও ইচ্ছে করছে আমি যেন গলা ছেড়ে শিকারী কুকুরগুলোকে ডাকি। আমার মাথার হলদে চুলে থেসালীয় ছোরা আর হাতে বর্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। শোন বাছা, এসব কথা কেন এখন ভাবছ? কেন শিকারের ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহ দেখাচ্ছ? কেন তুমি দূর ঝর্ণার জল পান করতে চাইছ? তোমার এই প্রাসাদের এক গম্বুজের পাশেই আছে এক কৃত্রিম ঝর্ণা। তার থেকে কিছু জল এনে দিতে পারি।

ফেড্রা। হে দ্রুতগামিনী দেবী আর্তেমিস, সমুদ্রবেষ্টিত লিমে দ্বীপের রাণী, আমি ভেনিসীয় ঘোড়ায় চেপে অশ্বক্ষুরশব্দে চারিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতে চাই।

ধাত্রী। কি সব আবোল তাবোল পাগলামির কথা বলছ? একটু আগে তুমি

পাহাড়ে শিকারে যেতে চাইছিলে আর এখন সমুদ্র হতে দূরে কোন এক বালুকাময় প্রান্তরে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে চাইছ? এখন কোন দেবতা বা অপদেবতা তোমার আত্মাটাকে আচ্ছন্ন করে তোমাকে কুপথে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে তা খুঁজে বার করতে সময় লাগবে।

ফেড্রা। আমার নিজের দুঃখ বাড়াবার জন্য আমি কী এখন করতে পারি? আমার সঠিক মনের শুভ সুস্থ চেতনা হতে আমি কতখানি সরে এসেছি? আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছি, কোন দেবতার ঘৃণামিশ্রিত কোপের কবলে পড়েছি আমি। কী হতভাগাই না আমি! হে আমার ধাত্রীমাতা, আমার অবগুণ্ঠন দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ঢেকে দাও। আমি আমার নিজের কথাতেই লজ্জা বোধ করছি। আমার চোখে সে লজ্জা ফুটে উঠছে, চোখে জল আসছে। আমার মুখ ঢেকে দাও। অন্তরে সুবুদ্ধি জাগলেও বেদনাবোধ হচ্ছে। তথাপি এই উন্মাদ অবস্থা অসহ্য। তার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল, যদিও আমি জানি না আমি কিসের জন্য মরতে চলেছি।

ধাত্রী। এই নাও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিয়েছি। কিন্তু হায়, কবে আমার মৃত্যু ঘটবে আর আমার মৃতদেহটি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এইভাবে? আমি বুড়ো হয়েছি। অনেক দিন বেঁচে থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি এইটুকু জেনেছি যে ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষ যেন খুব গভীরভাবে জড়িয়ে না পড়ে। সে ভালবাসা যেন আমাদের অন্তরের তলদেশকে স্পর্শ করতে না পারে। ভালবাসাবাসির সমস্ত ব্যাপারটা এমনই হালকা হবে যে আমরা যেন যে কোন সময়ে প্রয়োজনবোধে তা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি মন থেকে অথবা আবার শক্ত করে তুলতে পারি তার বাঁধনটা। একজন যদি দুটি অন্তরের সব দুঃখ ভোগ করে চলে তাহলে স্বভাবতই সে দুঃখের বোঝা বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন আমি রাণীমার দুঃখের বোঝাও বহন করছি কষ্ট করে। লোকে ঠিকই বলে প্রেমে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখাতে গিয়ে অনেকে সাফল্যের আনন্দের পরিবর্তে শুধু ব্যর্থতার দুঃখই পেয়ে থাকে আর সেই দুঃখের আঘাতে শরীরও ভেঙ্গে পড়ে। এই জন্যই জ্ঞানীরা বলেন কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করতে নেই। আতিশয্য সব সময় বর্জন করে চলবে। তা নাহলে কেউ কোন বিষয়েই পূর্ণতা পাবে না।

কোরাস। হে বৃদ্ধা রমণী রাণীর বিশ্বস্ত ধাত্রী, আমরা ফেড্রার দেহমনের সব কষ্টই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার আসল রোগটা কি তা ত জানি না।

আমরা তোমার কাছ থেকে তা জানতে চাই।

ধাত্রী। আমি নিজেও তা জানতে চেয়েছি, কিন্তু সে তা বলতে চায় না।

কোরাস। কিসের থেকে তাঁর এই কষ্ট শুরু হয় তাও জানি না।

ধাত্রী। সেই একই কথা, সে কিছুই বলতে চায় না।

কোরাস। উনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং দেহটা রোগা হয়ে যাচ্ছে।

ধাত্রী। তা ত যাবেই। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ তিন দিন সে কিছুই খায়নি।

কোরাস। কোন দেবতার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কি তিনি মৃত্যু বরণ করতে চান?

ধাত্রী। ও মরতে চায়, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে চায়।

কোরাস। এটা আশ্চর্যের কথা যে ওঁর স্বামী সব জেনে শুনে চুপ করে আছেন।

ধাত্রী। ও দুঃখের কথা স্বামীর কাছে সব গোপন রেখেছে। বলেছে তার কোন রোগ হয়নি।

কোরাস। কিন্তু ওঁর মুখ দেখেও তিনি অসুখের কথা বুঝতে পারছেন না?

ধাত্রী। না, এখন তিনি দূরে আছেন কোন ব্যাপারে।

কোরাস। তুমি কি জোর করে কোন উপায়ে তাঁর দেহমনের এই সব কষ্টের কোন কারণের কথা জানতে পারছ না?

ধাত্রী। আমি নানা উপায়ে চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। তবে এখনো আমি ক্ষান্ত হয়ে চেষ্টার ত্রুটি করব না। তোমরা এবার এখানে থেকে দেখবে রাণীমার প্রয়োজনের সময়ে তাঁর সেবার কাজে আমি কতখানি তৎপর। (ফেড্রার দিকে ঘুরে) এস বাছা। আগে যে সব কথা হয়েছে তা ভুলে যাও। তুমি আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। তোমার চোখের উপর থেকে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি দূর করো। তোমার মনের ভাব পরিবর্তন করো। আমি যদি তোমার কথা এর আগে বুঝতে না পেরে থাকি তাহলে আবার ভালভাবে সে কথা আমায় বুঝিয়ে বল। তোমার এই অসুখের কথা যদি গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করো তাহলে এই সব সহচরীরা সেকাজে তোমায় সাহায্য করবে। তবে সেকথা যদি কাউকে জানানো সম্ভব হয় তাহলে বল আমরা চিকিৎসককে তা জানাব। এখন এস। কথা বলছ না কেন? আমাকে তোমার সব কথা বলা উচিত বাছা। আমি যা বলছি তা যদি সত্য মনে না করো তাহলে কোথায় আমার ভুল তা ধরিয়ে দাও। তা না

হলে আমি যে সব সৎ পরামর্শ তোমায় দিচ্ছি তা তোমার গ্রহণ করা উচিত। যা হোক বল। আমার মুখপানে একবার তাকাও। আমাকে দেখে তোমার মায়া হয় না? দেখছ মেয়েরা, এত কষ্ট করেও কোন ফল হচ্ছে না। যে গভীরে ছিলাম, সেই গভীরেই এখনো আছি। শেষকালে এত যে কথা বললাম তাতে তার মনটা মোটেই নরম হলো না। সে কোন কথাই শুনবে না। (ফেড্রার দিকে আবার ঘুরে) আমার কথা শোন। ইচ্ছা করলে তুমি সমুদ্রের মত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে উঠতে পার। তুমি মরতেও পার ইচ্ছা করলে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তানদের ক্ষতি হবে। তারা তাদের পিতার সম্পত্তিতে কোন অংশই লাভ করতে পারবে না। এর আগে আমাজনের সেই শিকারী মেয়েটা এক পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল। সেই অবৈধ সন্তানটাই সব সম্পত্তি পাবে। তুমি তাকে জান।

ফেড্রা। হায়।

ধাত্রী। কি ব্যাপার, এতক্ষণে কথার উত্তর দিলে?

ফেড্রা। ধাত্রীমা, তুমি আমার অন্তরকে ভেঙ্গে দিয়েছ। দয়া করে ঐ লোকটির নাম আর আমার কাছে করবে না।

ধাত্রী। দেখ মঙ্গা, তোমার মন ত ভাল আছে। তবু তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করে তোমার সন্তানদের স্বার্থ রক্ষা করবে না?

ফেড্রা। আমি আমার সন্তানদের ভালবাসি। কিন্তু আমার অন্তরে অন্য দুশ্চিন্তা ঢুকেছে।

ধাত্রী। আচ্ছা, তোমার হাত ত কখনো নররক্তে রঞ্জিত হয়নি? তবে চিন্তা কিসের?

ফেড্রা। না, আমার হাত পবিত্র আছে। তবে মন আর পবিত্র নেই। সেখানে কলঙ্ক ঢুকেছে।

ধাত্রী। কোন শত্রু নিশ্চয় কোন ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তোমার মনকে পীড়িত করছে।

ফেড্রা। আমার এবং তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের এক বন্ধু আমাকে হত্যা করছে তিলে তিলে।

ধাত্রী। আচ্ছা, থিসিয়াস কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছেন?

ফেড্রা। তাঁকে যেন কোন অন্যায় করতে আমি কখনো না দেখি।

ধাত্রী। যা তোমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে সেই ভয়ঙ্কর

জন্তুটা কি ?

ফেড্রা। ওসব কথা এখন থাক। তুমি চলে যাও। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমাকে পাপ করতে দাও।

ধাত্রী। না, আমি যাব না। আমি যদি কিছু করতে না পারি তাহলে সেটা তোমার দোষ। (ফেড্রার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল)

ফেড্রা। এ কি করছ, আমার হাত পা জড়িয়ে ধরছ কেন ?

ধাত্রী। হাঁ, আমি তোমার পা জড়িয়ে ধরব। তোমাকে ছাড়ব না।

ফেড্রা। হায় বেচারা, আমার কথা এত খারাপ যে তোমার তা শোনা চলে না।

ধাত্রী। কিন্তু তোমাকে হারানো আমার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ। তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে ?

ফেড্রা। সে কথা শুনলে তুমি জাহান্নামে যাবে। তবে আমার হয়ত ভাল হবে।

ধাত্রী। আমার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও একটা ভাল জিনিস তুমি লুকোচ্ছ আমার কাছে।

ফেড্রা। হাঁ, কারণ সেই ভাল জিনিসটার উৎস হচ্ছে বড় রকমের একটা লজ্জা।

ধাত্রী। তাহলে সেকথা বললে তোমার সম্মান বাড়বে।

ফেড্রা। আমার অনুরোধ, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার ডান হাতটা ছেড়ে দাও।

ধাত্রী। না, তাহলে আমাকে যা দেওয়া উচিত তা তুমি দেবে না।

ফেড্রা। তা আমি দেব। কারণ তা চাওয়ার তোমার অধিকার আছে। আর সে অধিকারকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ধাত্রী। তাহলে এবার থেকে আমি থাকব চুপ করে। এবার তুমিই কথা বলবে।

ফেড্রা। হায় ধাত্রীমা, প্রেম কি জিনিস ! তুমি ত একবার তাতে পড়েছিলে !

ধাত্রী। তুমি কার কথা বলছ বাছা ? সেই বলদের প্রতি প্রেমাবেগ ?

ফেড্রা। শুধু তুমি নও, আমার বোন ডাওনিসাসের স্ত্রীর কথাও বলছি।

ধাত্রী। সে কি বাছা, তোমার নিজের বংশের কলঙ্কের কথা বলছ ?

ফেড্রা। আমার পরিবারের মধ্যে আমিই হচ্ছি তৃতীয় জন যার জীবন সেই একই কারণে নষ্ট হলো।

ধাত্রী। আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। জানি না তোমার এই সব ভয়ঙ্কর কথার শেষ কোথায়।

ফেড্রা। শেষ হবে সেইখানে যেখানে আমি পড়ব চরম দুঃখের কবলে। আর সে দুঃখ অনেক আগেই শুরু হয়েছে।

ধাত্রী। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি আসল কথাটাই শুনতে পেলাম না।

ফেড্রা। আমি ত চাই আমার মনের কথাটা তুমিই বলে ফেল।

ধাত্রী। আমি ত আর ভবিষ্যৎবক্তা নই যে অজানা কথাকে প্রকাশিত করব।

ফেড্রা। কেউ প্রেমে পড়লে লোকে কি বলে?

ধাত্রী। বলে প্রেমে আছে কিছু মাধুর্য, কিছু আনন্দ আর আছে বেদনা।

ফেড্রা। আমি কিন্তু প্রেমের বেদনাই শুধু অনুভব করছি।

ধাত্রী। কি বলছ? তুমি প্রেমে পড়েছ? কার সঙ্গে?

ফেড্রা। আমি জানি সে হচ্ছে আমাজনের সেই ছেলেটা—

ধাত্রী। হিপ্পোলিটাস?

ফেড্রা। এটা কিন্তু তুমি নিজের মুখ থেকেই বললে, আমার মুখ থেকে শোননি।

ধাত্রী। হায় বাছা, কি বলতে চাইছ তুমি? তুমি আমার সর্বনাশ করলে। শোন মেয়েরা, এটা কখনো সহ্য করতে পারা যায় না। আমি এ জীবন আর রাখব না। কি কুক্ষণেই না আজকের দিনের আলো আমি দেখেছিলাম। আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে মরব। এই আমার শেষ বিদায়। আমি আর আমার মধ্যে নেই। আমি দেখছি জ্ঞানবান ব্যক্তি ও সতীলক্ষ্মী মেয়েরাও অসৎ ও অশুভ শক্তিকে ভালবাসে। এখন দেখছি সাইপ্রিস শুধু দেবী নয়, দৈবশক্তির থেকে অনেক বেশী তার শক্তি যে শক্তি আমার রাণী, আমার ও সমস্ত রাজপরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে।

কোরাস। সখি, শোননি রাণীর কথা? যে অকথ্য ভাষায় তার গোপন দুঃখের কথা ব্যক্ত করল সেকথা শোননি? হে রাণী, তোমার মনের কথা জানার আগে কেন আমার মৃত্যু হলো না? হায় হায়, কী দুঃখ ও কত বেদনাই না তোমায় ভোগ করতে হবে? এই হীন জঘন্য কথাটাকে বাইরে প্রকাশ করে, তোমার নিজের সর্বনাশই ডেকে নিয়ে এলে। জান এরপর ভাগ্যে তোমার কি আছে? এক নূতন বিপর্যয় নেমে আসবে এই রাজপরিবারের উপর। হায়, দুঃখিনী ক্রীটকন্যা, সাইপ্রিসের অভিলাষ এবার অবাধে পূর্ণ হবে।

ফেড্রা। হে ট্রোজেনবাসিনীগণ, তোমরা পেনবাস দেশের শেষ প্রান্তে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করো। আমি আজকের এই রাত্রি জাগরণের আগে কত

মানুষের জীবন অকালে কেন নষ্ট হয় তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমার মতে মানুষ যে শুধু তার বুদ্ধির অভাবেই অন্যায় করে তা নয়, কারণ প্রায় সব মানুষেরই কিছু না কিছু বোধ ও বুদ্ধি আছে। আমি যা বুঝেছি তা হলো এই যে, কোন কোন বস্তু যে ভাল তা আমরা চিনতে পারি ও বুঝতে পারি, কিন্তু তা কার্যকালে করে উঠতে পারি না। কেউ কেউ তা আলস্যের জন্য করতে পারে না, আবার কেউ কেউ বা সম্মানের থেকে জ্ঞানকে বড় করে দেখার জন্য করতে পারে না। আমাদের জীবনে আনন্দ অনেক রকমের আছে—দীর্ঘ সংলাপজনিত আনন্দ, আলস্যজনিত আনন্দ আর লজ্জাজনিত আনন্দ। লজ্জা আবার দুরকমের আছে। এক ধরনের ব্যক্তিগত লজ্জা আছে যেটা এমন কিছু খারাপ নয়। কিন্তু আর এক ধরনের লজ্জা আছে যা গোটা বংশের উপর এক বোঝা হয়ে চেপে বসে। এ দুয়ের পার্থক্য ভাল করে বুঝিয়ে না বললে দুটো লজ্জাকে একই ধরনের মনে হবে। এখন আমি আমার মনের কথা সব বলেছি এবং এমন কোন ঔষধ নেই যার দ্বারা আমি সহসা আমার মনের পরিবর্তন করতে পারি এবং প্রেমের পথ হতে ফিরে আসতে পারি। এখন আমি তোমাদের কাছে আমার নূতন পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করব। প্রেম যখন প্রথম আঘাত হানে আমার অন্তরে, তখন যথাযোগ্য আত্মমর্যাদাবোধসহ সে আঘাত সহ্য করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে আঘাতজনিত সমস্ত ব্যথা সম্পূর্ণ গোপন রেখে নীরবে যত দুঃখকষ্ট সহ্য করে যেতে চাই। কারণ অপর কোন মানুষকেই এ বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় না। মানুষের বল্গাহীন অসংযত জিহ্বা শুধু অপরের কার্য ও চিন্তা তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করতে ভালবাসে এবং তার দ্বারা নিজের অনেক অমঙ্গলও ডেকে আনে। আমার দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল, ধীরে ধীরে আমার যুক্তিবোধকে জাগ্রত করে আমার নির্বুদ্ধিতাকে জয় করব। কিন্তু এই দুটি উপায়ে আমি যখন সাইপ্রিসের ফুলশরকে প্রতিহত করতে পারলাম না তখন আমি মৃত্যুর সংকল্প করলাম এবং আমার মতে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকারের উপায়। আশা করি, এ বিষয়ে কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করবে না। কারণ আমি চাই না, সর্বসমক্ষে আমি অন্যায় করে চলি আর সেই অন্যায় কর্মের প্রভাবে আমার জীবনের সৎকর্মের সকল মহিমা চাপা পড়ে যাক, ঢাকা পড়ে যাক। আমি জানি আমি যা করে ফেলেছি তা লজ্জাজনক এবং এটা একটা অবাঞ্ছিত ব্যাধির মত। আর আমি এটাও জানতাম আমি এক দুর্বল ঘৃণ্য নারী। যে সব বিবাহিতা নারী গোপনে

পরপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের দাম্পত্যশয্যার পবিত্রতাকে কলঙ্কিত করে আমি তাদের অভিশাপ দিয়ে থাকি। সমাজের উচ্চ ও অভিজাত পরিবারেই এই ধরনের অপরাধের প্রথম উদ্ভব হয় এবং পরে সমগ্র নারীসমাজের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে। যে সব লজ্জাজনক অপরাধের কাজ উচ্চ ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে করে চলে সমাজের নীচের স্তরের লোকেরা সে সব স্বভাবতই ভাল ভেবে করে চলে। আবার সেই সব মেয়েদেরও ঘৃণা করি যারা মুখে সতীত্বের বড়াই করে চলে, কিন্তু গোপনে তাদের অবিশ্বস্ততা ও অপরাধের কাজগুলি করে চলে এক নির্লজ্জ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। হে সমুদ্রজাত দেবী সাইপ্রিস, এই সব অবিশ্বস্ত নারীরা কিভাবে তাদের স্বামীর মুখপানে তাকিয়ে কথা বলে, তারা একথা ভেবে কেন ভয়ে কেঁপে ওঠে না যে যে গোপনতার অন্ধকার তাদের অপরাধকে ঢেকে আছে, তাদের বাড়ির যে সব ঘরগুলি তাদের সব অপরাধের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে তারাও একদিন চিৎকার করে সব কথা জানাতে পারে? হে আমার বান্ধবী ও চিরসহচরীগণ, এই সব কথা ভেবেই আমি মৃত্যুর জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। কারণ তা না হলে আমার এই কাজের জন্য এক অনপনেয় কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত হয়ে উঠবে আমার স্বামী ও সন্তানদের জীবন। আমি চাই আমার সন্তানরা এথেন্সে চিরকাল সুখে ও সমৃদ্ধিতে বাস করবে। তারা সব সময় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ও কথা বলবে। তাদের মাতৃকুলের গৌরব যেন কোন অংশে ক্ষুন্ন না হয় এবং তাদের খ্যাতি ম্লান না হয়। কোন মানুষের অন্তর যতই শক্ত হোক না কেন, তার পিতা বা মাতার কোন পাপের কথা যদি তার জানা থাকে তাহলে সেই পাপ-চেতনা তার মনে নিয়ে আসে ক্রীতদাসসুলভ দুর্বলতা। যারা সৎ ও শক্ত মনোভাবের লোক তাদের জীবন এই সব কিছুর থেকে মুক্ত থাকবে। মনে রাখবে যে যত গোপনে পাপ করে যাক, কাল মাঝে মাঝে তাদের মুখের সামনে এক আশ্চর্য আয়না তুলে ধরে তাদের সব পাপের কথাকে প্রতিফলিত করে গোপনতার অন্ধকার গর্ত থেকে টেনে আনে নির্মম প্রকাশের স্বচ্ছ আলোয়। সে আয়নার সামনে আমাকে যেন কোনদিন দাঁড়াতে না হয়।

কোরাস। যে সব কর্ম বিজ্ঞতা, সততা ও সতীত্ব হতে প্রসূত সে সব কর্ম সর্বত্রই সমাদৃত হয় এবং মানবজীবনে তার ফলও খুবই ভাল হয়।

ধাত্রী। হে আমার রাণীমা, তোমার দুঃখজনক অবস্থার কথা শুনে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ি আমি কিছুক্ষণ আগে। তা তুমি নিজেও দেখেছ। কিন্তু

এখন বুঝছি এ ভয় আমার নিতান্ত ভ্রমলক। মানুষ কোন বিষয়ে সাধারণতঃ দ্বিতীয়বার যা কিছু চিন্তা করে তা আগের থেকে বেশী জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দেয়। কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বারেও বুঝতে পারনি তুমি কোন ভয়ঙ্কর ও অভূতপূর্ব কোন অপরাধ করে বসনি। এক দেবীর রোষজনিত আঘাতেই তুমি প্রেমে পতিত হয়েছ। তাতে আশ্চর্যের এমন কি আছে? অনেক লোকেই প্রেমে পড়ে। আর তার জন্য তুমি নিজের জীবন নাশ করবে কেন? ভালবাসার জন্য যদি এক দিন আমাদের মরতে হয় তাহলে আমাদের নিকটজনকে ভালবেসে লাভ কি? দেবী সাইপ্রিসের শক্তি অসাধারণ ও অপরিহার্য। কিন্তু যারা তাঁর কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করে তাদের উপর তিনি কঠোর হন না; বরং সদয় ব্যবহার করেন তাদের সঙ্গে। সাইপ্রিস যখনি দেখেন কোন লোক দম্ভ ও অহঙ্কারের সঙ্গে তাঁকে অস্বীকার করছে তখনি তিনি তাকে নির্মমভাবে ধরে তাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেন। সাইপ্রিস কোথায় নেই? তিনি আছেন সর্বত্র। আছেন বাতাসের গতিতে, সমুদ্রের তরঙ্গে। সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন তিনি। তিনিই মানুষের মনে এমন দুর্বার কামনা জাগিয়ে দেন যে কামনা হতে জন্ম হয় আমাদের মত সমস্ত মানুষের। অতীতে যারা পুরাণ ও শাস্ত্র রচনা ও পাঠ করতেন তাঁরা জানতেন একবার সেমেলির প্রতি দেবরাজ জিয়াসের প্রেমাবেগ জাগে। সে প্রেমের চরম আনন্দ লাভের জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠেন তিনি। একবার উজ্জ্বল ঊষারাণী গোপনে গুঁড়ি মেরে স্বর্গলোকে গিয়ে তাঁর প্রণয়ী সেফানাসের সঙ্গে মিলিত হন। শুধু প্রেমের খাতিরে তাঁরা এত কিছু করে এবং আজও তাঁরা প্রেমের খাতিরেই স্বর্গলোকে দেবতাদের মাঝেই রয়ে গেছেন। অতীতের কথা সব তাঁরা ভুলে গেছেন। তুমি এসব কথা অস্বীকার করবে? তুমি যদি প্রেমের এই প্রচলিত আইন কানুন না মান তাহলে বলব তোমাকে অন্য ধাতু দিয়ে অন্যভাবে সৃষ্টি করা উচিত ছিল তোমার পিতার। এ কাজে অন্য সব দেবতার সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল তাঁর। কত লোক, কত বিজ্ঞ লোক তাদের দাম্পত্যশয্যা কলুষিত দেখেও তা না দেখার ভান করে চলে তা জান? কত পিতা পুত্রদের তাদের প্রণয়িনী বা পাত্রী খুঁজে দিতে সাহায্য করেন তা জান? জ্ঞানীদের মধ্যে একটা রীতি প্রচলিত আছে দেখবে। সে রীতি হলো এই যে, যা দেখা শোভন নয় তা গোপন করে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া দেখবে মানুষ জীবনের সব ব্যাপারে খুব একটা কঠোর ও অনমনীয় হয়ে চলতে চায় না। এমন কি যে ছাদ তাদের বাসের

ঘরগুলিকে আচ্ছাদিত করে রাখে সেই ছাদও তারা সব ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে নির্মাণ করে না। আর তুমি এত গভীর জলে পতিত হয়েছ যে তার থেকে সাঁতার কেটে উঠে আসতে পারছ না? না, তোমার মধ্যে যদি খারাপের থেকে ভালর ভাগ বেশী থাকে তাহলে তুমি নিশ্চয় ভালভাবেই সব বিপদ কাটিয়ে উঠবে। তাই বলি বাছা, ওসব দুশ্চিন্তা সব ত্যাগ করো। ত্যাগ করো তোমার অহঙ্কার। কারণ দেবতার থেকে বেশী শক্তিমতী হওয়ার ইচ্ছা অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ভালবেসে যাও। সাহসের সঙ্গে ভালবেসে যাও। মনে রাখবে কোন এক দেবতার ইচ্ছাতেই এই প্রেমের জন্ম হয়েছে তোমাদের অন্তরে। এখন তুমি দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু সে দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় ঠিক করতে হবে। মধুর বাক্য আর মোহপ্রসারী আবেদন শক্ত মনকেও টলিয়ে দেয়। আমরা তোমার এ রোগের ভাল ওষুধ বার করব। আমরা মেয়েরা যদি এর উপায় খুঁজে বার করতে না পারি তাহলে পুরুষরা চিরকাল সে উপায় খুঁজেও বার করতে পারবে না।

কোরাস। ফেড্রা, তোমার ধাত্রী এতক্ষণ যা বলল, যে পরামর্শ দান করল তোমার এই বিপদের দিনে তাই গ্রহণযোগ্য তোমার পক্ষে। এখন তা তোমার উপকারে লাগবে। তবু বলব তুমি যা ভেবেছিলে তাই ঠিক। আমি যদি আমার মতামত এ বিষয়ে ব্যক্ত করি তাহলে দেখবে তা সহ্য করা একান্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে তোমার পক্ষে।

ফেড্রা। এই সব মিষ্টি মনভোলানো কথাই কত সুন্দর সুগঠিত নগরী, কত সাজানো সংসার ধ্বংস করে দেয়। শ্রোতাদের কর্ণকুহরকে মুগ্ধ করার জন্য কোন কথা বলা উচিত নয়। এমন কথা বলা উচিত যা শুনলে শ্রোতার মঙ্গল হবে।

ধাত্রী। আবার সেই সুন্দর ভাষা? এখন সুন্দর কথার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। এখন তোমার প্রয়োজন হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই লোকটিকে খুঁজে বার করে তোমার কথা সব তাকে বলা। তোমার জীবন যদি এইরকম সংশয়জনক অবস্থার মধ্যে না পড়ত, যদি তুমি আরো সংযত প্রকৃতির মেয়ে হতে তাহলে একাজ আমাদের করতে হত না। কিন্তু প্রেমের আনন্দলাভের জন্য তুমি এমন মত্ত হয়ে উঠেছ যে জীবনমৃত্যুর এক সংগ্রাম চলছে তোমার মধ্যে আর তার থেকে তোমার জীবনকে বাঁচাবার জন্য আমাদের একাজ করতেই হবে। একাজ কখনই দূষণীয় বলে গণ্য হবে না।

ফেড্রা। কি সব ভয়ঙ্কর কথা বলছ? দয়া করে চুপ করে থাকবে? এই সব অপমানজনক কথা আর কখনো বলবে না।

ধাত্রী। অপমানজনকই বটে, কিন্তু তোমার ঐ সব সুন্দর কথার থেকে অনেক ভাল। তোমার মান ও সম্মানের পরিবর্তে যদি তোমার জীবনটাকে বাঁচাতে পারি তাহলে সেটা অনেক বড় কাজ। প্রাণই যদি চলে যায় তাহলে নাম ও মান নিয়ে কি হবে বলতে পার?

ফেড্রা। তুমি কথা বল ভাল, কিন্তু সেকথা অসৎ। দয়া করে আমার কাছে ওকথা আর বলো না। প্রেমের আঘাতে এমনিতেই আমার অন্তর দুর্বল হয়ে আছে। এর পর তুমি যদি এইভাবে লজ্জাজনক যতসব কথার জাল রচনা করো তাহলে আমি আমার বর্তমানের এই মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারব না।

ধাত্রী। তোমার যদি এই টনটনে জ্ঞান আগে থাকত তাহলে তুমি কখনো এ পাপ কাজ করতে না। কিন্তু তা তুমি করেছ। এখন শোন আমার কথা। এখন তোমাকে নত হতে হবেই। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার ঘরে একটা ওষুধ আছে। সে ওষুধ প্রেমের ওষুধ। এক ঢোক খেয়ে নিলেই সমস্ত ব্যথা বেদনা হতে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাবে। অথচ তাতে কিছু ক্ষতি বা অপমানের জ্বালা নেই। তোমাকে শুধু একটু সাহস অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এখন আমাকে তোমার সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীকে খুঁজে বার করে তার কাছ থেকে কিছু না কিছু স্মারকচিহ্ন আনতে হবে। একগাছি চুল অথবা এক টুকরো কাপড়। তোমাদের দুজনের সম্মিলিত মনের প্রতীক হয়ে থাকবে তা।

ফেড্রা। সেটা কি কোন খাবার মত ওষুধ না লাগাবার প্রলেপ?

ধাত্রী। জানি না। নিশ্চিন্তে থাক বাছা। তোমার কোন চিন্তা নেই।

ফেড্রা। আমার মনে হচ্ছে তুমি এই সব বিষয়ে খুব চতুর ও অভিজ্ঞ।

ধাত্রী। আমার মনে হয় তুমি সবেতেই ভয় করছ। কিন্তু কিসের ভয় শুনি তোমার?

ফেড্রা। আমার ভয় তুমি হয়ত একথা থিসিয়াসপুত্রকে বলে দেবে।

ধাত্রী। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও বাছা। আমি যা করার করব। (প্রাসাদের মধ্যে যাবার আগে আফ্রোদিতের প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল) হে সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাইপ্রিস, তুমি আমাকে শুধু সাহায্য করো আমার একাজে। আমার মনে যা আছে তা এখন অন্তঃপুরে গিয়ে

আমার বান্ধবীদের বলিগে। (প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেল)

কোরাস। হে প্রেম, তুমি যে কোন কুৎসিত কামনাকে সুন্দর করে তোল মানুষের চোখে। তুমি জোর করে মানুষের যে অন্তর আক্রমণ করো সে অন্তরের মাঝে নিয়ে এস মধুর আনন্দ। তুমি যেন আমার জীবনে কোন বিপর্যয় বা বিবাদ নিয়ে এস না। দেবরাজ জিয়াসের কন্যা আফ্রোদিতের প্রেমময় হস্ত হতে যে ফুলশর বিচ্ছুরিত হয় তা অগ্নিগর্ভ বজ্র বা কক্ষচ্যুত উল্কা থেকেও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। আলফিয়াস নদীর ধারে ফীবাসের বেদীমূলে যদি বহু বলদের রক্ত উৎসর্গ করা না হয়, যদি আমরা কামদেবী আফ্রোদিতেকে যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত না করি তাহলে তিনি প্রেমজনিত বহু বিপর্যয় নিয়ে আসবেন মানুষের জীবনে। সাইপ্রিস নিজে কিন্তু আজও প্রণয় ও পরিণয়ের বোঝা থেকে মুক্ত সেই অয়বালিয়ার এক কুমারী বালিকাই রয়ে গেছেন। নির্দিষ্ট কোন জায়গা বা কোন অর্ণবপোতে তাঁর কোন বাসস্থান নেই। পলাতক কোন জলপরী বা বেকান্তের মত তিনি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান। তিনি বহু বিবাহবাসরে অনাবিল আনন্দের পরিবর্তে নিয়ে আসেন ধ্বংস রক্ত আর নরহত্যার তাণ্ডব-লীলা। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল আলমেনেরকন্যার বিবাহবাসরে। হে থীবস্ নগরীর দুর্গস্বরূপা ডার্সের ঝর্ণা, তুমি জান, তুমি সাক্ষী হিসাবে দেখেছ কিভাবে সাইপ্রিস বেকাসের মাতার শয্যায় অকস্মাৎ বজ্র ও বিদ্যুৎ এনে তার মৃত্যু ঘটায়। তিনি নিজে মৌমাছির মত উড়ে গেলেও সকলকেই ভীত সন্ত্রস্ত করে চলেন। (ফেড্রা প্রাসাদের দ্বারদেশ পর্যন্ত গিয়ে কি শুনতে লাগল কান পেতে)

ফেড্রা। এখন চুপ করো তোমরা। হায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

কোরাস। বল ফেড্রা, প্রাসাদের অভ্যন্তরে কী এমন দেখেছ যাতে তুমি ভয় পেয়ে গেছ?

ফেড্রা। এখন চুপ করো। ভিতরে কারা কথা বলছে শুনতে দাও।

কোরাস। হ্যাঁ চুপ করব। তবে এরা যা বলছে তার প্রথমটা কিন্তু ভাল বোধ হলো না।

ফেড্রা। হায়, হায়। আমার মত দুঃখিনী ও হতভাগিনী আর কেউ নেই।

কোরাস। কার কথা বলছ? কোন সে কাহিনী? কোন কথায় ভয় পেয়ে গেছ তুমি? কোন কথার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তোমার অন্তর?

ফেড্রা। হায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শোন

ভিতরে কারা কি বলছে।

কোরাস। তা তুমি এখানে কেন। তুমি ভিতরে সব কিছু শুনে তবে ত আমাদের বলবে। বল এ কথা কার হতে পারে, এবং তাতে ক্ষতিই বা কি ?

ফেড্রা। সেই শিকারী মেয়ে আমাজনের ছেলে হিপ্পোলিটাস আমার ধাত্রীকে ভয়ঙ্কর কি সব কথা বলছে।

কোরাস। হ্যাঁ, আমি তার গলাটা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে শব্দটা আসছে তা বলতে পারব না।

ফেড্রা। শোন শোন। ও কেমন স্পষ্ট বলছে তাকে, 'বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী, মালিকের পবিত্র দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করছিস তুই।'

কোরাস। হায় রাণী, তোমার দুঃখে চোখে জল আসছে। তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এখন কি সাহায্য তোমার করতে পারি ? গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে এবং এখন সর্বনাশ··

ফেড্রা। হায়, হায় !

কোরাস। তোমার বান্ধবীরাই তোমার বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে।

ফেড্রা। হ্যাঁ আমার ধাত্রীই লোকটাকে আমার দুঃখের কথা বলে করুণা সৃষ্টি করতে গেছে তার মনে। কিন্তু আমার আত্মসম্মানের কথাটা ভাবেনি। শুধু আমার দুঃখ দূর করতে গেছে।

কোরাস। এখন উপায় ? ফাঁদে যেভাবে পড়ে গেছ তাতে কি করে বার হবে ?

ফেড্রা। তা জানি না। তবে শুধু একটা কথা জানি। একমাত্র মৃত্যুই আমাকে মুক্তি দিতে পারে। (ফেড্রা চলে যেতেই ধাত্রীসহ হিপ্পোলিটাস এসে প্রবেশ করল)

হিপ্পোলিটাস। হে ধরিত্রীমাতা, হে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, আমি এক অকথ্য কলুষপূর্ণ বাণী শ্রবণ করেছি।

ধাত্রী। চুপ করো বাছা, কেউ তোমার কথা শুনে ফেলবে।

হিপ্পো। এই ভয়ঙ্কর কথা শোনার পর কেউ চুপ করে থাকতে পারে ?

ধাত্রী। আমি তোমার এই ডান হাত ধরে বলছি, তোমাকে চুপ করতে অনুরোধ করছি।

হিপ্পো। আমার হাত ছেড়ে দাও, আমাকে স্পর্শ করো না।

ধাত্রী। আমি তোমার পা ধরে অনুরোধ করছি, আমার সর্বনাশ ডেকে এনো না।

হিপ্পো। যদি তুমি ভান করে বল তোমার কথা ভাল তাহলে আমি কি করতে পারি বল ?

ধাত্রী। হায় বাছা, বুঝছ না কেন যে, এ কথা অন্য কারো শোনা উচিত নয়।

হিপ্পো। কেন, কথাটা যখন ভাল তখন যত বেশী লোক শুনবে ততই সম্মান বাড়বে।

ধাত্রী। শোন বাছা, তুমি আমার কাছে যে শপথ করেছ তা তোমার পালন করা উচিত।

হিপ্পো। আমার জিহ্বা সে শপথ করেছে। কিন্তু আমার মন কোন শপথ করেনি।

ধাত্রী। শোন বাছা, এখন কি করবে ? তুমি কি তোমার বন্ধুদের ধ্বংস করতে চাও ?

হিপ্পো। তোমার কথা শুনে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আমার বন্ধুরা এমন কিছু মন্দ লোক নয়।

ধাত্রী। দয়া করে শোন আমার কথা। মানুষের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক।

হিপ্পো। হে জিয়াস, যারা পুরুষদের পক্ষে এক অশুভ শক্তিরূপে কাজ করে তাদের অমঙ্গল ডেকে আনে সেই সব বেশভূষাপটীয়সী ছলনাময়ী নারীদের ঘরে ঘরে কেন স্থান দিয়েছ ? উজ্জ্বল দিবালোকে আজও কেন তারা মানুষের মন ভুলিয়ে চলছে। বংশবিস্তারই যদি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হত তাহলে নারীসৃষ্টির পরিবর্তে তার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে পারতে। তোমার যে সব মন্দির আছে মর্ত্যালোকে সেই সব মন্দিরে পুরুষেরা ভক্তিভরে গিয়ে সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু তোমাকে দান করে তার বিনিময়ে বরস্বরূপ সন্তানসন্ততি লাভ করে তাদের ঘরে নিয়ে যেত ; এইভাবে পুরুষ-জাতি সুখে শান্তিতে আপন আপন ঘরে বসবাস করতে পারত স্ত্রী ছাড়াই। নারীদের তাহলে কোন প্রয়োজনই হত না। নারীরাই যত অনর্থের মূল পুরুষদের জীবনে। কন্যার পিতারা কত কষ্টে কন্যাদের ভরণপোষণ চালিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের বিবাহের সময় আবার মোটা রকমের যৌতুক দেন যাতে তারা স্বামীর ঘরে গিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে এবং তাঁরাও কন্যাদের জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। আবার যে সব পুরুষ নারীরূপ এক জীবন্ত অভিশাপ আপন ঘরে নিয়ে আসে তারাও তাদের স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের অর্থহীন দেহটাকে অলঙ্কৃত করে বিভিন্নভাবে। তাদের বেশভূষার

জন্য কত সময় ও অর্থ ব্যয় করে। এইভাবে ঘরের কত ধনসম্পত্তির বৃথা অপব্যয় হয়ে থাকে পুরুষদের। এ ব্যাপারে পুরুষরা সব সময়ে পড়ে উভয় সঙ্কটে। তারা বাস করে শাঁখের করাতের উপরে। সব দিক দিয়েই তাদের মুস্কিল। যে সব বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ সব দিক দিয়ে খুশি, সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় তার স্ত্রী কোন না কোন কারণে অখুশি। আবার যে সব ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী তার বিবাহের সব ব্যাপারে খুশি, সেখানে তার স্বামী অখুশি কোন কারণে। মোট কথা, নারীপুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। কখন কার ভাগ্যে কি জোটে তা কেউ বলতে পারে না। সাধারণতঃ বিবাহের ক্ষেত্রে সেই সব পুরুষরা সুখী হয় যাদের স্ত্রীদের মন বলে কোন পদার্থ নেই, যাদের স্ত্রীরা অতি সরল, নির্বোধ এক অপদার্থ। আমি চতুরা নারীদের ঘৃণা করি, এবং আমার ঘরে এমন নারীকে কখনই আনব না যার স্বাভাবিক নারীসুলভ বুদ্ধির থেকে বেশী বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিমতী চতুরা নারীদের মনেই সাইপ্রিস যত সব কুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু যে সব নারী বুদ্ধিহীনা তারা তাদের ব্যবহারে কোন ছলনা বা চাতুর্য প্রকাশ করতে পারে না। ঘরের স্ত্রীদের কাছে কোন ভৃত্যকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। বাকশক্তিহীন পশুরাই হবে তাদের একমাত্র সহচর। কারো সঙ্গে তাদের কথা বলতে দেওয়া উচিত নয়। যাদের উদ্দেশ্যে তারা কোন কথা বলে তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়াও তাদের উচিত নয়। কারণ স্ত্রীরাই বাড়ির ভিতরে তাদের যত সব কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ করার জন্য যে সব ষড়যন্ত্র করে তাদের ভৃত্যরাই সেকথা বাইরে প্রচার করে বেড়ায়। যেমন ধরো তুমি, বদমাস দুষ্ট কোথাকার। তুমি আমার পিতার পবিত্র দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করার ব্যবস্থা করার জন্য এসেছ আমার কাছে। প্রবহমান পবিত্র জলের দ্বারা আমি আমার কলুষিত কর্ণকুহরকে ধৌত করব এবং তোমার এই সব কলঙ্কিত কথাগুলোও মুছে দেব মন থেকে। আমি এত নীচ নই যে তোমার সেই কথার কলুষিত প্রভাবে আমার মনও কলুষিত ও অপবিত্র হয়ে উঠবে। জেনে রেখো, দুষ্ট নারী, আমার ন্যায়পরায়ণতার জন্য তুমি বেঁচে গেলে আজ। আমি যদি তোমার কাছে আগে থেকে শপথ না করতাম তাহলে তোমার কথা আমার পিতার কাছে বলতাম। এখন শোন, যতদিন না আমার পিতা ঘরে ফিরে আসেন বাইরে থেকে আমি কোন কথা বলব না এবং আমিও নিজের বাড়িতে থাকব না। তারপর তাঁর সঙ্গে ফিরে এসে আমি লক্ষ্য করব, তুমি এবং

তোমার রাণী কিভাবে পিতার মুখপানে তাকিয়ে কথা বলে। আমি তোমাদের যে নির্লজ্জতার পরিচয় পেলাম দেখব তার পরিণতি কোথায়। আমি তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করব। আমি নারীজাতিকে চিরকাল ঘৃণা করে যাব। তারা বলে আমি নাকি সব সময়ই নারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলি। কিন্তু তারা জানে না তারা মনেপ্রাণে কতখানি মন্দ ও দুষ্ট প্রকৃতির। হয় তারা আত্মসংযম কাকে বলে শিখে ভাল হয়ে চলতে শিখুক, তা না হলে চিরকাল তাদের এইভাবে ঘৃণায় পদদলিত করে যাব। (প্রস্থান)

ফেড্রার প্রবেশ

ফেড্রা। হায়, নারীরা চিরদুঃখিনী, চিরহতভাগিনী। আমাদের সব আশা এখন নির্মূল হলো। এখন হিপ্পোলিটাসের এই সব কথার উত্তরে কি জবাব দেব? এর একমাত্র জবাবই আছে। হে ধরিত্রীমাতা, হে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, বল কোথায় গেলে আমি আমার এই দুর্ভাগ্যের হাত হতে পরিত্রাণ পাব? হে আমার প্রিয় সহচরী ও বান্ধবীরা, বল আমার অন্তরের এই ব্যথাকে কোথায় লুকাব? কোন দেবতা আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন? আজ আর এমন কোন মানুষ আমার এই পাপের অংশগ্রহণ করার জন্য আমার পাশে এসে দাঁড়াবে? আজ আমাকে সব বিপদ একা সহ্য করতে হবে এবং তার থেকে কোন পরিত্রাণ নেই। আমি পৃথিবীর সব নারীর থেকে হতভাগিনী।

কোরাস। হায়, যা হবার হয়ে গেছে। হে রাণী, তোমার ভৃত্যাই সব গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। ঘটনার গতি এখন খারাপের দিকে।

ফেড্রা। (ধাত্রীর প্রতি) হে দুষ্ট নারী, বন্ধুর সর্বনাশকারিণী তুমি, জান আমার কি ক্ষতি করেছ? আমি পরম পিতা জিয়াসের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন বজ্রাগ্নিপাতের দ্বারা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেন মুহূর্তে। তোমার মনের গতিপ্রকৃতি বুঝে আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে আমার এই লজ্জাজনক কথা কাউকে বলবে না? কিন্তু জিহ্বার সংযম কাকে বলে তা তুমি জান না। এখন আমার মৃত্যু ঘটলেও আমার সুনাম আর থাকবে না। এখন আমাকে নূতন কোন উপায়ের কথা ভাবতে হবে। তপ্ত ক্রোধের তীক্ষ্ণতার দ্বারা শানিত মন নিয়ে হিপ্পোলিটাস আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই তার পিতাকে বলবে। তোমার পাপের কথাও বলবে। বৃদ্ধ পিথিয়াসকেও সে এই লজ্জাজ-ক কাহিনী সব বলবে। আমি তোমাকে ও তোমার মত যারা বন্ধুদের বিপদকালে অন্যায়ভাবে অসৎ উপায়ে সাহায্য করে তাদের ক্ষতিসাধন করে তাদের অ-শাপ দিচ্ছি।

ধাত্রী। আমি যা অন্যায় করেছি তার জন্য যত খুশি আমাকে তিরস্কার করতে পার। বুঝেছি যে আঘাত তুমি পেয়েছ তাতে তোমার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ। তবে আমারও কিছু বলার আছে, আমার কথা অবশ্য যদি তুমি শোন। আমি তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। আমি তোমার মঙ্গল সব সময়েই চাই। আমি তোমার মনোবেদনা দূর করার জন্যই তার প্রতিকার খুঁজেছিলাম। কিন্তু যা চেয়েছিলাম তা পাইনি। আমি যদি তোমার ভাল করতে পারতাম সৌভাগ্যক্রমে তাহলে তোমরা আমাকে ভাল বলতে, আমাকে বুদ্ধিমতা বলতে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি ও কাজের ফলাফল দেখেই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বিচার হয়।

ফেড্রা। এই তোমার ন্যায়পরায়ণতাবোধের পরিচয়? তুমি নিজের দোষ স্বাকার করছ অথচ আমাকে আঘাত দিচ্ছ কথায় কথায়।

ধাত্রা। বেশী কথায় কাজ নেই। আমার বক্তৃতা আগেই অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। তাই বেশী কথা বলতে চাই না। তবে একটা উপায় আছে।

ফেড্রা। চুপ করো। থাম তুমি। তুমি আমাকে এর আগে অনেক অসৎ পরামর্শ দিয়েছ। অসৎ কাজও অনেক করেছ। এবার আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। এখন নিজের কথা ভাবগে। আমি আমার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেব। এখন শোন ট্রোজেনকন্যাগণ, আমার অনুরোধ রক্ষা করো, এখানে যা কিছু শুনেছ তার কথা সব গোপন রেখে চলবে।

কোরাস। জিয়াসকন্যা দেবী আর্তেমিসের নামে শপথ করে বলছি, তোমার কোন দুঃখবেদনার কথা প্রকাশ করব না কোনখানে।

ফেড্রা। তোমরা ঠিকই বলেছ। এখন আমার বর্তমানের এই দুঃখজনক পরিস্থিতি হতে মুক্তি পাবার জন্য একটা পথ অনেক ভাবনা চিন্তা করে খুঁজে বার করতেই হবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে আমার সন্তানরা সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারে। আমি আমার পৈত্রিক রাজ্য ক্রীট দেশকেও কোন লজ্জা বা অপমানের হাতে ঠেলে দেব না। আমি যা করেছি তার জন্য লজ্জায় থিসিয়াসের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না কখনো।

কোরাস। অসৎ বা অশুভ সব কিছুকে এড়িয়ে কোন প্রতিকার তুমি গ্রহণ করতে চাও?

ফেড্রা। মৃত্যুই হবে সেই প্রতিকার। তবে কিভাবে যে মৃত্যুবরণ করব সেটাই

এখন ভেবে দেখতে হবে।

কোরাস। ও কথা বলবে না।

ফেড্রা। তোমরা আমাকে সং পরামর্শ দাও। আজই মৃত্যুবরণ করে আমি দেবী সাইপ্রিসকে আনন্দ দান করতে চাই। তিনিই আমার জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যে প্রেম আমার জীবনে এনেছে চূড়ান্ত পরাজয় সে প্রেম এখন আমার কাছে তিক্ত ঠেকছে। আমি আমার মৃত্যুর দ্বারা একজনকে শিক্ষা দিয়ে যাব। তাকে বুঝিয়ে যাব কারো বিপদে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তাকে ঘৃণা করতে নেই। আমিও তার বিরুদ্ধে পাপের অভিযোগ আনব। সদাচরণ কাকে বলে সে শিখবে এবার।

(প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে গেল)

কোরাস। হায়, আমি যদি কোন দেবতার কৃপায় পাখা মেলে দূর আকাশে গিয়ে পাখির মত লুকিয়ে থাকতে পারতাম! কখনো বা আকাশ থেকে হঠাৎ নেমে এসে আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূল থেকে এরিদামাস সাগর পর্যন্ত নীল তরঙ্গের উপর চেপে দোল খেতে খেতে হতভাগ্য ফাটন ও হেলফাদেস-এর চোখ থেকে খসে পড়া উজ্জ্বল অশ্রুধারায় বিগলিত হতাম। অথবা আমি যেতাম সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেখানে সব সমুদ্রযাত্রার শেষ হয়, যেখানে হেসপেরাইদেস পাখির গানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত আপেলের বাগানে সমুদ্রদেবতা বাস করেন। আকাশ ও পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেইখানে এ্যাটলাস তার বিশাল দু বাহু নিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেখানকার পর্বতমালায় দেবরাজ জিয়াস ও অন্যান্য দেবতারা বাস ও বিশ্রাম করেন আর সেই পর্বতমালার দেহগাত্র হতে কত পবিত্র ঝর্ণাধারা বয়ে যায়। সুদূর ক্রীটদেশ হতে একদিন সাদা পালতোলা একটি অর্ণবপোত কত লবণাক্ত সমুদ্র-তরঙ্গমালা ভেদ করে আমাদের রাণীকে এই এথেন্স নগরীতে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রেম ও পরিণয়ের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষিত সুখ পেলেন না রাণী। কী অভিশপ্ত ক্ষণেই না তিনি ক্রীটদেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং কী কুক্ষণেই না তাঁর সেই অর্ণবপোত এথেন্সের মিউনিক্রিয়ান বন্দরে নোঙর করে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ দেবী আফ্রোদিতে অবৈধ প্রেমের আঘাতে তাঁর অন্তর দীর্ণবিদীর্ণ করে দেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি অবাঞ্ছিত ঘটনার আঘাতে জর্জরিত। এত সব আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি তাঁর বাসরঘরের কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ি দিয়ে তাঁর শুভ্র সুন্দর গলদেশ শক্ত করে আবদ্ধ করবেন। সেই

ঘৃণ্য দেবীর প্ররোচনায় যে কাজ তিনি করেছেন তাতে তিনি নিজেই লজ্জাবোধ করছেন। তাই তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা হতে তাঁর অন্তরকে চিরতরে মুক্ত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করবেন।

(প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে জনৈক ভৃত্য চিৎকার করে উঠল).

ভৃত্য। কে আছ, ছুটে এস। বাড়িতে যারা আছ ছুটে এস, বাঁচাও। আমাদের রাণীমা থিসিয়াসপত্নী গলায় দড়ি দিয়েছেন।

কোরাস। হায়, হায়। সব শেষ হয়ে গেল। রাণী আর জীবিত নেই। তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন।

ভৃত্য। তাড়াতাড়ি করো। এদিকে ধারওয়ালা একটা ছুরি নিয়ে এস। তাই দিয়ে গলার দড়ির বাঁধনটা যাতে কেটে ফেলতে পারি।

কোরাস। আমরা কি করতে পারি বন্ধু? আমরা কি ভিতরে গিয়ে রাণীর গলার বাঁধন খুলতে পারব?

কোরাসদলভুক্ত অন্যজন। আমরা কেন? কোন যুবক ভৃত্য নেই? তাড়াহুড়ো করে এই সব কিছু করতে গিয়ে আমাদের জীবনও চলে যেতে পারে।

ভৃত্য। পাগুলো ছড়িয়ে দাও। দেহটা শক্ত হয়ে গেছে। হায়, এই সংসার বজায় রাখতে আমাদের প্রভুকে কি কষ্টই না পেতে হবে।

কোরাস। রাণীমা এখন মৃত। হায় হতভাগ্য রমণী!

অনুচরবর্গসহ থিসিয়াসের প্রবেশ। তিনি কোন ধর্মীয় কাজে বা তীর্থভ্রমণে বাইরে গিয়েছিলেন বলে তাঁর গলায় ফুলের মালা ছিল।

থিসিয়াস। আচ্ছা তোমরা বলতে পার প্রাসাদের অন্তঃপুরে কিসের গোলমাল চলছে? ভৃত্যদের চিৎকার আমার কানে গেছে। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে তারা আমার প্রবেশের জন্য দ্বারদেশ উন্মুক্ত করেনি এবং আমাকে অভিবাদন জানায়নি। বৃদ্ধ পিথিয়াসের কোন কিছু হয়নি ত? তাঁর বয়স এখন অনেক বেশী, তথাপি তাঁর মৃত্যু আমাদের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে।

কোরাস। বৃদ্ধের কোন কিছু ঘটেনি। যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা অল্পবয়স্ক কোন এক ব্যক্তির। তাতে খুবই দুঃখ পাবে।

থিসি। হায়, তবে কি আমার কোন সন্তানের জীবনাবসান ঘটল?

কোরাস। না, তারা ভাল আছে। তাদের মাতা আর নেই।

থিসি। কি বলছ? আমার স্ত্রী মৃত? কখন মৃত্যু ঘটল তার?

কোরাস। তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

থিসি। কোন দুঃখের আঘাতে তার দেহের রক্ত কি জমে গিয়েছিল অথবা কোন শয়তান তার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল?

কোরাস। তা ত বলতে পারব না। আমি খবর পেয়ে এইমাত্র আসছি এই বাড়িতে।

থিসি। হায়, তীর্থযাত্রাকালে আমি যদি আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারতাম, তাহলে গলায় পবিত্র বৃক্ষশাখার মালা পড়তাম না। যাই হোক, দরজার খিল ভেঙ্গে ভিতরে ঢোক সব। গলার দড়ি কেটে দাও। আমি তার মূর্তিটার সকরুণ দৃশ্য একবার দেখি। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার জীবনটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। (দরজা ভেঙ্গে ফেড্রার মৃতদেহ বার করা হলো)

কোরাস। হায় কি দুঃখের কথা, হে হতভাগ্য দুঃখিনী নারী, তোমার এই কর্মের দ্বারা তুমি সারা পরিবারের মধ্যে এক সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এলে। সামান্য এক পাপকর্মই তোমার এই ধ্বংসের কারণ। জানি না কোন দেবতা অকালে তোমার এই জীবনদীপ নির্বাপিত করল।

থিসি। আমার এই অপরিসীম বেদনার জন্য অশ্রু বিসর্জন না করে পারছি না আমি। হে আমার নগরবাসী, এত বড় দুঃখের ঘটনা আমার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। হে নিয়তি, আমার ও আমার পরিবারের উপর কেন তোমার রোষ পতিত হয়েছে? যেন কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ অজ্ঞাত শক্তি ঘাতকের মত আমার জীবনের জীবনকে ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে। আজ আমার সামনে এমন এক দুঃখের মহাসমুদ্র সহসা প্রসারিত হয়ে পড়েছে যার বিপজ্জনক তরঙ্গমালা অতিক্রম করে সে সমুদ্র সাঁতার কেটে পার হতে পারব না। হে আমার প্রিয়তমা পত্নী, আমি কি বলব, তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কোন এক আশ্চর্য পাখির মত তুমি আমার হাত থেকে হঠাৎ উড়ে চলে গেলে মৃত্যুর অজানা রাজ্যে। বুঝলে না আজ আমার অবস্থা কত বেদনাদায়ক। নিশ্চয় আমার বংশের কোন পূর্বপুরুষের অজানিত পাপের প্রতিফল আজ আমি ভোগ করলাম।

কোরাস। মহারাজ, আপনি অবশ্য আপনার সুযোগ্য পত্নী হারিয়েছেন ঠিক। কিন্তু এ ক্ষতি শুধু আপনার একার নয়। আজ তাঁর শোকে অনেকেই অভিভূত।

থিসি। হে প্রিয়তমা, তোমার সাহচর্য হারিয়ে আজ আমি আর বেঁচে থাকতে

চাই না। আমি চলে যেতে চাই এই মর্ত্যলোকের গভীর তলদেশে সুদূর পাতালপুরীস্থিত মৃত্যুর চির-অন্ধকার রাজ্যে। তোমার নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনেরও সমূহ ক্ষতি করে গেলে। কিন্তু কোন কারণে তোমার এই অকালমৃত্যু ঘটল? কোথায় আমি সে সংবাদ পাব? কোন ভৃত্য যদি আমায় সে সংবাদ দান করতে না পারে তাহলে রাজবাড়িতে এত সংখ্যক ভৃত্যের প্রয়োজন কি? দুঃখে অন্তর আমার ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে আমার সংসারের সুখশান্তি। সংসার পানে আর আমি দুঃখে তাকাতে পারছি না। আজ আমার সুখের সংসার শূন্য নিরানন্দময়। আমার সন্তানরা মাতৃহারা। হে প্রিয়তমা, তুমি যাবার সময় আমার জীবনের সব আনন্দের বস্তু হরণ করে নিয়ে গেলে। তুমিই আমার জীবনে ছিলে সর্বাপেক্ষা প্রিয় রমণী। প্রদীপ্ত সূর্য ও চন্দ্রালোকে আর আমি কোথাও কোনদিন তোমার মত সুন্দর বস্তু দেখতে পাব না। আমার চোখে তুমিই ছিলে সবচেয়ে সুন্দরতম বস্তু।

কোরাস। কী দুঃখের দিনই এল এই রাজপরিবারে। হে রাজন, আপনার দুঃখের কথা ভেবে আমার দুচোখে নেমে আসছে অবারিত অশ্রুর ধারা। ভবিষ্যতের দুঃখের কথা ভেবে ভয়ে বিকম্পিত হয়ে উঠছে আমার হৃদয়।

থিসি। হা, এ আবার কি? ওর হাতে একটা চিঠি রয়েছে। এর অর্থ কি? তবে কি এই চিঠির মাধ্যমে কোন কথা সে জানাতে চায়? হয়ত এ চিঠিতে তার সন্তানদের সম্বন্ধে অথবা আমার প্রতি তার ভালবাসা অথবা আমার প্রতি কোন অনুরোধের কথা লিখেছে। হায় দুঃখিনী, জেনে রাখ, আর কোন নারী কোনদিন আমার বাড়িতে অথবা আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। আর কোন নারী আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে না। আজ সে নেই, তার সোনার আংটিটা দেখে আমার অন্তরের ব্যথা আরও নিবিড় হয়ে উঠছে। যাই হোক, খাম খুলে চিঠিটা বার করো। দেখি কি আছে তার মধ্যে।

কোরাস। হায়, নিশ্চয় কোন দৈবপ্রেরিত দুঃসংবাদ এ চিঠির মধ্যে আছে। এই ঘটনার পর আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। আমার প্রভুর পরিবারে কী সর্বনাশই না নেমে এল। হে দেবতা, আমার কাতর মিনতি শোন, এই পরিবারের কলঙ্ককে বাইরে প্রকাশিত করো না, আর দুঃখ দিও না। ভবিষ্যদ্বক্তার মত আমি এই ঘটনার গতির কথা সব বুঝতে পারছি।

থিসি। ওঃ কী ভয়ঙ্কর অন্যায়! অসহ্য, অসহ্য।

কোরাস। কিসের কথা বলছেন? আমাকে বলুন।

থিসি। চিঠিতে যে কথা আছে সেকথা আমি ভুলতে পারি না। এ দুঃখের কথা কার কাছে বলে বুকটাকে হাল্কা করব আমি? হায় হায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি তার চিঠিতে যা দেখেছি তা বলার নয়।

কোরাস। আপনার কথা শুনে আমাদের দুঃখ আরো বেড়ে যাচ্ছে।

থিসি। একথা আর আমি চেপে রেখে দিতে পারছি না। এই ভয়ঙ্কর অন্যায় আর আমি সহ্য করতে পারছি না। হে আমার নগরবাসী, শোন তোমরা, হিপ্পোলিটাস জোর করে সর্বদর্শী জিয়াসের দৃষ্টিকে হেলাভরে উপেক্ষা করে আমার দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করতে গিয়েছিল। হে আমার পিতা পসেডন, তুমি আমাকে একটি বর দিয়ে বলেছিলে, আমি যদি কোন ব্যাপারে তিনবার কাউকে অভিশাপ দিই তাহলে সে অভিশাপ সত্যে পরিণত হবে। সেই অভিশাপের বলে আমার পুত্রকে আজ তুমি ধ্বংস করো পিতা। আমাকে যদি সত্য সত্যই অভিশাপ দানের ক্ষমতা দান করে থাক তাহলে আমার পুত্রের যেন আজই মৃত্যু হয়।

কোরাস। হে রাজা, আপনি ও অভিশাপ ফিরিয়ে নিন। আমার অনুরোধ। পরে আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। আমার কথা শুনুন, আপনার পুত্রের প্রতি উচ্চারিত অভিশাপবাক্য ফিরিয়ে নিন।

থিসি। না, তা অসম্ভব। আমি তাকে দেশ থেকে নির্বাসিতও করব। হয় নির্বাসন অথবা মৃত্যুর অভিশাপ—দুটির একটির দ্বারা তার সর্বনাশ ঘটবেই। হয় পসেডন আমার অভিশাপের সত্যতা প্রমাণ করে তার জীবন নরকে পাঠিয়ে দেবেন অবিলম্বে অথবা নির্বাসনের অপরিসীম ও দুঃসহ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হবে।

অনুচরবর্গসহ হিপ্পোলিটাসের প্রবেশ

কোরাস। ঐ দেখুন মহারাজ, আপনার পুত্র হিপ্পোলিটাস ঠিক সময়েই এসে পড়েছে। আপনার ক্রোধাবেগ প্রশমিত করে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যাতে আপনার পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

হিপ্পোলিটাস। আমি আপনার ক্রন্দনধ্বনি শুনে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটে এসেছি পিতা। তথাপি এখনো আমি আপনার দুঃখের কারণ বুঝতে পারিনি। সে কারণের কথা এখন আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। কী সে কারণ

পিতা? আমি দেখছি আপনার পত্নী মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এ ঘটনা সত্যিই আশ্চর্যজনক কারণ কিছুকাল পূর্বেও আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই, কিছুকাল আগেও তিনি জীবিত ছিলেন। কি হয়েছিল তাঁর? কিসে তাঁর জীবনাবসান ঘটল? আমি আপনার মুখ থেকে একথা শুনতে চাই পিতা। কিন্তু কেন আপনি কোন কথা বলছেন না? দুঃখের সময় মৌনতা এমন কিছু সুখকর হয় না; দুঃখের সময়েও মানুষের অন্তর কৌতূহলী হয়ে দুঃখের কারণ শুনতে চায়। সুতরাং হে পিতা, আপনার দুঃখের কথা আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে গোপন রাখা উচিত কাজ হবে না।

থিসি। হায়, মানুষ কিভাবে নিজে খারাপ হয়ে কৌশল অবলম্বন করে অপরকে উপদেশ দেয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি বিবেচনা বলে কোন বস্তু নেই তাদের বুদ্ধি বিবেচনার কথা বলার কোন অর্থই হয় না।

হিপ্পো। পিতা, আপনি চতুর বিজ্ঞের মত আমার মত যাদের বুদ্ধি নেই তাদের কাছে বুদ্ধির কথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু পিতা, এখন জ্ঞানবিদ্যা জাহির করার সময় নয়। আমার মনে হয় শোক দুঃখের আঘাতে আপনার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে।

থিসি। হায়, মানুষের মুখের উপর যদি এমন কোন অভ্রান্ত লক্ষণ থাকত যা দিয়ে তাদের মুখ দেখে বোঝা যেত তারা প্রকৃতপক্ষে শত্রু না মিত্র। আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষের দুটি করে গলার স্বর থাকা উচিত ছিল। যার ফলে মানুষের কথা শুনেই বোঝা যেত তাদের মনের কথা। তাহলে আমি কোন ছলনাময় লোকের দ্বারা প্রতারিত হতাম না।

হিপ্পো। নিশ্চয় আমার কোন বন্ধু আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করেছে আপনার কাছে। আপনার মন বিষিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি নির্দোষ। পিতা, আমি বিস্মিত। আপনার এইসব কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এখন কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত।

থিসি। হায় মানুষের মন, কতদূর পর্যন্ত তোমার গতি? তোমার অপরিসীম দাম্ভিকতার সীমা কোথায়? প্রতিটি যুগেই যদি যুবসমাজের দম্ভ ও অহঙ্কারের আতিশয্য ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে ওঠে, যুবসমাজ যদি বৃদ্ধদের কাছে এক চরম লজ্জার বস্তু হয়ে ওঠে তাদের কুকর্মের জন্য তাহলে সেইসব দুর্নীতিপরায়ণ পাপিষ্ঠ যুবকদের জন্য দেবতাদের এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করা উচিত। এবার এখানে দাঁড়িয়ে-থাকা যুবকটির পানে তাকাও হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ। সে

আমার পুত্র হয়েও আমার দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করেছে এবং এই নির্দোষ নারীর মৃত্যু ঘটিয়ে নিঃসন্দেহে সে নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন শয়তানরূপে প্রতিপন্ন করেছে। যদিও তোমার সামান্য উপস্থিতিও এখানকার বাতাসকে কলুষিত করে তুলছে তথাপি একবার আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াও। তোমার মুখখানা একবার দেখি। তুমি না সেই মানুষ যে মানুষ গর্ব করে প্রায়ই বলত সে নাকি দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় থাকে, বলত সে নাকি সৎ এবং অপাপবিদ্ধ? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না তোমার সেই গর্বোদ্ধত কথায়। আর বলব দেবতারা তোমার স্বরূপ কখনই জানেন না। এখন দাও আর বড়াই করতে হবে না। তোমার স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। তোমাদের মত লোকের সঙ্গ আমি এড়িয়ে চলতে চাই। তোমরা হচ্ছ সেই ধরনের লোক যারা বড় বড় অলঙ্কারপূর্ণ কথার আড়ালে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ঢেকে রেখে গোপনে সকলের অগোচরে পাপ কাজ চালিয়ে যায়। এখন সে মৃত। তুমি কি ভেবেছ তুমি এখন নিরাপদ? তা হবে না। হীন পশু কোথাকার। তোমার স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। তোমাকে যে দোষে সে দোষী সাব্যস্ত করে গেছে সে দোষ স্খালন করার জন্য তার থেকে অধিকতর বলিষ্ঠ যুক্তি কোথায় পাবে? তুমি হয়ত বলবে সে তোমাকে ঘৃণা করত, সে খারাপ আর তুমি ভাল বলে তোমরা শত্রু ছিলে পরস্পরের। বলবে সে তোমাকে ঘৃণা করত বলেই সে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আপন প্রাণকে ত্যাগ করে চলে যায় পৃথিবী থেকে। তুমি হয়ত বলবে নারীরা নির্বোধ বলেই এই ধরনের কাজ সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। কিন্তু আমি জানি দেবী সাইপ্রিস যখন ফুলশরে জর্জরিত করেন তখন নারীদের থেকে তোমাদের মত যুবকদের চিত্তই চঞ্চল হয় বেশী। তোমরা পুরুষ হয়েও এবিষয়ে দুর্বল। আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই না, এই মৃতদেহই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। তুমি এই মুহূর্তে এই দেশ থেকে যথাশীঘ্র বেরিয়ে যাও। তোমাকে নির্বাসনদণ্ড দান করলাম। তুমি যেন আর কোনদিন দেবনির্মিত এথেন্স বা পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যে প্রবেশ করবে না। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। আমার অনেক ক্ষতি করেছ তুমি। তোমাকে যদি যথাযোগ্য শাস্তি এইভাবে দিতে না পারি ইসথমাসএর সিনিস আজ একথা অস্বীকার করে বলবে যে আমি তাকে হত্যা করিনি, এ বিষয়ে আমি মিথ্যা বড়াই করে বেড়াচ্ছি এবং সমুদ্র-গর্ভস্থ সিরণ পাহাড়ও আমাকে উপহাস করে বলবে আমি অন্যায়কারীদের

যথাযোগ্য শাস্তি দান করতে পারি না।

কোরাস। কেমন করে একথা বলব যে কোন মানুষ সর্বতোভাবে সুখী? প্রথম জীবনে যে সুখ পায় পরবর্তী জীবনে সে সুখ সে হারিয়ে বসে।

হিপ্পো। পিতা, আপনার ক্রোধাবেগপূর্ণ কথা শুনে ভয় জাগছে আমার মনে। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনি উত্থাপন করেছেন তা আপনার যুক্তিজালমণ্ডিত হয়ে আপাততঃ বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখবেন তার মধ্যে কোন গুরুত্ব বা সত্যতা নেই। আমি সাধারণ জনতার সামনে বাগাড়ম্বরসহকারে বক্তৃতা করে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছি না। বুদ্ধি ও বিবেচনায় যারা আমার সমকক্ষ আমি তাদের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। জ্ঞানীদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারাই জনতার সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধির জাহির করে। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তখন আমাকে অবশ্যই তার জবাব দিতে হবে। সুতরাং আপনি প্রথমে যেখানে আমাকে কৌশলে আক্রমণ করেন সেখান থেকেই আমাকে উত্তর দান করতে হবে। আপনি ভেবেছিলেন আপনার আক্রমণ প্রতিহত করে আমি তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দান করতে পারব না। এ জগতে আপনি আলো আর মাটি দেখছেন। কিন্তু সারা পৃথিবীর সমস্ত আলো আর মাটির মধ্যে আমার মত পবিত্র চরিত্র কোন মানুষ আর দ্বিতীয় নেই। আমি জানি কেমন করে দেবতাদের ভক্তি করতে হয় এবং কি করে বন্ধুদের চিনতে হয়। আমি জানি কারা ভাল এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ কারা কোন অন্যায় কর্ম করে না বা কাউকে অন্যায় কর্মে সাহায্য করে না। আমি যাদের সঙ্গে বাস করি, তাদের কখনো কোন প্রকারে উপহাস বা অপমান করি না। সকলের সঙ্গেই আমি বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলি। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, আমার অপরাধটা কোথায়। আমার এই দেহ এখনো পর্যন্ত কোন প্রেমের দ্বারা কলুষিত হয়নি। প্রেম সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলা আর কিছু প্রেমের ছবি দেখা ছাড়া সে বিষয়ে কোন বিশেষ কৌতূহল আমার নেই। মনেপ্রাণে আমি কৌমার্য পালন করে চলেছি। তবে আমার দেহমনের এই পবিত্রতার কথা আপনি বিশ্বাস করতে না পারেন। কিন্তু আপনি তাহলে আমায় বলুন দুর্নীতির কলুষ কিভাবে আমায় স্পর্শ করে। এই নারীর দেহসৌন্দর্য কি পৃথিবীর সব নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় ছিল? অথবা আমি কি আপনার পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে আপনার সমস্ত

উত্তরাধিকার আমি একা গ্রাস করতে চেয়েছিলাম? আমি কি এত নীচ হতে পারি? বিজ্ঞ লোকেরা কি শক্তি সম্পদের মোহে প্রমত্ত হয়ে ওঠে কখনো এভাবে? না, কখনই না। ক্ষমতা সর্বগ্রাসী। ক্ষমতার মোহে মানুষের মন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে মন দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। আমি চাই সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে আমার মহৎপ্রাণ বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন কাটাতে। আমি ক্ষমতা চাই না, চাই শুধু অনাবিল আনন্দ। আমার স্বপক্ষে একটা কথা বলা হয়নি। বাকি সব কথাই আপনি জানেন। আমার এই বিচারের সময় এই নারী যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে কে দোষী তা বুঝতে পারতেন। তবে এখন আমি দেবরাজ জিয়াসের নামে এই ধরিত্রীমাতার কোলে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলছি আমি কখনো আপনার পত্নীকে স্পর্শ করিনি, আমি কখনো তাঁকে কামনা করিনি। তাঁর সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করিনি। তথাপি আমাকে এক নিঃস্ব নির্বাসিত ভবঘুরে হিসাবে সহায় সম্পদ স্বদেশ সব হারিয়ে অপরিসীম অগৌরব ও অপমানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করতে হবে। আমার মৃত্যুর পর মাটি না সমুদ্রে কোথায় শায়িত হব তা জানি না। জানি না আমি সত্য সত্যই দুষ্ট প্রকৃতির কি না এবং জানি না এই নারী কিসের ভয়ে তাঁর জীবন বিসর্জন দেন। আর আমি কিছুই বলতে চাই না। তাঁর সংযম ছিল, কিন্তু উপযুক্ত শক্তি ছিল না। আমার শক্তি ছিল, কিন্তু সে শক্তির অপব্যবহার করেছি।

কোরাস। তোমার প্রতি উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তরে যা বলেছ, দেবতাদের নামে যে শপথ করেছ তা যথেষ্ট।

থিসি। সে কি নিজেকে কোন যাদুকর ভেবেছে যে কিছু মিষ্টি কথা নরম সুরে বলে আমার উপর অন্যায় করা সত্ত্বেও আমার মন জয় করে ফেলবে?

হিপ্পো। আপনার কথা শুনে আমার মধ্যে বিস্ময় জাগছে পিতা। আজ যদি আমি আপনার পিতা হতাম এবং আপনি আমার পুত্র হতেন আমার পত্নীর শালীনতা হানির জন্য আমি আপনাকে হত্যা করতাম, আপনার প্রাণদণ্ড দিতাম, কিন্তু নির্বাসনদণ্ড দিতাম না।

থিসি। না, তোমার মনোমত উপায়ে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। যারা দুর্বৃত্ত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা যদি সহজে অতিশীঘ্র মরতে পায় তাহলে আসলে তারা যথাযোগ্য শাস্তি লাভ করে না। কিন্তু তোমার মত দুর্জন ব্যক্তি যদি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে এক

বিড়ম্বিত জীবন যাপন করে তাহলে সেটাই তোমার পক্ষে চরম শাস্তি।

হিপ্পো। হায়, আপনি কি করতে চান? আপনি আমাকে সময় দেবেন না? আমাকে এই মুহূর্তে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন?

থিসি। এই পৃথিবী ও সমুদ্রের শেষ প্রান্তে যেখানে খুশি চলে যাও। আমি তোমার মুখ দর্শন করতে ঘৃণা বোধ করি।

হিপ্পো। আপনি কি আমার শপথের কোন সত্যতাকে স্বীকার করবেন না? কোন ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন না? কোন বিচার না করে অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই না করেই আমাকে নির্বাসিত করবেন?

থিসি। এই চিঠিতে যে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার মাথার উপর দিয়ে যে পাখি উড়ে যায় তার বংশপরিচয় আমি জানতে চাই না।

হিপ্পো। হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ, কেন আমি এখনো মুখ খুলে আসল কথা ব্যক্ত করছি না? আমি তোমাদের এত শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও আমার এ সর্বনাশ কেন হলো? কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি বলে আমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারছি না।

থিসি। তোমার এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ দম্ভোক্তি শুনে আমার মরতে ইচ্ছা করছে। তুমি কি এই প্রাসাদ এখন ত্যাগ করবে না?

হিপ্পো। হায়, আমি কি হতভাগ্য! কোথায় যাব এখন? আমার বিরুদ্ধে যখন এই ধরনের অভিযোগ উপস্থাপিত তখন কে এমন বন্ধু আছে যে আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেবে?

থিসি। যে সব লোক অপর লোকের স্ত্রীদের শালীনতা হানি করে আনন্দ পায় তারাই তোমাকে আশ্রয় দান করবে।

হিপ্পো। একথা শুনে অন্তরে আমি এতদূর ব্যথা অনুভব করছি যে আমার চোখে জল আসছে। আমি ভাবতেই পারছি না আপনি আমাকে এত মন্দ কি করে ভাবছেন?

থিসি। যখন তুমি তোমার পিতার পত্নীর শ্লীলতা হানি করেছিলে তখন ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করা উচিত ছিল। এখন ব্যথা বেদনায় আর্তনাদ করে কোন লাভ নেই।

হিপ্পো। হে প্রাসাদ, তুমি চিৎকার করে বল আমি প্রকৃতপক্ষে অপরাধী কি না। তুমি তোমার সাক্ষ্য দান করো।

থিসি। যাদের কোন কণ্ঠ নেই, যারা বাকশক্তিহীন তুমি কৌশলে সাক্ষ্য চাইছ তাদের কাছে? (মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল) তোমার এই প্রচেষ্টাই তোমার দুষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক।

হিপ্পো। হায়, আজ যদি আমার আপন আত্মার সামনে দাঁড়াতে পারতাম, যদি আমার আপন মুখপানে সরাসরি তাকাতে পারতাম তাহলে আমি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারতাম।

থিসি। হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতাকে শ্রদ্ধা না করে নিজেকে শ্রদ্ধা করো বেশী। আত্মপূজাই তোমার স্বভাব।

হিপ্পো। হে আমার দুঃখিনী মাতা, তুমি কি কুক্ষণেই না আমাকে প্রসব করেছিলে? আমি তোমার অবৈধ সন্তান বলেই আমি হয়ত আমার বন্ধুদের মত সমান মর্যাদা পাচ্ছি না।

থিসি। কই, ভৃত্যরা কোথায়? ওকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাও। কই, শুনতে পাচ্ছ না? অনেক আগেই ওকে আমি দেশত্যাগের হুকুম দিয়েছি।

হিপ্পো। আমার গায়ে যে হাত দেবে তার জন্য তাকে ফল ভোগ করতে হবে। (থিসিয়াসকে) তুমি যদি চাও আমাকে নিজের হাতে বার করে দাও।

থিসি। তাই করব যদি আমার কথা শুনতে না চাও। তোমার নির্বাসনের জন্য কোন দুঃখই আমার হচ্ছে না।

হিপ্পো। তাহলে দেখছি এই দণ্ডাদেশ অমোঘ এবং অপরিবর্তনীয়। হায়, কি হতভাগ্য আমি! আমি আসল সত্যের কথা জানি, কিন্তু কেমন করে তা প্রকাশ করব? হে লিটোর সন্তান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় দেবতা, তুমি আমাকে কত সুনিবিড় সাহচর্য দান করেছ, আমার সঙ্গে শিকার করে বেড়িয়েছ, তুমি আজ বল আমাকে কি দেশত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হবে? হে এরেকথিয়াস নগরী, বিদায়! হে ট্রোজেনীয় প্রান্তর, তোমার বুকে লালিত হয়ে কত আনন্দে দিন কাটিয়েছি। বিদায়, এই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। এবার এস হে আমার প্রিয় তরুণ সহচরবৃন্দ, আমার যাবার বেলায় তোমরা আমায় বিদায় দাও। আমার সঙ্গে শেষবারের মত কথা বল। আমার পিতা আমাকে মন্দ বললেও আমার থেকে বেশী সৎ ও পবিত্র চরিত্রের মানুষ আর একটিও পাবে না কোথাও। (অনুচরবর্গসহ প্রস্থান)

কোরাস। যখন দেবতাদের কথা আমার মনের মধ্যে উদিত হয় আমার বড় দুঃখ হয়। অবশ্য তাঁদের বিচক্ষণতায় মাঝে মাঝে আমি আশান্বিতও হই।

কিন্তু আবার যখন ভাবি মানবজীবনে স্থিতাবস্থা বলে কিছু নেই, নিরন্তর ভাগ্য পরিবর্তনের খেলা চলছে তার জীবনে তখন বিমর্ষ না হয়ে পারি না। আমি শুধু দেবতাদের কাছে এই প্রার্থনাই করি যে আমার জীবনে সম্পদের অভাব যেন না আসে, আমার অন্তর দুঃখের আঘাত কাকে বলে তা যেন না জানে। আমার মনের চিন্তাবলী যেন কখনো অতি সূক্ষ্ম বা ছলনাময় না হয়ে ওঠে। আমার মন যেন সব সময় পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এবং আমি যেন সব সময় সুখে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। সম্প্রতি সংঘটিত এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা যখন ভাবি তখন আমার চিত্ত বিগলিত না হয়ে পারে না। হেলাস দেশ ও এথেন্স নগরীর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকা তার পিতার প্রবল ক্রোধের জন্য নির্বাসিত হলো। হে সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ বালুকাময় উপকূলভাগ, হে অরণ্য সমাচ্ছাদিত পার্বত্য অঞ্চল, দ্রুতিগতি শিকারী কুকুরসহ দেবী ডিকটিনার সঙ্গে আর সে বন্য পশু শিকার করে বেড়াবে না। হে হিপ্পোলিটাস, ভেনিসের বন্য অশ্ববাহিত রথের উপর চেপে আর তুমি লিমিয়ার প্রান্তরভূমি অতিক্রম করবে না। তোমার পিতার প্রাসাদে আর অবিরাম বীণাধ্বনি শোনা যাবে না। লিটোর সন্তানের গলদেশে আর বন্য ফুলের মালা নেই। তোমার নির্বাসনের ফলে কে তোমার প্রেমাকর্ষণ করতে পারবে এই নিয়ে কুমারী মেয়েদের মধ্যে আর তীক্ষ্ণ ও ঈর্ষাসিক্ত প্রতিযোগিতা চলবে না। তোমার জন্য আজ দুঃখে জল আসছে আমার চোখে। নিজেকে হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। বৃথাই তোমার এ সন্তান প্রসব করেছিলে হে হিপ্পোলিটাসমাতা। দেবতাদের উপর ক্রোধ জাগছে আমার মনে। হে দেবতাবৃন্দ, কেন তোমরা তাকে বিনা দোষে তার স্বদেশ থেকে তাকে দূরে নির্বাসিত করলে?

হিপ্পোলিটাসের জনৈক অনুচরের দূত হিসাবে আগমন

কোরাস। আমি দেখছি হিপ্পোলিটাসের জনৈক অনুচর দ্রুত এদিকেই আসছে। তার চোখ দুটো কেমন মনে হচ্ছে।

দূত। হে মহিলাবৃন্দ, এদেশের রাজা থিসিয়াস কোথায় বলতে পার? তোমরা কি বলতে পার তিনি এখন বাড়িতে আছেন কি না?

কোরাস। আমি দেখছি তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন।

দূত। হে রাজন, আমি এমন সংবাদ বহন করে এনেছি যা আপনাকে, আপনার নগরবাসীদের ও ট্রোজেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোকদের ভাবিয়ে তুলবে।

থিসি। কি সে সংবাদ ? আমার এথেন্স ও ট্রোজেন নগরীর উপর আবার কি কোন নূতন আঘাত নেমে এল ?

দূত। আমাকে পরিস্কার করে বলতে দিন। হিপ্পোলিটাস আর জীবিত নেই। সে প্রাণে কোনরকমে বেঁচে আছে। তবে তার প্রাণ সূতোর ডগায় কাঁপছে।

থিসি। কে তাকে হত্যা করল ? সে কি আমার মত কারো স্ত্রীর শ্লীলতা হানি করেছিল ?

দূত। তাঁর রথই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। আপনার মুখ হতে যে অভিশাপবাক্য নিঃসৃত হয় আপনার পিতা সমুদ্রদেবতা পসেডনের বরে সে অভিশাপ সত্যে পরিণত হয়।

থিসি। হে দেবতা, হে পসেডন, সত্য সত্যই তুমি আমার পিতা। তুমি আমার প্রার্থনা তাহলে শুনেছিলে। কিন্তু বল দূত, কেমন করে তার মৃত্যু ঘটল যে তার কুকর্মের দ্বারা আমার জীবনকে অনপনেয় লজ্জা ও কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত করে ন্যায়বিচারের ফাঁদে কিভাবে সে পতিত হলো ?

দূত। আমরা তখন সমুদ্রতরঙ্গতাড়িত বেলাভূমির উপর দাঁড়িয়ে ঘোড়ার কেশরগুলি আঁচড়ে দিচ্ছিলাম আর আপনার দ্বারা প্রদত্ত হিপ্পোলিটাসের নির্বাসনদণ্ডের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন করছিলাম নীরবে। তারপর হিপ্পোলিটাস নিজে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এল তার সমবয়সী অসংখ্য বন্ধু। দীর্ঘক্ষণ ধরে সে বিলাপ করতে লাগল। তারপর বলল, কেন আমি বিলম্ব করছি ? আমার পিতার আদেশ অবিলম্বে পালন করা উচিত। হে আমার সহচরবৃন্দ, আমার রথে অশ্ব সংযোজন কর। এই নগরে অবস্থান করার আর কোন অধিকার নেই আমার। তার কথা শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে রথ প্রস্তুত করে তাতে অশ্ব সংযোজন করলাম। তখন হিপ্পোলিটাস রথের উপর দাঁড়িয়ে হাতে রথরল্লা ধারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, আমি যদি সত্য সত্যই পাপ করে থাকি তাহলে আমাকে মৃত্যু দাও আর তা না হলে আমার এই জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর আমার পিতাকে জানিয়ে দাও যে আমি নিরপরাধ এবং আমার পিতা আমার উপর অন্যায় করেছেন। তারপর তিনি হাতে বল্গা নিয়ে আর্গস ও এপিডরালের পথে অশ্ব চালনা করতে লাগলেন। তখন আমরাও তাঁর রথকে অনুসরণ করে ছুটে যেতে লাগলাম। তারপর যখন আমরা এদেশের প্রান্তে এক উন্মুক্ত-

প্রান্তরে প্রবেশ করলাম দেখলাম আমাদের সম্মুখে সারনিক উপসাগর প্রসারিত। সেই সময় সহসা সেই প্রান্তরের গর্ত হতে বজ্রগর্জনতুল্য এক ভয়ঙ্কর শব্দ আমাদের কাঁপিয়ে তুলল। অশ্বগুলি ভয়ে মাথা তুলে কান খাড়া করে রইল। আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না ওটা কিসের শব্দ। আমরা তখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, শুভ্র ফেনপুঞ্জমণ্ডিত বিশালকায় তরঙ্গমালা এক আকাশচুম্বী উচ্চতায় ইতস্ততঃ বেগে ধাবিত হয়ে ইসথমাস ও এসক্লেপিয়াস পাহাড় দুটিকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং কূলে এসে বারবার প্রতিহত হচ্ছে। হিপ্পোলিটাসের রথটি সেই উপকূলে গিয়ে গর্জনশীল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সামনে দাঁড়াল। সহসা দেখা গেল সেই ফেনায়িত তরঙ্গমালায় একটি বন্য ষাঁড় কোথা হতে ভেসে এল। তরঙ্গমালার গর্জনের সঙ্গে সেই বন্য ষাঁড়টির ভয়ঙ্কর গর্জন মিশে গিয়ে চারিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলল। সে দৃশ্যের পানে আমরা ভয়ে চোখ মেলে তাকাতেও পারছিলাম না। সহসা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ও কর্ণবিদারক গর্জন শুনে রথের অশ্বগুলি ভীত হয়ে রথ হতে মুক্ত হবার যত চেষ্টা করতে লাগল আমার প্রভুও তত শক্ত হাতে বল্গা ধরে অশ্বগুলিকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন প্রাণপণ শক্তিতে। অশ্বগুলি লাগামের লোহার কড়াটিকে দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে তাদের প্রভু বা রথের কথা কিছু না ভেবে দুর্দান্তবেগে বিপথে ছুটে চলতে লাগল। হিপ্পোলিটাস তখনো অতি কষ্টে হাতে লাগাম ধরেছিলেন। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ সেই বন্য ষাঁড়টি রথের সামনে এসে হাজির হতেই অশ্বগুলি উন্মত্ত হয়ে একটা পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে লাগল। ষাঁড়টিও রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। অবশেষে চারটি অশ্ববাহিত রথের চাকা একটা বড় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই ষাঁড়টি রথটিকে উল্টিয়ে দিয়ে রথের সারথিকে ফেলে দিল মাটিতে। এদিকে রথের সারথি হিপ্পোলিটাস তখন রথের লাগামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই রথের অশ্বগুলি রথের সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে পড়ে যাওয়া এবং রথের সঙ্গে বাঁধাপড়া হিপ্পোলিটাসের দেহটিকেও টেনে নিয়ে যেতে লাগল। হিপ্পোলিটাস তখন বারবার সকরুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, হে আমার প্রিয় অশ্বগণ, থাম, আমি তোমাদের নিজের হাতে কত খাইয়েছি। আমার জীবন এভাবে কেড়ে নিও না। হায়, আমার পিতার অভিশাপ ফলবতী হচ্ছে। এমন কি কেউ নেই যে আমাকে উদ্ধার করতে পারে? আমরা অনেকেই তাঁর উদ্ধারে ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে

রথ থেকে আপনা হতে বিযুক্ত হয়ে পড়ল হিপ্পোলিটাসের ছিন্নভিন্ন দেহটি। দেখা গেল তখন কোনরকমে প্রাণের একটুখানি ক্ষীণ অংশ যেন অবশিষ্ট আছে। সেই জন্য ষাঁড় ও রথাশ্বগুলি তখন পাহাড়ের কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু, আমি আপনার ক্রীতদাস। তথাপি আমি কখনো একথা বিশ্বাস করব না যে আপনার সন্তান দুষ্ট প্রকৃতির। যদি বিশ্বের সমগ্র নারীজাতি তার জন্য এইভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরে, যদি আইডা অঞ্চলের সমস্ত পাইন গাছের পাতায় পাতায় তার বিরুদ্ধে অসংখ্য নিন্দার কথা লেখা থাকে তথাপি আমি সেকথা বিশ্বাস করব না। কারণ আমি জানি সে সৎ।

কোরাস। আবার নূতন বিপদ দেখা গেল। নিয়তির বিধান হতে কোন পরিত্রাণ নেই।

থিসি। প্রথমে তার প্রতি ঘৃণাবশতঃ আমি তোমার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত এক ভয় অনুভব করছি। এ ভয় তার মৃত্যুর জন্যও বটে, দেবতাদের নির্মম বিধানের জন্যও বটে। যতই হোক, সে আমার ঔরসজাত পুত্র। সুতরাং এখন দেখছি এ সংবাদে আনন্দ বেদনা কিছুই অনুভব করছি না।

দূত। বলুন হে রাজন, এখন কি করলে আপনি খুশি হবেন? এখন আমি তাকে নিয়ে আসব এখানে অথবা কি করব তাকে নিয়ে? ভাল করে ভেবে বলুন। তবে আমার পরামর্শ আপনার পুত্রের এই দুরবস্থায় তার উপর নির্মম হবেন না।

থিসি। তাকে এখানে নিয়ে এস। আমি তাকে নিজের চোখে দেখি। সে আমার দাম্পত্যশয্যা কলুষিত করেছিল বলে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু কথায় ও কাজে তার অন্যায় আমি সম্প্রমাণিত করব।

কোরাস। হে দেবী সাইপ্রিস, যত কঠোরই হোক না কেন মানুষের মন, তোমার বিধানের কাছে সকলই বন্দী। তোমার সঙ্গে সঙ্গে সব সময় সেই উজ্জ্বল পাখনাবিশিষ্ট এক দেবতা পৃথিবীর মাটি ও গর্জনশীল সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। স্বর্ণোজ্জ্বল পাখনা নিয়ে সে দেবতা যখন আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়ায় তখন অকস্মাৎ প্রেমের পরশে প্রমত্ত হয়ে ওঠে কত নরনারীর অন্তর। সুদূর সমুদ্রবক্ষে, অথবা পর্বতশীর্ষে অথবা সূর্যালোকিত প্রান্তরভূমিতে যে যেখানেই থাক না কেন, এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর কাম বা প্রেমে বিমোহিত হয় না। হে দেবী সাইপ্রিস, সারা বিশ্ব জুড়ে তোমার অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রসারিত।

আর্তেমিসের প্রবেশ

আর্তেমিস। শোন এজেউসপুত্র, আমি লিটোর কন্যা আর্তেমিস কথা বলছি তোমার সঙ্গে। শোন থিসিয়াস, কেন তুমি এই সামান্য প্রমাণ পেয়েই তার বলে নিষ্ঠুরভাবে তোমার পুত্রকে হত্যা করলে? তোমার স্ত্রীর মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে এই সর্বনাশ ডেকে আনলে? এ লজ্জার বেদনা পৃথিবীর কোন গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে ঢেকে রাখবে অথবা সে বেদনার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় পাখি হয়ে আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াবে? পৃথিবীতে সৎ লোকেদের মধ্যে তোমার কোন স্থান নেই। শোন থিসিয়াস, তুমি কতখানি অন্যায় করেছ। সে কথা শুনে তুমি ব্যথা পেলেও সেই কথা বলার জন্য আমি এসেছি এখানে। এতে আমার কোন লাভ নেই। আমি তোমাকে একথা জানাতে এসেছি যে তোমার পুত্রের অন্তর কত পবিত্র এবং যাতে সে সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আমার কথা থেকে তুমি বুঝতে পারবে অবৈধ প্রেমের আবেগের দ্বারা তোমার স্ত্রীর চিত্ত কতদূর কলুষিত ছিল। অবশ্য বলতে পার এতে তার কোন দোষ নেই। কারণ সেই দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য চিরকুমারী প্রেমের দেবীর ফুলশরে জর্জরিত হয়েই তোমার স্ত্রী হিপ্পোলিটাসকে কামনা করেছিল। দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা সে প্রথমে সাইপ্রিসের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার কূটচক্রী ধাত্রীর দ্বারা তার অবৈধ গোপন প্রেমের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। ধাত্রী তোমার পুত্রকে শপথে আবদ্ধ করে ফেড্রার মনের গোপন কামনার কথাটা তোমার পুত্রকে জানায়। কিন্তু হিপ্পোলিটাস সে কথা শুনে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। তাছাড়া সে যখন তোমার দ্বারা নিগৃহীত হয় তখনও সে শপথ ভঙ্গ করে আসল কথাটা বলেনি। কারণ সে ধর্মভীরু। কিন্তু তোমার পত্নী তার দুর্বলতার কথা তোমার কানে যাবে বলে মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা তোমার পুত্রের জীবনে সর্বনাশ নিয়ে আসে এবং তোমাকে দণ্ডদানের জন্য প্ররোচিত করে।

থিসি। হায়, হায়।

আর্তেমিস। এবার আসল কথা জানতে পেরে তোমার অন্তরে কি ব্যথা জাগছে থিসিয়াস? তবু এখনো অপেক্ষা করো। শোন পরে যা ঘটবে তার কথা। শুনে হয়ত দুঃখিত হবে। তুমি জান তিনটি ফলপ্রসূ অভিশাপের বর তুমি তোমার পিতার কাছে লাভ কর। তার মধ্যে তুমি তোমার দুষ্ট প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে একটি অভিশাপ তোমার পুত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তার অসদ্ব্যবহার

করেছ। তোমার পিতা সমুদ্রদেবতা খোলা মন নিয়েই তাঁর প্রতিশ্রুত বর তোমায় দান করে তিনি উপযুক্ত কাজই করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর ও আমার কাছে তোমার দুষ্ট প্রকৃতি ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। তুমি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গিয়ে তোমার স্ত্রীর অভিযোগের সত্যাসত্য পরীক্ষা না করে বা ধৈর্য ধরে এ বিষয়ে কোন তদন্ত না করেই অভিশাপের দ্বারা তোমার পুত্রের জীবন নাশ করো।

থিসি। হায় নারী, আমি শেষ হয়ে গেলাম।

আর্তেমিস। তোমার কাজ অতীব ভয়ঙ্কর। সাইপ্রিস ক্রোধাবিষ্ট হয়ে এই সব ঘটনা ঘটায় বলে কিছুটা ক্ষমা তুমি পাবে। আমাদের দেবতাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে। আমরা দেবতা হয়ে অন্য কোন দেবতার ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করি না। বরং আমরা সরে দাঁড়াই। তাছাড়া আমরা জিয়াসকে ভয় করি। তাঁর বিধান মেনে চলি। তা যদি না হত তাহলে যে নরকুলের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় তার মৃত্যুতে আমি কখনো এমন নির্লজ্জের মত চুপ করে থাকতাম না। আর তুমি যে পাপ করেছ তার ক্ষমার প্রথম কারণ হলো তোমার অজ্ঞতা। তোমার মনে কোন কুচিন্তা বা পাপচিন্তা ছিল না। তা ছাড়া তোমার মৃত পত্নী তার অভিযোগের সপক্ষে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় তা তোমাকে এই অন্যায় কাজে প্ররোচিতও করেছিল। এতে আমি খুবই ব্যথিত। জানবে সৎ ব্যক্তির জীবনাবসানে দেবতারা আনন্দ পান না। তারা শুধু দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের দমন ও ধ্বংস করে থাকেন এবং তাতে স্বস্তি অনুভব করে থাকেন। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের পরিবারবর্গ শাস্তি ভোগ করে থাকে।

অনুচরবর্গের দ্বারা বাহিত অবস্থায় হিপ্পোলিটাসের প্রবেশ

কোরাস। দেখ দেখ, কী দুর্ভাগ্যই না ও ভোগ করছে। ওর যৌবনসমৃদ্ধ দেহের সব লাবণ্য আজ অপগত। ওর ত্বকের মসৃণতা, সোনালি কেশ-গুচ্ছের সৌন্দর্য আজ সব ম্লান। কী যন্ত্রণাই না ও ভোগ করে চলেছে। হায় এই রাজপ্রাসাদে দুটি মৃত্যু নেমে এল।

হিপ্পোলিটাস। হায়, হায়। আমার অপরিণামদর্শী পিতার অন্যায় অভিশাপে আজ আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার মাথার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে দুর্বার বেগে। থাম থাম, আমার ক্লান্ত ও আহত দেহকে বিশ্রাম নিতে দাও। হে আমার বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য রথ, হে আমার রথাশ্ব, আমি নিজের হাতে লালন করেছি তোমাদের,

অথচ তোমরা আমাকে হত্যা করলে। হে আমার ভৃত্যগণ, আমার দেহের ক্ষতস্থানগুলিতে খুব আস্তে হাত দাও। আমার ডান ধারে কে দাঁড়িয়ে আছে? আমাকে একটু তুলে ধর। আমি আজ আমার পিতার দোষে চরম দুর্ভাগ্য ও অভিশাপের কবলে পতিত। হে জিয়াস, তুমি দেখতে পাচ্ছ? যে আমি কত পূতচরিত্র ছিলাম, কত শ্রদ্ধাশীল ছিলাম দেবতাদের প্রতি, সেই আমি আজ বিনা দোষে অকালে জীবনযৌবন সব হারিয়ে নরকের অতল অন্ধকার গর্ভে এগিয়ে যাচ্ছি। হায়, দয়াপরবশ হয়ে মানুষের যত উপকার আমি করেছি তা সব বৃথা। ওঃ, সেই যন্ত্রণা। নিদারুণ যন্ত্রণাটা আবার জেগে উঠেছে। আমাকে সে যন্ত্রণা ভোগ করতে দাও। মৃত্যু এসে আমার সব যন্ত্রণার উপশম ঘটাক। ওঃ, তোমরা আমার যন্ত্রণাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছ। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমার মনে হচ্ছে দুই দিকে ধারওয়ালা এক শাণিত তরবারি আমার দেহটাকে দ্বিখণ্ডিত করে আমার জীবনাবসান ঘটাক এই মুহূর্তে। ওঃ, কী নিদারুণ আমার পিতার অভিশাপ! আমার মনে হয়, আমার পূর্বপুরুষেরা অতীতে একদিন যে পাপ করেছিলেন আজ আমি তারই প্রতিফল ভোগ করছি। কিন্তু আমার মত একজন নির্দোষ লোক সে পাপের ফল কেন ভোগ করবে তা বুঝতে পারছি না। ওঃ, কেমন করে আমি এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে আমার জীবনকে মুক্ত করি? হে নিয়তি, তুমি নিদ্রা দাও আর সেই নিদ্রাকে অনন্ত প্রসারিত করে মৃত্যুর মধ্যে তার শেষ পরিণতি ঘটাও।

আর্তেমিস। হায় যুবক, কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তোমায় ভোগ করতে হচ্ছে! প্রেমের দেবীই তোমার জীবন নাশ করেছে।

হিপ্পো। হা, কী এক স্বর্গীয় সুবাসের আঘ্রাণ পাচ্ছি আমি। আমার এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও হে দেবী. তোমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি। আমার যন্ত্রণার বোঝাটা অনেক হালকা মনে হচ্ছে। দেবী আর্তেমিস কি এখানে উপনীত হয়েছেন?

আর্তে। হ্যাঁ যুবক, সে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমাকে সকল দেবতার থেকেও ভালবাসে।

হিপ্পো। হে দেবী, তুমি কি আমার এই শোচনীয় দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছ?

আর্তে। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তবু কিন্তু আমি অশ্রু বিসর্জন করতে পারি না তোমার দুঃখে।

হিপ্পো। শিকারের সময় আর কেউ তোমার সেবা করবে না আমার মত।
আর্তে তবু তোমার মৃত্যুর পরে আমি তোমাকে ভালবেসে যাব।

বা তোমার রথের অশ্বচালনা করতে পারব না।
আর্তে। না, তা পারবে না, কারণ নিষ্ঠুর কামদেবী সাইপ্রিসের ইচ্ছাতেই এই সব ঘটেছে।
হিপ্পো। হায়। আমি এবার বুঝতে পেরেছি কোন দেবতা আমার জীবন নাশ করেছে।
আর্তে। সাইপ্রিস ছাড়া আর যারা তোমার জীবন নাশ করেছে তারা হলো তোমার পিতা আর বিমাতা।
হিপ্পো। তাহলে আমার পিতার দুঃখের জন্যও আমাকে অশ্রু বিসর্জন করতে হবে।
আর্তে। কোন দেবতার কুপরামর্শই তার অন্তরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে।
হিপ্পো। হায় পিতা, তোমার কী দুঃখ!
থিসি। হে আমার পুত্র, আমার সর্বনাশ হলো। জীবনের সব আনন্দ আমি হারালাম।
হিপ্পো। আজ আমার নিজের থেকে তোমার ও তোমার ভুলের জন্য আমার বেশী দুঃখ হচ্ছে।
থিসি। এখন আমার মনে হচ্ছে তোমার পরিবর্তে যদি আমার মৃত্যু ঘটত।
হিপ্পো। তোমার পিতা পসেডন কী ভয়ঙ্কর বরই না তোমায় দান করেছিলেন।
থিসি। সে অভিশাপবাক্য আমি যদি উচ্চারণ না করতাম।
হিপ্পো। অভিশাপ না দিয়ে তুমি রাগের বশে আমাকে অন্যভাবেও হত্যা করতে পারতে।
থিসি। হ্যাঁ তা বটে। কারণ সেই দুষ্ট দেবতা আমার সব সুমতি হরণ করে নিয়েছিল।
হিপ্পো। হায়, দেবতাদের অভিশাপ দেবার ক্ষমতা মানুষের যদি থাকত।
আর্তে। সন্তুষ্ট থাক। তুমি মনে ভেবো না যে তোমার দেহ মাটির অন্ধকার গর্ভে সমাহিত হবার পর আমি তোমার মৃত্যুর জন্য কোন প্রতিশোধ নেব না। তোমার ধর্মভীরুতা ও মনের উদারতার জন্যেই আমি তা করব। আমি নিজের হাতে সাইপ্রিসের সবচেয়ে প্রিয় এক ব্যক্তির প্রাণ হরণ করব। এক শরক্ষেপণের

দ্বারা আমি তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। এক নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আজ তোমার মৃত্যু ঘটলেও ট্রোজেন দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সম্মানে ভূষিত করব তোমায়। আজ থেকে এমন এক নিয়ম প্রবর্তন করব এ দেশে যার বলে সমস্ত অবিবাহিত বালিকারা বিবাহের পূর্বে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের মাথার কেশ কর্তন করবে। যুগ যুগ ধরে তোমার জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করে যাবে তারা। কুমারীরা সব সময় তোমার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে যাবে অনন্ত কাল ধরে। তোমার এই মৃত্যুবরণ বৃথা যাবে না। তুমি বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে না। আর শোন এজেউসপুত্র, তুমি তোমার পুত্রকে আলিঙ্গন করো, কোলে তুলে নাও। তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার প্রাণ হরণ করেছ। দেবতাদের ইচ্ছায় মানুষ অনেক সময় এই ধরনের ভুল করে বসে। হিপ্পোলিটাস তুমিও শোন। তুমি যেন তোমার পিতাকে ঘৃণার চোখে দেখো না। কারণ তুমি তোমার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সব শুনেছ। বিদায় এবার। কারণ কোন মৃত মানুষকে চোখে দেখা নিষিদ্ধ আমার পক্ষে। মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃশ্যের দ্বারা আমার দৃষ্টিকে কলুষিত করা চলবে না। আমার বিলম্ব হয়ে গেছে।

হিপ্পো। বিদায় হে দেবী, তুমি চলে যাও তোমাদের গন্তব্যস্থলে। আমাদের এতদিনের বন্ধুত্বের আজ অবসান ঘটল। আমি অতীতে কখনো তোমার কথার অবাধ্য হইনি। আজ তোমার আদেশমত আমি আমার পিতার প্রতি আমার সমস্ত বিরূপ মনোভাব দূরীভূত করে দিলাম।

(আর্তেমিসের প্রস্থান) আমার চোখে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। পিতা, আমার দেহটাকে তুলে ধর।

থিসি। হে আমার পুত্র, কি করছ তুমি আমার এই দুঃখের দিনে ?

হিপ্পো। আমি মরছি। আমি নরকের দ্বার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

থিসি। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে ? পাপের কলুষের ভারে ভারাক্রান্ত আমার হৃদয়।

হিপ্পো। না, তোমার কোন পাপ নেই। হত্যার পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছি তোমায়।

থিসি। কী, তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ ?

হিপ্পো। হে দেবী আর্তেমিস, তুমি এই ঘটনার সাক্ষী থাক।

থিসি। হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আজ তোমার পিতার চোখে সত্যই কত

মহান।

হিপ্পো। আজ আমি প্রার্থনা করছি দেবতাদের কাছে তোমার বৈধ সন্তানগণ যেন আমার মত হয়।

থিসি। তোমার সরল ও সৎ অন্তঃকরণের জন্য আমার চোখে জল আসছে।

হিপ্পো। বিদায় পিতা। এ বিদায় বড় দীর্ঘ।

থিসি। হে আমার পুত্র, আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। শক্তি সঞ্চয় করো মনে।

হিপ্পো। আমার সব শক্তি এখন নিঃশেষিত পিতা। আমি যাচ্ছি। বস্ত্র দ্বারা আমার মুখ আচ্ছাদিত করে দাও। (হিপ্পোলিটাসের মৃত্যু।)

থিসি। হায়, হে এথেন্স ও প্যালাসের বিশাল ভূখণ্ড, তোমরা বুঝতে পারছ না কত বড় মহান এক ব্যক্তিকে তোমরা আজ হারালে। হায় সাইপ্রিস, তোমার কুকর্মের কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না জীবনে।

কোরাস। এ দুঃখ একদিন সকল মানুষকেই ভোগ করতে হয়। এ দুঃখ অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ এসে পড়ে মানুষের জীবনে। তবে যারা মানুষ হিসাবে মহান তাদের মৃত্যুর শোকাশ্রুবর্ষণের শেষ হয় না কখনো, তাদের কথা কোনদিন ভুলে যায় না ভবিষ্যতের মানুষ।

হেলেন

ইউরিপিদেস

: নাটকের চরিত্র :

হেলেন : মেনেলাসের পত্নী
টিউসার : ট্রয়যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত জনৈক গ্রীকবীর
মেনেলাস : স্পার্টার রাজা ও ট্রয়যুদ্ধের নেতা
জনৈকা বৃদ্ধা : থিওক্লাইমেনাসের প্রাসাদের দ্বাররক্ষিণী
প্রথম দূত : মেনেলাসের অন্যতম জাহাজডুবী নাবিক
থিওনো : থিওক্লাইমেনাসের ভগিনী, মেয়ে পুরোহিত ও ভবিষ্যৎ গণনাকারিণী
থিওক্লাইমেনাস : মিশরের রাজা
দ্বিতীয় দূত : থিওক্লাইমেনাসের নাবিক
ক্যাস্টর ও প্যালাক্স : হেলেনের দুই ধর্মভ্রাতা
মিশরদেশে বন্দিনী গ্রীকনারীদের দ্বারা গঠিত কোরাস
নাবিকগণ, অনুচরবর্গ, শিকারীগণ, পুরুষ ও নারী পুরোহিতগণ

●

ঘটনাস্থল : মিশরদেশ

(মিশরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান। প্রাসাদদ্বারের নিকটে প্রাক্তন রাজা প্রোতিয়াসের সমাধিস্তম্ভ। সেই সমাধির সম্মুখে হেলেন দণ্ডায়মানা)

হেলেন। এই হচ্ছে নীলনদের পবিত্র রূপালি জলধারা। পাহাড়ের বরফগলা জলে পুষ্ট নীলনদী আকাশ হতে পতিত বৃষ্টিধারার মত সমগ্র মিশর দেশের সমতলভূমিকে বিধৌত ও শস্যশ্যামল করে তোলে। জীবিত অবস্থায় প্রোতিয়াস এই দেশ শাসন করতেন। তিনি ছিলেন মিশরের রাজা, যদিও তিনি বাস করতেন ফারোর দ্বীপপুঞ্জে। তিনি সমুদ্রবাসিনী কোন এক জলপরীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই পরীটির নাম হলো সামাথে যিনি তার আগে ছিলেন আয়াকাসের স্ত্রী। সামাথের গর্ভে এই রাজবংশে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে—

একটি পুত্র, অন্যটি কন্যা। এই পুত্রের নামই থিওক্লাইমেনাস। তাঁর পিতার ধর্মাচরণের কথা বিবেচনা করে ঈশ্বর প্রভূত সম্মান দান করেন থিওক্লাইমেনাসকে। কন্যাটির নাম আইডো। তার শৈশবে সে রূপে গুণে ছিল মার গর্বের বস্তু। বিবাহযোগ্য বয়সে সে উপনীত হলে তাকে সকলে থিওনো বলে ডাকত। দৈব প্রেরণায় সে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কথা বলে দিতে পারে। তার পিতামহ নেরেউসের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করে। নেরেউস তাকে বর হিসাবে তা দান করেন। আর আমার জন্মভূমির কথাও অজানা নেই কারো। আমার জন্মভূমি হলো স্পার্টা। আমার পিতার নাম টিণ্ডারাস। তবে আমার জন্ম সম্পর্কে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার দেবরাজ জিয়াস কৌশলে এক বনহংসের ছদ্মরূপ ধারণ করে কোন এক ঈগলের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমার মাতা লেডার কাছে উড়ে যান ও আমার মাতার কাছে প্রেম নিবেদন করেন এবং তাঁদের মিলনের ফলে আমার জন্ম হয়। কিন্তু জানি না এ কাহিনী সত্য না মিথ্যা। আমার নাম হেলেন। আমার জীবনে যে সমস্যা নেমে আসে সে সমস্যার উৎপত্তি হয় এক বিশেষ ঘটনা থেকে। একবার আইডা পর্বতসংলগ্ন বনভূমির মাঝে প্যারিস গিয়েছিল কোন কাজে। অকস্মাৎ সেখানে এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তিনজন দেবী এসে উপস্থিত হন। তাঁরা হলেন হেরা, সাইপ্রিস ও জিয়াসের ঔরসজাত এক কুমারী। তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী তার বিচারের জন্য তাঁরা উপস্থিত হন প্যারিসের কাছে। সাইপ্রিস প্যারিসকে আমার রূপসৌন্দর্য দান করার প্রলোভন দেখায়। জানি না যে সৌন্দর্য এত দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে আনে তাকে আদৌ সৌন্দর্য বলা যায় কি না। সাইপ্রিস প্যারিসকে বলে, প্রতিযোগিতায় সে জয়লাভ করলে প্যারিস আমাকে স্ত্রী হিসাবে পাবে। এই কথা শুনে প্যারিস সাইপ্রিসকেই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীরূপে নির্বাচিত করে। প্যারিসও তারপর তার দেশ ছেড়ে আমার প্রেমলাভের জন্য স্পার্টায় আগমন করে। কিন্তু হেরা জয়লাভ করতে না পেরে রেগে যায়। প্রতিশোধগ্রহণ মানসে প্যারিসের প্রতি প্রদত্ত আমার সমস্ত প্রেম নস্যাৎ করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। সাইপ্রিস আমাকে পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারেনি প্যারিসকে। যেন আমার এক বায়বীয় মিথ্যা প্রতিমূর্তি গঠন করে তাই দেয় প্যারিসকে। প্যারিস অবশ্য ভেবেছিল সে আমাকেই লাভ করেছে। কিন্তু আসলে তা করেনি। সে যা ভেবেছিল তা ভুল। আর সেই ভুলের শাস্তিস্বরূপ জিয়াসের ইচ্ছায় কত বিপত্তি ও বিপর্যয়ই না একের পর এক নেমে

এসেছে আমাদের জীবনে। দেবরাজ জিয়াসের ইচ্ছায় সমগ্র গ্রীকদেশ ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ধরিত্রীমাতার বুকের উপর থেকে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার অনেক হ্রাস হয় আর সেই যুদ্ধে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে একিলিসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যুদ্ধরত দুই জাতির মধ্যে আমি ছিলাম, আমি অর্থে আমার নামমাত্র। আমারই নাম করে ট্রয়বাসীরা শক্তিলাভ করত বুকে ; আমাকেই পুরস্কার হিসাবে লক্ষ্য করে মরণপণ সংগ্রাম করে যেত গ্রীকরা। আমার অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি সে যুদ্ধে। কারণ জিয়াস স্বয়ং আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে হার্মিস ট্রয়দেশে আমার নকল প্রতিমূর্তি রেখে আমার আসল দেহটিকে দুর্নীরিক্ষ্য করে বাতাসে তুলে নিয়ে এদেশে নিয়ে এসে প্রোতিয়াসের রাজপ্রাসাদে রেখে দেয়। অন্যান্য সব মানুষ ও রাজাদের মধ্যে রাজা প্রোতিয়াসের আত্মসংযম সবচেয়ে বেশী বলেই হার্মিস এই প্রাসাদে রেখে দেয় আমাকে যাতে আমি আমার স্বামী মেনেলাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি চিরকাল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি অপহৃত হয়েছি দেখে আমার স্বামী এক সুবিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে ও রণতরী সাজিয়ে আমার অপহারকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ইলিয়াম নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে স্কামান্দার নদীর তীরবর্তী বিশাল প্রান্তরে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাতে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়। সে যুদ্ধে দেহটি আমার অক্ষত রয়ে গেলেও মনে মনে আমি এক নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে চলি। সকলে একবাক্যে আমায় অভিশাপ দেয়। বলে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সমস্ত গ্রীকদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে তুলেছি। তবু আমি আজও বেঁচে আছি কেন? কোন আশায় প্রাণ ধারণ করে আছি আমি? বেঁচে আছি, তার কারণ আমি হার্মিসের কাছে শুনেছি আমি সশরীরে ইলিয়ামের রাজপ্রাসাদে কখনো যাইনি। শুনেছি আমি আবার প্রসিদ্ধ স্পার্টা দেশে ফিরে গিয়ে মিলিত হব আমার স্বামীর সঙ্গে। শুনেছি আমি আর কারো স্ত্রী হিসাবে অঙ্কশায়িনী হব না। প্রোতিয়াস যতদিন জীবিত ছিল ততদিন আমি আমার দাম্পত্য শুচিতা ভালভাবেই অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু বর্তমানে তিনি মৃত্যুপুরীতে চলে যাওয়ায় তাঁর পুত্র আমাকে তার স্ত্রী হিসাবে কামনা করছে। কিন্তু তথাপি আমি আমার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত আছি আজও। আজ আমি প্রোতিয়াসের সমাধিস্তম্ভের বেদীমূলে অর্ঘ্য দান করে এই প্রার্থনা করছি যে তিনি যেন আমার সতীত্বকে

শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে চলেন। সারা গ্রীস দেশ জুড়ে আমার কলঙ্ক রটিত হলেও কোন কলুষ, কোন কলঙ্কের কালিমা যেন সত্যসত্যই আমার দেহকে কোন দিন স্পর্শ করতে না পারে।

(এমন সময় ট্রয়যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত এ্যাজাক্সের ভ্রাতা গ্রীকবীর টিউসার প্রবেশ করল। দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে সে সাইপ্রাসের পথে রওনা হয়েছিল। পথে মিশরে নেমে ভবিষ্যদ্বক্তা থিওনোর কাছে তার ভাগ্য গণনার জন্য তার কাছে যাচ্ছিল)

টিউসার। কে এই দেশের শাসনকর্তা? ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ এক বিরাট প্রাসাদ দেখছি। এর চারদিকে রাজকীয় জাঁকজমক. প্রাসাদটিকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে এক বিশাল দুর্গ। (সমাধিস্তম্ভের পাশে হেলেনকে দেখতে পেয়ে) একি দেখছি! হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ, কি দেখছি আমি? যে নারী আমার ও সমগ্র গ্রীসদেশের সর্বনাশ করেছে সেই নরঘাতিনী নারীর ঘৃণ্য মূর্তিটিকে আমি দেখছি আমার সামনে? যেই হও তুমি, যেহেতু তোমাকে দেখতে হেলেনের মত, দেবতাদের কাছে আমি প্রার্থনা করি তারা যেন তোমার উপর ঘৃণার গরল বর্ষণ করেন। আর আমি যদি বিদেশের ভূমিতে দাঁড়িয়ে না থাকতাম তাহলে এক অভ্রান্ত শরক্ষেপণের দ্বারা তোমাকে হত্যা করে জিয়াস-কন্যার সঙ্গে তোমার দেহগত সাদৃশ্যের উপযুক্ত প্রতিফল দান করতাম।

হেলেন। হে পথিক, তুমি যেই হও, কেন তুমি জিয়াসকন্যার কর্মের জন্য আমার প্রতি বিরূপ হয়ে চলে যাচ্ছ?

টিউসার। সত্যই বলেছ নারী, এভাবে আমার ক্রোধাবেগ প্রকাশ করা উচিত হয়নি। তবে মনে রেখো, সমগ্র গ্রীসদেশ জিয়াসকন্যাকে ঘৃণা করে। আমার অসংযত বাক্যব্যয়ের জন্য আমাকে ক্ষমা করো ভদ্রে।

হেলেন। তোমার নাম কি এবং কোন দেশ থেকে আসছ?

টিউসার। আমি হচ্ছি হতভাগ্য গ্রীকদের একজন।

হেলেন। তাহলে যদি তুমি হেলেনকে ঘৃণা করো তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু তুমি কে? তোমার বাড়ি কোন জায়গায় এবং তোমার পিতার নামই বা কি?

টিউসার। আমার নাম টিউসার। আমার পিতার নাম তেলামন এবং আমার জন্মভূমির নাম স্যালামিস।

হেলেন। তাহলে তুমি কেন নীলনদীর তীরবর্তী এ দেশে এলে?

টিউসার। আমি আমার স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি।

হেলেন। তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কে তোমায় বিতাড়িত করে ?

টিউসার। আমার পিতা তেলামনই আমাকে নির্বাসিত করেছেন।

হেলেন। কিন্তু কিজন্য ? নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

টিউসার। ট্রয়যুদ্ধে আমার ভ্রাতার মৃত্যুই হলো সে কারণ।

হেলেন। কিভাবে তার মৃত্যু ঘটে ? তোমার হাতে নয় নিশ্চয়।

টিউসার। না, এ্যাজাক্স তার নিজের তরবারির দ্বারা নিজেকেই হত্যা করে।

হেলেন। সে নিশ্চয় উন্মাদ হয়ে যায়। কারণ কোন স্বাভাবিক লোক একাজ করতে পারে না।

টিউসার। তুমি হয়ত পেলেউসপুত্র একিলিসের নাম শুনে থাকবে ?

হেলেন। হ্যাঁ, লোকে বলে সে নাকি হেলেনের অন্যতম প্রেমনিবেদনকারী ও পাণিপ্রার্থী ছিল।

টিউসার। তার মৃত্যুর পর তার বন্ধুরা তার অস্ত্রলাভের জন্য এক প্রতিযোগিতার অবতারণা করে।

হেলেন। কিন্তু তাতে এ্যাজাক্সের কি ক্ষতি হয় ?

টিউসার। অন্য লোকে সেই অস্ত্র লাভ করায় আত্মহত্যা করে এ্যাজাক্স।

হেলেন। তার জন্য এখন তুমি এই দুঃখ কেন করছ ?

টিউসার। হ্যাঁ, আমাকে তা করতেই হবে, কারণ আমিও তার সঙ্গে মরিনি।

হেলেন। তুমি তাহলে বিখ্যাত নগরী ইলিয়ামে গিয়েছিলে ?

টিউসার। হ্যাঁ, সে নগরীর ধ্বংসকার্যে আমার দেশবাসীদের সহায়তা করি। তার সঙ্গে নিজের জীবনেও সর্বনাশ ডেকে আনি।

হেলেন। ট্রয়নগরী তাহলে এখন ভস্মীভূত এবং সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ?

টিউসার। সে নগরীর প্রাচীর একদিন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল তারও কোন চিহ্ন নেই।

হেলেন। হায় হতভাগিনী হেলেন, তোমারই জন্য অসংখ্য ট্রয়বাসীর মৃত্যু ঘটল।

টিউসার। হতভাগ্য বহু গ্রীকেরও মৃত্যু হয়। হেলেন আমাদের বহু ক্ষতি করেছে।

হেলেন। কতদিন হলো ট্রয়নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে ?

টিউসার। সাত বছর হলো।

হেলেন। তুমি ট্রয়দেশে কতদিন ছিলে?

টিউসার। দশ বছরে যতদিন আছে।

হেলেন। আর সেই স্পার্টার রাণী, তাকে তোমরা বন্দী করতে পেরেছ?

টিউসার। হ্যাঁ, মেনেলাস তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেছে।

হেলেন। তুমি কি এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছ না কানে শুনেছ?

টিউসার। আমি যেমন তোমায় দেখছি তেমনি স্বচক্ষে দেখেছি সে দৃশ্য।

হেলেন। নিশ্চয় ঠিক তা নয়, ঈশ্বরের নামে বলছি। তোমার মনে হয়েছিল তুমি দেখছ।

টিউসার। অন্য কথা বল। হেলেনের কথা অনেক হয়েছে।

হেলেন। তুমি যা দেখেছিলে সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

টিউসার। বলছি আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি। যেমন তোমায় দেখছি।

হেলেন। মেনেলাস কি তার স্ত্রীকে তাহলে বাড়ি নিয়ে গেছে?

টিউসার। এখনো আর্গসে বা ইউরোতাস নদীর ধারে যেতে পারেননি।

হেলেন। তোমার কাহিনী সত্যিই দুঃখের। আমার শুনতে কষ্ট হচ্ছে।

টিউসার। লোকে বলে মেনেলাস নাকি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায়।

হেলেন। অন্যান্য গ্রীকরা রণতরীতে করে একসঙ্গে দেশে ফিরে যায়?

টিউসার। তারা একসঙ্গে রওনা হয়, কিন্তু পথে ঝড়ের প্রকোপে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পর থেকে।

হেলেন। কখন ঝড়ের কবলে পড়ে তারা? সমুদ্রের কোনখানে?

টিউসার। ঈজিয়ান সাগরের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায়।

হেলেন। তখন থেকে মেনেলাসের নিরাপত্তার কথা কেউ শোনেনি?

টিউসার। না, কেউ না। গ্রীসদেশে সবাই বলে তিনি মৃত।

হেলেন। (স্বগত) হায়, আমার সর্বনাশ হলো। সব শেষ হয়ে গেল। (টিউসারের প্রতি) বেস্টিয়াসের কন্যা এখনো জীবিত আছে জান?

টিউসার। লেডার কথা বলছ। তিনি মারা গেছেন।

হেলেন। হয়ত হেলেনের জন্যই লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেছে।

টিউসার। লোকে বলে ঠিক তাই। লজ্জায় তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

হেলেন। টিণ্ডারাসের পুত্ররা কি এখনো জীবিত আছে ?

টিউসার। সে সম্বন্ধে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে দেশে। একদল বলে জীবিত আছে আর একদল বলে নেই।

হেলেন। কোনটি সম্ভব বলে মনে হয় ? (স্বগত) হায়, কী দুঃখের কথা।

টিউসার। কেউ বলে হেলেনের ভাইরা দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে নক্ষত্ররূপে বিরাজ করছে আকাশে।

হেলেন। ভাল কথা, অন্য কাহিনী কি বলে ?

টিউসার। অন্য কাহিনীতে বলে তাদের ভগিনীর কলঙ্কের কথা শুনে লজ্জায় তারা ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করে। অনেক হয়েছে, আর আমি একথা বলে কাঁদতে চাই না। কিজন্য আমি এখানে এসেছি তাই বলছি। এই রাজপ্রাসাদে আমার আসার কারণ হলো থিওনোর কাছে আমার ভাগ্য গণনা। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে খুব ভাল হত। আমি জানতে চাই, সমুদ্রপরিবেষ্টিত সাইপ্রাস দ্বীপে যাবার জন্য কোনদিকে নিরাপদে আমি জাহাজ চালনা করতে পারি। এ্যাপোলো বলেছেন সেই দ্বীপে গিয়ে বসবাস করব এবং সেখানে আমার জন্মভূমির নাম অনুসারে এক নূতন নগর পত্তন করব।

হেলেন। শোন বন্ধু, তুমি ঠিক জায়গায়ই এসেছ। তবে আমার অনুরোধ তুমি এখান থেকে চলে যাও যাতে প্রোতিয়াসের পুত্র তোমায় দেখতে না পায়। প্রোতিয়াসপুত্রই বর্তমানে এ রাজ্যের শাসনকর্তা। এখন সে শিকারে গেছে। সে কোন গ্রীককে হাতের কাছে পেলেই তাকে হত্যা করে। কেন এ কাজ সে করে তা জানতে চেওনা। আমিও তোমাকে বলতে পারব না। তাতে তোমার কোন মঙ্গলই হবে না।

টিউসার। তোমার এই সতর্কবাণীর জন্য ধন্যবাদ হে ভদ্রে। প্রার্থনা করি তোমার এই সৎ পরামর্শের জন্য দেবতারা তোমায় যথোপযুক্ত পুরস্কার দান করবেন। তোমার দেহাবয়ব হেলেনের মত দেখতে হলেও তোমার মন তার মনের মত নয়। ধিক তাকে। সে যেন কোনদিন ইউরোতাস নদীতে উপনীত হতে না পারে। আর তুমি যেন চিরসুখী হও। (টিউসারের প্রস্থান)

হেলেন। আমি যদি এই দুঃসহ দুঃখের ভার সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদে ফেটে পড়ি তাহলে সে আর্তনাদ কী ভীষণ ও কর্ণবিদারক হয়ে উঠবে। আমি কিভাবে দেবী মিউজের কাছে প্রার্থনা করব ? অশ্রুপাত না শোকসঙ্গীতের

দ্বারা আবাহন করব তাঁকে? হায়, হে সাইরেনকুমারীরা, তোমরা পক্ষ ধারণ করে উড়ে এসে আমায় এই শোকবিলাপে সাহায্য করো। আমার দুঃখের সকরুণ আর্তনাদ শুনে অশ্রুপাত করতে করতে যে শোকসঙ্গীত গাইবে সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য লিবীয় পদ্মের বাঁশি ও বীণাযন্ত্র আনবে। এইভাবে দুঃখ ও শোকের দ্বারাই শোকদুঃখের সহানুভূতি প্রকাশ করতে হয়। আমি আশাকরি নরকের শোকদেবী পার্সিফোনে আমার এই শোকসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণপোষাক পরিহিত কিছুসংখ্যক প্রেতাত্মা পাঠিয়ে দেবে।

(বন্দিনী গ্রীকনারীদের গঠিত কোরাসদলের প্রবেশ)

কোরাসদল। উজ্জ্বল নীল জলে ভরা ঐ হ্রদের ধারে লম্বা লম্বা ঘাস আর ঝোপের উপর আমি যখন আমার নীল রঙের পোষাক শুকোতে দিচ্ছিলাম তখন আমি এক সকরুণ আর্তনাদ শুনতে পাই। সে আর্তনাদের ধ্বনি নাইয়াদ জলপরীর আর্তনাদের মতই মর্মবিদারক। একবার প্যানের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে নাইয়াদের এক জলপরী দুঃখে ও বেদনায় ছটফট করতে করতে আর্তনাদ করতে থাকে সকরুণ স্বরে। আর তার সেই আর্তনাদের ক্রমবিলীয়মান ধ্বনি পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার প্রতিটি কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

হেলেন। হায়, হে গ্রীক রমণীগণ, বিদেশীরা তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে জোর করে। জনৈক গ্রীক নাবিক এসে আমার দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার জন্য ট্রয়নগরী আজ ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত। আমি নরঘাতিনী, আমার ধ্বংসাত্মক নাম শুনে লোকে ঘৃণায় মুখ ফেরায়। আমার কলঙ্কের কথা শুনে লজ্জায় আমার মাতা লেডা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। আমার স্বামী সমুদ্রবক্ষে বাত্যাতাড়িত অবস্থায় সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে কোথায় সলিল-সমাধি লাভ করেছেন। তার উপর দেশের গৌরবস্বরূপ আমার ভ্রাতারা পরলোকগমন করেছে। নলখাগড়া বনে ভরা ইউরোতাস নদীবিধৌত যে বিশাল প্রান্তরে তারা যৌবনে একদিন দেহচর্চা করত এবং যে প্রান্তর একদিন তাদের বেগবান অশ্বক্ষুরশব্দে নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত তাদের মৃত্যুতে সে প্রান্তর আজ শূন্য ও নীরব হয়ে আছে।

কোরাস। হায় হায়! তোমার আবার দুঃখ কি, কোন দেবতা তোমার জন্য দুঃখ নিয়ে এল? তুমি যে-সে নও, দেবতার ঔরসজাত তুমি। একবার দেবরাজ জিয়াস আকাশ থেকে সহসা তুষারশুভ্র বনহংসের রূপ ধারণ করে মর্ত্যভূমিতে নেমে এসে তোমার মাতার গর্ভে তোমার জন্ম দান করেন। কিন্তু

তুমি দেবকন্যা হলেও এমন কোন দুঃখবেদনা নেই যা তোমাকে সহ্য করতে হয়নি। তোমার মাতা পরলোকগত, তোমার যমজ ভ্রাতারা দুঃখে দিন যাপন করছে। তুমি তোমার জন্মভূমি দেখতে পাচ্ছ না। তোমার স্বামীর দেশে তোমার এই কলঙ্ক রটেছে যে তুমি বিদেশীকে ভালবেসে দেশত্যাগ করে চলে গেছ। আর তোমার স্বামী লবণাক্ত সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। তোমার পিতৃগৃহকে কোনদিন তোমার উপস্থিতির দ্বারা আনন্দমুখর করে তুলতে পারবে না, স্পার্টার কোন মন্দিরচত্বরে কোনদিন পদার্পণ করতে পারবে না।

হেলেন। ফার্জিয়া অথবা গ্রীসের সে কোন লোক যে প্রথমে একটি পাইন গাছকে ভূপাতিত করে পোত নির্মাণের জন্য, যে পোত একদিন সারা ইলিয়াম নগরীর চোখে জল নিয়ে আসে। প্রিয়ামপুত্র সেই ভূপাতিত পাইন গাছের সাহায্যে একটি অর্ণবপোত নির্মাণ করে আমার সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ হয়ে আমার প্রেমলাভের জন্য আমাদের প্রাসাদে এসে ওঠে। তার সঙ্গে ছিল নরঘাতিনী ভয়ঙ্করী দেবী সাইপ্রিস যিনি সারা গ্রীকদেশে নিয়ে আসেন মৃত্যুসম এক বিরাট অভিশাপ। আজ আমার নিজের দুর্ভাগ্যে চোখে জল আসছে আমার। কিন্তু আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য হেরা দায়ী। জিয়াসের শয্যাসঙ্গিনী হেরাই আমার কাছে মায়ার গর্ভজাত পুত্রকে পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে। আমি তখন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল তুলছিলাম। টাটকা ফুলে ভরা ছিল আমার হাত। সে ফুল নিয়ে আমি মন্দিরে পূজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এমন সময় হার্মিস আমাকে দেখে বাতাসে উঠিয়ে নিয়ে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই দুঃখের রাজ্যে আমাকে নিয়ে আসেন। অথচ আমারই জন্য গ্রীস ও ট্রয়দেশের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ বাধে। সাইময় নদীর তীরবর্তী রাজ্যগুলিতে আমার নাম কলঙ্কিত হয়। কিন্তু আসলে সে কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

কোরাস। জানি অনেক দুঃখ পেয়েছ। তবে জীবনে আমাদের এমন কিছু দুঃখ আছে যা সহজভাবে মেনে নেওয়াই উচিত।

হেলেন। হে গ্রীক রমণীগণ, আমি জানি না ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি আছে। আমার মাতা কি আমাকে এক জীবন্ত দানবীরূপে প্রসব করেন? লেডা যেভাবে একটি সাদা ডিম্বরূপে আমায় প্রসব করে সেইভাবে কোন সাদা ডিম্ব প্রসবের জন্য নিশ্চয় কোন গ্রীক বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের রমণী প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করেনি। সত্যিই আমার সারা জীবন দানবিকতায় ভরা। হেরার দোষে ও আমার মোহপ্রদার রূপসৌন্দর্যের অপরাধে আমার জীবনে

যা ঘটে গেছে তা কোন দানব-দানবীর জীবনেও ঘটে না। আমার ইচ্ছা হয় কোন শিল্পীর মত আমার মুখের সব সৌন্দর্য মুছে দিয়ে আমার মুখখানাকে নূতন করে কুৎসিতভাবে গড়ে তুলি। আমার ইচ্ছা জাগে, গ্রীকরা যেন আমার সম্বন্ধে সব মন্দ কথা ভুলে গিয়ে শুধু ভাল কথা ভাবুক। দেবতারা যখন কোন মানুষের কাছ থেকে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি কেড়ে নেন তখন সে ঘটনা দুঃখজনক হলেও তা সহ্য করা যায়। কিন্তু আমার ব্যাপারটি ভিন্ন। এখানে আরো অনেক ঘটনা এসে যুক্ত হয়েছে। প্রথম কথা হলো আমার সুনাম নষ্ট হয়ে গেছে, যদিও আমি নিজে কোন অন্যায় করিনি। অন্যায়কারী অবশ্যই শাস্তি পাক। কিন্তু যে অন্যায় আমি করিনি তার জন্য শাস্তিভোগ করার মত দুঃখজনক ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হলো দেবতারা আমাকে আমার দেশ থেকে আমায় ছিন্নমূল করে আত্মীয়স্বজন হতে বহু দূরে এই বিদেশে ক্রীতদাসীর মত রেখে দিয়েছেন। অথচ আমাদের দেশে দাসত্ব বলে কোন জিনিসই নেই। তবু এতদিন একটিমাত্র আশার নোঙরে আমার ভগ্ন জীবনতরীটিকে বেঁধে রেখেছিলাম। আশা ছিল আমার স্বামী একদিন এখানে এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সে আশাও এখন ব্যর্থ হলো। কারণ তিনি মৃত; তিনি আর ইহজগতে নেই। আমি নিজের হাতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমার মাতাকে আমি হত্যা করেছি; তাঁর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। তারপর আমার কন্যা যে একদিন আমাদের সারা বংশের আনন্দ ও গর্বের বস্তু ছিল আজ সে যৌবনে পদার্পণ করেছে। কিন্তু এখনো তার বিবাহের ব্যবস্থা হয়নি। জিয়াসের পুত্র হিসাবে অভিহিত আমার দুই ভাইও আজ আর বেঁচে নেই। সবদিক দিয়ে আমার ভাগ্য মন্দ। সবচেয়ে যা আমাকে এখন আঘাত দিচ্ছে বেদনা দিচ্ছে তা কিন্তু আমার কৃতকর্ম নয়, তা হলো বিনা দোষে ভোগ করা এই শাস্তি। তার উপর আর একটা শেষ আঘাতের কথা হলো এই যে আজ যদি কোন রকমে আমি দেশে ফিরি তাহলে দেশের লোক আমাকে ভুল বুঝে বন্দী করবে কারণ তারা ভাববে আমি মেনেলাসের সঙ্গে ফিরলেও আমি আসলে ট্রয় হতে প্রত্যাগত কলঙ্কিনী ও অপরাধিনী হেলেন। আজ যদি আমার স্বামী বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি তাঁকে আমার সততা ও সতীত্বের এমন সব অভ্রান্ত চিহ্ন দেখাতে পারতাম যা দেখে তিনি স্বীকার করতেন ও সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়, কারণ তিনি আর ফিরে

আসবেন না কোনদিন। তবে কেন আমি বেঁচে আছি? তবে আমার জীবনে কি আশা আছে? আমার এই দুঃখ দুর্দশা হতে মুক্তিলাভের জন্য কোন বিদেশীকে বিবাহ করে ঐশ্বর্য ভোগ করব? তা পারব না, কারণ কোন নারী যদি তার স্বামীকে ঘৃণা করে তাহলে সে তার নিজের দেহটাকেও ঘৃণা না করে পারে না। স্থতরাং আমার এই ঘৃণ্য বিবাহিত জীবনে আমি স্থখী হব না। তার থেকে মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু লজ্জাজনকভাবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মরব না। কোন ক্রীতদাসের পক্ষেও এ মৃত্যু অপমানজনক। তার থেকে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু অনেক ভাল। এক মুহূর্তেই এই দুঃসহ জীবন থেকে পাব আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। আমি এখন দুঃখের এক অতল গর্ভে উপনীত হয়েছি। কোন পথ নেই। কোন উপায় নেই। যে সৌন্দর্য যে রূপলাবণ্য কত নরনারীর জীবনে স্থখ দেয় সমৃদ্ধি দেয়, শান্তি দেয়, সেই সৌন্দর্য আমার জীবনে এনেছে এক সর্বনাশা অভিশাপ।

কোরাস। শোন হেলেন, যে লোকটি এখানে এসেছিল সে যেই হোক, তার সব কথা তুমি বিশ্বাস করো না।

হেলেন। সে ত স্পষ্ট করেই আমার স্বামীর মৃত্যুর কথা বলে।

কোরাস। লোকে যা বলে তা সব সত্য হয় না সব সময়।

হেলেন। অনেক সময় লোকে যা বলে তা সত্য হয়।

কোরাস। তুমি দেখছি আনন্দের পরিবর্তে দুঃখকেই বেশী করে চাও।

হেলেন। কারণ ভয় টেনে নিয়ে গেছে তার কবলে।

কোরাস। এই প্রাসাদে কোন স্থবিচার বা দয়া তুমি পেতে পার?

হেলেন) একমাত্র আমার প্রণয়প্রার্থী ছাড়া এ প্রাসাদের সকলেই আমার বন্ধু।

কোরাস। এখন তুমি এই সমাধিস্তম্ভে আর বসে থেকো না।

হেলেন। তাহলে কি করতে বল আমায়?

কোরাস। তুমি এখন প্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়ে নেরেউদ নাম্নী জলপরীর গর্ভজাত কন্যা থিওনোর কাছে যাও। থিওনো ভূত ভবিষ্যৎ সবকিছু জানে। সবকিছু বলে দিতে পারে। তুমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো তোমার স্বামী বেঁচে আছেন কি না। সে যা বলবে, ঘটনার গতি যেদিকে যাবে সেই-ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে তোমার জীবন। কোন বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ না

করে সে বিষয়ে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। আমার পরামর্শমত কাজ করো। এই সমাধিস্তম্ভ ছেড়ে ভিতরে চলে যাও। সেই কুমারী সব কিছু বলে দেবে তোমায়। বাড়ির ভিতর যখন ভবিষ্যদ্বক্তা রয়েছে তবে তুমি ভাবছ কেন? আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তার সব কথা শুনব। বিপদকালে নারীদের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা।

হেলেন। তোমার পরামর্শ আমি গ্রহণ করলাম বন্ধু। চল ভিতরে যাই। আমার ভাগ্যে কি আছে তা জানিগে।

কোরাস। তুমি গিয়ে আমাকে ডাকবে। আমি তাহলে যাব।

হেলেন। হায়, কী অভিশপ্ত দিন আমার! দুঃখের কাহিনী শুনে চোখের জল ফেলে আর কি হবে?

কোরাস। দুঃখের কথা আগে হতেই সত্য বলে ধরে নিও না। না জেনে কান্নাকাটি করো না।

হেলেন। আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন? তাঁর চোখে আজও কি আলো আছে আর সেই আলোয় তিনি কি আজও সূর্যের রথ এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি দেখতে পাচ্ছেন অথবা অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে গিয়ে চিরশান্তি লাভ করছেন?

কোরাস। ভাগ্যে যাই থাক, তোমাকে সব সময় ভালর আশাই করে যেতে হবে।

হেলেন। তরঙ্গায়িত জলজ আগাছাপূর্ণ হে স্বচ্ছতোয়া ইউরোতাস নদী, তোমাকে আজ আমি ডাকছি। তোমার নাম আমার মুখে আসছে। বল, আমার স্বামী বেঁচে আছেন কি না। কেন আমি একথা বলছি উন্মাদের মত তা জান? কারণ আমি ভেবে পাচ্ছি না গলায় দড়ি দিয়ে অথবা ছুরিকাঘাতে কিভাবে আমি আমার দেহের বন্ধন থেকে প্রাণকে মুক্ত করব। যে তিন দেবী আর প্রিয়ামপুত্র প্যারিসএর দ্বারা আমার জীবনে সর্বনাশ ঘটে তাদের উদ্দেশ্যেই আমি আমার এই ঘৃণিত জীবন উৎসর্গ করব।

কোরাস। আমার অনুরোধ তা করো না। আমার বিশ্বাস দুঃখের মেঘ কেটে যাবেই। মঙ্গল হবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে।

হেলেন। হে হতভাগ্য ট্রয়, তুমি একজনের জঘন্য কুকর্মের জন্য বিধ্বস্ত। কী কষ্টই না তোমাকে ভোগ করতে হয়েছে। সাইপ্রিস আমার জীবনে এনেছে শুধু রক্ত আর নরহত্যা, দুঃখের উপর দুঃখ, বেদনার উপর বেদনা আর এনেছে অমিত অশেষ অশ্রুপাত। কত মাতা তাদের পুত্রকে হারিয়েছে। 'কত কুমারী

তাদের মৃত ভ্রাতাদের শোকে তাদের মাথার সুন্দর সুন্দর কেশপাশ কর্তন করেছে। স্কামান্দার নদীর তীরবর্তী ফার্জিয়ার প্রান্তরে কত মৃতদেহ স্তূপাকৃত হয়েছে। আর কত নিদারুণ শোকের আর্ত বিলাপে সমগ্র গ্রীসের আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কত শোকসন্তপ্ত মানুষ করাঘাত করছে প্রতিনিয়ত, নখ দ্বারা সুন্দর গণ্ডত্বক ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত করে তুলেছে।

হে কুমারী ক্যালিস্টো, এ্যালেভিতে তুমি এতকাল সুখেই বসবাস করতে। কিন্তু জিয়াস তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে চতুষ্পদ জন্তুতে পরিণত করে তোমার সঙ্গে সঙ্গম করেন। তুমি হয়ে ওঠ ভয়ঙ্কর এক সিংহী। তবু সে দুঃখ তুমি সব ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হয়ে ওঠ। তুমি আমার থেকে সুখী। টিটান কন্যা মেরপের যে রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন আর্তেমিস তাকে নৃত্যসভা হতে সরিয়ে নিয়ে বনহরিণীতে রূপান্তরিত করেন সেই মেরপও আমার থেকে সুখী। একমাত্র আমার সৌন্দর্যই সারা পৃথিবীর মধ্যে এত ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। এ সৌন্দর্য ট্রয়দেশে নিয়ে আসে ধ্বংস আর গ্রাসে নিয়ে আসে অসংখ্য মৃত্যু।

(হেলেন ও কোরাসের প্রস্থান)

ভগ্নপোতনাবিকবেশী মেনেলাসের প্রবেশ

মেনেলাস। হে আমার পিতামহ পেলপ, যেদিন পিসায় চতুরাশ্ব সংযোজিত এক রথ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলে সেদিন যদি তোমার প্রাণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হতে তাহলে তুমি আর আমার পিতার জন্ম দান করতে পারতে না। আমার পিতা আত্রেউস এরোপ নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করে দুইটি পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন। তারা হলো প্রসিদ্ধ দুই ভ্রাতা—এ্যাগামেনন ও মেনেলাস। আমার মনে হয় আমি ট্রয় যুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করেছিলাম তা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশাল বাহিনী। অবশ্য এজন্য এখানে বড়াই করছি না। আমি গ্রীস দেশের রাজা হলেও জোর করে কখনো দেশ শাসন করিনি। দেশের যুবক সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় আমার শাসন মেনে চলত। দেশের যারা ট্রয়যুদ্ধে আমার সঙ্গে যোগদান করেছিল সেই সব যোদ্ধার আজ অনেকেই জীবিত নেই। যারা কোন রকমে সব ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে দেশে ফিরেছে তারা মৃত ব্যক্তিদের কথা দেশবাসীকে জানাবে। ট্রয়নগরী বিধ্বস্ত করার পর আমি প্রত্যাবর্তনপথে লবণাক্ত সমুদ্রবক্ষে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করেছি। যদিও আমি গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, তথাপি আমি হয়ত কোনদিনই

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারব না। একবার আমার দেশের উপকূলের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বাতাসের প্রবল আঘাতে দূরে চলে যায় আমার জাহাজ। তারপর থেকে আর কোন অনুকূল বাতাস পাইনি। তারপর আমার জাহাজ ডুবে যায়, আমার বন্ধু ও সহচরেরা প্রাণ হারায়। স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমি এই দেশের কূলে এসে উঠি। প্রবল তরঙ্গাঘাতে আমার জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে স্রোতে ভেসে চলে যায়। একমাত্র আমি ও হেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁচে গিয়ে এই কূলে এসে উঠি। হেলেনকে আমি ট্রয় থেকে ধরে নিয়ে আসি। এ দেশের নাম কি তা জানি না। আমার এই দুর্দশায় আমি এমনই লজ্জিত যে আমি এদেশের কোন মানুষকে প্রশ্ন করে কোন কথা জানতে পারছি না। কোন মহান ব্যক্তি যিনি কখনো দুঃখকষ্ট সহ্য করেননি জীবনে তিনি যদি এই ধরনের শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে পড়েন তাহলে তাঁর দুঃখ সাধারণ কষ্টসহিষ্ণু মানুষের থেকে অনেক বেশী হয়। আমার এখন খাদ্য নেই, পোষাক নেই। যে ছিন্নবস্ত্র কোনরকমে উদ্ধার করেছি সমুদ্র থেকে সেই বস্ত্রে আচ্ছাদিত করেছি আমার দেহ। যে পোষাক আমি আগে পরতাম সেই রাজকীয় সুন্দর উজ্জ্বল পোষাক সব সমুদ্রগর্ভে চলে গেছে। যে নারী আমার সকল দুঃখকষ্টের মূল সেই নারীকে এক পর্বতগুহায় রেখে এসেছি। আমার যে সব সহচর জীবিত আছে তাদের প্রহরাকার্যে নিযুক্ত করে এসেছি। আমি এখানে এসেছি আমাদের ভরণপোষণনিমিত্ত কিছু সাহায্যের আশায়। দুর্গবেষ্টিত এই বিশাল রাজকীয় প্রাসাদ দেখে সাহায্যের প্রত্যাশায় এখানেই এসেছি। ভগ্নপোত নাবিকেরা দরিদ্রের কুটিরে যায় না ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায়, যায় ধনীর প্রাসাদে। (এগিয়ে গিয়ে প্রাসাদদ্বারে করাঘাত করল) কই কে আছ, শোন আমার কথা, শুনে গিয়ে ভিতরে মালিককে জানাও। (দ্বার অর্ধ উন্মুক্ত হলো এবং জনৈক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ ভাষায় মেনেলাসের কথার প্রত্যুত্তর দিল)

বৃদ্ধা। কে ওখানে? এখনি এ বাড়ি হতে চলে যাও। এই প্রাসাদের দরজায় অথবা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার কোন মঙ্গলই হবে না। চলে না গেলে তোমাকে হত্যা করা হবে, যেহেতু তুমি একজন গ্রীক। এখানে কোন গ্রীকের স্থান নেই।

মেনেলাস। দয়া করে আস্তে কথা বল। তোমার কথা ভাল এবং আমি তা মেনে চলব। কিন্তু জোরে কোন কথা বলো না।

বৃদ্ধা। চলে যাও বিদেশী। আমার কাজই হলো এ বাড়ির কোন দিক দিয়ে

কোন গ্রীককে ঢুকতে না দেওয়া।

মেনেলাস। আমাকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিও না।

বৃদ্ধা। দেব কারণ তুমি আমার কথা শুনছ না। এটা তোমারই দোষ।

মেনে। ভিতরে গিয়ে তুমি তোমার মালিকদের আমার কথা জানাও।

বৃদ্ধা। সেকথা তাদের পক্ষে মোটেই সুখদায়ক হবে না। খুবই তিক্ত শোনাবে সে কথা।

মেনে। আমি এক ভগ্নপোত নাবিক, বিদেশী। এ ধরনের লোকদের কেউ কোন ক্ষতি করে না।

বৃদ্ধা। অন্য কোন বাড়িতে চলে যাও।

মেনে। না, আমি ভিতরে যাবই। তোমাকে যা বলি তাই করো।

বৃদ্ধা। তুমি একটি আস্ত বোকা। তোমাকে বার করে দেওয়া হবে।

মেনে। আমি যে সব সুপ্রসিদ্ধ সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলাম তা কোথায় গেল?

বৃদ্ধা। বাইরে তুমি বড় বীর হতে পার; কিন্তু এখানে তোমার কোন দাম নেই।

মেনে। হে ভগবান, আমি কি এই তিরস্কারের যোগ্য?

বৃদ্ধা। তোমার চোখে জল কেন? তোমাকে দয়া করার কি কেউ নেই?

মেনে। অতীতের সুখ ও সৌভাগ্যের কথা মনে করে চোখে জল আসছে।

বৃদ্ধা। তাহলে তোমার বন্ধুদের কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলগে।

মেনে। এটা কোন দেশ? এটা কার প্রাসাদ?

বৃদ্ধা। এটা প্রোতিয়াসের প্রাসাদ। মিশর এ দেশের নাম।

মেনে। মিশর, হা ভগবান! কোন দেশে এসে আমি উঠলাম!

বৃদ্ধা। নীল নদের তীরের এই উজ্জ্বল সুন্দর দেশ তোমার কি ক্ষতি করল?

মেনে। এ দেশের কোন দোষ নেই, দোষ আমার ভাগ্যের।

বৃদ্ধা। ভাগ্য অনেকেরই খারাপ হয়। তুমি একা নও।

মেনে। তোমাদের রাজা কি এখন বাড়িতে আছেন?

বৃদ্ধা। তিনি এখন তাঁর সমাধিস্তম্ভের ভিতরে। তাঁর পুত্র এখন এদেশের শাসনকর্তা।

মেনে। তিনি এখন বাইরে না বাড়ির ভিতরে?

বৃদ্ধা। তিনি এখন বাইরে। তবে ভয়ঙ্করভাবে গ্রীকদের ঘৃণা করেন।

মেনে। তার কারণ কি? আমার সঙ্গেই বা তার সম্বন্ধ কি?

বৃদ্ধা। জিয়াসকন্যা হেলেন এই বাড়িতে আছে।

মেনে। কি বললে? আর একবার বল।

বৃদ্ধা। টিণ্ডারাসের কন্যা, আগে যে স্পার্টায় থাকত।

মেনে। কোথা হতে সে আসে? (স্বগত) এ সবের অর্থ কি?

বৃদ্ধা। সে আসে ল্যাসিডীমনের দেশ থেকে।

মেনে। কখন? (স্বগত) গুহা থেকে পালিয়ে আসেনি ত!

বৃদ্ধা। শোন বিদেশী, সে আসে ট্রয়যুদ্ধের আগে। এবার যাও। ভিতরে এমন সব ঘটনা ঘটছে যাতে রাজবাড়ির শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তুমি অসময়ে এসেছ। কারণ রাজার সঙ্গে তোমার দেখা হলেই তোমার মৃত্যু ঘটবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রীকদের পছন্দ করলেও রাজার ভয়ে আমাকে রূঢ় কথা বলতে হয় তাদের সঙ্গে। (প্রস্থান)

মেনে। এখন আমি কি ভাবি বা বলি? এত বিপদের পর আমি আবার আমার এক নূতন বিপদের কথা শুনলাম। আমি ট্রয় থেকে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পর্বতগুহার অভ্যন্তরে নিরাপদে রেখে এসেছি। কিন্তু এক বৃদ্ধা এসে বলল আমার স্ত্রী এই বাড়িতে বাস করছে। তারপর বৃদ্ধা বলল আমার স্ত্রী নাকি জিয়াসের কন্যা। তবে কি এই নীল নদের দেশে জিয়াস বলে কোন লোক আছে? আমরা জানি জিয়াস ত একজনই আছেন আর তিনি স্বর্গে বাস করেন। আর স্পার্টা? ইউরোতাস নদীবিধৌত স্পার্টা ছাড়া পৃথিবীতে আবার কোথাও স্পার্টা আছে নাকি? তারপর টিণ্ডারাস নামেও ত একজন লোকই আছে আমরা যতদূর জানি। ল্যাসিডীমন নামেও কি অন্য এক দেশ আছে? আছে অন্য ট্রয়? আমি ত কিছু বলতে বা বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে। এই বিরাট পৃথিবীতে একই নামে অভিহিত অনেক নরনারী ও নগর আছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর সামান্য এক ভৃত্যের ভীতি প্রদর্শনে আমি পালিয়ে যাব না এখান থেকে। এমন কোন বর্বর লোক নেই যে আমার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করবে। তাছাড়া আমি নিজের হাতে ট্রয়নগরে আগুন জ্বালিয়েছি এবং ট্রয়নগরী ভস্মীভূত করা এক বিশ্ববিশ্রুত বীরত্বের কাজ। এ কাজের জন্য আমার নাম পৃথিবীতে কারো অজানা নেই। আমিই সেই বিখ্যাত মেনেলাস। সুতরাং আমি গৃহস্বামীর জন্য অপেক্ষা করব। যদি বুঝি তিনি নিষ্ঠুর আমার প্রতি তা হলে আমি ফিরে যাব আমার গুহায় আর যদি দেখি তিনি সদয়

আমার প্রতি তাহলে খাদ্য চাইব। আমার বর্তমান দুরবস্থায় সাহায্য চাইব। এইটাই হলো আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় আঘাত। আমি নিজে রাজা হয়ে অন্য এক রাজার কাছে খাদ্য চাইতে হচ্ছে। তবে প্রয়োজন মানুষকে অনেক কিছু করতেই বাধ্য করে। এটা আমার কথা নয়, শাস্ত্রবাক্য। প্রয়োজনের থেকে বেশী শক্তি আর কোন কিছুর নেই। (প্রস্থান)

কোরাসের প্রবেশ

কোরাস। আমি সেই কুমারীর ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট নিজের কানে শুনেছি। সে বলেছে মেনেলাস এখনো পর্যন্ত নরকের অন্ধকার গহ্বরে যায়নি। এখনো সে সমুদ্রবক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁচার জন্য লড়াই করছে। এখনো পর্যন্ত সে তার স্বদেশে ফিরে যেতে পারেনি। ট্রয় থেকে রওনা হবার পর তার জাহাজডুবি হয়। আর তখন থেকে সে বিভিন্ন দেশের উপকূলে নামে।

হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। আবার আমি এই সমাধিস্তম্ভে ফিরে এলাম। থিওনোর কাছ থেকে আমি বেশ আশাপ্রদ কথাই শুনেছি। সে সব কিছুই জানে। সে বলেছে, আমার স্বামী এখনো জীবিত আছে। যদিও সে ভগ্নপোতনাবিকের বেশে বহু জায়গায় গৃহহারা ও নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে তথাপি তার সব দুঃখের অবসান হয়েছে এবং শীঘ্রই সে এখানে আসবে। তবে একটা জিনিস সে বলেনি—আমার স্বামী এখানে নিরাপদে আসবে কি না। আমার স্বামী জীবিত আছে শুনে আমি এতদূর আনন্দিত হয়েছিলাম যে সেকথা আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি। সে আরও বলেছে আমার স্বামী কিছুসংখ্যক সহচর-সহ এই দেশের উপকূলে উঠে এই দেশের কোথাও আছে। কখন সে আসবে? হে আমার স্বামী, আমি তোমাকে দেখতে চাই।

(পিছন থেকে মেনেলাসের আবির্ভাব হতেই হেলেন ভীত হয়ে পড়ল। সে ভাবল থিওক্লাইমেনাসের কোন লোক তাকে ধরতে এসেছে)

কে? বুঝেছি, নিশ্চয় প্রোতিয়াসের দুষ্ট পুত্রের কোন লোক গোপনে লুকিয়ে ছিল। আমাকে কোন প্রতিযোগী অশ্বের মত দ্রুতবেগে স্মৃতিস্তম্ভের কাছে পালাতে হবে। এই বর্বর লোকটা আমাকে ধরতে চাইছে।

মেনে। তুমি সমাধিসংলগ্ন যজ্ঞবেদীমূলে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছ। কিন্তু থাম, যেও না। আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমাকে বিস্মিত করে তুলেছ। (হেলেনের হাত ধরল)

হেলেন। দেখ রমণীরা, এটা অন্যায়। এই লোকটা আমার সমাধির কাছে যেতে দিচ্ছে না। ধরে রেখেছে। ও ঠিক আমাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাবে। আমি কিছুতেই রাজার স্ত্রী হব না।

মেনে। আমি চোর বা দুষ্ট লোকের সহায়ক নই।

হেলেন। কিন্তু তোমার পোষাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি শয়তান।

মেনে। তুমি থাম, শান্ত হও, ভয় দূর করো।

হেলেন। (সমাধি স্পর্শ করে) হ্যাঁ, এবার আমি থামব, কারণ আমি এখন সমাধিস্তম্ভ ধরে আছি।

মেনে। কে তুমি? আমি কার মুখ দেখছি!

হেলেন। আর তুমিই বা কে? আমারও একই কথা জানতে ইচ্ছা করছে।

মেনে। দুটি মুখের এমন সাদৃশ্য আমি আর কোথাও দেখিনি।

হেলেন। হে ঈশ্বর—দুটি বন্ধুর যেখানে মিলন ঈশ্বর সেখানেই বিরাজ করেন।

মেনে। তুমি কি গ্রীক রমণী না এদেশের কোন নারী?

হেলেন। আমি গ্রীক রমণী। কিন্তু তুমি কোন দেশের লোক জানতে চাই।

মেনে। হে নারী, তোমাকে দেখতে হেলেনের মত মনে হচ্ছে।

হেলেন। তোমাকেও মেনেলাসের মত দেখাচ্ছে।

মেনে। তুমি ঠিকই বলেছ। আমিই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি।

হেলেন। এতদিন পরে তোমার স্ত্রীর কোলে ফিরে এসেছ?

মেনে। আমার স্ত্রী? আমার পোষাকে হাত দিও না।

হেলেন। হ্যাঁ তোমার স্ত্রী, টিণ্ডারাস একদিন যাকে তোমায় দান করেছিল।

মেনে। হে নরকের রাণী হিকেট, এই অতিপ্রাকৃত দৃশ্য আমার যেন কোন ক্ষতি না করে।

হেলেন। যে আমাকে তুমি দেখছ সে আমি কিন্তু ভূত নই। রাণী হিকেটের দাসী নই।

মেনে। আমিও কিন্তু একটা লোক—দুটি স্ত্রীর স্বামী নই।

হেলেন। আর কোন স্ত্রীর স্বামী তুমি?

মেনে। যাকে ট্রয় থেকে উদ্ধার করে এনে পর্বতগুহায় রেখে এসেছি।

হেলেন। আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন স্ত্রী থাকতে পারে না।

মেনে। মনে হচ্ছে আমার মন শক্ত থাকলেও চোখটা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

হেলেন। আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না তোমার স্ত্রীকে দেখছ তুমি?

মেনে। দেখতে এক। তবু মন মানছে না।

হেলেন। শুধু দেখতে? আর কি প্রমাণ তুমি চাও? তোমার কি কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই?

মেনে। অবশ্য তুমি তার মতই দেখতে। সেটা আমি অস্বীকার করতে পারি না।

হেলেন। তোমার আপন চোখের দৃষ্টির মত বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

মেনে। সে দৃষ্টি নিশ্চয় আমাকে বিভ্রান্ত করছে। কারণ আমার অন্য এক স্ত্রী আছে।

হেলেন। আমি কখনো ট্রয়ে যাইনি। গিয়েছিল শুধু আমার এক ছায়া-শরীর।

মেনে। কিন্তু ছায়াশরীর কি করে এমন জীবন্ত রূপ ধারণ করতে পারে?

হেলেন। তুমি যে স্ত্রীর কথা বলছ তা দেবতার হাতে গড়া এক বায়বীয় মূর্তি।

মেনে। কোন সে দেবতা? তুমি যা বলছ তা খুবই আশ্চর্যের।

হেলেন। হেরা। প্যারিস যখন আমাকে ধরতে আসে তখন হেরা আমার সেই প্রতিমূর্তি গড়ে।

মেনে। কি করে তুমি একই সঙ্গে ট্রয়ে ও এখানে থাকতে পার?

হেলেন। আমি তা পারি না। তবে আমার নাম বিভিন্ন দেশে চলতে পারে।

মেনে। আমাকে যেতে দাও। আমি খুব দুঃখের সঙ্গেই এখানে আসি।

হেলেন। তুমি আমাকে ছেড়ে তোমার সেই অলীক স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে যাবে?

মেনে। হ্যাঁ তাই যাব, কারণ তুমি হেলেনের মত দেখতে, আসল হেলেন নয়। বিদায়।

হেলেন। আবার আমার সর্বনাশ হলো। আমার স্বামীকে পেয়েও রাখতে পারলাম না।

মেনে। ট্রয়ে আমি কি কষ্ট ভোগ করেছি আমি তা জানি। তুমি তা বুঝবে না।

হেলেন। হায়, হায়! আমার থেকে দুঃখী আর কে ছিল? আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমায় ত্যাগ করেছে। আর আমি কখনো গ্রীসে অথবা আমার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারব না। (মেনেলাসের প্রস্থান। কিন্তু মঞ্চ থেকে বার হতে না হতে তার একজন সহচর দূত হিসাবে তার পথরোধ করল)

দূত। অবশেষে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। এ দেশের সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছি আমি। আপনার সহচরেরা আমায় পাঠিয়ে দিল আপনার কাছে।

মেনে। কি ব্যাপার? এ দেশের লোক কি কিছু চুরি করেছে?

দূত। এটা এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। কথার থেকে সত্য কত আশ্চর্যজনক?

মেনে। আমাকে বল সব কথা। তোমার উত্তেজনা দেখে মনে হচ্ছে তোমার সংবাদটা সত্যিই আশ্চর্যের।

দূত। আমি বলছি যে আপনার এত কষ্ট সব বিফল হলো।

মেনে। ও ত পুরনো দুঃখের কথা। তোমার সংবাদটা কি তাই বল।

দূত। আপনার স্ত্রী চলে গেছে। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আকাশে উঠে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমরা যেখানে প্রহরায় ছিলাম সেই পর্বতগুহা এখন শূন্য। যাবার সময় তিনি এই কথা বলে যান: শোন হে হতভাগ্য ট্রয়বাসী ও গ্রীকেরা, তোমরা হেরার পরিকল্পনা অনুসারে স্কামান্দার নদীর ধারে হাজারে হাজারে মরেছ। তোমরা ভেবেছ প্যারিস হেলেনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে তা নয়। আমার যতদিন থাকার থেকেছি মর্ত্যভূমিতে। আমার কাজ শেষ করে আমি চলে যাচ্ছি। বিনা কারণে টিণ্ডারাসকন্যার নাম কলঙ্কিত হচ্ছে। সে নির্দোষ। (সমাধির পাশে হেলেনকে দেখতে পেয়ে) ও লেডার দুহিতা, আপনি এখানে! আর আমি বলছি আপনি দূর আকাশে নক্ষত্রলোকের মাঝখানে উড়ে গেছেন। আমি জানতাম আপনার উড়ে চলার ক্ষমতা আছে। আর কিন্তু আমি একথা কখনো বলব না যে আপনি আপনার স্বামী ও তাঁর বন্ধুদের অথবা ট্রয়যুদ্ধে কত শাস্তি দান করেছেন। একথা বলে নিজেদেরই হাস্যাস্পদ করে তুলেছি আমরা।

মেনে। তাহলে সত্যিই তাই। দূত যে কথা বলেছে সেকথার সঙ্গে তার কথা মিলে গেছে। তোমার সঙ্গে মিলনের কামনা করে যে দিনটির জন্য কত প্রতীক্ষা করেছি সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসেছে, তোমাকে এনে দিয়েছে আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে।

হেলেন। হে আমার প্রিয়তম মেনেলাস, দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও বিরহের পর আজ মিলনের আনন্দ আমাদের হাতের কাছে এসে পড়েছে। আজ আবার আমার স্বামীকে ফিরে পেলাম। হে আমার প্রিয় বান্ধবীরা, ওকে ধরে রেখে দাও, আর যেতে দিও না। আলো অনেক বিলম্বে এসেছে ঠিক, কিন্তু সে আলো বড় উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে আজ।

মেনে। আমিও তোমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। আজ অনেক কথাই ভিড় করে আসছে মনে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব সেকথা তা খুঁজে পাচ্ছি না।

হেলেন। আমি সুখী। আনন্দের রোমাঞ্চ জাগছে সারা দেহে। আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসছে। আমার আনন্দপ্রতিমাস্বরূপ তোমার দেহবৃক্ষটিকে আমার বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম।

মেনে। হে আমার প্রিয়তমা আনন্দপুত্তলি, আজ আর কোন কথা নয়, কোন অভিযোগ নয়। জিয়াস ও লেডার কন্যা আমার স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছি, এটাই যথেষ্ট। তোমার বিবাহকালে শুভ্রোজ্জ্বল অশ্ববাহিত রথে করে তোমার ভ্রাতাদ্বয় এসে আশীর্বাদ করে যায় তোমায়। তারপর দেবতারা তোমায় সরিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে। তারপর অবশেষে এক বৃহত্তর সৌভাগ্যের পথে ঠেলে দেয়। আজ সব অশুভ শুভ হয়ে উঠল। কারণ আজ তোমাকে ফিরে পেলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তোমার স্বামী তোমার কাছে ফিরে এল। আমার ভবিষ্যতের ভাগ্য যেন সুখে পূর্ণ থাকে।

কোরাস। তোমরা সুখী হও। আমিও তোমাদের সঙ্গে একযোগে প্রার্থনা করছি। দীর্ঘকাল পর তোমাদের পুনর্মিলন ঘটেছে। যে পরিমাণ দুঃখ এতদিন ধরে পেয়েছ, এবার ঠিক সেই পরিমাণ সুখে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক তোমাদের জীবন।

হেলেন। হে আমার প্রিয় বান্ধবীগণ, আজ আর অতীত দুঃখ বা বিষাদের কোন কথা নয়। কোন আর্ত বিলাপ নয়, আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমি আমার স্বামীকে লাভ করেছি। তিনি ট্রয় থেকে সদ্য প্রত্যাগত হয়ে ধরা দিয়েছেন আমার বাহুবন্ধনীর মধ্যে।

মেনে। অনন্তকাল ধরে তুমি আমি দুজনেই যেন এই বাহুবন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকি। সুদীর্ঘ অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর আমি হেরার কুকর্মের কথা জানতে পারি। আজ আনন্দে চোখে জল আসছে আমার। আজ সমস্ত অভিশাপের অবসানে দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করেছি।

হেলেন। আমি আর কি বলব? কোন মানুষ কখনো অপ্রত্যাশিত এত সুখ আশা করতে পারে না। আমি এ সুখ কল্পনাই করতে পারিনি। ভাবতে পারিনি তোমাকে আবার কোনদিন ধারণ করতে পারব আমার এই বিরহতপ্ত বক্ষে।

মেনে। আর আমি? আমিও ভাবতাম তুমি চলে গেছ আইডা পর্বতের দেশে অভিশপ্ত ট্রয়রাজ্যে। এবার আমায় বল কিভাবে তুমি আমার প্রাসাদ সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে ত্যাগ করো?

হেলেন। এ কৌতূহল তোমার বড় তিক্ত, কারণ যে কাহিনী তুমি শুনতে চাইছ তা বড় তিক্ত, বড় সকরুণ।

মেনে। বল বল। বিধাতা আমাদের যে সব সুখ দুঃখ জীবনে দেন তা সব আমরা বলতে পাবি পরস্পরকে।

হেলেন। কিন্তু সে কথা বলতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

মেনে। তবু বল আমায়, কারণ অতীত দুঃখের কথা শুনতে বড় মধুর লাগে।

হেলেন। আমি কিন্তু সেই বিদেশী যুবকের প্রেমের কোন স্পর্শ অনুভব করিনি। আমি তার আগমনের কথা কিছুই জানতাম না। তার প্রতি কোন অবৈধ প্রেম আমি অনুভব করিনি আমার হৃদয়ে।

মেনে। তাহলে কোন নির্মম নিয়তি, কোন সে দেবতা তোমার দেশ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

হেলেন। জিয়াসের সন্তান হার্মিস আমাকে নিয়ে আসে এই নীল নদের দেশে।

মেনে। আশ্চর্যের কথা ত! কে তাকে পাঠায়? কী অদ্ভুত কথা।

হেলেন। আমি অনেক কেঁদেছি। অশ্রুতে সিক্ত হয়ে আছে আজও আমার চোখ। জিয়াসেব পত্নীই আমার জীবনে নিয়ে আসে চরম সর্বনাশ।

মেনে। হেরা? কিন্তু কেন তিনি অভিশাপ নিয়ে আসবেন আমাদের জীবনে?

হলেন। হায়, আমার দুর্ভাগ্য। যেসব ঝর্ণাতীরে দেবদেবীরা স্নান করে তাঁদের দেহকান্তিকে উজ্জ্বল করে তুলতে আসেন সে স্থান কত ভয়ঙ্কর। এই রকম এক স্থানেই আমার ভাগ্য নির্নীত হয় একদিন।

মেনে। কিন্তু তোমার ক্ষতির জন্য হেরা কেন এই অভিশাপ দিলেন?

হেলেদ। আমাকে প্যারিসের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য যে প্যারিস—

মেনে। কেমন করে তা সম্ভব হলো বল।

হেলেন। সাইপ্রিস প্যারিসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার হাতে আমাকে দান করবে।

মেনে। হায় কী দুর্ভাগ্য!

হেলেন। দুর্ভাগ্যই বটে। তারপর হেরা আমায় এখানে এই মিশরে নিয়ে আসে।

মেনে। এবং প্যারিসকে তোমার এক প্রতিমূর্তি দান করে বলছ।

হেলেন। তার সঙ্গে তোমাকে ও আমার মাতাকে দান করে অপরিসীম দুঃখ। তোমার গৃহের সব শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

মেনে। তোমার মাতার কথা কি বলছ ?

হেলেন। আমার মাতা আর বেঁচে নেই। আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুনে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লজ্জায়।

মেনে। আমাদের কন্যা হার্মিওন কি বেঁচে আছে এখনো ?

হেলেন। হ্যাঁ, বেঁচে আছে অনূঢ়া অবস্থায়। আমাদের বিচ্ছেদে সে শুধু চোখের জল ফেলছে।

মেনে। ও প্যারিস, তুমি তোমার নিজের ও আমার সমগ্র পরিবারের উপর সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এলে। তোমার জন্য অসংখ্য গ্রীক অস্ত্র হাতে প্রাণ ত্যাগ করল।

হেলেন। আর আমার উপর নেমে এল দুর্ভাগ্যের এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ যার ফলে দেবতারা আমায় স্বদেশ ও গৃহসুখ হতে বঞ্চিত করে এই দূর দেশে নিয়ে এল। তোমার প্রাসাদ এবং আমাদের দাম্পত্যশয্যা থেকে বহু দূরে চলে এলেও আমি দ্বিতীয়বার কাউকে বিবাহ করে আমাদের বিবাহের পবিত্রতা নষ্ট করিনি।

কোরাস। তোমার অতীতের দুঃখের যত বেদনাজনক স্মৃতির মাঝে এটাই হবে তোমার একমাত্র সান্ত্বনা। ভবিষ্যতে যতই সুখ ও সৌভাগ্য লাভ কর না কেন, অতীতের কথা মনে পড়বেই।

দূত। হে মেনেলাস, আপনার এই আনন্দের আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে দিন। আমি নিজের চোখে সবকিছু দেখলেও কিছু বুঝতে পারছি না।

মেনে। হ্যাঁ, তুমিও অবশ্যই এ আনন্দের অংশগ্রহণ করবে।

দূত। এই নারী তাহলে ট্রয় দেশে যাননি ?

মেনে। না। এই নারীর এক প্রতিমূর্তিকে করায়ত্ত করে আমি দেবতাদের দ্বারা প্রতারিত হই।

দূত। সে কি ? আমরা তাহলে বৃথাই শুধু এক মিথ্যা প্রতিমূর্তির জন্য এত শ্রম, এত সংগ্রামে উন্মত্ত হয়ে উঠি।

মেনে। হেরার চক্রান্তেই তিনজন দেবীর মধ্যে বিবাদ বাধে।

দূত। তাহলে এই নারীই কি আপনার প্রকৃত স্ত্রী ?

মেনে। হঁ্যা, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পার।

দূত। হে কন্যা, দেবতাদের বিধান কত সূক্ষ্ম, কত দুর্বোধ্য। কত সহজে দেবতারা পার্থিব জিনিস এখানে সেখানে ওলট পালট করে দেন। কেউ সারা জীবন শ্রম করে যায়, আবার কেউ বা কোন পরিশ্রম করে না। কিন্তু সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষের ভাগ্য নিয়ত পরিবর্তনশীল, এই চিরপ্রবহমান ভাগ্যের স্রোতে সব কিছুই ভাসমান, কোন কিছুই নিশ্চিত নয়। তুমি এবং তোমার স্বামী দুজনেই প্রচুর দুঃখ ভোগ করেছ—তোমার দুঃখ মিথ্যা কলঙ্কের জন্য আর তোমার স্বামীর দুঃখ সুদীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্য। তিনি যুদ্ধে প্রচুর শ্রম ও সংগ্রাম করা সত্ত্বেও কিছু লাভ করতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধে যা উনি পাননি আজ তা লাভ করলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হে কন্যা তুমি নির্দোষ। কোন কলঙ্ক তোমাকে কখনো স্পর্শ করেনি। তুমি এমন কোন কাজ করনি যাতে তোমার পিতা বা ভ্রাতারা লজ্জাবোধ করতে পারেন। তোমার যে হীন কাজের তাঁরা নিন্দা করতেন সে কাজ আসলে তুমি করনি। আজ আমি তোমাদের বিবাহের দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। চতুরাশ্বসংযোজিত আলোকবাহী একটি রথ সেদিন চালনা করছিলাম আমি। তোমরা তখন বরবধূরূপে ছিলে রথের উপরে। তুমি সেদিন স্বামী সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করো। ভৃত্য হয়ে প্রভুর দুঃখে দুঃখী ও প্রভুর সুখে সুখী না হওয়া বা তাঁর ভাগ্যকে সর্ব অবস্থায় সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা না করা অন্যায়। আমি একথা জোর গলায় বলতে পারি যে যদিও ক্রীতদাসরূপে জন্ম হয় আমার তথাপি আমার চরিত্র ক্রটিহীন। যদিও আমি দেহগতভাবে স্বাধীনতার আস্বাদ কখনো পাইনি তথাপি মনেপ্রাণে আমি স্বাধীন। মনে মনে আমি কোন কুচিন্তার দাসত্ব করি না। স্কন্ধে দাসত্বের বোঝা বহন করার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কুচিন্তার বোঝা বহন করে যাওয়া যে কোন মানুষের পক্ষেই দ্বিগুণ অন্যায়।

মেনে। এসো হে সৎ বয়োপ্রবীণ, তুমি আমার পাশে থেকে দীর্ঘকাল ধরে অনেক শ্রম ও সংগ্রাম করেছ, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছ। আজ আমার সৌভাগ্যের তুমিও অংশগ্রহণ করবে। আমার এ আনন্দে তুমিও অংশগ্রহণ করবে। এখন তুমি আমার প্রতীক্ষমান সহকর্মীদের কাছে ফিরে গিয়ে এখানে যা যা দেখলে তা বিবৃত করগে। আমার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভের কথাও বলবে। তারা যেন কূলে আমার আগমনের প্রতীক্ষা

করে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় আমাকে কষ্ট পেতে হবে। আমি যদি কোনরকমে আমার স্ত্রীকে গোপনে নিয়ে চলে যেতে পারি এখান থেকে তাহলে নিরাপদে আমরা বিদেশীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে পারি।

দূত। আমি তা করব প্রভু। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। ভবিষ্যদ্বক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী কত ভুল। তারা কত অপদার্থ। এখন দেখছি যজ্ঞবেদীর অগ্নিশিখা অথবা পাখির চিৎকারে সঙ্কেতসূচক কোন গূঢ় অর্থই নিহিত নেই। কোন কোন পাখি ভবিষ্যতের জন্য কোন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে, একথা মনে ভাবাও অর্থহীন। ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যালকাস বা হেলেনস কখনো আমাদের একথা একবারও বলেননি যে আমাদের এ যুদ্ধ বৃথা। কত লোক যখন প্রাণত্যাগ করে তা দেখেও তাঁরা কখনো একথা বলেননি। বৃথাই একটা নগরী ভস্মীভূত হয়ে গেল। আপনারা হয়ত বলবেন, দেবতারা এটা চাননি। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তারা কেন রয়েছে? আমাদের উচিত ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে না গিয়ে দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করে আমাদের জীবনের মঙ্গল কামনা করে বর প্রার্থনা করা। মানুষকে ভবিষ্যৎ সুখশান্তির লোভ দেখিয়ে অর্থ রোজগারই হলো ভবিষ্যদ্বক্তাদের আসল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ওদের জন্ম। শুধু শুভ লক্ষণ দেখে কোন লোক কাজ না করে বিনা শ্রমে কখনো ধনী হতে পারে না। উপস্থিত বুদ্ধি আর বলিষ্ঠ বিচারশক্তি যার আছে সেই হলো শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা। আমার এই কথার সঙ্গে অতীতের প্রাচীন লোকদের কথা মিলে যায়। দেবতাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করতে পেরেছে তাদের ঘরেই আছে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা।

হেলেন। বর্তমানে আমাদের এই মিলনে আমরা দুজনেই খুশি। কিন্তু আমার এখন জানতে ইচ্ছা করছে তুমি ট্রয় থেকে কিভাবে চলে আস। যদিও একথা জেনে আমার কোন লাভ হবে না তথাপি যাদের আমরা ভালবাসি আমাদের সেই প্রেমাস্পদের দুঃখের কথা জানতে ইচ্ছা করে। তুমি যা জানতে চেয়েছ তা একটিমাত্র সমুদ্রযাত্রার কাহিনী হলেও তা বড় দুঃখজনক। কেমন করে আমি বলব ঈজিয়ান সাগরে আমি কত কষ্ট পেয়েছি; ক্রীট দেশের নিকটে ইউবিয়ান উপসাগরে নাম্পিয়াসের দ্বারা সৃষ্ট আলেয়ার আলো আমাকে কত বিভ্রান্ত করেছে। লিবিয়ার বিভিন্ন নগরে ও পার্সিয়াসের পাহাড়ে আমি কত কষ্ট ভোগ করেছি তা কিকরে বলব? সবকিছু বলেও তা ঠিকমত ভাষায় প্রকাশ করা হবে না। তাছাড়া সেকথা বলতে গিয়ে আমি আরও দুঃখ

পাব। দুঃখের কাহিনী বলতে গিয়ে আমরা যে দুঃখ ভোগ করি অতীতে সেই পরিমাণ দুঃখই পাই।

হেলেন। তা বটে, আমি অতটা বুঝতে পারিনি বলেই তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম। ছেড়ে দাও, ওসব কথা বলতে হবে না। কিন্তু একটা জিনিস বল, কতদিন তুমি ট্রয়যুদ্ধের পর ঘুরে বেড়াচ্ছ সমুদ্রে?

মেনে। দশ বছর ট্রয়ে থাকার পর সাত বছর সমুদ্রে ঘুরে বেড়াই।

হেলেন। হায়, কত দীর্ঘকাল এই সময়। কত কষ্ট করে কত বিপদ হতে পরিত্রাণ পেয়ে অবশেষে মরতে এলে?

মেনে। কি বলছ তুমি? এর মানে? কেন তুমি আমার সব আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিচ্ছ?

হেলেন। তাড়াতাড়ি এদেশ থেকে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ প্রাসাদের যিনি মালিক তিনি তোমাকে দেখলেই হত্যা করবেন।

মেনে। কেন, কি অপরাধ আমি করেছি যাতে এই শাস্তি পেতে পারি?

হেলেন। তুমি হঠাৎ এসে পড়ায় তার সঙ্গে আমার আর বিবাহ হবে না।

মেনে। তাহলে আমার স্ত্রীকে বিবাহ করার মতলব করেছে সে?

হেলেন। হ্যাঁ, আর তার জন্য আমাকে বহু অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

মেনে। যে কোন শক্তিশালী সাধারণ লোক অথবা রাজা?

হেলেন। সে প্রোতিয়াসের পুত্র এবং বর্তমানে এদেশের রাজা।

মেনে। এ বাড়ির এক ভৃত্য এই কথাই হেঁয়ালির মাধ্যমে বলতে চেয়েছিল।

হেলেন। এ দেশের আর কোন বাড়িতে তুমি প্রথম যাও?

মেনে। এই বাড়িতেই প্রথমে আসি এবং আমাকে ভিখারি ভেবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

হেলেন। তুমি কি রুটি চেয়েছিলে? হা আমার কপাল!

মেনে। হ্যাঁ চেয়েছিলাম। তবে চাওয়ার ভাষাটা আমার অন্য ছিল।

হেলেন। তাহলে আমাকে বিবাহ করার কথা শুনেছ তুমি?

মেনে। হ্যাঁ শুনেছি। তবে তুমি এর আগেই তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছ কি না তা জানি না।

হেলেন। সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার, আমার দাম্পত্যশয্যা আজও পবিত্র আছে এবং তোমারই পথ চেয়ে আছে তা।

মেনে। কি তার প্রমাণ? যদি বল ত ভাল হয়।

হেলেন। আমি এই সমাধির কাছে কী দুর্দশার মধ্যে থাকি তা দেখতে পাচ্ছ ?

মেনে। আমি দেখছি ঘাস-বিচালির শয্যা। এটা তোমার ? কী কষ্ট !

হেলেন। তার কলঙ্কিত কণ্টকশয্যা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য এই পবিত্র স্থানে আশ্রয় নিয়েছি।

মেনে। ওখানে কি কোন বেদী নেই ? না কি এটা এ দেশের প্রথা ?

হেলেন। এই সমাধিস্তম্ভই আমাকে মন্দিরের মত রক্ষা করে এসেছে এতদিন।

মেনে। আমি কি তোমাকে আমার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে স্বদেশে নিয়ে যেতে পারি না ?

হেলেন। তাহলে আমার শয্যাসুখের পরিবর্তে পাবে নিশ্চিত তরবারির আঘাত।

মেনে। তাহলে সারা পৃথিবীতে আমার মত দুঃখী লোক আর কেউ থাকবে না।

হেলেন। তোমাকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাতে লজ্জার কিছু নেই।

মেনে। তোমাকে এখানে ফেলে চলে যাব ? তোমার জন্যই ট্রয় ধ্বংস করেছি।

হেলেন। আমার প্রেমের জন্য মৃত্যু বরণ করার পরিবর্তে পালিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

মেনে। অপৌরুষের কথা। ট্রয়যুদ্ধে যে বীরত্ব আমি অর্জন করি তার পক্ষে একথা শোভা পায় না।

হেলেন। তুমি ত আর এ দেশের রাজাকে হত্যা করতে পার না, যত বীরই হও।

মেনে। কেন ? তার দেহ কি এতই কঠিন যে ইস্পাত তাতে প্রবেশ করতে পারে না ?

হেলেন। তুমি দেখবে তাই। জ্ঞানীরা কখনো অহেতুক কোন ঝুঁকি নেয় না, বিশেষ করে যেখানে কোন লাভের আশা নেই।

মেনে। তাহলে আমি কি এতই দুর্বলমনা ও কাপুরুষ যে আমাকে বন্দী করার সুযোগ দেব তাদের ?

হেলেন। আসলে কোন আশা নেই। তবে কোন একটা পরিকল্পনা করতে হবে ভেবে।

মেনে। নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে মৃত্যুবরণ করার থেকে কিছু কাজ করে মরা ভাল।

হেলেন। আমাদের উদ্ধারের একটা মাত্র উপায় আছে।

মেনে। উৎকোচ, স্পর্ধিত সংঘর্ষ না বাক্যের দ্বারা বশীভূত করার চেষ্টা ?

হেলেন। তুমি এখানে এসেছ একথা রাজাকে জানানো চলবে না।

মেনে। কে সেকথা বলবে ? সে আমাকে চেনে না।

হেলেন। তাঁর প্রাসাদের মধ্যে তাঁর এক আত্মীয় আছে যে দেবতাদের মতই সর্বজ্ঞ।

মেনে। তাঁর প্রাসাদে কি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা লুকোন আছে ?

হেলেন। না। তাঁর ভগিনী থিওনোই গণনাকারিণী।

মেনে। হ্যাঁ তার নামটাই ভবিষ্যদ্বক্তার মত। তার কাজের কি পরিচয় জান ?

হেলেন। সে সব জানে। সে তার ভাইকে তোমার আসার কথা বলবে।

মেনে। তাহলে আমাকে মরতে হবে। কারণ আমি ত আর লুকোতে পারব না।

হেলেন। আমরা দুজনে তাকে অনুরোধ করলে সে হয়ত আমাদের কথা শুনবে।

মেনে। তাতে কি ফলটা হবে ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

হেলেন। আমরা বলব সে যেন তার ভাইকে তোমার কথা না বলে।

মেনে। সে আমাদের কথা শুনলে আমরা পালাতে পারব নিরাপদে ?

হেলেন। সে সাহায্য করলে সহজেই আমরা পালাতে পারব। কিন্তু গোপনে পালাতে পারব না।

মেনে। তাকে বোঝাবার দায়িত্ব তোমার। তোমাদের নিজেদের জাতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতির ব্যাপার আছে।

হেলেন। আমি সত্যিই হাত দিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরব।

মেনে। দাঁড়াও। যদি সে আমাদের কথা না শোনে ত কি হবে ?

হেলেন। তাহলে তুমি নিহত হবে আর আমাকে বলপূর্বক সে বিবাহ করবে।

মেনে। ওটা একটা অজুহাত। আসলে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

হেলেন। তোমার মাথা ছুঁয়ে আমি শপথ করছি যে আমি…

মেনে। কি শপথ করবে ? অপর কাউকে ভালবাসার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করবে ?

হেলেন। হ্যাঁ, তোমার তরবারি ছুঁয়ে শপথ করছি আমি তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনুগমন করব।

মেনে। আমার হাত ধরে শপথ করো।

হেলেন। আমি তোমার হাতে হাত দিয়ে শপথ করছি তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মৃত্যু বরণ করব।

মেনে। তোমাকে লাভ করতে না পারলে আমি আমার জীবন শেষ করে ফেলব।

হেলেন। এখন দেখবে কিভাবে সম্মানের সঙ্গে আমরা মরতে পারি।

মেনে। সমাধির উপরে আমি প্রথমে তোমাকে হত্যা করব, পরে নিজেকে হত্যা করব। কিন্তু তার আগে আমি তোমার উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করব। যার খুশি আমার সামনে এগিয়ে আসুক, ট্রয়যুদ্ধে যে গৌরব আমি অর্জন করেছি সে গৌরব কোনমতে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। যে আমি একদিন একিলিসমাতা জলদেবী থেটিসকে পুত্রহারা করেছি, নেলেউসের পুত্রকে পিতৃহারা হতে দেখেছি, যে আমি তেলামনপুত্র বীর এ্যাজাক্সকে মৃত্যু-বরণ করতে দেখেছি সেই আমি পরাজয় স্বীকার করে গ্রীসদেশে ফিরে গিয়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় পেতে নেব না। সুতরাং আমার স্ত্রীর জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়াকে আমি এক পবিত্র ও ন্যায়সঙ্গত কাজ বলে মনে করব না? দেবতারা বিজ্ঞ বলেই তাঁদের অমোঘ বিধানে শুধু বীরের স্মৃতিস্তম্ভগুলি চিরকাল অক্ষত থাকে ধরিত্রীমাতার বুকে। যে সব বীর শত্রুদমনমানসে যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা অমর হয়ে থাকে। কিন্তু যারা কাপুরুষ, যারা হীন তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় তাদের নাম।

কোরাস। হে দেবতাবৃন্দ, অবশেষে ট্যাণ্টালাসপরিবারে শান্তি আনো। অবিরাম দুঃখ থেকে এই পরিবারের লোকদের অব্যাহতি দাও।

(প্রাসাদের ভিতরে কিসের দরজা খোলার শব্দ হলো)

হেলেন। হায়, আমার সর্বনাশ হলো মেনেলাস। কী ভাগ্য নিয়েই না জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ভবিষ্যৎ গণনাকারিণী থিওনো এসে গেল। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর গিয়েই বা কি হবে? তুমি এখানে থাক আর নাই থাক ও জানে তুমি এখানে এসেছ। তুমি ট্রয় জয় করে কত দূর থেকে নিরাপদে এসে অবশেষে এইখানে এক অব্যর্থ তরবারির নিশ্চিত কবলের মধ্যে পড়ে গেলে।

মশালধারী অনুচরবর্গসহ থিওনোর প্রবেশ

থিওনো। আমার আগে আগে তোমরা জলন্ত মশাল জেলে এগিয়ে চল। ধূপ ধুনার গন্ধে পবিত্র করে দাও চারদিকের বাতাস যাতে এই মর্ত্যভূমিতেই আমরা স্বর্গীয় সুষমা আস্বাদন করতে পারি। যদি আমার পথে কেউ

অপরিচ্ছন্ন পদক্ষেপে হেঁটে গিয়ে আমার পথকে কলুষিত করে রাখে তাহলে আগুন দিয়ে সে জায়গাটা পুড়িয়ে পবিত্র করে দাও। সেই জায়গায় জলন্ত মশালগুলো নাড়িয়ে আমাকে জানাবে যাতে আমি সাবধানে সেখানটা পার হতে পারি। দেবতাদের কাছে আমার নামে পূজো দিয়ে আমার নামে আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গল কামনা করে যে অগ্নিশিখা জেলেছ সেই শিখাটি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। (হেলেনের দিকে ঘুরে) কি হেলেন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে? তোমার স্বামী ত তোমার সামনে এসে গেছেন। উনি ওঁর জাহাজ ও প্রতিমূর্তি দুটোই হারিয়েছেন। (মেনেলাসের দিকে ঘুরে) হায় হতভাগ্য মেনেলাস, এখানে আসতে কত কষ্টই না তোমাকে পেতে হয়েছে। তুমি এখনো পর্যন্ত জান না, তুমি তোমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না এখানেই থাকবে। তোমার ভাগ্য নিয়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে বিবাদ বাধবে দেবরাজ জিয়াসের সিংহাসনের সামনে। জিয়াসপত্নী যে হেরা একদিন তোমার শত্রু ছিলেন আজ তিনি তোমার মিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি চান তুমি হেলেনকে নিয়ে স্বদেশে নিরাপদে ফিরে যাও যাতে গ্রীসদেশের লোকেরা জানতে পারে তোমার সঙ্গে প্যারিসের যে বিবাহ সাইপ্রিসের বিধানে হয় তা মিথ্যা। কিন্তু সাইপ্রিস কিছুতেই চাইছে না তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। কিন্তু আজ সাইপ্রিসকে অনুতপ্ত দেখাচ্ছে কারণ সে তোমার স্ত্রীকে না পেয়ে তার প্রতিমূর্তিটাকে প্যারিসের হাতে পুরস্কার হিসাবে তুলে দেয়। এখন আমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় আমাকে সাইপ্রিসের ইচ্ছানুসারে তোমার আগমনবার্তা আমার ভাইকে বলে তোমার সর্বনাশ সাধন করতে হবে অথবা হেরার পক্ষ অবলম্বন করে তোমাকে লুকিয়ে রেখে তোমার জীবন রক্ষা করতে হবে। কারণ আমার ভাই আগেই আমায় বলে রেখেছিল তুমি এদেশে কোনক্রমে এসে পড়লেই আমি তাকে খবর দেব। (জনৈক অনুচরের দিকে ঘুরে) তোমাদের কেউ একজন আমার ভাইকে গিয়ে জানাও সেই লোক এসে গেছে।

(হেলেন থিওনোর পা দুটো জড়িয়ে ধরল)

হেলেন। হে কুমারী থিওনো, নতজানু হয়ে আমি তোমার কাছে আমার ও আমার স্বামীর পক্ষ থেকে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি। বহুদিন পর বহু কষ্ট করে অবশেষে আমি তাকে ফিরে পেয়েছি; কিন্তু পেয়েও তাকে হারাতে বসেছি। তাই বলছি আমার স্বামী আমার বাহুবন্ধনের মাঝে ফিরে এসেছে একথা তোমার ভাইকে জানিও না। আমার

প্রার্থনা, তাকে রক্ষা করো। তোমার ভাইএর কাছে তোমার পবিত্র ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে তার কাছ থেকে কোন অন্যায় অসঙ্গত কৃতজ্ঞতা আশা করো না। কারণ এটা দেবতাদের ইচ্ছা যে আমরা যেন যে কোন হিংসার পথ পরিহার করে দস্যুতাগিরি না করে সহজ সঙ্গত উপায়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করি। এই মুক্ত আকাশ সকলের জন্য এবং এই পৃথিবীও সকলের। কিন্তু এই পৃথিবীতে কারো সমানাধিকারকে আমরা বলপূর্বক ক্ষুণ্ণ করতে পারি না। আমাকে হার্মিস যখন এখানে নিয়ে এসে তোমার পিতার কাছে রেখে যান তখন আমার দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও আমি মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। তোমার পিতা আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার স্বামী একদিন এসে আমাকে দেশে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমার স্বামী যদি নিহত হন তাহলে কি করে তিনি আমাকে দেশে নিয়ে যাবেন? তোমার মৃত পিতা ত আর মৃত লোককে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। এখন ভেবে দেখ তোমার পিতার ইচ্ছা ও দেবতাদের ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া উচিত তোমাদের। আমি মনে করি এটা তোমার পিতা ও দেবতাদের সকলের ইচ্ছা যে আমার স্বামীর হাতে আমাকে তোমরা প্রত্যর্পণ করবে। তোমার ভ্রাতার কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে তোমার ইচ্ছাকে সফল করে তোলা উচিত। তুমি একজন ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী। এমন অবস্থায় তোমার ভ্রাতার অন্যায় কাজে সমর্থন জানিয়ে তোমার পিতার ন্যায়পরায়ণতাকে বিকৃত ও তাঁর ইচ্ছাকে পদদলিত করা উচিত নয় তোমার পক্ষে। যদি তা করো তাহলে সেটা হবে লজ্জাজনক ব্যাপার। তাহলে বল তুমি ভূত ভবিষ্যতের কথা জানলেও ন্যায় অন্যায় কাকে বলে তাই জান না। আমি কত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি তা একবার ভেবে দেখ। আমাদের সাহায্য করো, রক্ষা করো। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমার এই স্বামীই হেলেনের নামকে ঘৃণা করে না। সারা গ্রীসের লোক আজ একবাক্যে বলছে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ট্রয়নগরীতে গিয়ে ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে ছিলাম। তবে আজ যদি আমি আবার স্পার্টাতে ফিরে যেতে পারি তাহলে তারা নিজের কানে শুনবে আর নিজের চোখে দেখবে যে দেবতাদের চক্রান্তের ফলে তাদের দেশের বহু লোক বিনষ্ট হয় এবং জানতে পারবে আমি আমার স্বামী ও দেশবাসীর প্রতি কোনদিনই অবিশ্বস্ত হইনি। তাহলে তারা আমায় আবার হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেবে। আমার কন্যার আজ বিবাহ হচ্ছে না আমাদের জন্য। তুমি দয়া করলে আমি আমার স্বামী ও

কন্যাকে ফিরে পাব। তাহলে আমি আমার বিড়ম্বিত নির্বাসিত জীবনের অবসানে আবার সুখৈশ্বর্যময় গৃহজীবনে ফিরে যাব। আমার স্বামী যদি আজ নিহত হন এবং তাঁর দেহ কোন চিতানলে ভস্মীভূত হয় কোথাও তাহলেও আমি তাঁকে আমার সারা জীবন ধরে ভালবেসে যাব। কিন্তু তাঁকে যখন আজ আমি ফিরে পেয়েছি তখন হারাণোর কোন অর্থ হয় কি? আমার অনুরোধ, তাঁর জীবন নাশ করো না। তোমার পিতার চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে ও তার অনুসরণ করে আমার উপর অন্ততঃ এইটুকু দয়া করো। পিতামাতা যদি সৎ হন তাহলে তাঁদের চরিত্রগত মহত্ত্বের অনুসরণ করা প্রতিটি সন্তানের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য।

কোরাস। তোমার সকরুণ প্রার্থনা সত্যই দুঃখজনক। তুমি সত্যিই দয়ার উপযুক্ত। এখন মেনেলাস তার প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে কি বলে শোনা যাক।

মেনে। আমি কিন্তু কাপুরুষের মত তোমার সামনে নতজানু হয়ে চোখের জল ফেলতে পারব না। যদি আমি কাপুরুষ হতাম তাহলে তাই করে আমি ট্রয়-যুদ্ধে অর্জিত আমার সমস্ত কৃতিত্ব ও বীরত্বের উপর এক অনপনেয় লজ্জার আবরণ টেনে দিতে পারতাম। তবু লোকে বলে মহৎ ব্যক্তিরা দুঃখের সময়ে অশ্রুপাত করে থাকে এবং সেটা লজ্জার ব্যাপার নয়। সেটা অসম্মানজনক না হলেও আমি আমার বীরত্ব প্রদর্শন না করে তা করব না। কিন্তু তুমি যাতে একজন বিদেশীর প্রাণরক্ষা করে স্বাভাবিক সততা ও মহত্ত্বের বশবর্তী হয়ে তার হাতে তার বৈধ স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও আমি তার জন্য সঙ্গতভাবেই অনুরোধ করছি। যদি তা না দাও তাহলে আমার এই বিড়ম্বিত দুঃখপূর্ণ জীবনে এমন কিছু দুঃখ বাড়বে না। জীবনে আমি ইতিপূর্বেই অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। কিন্তু তাতে তোমার চরিত্রগত অসততাই প্রকাশ পাবে। এখন আমি আমার পক্ষে যে কথা বলা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি তা তোমার পিতার সমাধির সামনে বলব এবং তোমার অন্তরের কাছে তার উত্তর প্রত্যাশা করব। (সমাধির দিকে ফিরে) হে সমাধিগর্ভস্থ বয়োপ্রবীণ, আমার অনুরোধ, আমার যে স্ত্রীকে দেবরাজ জিয়াস একদিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার হাতে অর্পণ করেছিলেন সেই স্ত্রীকে আজ আমার হাতে প্রত্যর্পণ করো। তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। জানি আজ তুমি মৃত, সুতরাং তুমি ফিরিয়ে দিতে পার না। কিন্তু তোমার কন্যা তা পারে। আজ যদি আমার আবাহনে তোমার মৃত আত্মা সাড়া দেয় তাহলে তোমার কন্যা কিছুতেই তোমার যশ ও মানকে প্রনষ্ট হতে দিতে পারবে না।

হে মৃত্যুর দেবতা হেডস্, আজ আমি তোমারও সাহায্য প্রার্থনা করি। এই হেলেনের জন্য আমার তরবারির আঘাতে বহু লোকে অকালে মৃত্যুপুরীতে তোমার কাছে গমন করে। হায়, আজ তাদের সকলকে বাঁচিয়ে দাও আর তা না হলে এই পূতঃচরিত্রা কুমারী যাতে তার পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার স্ত্রীকে আমার হাতে ফিরিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা করো। (থিওনোর দিকে ফিরে) কিন্তু যদি তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও তাহলে একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি যে কথাটা আমার স্ত্রী বলেনি। প্রথমতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি তোমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করব। সে যুদ্ধে হয় আমি না হয় সে মৃত্যুবরণ করবে। যদি সে আমার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে পেরে না উঠে আমাদের এই সমাধিচত্বরের মধ্যে আটকে রেখে অনশনে তিলে তিলে হত্যা করতে চায় তাহলে আগে এই সমাধিস্তম্ভের উপর আমার স্ত্রীকে প্রথমে আমি হত্যা করব, তারপর আমার এই দ্বিমুখী তরবারির দ্বারা আমার নিজের বক্ষ ভেদ করব। আমাদের দুটি মৃতদেহ হতে ক্ষরিত রক্তের ধারায় এই সমাধিস্তম্ভের মসৃণ দেহগাত্র রঞ্জিত হয়ে উঠবে। আমরা একসঙ্গে এইভাবে মৃত্যুবরণ করে অমর হয়ে থাকব একদিক দিয়ে। কারণ আমাদের এই মৃত্যু তোমার পিতার সমাধির পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে চিরকাল ধরে তোমার স্মৃতির উপর লজ্জার কলঙ্ক লেপন করে যাবে। আমি পরিস্কার বলে দিচ্ছি তোমার ভ্রাতা অথবা অন্য কোন লোক আমার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না। আমার বাড়ি বা মৃত্যুপুরী যেখানেই হোক না কেন আমি আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাব। যদি আমি দুর্বলমনা নারীর মত অশ্রু বিসর্জন করতে করতে কাতর অনুনয়ে ফেটে পড়তাম তাহলে হয়ত আমি সহজেই তোমাদের অনুকম্পা লাভ করতাম। যাই হোক, আমাকে তুমি হত্যা করতে পার। তবে আমার কথা শুনে ন্যায়ের খাতিরে আমার স্ত্রীকে আমার হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

কোরাস। হে কুমারী, এই কথাগুলি হতেই ঠিক করে নাও তুমি কি করবে। তোমার বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করো। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়।

থিওনো। আমি স্বভাবতঃই ন্যায়পরায়ণা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়কেই অনুসরণ করে চলি। যেহেতু আমি আমার আত্মাকে সম্মান করে চলি সেই-হেতু আমার পিতার গৌরবকে কলঙ্কিত করতে পারব না কোন প্রকারে এবং আমার ভ্রাতার সপক্ষে এমন কোন কাজ করতে পারব না যা লজ্জাজনক হয়ে

উঠবে তার পক্ষে। আমার আপন অন্তরের মাঝেই আছে ন্যায়পরায়ণতার এক সুনির্মিত মন্দির। এ মন্দির আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি নেরেউসের কাছ থেকে এবং এ মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে যাবার চেষ্টা করে যাব আমি আমার সমগ্র জীবন ধরে। যে হেরা তোমাদের এই বিপদে সহায়তা করতে চায় আমি সেই হেরার পক্ষেই আমার সমর্থন দান করব। যদিও আমি সারা জীবন কৌমাযব্রত পালন করে যাব এবং তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই তথাপি এই ব্যাপারে তার অনুগ্রহলাভের জন্যও আমি প্রার্থনা করব তার কাছে। তুমি আমার পিতার সমাধির সামনে যে কথা বলেছ সে কথা আমারও কথা। আমি অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে দেব। কারণ আজ আমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি তাকে তোমার হাতেই ফিবিয়ে দিতেন। জীবিত ব্যক্তিদের মত মৃতদের মনেও অনুশোচনা আছে। সমগ্র বিশ্বচরাচরে সর্ব ভূতে সর্ব বস্তুতে যে অনন্ত অমর প্রাণপ্রবাহ বয়ে চলেছে সেই প্রাণচৈতন্যের একটি অংশ মৃতদের মধ্যেও থাকে। তাদের দেহ না থাকলেও চেতনাশক্তি থাকে। যাই হোক, এখন আর বেশী কথা বলে লাভ নেই। তুমি যা গোপন করার জন্য অনুরোধ করেছ আমায় আমি তা গোপন করব এবং আমার ভ্রাতার কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাব ব্যাপারে আমি কোন সহযোগিতাই করব না তার সঙ্গে। পাপের পথ থেকে তাকে যদি প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি তাহলেই তার প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পাবব আমি। তবে এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা তোমাদেরই করে নিতে হবে। আমি শুধু চুপ করে থাকব, কাউকে কোন কথা বলব না। প্রথমে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে তবে যাত্রা শুরু করবে। প্রথমে সাইপ্রিসের কাছে প্রার্থনা করে বলবে তিনি যেন তোমাদের গৃহে ফিরে যাবার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করেন। পরে হেরার কাছেও প্রার্থনা করে বলবে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তোমরা দুজনেই যাতে নিরাপদে গৃহে ফিরে যেতে পার। আর হে আমার পিতা, আমি কোনদিন কোন কুকর্ম করব না। আমার স্বাভাবিক মহত্ত্বকে কখনো ক্ষুণ্ণ করব না। (প্রস্থান)

কোরাস। অন্যায়ের দ্বারা কেউ কখনই কোন সুখ সমৃদ্ধি বা শান্তি লাভ করতে পারেনি জীবনে। ন্যায়পরায়ণতার মধ্যেই আছে মানুষের প্রকৃত নিরাপত্তা।

হেলেন। শোন মেনেলাস, এই কুমারীর দিক থেকে আর কোন বিপদের

আশঙ্কা নেই। এবার তুমি এক পরিকল্পনা খাড়া করো যাতে আমরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারি।

মেনে। শোন তাহলে। এই বাড়িতে দীর্ঘদিন তুমি বাস করছ এবং এ বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে তুমি পরিচিত।

হেলেন। কিন্তু তাতে কি হবে? তাতে কি তোমার ও আমার পক্ষে আশার কিছু আছে?

মেনে। আচ্ছা, তোমার কি এমন কোন ভৃত্যের সঙ্গে জানাশোনা আছে যার উপর চতুরাশ্ব সংযোজিত রথের ভার ন্যস্ত আছে। সে যদি একটা রথ আমাদের একবার দিত তাহলে বড় ভাল হত।

হেলেন। তা না হয় বললাম দিতে। কিন্তু এদেশের পথঘাট ত আমরা কিছুই জানি না। কি করে যাব?

মেনে। তা বটে। অপরিচিত পথে পালানো অসম্ভব। আচ্ছা আমি যদি প্রাসাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থেকে রাজাকে এই তরবারির দ্বারা হত্যা করি?

হেলেন। তার বোন তা করতে দেবে না। সে তোমার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেবে।

মেনে। তা বটে। আমাদের একটা জাহাজ পযন্ত নেই। একটা ছিল, সেটা সমুদ্রে ডুবে গেছে।

হেলেন। শোন, মেয়েরাও অনেক সময় অনেক ভাল পবিকল্পনা খাড়া করতে পারে। ধরো, যদি আমি প্রচার করি তুমি মারা গেছ?

মেনে। ভাল কথা না হলেও যদি তাতে কোন উপকার পাওয়া যায় তাহলে তাতে রাজী আছি।

হেলেন। হ্যাঁ, আমি সেই দুষ্ট প্রকৃতির লোকটার সামনে শোকার্ত নারীর মত আলুলায়িত কেশপাশ নিয়ে তোমার মৃত্যুর জন্য কাঁদব।

মেনে। কিন্তু তাতে আমাদের নিরাপত্তা কি করে আসবে তা বুঝতে পারছি না।

হেলেন। আমি রাজাকে বলব তুমি সমুদ্রে মারা গেছ এবং তোমার উদ্দেশ্যে সমাধি রচনার অনুমতি চাইব।

মেনে। মনে করো সে তোমাকে অনুমতি দিল। কিন্তু বিনা জাহাজে কি করে পালাব?

হেলেন। আমি তার কাছে একটা জাহাজ চাইব। বলব, জাহাজ থেকে

তোমার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পিণ্ড দান করব।

মেনে। ভাল কথা বলেছ। তবে একটা ফাঁক আছে এতে। যদি তিনি তোমাকে মাটির উপর আমার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে বলেন তাহলে কি হবে?

হেলেন। আমি তখন বলব গ্রীকদের রীতি এই যে সমুদ্রে নিহত কোন ব্যক্তিকে মাটিতে সমাহিত করা চলবে না।

মেনে। হাঁ ঠিক বলেছ। আমিও তোমার সঙ্গে সেই জাহাজে যাব। তোমাকে সাহায্য করব

হেলেন। হাঁ, তুমি অবশ্যই তোমার জীবিত নাবিক ও লোকজনদের নিয়ে সেখানে যাবে।

মেনে। ঘাটের কাছে আমার জাহাজ যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমার লোকজন অবশ্যই মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার প্রতীক্ষায়।

হেলেন। স সবের তুমি ব্যবস্থা করবে। আমি শুধু অনুকূল বাতাসের জন্য প্রার্থনা করব যাতে আমাদের পালতোলা জাহাজটি দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

মেনে। হাঁ তাই হবে। দেবতারা আমাদের দুঃখের অবসান চান। কিন্তু কার কাছ থেকে আমার মৃত্যুর কথা শুনেছ রাজাকে বলবে?

হেলেন। বলব তোমার কাছ থেকে। তুমি বলবে তোমরা একসঙ্গে ছিলে এবং আত্রেউসপুত্রকে নিজের চোখে মরতে দেখেছ।

মেনে। তা বটে, আমার দেহে যে ছিন্ন পোষাক আছে তা জাহাজডুবিরই পরিচায়ক।

হেলেন। একদিন যে দুঃখ খুবই তীব্র এবং দুঃসহ ছিল আজ সেই দুঃখই সৌভাগ্য নিয়ে আসবে।

মেনে। এখন আমি কি তোমার সঙ্গে প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাব না এই সমাধির পাশেই বসে থাকব?

হেলেন। তুমি এখানেই থাক। রাজা যদি তোমাকে হত্যা করতে আসেন তাহলে এই সমাধি আর তোমার তরবারি রক্ষা করবে তোমায়। আর আমি এখন অন্তঃপুরে গিয়ে শোকচিহ্নস্বরূপ আমার মাথার কেশ কর্তন করে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আমার গণ্ডদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করে কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করব। এখনও বিপদ কাটেনি। আমার ছলনাময় পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আর যদি তা সফল হয় তাহলে আমরা স্বদেশে ফিরে যাব নিরাপদে। হে জিয়াসের অঙ্কশায়িনী মিথ্যাবাদিনী দেবী হেরা, আমরা প্রার্থনা

করছি, আমাদের দুটি হতভাগ্য মানুষকে সমস্ত দুঃখ ও বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমরা উদ্বাহু হয়ে নক্ষত্রখচিত যে আকাশের মধ্যে তুমি বিরাজ করো সেই আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করছি আকুলভাবে। আর হে ডাওনের সন্তান সাইপ্রিস, তুমি একদিন আমার প্রেমের বিনিময়ে তোমার সৌন্দর্যের পুরস্কার গ্রহণ করেছিলে। তুমি আমাকে ধ্বংস করো না সম্পূর্ণরূপে। ইতি-মধ্যেই তুমি আমাকে অনেক লজ্জা দান করেছ, আমার নাম বিদেশে কলুষিত হয়েছে। তুমি যদি সত্যই আমার মৃত্যু চাও তাহলে আমি যেন আমার স্বদেশে মৃত্যুবরণ করি। কেন তুমি সব সময় অতৃপ্ত ও অশান্তভাবে এমন সব ছলনাময় প্রেমের ষড়যন্ত্র করো বা ঘরে ঘরে নিয়ে আস মৃত্যু আর সারাজীবন-ব্যাপী দুঃখ? তুমি যদি একটু মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী হতে—অন্য দিকে দেবতাদের মধ্যে তোমার দেহমন কত মাধুর্যমণ্ডিত! (প্রাসাদের মধ্যে চলে গেল)

কোরাস। হে বিষাদগ্রস্ত নাইটিঙ্গেল, তুমি সব সময় পত্রাচ্ছন্ন বৃক্ষশাখায় আত্মগোপন করে করুণ স্বরে গান করে চল। তোমার কাছে আমার সকরুণ আবেদন, হেলেনের দুঃখে আমি যে দুঃখের গান গাইছি তুমি এসে আমার স্বরে স্বর মেলাও। গ্রীকবীরদের দ্বারা হতাহত ট্রয়বাসীদের জন্যও আমি গাইছি বেদনার গান। কী কুক্ষণেই না প্রিয়ামপুত্র প্যারিস দূর গর্জনশীল সমুদ্র অতিক্রম করে স্পার্টায় এসে হেলেনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আফ্রোদিতের নির্দেশে তাকে নিয়ে যায় নিজের দেশে। যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে অকালে বহু গ্রীকবীরও নিহত হয়ে নরকপ্রদেশে গমন করে আর তাদের শোকে অভিভূত হয়ে তাদের রমণীরা কেশ কর্তন করে বৈধব্যবেশ ধারণ করে। প্রত্যাবর্তন-পথে বহু গ্রীক ইউবীয়ার সমুদ্রোপকূল সংলগ্ন স্থানে প্রজ্জ্বলিত এক ছলনাময় আলোকসঙ্কেতের দ্বারা ঈজিয়ান সাগরের গুপ্ত শিলার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের উপহারস্বরূপ হেরার দ্বারা গঠিত যে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি মেনেলাস ট্রয় থেকে নিয়ে আসছিলেন সেই মূর্তিসহ মেনেলাস ঝঞ্ঝাহত অবস্থায় অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যান। সারাজীবনব্যাপী অনুসন্ধান করেও কোন মানুষ দেবতাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছে কি অথবা তাদের লীলারহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে যথাযথভাবে? দেবতাদের কার্যাবলী কোন যুক্তিক্রম মেনে চলে না। কখনো এখানে কখনো ওখানে, স্থানকালনির্বিশেষে সে কায যখন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ও অকল্পনীয়ভাবে ঘটে থাকে। হে হেলেন, তোমাকে দেবরাজ স্বয়ং জিয়াস লেডার গর্ভে উৎপাদন করেন। অথচ সেই

তোমাকে বিশ্বাসঘাতিনী এক অবিশ্বস্তা নারীরূপে সারা গ্রীসদেশে কলঙ্কিত হতে হলো। মরণশীল মানুষের অকারণ দুর্ভাগ্য আর বিড়ম্বনার ত কথাই নেই। যুদ্ধের মধ্যে কোন গুণের সন্ধান পাওয়া উন্মাদসুলভ এক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। যুদ্ধে ব্যবহৃত বর্শার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা মানুষের কোন বিপদ বা দুঃখকে দূর করতে পারে না। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই যদি সকল মানবিক সমস্যার সমাধান করতে পারত তাহলে প্রতিটি নগরে যুদ্ধ সর্বক্ষণ লেগে থাকত। হায় হেলেন, তোমাকে যখন প্যারিস প্রিয়ামনগরীতে প্রথম নিয়ে যায় তখন এই সমস্যাটি যুক্তির ও আলোচনার দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবেই মীমাংসিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি বলেই বহু লোককেই অকালে নরকপ্রদেশের পাতালে গমন করতে হয়েছে। বিদ্যুৎমালাবিচ্ছুরিত অগ্নিশিখার মত এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের আগুন তুমি দেশে দেশান্তরে বহন করে নিয়ে গেছ এক সর্বধ্বংসী ব্যাপকতায়। দুঃখের উপর চাপিয়ে দিয়েছ দুঃখের বোঝা।

শিকারীকুকুর ও অনুচরবর্গসহ শিকার হতে প্রত্যাগত থিওক্লাইমেনাসের প্রবেশ।

থিওক্লাইমেনাস। (পিতার সমাধির প্রতি) হে আমার পিতা প্রোতিয়াস, প্রবেশ ও প্রস্থানকালে যাতে প্রতিবার আমি তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে পারি তার জন্য আমি তোমাকে এই প্রাসাদদ্বারে সমাহিত করেছিলাম। আমি তোমার পুত্র থিওক্লাইমেনাস তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। (অনুচর-বর্গের প্রতি) যাও তোমরা প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে এই সব কুকুর ও শিকারের জালগুলো রেখে এসো। (অনুচরদের প্রস্থান) আমি মনে করি মৃতের প্রতি দুর্ব্যবহারের সমুচিত শাস্তি বিধান করা উচিত। সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি জনৈক গ্রীক আমার প্রহরীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গুপ্তচরের মত প্রাসাদে এসেছে হেলেনকে চুরি করে নিয়ে যাবার জন্য। যদি সে ধরা পড়ে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। (সমাধির চারপাশে তাকিয়ে) হায় হায়, এখন দেখছি আমার আশা ও পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হলো। কারণ টিণ্ডারাসকন্যা হেলেন নিশ্চয় এই প্রাসাদ-অন্তর্বর্তী তার কক্ষ শূন্য করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। কই কোথায় আমার ভৃত্যগণ, দরজা খুলে বেড়িয়ে এস, অবিলম্বে আমার রথ প্রস্তুত করো। আমি তার অনুসন্ধান করব। আমার দোষে বা অবহেলায় যেন আমার স্ত্রীরূপে আকাঙ্ক্ষিত সেই নারী পালিয়ে যেতে না পারে। (শোক-সূচক কৃষ্ণ পোষাকে আবৃত হেলেনকে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে আসতে দেখে)

না থাম। আমি দেখছি যার খোঁজে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম সে প্রাসাদের মধ্যেই রয়েছে। পালিয়ে যায়নি। (হেলেনের প্রতি) হেলেন, কেন তুমি শ্বেতবসন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করেছ, কেন তুমি তোমার কেশপাশ কর্তন করেছ, কেন তুমি অবিরত অশ্রুপাতের দ্বারা তোমার সুন্দর গণ্ডদ্বয় মলিন করে তুলেছ? তুমি কি রাত্রিতে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ অথবা লোকমুখে পারিবারিক কোন দুঃসংবাদ শুনেছ?

হেলেন। প্রভু, এখন থেকে আমি তোমাকে এই নামেই অভিহিত করতে চাই। আমার সুখের সব সম্ভাবনা বিনষ্ট হলো। আমার সর্বনাশ হলো।

থিওক্লাই। কি ধরনের বিপদ ঘটেছে? কি হলো তোমার?

হেলেন। কেমন করে সেকথা মুখে আনব—মেনেলাস মৃত।

থিও। একথা শুনে আমি সুখী না হলেও এতে আমার ভালই হবে। কেমন করে একথা জানলে? থিওনো বলেছে?

হেলেন। সে এবং প্রত্যক্ষদর্শী আর একজন।

থিও। কেউ এসে তোমাকে সরাসরি সেকথা বলেছে?

হেলেন। হাঁ। (স্বগত) সে যেন আমার কথামত যথাসময়ে আসে।

থিও। কে সে? কোথায় সে? আমি নিশ্চিতরূপে জানতে চাই সে কথা।

হেলেন। (মেনেলাসের দিকে ফিরে) ঐ যে ওখানে, সমাধির পাশে বসে রয়েছে।

থিও। হা এ্যাপোলো, কী ছিন্নমলিন পোষাক!

হেলেন। আমার স্বামী ওর মত দেখতে।

থিও। কোথা হতে এসেছে ও? কেমন করে এদেশে এল?

হেলেন। ও জাতিতে গ্রীক এবং আমার স্বামীর সহযাত্রী ছিল।

থিও। কিভাবে মেনেলাসের মৃত্যু হয়েছে ও বলল?

হেলেন। ঢেউএর আঘাতে সমুদ্রে সলিলসমাধি লাভ করেছে।

থিও। তখন কোন সমুদ্রের উপর দিয়ে ওরা যাচ্ছিল?

হেলেন। লিবিয়ার পাহাড়ঘেরা উপকূলের কাছে তার মৃত্যু ঘটে।

থিও। কিন্তু একই জাহাজে থাকা সত্ত্বেও কি করে এই লোকটি বেঁচে গেল?

হেলেন। অনেক সময় হীন বা নীচ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মহান ব্যক্তিদের থেকে বেশী দিন বাঁচে, বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

থিও। কোথায় এই লোকটি ভগ্ন জাহাজটাকে ছেড়ে দেয়?

হেলেন। জাহাজটা তখন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাচ্ছিল। মেনেলাস তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

থিও। তিনি তাহলে মৃত। কিন্তু কোন জাহাজে করে লোকটি এখানে আসে?

হেলেন। কতকগুলি নাবিক ওকে জলে দেখতে পেয়ে ওকে বাঁচায়।

থিও। কিন্তু তোমার সেই অভিশপ্ত প্রতিমূর্তিটি কোথায় যা একদিন ট্রয়ে পাঠানো হয়েছিল?

হেলেন। সে প্রতিমূর্তি বাতাসে অদৃশ্য হয়ে যায়।

থিও। হায়, প্রিয়াম আর তার ট্রয়নগরী বৃথাই ভূমিসাৎ হলো।

হেলেন। প্রিয়ামপুত্রদের সঙ্গে আমিও সমান দুঃখে অভিভূত হলাম।

থিও। তোমার স্বামীকে কি লোকটি সমাহিত করেছে অথবা ছেড়ে এসেছে?

হেলেন। না সমাহিত করেনি। হায় কা মর্মান্তিক দুঃখই না আমার ভাগ্যে আছে!

থিও। এই জন্যই কি তোমার পীতাভ সব চুল কেটে ফেলেছ?

হেলেন। হ্যাঁ, কারণ আজও সে আগের মতই প্রিয় আমার কাছে।

থিও। তোমার অশ্রু দেখে মনে হচ্ছে তুমি সত্যিই দুঃখ পেয়েছ।

হেলেন। তোমার বোন কখনো কোন আরাম উপভোগ চায় না।

থিও। না। কিন্তু তুমি কি এখন এই সমাধির পাশেই থাকবে?

হেলেন। কেন আমাকে আবার মৃতের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছ?

থিও। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এখনো তোমার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত আছ।

হেলেন। আর তা নেই। তুমি আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পার।

থিও। বিলম্বে হলেও তোমার কথা শুনে আমি খুশি হলাম।

হেলেন। আমাদের এখন অতীতকে ভুলে যাওয়া উচিত।

থিও। কিন্তু তোমার শর্ত কি? আমার পক্ষ থেকেও তোমাকে কিছু দেওয়া উচিত।

হেলেন। এখন আমাদের সব বিবাদের অবসান ঘটুক। শান্তির মধ্য দিয়ে মিলিত হই আমরা।

থিও। আমি সব বিবাদের অবসান ঘটালাম। দূর হয়ে যাক পুরাতন বিবাদ।

হেলেন। (থিওক্লাইমেনাসের পায়ে পড়ে) এখন আমরা বন্ধু। নতজানু হয়ে এখন তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইছি।

থিও। হাত বাড়িয়ে কি চাইছ তুমি?

হেলেন। আমি চাই আমার স্বামীকে সমাহিত করতে।

থিও। কেমন করে? যে মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া যায় না তার কি সমাধি হয়?

হেলেন। আমাদের গ্রীসদেশে এক প্রথা আছে যে—

থিও। কি সে প্রথা? এ সব ব্যাপারে আমি জানি গ্রীকরা বিজ্ঞ।

হেলেন। এ ক্ষেত্রে মৃতের জামাকাপড় দিয়ে এক চিতা সাজায়।

থিও। তাই করো। যেখানে খুশি তার সমাধি রচনা করো।

হেলেন। কিন্তু নিমজ্জিত নাবিকের জন্য স্থলের উপর আমরা সমাধি নির্মাণ করি না।

থিও। তাহলে কেমন করে? আমি তো গ্রীকদের প্রথা জানি না।

হেলেন। মৃতের জন্য উপযুক্ত পিণ্ড ও উপাচার নিয়ে আমরা সমুদ্রে তা নিক্ষেপ করি।

থিও। তাহলে আমাকে কি দিতে হবে বল।

হেলেন। ঐ লোকটি তা বলবে। আমি তা জানি না।

থিও। শোন বিদেশী, তুমি এক শুভ আনন্দদায়ক সংবাদ বহন করে এনেছ।

মেনে। কিন্তু আমার বা মৃতব্যক্তির কাছে তা আনন্দদায়ক নয়।

থিও। সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের সমাধি কিভাবে রচনা করো তোমরা?

মেনে। তা নির্ভর করে তার আত্মীয়দের আর্থিক সামর্থ্য কতদূর তার উপর।

থিও। বল। যতদূর সম্ভব আমি হেলেনের জন্য খরচ করব।

মেনে। প্রথমতঃ মৃতের উদ্দেশ্যে আমরা রক্তের অঞ্জলি দান করি।

থিও। কি ধরনের রক্ত বল। তোমার কথামত কাজ করব আমি।

মেনে। না না, তুমি যা দেবে তাতেই যথেষ্ট হবে।

থিও। আমরা এদেশে অশ্ব বা বলদের রক্ত দান করি।

মেনে। উপযুক্ত দান দিতে না পারলে কিছু না দেওয়াই ভাল।

থিও। আমার পশুশালায় এ দুয়ের কোনটারই অভাব নেই।

মেনে। বস্ত্রাবৃত এক শূন্য শবাধার বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

থিও। তাই হবে। আর কি চাই?

মেনে। কিছু ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্র। ধরুন বর্শা, কারণ তিনি বর্শা ভালবাসতেন।

থিও। পেলেউসপুত্রের উপযুক্ত অস্ত্র আমি দান করব।

মেনে। আমরা সমস্ত রকমের খাদ্যও দান করি।

থিও। ঠিক আছে। কিন্তু এই সব কিভাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো?

মেনে। আমরা একটি জাহাজে করে তা নিয়ে যাই সমুদ্রে।

থিও। কূল থেকে কত দূর সমুদ্রে তা নিয়ে যাও?

মেনে। যেখান থেকে কূলের কিছু দেখা যায় না।

থিও। তাই নাকি? কিন্তু এ প্রথার কারণ কি?

মেনে। যাতে সমুদ্রের ঢেউ সেই সব কোন জিনিস কূলে আনতে না পারে।

থিও। আমি তোমাকে দ্রুতগামী এক ফিনিশীয় জাহাজ দেব।

মেনে। খুব ভাল হবে। মেনেলাস তাতে সুখী হবে।

থিও। হেলেন ছাড়াই তুমি একাজ করতে পারবে ত?

মেনে। মৃত ব্যক্তির মাতা, স্ত্রী অথবা সন্তানই একাজ করতে পারে।

থিও। তাহলে হেলেনকে যেতেই হবে এ কাজের জন্য।

মেনে। যারা মহান ব্যক্তি সদাশয় ব্যক্তি, মৃতদের তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করেন না।

থিও। সে অবশ্যই যাবে। আমি আমার সৎকর্মের দ্বারা আমার ভাবী স্ত্রীর মনে সততা জাগিয়ে তুলব। এখন ভিতরে গিয়ে মৃতের জন্য উপযুক্ত পোষাক বেছে নাও। যেহেতু তুমি তার জন্য এতদূর কষ্ট করেছ আমি তোমাকে শুধু হাতে এ দেশ থেকে যেতে দেব না। আমি তোমার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে এক সুসংবাদ বহন করে এনেছ বলে আমি তোমাকে ভাল পোষাক ও খাদ্যদ্রব্য দান করব। যাতে তুমি সহজে স্বদেশে ফিরে যেতে পার তার ব্যবস্থাও করব। (হেলেনের দিকে ফিরে) আর হে ভদ্রে, জীবনে যা হারিয়েছ, যা আর ফিরবে না তার প্রতি বৃথা শোক প্রকাশ করো না। মেনেলাসের যা ভাগ্যে ছিল তাই ঘটেছে। তোমার স্বামী আর কখনো ফিরে আসবে না।

মেনে। তাই করো হে নারী। অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে তোমার বর্তমান স্বামীকেই ভালবেসে চল। বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এটা

তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমি গ্রীসে গিয়ে তোমার সমস্ত কলঙ্কের প্রচার বন্ধ করে দেব। তুমি শুধু তোমার স্বামীর প্রতি যদি বিশ্বস্ত থাক তাহলে একাজ আমি অবশ্যই করব।

হেলেন। তাই হবে। আমার স্বামীর প্রতি আমি এমন বিশ্বস্ত থাকব যে তিনি আমার মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। তুমি নিজেও তার পরিচয় পাবে। তবে এখন তুমি ভিতরে গিয়ে স্নান করে পোষাক পরিবর্তন করো। আমি তোমাকে সাহায্য করব তোমার কাজে। উপযুক্ত সব জিনিস আমার কাছে থেকে পেলে তুমি নিশ্চয় সানন্দে মেনেলাসের প্রতি তোমার করণীয় কর্তব্য করবে। (মেনেলাস, হেলেন ও থিওক্লাইমেনাসের প্রস্থান)

কোরাস। পর্বতমাতা ও দেবমাতা একবার তাঁর অপহৃতা কন্যার সন্ধানে গম্ভীর অরণ্য, বিশাল জলপ্রপাত ও গর্জনশীল সমুদ্রতরঙ্গের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। এই দেবী যখন ভয়ঙ্করী মূর্তিতে সিংহসংযোজিত রথপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিলেন তখন বেকাসের পাখিরা তাদের সব গান ভুলে যায়। তাঁর যে কুমারীকন্যা নৃত্যরতা অবস্থায় অপহৃত হয় তাকে তিনি খুঁজে বার অবশ্যই করবেন। তাঁর সাহায্যে স্বর্ণ ধনুকসহ ছুটে আসেন দেবী আর্তেমিস, ছুটে আসেন বর্শাহাতে প্যালাস এথেন। কিন্তু দেবরাজ জিয়াস তাঁর স্বর্গসিংহাসন হতে সব কিছু দেখে সম্পূর্ণ অন্য অপ্রত্যাশিত এক বিধান দান করেন। দস্যু কর্তৃক অপহৃতা তাঁর কন্যার সন্ধানে যখন সেই পর্বতবাসিনী দেবমাতা অপরিসীম শ্রমসহকারে ত্রিভুবন পরিক্রমা করছিলেন তখন একবার সহসা তিনি জলদেবীঅধ্যুষিত আইডা পর্বতের তুষারাবৃত শিখরদেশে ও পার্বত্য অরণ্যের গভীরে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। সেই পার্বত্যউপত্যকাকে ক্রোধপরবশ হয়ে এমনভাবে বন্ধ্যা করে দেন যাতে হলকর্ষণ সত্ত্বেও কোন ফসল না ফলে। তিনি সে অঞ্চলের মানুষদের সবুজ ফসলের অভাবে শুকিয়ে মারারও ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিষ্ঠুর বিধানে জনপদ ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। পূজার বেদীতে বন্ধ হয়ে যায় বলিদান। তাঁর প্রতি অপমানের প্রতিশোধস্বরূপ ঝর্ণার উজ্জ্বল জলধারা রুদ্ধ করে দেন। এইভাবে সেই দেবমাতা যখন তাঁর সর্বব্যাপী শোকাকুল বিষাদের দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্যের সব আনন্দোৎসব বন্ধ করে দেন তখন জিয়াস তাঁর ক্রোধ উপশমের জন্য স্বর্গের অপ্সরাদের ডেকে বললেন ঐ অপহৃতা কুমারীকন্যার মাতা দিওর মনে প্রীতি উৎপাদনের জন্য নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা করো। তখন সে কথা শুনে সৌন্দর্যের দেবী সাইপ্রিস নিজে তম্বুরা ধারণ

করলেন। একজন দেবী ধারণ করলেন বাঁশি আর একজন করতাল। হে কুমারীকন্যা, তোমার মধ্যে কি কোন ন্যায়অন্যায় বোধ ছিল না? কেন তুমি তোমার অন্যায় ক্রোধের উত্তাপের দ্বারা তোমার মাতার মধ্যে ক্রোধ জাগরিত করো? তবু পর্যাপ্ত চন্দ্রালোকপরিপ্লাবিত সবুজ আইভি পাতায় শোভিত সেই উৎসবমণ্ডপে অনুষ্ঠিত বৃত্তাকারে নৃত্যরতা নর্তকীদের নৃত্যগীতের এক অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তোমার মাতাকে বিচলিত করে। তবে তোমার রূপের অহঙ্কার বিন্দুমাত্রও তাতে কমেনি।

হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটেছে তাতে আমাদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। আমাদের পলায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রোথিওয়াসকন্যা তার ভাইএর প্রশ্নের উত্তরে বলেছে আমার স্বামী এখানে আসেনি। আমার মঙ্গলের খাতিরে সে বলেছে আমার স্বামী আর ইহজগতে বেঁচে নেই। আমাদের এই পরিকল্পনার দ্বারা আমার স্বামীও লাভবান হয়েছেন। কারণ মৃতের প্রতি কর্তব্যপালনের নাম করে তিনি অনেক ভাল ভাল অস্ত্র অস্ত্রাগার হতে বেছে নিয়েছেন। আমরা যদি একবার জাহাজে গিয়ে উঠতে পারি তাহলে তিনি যা অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন তা দিয়ে এ দেশের দশ সহস্র লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে পারবেন। আমি তাঁর ছিন্নমলিন পোষাক খুলে শিশিরসিক্ত নদীজলে স্নান করিয়ে নূতন পোষাকে সজ্জিত করেছি তাঁকে। (থিওক্লাইমেনাসকে প্রাসাদ অভ্যন্তর হতে আসতে দেখে) এখন রাজা এদিকেই আসছে। ও জানে আমি ওকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। এখন আমি নীরব হয়ে থাকব। এখন তোমাকে আমরা বন্ধু বলেই ভাবি। হে আমার প্রিয় বান্ধবীগণ, এখন তোমরা চুপ করে থাকবে। তোমাদেরও আমি আমার সঙ্গে উদ্ধার করব।

অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত মেনেলাস ও অনুচরবর্গসহ থিওক্লাইমেনাসের প্রবেশ

থিও। হে আমার ভৃত্যগণ, এই বিদেশীর নির্দেশানুসারে কাজ করে চল। সমুদ্রে অর্ঘ্য দানের জন্য যা বিধান দেয় তা সব করবে। শোন হেলেন, আমার কথা শোন। তুমি এখানেই থাক। তুমি সমুদ্রে যাও বা এখানেই থাক তাতে মৃত মেনেলাসের কিছু যায় আসে না। তুমি যেভাবে তোমার মৃত স্বামীর জন্য শোকে কাতর হয়ে পড়ছ তাতে আমার ভয় হচ্ছে পাছে তুমি অকস্মাৎ শোকোন্মত্ত অবস্থায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে বস।

হেলেন। হে আমার প্রিয় স্বামী, যেহেতু আমি মেনেলাসের বিবাহিত পত্নী ছিলাম এককালে, দাম্পত্য বিশ্বস্ততার খাতিরে অর্ঘ্যদান-অনুষ্ঠানে আমাকে স্বয়ং যোগদান করতেই হবে। অবশ্য আমার ভূতপূর্ব স্বামীর প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসার খাতিরে আমি প্রাণত্যাগ করতে পারি তার জন্য। কিন্তু তাতে কি ফল হবে? সেই নিষ্ফল মৃত্যু আমি চাই না। সুতরাং মৃতের প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে যাবার অনুমতি দান করো। দেবতারা যেন তোমাকে ও এই লোকটিকে আমাকে এ কাজে যথাযথভাবে সহায়তা করার জন্য পুরস্কৃত করেন। যেহেতু তুমি আমার ও মেনেলাসের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ তোমার গৃহে স্ত্রী হিসাবে আমি তোমার আশানুরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দান করব। নিশ্চয় এতে তোমার সৌভাগ্য বর্ধিত হবে। এখন আমাদের জাহাজটি আনার ব্যবস্থা করো যাতে আমরা মৃতের প্রতি অর্ঘ্যদানের জন্য রওনা হতে পারি।

থিও। (জনৈক অনুচরের প্রতি) তুমি যাও, পঞ্চাশজন নাবিকসমন্বিত ও পঞ্চাশটি দাঁড়বাহিত আমার এক সাইডোনিয়ান জাহাজ নিয়ে এস।

হেলেন। (মেনেলাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) যেহেতু তারই উপর শেষকৃত্যের ভার সে-ই জাহাজ চালাবে।

থিও। হ্যাঁ তাই হবে। আমার নাবিকরা তার অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে।

হেলেন। একথা নিশ্চিত করার জন্য আর একবার একথা বলবে তুমি?

থিও। তুমি তা চাইলে আমি দু তিনবার বলব সেকথা।

হেলেন। তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। (স্বগত) আমার পরিকল্পনাও যেন সার্থক হয়।

থিও। এখন বেশী মাত্রায় শোকাশ্রু বর্ষণ করে তোমার সৌন্দর্যকে ম্লান করে তুলো না।

হেলেন। আজ থেকে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাব।

থিও। মৃতের প্রতি শোকাতিশয্যের কোন অর্থ হয় না।

হেলেন। জীবিত ও মৃত—উভয়ের প্রতিই সমানভাবে কর্তব্য পালন করব আমি।

থিও। মেনেলাসের মত আমিও তোমার কাছে ভাল হয়ে উঠব।

হেলেন। তোমার মধ্যে আমি কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার সৌভাগ্যই আমি চাই।

থিও। তোমার শুভেচ্ছা পেলেই আমি সে সৌভাগ্য লাভ করব।

হেলেন। হিতকারী বন্ধুদের কেমন করে ভালবাসতে হয় তা আমার ভালই জানা আছে। তা আর নূতন করে শিখতে হবে না।

থিও। তবে তাই হোক। গ্রীক রীতিনীতিতে আমার কিছু আসে যায় না। এখানে ত আর মেনেলাসের মৃত্যু হয়নি। সুতরাং আমার গৃহের শুচিতা মৃত্যুর দ্বারা দূষিত হয়নি। তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে আমার প্রধান কর্মচারীদের বলে দাও তারা যেন বিবাহের যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসে প্রাসাদে। এখন আমার ও হেলেনের বিবাহোৎসবে মত্ত হয়ে উঠুক দেশ। (মেনেলাসের দিকে ফিরে) যাও বিদেশী, এই নারীর মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে এই সব অর্ঘ্য সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষেপ করো। তারপর আমার স্ত্রীকে যথাশীঘ্র ফিরিয়ে আনবে যাতে তুমিও আমাদের বিবাহের ভোজসভায় যোগদান করতে পার। তারপর ইচ্ছা করলে স্বদেশে ফিরে যাবে অথবা এখানেই সুখে শান্তিতে থেকে যেতে পার। (অনুচরবর্গসহ থিওক্লাইমেনাসের প্রস্থান)

মেনে। হে জিয়াস, তুমি আমাদের পরম পিতা শুধু নও, দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি আমাদের পানে তাকাও, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে মুক্ত করো। আজ আমরা সৌভাগ্যের যে উচ্চ শিখরে অতিকষ্টে আরোহণ করতে চলেছি সেখানে যাতে নির্বিঘ্নে উঠতে পারি তার জন্য তুমি আমাদের সাহায্য করো। তোমার সামান্য অঙ্গুলিস্পর্শেই আমরা সেখানে উঠে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য লাভ করব। জীবনে আমি প্রচুর দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি। সারা জীবনব্যাপী দুর্ভাগ্যভোগের মত এমন কোন অপরাধ আমি করিনি। আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাও। আমাকে এবার এটুকু দয়া করো; আমার পরবর্তী জীবন যেন সুখের হয়।

(মেনেলাস ও হেলেনের প্রস্থান)

কোরাস। হে সাইডনের ফনিশীয় নাবিকদল, ফেনায়িত সমুদ্রতরঙ্গের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে সমুদ্রের সেই শান্ত বায়ুলেশহীন বুকের উপর চলে যাও যেখানে জলপরীরা খেলা করে এবং যেখানে নীল সমুদ্রকন্যা তোমাদের হেঁকে বলবে, হে নাবিকগণ, পালের দড়ি আলগা করো। বাতাসে সে পাল দুলতে থাকুক। পাইনপাতা হাতে করে তোমরা হেলেনকে পার্সিয়াসের নগরবন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। হয়ত তোমরা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গের পরপারে প্যালাসের মন্দিরে কুমারী পূজারিণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতাদির উৎসব দেখতে পাবে।

এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এ্যাপোলোর বিজয়গৌরবের জন্য, কারণ এ্যাপোলো তাঁর অব্যর্থ শরক্ষেপণের দ্বারা হিয়াসিনথ্‌কে হত্যা করেন এবং এজন্য স্পার্টার লোকেরা প্রচুর পূজা উপহার দান করবে। সেখানে তোমরা হেলেনকন্যা হার্মিওনকেও দেখতে পাবে যার বৈবাহিক উৎসবের মশাল আজও প্রজ্জলিত হয়নি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমার যদি পাখা থাকত তাহলে দলবদ্ধ পাখির মত আমি কত প্রান্তর পার হয়ে সমস্ত শীত ও বর্ষা পরিহার করে চিরবসন্ত লিবিয়ায় উড়ে যেতাম। হে পক্ষযুক্ত চিরসুখী পক্ষিকুল, দ্রুতগামী মেঘমালার সুযোগ্য সঙ্গী, তোমরা প্লেইয়াদ ও ওরিয়নের দিগন্ত পার হয়ে গ্রীবা প্রসারিত করে ইউরোতাসের নদীতীরে উড়ে যাও। সেখানে গিয়ে চিৎকার করে বল, মেনেলাস ট্রয়নগরী জয় করেছে, সে শীঘ্রই দেশে ফিরে আসবে। হে হেলেন-ভ্রাতা ও টিণ্ডরাসপুত্রগণ, তোমরা আজ স্বর্গবাসী। তোমাদের আলোকরশ্মি সঞ্চালিত করে নীল সমুদ্রের ধূসর তরঙ্গমালার উপর নেমে এস। অনুকূল বাতাসও পালের দ্বারা তাদের বিপদসীমার বাইরে নিয়ে যাও। তোমাদের ভগিনীর সমস্ত লজ্জা ও কলঙ্কের অবসান ঘটাও। যদিও হেলেন এ্যাপোলোনির্মিত ইলিয়াম নগরীতে কখনো যায়নি তথাপি দেবকুলের মধ্যে বিবাদের জন্য তাকে প্রভূত পাপ ও কলঙ্ক ভোগ করতে হয়।

থিওক্লাইমেনাস ও জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। বড় দুঃসংবাদ হে রাজন! এক দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত হয়েছেন আপনি।

থিও। কি সে দুঃসংবাদ?

দূত। হেলেন এ রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছে। এবার হতে আপনাকে প্রেম নিবেদনের জন্য অন্য নারীর সন্ধান করতে হবে।

থিও। বড় আশ্চর্য কথা! কোথায় জাহাজ পেল সে? অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে তোমার কথা।

দূত। যে জাহাজ আর নাবিক আপনি তাকে দিয়েছিলেন তার সাহায্যেই তারা চলে গেছে। শীঘ্রই আমি সব বলছি।

থিও। কেমন করে তা সম্ভব হলো আমি তা শুনতে চাই। কারণ আমি কখনো ভাবতেও পারিনি যে মাত্র একটা লোকের শক্তির কাছে পঞ্চাশ জন নাবিক পরাস্ত হতে পারে।

দূত। আমরা সকলে এখান থেকে সমুদ্রতীরে উপনীত হলে জিয়াসকন্যা

সমুদ্রের ধারে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে শোকের ছলনা করে কাঁদতে লাগল। আমরা তখন একটি সাইডোনীয় জাহাজ নিয়ে এসে সকলে মিলে তার দাঁড় ঠিক করে তাকে সর্বতোভাবে সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত করে তুললাম। আমরা যখন এই সব কাজ সারছিলাম তখন কোথা হতে একদল গ্রীক যাদের ছিন্নমলিন পোষাক দেখে জাহাজডুবির লোক বলে মনে হলো তারা বেলাভূমির উপর এসে দাঁড়াল। আসলে তারা মেনেলাসের সহযাত্রী। তাদের সম্বোধন করে আত্রেউসপুত্র মেনেলাস বলতে লাগল আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে, হে হতভাগা ভগ্নপোত নাবিকের দল, কিকরে এলে এখানে? তোমরা কি মৃত আত্রেউসপুত্রের প্রতি শেষকৃত্য সম্পাদনে আমাদের সাহায্য করতে এসেছ? তারা তখন মঞ্চকুশলী অভিনেতার মত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল কপট শোকে। তারপর তারা অর্ঘ্যদানের বস্তুগুলি জাহাজে তুলল। তারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল বলে আমাদের মনে সন্দেহ জাগল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম। কিন্তু তাদের কোন কথা বললাম না। কারণ আপনি আমাদের বিদেশীর নেতৃত্ব মেনে চলতে আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা তখন নীরবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জাহাজে তুললাম। কিন্তু বলির বলদটি মেনেলাস আমাদের স্পর্শ করতে দিল না। সে তখন তার গ্রীকসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, এস ট্রয়নগরী ধ্বংসকারী হে বীরগণ, গ্রীকরীতি অনুসারে বলদটিকে কাঁধে করে তুলে পাটাতনে নিয়ে এস। আর মেনেলাস বলির জন্য তরবারি প্রস্তুত করল ও ঘোড়াটিকে নিজে জাহাজে নিয়ে গেল। সব বস্তু জাহাজে উঠে গেলে হেলেন উঠে দাঁড় বাওয়ার জায়গার কাছে যে মেনেলাসকে মৃত ভেবেছিলাম আমরা তার পাশে বসল। সেই সব গ্রীকরা জোড়ায় জোড়ায় জাহাজের ডানদিকে ও বাঁদিকে বসল। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল বস্ত্রাঞ্চল-আবৃত এক একটি শাণিত তরবারি। আমরা প্রথাগত সমুদ্রযাত্রাকালীন উল্লাসধ্বনি সহকারে জাহাজ ছেড়ে দিলাম।

আমরা যখন সমুদ্রে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম তখন জাহাজের চালক চিৎকার করে বলল, বল বিদেশী, তুমিই হচ্ছ এই জাহাজের প্রধান পরিচালক। বল আর বেশী দূর যাব কি না এইখানেই জাহাজ থামাব।

মেনেলাস তখন বলল, এইখানেই থামাও। বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এই বলে সে বলিদানের জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু বলদের গলাটি কাটার পর সে মৃতের উদ্দেশ্যে কোন কথা না বলে অন্য কথা বলতে লাগল। বলল, হে

সমুদ্রদেবতা পসেডন ও কুমারী নেরেইদ জলপরীর দল, তোমরা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিরাপদে নপলিয়ার উপকূলে নিয়ে চল। বলির পশুর গলা থেকে রক্ত তখন ফিনকি দিয়ে সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। বিদেশীর পক্ষে এটা ছিল শুভ লক্ষণ। তখন আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, এটা হলো বিশ্বাসঘাতকতা, জাহাজ ঘুরিয়ে দাও। কিন্তু তখন আত্রেউসপুত্র বলির মৃত পশুর পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'গ্রীসের গৌরব হে বীরসন্তানগণ, বিদেশীদের হত্যা করে সব সমুদ্রে ফেলে দাও। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়।' অন্যদিকে আমাদের দেশের নাবিকরাও বলতে লাগল, 'দাঁড়ের হাতল ও জাহাজের কাঠ বা পাটাতন যা আছে তাই দিয়ে বিদেশীদের রক্তপাত ঘটাও।'

কিন্তু আমাদের হাতে ছিল মাত্র কাঠ আর ওদের প্রত্যেকের হাতে ছিল তীক্ষ্ণ তরবারি। এবার হেলেন চিৎকার করে উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে বলল, 'কোথায় তোমাদের সেই ট্রয়যুদ্ধে প্রদর্শিত বীরত্ব ও অর্জিত গৌরব? বিদেশীদের তা আজ বুঝিয়ে দাও।' যখনি যেখানে কোন গ্রীক হেরে যাচ্ছিল মেনেলাস সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে সাহায্য করছিল। এইভাবে তারা একমাত্র আমি ছাড়া আমাদের প্রত্যেককে কেটে সমুদ্রে ফেলে দিল। আমি কোন রকমে তাদের অলক্ষ্যে পাটাতন থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পরে কোন এক ব্যক্তি কূল থেকে দড়ি ফেলে আমাকে তীরে উঠিয়ে আনে। আমার মতে যাকে তাকে যখন তখন বিশ্বাস না করাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ।

কোরাস। হে রাজন, আমি ভাবতেও পারিনি সেই ব্যক্তিই মেনেলাস এবং সে আপনার ও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এভাবে।

থিও। হায়, এক নারীর ফাঁদে আমি ধরা পড়ে গেলাম। এখন আমার বিবাহের আশা চিরতরে বিনষ্ট হলো। তাদের জাহাজ ধরতে পারা যায় কি না তা অবশ্য আমি দেখব। চেষ্টার কোন ত্রুটি আমি রাখব না। তবে এদিকে আমি আমার ভগিনীর বিশ্বাসঘাতকতারও প্রতিশোধ নেব। মেনেলাস এখানে এসেছে একথা জানতে পেরেও আমাকে সে বলেনি। এবার যাতে সে আর কাউকে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা প্রতারিত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করব

(জনৈক অনুচর থিওক্লাইমেনাসের সামনে এগিয়ে এল)

অনুচর। হে আমার প্রভু, কোথায় কার রক্তপাত করতে যাচ্ছেন?

থিও। আমি যাচ্ছি ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে। সরে যাও আমার পথ থেকে।

অনুচর। না, আমি যাব না। এই আপনার পোষাক আঁকড়ে ধরলাম।

থিও। ক্রীতদাস কোথাকার! দাস হয়ে মালিককে হুকুম করছ?

অনুচর। করছি, কারণ আমি আপনার মঙ্গল চাই।

থিও। আমাকে না মারা ছাড়া কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না।

অনু। আমি আপনাকে এ কাজ করতে কখনই দেব না।

থিও। আমার দুষ্ট প্রকৃতির ভগিনীকে হত্যা করতে দাও।

অনু। তিনি দুষ্ট প্রকৃতির ত ননই, বরং তিনি অতীব সৎ।

থিও। সে আমায় ঠকিয়েছে।

অনু। ঠকিয়ে আপনার ভালই করেছেন। ন্যায়সঙ্গত কর্মে সহায়তা করেছেন।

থিও। আমার স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে সহায়তা করেছে।

অনু। কিন্তু সেই ব্যক্তির অধিকার আপনার থেকে বেশী।

থিও। যার উপর আমার অধিকার তার উপর আর কার অধিকার থাকতে পারে?

অনু। যে সেই নারীকে তার পিতার হাত থেকে গ্রহণ করে।

থিও। হ্যাঁ, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি সেই নারীকে লাভ করি।

অনু। তাহলে ভাগ্যই তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

থিও। আমার কর্মাকর্মের বিচার করার ক্ষমতা তোমার নেই।

অনু। আছে যদি আমি যা সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত তা বলি।

থিও। আমি রাজা না কি তা নই?

অনু। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার রাজক্ষমতা সৎকর্ম করার জন্য, অসৎ ও অন্যায় কর্মের জন্য নয়।

থিও। তুমি দেখছি মরতেই চাও।

অনু। হ্যাঁ, আমাকে আপনি হত্যা করুন। কিন্তু আপনার ভগিনীকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না। মহৎ স্বভাবের ভৃত্যরা তাদের প্রভুদের জন্য আত্মবলি দেয়।

দেবলোক হতে শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে ক্যাস্টর ও পোলাক্স নামে হেলেন-ভ্রাতাদ্বয়ের আবির্ভাব।

ভ্রাতাদ্বয়। হে রাজন থিওক্লাইমেনাস, তোমার অসঙ্গত ক্রোধের উপশম ঘটাও। আমরা হচ্ছি লেডার গর্ভজাত সন্তান। যে হেলেন তোমার প্রাসাদ থেকে

পলায়ন করেছে, আমরা তার যমজ ভ্রাতা। যে বিবাহ হবার নয় তার জন্য ক্রোধ অর্থহীন এবং জেনে রেখো, তোমার ভগিনী থিওনো কোন অন্যায় করেনি। সে শুধু স্বর্গলোকের নির্দেশ আর তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলে। এটা বিধিনির্দিষ্ট যে হেলেন আর তোমার প্রাসাদে থাকবে না। ট্রয়-নগরী বিধ্বস্ত হবার পরই তার স্বামীর কাছে তার ফিরে যাবার কথা। এখন সে তার স্বামীর সঙ্গে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে সেখানেই বাস করবে। সুতরাং তোমার ভগিনীর রক্তপাতে উন্মুখ ঐ তরবারি সংবরণ করো। জেনে রেখো, সে এখানে বিজ্ঞের মতই কাজ করে চলেছে। যেহেতু আমাদের মৃত্যুর পর জিয়াস আমাদের দেবত্বে উন্নীত করেছেন, আমরা অনেক আগেই আমাদের ভগিনীর উদ্ধারের জন্য নেমে আসতে পারতাম। কিন্তু নিয়তির উপর আমাদের হাত নেই। নিয়তির থেকে আমরা কম শক্তিশালী। নিয়তি ও দৈবইচ্ছা পূরণ হবেই। তোমাকে একথা বলার পর আমার ভগিনীর উদ্দেশ্যে বলছি আমি, হে আমার প্রিয় ভগিনী, তোমার স্বামীর সঙ্গে অনুকূল বাতাসে স্বদেশের পথে এগিয়ে চল। আমরা তোমার যমজ ভ্রাতাদ্বয় সমুদ্রে তোমাদের নিরাপত্তার বিধান করব। তোমার জীবনকাল শেষ হলে তুমিও আমাদের মত দেবত্বে উন্নীত হবে। এটাই জিয়াসের ইচ্ছা। প্যারিস যাতে তোমাকে বিবাহ করতে না পারে তার জন্য মায়ার সন্তান স্পার্টা থেকে যে দ্বীপে প্রথম তোমাকে নিয়ে যায় সে দ্বীপের নাম হবে 'হেলেনের দ্বীপ।' মেনেলাস বিনা দোষে অনেক দুঃখ ভোগ করলেও তার প্রতি দেবতাদের কোন ঘৃণা নেই। মহৎপ্রাণ মেনেলাস সুখে শান্তিতে শেষ জীবন অতিবাহিত করবে।

থিও। হে জিয়াস ও লেডার সন্তানদ্বয়, আমি তোমাদের ভগিনী ও আমার ভগিনীর প্রতি আমার মধ্যে লালিত সব ক্রোধ দূরীভূত করলাম। আমি আর আমার ভগিনীকে হত্যা করব না। দেবতাদের যদি তাই ইচ্ছা হয় তাহলে হেলেন নিরাপদে তার স্বামীগৃহে উপনীত হোক। তোমরা এমনই এক নারীর ভ্রাতা যে নারী সততা, সৌন্দর্য ও বিজ্ঞতায় বিশ্বের সকল নারীর থেকে শ্রেষ্ঠা ও অদ্বিতীয়।

কোরাস। স্বর্গস্থ দেবতারা বহুরূপী। তাঁদের আকারের প্রায়ই পরিবর্তন হয়। দেবতারা অনেক সময় কল্পনাতীত অনেক জিনিস লাভ করেন। আমরা যা অনেক সময় কল্পনা করে থাকি বা প্রত্যাশা করে থাকি পরে তা বাস্তবে পরিণত হয় না, এই কাহিনীতে তাই দেখা যায়।

এ্যালসেস্টিস

ইউরিপিদেস

: নাটকের চরিত্র :

এ্যাপোলো

মৃত্যু

বয়োপ্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোরাস

জনৈক নারী ভৃত্য

এ্যালসেস্টিস : এ্যাডমেতাসের রাণী

এ্যাডমেতাস : থেসালির রাজা

ইউমেলাস : এ্যাডমেতাসের সন্তান

হেরাকলস্

ফেরেস : রাজার পিতা

জনৈক পুরুষ ভৃত্য

●

ঘটনাস্থল

থেসালির রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগ। প্রাসাদের বাঁ দিকে অন্তঃপুর ও ডান দিকে অতিথিশালা। ধারে ধারে প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত হতে স্বর্ণ ধনুক হাতে এ্যাপোলো বেরিয়ে এসে প্রাসাদের দিকে ঘুরে আশীর্বাদ দানের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে দাঁড়ান।

এ্যাপোলো। হে এ্যাডমেতাস প্রাসাদ, আমি দেবতা হয়ে তোমার মধ্যে সামান্য ভৃত্যের বেশে ভৃত্যের খাদ্য খেয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি। এর একমাত্র কারণ হলো জিয়াস। একবার জিয়াস আমার পুত্র এ্যাসক্লেপিয়াসের বুকের উপর বজ্র হেনে তাকে হত্যা করেন। আমি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে জিয়াসের অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারী সাইক্লোপদের হত্যা করি। আমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার পিতা জিয়াস আমার প্রতি এই শাস্তি বিধান করেন স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে আমাকে কোন মরণশীল মানুষের দাসত্ব করতে হবে। তখন আমি এই রাজ্যে এসে এই রাজার অধীনে বলদ চরানোর কাজ

গ্রহণ করি। এতদিন পর্যন্ত আমি তাঁকে ও তার যাবতীয় ভূসম্পত্তি রক্ষা করে এসেছি। এ রাজ্যের রাজা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেখে আমি তাঁকে নিয়তির সঙ্গে ছলনা করে মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করি। মৃত্যু ও নরকপ্রদেশের দেবীরা আমার কথায় বিশ্বাস করে এ্যাডমেতাসকে এই শর্তে ফিরিয়ে দেয় যে তার পরিবর্তে তার জন্য অন্য কেউ একজন স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেবে এবং মৃত্যুপুরীতে গমন করবে। একে একে সকল আত্মীয় বন্ধুকে কথাটা বুঝিয়ে তাব প্রাণরক্ষার জন্য তাদের কেউ প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজী আছে কি না তা দেখল এ্যাডমেতাস। তার বৃদ্ধ পিতা ও মাতার কাছেও গেল। কিন্তু একমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া কেউ রাজী হলো না এ কাজে। এখন তার স্ত্রী এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ আজই তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু আজই আমি এই প্রিয় প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব, তা না হলে মৃত্যুর কলুষ আমাকে স্পর্শ করবে। ঐ দেখ, মৃত্যুর দেবতা তার প্রাণকে মৃত্যুপরীতে নিয়ে যাবার জন্য এদিকেই আসছে। মৃত্যুর দেবতা ঠিক সময়েই আসে। তার এই মৃত্যুর দিনটি ঠিক সে মনে করে রেখেছে।

(ডান দিক থেকে মুক্ত তরবারি হাতে মৃত্যুর দেবতা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এ্যাপোলোকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল দুজনে।

মৃত্যু। এই প্রাসাদের সামনে ফীবাস তুমি দাঁড়িয়ে! তুমি কিন্তু বে-আইনীভাবে নরক প্রদেশস্থ মৃত্যুর দেবতাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছ। আচ্ছা, তুমি ছলনা করে নিয়তিকে প্রতারিত করে এ্যাডমেতাসকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আননি? আবার তুমি ধনুর্বাণ হাতে পেলিয়াসকন্যার প্রাণ রক্ষা করতে এসেছ। অথচ তার স্বামীর জন্য আজ তার প্রাণ বিসর্জনের কথা।

এ্যাপোলো। ভয় পেয়ো না। আমি সব সময় ন্যায়েব পক্ষপাতী। তোমাকে কিছু ন্যায়সঙ্গত কথাই বলব।

মৃত্যু। তা যদি বলবে তাহলে হাতে অস্ত্র কেন?

এ্যাপোলো। অস্ত্র বহন করাটা আমার রীতি।

মৃত্যু। হাঁা, এ প্রাসাদ রক্ষার কাজে ও অস্ত্র তুমি ভালভাবেই ও অন্যায়ভাবেই ধর।

এ্যাপোলো। বন্ধুর দুঃখে আমি দুঃখবোধ করি।

মৃত্যু। তাহলে তুমি আমাকে আর একটি মৃতদেহ হতে বঞ্চিত করবে?

এ্যাপোলো। জোর করে নয়, আমি অন্য জীবনটি রক্ষা করিনি।

মৃত্যু। কেন তার স্বামী কি মর্ত্যালোকে ছিল না?

এ্যাপোলো। সে তার পরিবর্তে তার স্ত্রীর জীবন দান করছে। আর সেই জীবন নিয়ে যাবার জন্যই তুমি এসেছ।

মৃত্যু। হঁ্যা, আমি তাকে পাতালপুরীর নরকে নিয়ে যাব।

এ্যাপোলো। নিয়ে যাও। তবে দেখি তোমাকে বুঝিয়ে—

মৃত্যু। তবে কি তার জীবন নাশ করব না? আমি যে এই কাজের জন্য নিযুক্ত।

এ্যাপোলো। না না। তোমার কাজ হবে মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিদের মৃত্যুর ক্ষণটিকে বিলম্বিত করা।

মৃত্যু। আমি তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ।

এ্যাপোলো। এ্যালসেস্টিস কি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচবে না?

মৃত্যু। না, আমিও আমার অধিকার রক্ষা করে চলব।

এ্যাপোলো। হঁ্যা, অন্ততঃ একটা জীবন তুমি পাবেই।

মৃত্যু। যারা অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে তাদের দ্বারাই আমি বেশী লাভবান হই।

এ্যাপোলো। যদি সে বৃদ্ধ বয়সে মরে তবে তার শেষকৃত্য বিশেষ জাঁকজমক-সহকারেই হবে।

মৃত্যু। দেখ ফীবাস, ওকথা আমার ভাল লাগে না।

এ্যাপোলো। তোমার কি রসিকতাবোধ নেই?

মৃত্যু। ধনীরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পেলে প্রচুর খরচ করে থাকে।

এ্যাপোলো। তাহলে তুমি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করবে না?

মৃত্যু। না, তুমি আমার স্বভাব জান।

এ্যাপোলো। হঁ্যা জানি, তুমি মানুষের কাছে ঘৃণ্য আর দেবতাদের কাছে ভয়ঙ্কর।

মৃত্যু। দেখ এ্যাপোলো, তুমি সব সময় তোমার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পার না।

এ্যাপোলো। যত নিষ্ঠুরই হও না কেন তোমারও মন ও মত বদলাবে। একবার ইউরিথিয়াসের দ্বারা প্রেরিত এক ব্যক্তি শৈত্যনিবিড় থে্রসের হাত থেকে অশ্ববাহিত একটি রথ নিয়ে যাবার জন্য ফেরেসের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে। পরে সে এ্যাডমেতাসের বাড়িতেও আতিথ্য গ্রহণ করবে। সেই ব্যক্তিই

তোমার কাছ থেকে এই নারীকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং কোন লাভই আমাদের কাছ থেকে আশা করতে পার না। তবু তুমি একাজ করবে আর আমার কাছ থেকে শুধু ঘৃণাই পেয়ে যাবে। (প্রস্থান)

মৃত্যু। যত কথাই বল, তুমি আমার কাছ থেকে কোন সুবিধাই পাবে না। এই নারীকে নরকের অন্ধকারে যেতেই হবে। এখন আমি নিজে গিয়ে এই তরবারির দ্বারা তাকে উৎসর্গ করব। এই তরবারির দ্বারা তার চুল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর দেবতাদের কাছে উৎসর্গীকৃত হয়ে যাবে সে।

(প্রাসাদের অভ্যন্তরে গমন)

কোরাসদের প্রবেশ

কোরাস নেতা। প্রাসাদের বহির্ভাগ এত নীরব কেন? এ্যাডমেতাসের প্রাসাদে কোন শব্দ নেই কেন? তবে কি মৃত রাণীর জন্য আমাকে শোক প্রকাশ করতে হবে অথবা তিনি জীবিত আছেন এখনো? পোলিয়াসকন্যা এ্যালসেস্টিসকে আমি স্বামীর প্রতি সবাপেক্ষা বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসাবে জানি।

কোরাস। (গান) কোথায় কান্নার শব্দ?

বক্ষে করাঘাতের শব্দই বা কোথায়?
প্রাসাদঅন্তঃপুরে মৃত্যুর জন্য বিলাপ কোথায়?
প্রাসাদদ্বারে কোন ভৃত্য ত দাঁড়িয়ে নেই।
হায়, আমাদের এই দুঃখের স্রোতের মুখটি
ঘুরিয়ে দেবার জন্য কোন দৈব পরিত্রাতা নেমে এস।

১ম সহ কোরাস। রাণীর মৃত্যু ঘটলে ওরা চুপ করে থাকত না।

২য় সহ কোরাস। রাণী এখন মৃত।

১ম সহ কোরাস। তবু সে মৃতদেহ প্রাসাদেই আছে।

২য় সহ কোরাস। আমি অবশ্য বড়াই করছি না। কিন্তু তুমি এত আশা করছ কেন?

১ম সহ কোরাস। এ্যাডমেতাস নিজে কি তার প্রিয়তমা রাণীকে এক নির্জন নিঃসঙ্গ সমাধিতে শায়িত করবেন?

২য় সহ কোরাস। প্রাসাদের দ্বারদেশে মৃতদেহ রাখার স্থানে ঝর্ণার কোন জলধারা উৎসারিত হতে দেখলাম। মৃতের জন্য কেশকর্তনের কোন চিহ্নও দেখলাম না। যুবতী নারীরা বক্ষে করাঘাত করছে না শোকে।

২য় সহ কোরাস। তথাপি আজই সেই নির্দিষ্ট মৃত্যুর দিন।

১ম সহ কোরাস। হায় কি বললে তুমি ?

২য় সহ কোরাস। আমি বলছি সেদিনের কথা যেদিন তাঁকে মৃত্যুপুরীতে যেতেই হবে।

১ম। তুমি আমার মর্মকে ভেদ করেছ। তুমি আমার মনকে বিদীর্ণ করেছ।

২য়। যিনি দীর্ঘদিন শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আজ তাঁকে এই অমঙ্গলের জন্য অশ্রুপাত করতে হবে।

কোরাস। না, আর কোন উপায় নেই। সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই, লিসিয়া বা আম্মনের এমন কোন দেবতার যজ্ঞবেদী নেই যেখানে অর্ঘ্যপূর্ণ জাহাজ পাঠিয়ে রাণীকে মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করা যেতে পারে। মৃত্যুর ক্ষণ সমুপস্থিত এখন আমি কোন দেবতার বেদীমূলে এই বিপদকালে যাব ? একমাত্র ফ্যবাসপুত্র এ্যাসক্লেপিয়াস যদি এখনো জীবিত থাকেন তাহলে তিনিই ছায়ান্ধকার মৃত্যুপুরী হতে ফিরিয়ে আনতে পারেন রাণীকে। কারণ তিনি একবার জিয়াসের বজ্র একটি লোককে বিদ্ধ করার মুহূর্তমাত্র আগেই এক ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু এখন আমি রাণীর প্রাণ কেমন করে রক্ষা করব ?

কোঃ নেতা। আমাদের রাজা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সব করেছেন। সারা দেশের মধ্যে এমন কোন দেবতার বেদী নেই যা পশুবলির রক্তে রঞ্জিত হয়নি। (অন্তঃপুর হতে রাণীর জনৈক সহচরীর আগমন) এখন দেখ একজন পরিচারিকা অশ্রুপূর্ণ চোখে এ দিকেই আসছে। এতে কি বুঝব ? (পরিচারিকার প্রতি) মালিকদের দুঃখে ভৃত্যদের অশ্রুপাত করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু এখন বল আমাদের রাণীমা কি জীবিত না মৃত ?

পরিচারিকা। বলতে পার তিনি একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত।

নেতা। কোন মানুষ একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত কি করে হতে পারে ?

পরি। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটতে চলেছে।

নেতা। রাজার বড়ই দুর্ভাগ্য। এ ধরনের স্ত্রীকে হারাণোর মত দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না।

পরি। রাণীর মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত রাজা তাঁর ক্ষতির পরিমাণ অনুভব করতে পারবেন না।

নেতা। তাহলে রাণীর প্রাণরক্ষার আর কোন আশা নেই ?

পরি। তাঁর শেষ দিন এসে গেছে।

নেতা। শেষকৃত্যের সব কিছু প্রস্তুত ?

পরি। যে পোষাকে রাণীকে সজ্জিত করে রাজা তাঁকে সমাহিত করবেন সে পোষাক তৈরী হয়ে গেছে।

নেতা। তবে রাণীকে জানিয়ে দিও তিনি গৌরবের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করছেন। তাঁর মত বিশুদ্ধচরিত্রা পবিত্র রমণী পৃথিবীতে খুব কম আছে।

পরি। কেন তা হবে না বলতে পার ? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা অক্ষুন্ন রেখে তার জন্য মরতে পারা কোন নারীর পক্ষে গৌরবের কথা নয় বলতে পার ? একথা শহরের সব লোকই জানে। কিন্তু একটা কথা কেউ জানে না। আশ্চর্য হবে তোমরা সেকথা শুনে যে কথা তিনি সম্প্রতি অন্দরমহলের মধ্যে বলেছেন। যখন তিনি বুঝলেন তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে তখন তিনি নদীজলে স্নান করে দেবদারুনির্মিত তাঁর কক্ষে গিয়ে শুদ্ধ বস্ত্র ও মণিমুক্তার অলঙ্কারাদি পরিধান করলেন। তারপর যজ্ঞবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে দেবী, আজ যেহেতু আমাকে মৃত্যুপুরীতে গমন করতে হবে, তোমার কাছে আমার এক প্রার্থনা জানিয়ে যাব। তোমার কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, আমার পুত্রকন্যাদের তুমি যেন রক্ষা করো। কোন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের যেন বিবাহ হয় ভবিষ্যতে এবং কোন মহৎপ্রাণ যুবকের সঙ্গে আমার কন্যার যেন বিবাহ হয়। তারা উভয়েই যেন দীর্ঘজীবী হয়। আমার অকালে মৃত্যু ঘটলেও তারা যেন তাদের স্বদেশে দীর্ঘকাল সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে।

এ্যাডমেতাসের প্রাসাদের প্রতিটি বেদীমূলে গিয়ে পুষ্পমালা ও অলিভশাখা দিয়ে সেই বেদীগুলি সজ্জিত করে তোলেন। তাঁর চোখে একবিন্দু জল ছিল না। আসন্ন মৃত্যুর জন্য কোন কাতরতা ছিল না কণ্ঠে। কিছুমাত্র ম্লান হয়নি তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা। তারপর তিনি তাঁর শয়নকক্ষে যান, যে কক্ষে একদিন তাঁর বিবাহের ফুলশয্যা রচিত হয়। তিনি তখন তাঁর দাম্পত্যশয্যাটিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার প্রিয় ও পবিত্র দাম্পত্যশয্যা, একদিন তোমার বুকেই যার জন্য আমার কৌমার্যের কটিবন্ধন মুক্ত করি আজ তার জন্যই আমি এ প্রাণ ত্যাগ করছি। আজ বিদায় তোমাকে। আজ তোমার প্রতি কোন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নেই আমার মনে। শুধু নিঃশব্দে আজ আমি বিদায় নেব তোমার কাছ থেকে। তোমার প্রতি ও আমার স্বামীর প্রতি আমার বিশ্বাস আজও অক্ষুন্ন আছে। হয়ত অন্য কোন নারী তোমার বুকে আমার

স্থান দখল করবে। সে আমার থেকে বেশী সৌভাগ্যশালিনী হলেও বেশী সতীত্বের পরিচয় দিতে পারবে না।

এই কথা বলে নতজানু হয়ে তার শয্যা চুম্বন করলেন রাণীমা। তাঁর চোখের জলে সিক্ত হয়ে উঠল শয্যাতল। অনেক অশ্রুপাত করার পর তিনি উঠে যেতে গিয়ে বারবার ঘুরে দাঁড়ালেন। অবশেষে আবার আছাড় খেয়ে পড়লেন তাঁর শয্যার উপর। তাঁর সন্তানরা তাঁর আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করে চুম্বন করতে লাগলেন একে একে। প্রাসাদের প্রতিটি ভৃত্য রাণীর জন্য এক নিবিড় অনুকম্পায় অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল নীরবে। রাণী তাদের প্রত্যেককেই পদমর্যাদানির্বিশেষে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আজ যদি তার পরিবর্তে স্বয়ং রাজা প্রাণত্যাগ করতেন তাহলে তিনি হয়ত এতদূর সম্মান ও ভালবাসা পেতেন না। রাজা আজ মৃত্যুকে পরিহার করতে পারলেও এক অবিস্মরণীয় বেদনা ভোগ করছেন।

নেতা। রাজা এ্যাডমেতাসও কি রাণীর আসন্ন মৃত্যুর জন্য শোকবিলাপ করছেন?

পরি। হাঁ, রাজা তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে বাহুতে আবদ্ধ করে কাঁদছেন এবং বারবার বলছেন, রাণী যেন তাঁকে ছেড়ে না যান। যা সম্ভব নয় এমন অনেক জিনিস রাণীর কাছ থেকে চাইছেন তিনি। এতে রাণী মনে মনে আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। রাজার বাহুবন্ধনের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এখনো সেই মূর্ছিতপ্রায় অবস্থায় মাঝে মাঝে যে সূর্যের আলো তিনি আর কোনদিন দেখবেন না সেই আলোর ঐশ্বর্য দেখার জন্য তিনি তাঁর অর্ধ-নিমীলিত দৃষ্টি তুলে তাকাচ্ছেন। আমি প্রাসাদের ভিতরে খবর দেব তোমরা এখানে আছ। মালিকদের বিপদের দিনে সব ভৃত্যকে কাছে পাওয়া যায় না। সকল ভৃত্য সময়মত তাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে পারে না। তবে তোমরা রাজা রাণীর প্রতি চিরদিনই সমান অনুরক্ত আছ। (প্রস্থান)

কোরাস। হে জিয়াস, এ দুঃখের শেষ কোথায়? যে দুর্ভাগ্যের দ্বারা আমার প্রভুরা পীড়িত হচ্ছেন তার থেকে মুক্তির উপায় কি?

২য় সঃ কো। কেউ কি আমাদের বিপন্মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবে না? আমাকে কি আমার কেশ কর্তন করতেই হবে? শোকসূচক কৃষ্ণ পোষাকে কি আমাদের দেহকে আবৃত করতেই হবে?

১ম সঃ কো। একথা সত্য বন্ধু। তবু দেবতাদের কাছে আমাদের আরো

প্রার্থনা জানাতে হবে। দেবতাদের ক্ষমতা অপরিসীম।

কোরাস। হে পরিত্রাতা যমরাজ, এ্যাডমেতাসের শান্তির প্রলেপের দ্বারা এ্যাডমেতাসের বেদনার উপশম ঘটাও। আমার প্রার্থনা রাখো হে নরক-প্রদেশের রক্ষাকারী, রাণীকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করো।

২য় সঃ কো। হায়, ফেরেসপুত্র, তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে কত কষ্ট না তোমায় ভোগ করতে হবে।

১ম সঃ কো। এই সব দুঃখ দেখে আমরা কি নিজেদের গলা কেটে অথবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করব?

কোরাস। দেখ দেখ, প্রাসাদ থেকে রাণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে আসছেন। চিৎকার করে শোক প্রকাশ করো। হায় ফেরেসের দেশ, আজ তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ নারীধন প্রাণ হারিয়ে নরকের অন্ধকারে যাচ্ছে।

অনুচরবর্গ ও রক্ষীগণসহ রাজা এ্যাডমেতাস, এ্যালসেস্টিস, তাদের দুটি সন্তান ও পরিচারিকাদের প্রবেশ

কোঃ নেতা। আর আমি কখনো কারো বিবাহে আনন্দোৎসব করব না, বরং কাঁদব। আজ রাজার দুঃখে চোখে জল আসছে আমার। স্ত্রীকে হারিয়ে সারাজীবন এক দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে যেতে হবে।

এ্যালসেস্টিস। (সুর করে) হে সূর্য, হে দিবালোক, হে ঘূর্ণায়মান দ্রুতগামী মেঘমালা!

এ্যাডমেতাস। তুমি ও আমি—আমরা কোনদিন এমন কিছু করিনি যাতে করে এই অকালমৃত্যু আমাদের ভোগ করতে হতে পারে। এই সূর্যালোক সত্ত্বেও সেই অকালমৃত্যু আজ আমাদের বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে।

এ্যাল। হে ধরিত্রীমাতা, আমাদের গৃহবনস্পতি!

এ্যাড। হে আমার দুঃখিনী প্রিয়তমা ওঠ, আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না। শক্তিশালী দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাও। তাঁদের কাছে দয়া ভিক্ষা করো।

এ্যাল। (সহসা চমকে উঠে) আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দুই দাঁড়ওয়ালা একটি নৌকো ঐ হ্রদে ভেসে আসছে। আর তাতে রয়েছে মৃত্যুনদীর খেয়া-ঘাটের মাঝি শারণ। সে দাঁড় হাতে আমাকে ডাকছে। রেগে বলছে, দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি চলে এস।

এ্যাড। যে খেয়াপারের কথা বলছ তা কত ভয়ঙ্কর ঘটনা, কত দুঃখজনক আমার কাছে। হায়, কি দুর্ভাগ্য আমাদের!

এ্যাল। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না সে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে! তার দুদিকে দুটো বড় পাখা, কালো ভ্রূর নিচে জলজ্বলে একজোড়া চোখ। তোমরা কি করছ? আমাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছ না? আমাকে কোন পথে যেতে হবে? হায়, কী হতভাগা আমি! আমার মত দুঃখিনী নারী আর কেউ নেই।

এ্যাড। তোমার স্বামী ও সন্তানের পক্ষে এ ঘটনা কী মর্মান্তিক!

এ্যাল। শিথিল করে দাও তোমার বাহুর বন্ধন। আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আমাকে শুইয়ে দাও। (সিংহাসনের উপর বসে পড়ল) মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আঁধার রাত্রি নেমে আসছে আমার চোখে। হে আমার প্রিয় সন্তানগণ আর তোমরা তোমার মাকে পাবে না। তোমরা সুখে থাক। বিদায়।

এ্যাড। তোমার এই সকরুণ কথা মৃত্যুযন্ত্রণার থেকেও ভয়ঙ্কর। দুঃসহ। তোমার সন্তানদের খাতিরে অন্ততঃ একটু সাহস অবলম্বন করো। তোমার মৃত্যুতে আমার সর্বনাশ হবে। তোমার মধ্যেই আমাদের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে।

এ্যাল। (কিছুটা সামলে নিয়ে) এ্যাডমেতাস, তুমি দেখছ, কত কষ্ট আমি পাচ্ছি। মরার আগে কিছু কথা আমি বলতে চাই। আমার নিজের জীবনের বিনিময়ে তোমার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি মৃত্যু-বরণ করছি। অথচ তোমার মৃত্যুর পর আমি থেসালির কোন এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে রাজকীয় ঐশ্বর্যে ও সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারতাম। কিন্তু আমি দেখলাম তোমার বিরহে পিতৃহীন সন্তানদের নিয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। আমি আরো দেখলাম তোমার যে পিতা তোমাকে জন্মদান করেছেন, যে মাতা তোমাকে প্রসব করেছেন তাঁরা তোমাকে পরিত্যাগ করলেন। অথচ আজ তাঁরা বৃদ্ধ, তাঁদের আর কোন সন্তান নেই এবং সন্তানসৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁদের নেই। আজ তোমার জীবনের খাতিরে তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে কত সুখের হত সে মৃত্যু। তাহলে তুমি আমি দুজনেই সুখে বাঁচতে পারতাম। তাহলে তোমাকে আজ আমার আসন্ন মৃত্যুতে কাঁদতে হত না ব্যাকুল হয়ে। ভাবতে হত না মাতৃহীন সন্তান পালনের কথা। কিন্তু এই সব কিছুই দেবতাদের কাজ। আমার একটা দানের কথা ভুলো না যেন, যে দানের প্রতিদান আর আমি কোনদিন চাইব

না। আমার কথা রেখো। আমার এই সন্তানদের যেন চিরদিন ভালবেসে যেও। এ বাড়ির তারাই যেন উত্তরাধিকারী হয়। তুমি যেন আর বিবাহ করো না। তাদের উপর বিমাতার বোঝা চাপিয়ে দিও না। তাহলে সে আমার প্রতি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের প্রিয় সন্তানদের উপর হাত তুলবে। আমার অনুরোধ, তা যেন কখনো না হয়। বিমাতা সব সময় তার স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ঘৃণা করে চলে। তার মত বিষধর সাপও এমন নিষ্ঠুর হয় না। যাই হোক, আমার পুত্র তার পিতার কাছে মোটামুটি একটা আশ্রয় পাবে। কিন্তু হে আমার হতভাগিনী কন্যা, কেমন করে তুমি তোমার কুমারী জীবন সুখে অতিবাহিত করবে? কেমন করে তুমি তোমার পিতার নূতন স্ত্রীকে সহ্য করবে? তবে দেখো, যেন এমন কাজ করো না যাতে তিনি তোমার নিন্দা করেন। তাহলে তোমার বিবাহ পণ্ড হয়ে যাবে তোমার পূর্ণ যৌবনকালে। হায় কন্যা, তোমার শৈশবে স্নেহ করার মত ও যৌবনে বিবাহের ব্যবস্থা করার মত কেউ থাকবে না। মাতার মত স্নেহশীলা আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু আমাকে মরতেই হবে। আগামী কাল নয়, পরশু নয়, এই মুহূর্তেই আমি চলে যাব মৃতদের মাঝখানে। বিদায়, তোমরা সুখে থাক। হে আমার স্বামী, তুমি এক সতীলক্ষ্মী প্রেয়সী স্ত্রীর জন্য গর্ব করতে পার আর হে আমার সন্তানগণ, তোমাদের একজন ভাল স্নেহশীলা মাতার জন্যও গর্ববোধ করতে পার। (মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

নেতা। ধৈর্য ধরুন। আপনার স্বামীর কথা আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে চাই। তাঁর যদি ভবিষ্যতে কাণ্ডজ্ঞান লোপ না পায় তাহলে তিনি যা করবেন আমি তা বলছি।

এ্যাড। তোমার কোন চিন্তা নেই। ভয় করো না। তুমি যা চাও তাই হবে। জীবিতকালে তুমি যেমন আমার স্ত্রী আছ মৃত্যুর পরও তুমি তাই থাকবে। সারা থেসালির মধ্যে এমন কোন মহৎপ্রাণা নারী নেই, এমন কোন সুন্দরী নারী নেই যে আমার স্ত্রী হিসাবে তোমার স্থান অধিকার করতে পারে। আমার সন্তানরাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। তোমার অবর্তমানে তাদের নিয়েই কাটিয়ে দেব আমার সারা জীবন। তোমার মৃত্যুতে শুধু এক বছরের জন্য নয়, আমি আমার সারা জীবন ধরে শোকসূচক কালো পোষাক পরিধান করে যাব। আমার গর্ভধারিণী মাতাকে আমি ঘৃণার চোখে দেখব। আমার জন্মদাতা পিতাকেও ঘৃণা করব। কারণ তারা শুধু মুখেই আমায় ভালবাসত, কাজে

নয়। কিন্তু তুমি ?—তুমি আমার জীবন রক্ষা করার জন্য তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আপন প্রাণকে দিয়ে গেলে। তোমার মত স্ত্রীকে হারিয়ে কাঁদব না ? আগে আমার প্রাসাদে পুষ্পস্তবকমণ্ডিত যে সব ভোজসভা হত, নৃত্য গীতাদির যে সব উৎসব হত এখন তা সব বন্ধ করে দেব। আর আমি নিজে কোন বাণাযন্ত্র স্পর্শ করব না। লিবিয়ার বাঁশি বাজিয়ে মনের আনন্দে আর কখনো গান গাইব না। তুমি আমার জীবনের সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছ। কুশলী কোন এক শিল্পীকে দিয়ে তোমার এক প্রতিমূর্তি গড়িয়ে আমাদের দাম্পত্য-শয্যায় স্থাপিত করব। সে মূর্তিকে আমি বারবার জড়িয়ে ধরব আমার বাহুর দ্বারা। তোমার নাম ধরে ডাকব। যদিও তাতে যে আনন্দ পাব তা নিস্প্রাণতায় হিমশীতল তথাপি তাতে আমার দৈনন্দিন দুঃখের বোঝা অনেক কমে যাবে। মনে ভাবব আমার প্রিয়তম। পত্নী আমার বাহুবন্ধনের মধ্যেই ধরা আছে। প্রায়ই তুমি আমার রাত্রির স্বপ্নে আবির্ভূত হবে। প্রিয়জনের স্বপ্ন ক্ষণভঙ্গুর হলেও তা দেখতে বড় ভাল লাগে। যদি আমার অর্ফিয়াসের মত কণ্ঠমাধুর্য থাকত তাহলে আজ তা দিয়ে দিমেতারের কন্যা অথবা স্বামীকে মুগ্ধ করে তোমাকে মৃত্যুপুরী হতে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। তাহলে আমি মৃত্যু-পুরীতেও যেতে রাজি আছি। তাহলে প্লুটোর কুকুর ও শারণের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে কোন বাধাবিপত্তি না মেনে তোমাকে নরকপ্রদেশ থেকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনতাম। আর তা যদি না পারি তাহলে অন্ততঃ তুমি মৃত্যুপুরীতে যেখানে থাকবে সেখানে তোমার পাশে যেন আমার জন্য একটু স্থান রেখো যাতে আমি আমার মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে তোমার কাছে থাকতে পারি। আমি মৃত্যুর সময় আমার সন্তানদের উপর এই দায়িত্ব দিয়ে যাব যে আমার মৃতদেহ তোমার সমাধির পাশেই যেন সমাহিত করে তারা। মৃত্যুও যেন আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে পরস্পরের কাছ থেকে। তুমি যেমন জীবনে আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে মনেপ্রাণে তেমনি আমিও আমার সারাজীবন ধরে বিশ্বস্ত রয়ে যাব তোমার প্রতি।

নেতা। আর আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত শোক পালন করে যাব। সে শোকের যোগ্য উনি।

এ্যাল। হে আমার সন্তানগণ, শোন তোমরা নিজের কানে। তোমাদের পিতা কখনো তোমাদের কোন বিমাতাকে ঘরে আনবেন না। তিনি আর বিবাহ করে আমার স্মৃতির প্রতি কোন অমর্যাদা দেখাবেন না।

এ্যাড। এ কথা আবার বলছি আর এ প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

এ্যাল। (ছেলেদের হাত স্বামীর হাতে রেখে) তাহলে এবার আমার হাত থেকে ছেলেদের সব দায়িত্ব নাও।

এ্যাল। আমি গ্রহণ করলাম। আমার প্রিয়তমার প্রিয় দান হিসাবে ত গ্রহণ করলাম।

এ্যাল। এবার হতে তুমিই হবে আমার সন্তানদের মাতা।

এ্যাড। তাই হবে। কারণ তারা তোমাকে আর পাবে না।

এ্যাল। হায়, হে আমার সন্তানগণ, এবার আমার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে। আমাকে নরকপ্রদেশে যেতে হবে।

এ্যাড। তোমাকে হারিয়ে আমি কি করব?

এ্যাল। কাল তোমার সব শোকের উপশম ঘটাবে। মৃতদের কোন প্রভাব থাকে না।

এ্যাড। আমাকেও তোমার সঙ্গে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাও।

এ্যাল। তোমার জন্য আমি মরছি—এটাই যথেষ্ট।

এ্যাড। হে নিয়তি, আমার কাছ থেকে কী অমূল্য এক স্ত্রীরত্ন ছিনিয়ে নিচ্ছ।

এ্যাল। আমার চোখের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে। চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠছে।

এ্যাড। হায়, তুমি চলে গেলে আমিও প্রাণে মরে থাকব।

এ্যাল। তুমি বরং বল আর আমার কোন দাম নেই।

এ্যাড। তোমার মাথাটা এবার তোল। তোমার ছেলেদের ছেড়ে যেও না।

এ্যাল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। বিদায়।

এ্যাড। একবার তাদের দিকে তাকাও।

এ্যাল। আর আমার মধ্যে প্রাণ নেই।

এ্যাড। কি করছ তুমি? তুমি কি সত্যিই ছেড়ে যাচ্ছ আমাকে?

এ্যাল। বিদায়। (মৃত্যু)

এ্যাড। (মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে) কী হতভাগ্য আমি! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

নেতা। রাণীমা আর নেই। এ্যাডমেতাসপত্নী আর ইহলোকে নেই।

ইউমেলাস। (সুর করে) হায় কী দুঃখ!

আমাদের মাতা এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন ।
হে আমার পিতা ! এই আলোর জগতে
মাতা আর বেঁচে নেই ।
আমাদের মাতৃহীন করে তিনি চলে গেছেন ।
ঐ দেখ মুদ্রিতদল নীলপদ্মের মত
মুদ্রিত হয়ে গেছে তাঁর চোখের পাতা ।
শায়িত মৃণালের মত নত হয়ে পড়েছে
তাঁর ভূজলতাদুটি ।
মা আমার কথা শোন, চোখ মেলে দেখ,
তোমার ছোট্ট প্রিয় পাখিটি তোমার মুখের
কাছে নেমে তোমাকে কত ডাকছে ।

এ্যাড । ও আর কিছু শুনবে না, কিছু দেখবে না । তোমাদের ও আমার জীবনে আজ নেমে এল এক ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাত ।

ইউমেলাস । হে আমার পিতা, আমি সামান্য এক শিশু
নিঃসঙ্গ অসহায় একটি জাহাজের মত
আমি রয়ে গেলাম অকূল সমুদ্রের বুকে ।
আমার মা আমাকে একা রেখে চলে গেলেন ।
হে আমার ছোট্ট ভগিনী তোমাকেও আমার সঙ্গে
কী ভয়ঙ্কর দুঃখই না সহ্য করে যেতে হবে !
হে আমার পিতা, বৃথাই তোমার বিবাহবন্ধন ।
সে বন্ধন অটুট রইল না তোমাদের বার্ধক্যকাল পর্যন্ত ।
তোমরা একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে
যেতে পারলে না জীবনের সিংহদ্বার পার হয়ে
মৃত্যুপুরীর মুখ পর্যন্ত ।
অকালে চলে গেলেন তোমার জীবনসঙ্গিনী
আমাদের সকল গৃহশান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ।

নেতা । শোন এ্যাডমেতাস, এ বিপদ তোমাকে সহ্য করতেই হবে । পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই এক মহৎপ্রাণা পত্নীকে হারাচ্ছ না । আরো অনেকেই হারিয়েছে তোমার মত । তাছাড়া আমরা সকলেই মরব একদিন ।

এ্যাড । আমি তা জানি । এ দুঃখ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েনি আমার উপর ।

দীর্ঘদিন ধরে এ দুঃখ আঁচড় কাটছিল আমার বুকে। যাই হোক, এবার আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করব। তোমরা সবাই থাকবে। ইতিমধ্যে অন্তিমকালীন শোকসঙ্গীত বাজাতে বল যার সুর নরকপ্রদেশে গিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। মৃত্যুর দেবতার কর্ণকুহরে আঘাত হানবে। আর শোন থেসালির অধিবাসীবৃন্দ, আমি তোমাদের শাসনকর্তা হিসাবে আদেশ জারি করছি তোমরা মস্তক মুণ্ডন করে ও কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করে এই সাধ্বী নারীর জন্য শোক পালন করবে। আর শোন রথচালকগণ, তোমরা রথের অশ্বগুলির কেশর কর্তন করে নাও। বারো মাস না কাটা পর্যন্ত এই নগরমধ্যে কোন বাঁশি অথবা বীণা বাজবে না। আর আমি সারা জীবনের মধ্যে সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন কাউকে পাব না যে আমাকে আপন স্ত্রীর থেকে বেশী ভালবাসবে, যে আমার জন্য মৃত্যুবরণ করবে। (এ্যালসেস্টিসের মৃতদেহটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা পুত্রকন্যার হাত ধরে প্রস্থান করলেন।)

১ম কোরাস দল। হে প্রোতিয়াসকন্যা, নরকের পথে শুভেচ্ছা জানাই তোমায়। এবার নরকের এক আলোহীন অসূর্যম্পশ্য প্রদেশে বাস করতে হবে তোমায়। আশা করি শীঘ্র মৃত্যুর দেবতা ও মৃত্যুনদীর মাঝির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে তুমি। তুমি এ্যাকেরণ নদীর পরপারে চলে যাও দুদাঁড়ে-বাওয়া এক নৌকায় করে।

২য় দল। তোমার মৃত্যুর দ্বারা এমন এক অক্ষয় সুনাম বিশ্বে রেখে গেছ যার জন্য সঙ্গীতবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসকেরা পার্বত্যকচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি সপ্তস্বরা বীণাযোগে তোমার গুণগান গাইবে চিরকাল। স্পার্টার প্রতিটি বসন্ত সমাগমে প্রতিদিন প্রভাতসঙ্গীতের সঙ্গে গীত হবে তোমার নাম এবং এথেন্সের প্রতিটি চন্দ্রালোকিত নৈশ উৎসবে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে তোমার সুনাম।

অন্যদল। হায়, হে নারী, আমি যদি তোমায় মৃত্যুর দ্বার হতে এই আলোর জগতে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। নরকের নদীর ওপার হতে তরঙ্গমালা অতিক্রম করে যদি তোমায় নিয়ে আসতে পারতাম ইহজগতে। সারা বিশ্বের মাঝে একমাত্র তুমিই হে নারী তোমার স্বামীর জন্য মৃত্যুপুরীতে গমন করলে স্বেচ্ছায়। তোমার আত্মীয় স্বজনেরা সুখে থাক পৃথিবীতে। তোমার স্বামী যদি আবার বিবাহ করেন কোন নারীকে তাহলে তোমার সন্তানদের মত আমিও তাঁকে ঘৃণা করব।

২য় দল। যখন রাজার আপন পিতামাতা যাঁরা তাঁকে জন্মদান করেছেন তাঁরা তাঁর জীবনের জন্য মরদেহ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন, তাঁরা বৃদ্ধ হওয়া সত্বেও যখন প্রাণত্যাগ করতে অসম্মত হন তখন তুমি তোমার পূর্ণ ও প্রাণবন্ত যৌবন সত্বেও স্বেচ্ছায় এ প্রাণ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে। হায়, আমিও যদি তোমার মত প্রেমময়া স্ত্রী লাভ করতাম, তাহলে কত সুখের হত আমার জীবন। কিন্তু জগতে এ সৌভাগ্য সত্যিই বিরল।

কাঁধের উপর সিংহচর্ম ঝুলিয়ে কৃষ্ণশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে ও গদাহাতে বলিষ্ঠ আকৃতির হেরাক্লস্‌এর প্রবেশ

হেরাক্লস্‌। বন্ধুগণ, ও ফেরাব অধিবাসীবৃন্দ, আচ্ছা এ্যাডমেতাসকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে?

কোঃ নেতা। হে হেরাক্লস্‌, ফেরেসপুত্র এখন বাড়িতেই আছেন। কিন্তু কি কারণে তুমি থেসালির এই ফেরা শহরে আবির্ভূত হয়েছ জানতে পারি কি?

হেরা। টাইরিনস্‌এর ইউরিসথিয়াসের জন্য একটি কাজ আমায় সম্পন্ন করতে হবে।

নেতা। কোথায় যাবে তুমি? কি চাও তুমি? কিসের সন্ধান করছ?

হেরা। থ্রেসদেশীয় ডাওমীডস্‌এর চতুরাশ্বসংযোজিত রথের সন্ধান করছি আমি।

নেতা। কিন্তু কিকরে তা পাবে? তুমি কি সেই বিদেশী ব্যক্তিকে চেন?

হেরা। না আমি কখনো বিস্টনদের দেশে যাইনি।

নেতা। যুদ্ধ না করে সে রথাশ্ব তুমি পাবে না।

হেরা। তবু আমি আমার চেষ্টা ত্যাগ করতে পারছি না।

নেতা। ফিরে যাবার জন্য নরহত্যা করতে হবে তোমায়। তা না হলে সেখানেই মরে যেতে হবে তোমায়।

হেরা। এর আগেও এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি আমি অনেক নিয়েছি। এটাই প্রথম নয়।

নেতা। তুমি যদি রাজাকে পরাস্ত করতে পার তাহলে কি তোমার তাতে কোন লাভ হবে?

হেরা। আমি তাহলে টাইরিনের রাজার কাছে তাঁর অশ্বগুলিকে নিয়ে যেতে পারব।

নেতা। কিন্তু তাদের মুখে লাগাম লাগানো সহজ কাজ নয়।

হেরা। তবে অবশ্য যদি তারা তখন নাসারন্ধ্র দিয়ে অগ্নিবর্ষণ করে।

নেতা। তারা তাদের দাঁত দিয়ে মানুষকে কেটে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়।

হেরা। কিন্তু বন্য ও পার্বত্য মাংসাশী পশুরাই তাই করে, অশ্ব মাংসাশী নয়।

নেতা। তুমি এই অশ্বগুলির আস্তাবলে গিয়ে দেখবে তাদের খাবার পাত্রগুলি রক্তে ভরা।

হেরা। এই অশ্বগুলি কার সন্তান হিসাবে গর্ব করতে পারে?

নেতা। থ্রেসের স্বর্ণদেবতা এ্যারেসের।

হেরা। এ কাজে আমার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছ তুমি। সে বিপদ বড় কঠিন, খাড়াই পথের মত উত্তরোত্তর তা বেড়ে চলেছে। আমাকে এ্যারেসের পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে প্রথমে লাইকাওন, পরে সিকনাস ও তারপর এই অশ্বগুলি আর তাদের প্রভুর সঙ্গে।

নেতা। ঐ দেখ, এদেশের রাজা এ্যাডমেতোস তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন।

মুণ্ডিতমস্তক ও কৃষ্ণবর্ণ পোষাকপরিহিত অবস্থায় অনুচরবর্গসহ এ্যাডমেতোসের প্রবেশ

এ্যাড। পার্সিয়াসের আত্মীয় হে জিয়াসপুত্র, অভিবাদন গ্রহণ করুন আমার।

হেরা। হে থেসালিরাজ এ্যাডমেতোস, তোমাকেও অভিবাদন জানাই।

এ্যাড। আমি আপনার বন্ধুত্বের সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচিত।

হেরা। এই শোকসূচক পোষাকের অর্থ কি?

এ্যাড। আজ এক মৃতদেহকে সমাহিত করতে হবে আমায়।

হেরা। দেবতারা যেন তোমার সন্তানদের বিপন্মুক্ত রাখেন।

এ্যাড। আমার সন্তানরা জীবিত ও বিপন্মুক্তই আছে।

হেরা। তোমার পিতা ত পরিণতবয়স্ক। তবে কি এ মৃত্যু তাঁর?

এ্যাড। আমার পিতা জীবিত। আমার গর্ভধারিণী মাতাও জীবিত।

হেরা। তোমার স্ত্রী এ্যালসেস্টিসের মৃত্যু হয়নি নিশ্চয়?

এ্যাড। (অনিচ্ছুকভাবে) তাঁর সম্বন্ধে আমাকে দুটি কথাই বলতে হয় অর্থাৎ জীবিত ও মৃত একই সঙ্গে দুটোই বলা চলে।

হেরা। মৃত না জীবিত ঠিক করে বল।

এ্যাড। ঠিক করে বলতে পারছি না বলেই বেশী দুঃখ ভোগ করছি।

হেরা। তুমি হেঁয়ালির সঙ্গে কথা বলছ। তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

এ্যাড। তার দুর্ভাগ্যের কথা কি আপনার জানা নেই ?

হের। আমি জানি সে তোমার জন্য মরতে চায়।

এ্যাড। তাহলে কি করে সে বেঁচে থাকতে পারে মরতে স্বীকৃত হয়ে ?

হের। মৃত্যুর সে সময় না আসা পর্যন্ত কেঁদো না তোমার স্ত্রীর জন্য।

এ্যাড। যাকে মরতে হবে সে একরকম মরেই গেছে। তার আর কোন দাম নেই।

হের। কি করতে হবে না হবে মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না।

এ্যাড। তুমি এক অর্থে নিচ্ছ কথাটা, আমি অন্য অর্থে।

হের। তাহলে কার জন্য শোক করছ ? কোন বন্ধুকে হারিয়েছ ?

এ্যাড। একজন নারীর জন্য যার কথা এখনই বললাম।

হের। ভুল বুঝে। অনাত্মীয় না আত্মীয় ?

এ্যাড। একদিন অনাত্মীয় ছিল, কিন্তু পরে এই প্রাসাদের আত্মীয় হয়ে ওঠে।

হের। কিন্তু কিভাবে তোমার বাড়িতে তার মৃত্যু ঘটল ?

এ্যাড। তার পিতার যখন মৃত্যু হয় তখনই সে আশ্রয় নেয় এ বাড়িতে।

হের। হায়, তোমার এ দুঃখ আমি যদি স্বচক্ষে না দেখতাম তাহলে ভাল হত এ্যাডমেতাস।

এ্যাড। একথার মধ্য দিয়ে অন্য কোন পরিকল্পনার কথা বোঝাতে চাইছেন ?

হের। আমি অন্য এক বন্ধুর বাড়ি যাব।

এ্যাড। তা হবে না হে রাজন। সেটা অন্যায় হবে আমাদের পক্ষে।

হের। শোকার্ত মানুষদের কাছে অতিথি সংকারের কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

এ্যাড। যে মারা গেছে গেছে। আপনি আমার প্রাসাদে আসুন।

হের। কিন্তু ক্রন্দনরত ব্যক্তিদের মাঝে পানভোজন করা লজ্জাজনক ব্যাপার।

এ্যাড। আমাদের অতিথিশালায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করব। সেটা আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

হের। আমাকে যেতে দাও। আমি তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ দেব।

এ্যাড। না। না খেয়ে আপনি অন্য বাড়িতে যেতে পাবেন না। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) যাও, তাঁকে অতিথিশালায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। (হেরাকল্‌স্ প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলে অন্য এক ভৃত্যের প্রতি) অন্দরমহলের দরজাটা বন্ধ করে দাও। অতিথির কানে শোকবিলাপের শব্দ গেলে তাঁর আহারে বিহারে ব্যাঘাত ঘটবে। (ভৃত্যের প্রস্থান)

নেতা। কি করছ এ্যাডমেতাস! কতবড় এক বিপদ ঘটেছে তোমার আর তুমি অতিথি আপ্যায়ন করছ তার মাঝে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

এ্যাড। আমি যদি আমার বাড়ি থেকে অতিথিকে তাড়িয়ে দিতাম তাহলে কি তোমরা আমায় বেশী প্রশংসা করতে? কখনই না। আমার দুর্ভাগ্য তাতে কমত না, শুধু আমি অতিথিবিমুখ এই দুর্ণাম রটে যেত। তাতে হয়ত বিপদের উপর আরো এক বিপদ ঘটত। আমি কখনো আর্গসে গেলে উনিই আমার সবচেয়ে বেশী সেবা ও আপ্যায়ন করেন।

নেতা। যদি উনি তোমার বন্ধু হন তাহলে প্রথমে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন তোমার বিপদের কথা বললে না?

এ্যাড। আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানলে উনি আমার বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। কেউ কেউ হয়ত এজন্য আমায় কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে দোষ দেবে। কিন্তু আমার কখনো কোন অতিথিকে তাড়িয়ে দেবে না বা অপমান করবে না।

(প্রস্থান)

কোরাস। সকল অতিথির প্রতি সদয় ও চির-উন্মুক্তদ্বার হে সুন্দর রাজ-প্রাসাদ, পাইথোর দেবতা সুন্দর বীণাধারী এ্যাপোলো একদিন রাখালবেশে তোমার মাঝেই থাকার বাসনা প্রকাশ করেন। পর্বতের ঢালুদেশে পশুচারণ-কালে তাঁর পশুপালের সামনে বাঁশি বাজাতেন।

অন্যদল। হে ফাবাস, বহুবর্ণচিত্রিত লিঙ্কসা পাখি তোমার সে গান শুনে আনন্দ পায়। ওরথ্রিসের অরণ্যসমাচ্ছন্ন উপত্যকা হতে একদল সিংহও সে গান শুনতে আসে। সে গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে দীর্ঘদেহা পাইন গাছগুলোর ওধারে বহুবর্ণের মৃগশিশুরা লঘু চরণক্ষেপে নৃত্য করতে থাকে।

২য় দল। তিনি এখন বোরিয়ান হ্রদের ধারে মেষপালপূর্ণ একটি বাড়িতে বাস করেন। মলোসিয়ার আকাশের নিচে পেলিয়ন ও ঈজিয়ান উপসাগরের বন্দরহীন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল প্রান্তরে জমি চাষ করেন তিনি লাঙলের সাহায্যে।

অন্যদল। এমন কি আজও তিনি এক অতিথিকে আপ্যায়িত করেন। যদিও তাঁর প্রিয়তমা অঙ্কশায়িনীর মৃত্যুতে তাঁর দুচোখ ছিল অশ্রুভারাক্রান্ত, তথাপি তিনি আতিথেয়তায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি মহৎ, তিনি প্রাজ্ঞ, কারণ মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পাদনের উপরেই নির্ভর করে প্রকৃত মহত্ব। এজন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তিনি

শান্তি ও আনন্দ লাভ করবেন জীবনে।

এ্যালসেস্টিসের শববাহক দলের সঙ্গে অনুচরবর্গসহ রাজা এ্যাডমেতাসের প্রবেশ।

এ্যাড। ফেরার অধিবাসীবৃন্দ ও বন্ধুগণ, যেহেতু মৃতদেহ এখন সমাধি-গহ্বর গমনের জন্য প্রস্তুত। তোমরা প্রথাগতভাবে মৃতের অন্তিমযাত্রায় শ্রদ্ধা নিবেদন করো তার প্রতি।

অনুচরবর্গসহ মৃতের প্রতি অঞ্জলি হাতে এ্যাডমেতাসের পিতা ফেরেসের প্রবেশ।

নেতা। আমি দেখছি কোন রকমে পা ফেলে ফেলে তোমাব পিতা আসছেন। তিনি তোমার মৃত স্ত্রীকে কিছু পোষাক উপহার দিতে চান।

ফেরেস। হে আমার পুত্র, আজ আমি তোমার দুঃখের অংশগ্রহণ করতে এসেছি। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে তোমার প্রিয়তমা পত্নী ছিল মহৎপ্রাণা এবং গুণবতী। তথাপি যত দুঃসহই হোক না কেন, এ দুঃখ সহ্য করতেই হবে। এই পোষাকগুলি তাকে পরিয়ে দিয়ে তাকে সমাধি-গহ্বরে নামিয়ে দাও। যেহেতু সে তোমার জীবন রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করেছে তার মৃতুদেহের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেই হবে। সে আমাকে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহারা হতে দেয়নি। এই মহৎ কাজ করে সে সমগ্র নারীজাতির সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। (হাত তুলে) হে নারী, তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করেছ। এক পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে আমাকে উপরে তুলে ধরেছ। মৃত্যু-পুরাতে গিয়ে শান্তি লাভ করো তুমি। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি তোমাদের মত পতিব্রতা নারীই বিবাহের সর্বাপেক্ষা যোগ্যা। তোমরা না থাকলে বিবাহ হয়ে উঠবে নির্বোধের কাজ।

এ্যাড। (ক্রুদ্ধভাবে) এটা আমার ইচ্ছা ছিল না যে আপনি এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করুন। আপনি যে আমাদের প্রতি বন্ধুভাবসম্পন্ন হয়ে এখানে এসেছেন একথা আমি মানতে পারছি না। আমার স্ত্রী আপনার দেয়া এইসব পোষাক পরবে না। আমার মৃত্যুকাল যখন উপস্থিত হয়েছিল তখন আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আপনি সরে দাঁড়ান। আর এখন আপনি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে একজন যুবতী নারীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে শোক জানাতে এসেছেন তার প্রতি! আপনি কি সত্যি সত্যি আমাকে জন্মদান করেন না কি কোন ক্রীতদাসের ঔরসজাত সন্তান

আমি এবং ঘটনাক্রমে আপনার স্ত্রী আমাকে সন্তান হিসাবে লালন পালন করেন ? আপনি কি তা ঘটনার কষ্টিপাথরে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমি আপনার ঔরসজাত সন্তান নই। আর যদি আপনি আমার পিতা হন তাহলে বলব কাপুরুষতায় আপনি বিশ্বের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। কারণ আপন সন্তানের জন্য মৃত্যুবরণ করার মত ইচ্ছা বা সাহস আপনার ছিল না। অথচ আপনি যা পারলেন না তা করল একজন নারী যে একদিন আমার কেউ ছিল না। আজ সে-ই আমার পিতা মাতা সব। আপনার জীবনের আর অল্পই বাকি আছে। আপনি যদি তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন তাহলে কত ভাল হত। আমরা তাহলে দুজনে দীর্ঘদিন সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারতাম। আজ একা আমাকে শোকপ্রকাশ করতে হত না। আপনি দীর্ঘকাল সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করেছেন। আপনি যৌবনে এ রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং আজ আপনার পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হয়েছে। আপনার উত্তরাধিকারীর অভাব ছিল না যে আপনার মৃত্যুর পর বিদেশীরা লুণ্ঠন করত এ রাজ্যের ধনসম্পদ। আপনি একথাও বলতে পারবেন না যে আপনার বৃদ্ধ বয়সে আপনার সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করেছি বলে আপনি আমাকে মৃত্যুর হাতে ইচ্ছা করে সমর্পণ করেছেন। আমি আপনাকে চিরদিনই শ্রদ্ধা করে এসেছি। কিন্তু আজ তার এই প্রতিদান পেলাম। এখন তাড়াতাড়ি আরো সন্তান উৎপাদন করুন যারা আপনার সেবা করবে এবং মৃত্যুর পর আপনার মৃতদেহ সমাহিত করবে। কারণ আমি এ কাজ করব না। কারণ আমি আপনার কাছে মৃত। আমি আজ পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছি অন্য একজনের দয়ায়। সুতরাং এ জীবন আমার বা আপনার একথা বলা যায় না। এখন দেখছি বৃথাই বৃদ্ধরা মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে দেবতাদের কাছে। দীর্ঘজীবন ও বার্ধক্যের বোঝাভারের জন্য মিথ্যা অভিযোগ করে। কারণ মৃত্যু যখন সত্যিই তাদের কাছে আসে, তারা তখন মৃত্যুকে চায় না, তখন বার্ধক্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না তাদের কাছে।

নেতা। এ্যাডমেতাস, এখন দুঃখের সময়। তুমি আর তোমার পিতার মনে ক্রোধ জাগিয়ে তুলো না। (এ্যাডমেতাস প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই ফেরেস বাধা দিল)

ফেরেস। শোন পুত্র, তুমি কি ভেবেছ লিডিয়া বা ফার্জিয়ার কোন ভাড়া করা ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলছ আর তাকে অসহায় পেয়ে ইচ্ছামত বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ

করছ ? কোন থেসালীয় পিতার দ্বারা বৈধভাবে জাত আমি এক থেসালি—আমি এক স্বাধীন নাগরিক—এ কথা জান কি ? তুমি অতি-দুর্বিনীত, এভাবে আমাকে অকারণে বালসুলভ অপমানের দ্বারা আঘাত করে চলে যেতে পাবে না। আমি অবশ্যই তোমাকে জন্মদান করেছিলাম এবং এ দেশের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মানুষ করে তুলেছিলাম, কিন্তু তাই বলে আমি তোমার জন্য মরতে বাধ্য নই। হেলাস বা আমাদের দেশে আমাদের পূর্বপুরুষদের এমন কোন আইন নেই যার ফলে পিতারা পুত্রদের জন্য মৃত্যুবরণ করবে। ভাল মন্দ যাই হোক, তোমার আপন ভাগ্যের বোঝা বহন করার জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে। আমার কাছ থেকে তোমার যা প্রাপ্য তা তুমি পেয়েছ। এ রাজ্যের সব লোককে শাসন করো তুমি। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আমার বিরাট ভূসম্পত্তি সব আমি তোমাকেই দান করেছি। তবে তোমার উপর কি অবিচার আমি করেছি, কিসের থেকে বঞ্চিত করেছি ? আমি যেমন তোমার জন্য মরিনি, তেমনি আমার জন্য তুমিও কোনদিন মরো না। তুমি এই আলোর পৃথিবীতে বাঁচতে ভালবাস—তবে কিকরে তুমি ভাবলে যে জীবন ভালবাস সে জীবন তোমার পিতা ঘৃণা করে ? জীবনের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও তা সুখের। কিন্তু তুমি নির্লজ্জভাবে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তাকে মৃত্যুর মাঝে ঠেলে দিয়ে নিজে বেঁচে রয়েছ। তুমি আমাকে কাপুরুষ বলছ ! কিন্তু নিজে কতবড় কাপুরুষ তা ভেবে দেখেছ কি, এ কথা ভেবে দেখেছ কি একজন সামান্য নারী সাহসিকতায় স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে গেল তোমাকে ? এখন তুমি তোমার যে সব প্রিয়জন তোমার মত একজন কাপুরুষের জন্য মরতে চায়নি, তাদের অপমান করছ অযথা। চুপ করে থাক। মনে রেখো তুমি যেমন জীবনকে ভালবাস, তেমনি অন্য সকলেও ভালবাসে। যদি তুমি আমাকে অপমানের কথা বল তাহলে তোমাকেও শুনতে হবে সেকথা।

নেতা। তোমরা দুজনেই অপমানের কথা অনেক বলেছ। এবার থাম বৃদ্ধ। আর অপমান করো না তোমার পুত্রকে।

এ্যাড। (ফেরেসকে) বল যা বলবে। আমি তোমার সব যুক্তি খণ্ডন করব। সত্য কথা যদি তোমাকে আঘাত দেয় তাহলে তাতে অপমানের বা অন্যায়ের কিছু নেই।

ফেরেস। আমি যদি তোমার জন্য মৃত্যু বরণ করতাম তাহলেই তোমার প্রতি অবিচার করা হত।

এ্যাড। তাহলে যৌবনে মরা আর বৃদ্ধ বয়সে মরা একই জিনিস ?

ফেরেস। আমরা একটিমাত্র জীবনই যাপন করি। দুটি নয়।

এ্যাড। দেবতার থেকেও দীর্ঘতর জীবন আপনি লাভ করুন।

ফেরেস। তোমার যে পিতামাতা কোন অন্যায় করেনি তোমার উপর তাদের অভিশাপ দিচ্ছ ?

এ্যাড। আমি দেখছি আপনি দীর্ঘজীবনের প্রেমে পড়েছেন।

ফেরেস। কিন্তু তুমি ত তোমার স্ত্রীর পরিবর্তে তোমার নিজের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছ না সমাধিতে ?

এ্যাড। এটা আপনারই কাপুরুষতা ও হীনতার পরিচায়ক।

ফেরেস। সে আমার জন্য মরেছে একথা বলতে পার না তুমি ?

এ্যাড। একদিন যেন আমাকে প্রয়োজন হয় আপনার।

ফেরেস। ধিক সেই সব মেয়েদের যারা এর পরেও তোমার জন্য মরবে।

এ্যাড। লজ্জা তোমার পাওয়া উচিত—তুমি মরতে সাহস পাওনি।

ফেরেস। দেবতাপ্রদত্ত এই দিবালোক কত সুন্দর।

এ্যাড। আপনার মন বড় হীন, প্রকৃত মানুষের মত নয়।

ফেরেস। তুমি কি আমার মত এক বৃদ্ধের মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া খুব সুখের মনে করো ?

এ্যাড। যখনই আপনি মরবেন আপনার অপযশ ঘোষিত হবে সারা দেশে।

ফেরেস। আমার মৃত্যুর পর আমার যশ বা অপযশে কিছু যায় আসে না।

এ্যাড। হায় হায়, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কত অবিবেচক হয়।

ফেরেস। তোমার স্ত্রী অবিবেচক ছিল না, নির্বোধ ছিল।

এ্যাড। এখন যান আমাকে তার দেহ সমাহিত করতে দিন।

ফেরেস। আমি যাচ্ছি। তুমি নিজ হাতে হত্যা করে তাকে সমাহিত করতে চলেছ। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনদের কাছে তার মৃত্যুর জন্য কি কৈফিয়ৎ দেবে ? এ্যাকাস্টাস যদি তার বোনের জন্য তোমার উপর প্রতিশোধ না নেয় তাহলে সে মানুষই নয়। (অনুচরবর্গসহ প্রস্থান)

এ্যাড। তোমার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যাও। দীর্ঘকাল বাঁচ। তোমাদের সন্তান থাকা সত্ত্বেও তোমরা সন্তানহীন জানবে। এ বাড়িতে তোমরা আর কোনদিন প্রবেশ করবে না। তোমাদের বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করে এক ঘোষণা জারি করব আমি। এবার চল, আমরা যাই, তার

মৃতদেহের সৎকার সম্পন্ন করি। (শবযাত্রা মঞ্চের উপর দিয়ে চলে গেল। কোরাসদলের নেতা অভিবাদন করল মৃতদেহকে)

নেতা। হায় হায়। হে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা নারী, তোমার সাহসিকতার জন্যই আজ তোমায় মৃত্যুবরণ করতে হলো অকালে। হার্মিস ও মৃত্যুর দেবতা যেন স্বয়ং তোমার প্রতি সদয় হয়ে অভ্যর্থনা জানায় তোমাকে। মৃতদের যদি কোন পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে যেন সে পুরস্কারে তুমি ভূষিত হও তোমার সততার জন্য। মানবী হয়েও তুমি যেন মৃত্যুর দেবতার পত্নীর পাশে বসার অধিকার লাভ করো।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বহু বার বহু দেশ থেকে বহু অতিথি এ্যাডমেতাসের প্রাসাদে এসেছে। আমি তাদের জানি। আমি নিজের হাতে তাদের খাবার দিয়েছি। কিন্তু এখনকার মত এমন অতিথি কখনো দেখিনি। প্রথমতঃ সে আমাদের রাজাকে শোকব্রত অবস্থায় দেখেও দরজা দিয়ে সোজা তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল। আমাদের এই ঘোর বিপদ দেখেও সহজভাবে আমাদের সেবার কাজ মেনে নিতে পারল না। কোন কিছু ত্রুটি ঘটলেই সে তৎক্ষণাৎ আমাদের হুকুম করছিল তার জন্য। দুহাতে করে আইভি কাঠের তৈরি মদ্যপূর্ণ একটি পাত্র ধরে আঙুরের খাঁটি কালো মদ অতিরিক্ত মাত্রায় পান করতে লাগল। অবশেষে সে মদের উত্তপ্ত নেশায় মাতাল হয়ে উঠল। নেশার ঘোরে সে মাথায় পাতার মুকুট পরে কর্কশ স্বরে গান গাইতে লাগল। রাজার দুঃখ শোকের এত বড় ঘটনাটাকে গ্রাহ্যই করল না। অথচ রাজার নির্দেশে আমরা রাণীর জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করলেও আমরা আমাদের সে অশ্রুপূর্ণ চোখ অতিথির কাছে গোপন রেখেছিলাম, তাকে তা দেখাইনি। কোথা থেকে একটা চোর, একটা শয়তান দস্যু অতিথির বেশে এসেছে এই প্রাসাদে আর আমাকে তার সেবা করতে হবে। তার আপ্যায়ন করতে হবে। আর এদিকে যে রাণী ছিলেন আমাদের মাতৃসম, যিনি আমাদের জন্য কতবার রাজার ক্রোধের উপশম ঘটিয়ে আমাদের ভয়ঙ্কর রাজরোষ থেকে বাঁচিয়েছেন সেই নারী অকালে চলে যাচ্ছেন ইহলোক ত্যাগ করে। আমরা তাঁকে শেষবারের মত একবার অভিবাদন করতেও পারছি না। সুতরাং আমাদের এই ঘোর দুঃখের দিনে আসা এই অতিথিটার প্রতি যদি আমার মনে ঘৃণা জেগে থাকে তবে সে ঘৃণা কি সঙ্গত নয়?

পানোন্মত্ত অবস্থায় অসংলগ্ন পদক্ষেপে হেরাকল্‌স্‌এর প্রবেশ

হেরাক। কি ব্যাপার! মুখ গোমরা করে কি কথা ভাবছ? অতিথিদের উপর ভৃত্যদের কখনো রাগ করতে নেই। হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হয়। তোমার সামনে যাকে দেখছ সে তোমার প্রভুর বন্ধু। আর তুমি তাকে বিষণ্ণ মুখে ভ্রূকুটি সহকারে অভ্যর্থনা জানাচ্ছ? তার কারণ কি, না একটা অদ্ভুত ধরনের মেয়ে মরে গেছে। তোমাকে একটু জ্ঞান দিই এস। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) তুমি মানবজীবনের প্রকৃতি কি জান? তুমি তা জান না। জানতে পারনি। আমার কাছে তা শিখে নাও। সব মানুষকেই মরতে হবে। এমন একটা লোককেও পাবে না যে আগামী কাল সকালে বাঁচবে কি না তা জানে না। ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখন কে কোথায় যাবে তা কেউ জানে না। তা জানার কোন নিয়ম নেই। সুতরাং ফূর্তি করো। আমার কথা শোন। মদ খাও। যে দিনটি তোমার কাছে আসবে তাকেই জীবন বলে আঁকড়ে ধরবে আর বাকি দিনগুলিকে ছেড়ে দেবে ভাগ্যের হাতে। আর একমাত্র সবচেয়ে ভাল দেবী কামদেবীর ভজনা করো। আর সব দেবদেবীকে দূরে সরিয়ে দাও। যদি আমার কথায় বিশ্বাস হয় এবং আমি জানি আমি সত্য বলছি তাহলে আমার কথায় বিশ্বাস করো। তাহলে সব দুঃখ ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও। ভাগ্যের বিধান লঙ্ঘন করো। মাথায় ফুলের মুকুট পরে তাহলে আমার সঙ্গে মদ খাও। খাবে না? আমি জানি পানপাত্রের এই ঠুন ঠুন আওয়াজ এই কুটিল অন্ধকার আর বিষাদের রাজ্য থেকে চিরসুখের এক নূতন স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাবে। মানুষের উচিত সব সময় মানুষের মত চিন্তা করা। যারা চিন্তাশীল গোমরা-মুখো মানুষ তাদের কাছে জীবন কখনো জীবন নয়, তাদের কাছে জীবন সুখহীন অপরিহার্য এক বিপর্যয়মাত্র।

ভৃত্য। আমরা তা জানি। কিন্তু আজ আমরা এ প্রাসাদে উৎসব করছি না, শোক পালন করছি।

হেরা। রাণী বাইরের মেয়ে। এ প্রাসাদের মালিক বেঁচে আছে আজও। সুতরাং তোমাদের শোক করা সাজে না।

ভৃত্য। বেঁচে আছে? আপনি আজকের এ প্রাসাদের অবস্থার কথা জানেন না।

হেরা। তোমার প্রভু আমার কাছে শোননি?

ভৃত্য। তিনি আতিথেয়তার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

হেরা। কিন্তু একজন অপরিচিত নারীর জন্য কেন আমি কষ্ট করব ?

ভৃত্য। এ মৃত্যুশোক সমগ্র প্রাসাদকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে।

হেরা। রাজা কি তবে আমার কাছে কিছু লুকিয়েছেন ?

ভৃত্য। আপনি শান্তিতে বিশ্রাম করুন। রাজার শোকের ভাগ আমরা নেব।

হেরা। তোমার কথা শুনে ত মনে হচ্ছে মৃত মহিলা অপরিচিতা এক বিদেশী।

ভৃত্য। না, তাহলে আমি আপনার মদ্যপান দেখে বিরক্ত হতাম না।

হেরা। তবে কি গৃহস্বামী আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন ?

ভৃত্য। আপনি বড় দুঃসময়ে এসে পড়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মস্তক মুণ্ডিত এবং আমাদের পরিধানে কালো পোষাক।

হেরা। তাহলে কার মৃত্যু ঘটেছে ? রাজার সন্তান না বৃদ্ধ পিতার ?

ভৃত্য। হায় বিদেশী, এ্যাডমেতাস তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন।

হেরা। সে কি ? তা সত্ত্বেও উনি আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন !

ভৃত্য। আপনাকে বাড়ি থেকে বিদায় দিতে লজ্জাবোধ করছিলেন উনি।

হেরা। হায় হতভাগ্য ! কী এক অপূর্ব স্ত্রীরত্ন তুমি হারালে !

ভৃত্য। আমাদের সকলেরও সর্বনাশ হলো। যথাসর্বস্ব গেল আমাদের।

হেরা। (হঠাৎ ভাল হয়ে) তাঁর অশ্রুসিক্ত চোখ আর মুণ্ডিত মস্তক দেখে আমি এই ধরণের কিছু একটা ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে এই বলে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি একজন অপরিচিত মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করতে চলেছেন। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এ প্রাসাদে প্রবেশ করে সেই উদারহৃদয় ব্যক্তির মদ্য পান করি। তিনি যখন দুঃখে ম্রিয়মান তখন আমি পানোন্মত্ত অবস্থায় মাথায় ফুলের মুকুট পরেছি। বাড়িতে এমন বিপদ ঘটেছে কেন তোমরা আমায় তা বলনি ? কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ? কোথায় সমাধি ?

ভৃত্য। এই যে রাস্তাটা সোজা লারিসা চলে গেছে সে রাস্তাটার শেষ প্রান্তে নগরপ্রাচীরের ধারে একটি সমাধিস্তম্ভ দেখতে পাবে যার গাত্রটি খুবই মসৃণ।

(প্রস্থান)

হেরা। হে আমার অন্তঃকরণ, হে আমার সহিষ্ণু অন্তর, হে আমার দক্ষিণবাহু, দেবরাজ জিয়াসের ঔরসে টিরিনথিয়ানিবাসী এলেকট্রিয়নকন্যার গর্ভে কেমন পুত্রের জন্ম হয়েছিল আজ তার পরিচয় দাও। আজ এ্যাডমেতাসের খাতিরে এই নারীকে বাঁচাতেই হবে। তাকে এই প্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য আমাকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কৃষ্ণপোষাকপরিহিত মৃত্যুর

সে দেবতার সঙ্গে সমাধির পাশেই দেখা হবে। সে বলিদেওয়া পশুর রক্ত পান করতে থাকবে সেখানে। আড়াল থেকে একবার যদি তার উপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে ছাড়াতে পারবে না আমার কবল থেকে। এই নারীর জীবন ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি তাকে ছাড়ব না। যদি আমার হিসাবে ভুল হয়, আমার শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়, যদি সে বলির পশুর রক্ত খেতে না আসে তাহলে মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তার কাছে অনুনয় বিনয় করতে হবে। আমি জানি তারা আমায় এ্যালসেস্টিসকে ফিরিয়ে দেবে যাতে আমি যিনি আমাকে তাঁর শোকদুঃখের নিদারুণ আঘাত সত্ত্বেও সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আতিথ্য দান করেছেন সেই সদাশয় গৃহস্বামীর হাতে তুলে দিতে পারি তাকে। সারা হেলাস দেশ ও থেসালির মধ্যে আর কোন বাড়িতে এমন আতিথ্য লাভ করা যাবে না। (প্রস্থান)

অনুচরবর্গসহ এ্যাডমেতাস ও কোরাসদলের প্রবেশ

এ্যাড। হায়, আমার পত্নীহীনা বাড়িটার পানে তাকাতেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে। হায়, কোথায় আমি যাব? কোথায় গেলে শান্তি পাব? কি কথা বলব বা কি বলব না? কেন আমি মরছি না? আমার মত হতভাগ্য সন্তানকে আমার মাতা কেন গর্ভে ধারণ করেছিল? আজ মৃতদের ভাগ্যে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আজ আমি তাদের জগতেই নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করতে চাই। মৃত্যু আমার কাছ থেকে জোর করে এমন এক অমূল্য রত্ন কেড়ে নিয়েছে যার ফলে পৃথিবীর আলোয় বেঁচে থাকা বা পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলার মধ্যে আর আমার কোন আনন্দ নেই।

কোরাসদল। এগিয়ে চলুন। বাড়িতে প্রবেশ করুন মহারাজ।

এ্যাড। হায়, হায়।

কোরাস। আপনার দুঃখে আমাদের চোখে জল আসছে।

এ্যাড। হে দেবতাবৃন্দ!

কোরাস। আমরা জানি আপনার দুঃখের এই শুরু হলো।

এ্যাড। ধিক আমাকে।

কোরাস। এই হাহাকারে মৃতের কোন উপকার হবে না।

এ্যাড। হায় কি হতভাগ্য আমি!

কোরাস। আপনার প্রিয়তমা পত্নীর মুখ আর দেখতে না পাওয়াটা সত্যিই বড় দুঃখবহ হবে আপনার জীবনে!

এ্যাড। যে দুঃখের আঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে সেই দুঃখটাকেই তুলে ধরছ তোমরা। এরকম পত্নীকে হারানোর থেকে বড় দুঃখ আর আছে কি? আমি যদি বিবাহ না করতাম, যদি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতাম তাহলে এ দুঃখ সহ্য করতে হত না আমায়। যারা অকৃতদার ও সন্তানহীন তাদের ভাগ্যে ঈর্ষা হচ্ছে আমার, কারণ তারা মনে প্রাণে একক। কিন্তু পত্নীর মৃত্যু বা সন্তানদের অসুখ সত্যিই বড় দুঃখজনক ব্যাপার।

কোরাস। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানেই এ আঘাত আপনি লাভ করেছেন।

এ্যাড। হায়, সত্যিই তাই।

কোরাস। কিন্তু দুঃখকে অকারণে দীর্ঘায়িত করে চলেছেন আপনি।

এ্যাড। হে দেবতাবৃন্দ!

কোরাস। যত দুঃখই হোক, এ বোঝা।

এ্যাড। ও কী ভয়ঙ্কর!

কোরাস। ধৈর্য ধারণ করুন। সাহস অবলম্বন করুন। আপনি একাই এ দুঃখ ..

এ্যাড। থাক থাক, আর বলো না।

কোরাস। আপনি পত্নীকে হারিয়েছেন। বিভিন্ন লোক তাদের বিভিন্ন প্রিয়জনকে হারায় ভাগ্যের দোষে।

এ্যাড। কেন তোমরা আমাকে সমাধিগহ্বরে ঝাঁপ দিতে দিলে না? কেন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করলে তোমরা? আমি কেমন আমার প্রিয়তমার পাশে এক সমাধির মাঝে চিরকাল শায়িত থাকতাম। দুজনে একযোগে মৃত্যুর নদী পার হতাম হাত ধরাধরি করে। চিরদিন বিশ্বস্ত থাকতাম একে অন্যের প্রতি।

কোরাস। আমার কোন আত্মীয়ের যোগ্য পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি পুত্রহীন হয়েও সাহসের সঙ্গে সে দুঃখ সহ্য করে যান। তিনি পক্বকেশ অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

এ্যাড। হে আমার শূন্য প্রাসাদ! কেমন করে আমি তোমার মাঝে প্রবেশ করব? কেমন করে বাস করব তোমার মাঝে? কী দুঃসহ পরিবর্তন! আগে আমি আমার প্রিয়তমা পত্নীর হাত ধরে বিবাহের গান গাইতে গাইতে এ বাড়িতে প্রবেশ করতাম। প্রজারা আমাদের জয়ধ্বনি করত। কিন্তু আজ সে গানের পরিবর্তে শোকবিলাপ কণ্ঠে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে। সাজ

পোষাকের পরিবর্তে আজ আমি পরিধান করে আছি কালো পোষাক।

কোরাস। আপনার শোকদুঃখহীন সুখী জীবনে দুঃখশোক প্রথম প্রবেশ করল। কিন্তু আপনি জীবিত আছেন। একা আপনিই জীবনে পত্নীহারা হননি। বহু লোকের পত্নী বিয়োগ হয়েছে এর আগে।

এ্যাড। হে আমার বন্ধুগণ, যে যাই বলুক, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আমার থেকে আমার পত্নী আজ সুখে আছে। সে আজ সব দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে এমন এক জায়গায় চলে গেছে যেখানে কোন দুঃখ আর স্পর্শ করতে পারবে না তাকে। আমারই মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল। এই দুঃসহ দুঃখের বোঝা বহন করার জন্যই মৃত্যুকে পরিহার করে বেঁচে রইলাম। কোন সাহসে আমি বাড়িতে ঢুকব? আগের মত কে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে? এক ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা আর আমার স্ত্রীর দ্বারা পরিত্যক্ত শয্যার জ্বালাময়ী শূন্যতা সারা বাড়িময় তাড়িত করে বেড়াবে আমাকে। আমার সন্তানরা তাদের মাতার জন্য আর আমার ভৃত্যরা তাদের স্নেহশীলা প্রভুপত্নীর জন্য আকুল হয়ে কাঁদতে থাকবে। এইভাবে আমাকে বাস করতে হবে এ প্রাসাদের মাঝে। বাইরেও আমি কোন বিবাহোৎসবে যোগদান করতে পারব না। থেসালিতে আমার স্ত্রীর কোন বান্ধবীর মুখপানে তাকাতে পারব না। যারা আমার শত্রু ও আমাকে ঘৃণা করে তারা আমায় দেখে বলবে, দেখ দেখ, কেমন নির্লজ্জভাবে জীবনযাপন করছে। বলবে, নিজে বাঁচার জন্য তার স্ত্রীকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে। ও একটা কাপুরুষ, নিজে মরতে ভয় পায়, আর পিতামাতা মরতে না পারার জন্য তাদের ঘৃণা করে। আমার শোকদুঃখের সঙ্গে সংজড়িত হবে এই অপযশের দুঃখ। তাহলে বল বন্ধুগণ, এই লজ্জা ও দুঃখের মধ্যে বেঁচে থেকে লাভ কি আমার? (মাথাটা পোষাকে ঢেকে প্রাসাদের সিঁড়িতে বসে পড়ল)

কোরাস। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজের সঙ্গে আমি মনোরম পাহাড়ের উপর অনেক বেড়িয়েছি। অনেক বিদ্যা শিক্ষা করেছি। কিন্তু ভাগ্যের বিধানকে পরিহার করার মত কোন বিদ্যাই নেই। অর্ফির ছাপমারা কোন থেসীয়গুলি অথবা ফীবাসপ্রদত্ত কোন ওষধি মানুষকে ভাগ্যের পীড়ন হতে মুক্ত করতে পারে না।

অন্যদল। কোন মানুষই নিয়তির বেদীতে যেতে পারে না। কেউ তার মূর্তি পূজো করতে পারে না। সে আমাদের কোন বলি চায় না। হে নিয়তি-দেবী, অতীতের থেকে যেন বেশী দুঃখ আমাকে দিও না। দেবরাজ জিয়াস

মানুষের সকল কর্মাকর্মের বিচার করলেও দণ্ডবিধান করো তুমি। লোহার শক্তিও হার মানে তোমার কাছে। তোমার ভয়ঙ্কর ইচ্ছাশক্তি সহজে শান্ত হতে চায় না।

সমবেতদল। হে রাজন, সেই নিয়তিদেবী তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আপনাকে। তাঁর কাছে নীরবে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার শত অশ্রুপাতও মৃতকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এমন কি দেবসন্তানগণও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যিনি আমাদের কাছে একদিন প্রিয় ছিলেন আপনার সেই সর্বগুণমণ্ডিতা স্ত্রী মৃত্যুপুরীতেও সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন।

সমবেতদল। হে রাজন, আপনার স্ত্রীর সমাধিস্তম্ভটি যেন কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্তির মত পূজিত হয়। এটি সাধারণ স্মৃতিস্তম্ভ নয়। তার পাশ দিয়ে যে সব পথিক যাবে তারা তা দেখে বলবে, হে সাধ্বী নারী, তুমি তোমার পতির জন্য জীবন দান করেছ। তুমি আমাদেরও বন্ধু। বিশ্বের সকল মানুষেরই বন্ধু।

অবগুণ্ঠিতা এক নারীসহ হেরাকলস্-এর প্রবেশ

হেরা। শোন এ্যাডমেতাস, মানুষের উচিত বন্ধুর কাছে কোন ক্ষোভ বা দুঃখের কথা গোপন না রেখে তা অকপটে ব্যক্ত করা। আমি তোমার বিপদের দিনে তোমার বাড়িতে ঘটনাক্রমে এসে পড়ি। তোমার সেই বিপদের সময়ে বন্ধু হিসাবে আমার কিছু করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন তুমি বলনি যার মৃত্যু ঘটেছে প্রাসাদে তিনি তোমার স্ত্রী। তুমি আমাকে তোমার প্রাসাদে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাও এবং এমন একটা ভাব দেখাও যাতে আমার মনে হয়েছিল কোন অপরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তোমার বাড়িতে এবং প্রথাগতভাবে শোক পালন করছ তার জন্য। না জেনে আমি মাথায় ফুলের মুকুট পরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মদের অর্ঘ্য দান করেছিলাম, অথচ তোমার সারা প্রাসাদ জুড়ে চলছিল শোকের বিলাপ। এর জন্য আমি তোমাকেই দোষ দিচ্ছি। তবে তোমাদের এই বিপদের দিনে তোমাকে তিরস্কার করব না। এখন কি জন্য এখানে আবার এসেছি সেকথা বলি। এই নারীকে আপাততঃ তোমার কাছে রেখে দাও। যতদিন না আমি বিস্টোন-এর রাজাকে হত্যা করে থেসায় ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসি ততদিন এ তোমার কাছেই থাকবে। যদি আমার কোন বিপদ ঘটে—যেন নিরাপদে আমি ফিরে আসতে পারি—তাহলে একে আমারই দান হিসাবে গ্রহণ করবে। এ তোমার বাড়িতে থেকেই

তোমার সেবা করবে। অনেক কষ্ট করে একে আমি লাভ করেছি। বহু ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করেছি। এমনি এক প্রতিযোগিতায় আমি পুরস্কার হিসাবে এই নারীকে লাভ করি। সাধারণতঃ এই সব প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে পশু দান করা হয়। কিন্তু একবার এই নারীকে পুরস্কার হিসাবে দান করা হয় আমাকে। সুতরাং যে নারীকে আমি কারো কাছ থেকে অপহরণ করে আনিনি, পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছি তুমি তাকে যত্নে রাখবে।

এ্যাড। আপনার প্রতি কোন শত্রুসুলভ ঘৃণাবশতঃ আমি সেদিন আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা গোপন রাখিনি। আপনি যদি আমার দুঃখের কথা শুনে বাড়ি থেকে অভুক্ত অবস্থায় অন্য বাড়িতে চলে যান তাহলে আমার দুঃখ তাতে আরো বেড়ে যেত। তাই ভাবলাম আমি নিজেই নিজের দুঃখ ভোগ করে যাই। একথা অপরকে বলে তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই। আর আমার অনুরোধ, এই নারীকে অন্য কোন থেসালীয়ের বাড়িতে গিয়ে রেখে দিন যে বাড়িতে কোন বিপদ ঘটেনি। ফেরাতে অনেকেই আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা দান করবে। এই নারীকে দেখে আমার দুঃখের কথা বারবার মনে পড়ে যাবে। সুতরাং আমার দুঃখের উপর দুঃখ আর বাড়াবেন না। ওকে দেখে আমি আমার অশ্রু নিবারিত করতে পারব না। তাছাড়া এই যুবতী নারীকে কোথায় রাখব? অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও আমি যতদূর বুঝতে পারছি এ নারী বয়সে এখনো যুবতী। আমার বাড়িতে পুরুষ ভৃত্যদের মাঝে কেমন করে এ থাকবে? যুবকদের মাঝে থেকে এই যুবতী কি আপন সতীত্ব রক্ষা করতে পারবে? হে হেরাকল্‌স্‌, আমি আপনার স্বার্থেই এসব কথা বলছি। ওকে কি আমার স্ত্রীর কক্ষে স্থান দেব? তাহলে দুদিক থেকে অপরাধী হব আমি। রাজ্যের লোকেরা তাহলে আমাকে বলবে আমি আমার রক্ষয়িত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, অন্য নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছি, আবার আমার মৃত স্ত্রীর স্মৃতির প্রতিও অসম্মান করা হবে। হে নারী, তুমি যেই হও, তোমার দেহ এ্যালসেস্টিসএর মত। দেবতার নামে শপথ করে বলছি হেরাকল্‌স্‌, আপনি ওকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। আমার ক্ষতের উপর অপমানের লবণ ছিটাবেন না। এই নারীর দিকে তাকালেই আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চোখে জল আসছে। কী হতভাগ্য আমি!

কোঃ নেতা। আমি ঘটনার তাবিক করছি না। তবে যাই ঘটুক, দেবতার দান আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

হেরা। হায়, আমি মৃত্যুপুরী হতে তোমার স্ত্রীকে যদি এনে দিতে পারতাম।

এ্যাড। আমি জানি আপনি তা চাইবেন। কিন্তু এ চাওয়ার ফল কি? মৃতকে ত আর সত্যি সত্যিই ফিরিয়ে আনা যায় না।

হেরা। আর কথা বাড়িও না। উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে একে গ্রহণ করো।

এ্যাড। বলা সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তত সহজ নয়।

হেরা। সারা জীবন শোক করে কি ফল পাবে?

এ্যাড। ফল পাওয়া যাবে না জানি; তবু আমার মাথায় সেই এক প্রেম চিরদিন ঘুরবে।

হেরা। মৃতের প্রতি ভালবাসা শুধু অশ্রু আনে চোখে।

এ্যাড। আমি এমনই শোকাভিভূত যে কথা বলতে পারছি না।

হেরা। তুমি যে এক সাধ্বী স্ত্রীকে হারিয়েছ সেকথা সবাই জানে।

এ্যাড। সুতরাং আমার জীবনে আর কোন আনন্দ নেই।

হেরা। কালক্রমে তোমার এই ক্ষত সেরে যাবে।

এ্যাড। যে কালের কথা আপনি বলছেন তা হলো মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই আমার সব ক্ষত সারাতে পারবে।

হেরা। নূতন এক বিবাহ আর নূতন এক নারী তোমাকে প্রকৃত সান্ত্বনা দেবে।

এ্যাড। চুপ করুন। কি বলছেন আপনি। একথা অবিশ্বাস্য আমার কাছে।

হেরা। কি বলছ তুমি! বিবাহ করবে না আর? তোমার শয্যা শূন্য রয়ে যাবে চিরকাল?

এ্যাড। অন্য কোন নারী আমার শয্যাসঙ্গিনী হতে পারবে না।

হেরা। তুমি কি মনে করো তাতে মৃতের কোন উপকার হবে?

এ্যাড। সে যেখানেই থাক না কেন, তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান আমায় দেখাতেই হবে।

হেরা। আমি তোমার প্রশংসা করছি। কিন্তু লোকে তোমাকে পাগল বলবে।

এ্যাড। তবু আর স্বামী হিসাবে কখনো বিবাহের আসনে বসব না।

হেরা। তোমার স্ত্রীর প্রতি এই প্রেমগত বিশ্বস্ততার প্রশংসা করি আমি।

এ্যাড। তার মৃত্যুর পরে যদি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি তাহলে যেন আমার মৃত্যু হয়।

হেরা। (অবগুণ্ঠিতা নারীর হাতটি ধরে) তাহলে এই নারীকে গ্রহণ করো ও তোমার প্রাসাদে রাখবে।

এ্যাড। আপনার পিতা জিয়াসের নাম করে বলছি আমি তা পারব না।

হেরা। তথাপি বলছি তুমি তাকে গ্রহণ না করলে অন্যায় করবে।

এ্যাড। যদি তা করি তাহলে পরে অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হবে আমার অন্তর।

হেরা। আমার কথা মেনে নাও। তোমার তাতে ভাল হবে।

এ্যাড। হায়, যদি আপনি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে না পেতেন।

হেরা। আমি জয় করে এনেছিলাম। তুমি আমার কাছ থেকে পেলে।

এ্যাড। তা সত্যি। তবে ওকে এখান থেকে নিয়ে যান।

হেরা। যদি যেতে হয় অবশ্যই যাবে। কিন্তু ওর যাওয়া কি উচিত হবে ?

এ্যাড। তাকে যেতে অবশ্যই হবে, অবশ্য যদি আপনি ক্রুদ্ধ না হন।

হেরা। তাহলে সেটা অবশ্যই আমার রাগের কারণ হবে।

এ্যাড। আমার আনন্দের জন্য আপনি নিশ্চয় ওকে জয় করেননি।

হেরা। একদিন এর জন্য আমার গুণগান করবে। আজ একে গ্রহণ করো।

এ্যাড। (অনুচরদের প্রতি) তাকে বাড়িতে রাখতেই হবে, বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও।

হেরা। না। ভৃত্যদের হাতে তাকে ছেড়ে দেব না।

এ্যাড। আপনি যদি চান আপনি নিজে ভিতরে নিয়ে যান ওকে।

হেরা। আমি একমাত্র তোমার হাতেই ওকে ছেড়ে দেব।

এ্যাড। আমি তাকে স্পর্শ করব না। তাকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দিন।

হেরা। আমি শুধু তোমাকে বিশ্বাস করি।

এ্যাড। হে রাজন, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করতে বাধ্য করছেন।

হেরা। তোমার হাত দিয়ে এই নারীকে গ্রহণ করো।

এ্যাড। এই হাত বাড়ালাম।

হেরা। তুমি যেন হাত বাড়িয়ে গর্গনের গলা কাটছ। হাতটা ধরেছ ?

এ্যাড। হাঁ, ধরেছি।

হের। তাহলে তাকে রেখে দাও। এবার নিশ্চয় একথা অস্বীকার করবে না যে জিয়াসপুত্র অতিথি হিসাবে অকৃতজ্ঞ নয়। (নারীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করে এ্যালসেস্টিসকে দেখাল। এর মুখ পানে তাকিয়ে দেখ এ তোমার স্ত্রীর মত কি না। এবার যেন এক অপরিসীম আনন্দ তোমার জীবনের সব দুঃখ দূর করে দিতে পারে।

এ্যাড। নারীর হাত ছেড়ে দিয়ে। হা ভগবান! এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! আমি কি সত্যই আমার স্ত্রীকে দেখছি না কি কোন দেবতার ছলনায় ধরা পড়েছি?

হের। না তুমি তোমার পত্নীকেই দেখছ

এ্যাড। সাবধান, মৃত্যুপুরীর কোন ভূত প্রেত নয় ত?

হের। তোমার অতিথি একজন যাদুকর, একথা ভেবো না।

এ্যাড। কিন্তু আমি আমার যে স্ত্রীকে সমাহিত করেছি আমি কি তাকে দেখছি সত্যি সত্যি?

হের। তোমার এ অবিশ্বাসে আমি কিন্তু চিন্তিত হচ্ছি না।

এ্যাড। আমি কি তাকে আমার জীবিত স্ত্রীর মত স্পর্শ করতে পারি বা কথা বলতে পারি?

হের। হাঁ কথা বল। যা এতক্ষণ চাইছিলে তা পেয়ে গেছ।

এ্যাড। (এ্যালসেস্টিসকে আলিঙ্গন করে) হে আমার প্রিয়তমা, তোমার সেই মুখ সেই দেহ আবার আমি ফিরে পেলাম। অথচ আমি ভেবেছিলাম আর কোনদিন দেখতে পাব না তোমায়।

হের। হাঁ, তুমি তাকে পেয়েছ। তবে দেবতারা যেন তোমায় ঈর্ষা না করেন।

এ্যাড। হে মহৎপ্রাণ জিয়াসপুত্র, আপনি সৌভাগ্য লাভ করুন। আপনার পিতা আপনাকে রক্ষা করুন। কিন্তু কেমন করে ওকে মৃত্যুপুরী হতে ফিরিয়ে আনলেন?

হের। যে মৃত্যুদেবতা ওকে ধরতে এসেছিল তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

এ্যাড। তাহলে মৃত্যুর সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করেছিলেন?

হের। আমি সমাধির পাশে লুকিয়ে ছিলাম। সে এলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর।

এ্যাড। কিন্তু সে কথা বলতে পারছে না কেন ?

হেরা। মৃত্যুপুরীর দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বলির দ্বারা ওকে শোধন না করা পর্যন্ত ওর কথা তুমি শুনতে পাবে না। তৃতীয় দিনের সকালবেলা না আসা পর্যন্ত ও এইরকম থাকবে। ওকে প্রাসাদে নিয়ে যাও। হে এ্যাডমেতাস, সজ্জনদের সব সময় সাদর আতিথ্য দান করো। বিদায়। আমাকে আবার রাজা য়্যুরেনেলাসের একটি কাজ করে দিতে হবে।

এ্যাড। থেকে যান। আমাদের ভোজসভায় অংশগ্রহণ করবেন।

হেরা। আর একদিন আসব। আজ আমাকে শীঘ্র যেতেই হবে। (প্রস্থান)

এ্যাড। তোমার মঙ্গল হোক এবং আবার যেন ফিরে এসো। (কোরাস-দলের প্রতি) এই সারা নগরে এবং থেসালির চারদিকে ঘুরে কোরাসদলের লোকেরা যেন আমার এই সৌভাগ্যে আনন্দ করে বেড়ায়। দেশের প্রতিটি যজ্ঞবেদীমূলে বলিপ্রদত্ত পশুর মাংস দগ্ধ হোক। যজ্ঞাগ্নি হতে ধূমরাশি উত্থিত হোক। আজ আমরা এক নূতন জীবন লাভ করলাম। আমি সুখী।

(প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে এ্যালসেস্টিসকে নিয়ে গেল)

কোরাস। দেবতারা বহু আকার ধারণ করেন। অনেক অদ্ভুত জিনিস দেবতারা করে থাকেন। প্রত্যাশিত ঘটনা অনেক সময় দৈববিধানে ঘটে না ; আবার দৈববিধানে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হলো এ নাটক।

মিডিয়া

ইউরিপিদেস

: নাটকের চরিত্র :

মিডিয়ার ধাত্রী

মিডিয়ার সন্তানদের দাসদাসীগণ

মিডিয়া

কোরিন্থের নারীগণের দ্বারা গঠিত কোরাসদল

ক্রীয়ন : কোরিন্থের রাজা

জেসন

এজেউস : এথেন্সের রাজা

দূত

জেসন ও মিডিয়ার দুই পুত্র

●

ঘটনাস্থল

কোরিন্থের রাজপ্রাসাদের নিকটে অবস্থিত মিডিয়ার বাসভবন। সেই বাসভবন থেকে বেরিয়ে ধাত্রী মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে।

ধাত্রী। হায়, পেলিয়ার পাইনবনে কাটা গাছ দিয়ে সেই আর্গো নামে অর্ণবপোতটি যদি নির্মিত না হত আর সেই অর্ণবপোতে চড়ে জেসন যদি তার পিতৃব্য পেলিয়াসের জন্য স্বর্ণপশমের সন্ধানে কোলশিয়ায় না আসত, তার জাহাজ যদি নীলচে কুয়াশা ভেদ করে কোলশিয়ার উপকূলে এসে কখনো না ভিড়ত, তাহলে আমার কর্ত্রী মিডিয়া জেসনের প্রতি প্রেমে অভিভূত হয়ে আওলকসে পালিয়ে যেত না তার সঙ্গে, তাহলে পেলিয়াসের কন্যাকে দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করিয়ে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে এই কোরিন্থে চলে আসত না। এতদিন স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রেমপরায়ণ ছিল পরস্পরের প্রতি। কিন্তু সম্প্রতি মিডিয়ার প্রতি জেসনের ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। তাদের মধুর প্রেমবন্ধন এখন ছিন্নপ্রায়। কারণ জেসন এখন তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এদেশের রাজা ক্রীয়নের কন্যাকে বিবাহ করেছে। এখন

এইভাবে পরিত্যক্ত হতভাগিনী মিডিয়া অসহায়ভাবে জেসনকে তার পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং দেবতাদের কাছে কাতর আবেদনের মাধ্যমে এই পরিত্যাগের কারণ জানতে চাইছে। যেদিন থেকে সে তার স্বামীর এই অন্যায় কাজের কথা জানতে পেরেছে সেইদিন থেকে ভূমিতলে আশ্রয় নিয়েছে সে। সে তার মুখচোখ একবারও তোলে না। নির্জন ভূমিতলে শায়িত অবস্থায় সে উপবাস আর অশ্রুজলে দিনাতিপাত করছে। সে বন্ধুদের সব অনুরোধ ও অনুনয় বিনয়ে মোটেই কর্ণপাত করছে না। দেখে মনে হচ্ছে সে যেন নিষ্প্রাণ পাথর অথবা নিস্তব্ধ সমুদ্রতল। শুধু মাঝে মাঝে তার প্রিয় পিতা তার স্বদেশের জন্য বিলাপ করছে সকরুণ কণ্ঠে। তার যে প্রেমিকের জন্য তার পিতা ও পিতৃভূমিকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে চলে আসে সেই প্রেমিক আজ তাকে ত্যাগ করে তাকে অপমানিত করেছে। আজ এক শোচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই হতভাগিনী নারী জানতে পেরেছে জন্মভূমি ত্যাগ করার পরিণতি কি। এখন সে তার সন্তানদেরও ঘৃণা করে এবং তাদের দেখে আর সে আনন্দ পায় না। আমার ভয় হচ্ছে, সে তার স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণ ও আঘাত নীরবে সহ্য করবে না। আমি তার মনের অবস্থা জানি এবং নিশ্চয় সে কোন অশুভ পরিকল্পনা খাড়া করে তুলছে মনে মনে। আমি তাকে জানি। সে ঠিক রাজকন্যার বাসরঘরের মধ্যে গোপনে নিঃশব্দে গিয়ে বর ও কন্যাকে এক শাণিত তরবারির দ্বারা আমূল বিদ্ধ করবে। সুতরাং এর থেকে আরো ঘোর বিপদ নেমে আসবে। আমি জানি তার রাগ বড় ভয়ঙ্কর। তার ভূতপূর্ব প্রেমিক ও স্বামী তাকে এভাবে প্রতারিত করে কিছুতেই কোন বিজয়গৌরব নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারবে না। এখন মিডিয়ার সন্তানরা এদিকেই আসছে। তারা তাদের মাতার দুঃখের কিছুই জানে না। অবোধ শিশুদের সঙ্গে দুঃখের কোন সম্পর্ক থাকে না।

অনুচরসহ মিডিয়ার সন্তানদের প্রবেশ

অনুচর। আমাদের গৃহকর্ত্রীর নিজস্ব দাসী তুমি। তুমি কেন এভাবে বাইরে একা দাঁড়িয়ে বিলাপের কথা বলছ? মিডিয়া কি তোমায় তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না?

ধাত্রী। হে জেসনসন্তানগণের প্রবীণ পরিচারক, প্রভুদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলে সদাশয় ক্রীতদাসরা দুঃখ অনুভব করে তাদের অন্তরে। আমি আমার মালিকের জন্য দুঃখে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছি যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি

যেন স্বর্গ মর্ত্য সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা প্রচার করে বেড়াই।

অনু। উনি কি এখনো দুঃখ করছেন?

ধাত্রী। আমি যদি তোমার মত হতাম। ক্ষয়ক্ষতির এই ত সবে শুরু। চরমে উঠতে এর এখনও অনেক দেরি।

অনু। আমি বলব আমাদের কর্ত্রী একেবারে বোকা। এর পরেও কি বিপদ আসছে তার তিনি কিছুই জানেন না।

ধাত্রী। কি বলতে চাইছ তুমি? আমার কাছে কিছু লুকিও না।

অনু। কিছু না। যা বলে ফেলেছি তার জন্য দুঃখিত।

ধাত্রী। না না লুকিও না। তোমার দাড়ি ধরে অনুরোধ করছি। তোমার একজন সহকর্মীর কাছে একথা লুকিও না। দরকার হলে সেকথা আমি কাউকে বলব না।

অনু। পাইরেনের পবিত্র ঝর্ণার ধারে নগরের যত সব বৃদ্ধরা খেলা করছিল। তারা একটা কথা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। আমি সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ি। তারা আমায় দেখতে পায়নি। তারা বলাবলি করছিল এদেশের রাজা ক্রীয়ন মিডিয়া আর তার সন্তানদের কোরিন্থ থেকে তাড়িয়ে দেবে। তবে এ খবর কতদূর সত্যি বা নির্ভরযোগ্য তা জানি না।

ধাত্রী। কি বলছ! জেসন তার আপন সন্তানদের উপর এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করবে, তাদের মার সঙ্গে তার যাই সম্পর্ক হোক?

অনু। নূতন সম্পর্ক পুরাতন সব সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তার আগেকার সংসারের প্রতি জেসনের আর কোন মায়ামমতা নেই।

ধাত্রী। এইভাবে পুরনো দুঃখ শেষ হতে না হতে যদি আবার নূতন দুঃখের বোঝা এসে জড়ো হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি। আমরা অসহায়।

অনু। এ বিষয়ে চুপ করে থাকবে। কাউকে কোন কথা বলবে না। আমাদের কর্ত্রীকেও কিছুমাত্র বলবে না।

ধাত্রী। হে নিষ্পাপ শিশুগণ, তোমাদের প্রতি তোমাদের পিতার মনোভাবের কথা শুনলে। তিনি যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। না, একথা বলব না। কারণ এখনো তিনি আমাদের প্রভু আছেন। কিন্তু তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

অনু। কে একাজ করে না বলতে পার? উদ্দেশ্য সৎ বা অসৎ যাই হোক, সব

মানুষই নিজের স্বার্থটাই দেখে। কেউ পরের দিকে তাকায় না। জেসন যেমন নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য নিজের সন্তানদের কথা ভুলতে বসেছে।

ধাত্রী। যাও তোমরা ভিতরে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সময়ে ছেলেদের ওদের মার কাছে নিয়ে যাবে না। সন্ধ্যার সময় আমি দেখলাম উনি চোখ কটমট করে চারদিকে তাকাচ্ছেন, যেন মনে হচ্ছে উনি প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না। আশা করি উনি যেন যা করার শত্রুদের উপরেই করুন। যত খুশি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

মিডিয়া। (ঘরের ভিতর থেকে) হায়, কী হতভাগা নারী আমি! আমি যদি মরতে পারতাম।

ধাত্রী। শোন ছেলেরা, তোমাদের মাতার মন মেজাজ ভাল নেই। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মাদপ্রায় হয়ে আছেন। অবিলম্বে বাড়ির ভিতরে যাও, কিন্তু তাঁর কাছে যাবে না। তাঁর ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থা আর বিক্ষুব্ধ অন্তরের কথা ভেবে সাবধানে থাকবে। যত তাড়াতাড়ি পার ভিতরে চলে যাও। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ক্রোধের আবেগ শীঘ্র দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তাঁর এই আর্তনাদের ধ্বনি ঝঞ্ঝাসূচক এমন সব ঘনায়মান মেঘমালার আগমন ঘোষণা করছে যার থেকে মুহুর্মুহু বিস্ফুরিত হবে বহু অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ। হতাশার বশবর্তী হয়ে তাঁর বিক্ষুব্ধ অন্তর না জানি কখন কি করে বসে। (সন্তানগণ ও তাদের অনুচরের প্রস্থান)

মিডিয়া। যে দুঃখ, যে বেদনা আমি সহ্য করেছি তার ফলে এ বিলাপ আমার খুবই ন্যায়সঙ্গত। হায় অভিশপ্তা মাতার অভিশপ্ত সন্তানগণ, ধিক তোমাদের ও তোমাদের পিতাকে। গোটা সংসারটা জাহান্নামে যাক। ধ্বংস হয়ে যাক সব।

ধাত্রী। হায় কি দুঃখের বিষয়। পিতার অপরাধের জন্য সন্তানরা কেন তার অংশ গ্রহণ করবে বলতে পারেন? তাহলে কেন তাদের ঘৃণা করছেন? হায় হতভাগ্য শিশুগণ, তোমাদের জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে। জানি না কারো কোন ক্রোধের অসহায় শিকার হতে তোমাদের হবে কি না। রাজপুত্র বা রাজকন্যাদের মেজাজ বড় অদ্ভুত হয়, কারণ তারা কখনো আদেশ মেনে চলে না, শুধু হুকুম করে সকলকে। তাই কোন অবস্থাতেই ভাগ্যের বিধানকে মেনে নিতে পারে না তারা। তাই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলাই ভাল। আমি

যেন ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন না কাটাই, জীবনটা যেন আমার শান্তি আর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। সব সময় মানুষকে ভাল কথা বলতে হয় আর মধ্য বা নরম পন্থা এবং নরম মেজাজ চিরদিন বজায় রেখে চলতে হয়। ধন ঐশ্বর্য আর উগ্রমেজাজ কোন ভাল করতে পারে না মানুষের জীবনে। উগ্রমনা ধনীদের সংসারে দুর্ভাগ্য একবার প্রবেশ করলে তারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনে।

কোরাসদলের প্রবেশ

কোরাস। কোলখিয়াবাসিনী সেই নারীর উচ্চকণ্ঠের আর্তনাদ আমি স্বকর্ণে শুনেছি। এখনো তিনি শান্ত হননি। আমি বাইরে দ্বারদেশেই কান্নার শব্দ শুনেছি। বল ধাত্রী, ব্যাপার কি। তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখবোধ করছি, কারণ এ পরিবারের সকলেই আমার ভালবাসা পায়।

ধাত্রী। এ সংসার আর সংসার নেই। সে সব অতীতের কথা। রাজকন্যা জেসনকে হাত করে তার পাশে রেখে দিয়েছে আর এদিকে আমাদের কর্ত্রী তার নির্জন ঘরে হা হুতাশ আর হাহাকার করছে। তার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা কোন সান্ত্বনাই তাকে দিতে পারছে না।

মিডিয়া। (ভিতর থেকে) ওঃ, আকাশ থেকে বজ্র নেমে এসে তোমাদের দুজনের মাথা দুটো চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে না? জীবনে আমার কি লাভ? ধিক, ধিক আমাকে। আমি মৃত্যু চাই, এই ঘৃণ্য অস্তিত্ব থেকে আমি মুক্তি চাই

কোরাস। হে দেবরাজ জিয়াস, হে ধরিত্রীমাত, হে আলোর দেবতা সবিতৃদেব, তোমরা শুনতে পাচ্ছ না এই স্বামীপরিত্যক্তা হতভাগিনী নারী আর্তনাদ করে কি বলছে? হায় নারী, যে শান্তি একমাত্র মৃত্যুই মানুষকে দিতে পারে সে শান্তির কামনা তোমার কেমন করে পরিতৃপ্ত হবে? সে শান্তি আর তুমি চেয়ো না। তোমার স্বামী অন্য প্রেমিকার কাছে যদি যায় তাতে ক্রুদ্ধ হয়ো না। কার দোষ তা জিয়াস বিচার করবেন। সুতরাং স্বামীকে হারিয়ে দুঃখ করো না, আর শোকের দ্বারা নিজেকেও ক্ষয় করো না তিলে তিলে।

মিডিয়া। হে মহৎপ্রাণা থেমিস এবং থেমিসের স্বামী, দেখ আমি আমার স্বামীকে এক কঠিন শপথের বন্ধনে আবদ্ধ করা সত্ত্বেও তার শপথভঙ্গের জন্য কত কষ্ট ভোগ করছি। যেহেতু তারা বিনা দোষে বিনা কারণে আমার উপর

এতবড় অন্যায় করেছে, তারা দুজনে অর্থাৎ আমার স্বামী আর তার নববধূ যেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হে আমার পিতা আর হে আমার স্বদেশ, আমি আমার নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করে আমি তোমাদের ত্যাগ করে এসেছি। আজ আমি কত লজ্জাবোধ করছি তার জন্য।

ধাত্রী। শুনছ তার কথা? কেমন জোর গলায় শপথের দেবতা জিয়াস আর তাঁর পত্নী থেমিসকে তার কথা জানাচ্ছেন। কোন তুচ্ছ কারণে নিশ্চয় আমাদের কর্ত্রী এতদূর ব্যথিত হননি।

কোরাস। যদি একবার তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং আমাদের পরামর্শমত কাজ করতেন তাহলে তাঁর এই ভয়ঙ্কর ক্রোধের প্রচণ্ডতা সরিয়ে দিতেন মন থেকে। তাঁর কঠোর মনোভাব নরম হত অনেকখানি। আমাদের বন্ধুর কাছে আমার এই শুভেচ্ছা যেন প্রত্যাখ্যাত না হয় কখনো। একবার গিয়ে আমার কথা বলবে? তাড়াতাড়ি যাও। তা না হলে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি ভিতরে যারা আছে তাদের উপর কোন অন্যায় করে ফেলতে পারেন।

ধাত্রী। তা অবশ্য আমি করব। কিন্তু জানি না আমাদের কর্ত্রী আমার কথা শুনবেন কি না। তবু আমি যাব যদিও তিনি যে কোন ভৃত্য তাঁর কাছে গেলেই সদ্যপ্রসূতি শাবকাভিমানিনী সিংহমাতার মত ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। প্রাচীনকালের লোকগুলোকে যদি তুমি অশিক্ষিত অমার্জিত ও অসভ্য বলে গালি দাও তাহলে কিছু ভুল করবে না তুমি। কারণ তারা যে সব স্তোত্রগান রচনা করেছে তা শুধু আনন্দোৎসবগুলিকে অলঙ্কৃত করার জন্য, তা শুধু মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়কে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করার জন্য। কিন্তু যে ঘৃণ্য দুঃখ হতে কত নরহত্যার উৎপত্তি হয়, কত সুখী পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় সেই দুঃখের উপশম ঘটাতে পারে এমন কোন স্তোত্র বা কোন চারণকবি রচিত এমন কোন তাললয়সমন্বিত সঙ্গীত সৃষ্টি হয়নি। অথচ সঙ্গীতের দ্বারা মানুষের মনের ক্ষত সারাবার এই পন্থা আবিষ্কৃত হলে কত লাভ হত সমগ্র মানবসমাজের। তা যদি না হয়ে থাকে তবে কেন শুধু ধনীদের ভোজনভাগুলির গৌরব বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অলস অর্থহীন সঙ্গীত গীত হয়? ধনীদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভোজসভা এমনিতেই ত মানুষকে আনন্দ দান করে।

কোরাস। কিছু আগে আমি এক তীব্র শোকবিলাপ শুনতে পাই। তাঁর যে দুষ্ট প্রকৃতির স্বামী তাঁর দাম্পত্যশয্যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার

উদ্দেশ্যে কটূক্তি করছিলেন তিনি। এই অন্যায়ের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে তিনি জিয়াসপত্নী থেগিসের শরণাপন্ন হন। যে শপথ তাকে এই সুদূর হেলাস দেশে নিয়ে এসেছে সেই শপথের কথা জানান। এই হেলাস দেশের সামনে যে মহাসমুদ্র বিস্তৃত তার সুদূরবর্তী পরপারে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত।

কোরাসদলের কথা শেষ হতে না হতেই মিডিয়ার প্রবেশ

মিডিয়া। হে কোরিন্থের ললনাগণ, পাছে তোমরা আমাকে দোষ দাও এজন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। কারণ আমি জানি এমন অনেক মানুষ আছে যারা জীবনে এক চলতে গিয়ে অহঙ্কারী ও উদাসীন হিসাবে অখ্যাতি অর্জন করেছে। কারণ দেখবে ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিশক্তি বা বিচার-বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা তাদের প্রতিবেশীকে দেখলেই তার অন্তরের পরিচয় না নিয়েই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ দেখবে তার সেই প্রতিবেশীর কাছ থেকে কখনো অন্যায় বা অবিচার সে পায়নি। তাই আমি মনে করি কোন বিদেশীর উচিত যে শহরে সে বাস করছে বর্তমানে সেই শহরের রীতি নীতি মেনে নিয়ে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলা। তাছাড়া আমি এটাও চাই না, যে কোন নাগরিক তার কঠোর অন্তরের অনমনীয়তার জন্য নগরবাসীদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে চলুক সর্ববিষয়ে। আজ এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় এসে অকালে নাশ করতে বসেছে আমার জীবনকে। আজ আমি সর্বস্বান্ত। আজ আমি এ জীবন ত্যাগ করতে চাই, মরতে চাই। কারণ হে আমার বান্ধবীগণ, তোমরা জান যে ছিল আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, যাকে কেন্দ্র করে আমার জগৎকে আমি গড়ে তুলেছিলাম আমার সেই প্রিয়তম স্বামী আজ আমার ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত। প্রাণ ও মানসচেতনাসম্পন্ন যত প্রাণী আছে জগতে তার মধ্যে নারীজাতি হচ্ছে নিকৃষ্ট। কারণ প্রতিটি নারীকেই অনেক মূল্যের বিনিময়ে একজন মানুষকে স্বামী হিসাবে কিনে নিতে হয়, পরে সেই স্বামী প্রেমিক হতে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় অত্যাচারী। তখন সেই নারীর কাছে তার স্বামী হয়ে ওঠে দুঃসহ ঘৃণ্য। সুতরাং নারীদের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো তাদের নির্বাচন। স্বামী নির্বাচন ভাল বা মন্দ হওয়ার উপরেই নির্ভর করছে তাদের সারা জীবনের সুখ দুঃখ। কারণ স্বামী খারাপ হলে বিবাহবিচ্ছেদ নারীর পক্ষে সম্মানজনক নয়। তাছাড়া আমরা নারীরা আমাদের প্রথম প্রেমিক বা স্বামীকে ঠিকমত ভুলতেও পারি না। বিবাহের পর নারীরা নূতন পরিবেশে এসে তার জীবনের

অংশীদারকে সব বিষয়ে খুশি করার চেষ্টা করে। এই ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না সে তার পিতৃগৃহে। যদি সে সব বিষয়ে তার স্বামীকে খুশি রাখতে পারে, যদি তার স্বামী বিবাহবন্ধনে কোন অস্বস্তি অনুভব না করে তাহলে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়। আর তা না হলে নারীদের মরাই ভাল। পুরুষদের একটা সুবিধা আছে। তারা ঘরে শান্তি না পেলে সমবয়সী কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দিন কাটাতে পারে। কিন্তু আমরা স্বামী ছাড়া আর কোন বন্ধু বা বান্ধবী পেয়ে খুশি হই না। পুরুষরা বলে আমরা নারীরা গৃহকোণে নিরাপদ জীবন যাপন করি এবং তারা বাইরে যুদ্ধ প্রভৃতি কত বিপজ্জনক কর্মে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু তাদের এ যুক্তি বড় দুঃখজনক। আমি নিজে একবার প্রসববেদনা ভোগ করার থেকে আনন্দের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে যেতে রাজী আছি। সুতরাং নারীদের বিপদও কম নয়। কিন্তু যাক সে কথা, এ কথা আমার বলা সাজে না। তোমরা এই নগরেরই অধিবাসী, এখানেই তোমাদের পিতৃগৃহ। মনের কথা বলার মত কত বন্ধু-বান্ধব বা বাঁচার আনন্দের উপকরণের কোন অভাব নেই তোমাদের। অথচ দেখ এ শহরে আমি একেবারে নিঃস্ব ও একরকম নিরাশ্রয়। স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বন্দী জীবন যাপন করছি কারণ আমার আর কেউ নেই এখানে। আমি বিদেশিনী, এখানে আমার মাতা, ভ্রাতা বা কোন আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই যিনি আমাকে এ বিপদের হাত থেকে এক নিরাপদ আশ্রয় দান করতে পারেন। এই জন্যই আমি তোমাদের কাছ থেকে একটা জিনিস দান হিসাবে চাই। সেটা হচ্ছে তোমাদের এক নীরব সমর্থন আমার একটা কাজে। আমার যে স্বামী আমার প্রতি এই ধরনের নির্মম আচরণ করেছে, যে ব্যক্তি তার হাতে তার কন্যাকে সমর্পণ করেছে, যে নারী অন্যায়ভাবে আমার সেই স্বামীর হাতে স্ত্রী হিসাবে নিজেকে সমর্পণ করেছে—আমি তাদের সকলের উপর কোন না কোন উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে যদিও নারীদের ভীরু বলে মনে হয়, মনে হয় তারা তরবারি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাপুরুষের মত আতঙ্কিত হয়ে উঠবে, তথাপি যদি তারা বুঝতে পারে তারা অপরের দ্বারা অন্যায় অপমানের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে তখন ভয়ঙ্করভাবে কঠোর ও অসমসাহসী হয়ে ওঠে তাদের সমগ্র অন্তরাত্মা।

কোরাসদলের নেতা। আমরা তা করব। সে সমর্থন তোমায় দান করব মিডিয়া, কারণ তোমার স্বামীর উপর তোমার এই প্রতিশোধবাসনা সঙ্গত।

দুর্ভাগ্যজনিত তোমার এই দুঃখে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু দাঁড়াও, দেখছি রাজা ক্রীয়ন এ দিকেই আসছেন। জানি না নূতন কি কথা আবার ঘোষণা করেন তিনি।

অনুচরবর্গসহ ক্রীয়নের প্রবেশ

ক্রীয়ন। শোন মিডিয়া, আমি আদেশ করছি তোমার স্বামীর প্রতি তোমার এই ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি আর প্রতিহিংসাত্মক চিন্তাবলী এদেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও এবং অবিলম্বে তোমার সন্তানদেরও নিয়ে যাও। আমি বিচারক হিসাবে তোমাকে এই দণ্ডাদেশ দান করছি। তোমাকে এদেশ থেকে নির্বাসিত না করে আমি বাড়ি ফিরে যাব না।

মিডিয়া। হায়, কী দুর্ভাগ্যের কথা! এবার সর্বনাশ উপস্থিত হলো আমার। শত্রুরা আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে দিল, কোথাও কোন দাঁড়াবার জায়গা নেই। আমার এই শোচনীয় দুরবস্থা সত্ত্বেও আমি একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি ক্রীয়ন, কিজন্য আমায় নির্বাসিত করছ এ দেশ থেকে?

ক্রীয়ন। আমি তোমাকে ভয় করি। সে ভয়কে আজ আমি আর কথার জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে চাই না। তোমাকে ভয় পাছে তুমি আমার কন্যার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র গড়ে তোল। আর আমার ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। তুমি স্বভাবতঃ এক যাদুকরী এবং আগেই এ বিষয়ে বহু কৌশলের পরিচয় দিয়েছ। তোমার স্বামীর প্রেম হারিয়ে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করছ। আমি শুনেছি, লোকে আমায় বলছে, তুমি আমার, আমার কন্যার ও তার স্বামীর জীবননাশের ভয় দেখিয়েছ। সুতরাং কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আমি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। পরে অনুশোচনা ভোগ করার থেকে এখন তোমার ঘৃণা লাভ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

মিডিয়া। শুধু এখন নয়, এই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার আমার যশই আমার ক্ষতিসাধন করেছে, আমাকে আঘাত দিয়েছে। সুতরাং যারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক তারা যেন তাদের সন্তানদের বেশী শিক্ষিত ও চতুর করে না তোলে। কারণ তাহলে তাদের সেই সন্তানেরা শুধু 'অলস' এই অপবাদ পাবে না, তারা নগরবাসীদের কাছ থেকে ঘৃণাও লাভ করবে। কারণ তুমি যদি বোকাদের মাঝখানে নূতন কোন জ্ঞান বা বিদ্যার আমদানি করো তাহলে লোকে বলবে, ওটা অনাবশ্যক, বলবে আসলে তুমি কিছু জান না। আর তোমার যশ যদি সত্যি সত্যিই নগরের আর সকলকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে তুমি তাদের

বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমার ভাগ্যেও জুটেছে এই ধরনের অপবাদ আর বিতৃষ্ণা। কেউ কেউ আমাকে চতুর বলে ঘৃণা করে। কেউ কেউ ভাবে আমি বড় গম্ভীর এবং অন্তর্মুখী। আবার অনেকে ভাবে আমি মোটেই চতুর নই এবং কিছুই জানি না। সে যাই হোক, তোমার সুখে ব্যাঘাত ঘটাব বলে তুমি আমাকে ভয় করছ। কিন্তু আমাকে ভয় করো না ক্রীয়ন। আমার এখন এমন অবস্থা নেই যাতে আমি রাজা রাজরাদের সঙ্গে বিবাদ করতে পারব। তাছাড়া তোমার ক্ষতি আমি কেন করতে যাব? তুমি ত আমার কোন ক্ষতি করনি। তুমি শুধু তোমার কন্যাকে তার হাতে দান করেছ তোমার খুশিমত। আমি শুধু আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। তবে আমার শুধু এইটুকু বলা যে তুমি এক্ষেত্রে বিজ্ঞের মত কাজ করেননি। এখন তোমার ও তোমার কন্যার সুখে কোন ঈর্ষা করি না। বরং তাকে আশীর্বাদ করি। আমাকে শুধু এদেশে থাকতে দাও। আমার প্রতি অন্যায় করা হলেও আমি শান্ত হয়ে থাকব, গুরুজনদের মান্য করে চলব।

ক্রীয়ন। তোমার কথাগুলো শুনতে বেশ মিষ্টি। কিন্তু তাতে তোমার প্রতি আমার ভয় আরো বেড়ে গেল। কারণ কোন চতুর বা কুচক্রী নর বা নারী যখন ক্রুদ্ধ না হয়ে মিষ্ট ভাষায় নরম স্বরে কথা বলে তখন তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তোমাকে এখনি যেতে হবে। আর কোন কথা নয়। এই দণ্ডাদেশ আমি দান করে ফেলেছি। কোন ছলনার দ্বারা তুমি আমাকে বশীভূত করতে পারবে না।

মিডিয়া। ওকথা বলো না। আমি তোমার ও তোমার নববিবাহিত কন্যার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি।

ক্রীয়ন। তুমি বৃথাই বাক্যব্যয় করছ। তুমি আমাকে টলাতে পারবে না।

মিডিয়া। কী, সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে নির্বাসনদণ্ড দেবে? আমার প্রার্থনা শুনবে না?

ক্রীয়ন। আমার পরিবারের লোকজনদের থেকে তোমাকে বেশী ভালবাসতে পারব না।

মিডিয়া। হে আমার দেশ, আজ এই সময়ে তোমার কথা বেশী করে মনে পড়ছে।

ক্রীয়ন। হ্যাঁ, আমিও আমার সন্তান ছাড়া নগরীকেই বেশী ভালবাসি।

মিডিয়া। মানুষের কাছে এক একসময় প্রেমের কশাঘাত কি নিদারুণ হয়ে ওঠে!

ক্রায়ন। সেটা হয় ভাগ্যের উত্থান পতন অনুসারে।

মিডিয়া। হে জিয়াস, আমাকে যে এ দুঃখ দান করেছে সে যেন তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ না পায়।

ক্রায়ন। চলে যাও ধূর্ত নারী কোথাকার! আমার শ্রমের লাঘব করো।

মিডিয়া। শ্রম ও কষ্ট আমার, তোমার নয়।

ক্রায়ন। শীঘ্রই আমার ভৃত্যরা জোর করে তোমায় বার করে দেবে।

মিডিয়া। আমার একান্ত অনুরোধ, এ কাজ করো না ক্রীয়ন।

ক্রীয়ন। আমার মনে হয় তুমি গোলমাল বাধাতে চাও।

মিডিয়া। আমি চলে যাব। নির্বাসন মকুবের জন্য কোন আবেদন করব না।

ক্রীয়ন। তবে চলে যাচ্ছ না কেন? কেন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে?

মিডিয়া। আমাকে শুধু এই একটা দিন থাকতে দাও। তুমিও একটু ভেবে দেখ, আমাকে কোথায় পাঠাবে, আমার ছেলেরা কোথায় কিভাবে থাকবে। কারণ তাদের পিতা তাদের পরিত্যাগ করেছে। তোমারও সন্তান আছে। তুমি তাদের উপর একটু দয়া করো। আমি নিজের নির্বাসনের জন্য ভাবি না। কিন্তু আমার সন্তানদের কথা ভেবে না কেঁদে পারছি না। কারণ যে কষ্টের কথা তারা জানে না, আজ সেই কষ্ট তাদের পেতে হবে।

ক্রীয়ন। আমার অন্তর একেবারে কঠোর হয়ে উঠেছে। কারণ এর আগে অনেকবার দয়া দেখিয়ে আমাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। যদিও আমি বুঝছি আমি ভুল করছি তবু তোমাকে এই একটা দিন থাকার অনুমতি দিলাম। কিন্তু মনে রেখো, আগামীকালের নবোদিত সূর্য যদি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের আমার এই রাজ্যের সীমানার মধ্যে দেখতে পায় তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। তুমি শুধু এই একটা দিনই এখানে থাকতে পাবে। এই একটা দিনের মধ্যে কোন ভয়াবহ কাজ করতে পারবে না নিশ্চয়।

(অনুচরবর্গসহ প্রস্থান)

কোরাস। হায় হতভাগ্য নারী, তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমাদের। কোথায় যাবে তুমি? কোথায় আশ্রয় বা থাকার মত ঘর পাবে? কে তোমায় বিপদে রক্ষা করবে? হায় মিডিয়া, আশাহীন ভরসাহীন এক অকূল দুঃখের সমুদ্রে দেবতারা তোমায় নিক্ষেপ করেছেন।

মিডিয়া। চারিদিক হতে দুঃখ আমায় বিদ্ধ করছে। কে তা অস্বীকার করতে পারে? তবে এখনো সব আশা দূর হয়নি। এখনো নববধূ আর তার স্বামীকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। মনে ভেবো না, আমি আমার চক্রান্তকে সার্থক করে না তুলে ছেড়ে দেব। আমি সহজে চলে যাব না। রাজা আমাকে আজই নির্বাসিত না করে থাকতে দিয়ে নির্বোধের মত কাজ করেছেন। আমি আজকের মধ্যে ওদের তিনজনকে—পিতা, তার কন্যা আর তার স্বামীকে মৃত্যুপুরীতে পাঠাব। যদিও তাদের হত্যা করার অনেক পথ আছে তথাপি জানি না কোন পথটি নির্ভরযোগ্য হবে। আমি কি তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করব? না কি তাদের বুকে আমূল এক তরবারিকে বসিয়ে দেব গোপনে ও নিঃশব্দে তাদের ঘরে গিয়ে? কিন্তু যদি আমি যাবার পথে ধরা পড়ে যাই তাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য এবং শত্রুরা উপহাস করবে আমায়। অতএব আমাদের মত নারীদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ পথ অবলম্বন করাই ভাল। আর তা হলো বিষপ্রয়োগ। কিন্তু ধরে নিলাম এইভাবে তাদের মৃত্যু ঘটল। কিন্তু তাহলে কোন নগরী বা কোন সদাশয় ব্যক্তি আশ্রয় দেবে আমাকে? কেউ না। সুতরাং আমি আরো কিছুকাল অপেক্ষা করব। দেখব কোন প্রতিরক্ষামূলক সুযোগ আমি পাই কি না। যদি পাই তাহলে আমি নীরবে আমার কাজে এগিয়ে যাব। আবার হঠাৎ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আমার এই তরবারির দ্বারা তৎক্ষণাৎ হত্যা করব তাদের। সাহসের সঙ্গে আমি এগিয়ে যাব। প্রতিহিংসার যে নারী আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসে আছেন যাঁকে আমি আজ সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি সেই হিকেটের নামে শপথ করছি তারা আমার আর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি তাদের দাম্পত্য জীবনকে সীমাহীন তিক্ততা আর দুঃখে পরিপূর্ণ করে তুলবই। তাদের সব প্রেম হয়ে উঠবে তিক্ততায় ভরা, ঠিক যেমন তিক্ততাময় হয়ে উঠবে আমার নির্বাসিত জীবন। তাহলে ওঠ মিডিয়া, ষড়যন্ত্র গঠনে তোমার যে সহজাত কৌশল আছে তার সদ্ব্যবহার করতে ভুলো না। এখন সংগ্রামের কাল উপস্থিত। চাই সাহস আর মনোবল। একবার আমার নিজের দুঃখভোগের কথাটা ভেবে দেখ। মনে রেখো, তুমি সূর্যদেবতার বংশধর হয়ে জেসনকে বিবাহ করার জন্য সিসিফাসের বংশধরদের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলো না নিজেকে। তোমার চাতুর্য বা কৌশলের অভাব নেই। তার উপর তুমি নারী আর নারীরা সাধারণতঃ পুণ্যকর্মের থেকে এই সব ক্ষতিকারক কাজে বেশী পটু হয়ে থাকে।

কোরাস। মনে হচ্ছে, যত সব পুণ্যের নদীগুলি ফিরে যাচ্ছে তাদের উৎসের দিকে। উল্টে যাচ্ছে বিশ্বের যত সব শৃংখলা আর সঙ্গতি। পুরুষরাই বিশ্বাসঘাতক, তাদের পরামর্শ ক্ষতিকারক। তাদের শপথ অনিশ্চিত। আমাদের সম্পর্কে জনরবের পরিবর্তন ঘটবে এবং নারীজাতির সুনাম আবার ফিরে আসবে। আমাদের সম্মানের প্রভাতসূর্য উদিতপ্রায়। আর কোন নিন্দাবাদ সহ্য করতে হবে না আমাদের।

অন্যদল। প্রাচীনকালের কবিরা আমাদের বিশ্বস্ততা ও সততাকে অবলম্বন করে আর কোন কাব্য রচনা করবে না। চারণ কবির দেবতা ফীবাস আমাদের মধ্যে এমন কোন কাব্যগুণ দেননি যার সাহায্যে আমরাও আমাদের প্রতি পুরুষদের নিন্দাবাদের সমুচিত ও যথাযথ প্রত্যুত্তর দান করতে পারতাম। কারণ কালের বিশাল ইতিহাসের মাঝে নারী ও পুরুষদের নিয়ে বহু ঘটনাই ঘটে থাকে।

অন্যদল। হে নারী, তুমি কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে তোমার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে সমুদ্রে পারি দাও। এখন তুমি বিদেশে বাস করছ স্বামীপরিত্যক্ত অবস্থায় এবং আজ তুমি অপমানিত ও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত।

অন্যদল। প্রাচীনকালে শপথবাক্যের যে দাম ছিল এখন তা আর নেই। সমগ্র হেলাস জুড়ে কোথাও আর কোন সম্মান খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে আর কোন পিতৃগৃহ রক্ষা করবে না তোমায়। উপরন্তু তোমার স্বামী আর একজন নারীকে গ্রহণ করেছেন স্ত্রী হিসাবে।

জেসনের প্রবেশ

জেসন। একথা শুধু আজ বলছি না, এর আগেও কতবার বলেছি বদ মেজাজ মহামারীর মতই কত ভয়ঙ্কর। উদাহরণস্বরূপ দেখ, যদি তুমি ধৈর্যসহকারে গুরুজনদের বিধান মেনে চলতে তাহলে তুমি এদেশেই থেকে যেতে পারতে। কিন্তু তোমার অসংযত বাক্যের জন্যই তুমি নির্বাসনদণ্ড লাভ করলে। তোমার কটূবাক্যে আমার কিছুই যায় আসে না। আমাকে নীচ বলে যত খুশি গাল দাও। কিন্তু তুমি আমাদের রাজাকে কটূবাক্য বলে গাল দিয়েছ। তোমার অপরাধের তুলনায় এই শাস্তি লঘু বলতে হবে। আমি রাজার ক্রোধের উপশম ঘটিয়ে তোমাকে এখানে বাস করতে দেবার অনুমতি দান করাতাম। কিন্তু তা হলেও তুমি তোমার এই অন্যায় অসঙ্গত ক্রোধ পরিহার না করে রাজাকে অপমান করে যেতে। সুতরাং নির্বাসনই তোমার যোগ্য শাস্তি।

তথাপি তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছার অভাব নেই। যাতে তুমি একেবারে নিঃস্ব বা নিরাশ্রয় না হও সেকথা ভেবেই আমি এখানে এসেছি। তোমার সন্তানদের নিয়ে নির্বাসনে গেলে অনেক বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হবে। তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও আমি তোমার প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করব না।
মিডিয়া। আশু শয়তান কোথাকার! আমার, সমগ্র মানবজাতির ও দেবতাদের ঘৃণ্য শত্রু হয়েও তুমি আমার কাছে এসেছ? বন্ধুদের চরম ক্ষতি করে তাদের সামনে আসাটা পৌরুষ বা সাহসের পরিচায়ক নয়, বরং সেটা মানবজাতির পক্ষে সবচেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি লজ্জারই পরিচায়ক। তবু আজ আমার কাছে এসে ভালই করেছ, কারণ তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করে মনে কিছুটা শান্তি পাব আর আমার কথায় তুমিও বিরক্ত হবার সুযোগ পাবে। আমি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা বলব। তুমি যখন আমাদের দেশে সোনার পশম সংগ্রহ করতে এসেছিলে তখন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম, এ কথা তোমার আর্গো জাহাজের সব সহযাত্রীরাই জানে। অগ্নিবর্ষণকারী ভয়ঙ্কর বলদদের বশ করে বীজ বপন করতে হয়েছিল তোমায়। তোমাকে সেইজন্যই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমার সাহায্য ছাড়া তা তুমি পারতে না। যে ড্রাগন তার শত সহস্র বিষাক্ত কুণ্ডলী নিয়ে অতন্দ্র দৃষ্টিতে সোনার পশমগুলিকে পাহারা দিত আমি সেই ড্রাগনকে হত্যা করে তোমাকে মুক্তির আলো দেখাই। পরিদর্শন অপেক্ষা প্রেমবোধ আমার মধ্যে হয়ে উঠেছিল প্রবলতর, তাই আমি আমার পিতা ও পিতৃগৃহ ত্যাগ করে সুদূর পেলিয়ন পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত আওলকসে চলে আসি তোমার সঙ্গে। তারপর ছলনায় প্রতারিত করে পেলিয়াসের নিজের সন্তানদের দ্বারাই তার মৃত্যু ঘটাই কৌশলে। শোন বিশ্বাসঘাতক, এই সব কিছুই আমি করেছি শুধু তোমার জন্য। আর আমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পর তুমি আমাকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছ। তোমার যদি কোন সন্তান না হত তাহলে আমি তোমার এই নূতন বিবাহকে মেনে নিতাম কোনক্রমে। শপথকালে একদিন যে বিশ্বাসের কথা বলেছিলে আজ তা সব উড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না, কিকরে তুমি একথা ভাবতে পারলে যে পৃথিবীতে প্রাচীন দেবতাদের শাসন বা ন্যায়নীতি বলে কোন জিনিস নেই এবং নূতন কালে নূতন রীতিনীতির প্রচলন ঘটেছে। আজ তোমার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখ, সেই বিবেকই তোমাকে বলবে তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। হে আমার হতভাগ্য দক্ষিণ

হস্ত, তুমি কতবার ওর পদদ্বয় আলিঙ্গন করেছ। কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। আমি একজন বিশ্বাসঘাতককে আমার দেহ স্পর্শ করতে দিয়েছি। কত ভঙ্গুর আমার আশা! কিন্তু এস, এবার আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করব যদিও তোমার কাছে কোন করুণা প্রত্যাশা করা বৃথা। তথাপি একটা করুণা আমি চাই। আমি একটা বিষয় প্রশ্ন করে জানব তোমার কাছে। এতে আরো বোঝা যাবে তোমার স্বরূপ। এখন আমি কোথায় যাব? আমি কি আমার পিতৃগৃহে ফিরে যাব যা একদিন তোমার জন্য ত্যাগ করেছি অথবা পেলিয়াসের কন্যাদের কাছে? যাদের পিতাকে আমি একদিন ষড়যন্ত্রের দ্বারা হত্যা করি তারা অবশ্য আমাকে ভালভাবেই অভ্যর্থনা জানাবে। আমার অবস্থাটা এখন এইরকম, শুধু তোমাকে খুশি করার জন্য আমি এমন সব লোকের সঙ্গে এক ঘৃণ্য শত্রুতায় জড়িত হয়ে পড়েছি যাদের ক্ষতি করার কোন প্রয়োজন ছিল না আমার। আমার এই প্রেমগত বিশ্বস্ততার জন্য হেলাসের নারীরা আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর আমিও তোমার মধ্যে খুঁজে পাই এক অদ্বিতীয় প্রেমময় পতি। কিন্তু হায়, আজ আমার সব আশা ব্যর্থ হলো চিরতরে। আজ আমি একাকী দুটি অবোধ শিশুসহ পরিত্যক্ত হলাম। তোমার এই বিবাহের শুভক্ষণে একথা বলতে বাধ্য হলাম আমি, তোমার যে স্ত্রী একদিন তোমার প্রাণরক্ষা করে আজ সে তোমারই সন্তানদের হাত ধরে ভিক্ষুকের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে জিয়াস, স্বর্ণ যাচাইএর জন্য মানুষকে অভ্রান্ত কষ্টিপাথর দান করেছ, কিন্তু মুখদর্শনমাত্র শয়তানের অন্তঃকরণের স্বরূপ জানার জন্য কেন কোন অভ্রান্ত অভিজ্ঞান চিহ্নিত করে দাওনি তার ভ্রূযুগলের উপর?

কোরনেতা। প্রিয়জনের মধ্যে বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যখন কোন বিবাদ বাধে তখন তা ভয়ঙ্কর এবং প্রতিকারের অতীত হয়ে দাঁড়ায়।

জেসন। আমাকে দেখছি এখন বাগ্মী হতে হবে। এখন আমাকে পালতোলা জাহাজের এক সুদক্ষ নাবিকের মত তোমার অসংযত রসনার সব ঝড়কে কৌশলে কাটিয়ে উঠতে হবে। যেহেতু এখন তুমি তোমার কৃতিত্বের কথা বাড়িয়ে বলবে সেইহেতু আমি বলতে চাই যে আমার সমুদ্রযাত্রার নিরাপত্তার জন্য সমস্ত দেবতা ও মানুষের মধ্যে একমাত্র সাইপ্রিসের কাছেই ঋণী। যদিও তোমার বুদ্ধি খুবই সূক্ষ্ম, তবু একথা লজ্জার হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রেমের দেবতাই তার দুর্নিবার ও অব্যর্থ ফুলশরের দ্বারা তোমার অন্তরকে বিদ্ধ করে আমার প্রাণ রক্ষা করতে বাধ্য করেন তোমায়। অবশ্য একথা অস্বীকার করব না যে, কারণ

যাই হোক, তুমি আমার জীবন সুন্দরভাবেই রক্ষা করো। তবু একথাও বলব তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার থেকে অনেক বেশীই প্রতিদানস্বরূপ তুমি পাও আমার কাছ থেকে। আমি তা প্রমাণ করে দেব। প্রথমতঃ তোমাদের বর্বর দেশ ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে হেলাসের মত জায়গায় বসবাস করার সুযোগ পাও এবং আইন ও ন্যায়বিচার কাকে বলে তা শিখতে পার। সমস্ত গ্রীকবাসীরা তোমার চাতুর্যের কথা জানতে পেরে তোমার কাজের প্রশংসা করতে থাকে এবং তুমি প্রভূত যশ অর্জন করো। কিন্তু তোমার দেশে তুমি পড়ে থাকলে তোমার কথা কেউ জানতে পারত না। যশের থেকে বড় জিনিস আর কিছু নেই। দেবতাদের কাছে আমি শুধু এই কথাই বলব যে আমাকে এমন কোন পণ্যসম্ভার দিও না, অর্ফিয়াসের বাঁশির থেকেও সুমধুর সুরে গান গাওয়ার এমন কোন কৌশল আমাকে শিখিও না, যাতে আমার যশ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যেতে না পারে। আমার যে বিবাহ সম্পর্কে তুমি আমার প্রতি বিদ্রূপবাক্য বর্ষণ করলে সে সম্বন্ধে আমি প্রথমে বলতে চাই, এক্ষেত্রে আমি বিজ্ঞের মত কাজ করেছি। প্রেমের দিক দিয়ে এক্ষেত্রে আমি সংযত এবং এই প্রেমের দ্বারা তোমার ও তোমার পুত্রদের জন্য এক শক্তিশালী বন্ধু লাভ করেছি। শুধু তুমি নীরবে দেখে যাও। আওলকস থেকে যখন আমি নির্বাসিত হয়ে এখানে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পালিয়ে আসি তখন বহু বিপদও পশ্চাদ্ধাবন করেছিল আমার। সে ক্ষেত্রে এদেশের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করার মত সুখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? তোমার প্রতি ঘৃণার বশবর্তী হয়ে বা অন্য কোন নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে অথবা আরো বেশী সন্তান উৎপাদনের কোন কামনায় আমি একাজ করিনি। আমি একাজ করেছি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই। আমি চাই তুমি তোমার সন্তানদের নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করো। আমি চাই আমার সন্তানরাও রাজপুত্রদের মত স্বচ্ছলতার সঙ্গে লালিত পালিত হোক। আমি চাই আমার এই সংসার রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমান মর্যাদা লাভ করুক। তোমার আর বেশী সন্তানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমি চাই সংসারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। এবার বল, আমি কি ভুল করেছি? একথা তুমি কিছুতেই বলবে না যদি না অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের ছলনায় মুগ্ধ হও। তোমরা নারীরা দাম্পত্যজীবন ও প্রেম যতদিন সুন্দর সাবলীল গতিতে চলে তত দিন বেশ থাক। কিন্তু সে গতি কোনভাবে কোনদিন ব্যাহত হলেই তোমরা উন্মত্ত হয়ে ওঠ। তখন একদিন যার সব ভাল ছিল তখন তার সব কিছুই

খারাপ হয়ে ওঠে। তখন মিত্র হয়ে ওঠে তোমাদের চরম শত্রু। হায়, বিশ্বে নারীজাতির জন্ম যদি না হত, যদি পুরুষরা অন্য কোন উপায়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারত।

কোঃ নেতা। হে জেসন, তোমার এই বাক্যবিন্যাস কুশলী বাগ্মীর মতই চমৎকার। তথাপি আমার মনে হয় তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পাপ করেছ। যদিও অবশ্য এসব কথা বলা আমার শোভা পায় না।

মিডিয়া। অনেকের সঙ্গে আমার মতের মিল না হতে পারে। তবু আমার মনে হয় যারা কৌশলে কথার জাল বুনে তাদের অন্যায় অপকর্মকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে তারা বেশী শাস্তির যোগ্য। তারা ভাবে এইভাবে মিষ্ট ছলনাময় কথার অবগুণ্ঠন দিয়ে তাদেব সব অন্যায় গোপন করে যাবে এবং অবাধে অন্যায় কর্ম করে যাবে একের পর এক। সুতরাং আমার সামনে আর কথার ছলনাজাল বিস্তার করো না। একটি কথাতেই আমি তোমার সে জাল ছিঁড়ে দেব। তোমার অন্তর যদি শয়তানিতে ভরা না থাকত তাহলে তুমি আগেই আমাকে সব কথা জানিয়ে আমার সম্মতি লাভ করতে। আমি তোমার এ বিবাহে স্বেচ্ছায় অনুমতি দিতাম। কিন্তু তা না করে তোমার প্রিয়জনের কাছে এ কথা গোপন করে যাও।

জেসন। অবশ্য তোমার কাছে তখন এ বিবাহের প্রস্তাব করলে তুমি আমাকে সাহায্য দান করতে। কিন্তু তুমি তোমার ক্রোধের কোন উত্তাপ সংযত করতে পার না ভেবেই সেকথা বলিনি।

মিডিয়া। সেকথা ভেবে তুমি সংযত হওনি। তুমি ভেবেছ তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। বিদেশিনী স্ত্রীর জন্য লজ্জা অনুভব করতে তুমি।

জেসন। সে বিষয়ে আশ্বস্ত থাকতে পার। আমি আগেই বলেছি আমি কোন নারীর মোহে রাজকন্যাকে বিবাহ করিনি। আমি এর দ্বারা চেয়েছিলাম তোমার জীবনের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা আর চেয়েছিলাম আমি সেই রাজকন্যার মাধ্যমে রাজপুত্রের পিতা হতে। তার ফলে আমার আগেকার পুত্ররাও রাজবংশের সম্মান লাভ করত। আমার সমগ্র পরিবারের মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে।

মিডিয়া। যে সুখ সমৃদ্ধির পরিণাম দুঃখময় তা আমি চাই না। যে ধনসম্পদ সব সময় আমার অন্তরকে খোঁচা দেবে তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

জেসন। আমার কথামত কাজ করো, তোমার প্রার্থনার সুর পরিবর্তন

করো। তাহলে বিজ্ঞতার পরিচয় দেবে। আসন্ন সুখ ও সৌভাগ্যকে কখনো দুঃখের বেশে দেখতে চেয়ো না। সৌভাগ্যেদবীর সুসপ্রন্ন ও সহাস্যবদনকে ভ্রূকুটি-কুটিল ভেবে ভুল করো না।

মিডিয়া। যত খুশি আমায় উপহাস করে যাও। তুমি পেয়েছ এক নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর আমি এক নির্বাসিত নারী। শীঘ্রই আমাকে চলে যেতে হবে দেশ ছেড়ে।

জেসন। তোমার তাহলে এইটাই আসল ইচ্ছা। আসলে তুমি চলে যেতে চাও এখান থেকে। পরের উপর দোষারোপ করো না।

মিডিয়া। তাহলে কি তোমাকে আমি বিবাহ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম তোমার সঙ্গে ?

জেসন। না, রাজাকে তুমি অন্যায়ভাবে অভিশাপ দিয়েছ।

মিডিয়া। তোমার পরিবারেও আমি অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছি।

জেসন। দেখ, আমি এ নিয়ে আর বাদ প্রতিবাদ করব না। তুমি যদি আমার কাছ থেকে কিছু ধনসম্পদ তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য চাও তাহলে আমি তা অকুণ্ঠভাবে দিতে পারি। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় আমার বন্ধুদের আমি তোমার পরিচয় লিখে জানাতে পারি যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। যদি তুমি আমার এই দান প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নির্বুদ্ধিতার কাজ করবে। আর যদি ক্রোধ ত্যাগ করতে পার তাহলে তোমারই লাভ হবে তাতে।

মিডিয়া। আমি তোমার বন্ধুদের সাহায্য নেব না, তোমার কোন দানও নেব না। শয়তানের দানের ফল কখনো ভাল হয় না।

জেসন। দেবতাদের আমি সাক্ষী মেনে জানিয়ে রাখছি, আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে ও তোমাদের সেবা করতে রাজী আছি। কিন্তু তুমি কঠোরভাবে তোমার বন্ধুদের সব দান ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছ। সুতরাং তোমার ভাগ্য দুঃখময় হয়ে উঠবেই।

মিডিয়া। চলে যাও তুমি। তোমার তরুণী নববধূর প্রেমের ফাঁদে ভাল করে জড়িয়ে পড়গে। তুমি অনেকক্ষণ তার শয়নকক্ষের বাইরে আছ। তবে দেবতারা যদি ইচ্ছা করেন এই বিবাহবন্ধন থেকেই একদিন মুক্তি চাইবে তুমি। (জেসনের প্রস্থান)

কোরাস। প্রেম যদি আতিশয্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সীমা ছাড়িয়ে

যায় কারো জীবনে তাহলে সে প্রেম কখনো কোন গৌরব দান করতে পারে না মানুষকে। কিন্তু যদি সমস্ত রকমের উগ্রতা ও আতিশয্যকে পরিহার করে প্রেমের দেবী সাইপ্রিস মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আবির্ভূত হন তাহলে সে প্রেম বড় মধুর হয়ে ওঠে। হে আমার প্রিয়তমা, তুমি যেন কখনো বিষাক্ত ক্রোধাবেগে সিক্ত কোন ভ্রূকুটির অব্যর্থ শর হেনো না আমার প্রতি।

১ম দল। যে সতীত্ব স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দান সেই সতীত্বসম্পন্ন কোন সুন্দরী নারী-রত্নকে যেন আমি স্ত্রী হিসাবে লাভ করি। ভীষণা দেবী সাইপ্রিস যেন আমাকে কখনো অহেতুক কলহ বিবাদ বা অশান্ত ঈর্ষায় জড়িত না করেন। তিনি যেন কখনো অবৈধ প্রেমের কামনার দ্বারা আমায় উন্মত্ত করে না তোলেন। পরস্পরের স্বাধীন নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন তিনি যেন আমাকে দান করেন।

২য় দল। হে আমার স্বদেশ, হে আমার প্রিয় জন্মভূমি, ঈশ্বর করুন, আমি যেন আমার নগর থেকে কখনো নির্বাসিত না হই। কারণ নির্বাসনকালে মানুষকে অপরিসীম দুঃখের মধ্যে এক অসহায় ও দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়। এই ধরনের নির্বাসিত জীবনযাপন করার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে। কারণ পিতৃভূমি হারানোর মত দুঃখ জীবনে আর কিছুই হতে পারে না।

অন্যদল। আমি আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখলাম। পরের মুখ থেকেও শুনেছি। বুঝলাম তোমার এই দুঃখের সময়ে তোমাকে সান্ত্বনা বা আশ্রয় দেবার মত এমন কোন নারী বা বন্ধুবান্ধব নেই। যে লোক তার বন্ধুদের উপযুক্ত মর্যাদা দান করে না, তাদের কাছে তার অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় না, সে লোক যেন জাহান্নামে যায়। সে আমার বন্ধুত্ব কোনদিনই লাভ করতে পারবে না। (মিডিয়া তার বাড়ির বাইরে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল হতাশ হয়ে)

অনুচরবর্গসহ এজেউসের প্রবেশ

এজেউস। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো মিডিয়া। বন্ধুকে অভিবাদন জানাবার মত এমন সুন্দর সময় আর হতে পারে না।

মিডিয়া। আপনিও আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন প্যাণ্ডিয়নপুত্র এজেউস। কোথা হতে এদেশে এলেন ?

এজেউস ? ফীবাসের প্রাচীন গণনালয় থেকে।

মিডিয়া। কি কারণে সেখানে গিয়েছিলেন ?

এজে। জানতে গিয়েছিলাম কিভাবে আমি সন্তান লাভ করব ?

মিডিয়া। আচ্ছা বলুন, আপনি কি এ পর্যন্ত সন্তানহীন জীবন যাপন করছেন ?

এজে। কোন এক দেবতার জন্য আমার কোন সন্তান হয়নি।

মিডিয়া। আপনার কি স্ত্রী আছে ? অথবা কখনো বিবাহিত জীবন যাপন করেননি ?

এজে। আমার এক স্ত্রী আছে যার সঙ্গে আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

মিডিয়া। ফীবাস আপনার সম্বন্ধে কি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ?

এজে। এত হেঁয়ালিপূর্ণ সে কথা যে তা বোঝা সম্ভব নয় কোন মানুষের পক্ষে।

মিডিয়া। আমি নিশ্চয় তা বুঝতে পারব।

এজে। নিশ্চয় তা পারবে। তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিই এ রহস্য ভেদ করতে পারবে।

মিডিয়া। এবার বলুন দেবতার বাণীটি কি।

এজে। মদের চামড়ার ঘাড়টি আমি যেন আলগা না করি।

মিডিয়া। কতদিন পর্যন্ত ? আপনি কোন কোন দেশে যাবেন ?

এজে। যতদিন না আমি আমার দেশে ফিরে যাই ততদিন কয়েকটি জায়গায় যাব।

মিডিয়া। আপনি এদেশে কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন ?

এজে। ট্রোয়েজেন রাজ্যে রাজা পিথিউসের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

মিডিয়া। তিনি পেলোপোর পুত্র এবং খুব ভক্ত লোক।

এজে। তাঁর কাছে আমি দৈববাণীর কথাটি জানাব।

মিডিয়া। কিন্তু লোকটি চতুর এবং অনেক ছলাকলা জানে।

এজে। তা হয়ত বটে। কিন্তু আমার সব যোদ্ধা বন্ধুর থেকে সে প্রিয় আমার কাছে।

মিডিয়া। আপনার মঙ্গল হোক। আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক।

এজে। কিন্তু তোমার মুখ মলিন এবং চোখ বিষণ্ন কেন ?

মিডিয়া। হায় এজেউস, আমার স্বামী একজন শঠ ও প্রতারক প্রতিপন্ন হয়েছে।

এজে। কি বলতে চাইছ তুমি ? তোমার এই হতাশা ও দুঃখের কারণ আমাকে বল।

মিডিয়া। বিনা কারণে জেসন অন্যায় করেছে আমার উপর।

এজে। সে কি করেছে স্পষ্ট বল আমাকে।

মিডিয়া। সে অন্য একজন মেয়েকে বিয়ে করেছে আমাকে ত্যাগ করে।

এজে। এত হীন কাজ সে করতে পারে ?

মিডিয়া। একথা সত্য, একদিন সে আমাকে ভালবাসত, কিন্তু আজ সে আমাকে অপমানের অতল গর্তে নিক্ষেপ করেছে।

এজে। সে কি অন্য কোন নারীকে ভালবাসে না সে শুধু তোমাকেই ঘৃণা করে ?

মিডিয়া। সে এখন অন্য নারীর প্রেমে পড়েছে। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এজে। বুঝেছি। সে একটা আস্ত শয়তান।

মিডিয়া। যে মেয়েকে সে ভালবাসে সে রাজকন্যা।

এজে। কে তার কন্যাকে সম্প্রদান করল তার হাতে ?

মিডিয়া। কোরিন্থের রাজা ক্রীয়ন।

এজে। আমি তোমার দুঃখের কারণ এবার বুঝতে পেরেছি।

মিডিয়া। আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমি এ দেশ থেকে নির্বাসিত।

এজে। কে নির্বাসিত করেছে তোমায় ? দুঃখের উপর দুঃখ।

মিডিয়া। ক্রীয়ন কোরিন্থ থেকে নির্বাসিত করেছে আমায়।

এজে। জেসন কি তা মেনে নিয়েছে ? অবশ্য এটা হয়েছে তারই দোষের জন্য।

মিডিয়া। মুখে তা হয়ত সমর্থন করেনি, কিন্তু তার কোন প্রতিবাদও করেনি। হে রাজন, তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমাকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাবেন না। আপনার দেশে ও আপনার প্রাসাদে আমাকে একটু ঠাঁই দেবেন। দেবতার কৃপায় আপনার সন্তানকামনা সার্থক হোক এবং আপনার সারাজীবন সুখে অতিবাহিত হোক। আপনি জানেন না এখানে আসায় কত উপকার আপনার হলো। আমার এমন শক্তিশালী মন্ত্র জানা আছে যার প্রভাবে আপনাদের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে সুন্দর সন্তানের পিতামাতা করে তুলতে পারব আপনাদের।

এজে। শোন নারী, বিভিন্ন কারণে আমি তোমাকে তোমার প্রার্থিত বর দান করব। প্রথমতঃ দেবতাদের খাতিরে। দ্বিতীয়তঃ সন্তানলাভের জন্য। তবে আমার কথা হচ্ছে এই যে তুমি যদি আমার দেশে গিয়ে উপনীত হও তাহলে আমি তোমাকে আশ্রয় দেব। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি-

তোমায়। আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না এখান থেকে। আমার সাহায্য ছাড়াই তোমাকে এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে। তবে সেখানে গিয়ে পড়লে তুমি নিরাপদে আমার প্রাসাদে থাকবে এবং আমি কখনো কারো কাছে কোনদিনই ছেড়ে দেব না তোমাকে।

মিডিয়া। ঠিক আছে তাই হবে। তবে আপনি এ বিষয়ে যদি শপথে আবদ্ধ হন তাহলে আমি খুশি হব।

এজে। নিশ্চয় তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?

মিডিয়া। আমি আপনাকে ঠিকই বিশ্বাস করি। কিন্তু রাজা পেলিয়াসের বংশধরেরা ও ক্রীয়ন আমার শত্রু। আপনি যদি দেবতার নামে শপথে আবদ্ধ হন তাহলে তারা আমায় জোর করে নিয়ে যেতে এলেও আপনি তাদের কাছে সমর্পণ করবেন না আমায় এবং আপনি হয়ে উঠবেন আমার বন্ধু। আমি দুর্বলা নারী। সহায় সম্পদ কিছু নেই, আর তারা রাজশক্তিসম্পন্ন।

এজে। এতে তোমার দূরদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায় নারী। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে তোমার শত্রুদের কাছে ভবিষ্যতে এই শপথের অজুহাত নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারব তাদের। বল কোন দেবতার নামে শপথ করব?

মিডিয়া। ধরিত্রীমাতা, আমার পিতার গুরু হেলিয়স ও সমগ্রভাবে সকল দেবতার নামে শপথ করুন।

এজে। কি আমায় করতে হবে আর কি কি থেকে বিরত থাকব তা বলে দাও।

মিডিয়া। শপথ করুন, আপনি কখনো আপনার দেশ থেকে আমাকে বিতাড়িত করবেন না। আপনার দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে আমার কোন শত্রু আপনার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

এজে। ধরিত্রীমাতা, পবিত্র সূর্যালোক ও স্বর্গস্থ সকল দেবতার নামে শপথ করে বলছি তোমার সব শর্ত পালন করে চলব।

মিডিয়া। ঠিক আছে। কিন্তু এ শপথ ভঙ্গ করলে কি অভিশাপ আপনি মাথা পেতে নেবেন?

এজে। অধর্মচারীরা সাধারণতঃ যে অভিশাপ ভোগ করে থাকে।

মিডিয়া। শান্তিতে চলে যান তাহলে। যত শীঘ্র পারি আমি আপনার রাজধানীতে গিয়ে পৌছব। এখানে আমার কাজ মিটে গেলেই চলে যাব।

(অনুচরবর্গসহ এজেউসের প্রস্থান)

কোরাস। ও এজেউস, সত্যিই তুমি এক উদারহৃদয় ব্যক্তি। জিয়াসপুত্র স্বয়ং যেন তোমার সঙ্গী হয়ে তোমাকে তোমার স্বদেশে পৌছে দেন এবং তুমি যেন তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পার।

মিডিয়া। হে জিয়াস, ন্যায়ের দেবতা, হে জিয়াসপুত্র সূর্যদেবতা, এবার আমি আমার শত্রুদের নির্জিত করতে পারবই। হে আমার প্রিয় বান্ধবীগণ, এবার আমার আশা হচ্ছে আমি আমার ঘৃণিত শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। যখন আমি চরম দুরবস্থার মধ্যে ছিলাম তখন এই বিদেশী এসে আমাকে দান করেন সাহায্যের এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। আমি এ দেশ থেকে যাত্রা করে ওঁর প্যালাস শহরে গিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করব। এখন আমার পরিকল্পনার কথা বলি তোমাদের। কিন্তু একথা খুব সুখকর হবে না তোমাদের কাছে। আমি প্রথমে জেসনের কাছে আমার এক ভৃত্যকে পাঠিয়ে তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করব। জেসন আমার কাছে এলে মিষ্ট কথায় তাকে তুষ্ট করব। বলব তার বিবাহকে আমি মেনে নিয়েছি এবং সে ভালই করেছে। তারপর আমি তাকে অনুরোধ করব আমি নির্বাসনে গেলে আমার সন্তানরা এখানেই যেন থাকতে পায়। আমি কিন্তু আমার সন্তানদের শত্রুদের হাতে অপমানিত হবার জন্য ছেড়ে যাব না। আমি তাদের দিয়ে রাজকন্যাকে হত্যা করব। আমি তাদের হাতে কিছু সোনার জরির কাজ করা মূল্যবান পোষাক দেব রাজকন্যাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করার জন্য। সেই পোষাক দিয়ে তারা রাজকন্যার কাছে তাদের নির্বাসনদণ্ড মকুব করার জন্য আবেদন জানাবে। কিন্তু সেই পোষাকের সঙ্গে এমনভাবে বিষ মিশিয়ে দেব যাতে করে সে পোষাক স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটবে রাজকন্যার। 'আর একথা ভাবতেও আমার বুক কেঁপে উঠছে যে আমার সন্তানদেরও তাতে মৃত্যু ঘটবে। এইভাবে জেসনের সন্তান ও নববধূর মৃত্যু ঘটিয়ে সব সম্ভাব্য শাস্তিকে কৌশলে এড়িয়ে আমি বিদেশে চলে যাব। কারণ আমি আর শত্রুদের উপহাস সহ্য করতে পারছি না। হে আমার বান্ধবীগণ, জীবনে আমার কি লাভ? আমার কোন আশ্রয় নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, কেউ কোথাও নেই। হেলাসবাসী ওই লোকটার কথায় আমার পিতৃগৃহ ছেড়ে এসে কি ভুলই না করেছি? আজ ওকে সেই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ও যেমন আমার গর্ভজাত ওর সন্তানদের আর জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে না তেমনি ওর নববধূ রাজকন্যার গর্ভেও আর সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না, কারণ আমার প্রদত্ত বিষে অবশ্যই মৃত্যু ঘটবে রাজকন্যার। কেউ

যেন আমাকে অবলা দুর্বলা নারী না ভাবে। বিপদে আমি গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবি না। আমি আমার শত্রুদের ভয়ঙ্করভাবে শাস্তি দিতে পারি।

কোঃ নেতা। তুমি যখন তোমার পরিকল্পনার কথা আমাকে সব বললে, তখন আমি বলব ক্ষান্ত হও। আমি তোমার মঙ্গল চাই এবং দেশের প্রচলিত আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই একথা বলছি তোমায়।

মিডিয়া। তা হতে পারে না। তবে তুমি আমার মত এই অবস্থায় পড়নি বলেই তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

নেতা। হে নারী, তুমি এতদূর কঠিন হবে? তুমি নিজের সন্তানদের হত্যা করবে?

মিডিয়া। হ্যাঁ তা করব। কারণ তাতে অন্তরে আঘাত পাবে আমার স্বামী।

নেতা। তা হয়ত পাবে, কিন্তু বেঁচে থেকেও তুমি সবচেয়ে দুঃখ পাবে।

মিডিয়া। তাতে কিছু যায় আসে না। কই কে আছ? (ধাত্রীর প্রবেশ) তুমি এখনি জেসনের কাছে যাও। এখানে তাকে নিয়ে এস। যে কোন বিশ্বাসের কাজে তোমাকেই পাঠাই। গোপন কথা কারো কাছে ফাঁস করবে না। তুমি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলেই এ কাজের ভার দিচ্ছি।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

কোঃ, ১ম দল। হে চিরসুখী প্রজ্ঞাসিদ্ধ এরেখথিয়াসপুত্র দেবসন্তানগণ, চির-উজ্জ্বল ও চিরমনোহর জলবায়ুপূর্ণ এক শত্রুহীন দেশে সানন্দ চরণক্ষেপে ঘুরে বেড়াও তোমরা। তোমরা সেই দেশে বাস করো যে দেশে স্বর্ণকেশিনী হারমনিয়া নয়টি মিউজ অর্থাৎ কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবকুমারীদের প্রসব করেন।

অন্যদল। কবিরা বলেন কিভাবে সাইপ্রিস স্বচ্ছসলিলা সেফিসাসের বুক থেকে জল আনতে গিয়ে তাঁর নিঃশ্বাসের দ্বারা মৃদুমন্দ বাতাস ছড়িয়ে দেন আর যতবার তিনি তার লম্বা চুলের উপর গোলাপকুঁড়ির মালা জড়িয়ে দেন তত-বারই তার প্রেমের অনুচরেরা জ্ঞানের পাশে গিয়ে স্বর্গ মর্ত্য সব জায়গায় সব কাজের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলে।

অন্যদল। হে নারী, ভেবে দেখ একবার পবিত্র ঝর্ণাধারাসমন্বিত সেই দেশ তোমার মত এক সন্তানঘাতিনীকে কেমন করে আশ্রয় দান করবে? এই রক্তক্ষয়ী কাজের কথা একবার ভেবে দেখ। তোমার কাছে নতজানু হয়ে আমরা অনুরোধ করছি তোমার শিশুদের হত্যা করো না।

অনুদল। তোমার সন্তানদের হত্যা করার মত অন্তরে ও হাতে এত কঠোর শক্তি কোথায় পাবে? তোমার রক্তক্ষয়ী উদ্দেশ্য সত্ত্বেও তাদের পানে তাকিয়ে চোখের জল না ফেলে পারবে? পারবে না। যদি তারা তখন তোমার পায়ে ধরে করুণা ভিক্ষা করে তাহলে কখনই এ কাজ করতে পারবে না।

জেসনের প্রবেশ

জেসন। তোমার কথামত আমি এসেছি। যদিও তুমি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখ তথাপি তোমার এ কথাটুকু না রেখে পারলাম না। কিন্তু কি নূতন অনুরোধ তুমি করবে?

মিডিয়া। শোন জেসন, আমি তোমাকে যে সব কটু কথা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে অতীত দিনে আমাদের ভালবাসাবাসির কথা স্মরণ করে আমার সব ক্রোধাবেগ তুমি ক্ষমা করবে আশা করি। তুমি চলে গেলে আমি নিজের মনকে এইভাবে যুক্তি দিয়ে বোঝালাম, ছিঃ ছিঃ, কেন আমি তার সব সৎ পরামর্শ না মেনে ক্রোধের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম? কেন আমি এ দেশের রাজাকে অকারণে ঘৃণা করছি, কেন আমি আমার স্বামীর উপর দোষারোপ করছি। যে স্বামী আমাদেরই মঙ্গলের জন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করে তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে আমার সন্তানদের বংশগৌরবকে বাড়িয়ে দিতে চলেছে? কোন সর্বনাশা ক্রোধের মত্ততায় আমি ভাগ্যের এই শ্রেষ্ঠ দানকে উপেক্ষা করছি? কেন আমি সন্তানদের কথা ভাবছি না? একথা কেন ভুলে যাচ্ছি যে আমরা বিদেশাগত এবং আমাদের বন্ধুর দরকার? এই সব চিন্তা করে আমি বুঝতে পারলাম আমি কত নির্বোধ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ক্রোধকে প্রশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং এখন আমি তোমার প্রশংসা করছি এ কাজের জন্য। আমার উচিত ছিল এ পরিকল্পনা আগে করে একাজে তোমাকে সাহায্য করা এবং তোমার নববধূকে নিজের হাতে বরণ করে নেওয়া। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করে বা তার প্রতিশোধ নিয়ে কোন লাভ নেই। আমি স্বীকার করছি আমি ভুল করেছি এবং এখন খোলা মন নিয়ে কথা বলছি তোমার সঙ্গে। এখানে এস হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা তোমাদের পিতার সঙ্গে আমার প্রতি বিদায় জানিয়ে এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। এখন তোমরা নূতন মার কাছে চলে যাও। কারণ এখন আমাদের মধ্যে আর কোন বিবাদ নেই। (ভৃত্য মিডিয়ার সন্তানদের নিয়ে এল) আমার এই ডান হাতটা ধর। অজানিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুঃখে ভরে উঠছে আমার অন্তর। তোমাদের সামনে

এখন এক সুদীর্ঘ জীবন প্রসারিত। এখন তোমাদের পিতার সঙ্গে আমার আর কোন বিবাদ নেই একথা ভেবে আনন্দে চোখে জল আসছে আমার। সে জল আমার গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে নীরবে।

নেতা। আমারও চোখ জলে ভরে উঠছে। এর থেকে বেশী দুঃখ আর যেন না আসে।

জেসন। শোন প্রিয়তমা, তোমার এই আচরণের আমি প্রশংসা করছি। তুমি যা বলেছ আগে তার জন্য আমি দোষ দিচ্ছি না তোমায়, কারণ যে কোন নারীই তার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দেখে ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে না। কিন্তু বিলম্বে হলেও তোমার অন্তরের পরিবর্তন হয়েছে এবং তুমি এখন শুভ পথ অবলম্বন করতে চাও। এখন তুমি বিজ্ঞের মত কাজ করছ। আর হে আমার সন্তানগণ, দেবতাদের কৃপায় তোমাদের পিতা তোমাদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আশ্রয় দান করবে। তোমরা তোমাদের রাজভ্রাতাদের সঙ্গে এই কোরিনথ্ রাজ্যে সমান মর্যাদার সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠবে। আমি চাই তোমরা মাথা তুলে বড় হয়ে ওঠ, তোমার পিতার শত্রুদের মনে ভীতি উৎপাদন করো। কিন্তু প্রিয়তমা, আজ এই আনন্দের সময়ে তোমার চোখে জল কেন? তোমার গণ্ডদ্বয় ম্লান কেন?

মিডিয়া। আমি ছেলেদের কথা ভাবছিলাম। ও কিছু নয়।

জেসন। তুমি কিছু ভেবো না, আমি তাদের ভাল কিসে হয় তা সব সময় দেখব।

মিডিয়া। একথায় আমার কোন সংশয় নেই। তবে নারীদের মন বড় দুর্বল। কথায় কথায় চোখে জল আসে তাদের।

জেসন। কেন বৃথা দুঃখ করছ ছেলেদের জন্য?

মিডিয়া। আমি তাদের প্রসব করেছি। তাই দুঃখ হচ্ছিল। তারা যেন দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু যেজন্য তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি তার সব কিছু এখনো বলা হয়নি। কিছুটা হয়েছে। এ রাজ্যের রাজা স্বয়ং যখন আমাকে নির্বাসন-দণ্ড দান করেছেন তখন সে আদেশ আমার মেনে চলা উচিত। আমাকে যখন শত্রু ভাবা হয় তখন আমি আর এ দেশে বাস করে তাঁদের সুখের পথে বাধা হয়ে উঠতে চাই না। তাই আমি আমার সন্তানদের এখানে রেখে নিজে নির্বাসনে চলে যেতে চাই। তারা তোমার হাতে লালিত-পালিত হবে। ক্রীয়নকে বলে তাদের নির্বাসনদণ্ড মকুব করো।

জেসন। জানি না তা পারব কি না, তবু চেষ্টা করব।

মিডিয়া। অন্ততঃ তোমার স্ত্রীকে বল। সে যেন তার বাবাকে বলে ছেলেদের নির্বাসনদণ্ড মকুব করে দেয়।

জেসন। সেটা অবশ্য আমি পারব, কারণ যতই হোক সেও ত নারী।

মিডিয়া। আমিও অবশ্য এ কাজে সাহায্য করব তোমায়। ছেলেদের হাতে আমি উপঢৌকনস্বরূপ এমন এক পোষাক দান করব যা সৌন্দর্যে অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। অমূল্য সোনা দিয়ে তৈরি এ পোষাক মানবজগতে অতীব বিরল। আমার কোন ভৃত্য গিয়ে সে পোষাক নিয়ে এস। (জনৈক ভৃত্য পোষাক আনতে গেল) এ পোষাক পেয়ে সে এক গুণ নয়, দশ হাজার গুণ খুশি হবে। কারণ এর মধ্যে মিশে আছে এক দেবতার আশীর্বাদ। আমার পিতার গুরু সূর্য দেবতা এই পোষাক আমার পিতাকে তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য দান করেন। (ভৃত্য পোষাক এনে ছেলেদের হাতে দিল) বৎসগণ, এই পোষাক হাতে করে নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাও, রাজকন্যাকে দেবে নিজের হাতে আমার প্রীতিউপহারস্বরূপ। এ পোষাক নিশ্চয় সে তুচ্ছ ভাববে না।

জেসন। কেন তুমি এই অমূল্য জিনিস হাতছাড়া করছ ? তুমি কি মনে করো, রাজপ্রাসাদে পোষাকের বা সোনার অভাব আছে ? এটা রেখে দাও। আমি জানি আমার স্ত্রী আমার ভালবাসাকেই সকল সম্পদের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়।

মিডিয়া। ও কথা বলো না। উপহারের দ্বারা দেবতাদের মনও গলে যায়। অসংখ্য কথার থেকে কোন স্বর্ণ উপহারে মানুষ সহজেই প্ররোচিত হয়। ভাগ্য-দেবী যেন তোমার নববধূর উপর সুপ্রসন্ন হন এবং স্বর্গের দেবতারা তার সুখ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেন দিনে দিনে। আমার সন্তানদের দণ্ডমুক্তির জন্য পোষাক ত দূরের কথা আমার নিজের জীবন পর্যন্ত দান করতে আমি প্রস্তুত আছি। বৎস-গণ, তোমরা প্রাসাদে পৌঁছেই তোমাদের পিতার নূতন পত্নীকে এই পোষাক-গুলি দিয়ে কাতরভাবে অনুরোধ করবে তিনি যেন তোমাদের নির্বাসনদণ্ড থেকে তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তবে দেখবে তিনি যেন এই সব দান নিজের হাতে গ্রহণ করেন। যাও, আর দেরি করো না। আশা করি, তোমরা একাজে সফল হয়ে তোমার মার কাছে সুসংবাদ বহন করে আনবে অচিরে। (সন্তানগণ সহ জেসনের প্রস্থান)

কোরাস, ১ম দল। ভেবেছিলাম ছেলেগুলো শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবে। কিন্তু আমার শেষ আশাও ব্যর্থ হলো। এখন তারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে হতভাগিনী নববধূ সোনার মুকুটরূপী সাক্ষাৎ মৃত্যু তার সোনালী চুলের উপর তুলে নেবে।

২য় দল। দৈববিধানই তাকে এই পোষাক আর স্বর্ণমুকুট পরতে প্রলুব্ধ করবে। আর তা করতে গিয়েই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে তাকে নূতন বর হিসাবে। এই ফাঁদে তাকে পা দিতেই হবে। এই চরম অভিশাপ তার ভাগ্যে নির্দিষ্ট আছে। এর থেকে পরিত্রাণ সে পেতে পারে না।

১ম দল। আর হে হতভাগ্য, তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ করেছ, কিন্তু ভাবতে পারনি কি ভীষণ ও নিষ্ঠুর মৃত্যু তোমার সন্তান ও নববধূর জন্য প্রতীক্ষা করছে। ধিক তোমাকে। সুখের স্বর্ণশিখর হতে কী শোচনীয় পতন ঘটল তোমার!

অন্যদল। এর পর তোমার দুঃখের জন্য খেদ প্রকাশ করব। হে হতভাগিনী মাতা, তোমার একজন প্রতিনায়িকাকে তোমার স্বামী গ্রহণ করে তোমাকে ও সন্তানদের তিনি অন্যায়ভাবে ত্যাগ করেছেন বলে তুমি আপন সন্তানদের হত্যা করলে।

শিশুগণসহ ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। আপনার সন্তানদের নির্বাসনদণ্ড মকুব হয়েছে এবং আপনার দান রাজকন্যা গ্রহণ করেছেন। রাজকন্যার সঙ্গে আপনার সন্তানদের ভালভাবেই আলাপ হয়ে গেছে।

মিডিয়া। তাই নাকি?

ভৃত্য। এই সুসংবাদে আপনি এত অশান্ত কেন? কেন আপনি মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন এবং এই সুসংবাদে কোন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না?

মিডিয়া। হায়!

ভৃত্য। আপনার এই হা হুতাশ আমাদের সুসংবাদের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

মিডিয়া। হায় হায়। ধিক আমাকে।

ভৃত্য। আমি কি না জেনে কোন দুঃসংবাদ দান করেছি? আমি কি না জেনে খারাপকে ভাল বলছি?

মিডিয়া। না, সংবাদ ঠিকই আছে। তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না।

ভৃত্য। তবে কেন আপনার এই অধোবদন, কেন আপনার চোখে অশ্রুর প্লাবন?

মিডিয়া। হে আমার বৃদ্ধ বন্ধু, আমাকে কাঁদতে হবে। কারণ দেবতাদের সঙ্গে মিলে মিশে আমি কুমতলব নিয়ে এক চক্রান্ত গড়ে তুলি।

ভৃত্য। আনন্দ করুন, আপনার সন্তানরাই আপনাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনবে।

মিডিয়া। তার আগে আমি অনেককেই তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনব। হায় হায়।

ভৃত্য। আপনি শুধু একা মা হয়ে সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না। অনেক মাতাই হয়। সুতরাং ধৈর্য ধরে সব দুঃখ সহ্য করুন।

মিডিয়া। আমি তাই করব। তুমি ঘরের ভিতরে গিয়ে ছেলেদের খাবার দাও। (ভৃত্য চলে গেলে সন্তানদের প্রতি বলতে লাগল) হে আমার অবোধ শিশুগণ, তোমরা তবু এই নগরমধ্যে বাস করছ ও করবে। কিন্তু আমাকে নির্বাসিত অবস্থায় তোমাদের কাছ থেকে বহু দূরে চলে যেতে হবে। তা না হলে আমি তোমাদের সুখ স্বচক্ষে দেখতে পেতাম। তোমাদের বিবাহও দেখতাম। তোমাদের বিবাহকালীন জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরতে পারতাম। কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ হলো। বৃথাই তোমাদের গর্ভে ধারণ করেছিলাম। বৃথাই তোমাদের এতদিন লালন পালন করেছিলাম। বৃথাই তোমাদের জন্য প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করেছিলাম। একদিন আমার কত আশা ছিল, আমার বৃদ্ধ বয়সে তোমরা আমার সেবা করবে; আমার মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে। সব নরনারী এই আশাই করে থাকে। কিন্তু সেই মধুর আশা আমার ব্যর্থ হলো সম্পূর্ণরূপে, কারণ তোমাদের দুজনকেই আমায় হারাতে হবে এবং আমাকে আমার সারা জীবন সীমাহীন দুঃখের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে। আর তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে মার মুখ দেখতে পাবে না। কারণ কিছুক্ষণ পরেই তোমাদের জীবনের উপর নেমে আসবে এক কালো যবনিকা। হা পুত্রগণ, কেন আমার পানে তাকাচ্ছ? কেন মধুর হাসি হাসছ? হায় হায়। আমি কি করব? না না, আমি তা পারব না। আমার পুরনো চক্রান্তকে বিদায়। যে সন্তানদের আমি প্রসব করেছি তাদের ছেড়ে যেতে পারব না। তাদের আমি এ দেশ থেকে নিয়ে যাব। কেন তাদের হত্যা করে তাদের পিতার অন্তরে আঘাত দিয়ে নিজে দ্বিগুণ আঘাত লাভ করব? না না তা পারব না। কিন্তু আবার আমার শত্রুদের নিষ্কৃতি দিয়ে তাদের উপহাসের পাত্র হয়ে থাকতে পারব কি? আমাকে এ কাজ করতেই হবে। ভিতরে যাও (ছেলেরা ভিতরে গেল) হে আমার অন্তঃ-করণ, এ কাজ করো না। ওদের যেতে দাও, ছেড়ে দাও। ওরা তোমার নির্বাসনকালে তোমাকে আনন্দদান করবে। অন্তহীন নরকের অন্ধকারে আমি আমার সন্তানদের কখনই ছেড়ে দিতে পারব না। তাহলে আমার শত্রুরা

উপহাস করার সুযোগ পাবে। তাদের অবশ্য একদিন মরতেই হবে। তা যখন হয় হবে তবে কেন আমি গর্ভধারিণী মা হয়ে তাদের শেষ আঘাত দান করব? তবে তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। এটা বিধিনির্দিষ্ট। কোন উপায় নেই। এতক্ষণে হয়ত রাজকন্যা সেই সোনার মুকুট মাথায় পড়েছে এবং সে মৃত্যুবরণ করতে চলেছে। আমি বেশ জানি। এখন আমাকে এক দুঃখময় পথে বার হতে হবে এবং আর এক দুঃখময় পথে আমার সন্তানদেরও পাঠিয়ে দিতে হবে। (ছেলেরা বেরিয়ে যাবার সময় তাদের কোলে নিল) হে আমার শিশুগণ, তোমাদের হাতদুটোকে একবার চুম্বন করতে দাও তোমার মাকে। এই হাতগুলিকে আমি কত ভালবাসি। তোমাদের এই ওষ্ঠাধরগুলি কত প্রিয় আমার কাছে। এই সুন্দর দেহাবয়ব কত আনন্দদায়ক। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু অন্য দেশ থেকে তা করতে হবে, কারণ তোমাদের পিতা এ দেশের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করেছে আমাকে। কী মধুর এই আলিঙ্গন, মেদুর গাল, সুগন্ধি নিঃশ্বাস। যাও বাছারা, আমি আর তোমাদের পানে তাকাতে পারছি না। বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আমি। আমি এখন বুঝতে পারছি কি ভয়ঙ্কর কাজ আমি করতে চলেছি। কিন্তু যে ক্রোধাবেগের প্রচণ্ডতা মানুষের বহু দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই ক্রোধই আমার সকল শুভবুদ্ধির উপর জয়ী হয়ে এই বিপত্তি ঘটাচ্ছে। (ছেলেদের সঙ্গে ভিতরে চলে গেল)

কোরাস। এর আগে আমি এমন সব সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে চিন্তা করেছি যা সাধারণতঃ নারীজাতি ভাবে না। কারণ নারীজাতির মধ্যে খুব কমই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারিণী। তবে আমি বলি কি সব নরনারীর মধ্যে একমাত্র তারাই সুখী যারা সংসার করেনি এবং যাদের সন্তান সন্ততি নেই। যাদের সংসার এবং পুত্রকন্যা আছে তাদের থেকে তারা অনেক বেশী সুখী। যাদের সন্তান নেই তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু যাদের সন্তান আছে তাদের প্রথম চিন্তা হলো সন্তানদের লালন পালন করে মানুষ করে তোলা, তারপর তাদের চিন্তা হবে সন্তানদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তারপর আরও চিন্ত, সন্তানরা ভালমন্দ যাই হোক, দীর্ঘায়ু হবে কি করে। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো এই যে যাদের প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে এবং যারা সন্তানদের ভালভাবেই গুণবান ও মানুষ করে তোলে তারাও একটা দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের পীড়ন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাদের সব সময় এই ভয় থাকে যে কখন অকালমৃত্যু

'এসে তাদের সন্তানদের নিয়ে যাবে মৃত্যুপুরীতে। অনেক কষ্টের উপর মানুষকে সন্তানসম্পর্কিত এই দুঃখদানের মধ্যে কি লাভ আছে দেবতাদের তা বুঝি না। আর আমার মনে হয় সব দুঃখের মধ্যে সন্তানকে হারাণোর দুঃখই সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। মিডিয়ার প্রবেশ

মিডিয়া। হে আমার প্রিয় বান্ধবীগণ, প্রাসাদে এখন কি ঘটছে তা জানার জন্য আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এখন দেখ, জেসনের এক ভৃত্য উর্ধ্বশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে এদিকেই আসছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন নূতন সংবাদ আছে। জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। চলে যান মিডিয়া, পালিয়ে যান। সমস্ত প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে আপনি এক ভয়ঙ্কর অপরাধের কাজ করেছেন। জলপথ বা স্থলপথ যে কোন দিকে বা যে কোন যানবাহনের দ্বারা আপনি অবিলম্বে পালিয়ে যান।

মিডিয়া। কেন, কি এমন ঘটেছে যার জন্য আমাকে এভাবে পালিয়ে যেতে হবে ?

দূত। কিছুক্ষণ আগে রাজকন্যা এবং রাজা ক্রীয়ন দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছে আপনার দেওয়া সেই বিষের ক্রিয়ায়।

মিডিয়া। এ সংবাদ খুবই সুখকর। এবার হতে তুমি আমার অন্যতম বন্ধুরূপে গণ্য হবে।

দূত। কি বলছেন আপনি ? আপনার মাথার ঠিক আছে ত ? রাজপরিবারের এতবড় সর্বনাশের কথা শুনেও আপনি দুঃখিত বা ভীত হলেন না, উল্টে আনন্দ প্রকাশ করছেন !

মিডিয়া। তোমার কথার উত্তরে আমারও কিছু বলার আছে। ব্যস্ত হয়ো না। শান্তভাবে বল তারা কিভাবে মরল। মৃত্যুকালে তারা যন্ত্রণা পেলে আমি দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করব।

দূত। আপনার সন্তানদুটি তাদের পিতার সঙ্গে প্রাসাদে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কারণ আমরাও আপনার দুঃখে দুঃখিত ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুজব রটে যায়, আপনাদের দাম্পত্য কলহের অবসান ঘটেছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আপনার সন্তানদের চুম্বন করে ও তাদের সোনালি চুল টেনে আদর করতে থাকে। আর আমি তাদের সঙ্গে রাজকন্যার ঘর পর্যন্ত যাই। আমাদের যে রাজকন্যাকে আমরা আপনার মতই শ্রদ্ধা করি তিনি আপনার সন্তানদের দেখে প্রথমে মুখ ঘুরিয়ে

নেন। কিন্তু তখন আপনার স্বামী তাঁকে এই কথা বলে তাঁর ক্রোধের উপশম ঘটান, 'তোমার বন্ধুদের উপর রাগ করো না। সব রাগ ঝেড়ে ফেলে এদিকে তাকাও। তোমায় যারা বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে তাদের তুমিও বন্ধু হিসাবে মেনে নাও। এবং এই উপহারগুলি নাও, এই শিশুদের নির্বাসনদণ্ড হতে মুক্ত করো।' আপনার দেওয়া উপহারগুলি দেখে রাজকন্যা খুশি হয়ে আপনার স্বামীর কথা মেনে নেন। তারপর আপনার স্বামী ও ছেলেরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলে রাজকন্যা আপনার দেওয়া সেই পোষাক ও মাথায় সোনার মুকুট পরেন। পরে খুশি হন। বারবার হাসিমুখে নিজের দিকে তাকাতে থাকেন। তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে যখন অন্য ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর মুখখানা মলিন হয়ে যায়, তাঁর সর্ব অঙ্গ ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে এবং তিনি তখন কাছে একটি আসনে বসে না পড়লে পড়ে যেতেন। এক বৃদ্ধা সহচরী এটা প্যান বা কোন দেবতার কাজ ভেবে প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু তৎক্ষণে রাজকন্যার মুখে ফেনা ভাঙ্গতে থাকে এবং চোখের তারা দুটো ঘুরতে থাকে। মুখখানা একেবারে রক্তহীন ও ফ্যাকাশে দেখায়। এবার তিনি আগের থেকে ভীষণ জোরে একবার চিৎকার করে ওঠেন। এরপর রাজকন্যার পিতা ও স্বামীকে খবর দেওয়া হয় এবং সারা প্রাসাদ জুড়ে এক বিরাট ব্যস্ততা দেখা যায়। রাজকন্যা তাঁর সেই নির্বাক মূর্ছিত অবস্থার মাঝেই একবার মুদ্রিত চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। নানাভাবে যন্ত্রণার হাত হতে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দুদিক থেকে তিনি প্রবলভাবে বাধা পাচ্ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁর মাথার চুলের উপর যে সোনার মুকুটটি ছিল তার থেকে আগুনের একটা স্রোত বার হয়ে চুলগুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আর বিষাক্ত পোষাকগুলো তাঁর গায়ের মাংসকে হাড় থেকে খসিয়ে দিচ্ছিল। রাজকন্যা যতই তাঁর মাথা থেকে মুকুটটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল ততই আগুনটা আরও জোরে জ্বলে উঠছিল এবং মুকুটটা শক্ত হয়ে মাথার সঙ্গে আটকে ছিল। অবশেষে নিথর হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল রাজকন্যার বিকৃত দেহটা। তাঁর মাথা থেকে গা পর্যন্ত জ্বলন্ত আগুন ও রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। সেই ভয়ঙ্কর বিষের গোপন ক্রিয়ায় তাঁর দেহের মাংস ছেড়ে ছেড়ে পড়ছিল। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল আমরা কেউ যেন সে মৃতদেহ না স্পর্শ করি। এমন সময় তাঁর পিতা এলেন ঘটনাস্থলে। বিষক্রিয়ার কথা কিছু না জেনেই তিনি শোকে দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর কন্যার মৃত-

দেহের উপর। মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'হে আমার হতভাগা সন্তান, কোন দেবতা তোমার এ মৃত্যু ঘটাল? আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই একমাত্র সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে? হায় কন্যা, আমিও যদি তোমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারতাম।' এই কথা বলে বিলাপ করার পর রাজা মৃতদেহকে ছেড়ে উঠতে গিয়ে উঠতে পারলেন না। সেই বিষাক্ত পোষাক ও মৃতদেহের নিবিড় সংস্পর্শে তাঁর দেহটা এমনভাবে আটকে গেল যে তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না তার থেকে। বারবার চেষ্টা করেও তা পারলেন না। তিনি যদি সর্বশক্তি দিয়ে আরো জোরে চেষ্টা করতেন তাহলে তার দেহের হাড় থেকে সব মাংস ছিঁড়ে আসত। তার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল এবং অবশেষে তা সহ্য করতে না পেরে তিনিও ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। এখন সেখানে কন্যা ও বৃদ্ধ পিতা এক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সে দৃশ্য বড়ই সকরুণ। এখন আমি চাই আপনি আসন্ন শাস্তি হতে মুক্তিলাভের কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। শুধু আজ নয়, এর আগেও আমি বুঝেছি মানুষের জীবন ছায়ার মতই অলীক। একথা আজ আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, যেসব মানুষ জ্ঞানী বলে বড়াই করে বেড়ায়, বড় বড় কথা বলে, চিন্তা করে বড় বড় বিষয়ে আসলে তারা বড় রকমের নির্বোধ। কারণ মানুষের মধ্যে কেউই প্রকৃতপক্ষে সুখী নয়। অনেক মানুষ অনেক ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে; কিন্তু কেউ সুখী হতে পারে না। (প্রস্থান)

কোঃ নেতা। আজ জেসনের পক্ষে বড় দুর্দিন। এ দুঃখ ও বিপর্যয়ের সে যোগ্য। হায় ক্রীয়নকন্যা, তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে, জেসনের সঙ্গে বিবাহের জন্য আজ তোমাকে মৃত্যুর রাজ্যে গমন করতে হলো।

মিডিয়া। আমি এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প। এই মুহূর্তে আমি আমার সন্তানদের হত্যা করে এ দেশ ত্যাগ করব। আমার সন্তানদের অন্য কেউ যেন কশাই-এর মত হত্যা করতে না পারে। যেহেতু তাদের মরতেই হবে। আমিই তাদের মাতা হয়ে তাদের হত্যা করব। হে আমার হৃদয়, কঠোর হও। যে কাজ করতে হবে সে কাজ করতে এত দ্বিধা কেন? হে আমার হতভাগ্য হস্ত, তরবারি ধারণ করো। এ কাজ অবিলম্বে করার পর দূর দেশে যাত্রা শুরু করো তোমার সেই গন্তব্যস্থলের দিকে। সব ভয়, দ্বিধা ও কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেল মন থেকে। তারা তোমার সন্তান, তুমি তাদের মাতা একথা একবারও মনে

স্থান দিও না। শুধু আজকের মত ভুলে যাও একথা। পরে তাদের হত্যা করার পরও তারা চিরদিন প্রিয় থাকবে তোমার কাছে।

(বাড়ির ভিতরে চলে গেল)

কোরাস। হে ধরিত্রীমাতা, হে সর্বদর্শী সূর্য, তুমি তোমার সর্বব্যাপী আলোক-মালার দ্বারা পৃথিবীর সব কিছুই প্রত্যক্ষ করো। দেখ দেখ, ঐ উন্মত্তা নারী তাদের সন্তানদের রক্তপাত করার আগেই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করো। ঐ শিশুরা তোমারই আলোকবীজসম্ভূত। কিন্তু এই দেবশিশুদের রক্ত আজ এক সামান্য মানবী পাত করতে চলেছে। জিয়াসনিঃসৃত হে সূর্যালোক, তাকে থামাও, রক্তপিপাসু ঐ শয়তানীকে তার হাত ধরে থামাও। হে পলাতকা দুঃখিনী নারী, যে সন্তানদের তুমি প্রসব করেছ একদিন তাদের কেন হত্যা করতে চলেছ? কেন এই ভয়ঙ্কর ক্রোধকে প্রশ্রয় দিচ্ছ মনে? আপন আত্মীয়ের রক্তপাতের মত দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবীতে আর হতে পারে না।

১ম সন্তান। (ভিতরে) হায়, আমি কি করব? মার আঘাত থেকে কোথায় গেলে মুক্তি পাব?

২ পুত্র। জানি না। আমরা দুজনেই গেলাম।

কোরাস। শুনতে পাচ্ছ শিশুদের চিৎকার? হে চিরদুঃখিনী নারী, দুর্ভাগ্যের অসহায় শিকার! আমি কি ঘরের ভিতর প্রবেশ করব? শিশুদের প্রাণের খাতিরে আমি এই হত্যাকাণ্ডে বাধা দান করবই।

১ম সন্তান। (ভিতর থেকে) আমাদের রক্ষা করো। তোমার সাহায্য চাই।

২য় সন্তান। একটা মারমুখী তরবারি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

কোরাস। হে দুর্ভাগ্যকবলিতা মাতা, তোমার অন্তর কি লোহার দ্বারা তৈরি যে তুমি তোমার আপন সন্তানদের হত্যা করতে চলেছ? আমি জানি আর একজন নারী যাকে জিয়াসপত্নী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন সে তার সন্তানদের হত্যা করে। কিন্তু এ কাজ করার পর সেই নারী পাহাড় থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পর সে তার মৃত সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হয়। এর থেকে ভয়ঙ্কর কাজ আর কিছু হতে পারে? নারীদের যে দুঃখ বিপজ্জনক সে দুঃখে ধিক। হে নারী, কত দুঃখ তোমরা কতবার পুরুষদের দান করেছ!

অনুচরবর্গসহ জেসনের প্রবেশ

জেসন। হে নারীগণ, তোমরা বল, এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড যে করেছে সেই মিডিয়া কি এই বাড়ির ভিতরেই আছে? এবার তাকে হয় পৃথিবীর গর্ভে অথবা আকাশে উড়ে গিয়ে রাজপরিবারের উপর কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। সে কি ভেবেছে এ রাজ্যের রাজাকে হত্যা করে শাস্তি না পেয়েই পালিয়ে যাবে? আমি সন্তানদের কথা ভুলেই গিয়েছি। আমি তাদের প্রাণরক্ষার জন্য এসেছি। মৃতের আত্মীয়রা আমার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাকেও সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আমারই সন্তানদের মাতার দ্বারা।

কোঃ নেতা। হায় হতভাগ্য, তোমার দুঃখের পরিধি কতদূর তা জানা নেই বলেই এ কথা বলছ?

জেসন। কি ব্যাপার, সে কি আমাকেও হত্যা করবে নাকি?

নেতা। তোমার পুত্রদ্বয় মৃত। তাদের মাতার হাতে তারা নিহত।

জেসন। হা ভগবান! কি বলছ তুমি? হে নারী, তোমার ধ্বংস তুমি নিজেই ডেকে আনলে।

নেতা। তোমার সন্তানরা আর বেঁচে নেই। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার তুমি।

জেসন। কোথায় সে হত্যা করল তাদের? বাড়ির ভিতরে না বাইরে?

নেতা। ঐ ঘরের দরজা খোল। তোমার পুত্রদের দেখতে পাবে।

জেসন। (অনুচরদের প্রতি) যাও তোমরা, দরজা খোল। আমি আমার মৃত পুত্রদের দেখতে চাই আর তাকেও দেখব যার রক্ত আমি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাত করতে চাই।

বাড়ির উপরে ড্রাগনচালিত রথে পুত্রদের মৃতদেহসহ মিডিয়ার আবির্ভাব

মিডিয়া। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছ কেন? মৃতদের ও তাদের হত্যাকারিণীকে খোঁজার জন্য ওখানে চেষ্টা করে লাভ নেই। যদি কিছু করার থাকে কর। কিন্তু আমার গায়ে আর তোমরা হাত দিতে পারবে না। আমার পিতার পিতা সূর্যদেবতা স্বয়ং তাঁর আলোকরশ্মির রথে শত্রুদের কবল থেকে দূরে তুলে নিয়েছেন আমায়।

জেসন। হায় অভিশপ্তা নারী, শুধু আমার কাছে নয় সমগ্র মানবজাতি ও দেবতাদের কাছেও ঘৃণ্য তুমি। তুমি বোধ হয় জগতে প্রথম নারী যে নিজের

গর্ভজাত সন্তানদের হত্যা করে আমাকে পুত্রহীন করলে। এই অধর্মাচরণের পর তুমি আবার পৃথিবী ও সূর্যের দিকে তাকাচ্ছ? ধিক তোমায়। এখন আমি বুঝতে পারছি তোমাকে সেদিন তোমার দেশ থেকে নিয়ে এসে কি অন্যায়ই না করেছি। তোমার মত নারী যে তার আপন পিতা আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তাকে সেই বর্বর অসভ্য দেশ থেকে সুসভ্য হেলাসদেশে আনা উচিত হয়নি আমার পক্ষে। দেবতারাই আমাকে অভিশাপ দিয়ে তোমাকে ভুল পথে চালিত করেছেন। তুমি নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করে আমার আর্গো নামে জাহাজে গিয়ে ওঠ। নরহত্যার মত অপরাধের সেই তোমার শুরু। তারপর তুমি আমাকে বিবাহ করো। আবার তোমার প্রচণ্ড ক্রোধের আবেগকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আপন সন্তানদের হত্যা করো। হেলাসদেশের নারী কখনো এ কাজ করতে সাহস করত না। অথচ তাদের সামনে আমি তোমার মত এক শত্রুকে তাইরেননিবাসী স্কাইল্লার থেকেও ভয়ঙ্কর এক সিংহীকে বিবাহ করি। কিন্তু তোমার প্রকৃতি এমনই কঠোর যে শত সহস্র তিরস্কারের দ্বারা তোমাকে আঘাত দিতে পারব না আমি। তুমি জাহান্নামে যাও, নরঘাতিনী, যাদুকরী ডাইনি, পুত্রঘাতিনী। সারাজীবন আমাকে দুঃখ করে যেতে হবে। সারাজীবন হাহাকার করে যেতে হবে। আর আমি আমার বিবাহিতা নববধূকে ফিরে পাব না; আমার সন্তানদেরও দেখতে পাব না। আমি সব কিছু হারালাম।

মিডিয়া। তোমার এই সব কথার উত্তরে আমি এক দীর্ঘ উত্তর দান করতে পারতাম। কিন্তু পরম পিতা জিয়াস জানেন, আমি এই সব কিছুই করেছি শুধু তোমার জন্য, আমার প্রতি তোমার দুর্ব্যবহারের জন্য। তুমি আমার প্রেমকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে আমাকে উপহাস করে সুখলাভ করতে চাও। তোমার নববধূ রাজকন্যা অথবা তার পিতা ক্রীয়ন তোমাকে কন্যাদান করে। তারা কেউ তার জন্য কোন আক্ষেপ করেনি। এ জন্য তুমি যদি আমাকে সিংহী অথবা তাইরেননিবাসী স্কাইল্লা বলে ডাক তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি তোমার অন্তরে যতখানি আঘাত দেওয়া সম্ভব আঘাত দিয়েছি।

জেসন। দুঃখ তোমারও হয়েছে। আমার দুঃখের অংশ তোমাকেও পেতে হয়েছে।

মিডিয়া। হ্যাঁ। তা আমি পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে আর উপহাস করতে পারবে না এটা ভেবে সব দুঃখের লাঘব হয় আমার।

জেসন। হে আমার পুত্রদ্বয়, কী ভীষণ নিষ্ঠুরা মাতা পেয়েছিলে তোমরা।

মিডিয়া। হে পুত্রগণ, তোমাদের পিতার অসঙ্গত কামনাই তোমাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী।

জেসন। আমার হাত তাদের হত্যা করেনি।

মিডিয়া। আমার প্রতি তোমার দুর্ব্যবহার আর তোমার নূতন বিবাহই এর জন্য দায়ী।

জেসন। তুমি কি মনে ভাব আমার এই বিবাহ তাদের হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ?

মিডিয়া। তুমি কি মনে ভাব কোন নারী এই বিবাহকে খুবই তুচ্ছ ভাবে?

জেসন। সব নারীই সংযতস্বভাবা। আর তোমার গোটা স্বভাবটাই খারাপ। তুমি দুষ্ট প্রকৃতির।

মিডিয়া। যাই হোক, তোমার পুত্ররা মৃত। এতে দুঃখ পাবে তুমি। এ ঘটনাটা দগ্ধ করবে তোমার অন্তরকে।

জেসন। তারা এখনো বেঁচে আছে। তারা নিশ্চয় তোমার উপর অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেবে।

মিডিয়া। একমাত্র দেবতারাই জানেন কার থেকে এই বিপত্তির প্রথম সূত্রপাত হয়।

জেসন। তাঁরা নিশ্চয় জানেন তোমার ঘৃণ্য অন্তরই এই সব কিছুর জন্য দায়ী।

মিডিয়া। তুমি ঘৃণ্য। তোমার কথার তিক্ততা আর সহ্য করতে পারছি না আমি।

জেসন। আমিও তা পারছি না। কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ ত খুবই সহজ।

মিডিয়া। কিন্তু তুমি কি চাও বল। আমি কি করতে পারি।

জেসন। আমার পুত্রদের মৃতদেহ দুটি দাও যাতে আমি যথাযথভাবে শোকপ্রকাশ করে তাদের সমাহিত করতে পারি।

মিডিয়া। না তা কখনই দেব না। হেরার পবিত্র প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে আমি নিজের হাতে সমাহিত করব তাদের। এই সিসিফাসের দেশে এই হত্যার স্মরণে এক উৎসবের ব্যবস্থা করব আমি। আমি এখন এরেখথিয়াসে গিয়ে প্যাণ্ডিয়নপুত্র এজেউসের কাছে গিয়ে বসবাস করব। কিন্তু তোমাকেও শোচনীয়ভাবে মরতে হবে। তোমার মাথা আর্গো জাহাজের কাঠের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

জেসন। আমার পুত্রদের মৃত আত্মার প্রতিশোধবাসনা অভিশাপের মত ঝরে পড়ুক তোমার মাথায়।

মিডিয়া। শপথভঙ্গকারী, কোন দেবতা বা দৈবশক্তি তোমার কথা শুনবে ?

জেসন। ধিক, ধিক অভিশপ্তা ডাইনি, শিশুঘাতিনী।

মিডিয়া। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে সমাহিত করগে।

জেসন। কিন্তু আমাকে পুত্রহারা হয়ে যেতে হচ্ছে।

মিডিয়া। তোমার ভাগ্যে আরো দুঃখ আছে। তোমার বার্ধক্য আসুক।

জেসন। শুধু ছেলেগুলো যদি বেঁচে থাকত।

মিডিয়া। ছেলেরা তাদের মাতার বেশী প্রিয়।

জেসন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তাদের হত্যা করেছ।

মিডিয়া। তোমার অন্তরে আঘাত দেবার জন্য।

জেসন। একবার শেষবারের মত তাদের মুখে চুম্বন করতে দাও।

মিডিয়া। আলিঙ্গন ও চুম্বনের সাময়িক যত সব উত্তাপ তা হিমশীতল মৃত্যুর মধ্যে মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে।

জেসন। দেবতার নামে অনুরোধ করছি, একবার তাদের মেদুর দেহগাত্রটা স্পর্শ করতে দাও।

মিডিয়া। না না, বৃথাই বাকাব্যয় করে চলেছ।

জেসন। হে দেবরাজ জিয়াস, দেখ কিভাবে আমি প্রত্যাখ্যাত হলাম। সিংহীর মত হিংস্র এই নারীর কাছ থেকে কি ব্যবহার আমি পেলাম তা দেখ। কিন্তু আমি এক শোকসঙ্গীতের মাধ্যমে অন্ততঃ দেবতাদের জানাব কেমন করে সেই নারী আমার সন্তানদের হত্যা করে তাদের দেহ আমাকে আলিঙ্গন করতে বা সমাহিত করতে দেয়নি। হায়, আমার সন্তানদের যদি আমি জন্ম না দিতাম। (রথ মিডিয়াকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল)

কোরাস। অলিম্পিয়াসের সিংহাসনে বসে দেবরাজ জিয়াস বিভিন্ন রকমের বিধান দান করেন। অনেক সময় দেবতাদের বিধানে মানুষের অপ্রত্যাশিত অনেক ঘটনা ঘটে। অনেক সময় আমরা যা ঘটবে বলে ভাবি তা ঘটে না, আমাদের অনেক সাধ পূরণ হয় না। আবার যা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়, যা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত তার জন্য একটা পথ করে দেন দেবতারা। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

দি ফ্রগস্‌

এ্যারিস্টোফেনস্‌

: নাটকের চরিত্র :

দেবতা ডাওনিসাস

জ্যানথিয়াস। ঐ ক্রীতদাস

এসকাইলাস

ইউরিপিদেস

হেরাকলস্‌

প্লুটো

শারণ

ঈয়াকাস

প্লুটোর ভৃত্য

এক মৃতদেহ

পার্সিফোনের এক নারী ভৃত্য

নরকপ্রদেশের এক বাড়িওয়ালী

প্লানথানে। ঐ ভৃত্য

ব্যাঙদের কোরাস

দীক্ষিত লোকদের কোরাস

●

ঘটনাস্থল

মঞ্চের পশ্চাদপটে দুটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে—একটি হেরাকলস্‌ ও অন্যটি প্লুটোর। হেরাকলস্‌বেশী ডাওনিসাস প্রবেশ করল। তার ঘাড়ে ছিল সিংহের চামড়া, হাতে গদা, পায়ে উঁচু জুতো আর কটিদেশে রেশমের কটিবন্ধনী। তার পিছনে জ্যানথিয়াস একটি গাধার পিঠে প্রচুর মালপত্র নিয়ে আসছিল। তারা কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলছিল।

জ্যানথিয়াস। (তার মালের দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে) আচ্ছা স্যার, একটা কথা বলব, যে কথা রঙ্গমঞ্চের লোকেরা হেসে উড়িয়ে দেয়।

ডাও। যা খুশি বল। এসব কথা আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আর না। ওসব কথা পোকায় কাটা কাঠের মতই অর্থহীন আমার কাছে।

জ্যান। (হতাশ হয়ে) মজার কোন কথাই বলব না?

ডাও। না বাছা, পুরনো ঘায়ের মত আর জ্বালিও না।

জ্যান। ধরে নিন আমি যদি বড় রকমের ঠাট্টা তামাশার কিছু করে বসি?

ডাও। নিশ্চয় তা করতে পাব তুমি। তবে দয়া করে তা করো না।

জ্যান। করব না? কি করব না?

ডাও। তোমার মালগুলি যেন খুব বেশী তুলো না। তুলে বলো না, যে 'আমি আমার নাক ভাঙ্গতে চাই।'

জ্যান। (বিশেষভাবে হতাশ হয়ে) আমার পিঠে অনেক বোঝা থাকা সত্ত্বেও আমি তা পারব না। আমার পিঠ থেকে কেউ সে বোঝা নামিয়ে না নিলে আমার হাঁচি পাবে।

ডাও। না না, দয়া করে তোমার পিঠে বোঝাটা রাখ আমি অন্য লোক না পাওয়া পর্যন্ত।

জ্যান। তাহলে তাতে আমার কি লাভ? ফ্রাইনিকাস এ্যাথিপত্রিয়াস আর লাইসিসের মত যদি আমি একটা পাঠ করতে না পাই তবে এইসব কাঠের বোঝা বয়ে কি লাভ আমার?

ডাও। না না, (রঙ্গমঞ্চের দিকে নির্দেশ করে) যতক্ষণ আমি ওখানে বসে থাকব একাজ তুমি করবে না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে ভাল ভাল নাটকগুলো দেখব ততক্ষণ তুমি কিছু করবে না।

জ্যান। হে আমার অসহায় ঘাড়। ঘাড়ে আমার জ্বালা ধরছে। তবু বলার উপায় নেই। সেকথা বলা চলবে না। তা হাস্যাস্পদ।

ডাও। এটা হচ্ছে অহঙ্কার আর আত্মম্ভরিতার কথা। যখন আমি ডাওনিসাস একজন দেবতা হয়ে নিজে হেঁটে যাচ্ছি আর তোমাকে মোট বইতে কষ্ট হবে বলে গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তখন আর কথা বলো না।

জ্যান। আমি কি মাল বইছি না?

ডাও। মালই তোমাকে বইছে।

জ্যান। (মালের দিকে তাকিয়ে) আমি এই মাল বইছি।

ডাও। কেমন করে বইছ?

জ্যান। আমার পিঠ আধভাঙ্গা হয়ে গেছে।

ডাও। ঐ ব্যাগটা ত স্পষ্টতঃ একটা গাধা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্যান। আমি যে বস্তা বহন করছি তা কোন গাধা বইছে না।

ডাও। আমার মনে হয় তুমি জান যে গাধা তোমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্যান। (রেগে) না জানি না। আমি শুধু আমার ঘাড়ের জ্বালার কথা জানি।

ডাও। ঠিক আছে এতে যদি তোমার ভাল না হয় তাহলে গাধাটাই তোমার পিঠে চড়ুক।

জ্যান। (স্বগত) আমার ভাগ্যটাই খারাপ। আমি যদি আর্গিনুসে জাহাজে চাপতাম তাহলে আপনি টের পেতেন।

ডাও। নেমে পড় পাজী কোথাকার। এই হচ্ছে সেই বাড়ির দরজা। আমাকেই প্রথমে ঢুকতে হবে। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। (দরজায় কড়াঘাত করে) কই, দারোয়ান কোথায়? কই কে আছ?

হেরাকলস্। (বাড়ির ভিতর থেকে) কে দরজায় কড়া নাড়ছে? যেই হোক ঠিক যেন একটা পাগলা ষাঁড় ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়। (ডাওনিসাসকে দেখে) ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এসব কি? (ডাওনিসাসকে খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল)

ডাও। (জনান্তিকে জ্যানথিয়াসকে) শুনছ বালক?

জ্যান। কি স্যার?

ডাও। তুমি লক্ষ্য করেছ?

জ্যান। কি লক্ষ্য করব?

ডাও। ও ভয় পেয়ে গেছে।

জ্যান। ভয় পেয়ে গেছে এই ভেবে যে আপনার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হেরা। (হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে) আমি হাসব না যদি আমি সে হাসি চেপে রাখতে পারি। আমি ঠোঁট দুটোকে কামড়ে ধরে আছি। তবু— (জোরে হেসে ফেলল)।

ডাও। বোকামি করো না। এদিকে এস। আমার একটা দরকার আছে।

হেরা। আসছি। কিন্তু আমি যে হাসি বন্ধ করতে পারছি না। রেশমের পোষাকের উপর সিংহের চামড়া, পায়ে উঁচু জুতো আর হাতে গদা? এর মানে কি? কোথা থেকে আসছ?

ডাও। আমি সমুদ্র থেকে আসছি। ক্লিসথেনেসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম।

হেরা। তুমি যুদ্ধ করছিলে?

ডাও। হ্যাঁ, অনেক জাহাজ ডুবিয়েছি। বারো তেরটা হবে।

হেরা। তোমরা মাত্র দুজনে ছিলে?

ডাও। তবে?

জ্যান। (স্বগত) তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম এসব স্বপ্ন।

ডাও। একদিন আমি সেই জাহাজের পাটাতনে বসে এ্যাড্রোমেডা নামে একখানি বই পাঠ করছিলাম। এমন সময় সহসা একটা বিরাট কামনা আমার অন্তরে করাঘাত করতে থাকে।

হেরা। বিরাট কামনা? কত বড়?

ডাও। খুব একটা বড় নয়। তবে ঠিক মোলনের মত।

হেরা। কে সেই নারী?

ডাও। নারী?

হেরা। তাহলে কি বালিকা?

ডাও। হা ভগবান! নারীও নয়, বালিকাও নয়।

হেরা। আমি সব সময় জেনে এসেছি ক্লিসথেনেস একজন সব দিক দিয়ে খাঁটি মহিলা।

ডাও। ঠাট্টা করো না ভাই। ব্যাপারটা গুরুতর। এ এমনই প্রেমাবেগ যা আমাকে ছায়ায় পরিণত করে ফেলেছে।

হেরা। ঠিক আছে। বল তার কথা।

ডাও। (হতাশার ভাব নিয়ে, যেন শিল্পী হয়ে খেলোয়াড়কে কোন সূক্ষ্ম জিনিস বোঝাচ্ছে) না না, তুমি তা বুঝবে না। আমি অন্য একটা ঘটনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব। তুমি কখনো কোন মেয়ের জন্য আকস্মিক কোন প্রেমাসক্তি অনুভব করনি?

হেরা। মেয়ে? বহুবার।

ডাও। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়। অথবা অন্যভাবে বলব?

হেরা। না, আর এ বিষয়ে বলতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

ডাও। আমি এখন ইউরিপিদেসের জন্য এক অশান্ত কামনা অনুভব করছি অন্তরে।

হেরা। তিনি ত মারা গেছেন।

ডাও। হ্যাঁ তা গেছেন। কিন্তু তাঁকে আমি দেখতে যাবই। কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না।

হেরা। পাতালপুরীর অন্ধকার নরকপ্রদেশে যাবে ?

ডাও। গভীরতর অন্ধকারের কোন জায়গা থাকলেও আমি সেখানে যাব।

হেরা। কি চাও তুমি ?

ডাও। আমি একজন সত্যিকারের কবিকে চাই। সত্যিকারের কবিদের সবাই মারা গেছে। যারা জীবিত আছে তারা আসল কবি নয়।

হেরা। আওফন এখনো বেঁচে আছে।

ডাও। তা অবশ্য বটে। একমাত্র খাঁটি জিনিস যদি কিছু থাকে তাহলে তা হলো কবিতা। তবে সে কবিতা যে লিখবে তাকে সত্যিকারের কবি হওয়া চাই। আর এ বিষয়ে আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।

হেরা। মৃত কোন কবিকে যদি ফিরে পেতে চাও তবে সোফোক্লিসকে চাইছ না কেন ?

ডাও। না। আওফন যতদিন থাকবে ততদিন তার আর প্রয়োজন হবে না। অবশ্য দেখা যাক তার পিতার সাহায্য ছাড়াই কি সৃষ্টি সে রেখে যায়। সোফোক্লিসের মধ্যে কোন ছলনা নেই, কোন দুর্বোধ্যতা নেই। তিনি পাঠকদের সঙ্গে কোন লুকোচুরি খেলতেন না, একটা বোঝাপড়া ছিল তাদের সঙ্গে। তাই তিনি নরকে গিয়েও শান্ত আছেন। কিন্তু ইউরিপিদেস সব সময়ই ছলনা করতেন আমাদের সঙ্গে তার লেখার মধ্যে। প্রায়ই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতেন। তাই তাঁকে ধরতে হবে।

হেরা। আগাথন কোথায় ?

ডাও। অনেক দূরে চলে গেছে। সে অবশ্য একজন সত্যিকারের কবি। তার জন্য অনেকেই দুঃখ করে।

হেরা। সত্যিই দুঃখের কথা। কোথায় গেছে ?

ডাও। চিরশান্তির রাজ্যের রাজাদের ভোজসভায় যোগ দিতে।

হেরা। আর জেনোকলস্‌এর খবর কি ?

ডাও। প্লেগরোগ আক্রমণ করুক তাকে।

হেরা। পাইথানজেনাসের খবর কি ? (ডাওনিসাস নীরবে ঘাড় নাড়ল তাচ্ছিল্যভরে)।

জ্যান। আমার কথা একবারও কেউ ভাবছে না। অথচ আমার কাঁধটা জলেপুড়ে যাচ্ছে।

হেরা। কিন্তু আরো সব কত কবি রয়েছে না যারা হাজার হাজার বিয়োগান্তক

নাটক লিখে চলেছে? তাদের ভাষা নাকি ইউরিপিদেসের ভাষার থেকে জাঁকজমকপূর্ণ।

ডাও। তারা হচ্ছে এক একটি পাতাহীন গাছের মত। শূন্য বাতাসে এক একটা ফাঁপা আওয়াজ। অসার যত সব শিল্পের কাজ। একবার একটা সুযোগ দাও। সেই হবে তাদের শেষ সুযোগ। আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অবজ্ঞিত কাব্যের দেবীকে মাত্র এক সপ্তার জন্য আক্রমণ করবে। তারপর তার আর খোঁজ পাবে না। ওদের মধ্যে এমন একজন কবিকেও পাবে না যার মধ্যে মানুষকে জাগাবাব মত সত্যিকারের শক্তি আছে।

হেরা। শক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছ?

ডাও। সেই শক্তি যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অনন্ত বায়ুমণ্ডল, অনন্ত কালের আনুকূল্য আর এমন এক সততাপরিপূর্ণ আত্মাকে লাভ করতে পারবে যে আত্মা কখনো মিথ্যা শপথ করে না।

হেরা। সেই শক্তি তুমি চাও?

ডাও। চাই মানে, আমি তা বিশেষভাবে কামনা করি।

হেরা। কিন্তু সে শক্তি ছলনাময়। তুমি যা বলছ তাতে তাই বোঝা যায়।

ডাও। আমার আত্মার পিঠে চড়ো না। নিজের গাধার পিঠে চেপে যেখানে যাবে যাও।

হেরা। (নিজেকে শুধরে নিয়ে) আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম ওসব বাচালের কথা।

ডাও। কোন ভোজসভার জন্য পরামর্শের দরকার হলে আমি আসব তোমার কাছে।

জ্যান। কিন্তু আমার কথা কেউ একবার ভাবে না।

ডাও। আমি যে জন্য তোমার পোষাক পরে ছদ্মবেশে এখানে এসেছি তা হলো এই যে তুমি সার্বেরাসকে আনতে গিয়ে যে সব জায়গায় ছিলে, যাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলে, যে সব বন্দরে থেমেছিলে, ভাল মন্দ যে সব পান্থশালায় রাত কাটিয়েছিলে, সস্তাদরের যে সব বাড়িওয়ালির সংস্পর্শে এসেছিলে তা সব আমাকে বলতে হবে।

জ্যান। কিন্তু আমার কথা কেউ একবারও ভাবে না।

হেরা। হে বীরপুরুষ, তুমি কি পারবে?

ডাও। ওভাবে এখন কথা বলো না লঘু চালে। এখন আমাদের নরকে যাবার সবচেয়ে সোজা পথটি বলে দাও। যে পথে বেশী ঠাণ্ডা বা গরম নেই।

হেরা। সে পথ ত অনেক আছে। তবে কোনটার কথা আগে বলব? ধরে নাও যদি কেউ তোমার গলায় দড়ি দিয়ে টানে—

ডাও। সে যাত্রা কষ্টের হবে। শ্বাসরোধ হয়ে মরতে হবে।

হেরা। আর একটা সহজ পথ আছে। খুব তাড়াতাড়ি হবে। সে পথের উপরটা বেশ মসৃণ।

ডাও। হেমলকের পথ বলতে চাও?

হেরা। ঠিক তাই।

ডাও। ঠাণ্ডা আর তিক্ত সে পথ। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। চামড়া অসাড় হয়ে যায়।

হেরা কোন সোজা অথচ খাড়াই পথে যেতে চাও?

ডাও। মোটেই না। তুমি জান আমি ভাল পথ হাঁটতে পারি না।

হেরা। তাহলে হাঁটতে হাঁটতে সেরামিকাসের পথে চলে যাও।

ডাও। ঠিক আছে।

হেরা। বিরাট প্রাসাদটায় উঠে যাবে।

ডাও। ভাল, তারপর?

হেরা। তারপর ছাদে উঠে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে দেখবে এক মশাল প্রতিযোগিতা। তারপর যখন তারা বলবে যাও, তখন আবার যাত্রা শুরু করবে।

ডাও। কোথায়?

হেরা। কেন উপরে।

ডাও। না, সেপথে যেতে আমার অনেক বুদ্ধির দরকার হবে। আমি সে পথে যাব না।

হেরা। তাহলে কেমন করে কোন পথে যাবে?

ডাও। যে পথে তুমি একদিন গিয়েছিলে।

হেরা। জলপথে এই যাত্রা বড় দীর্ঘ। প্রথমেই তুমি পাবে অতলান্তিক ও অনন্ত প্রসারিত সমুদ্র।

ডাও। কেমন করে তা আমি পার হব?

হেরা। একটা ছোট নৌকোয় করে। একজন বৃদ্ধ লোক ফেরিঘাট পার করে

দেবে তোমায় দুটি মুদ্রা নিয়ে।

ডাও। ঐ দুটি মুদ্রাই সব জায়গায় কাজ করে দেখেছি। কিন্তু কেমন করে পৃথিবীতে তা এল ?

হেরা। থিসিয়াসই প্রথমে তা আনে। যাই হোক, এর পর তুমি অনেক সাপ ও জলজ জন্তু দেখতে পাবে।

ডাও। ও সব কথা বলে তুমি আমাকে কিন্তু ভোলাতে পারবে না।

হেরা। তারপর তুমি যাবে নরকের সেই কর্দমাক্ত প্রদেশে, সেই অন্তহীন আবর্জনার স্তূপে যেখানে সেই সব পাপাত্মারা থাকে, যারা অতিথির প্রতি অন্যায় করেছে, কোন বারবনিতাকে চুম্বন করার সময় তার পকেট মেরেছে, যারা পিতামাতাকে প্রহার করেছে অথবা দেবতার কাছে শপথ করে সে শপথ ভঙ্গ করেছে।

ডাও। তাহলে তাদের সঙ্গে আশা করি তারাও থাকবে যারা সিনেসিয়ার সর্বশেষ সমরনৃত্য শিখে নিয়েছে এবং মর্শিমাসের বক্তৃতার নকল করেছে।

হেরা। তারপর তুমি হঠাৎ আলো দেখতে পাবে তোমার চোখের সামনে। শুনতে পাবে মধুর গানের শব্দ। দেখবে এক সজ্জিত উৎসবমণ্ডপে আনন্দোচ্ছল নরনারীর ভিড়। দেখবে তাদের অনেকে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

ডাও। তারা কারা।

হেরা। তারা দীক্ষিত।

জ্যান। (স্বগত) আর আমি হচ্ছি একটা গাধা এই রহস্যের গোলক ধাঁধার মধ্যে ছুটি ভোগ করছি। এ বোঝা আর এক মুহূর্তও বইতে পারব না আমি।

হেরা। তুমি যা জানতে চাও তারা তোমাকে সব বলে দেবে। তারা নরকের রাজা প্লুটোর দরজার পাশে রাস্তায় থাকে। সুতরাং বিদায়। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

ডাও। ধন্যবাদ, বিদায়। (জ্যানথিয়াসকে) বোঝাগুলো তুলে নাও।

জ্যান। আমি কি আগে এগুলো ফেলে দিয়েছিলাম ?

ডাও। হ্যাঁ দিয়েছিলে। তাড়াতাড়ি করো।

জ্যান। না স্যার, সত্যি বলছি পারব না। একটা কুলি ভাড়া করতে হবে।

ডাও। কিন্তু কুলি যদি না পাই ?

জ্যান। তাহলে আমি একাই নিয়ে যাব।

ডাও। ঠিক আছে—ঠিক সময়েই একটি শবযাত্রা যাচ্ছে। হে মৃতদেহ, আমি

তোমাকেই সম্বোধন করে বলছি। তুমি কি আমাদের কিছু বোঝা মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাবে ?

মৃতদেহ। (উঠে বসে) কতটা ভারী ?

ডাও। তুমি যা দেখছ এই মাল।

মৃতদেহ। তুমি তার জন্য দু ছিদেম দেবে ?

ডাও। কিন্তু ওটা বেশী হয়ে যাচ্ছে।

মৃতদেহ। শববাহীর দল এগিয়ে চল।

ডাও। থাম থাম একবার। দেখ কিছু করতে পার কিনা।

মৃতদেহ। আগে দু ছিদেম ফেল, তা না হলে কোন কথা বলো না।

ডাও। নয় ওবল যদি দিই ?

মৃতদেহ। (আবার শুয়ে পড়ে) যদি তা নিই তাহলে আমি বেঁচে উঠব আবার। (শবযাত্রার প্রস্থান)

জ্যান। কুকুরটা বড় অহঙ্কারী। এর জন্য ওকে ফলভোগ করতে হবে। ঠিক আছে, আমিই কুলির কাজ করব।

ডাও। খুব ভাল কথা হে বীরপুরুষ। (ডাওনিসাস দূরে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল) ওটা কি ?

জ্যান। ওটা কি ? একটা হ্রদ।

ডাও। জিয়াসের নামে বলছি হেরাকলস্ যে জলাশয়ের কথা বলেছিল ওটা হচ্ছে তাই।

জ্যান। হ্যাঁ, আমি একটা নৌকো দেখতে পাচ্ছি।

ডাও। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

জ্যান। শারণ নিশ্চয় কাছেই আছে।

ডাও। কই, শারণ আছ ?

উভয়ে। কই, শারণ আছ ?

ক্রীতদাসের টুপী মাথায় মাঝির বেশে বৃদ্ধ শারণের প্রবেশ

শারণ। কে শ্রম আর দুঃখকষ্ট হতে বিশ্রাম চায় ? কে চায় মরা কাক আর মরা গাধা ? কে লেথি, স্পার্টা আর অবশিষ্ট নরকে বাস করতে চায় ?

ডাও। আমি।

শারণ। ভিতরে এস।

ডাও। তুমি মরা কাকের কথা বললে না ?

শারণ। (কর্কশ কণ্ঠে) কুকুরদের কাছে থাকবে তোমরা। ভিতরে এস।

ডাও। এস জ্যানথিয়াস।

শারণ। আমি ক্রীতদাসদের নিই না। ক্রীতদাস স্বাধীনতা অর্জন না করলে তাকে ঢুকতে দিই না। সে কি ঠাণ্ডা বাসি মাংসের জন্য লড়াই করেছিল ?

জ্যান। না, আমার চোখে তখন ব্যথা করছিল।

শারণ। তাহলে পায়ে হেঁটে যাও।

জ্যান। কোথায় দেখা হবে তোমার সঙ্গে ?

শারণ। তপ্ত পাথরের পাশে ঠাণ্ডা জায়গাটায় দেখা হবে।

ডাও। (জ্যানথিয়াসকে) বুঝতে পারলে ?

জ্যান। হ্যাঁ, বুঝেছি। (স্বগত) যেমন আমার ভাগ্য। একবার যখন বার হয়েছি তখন কিছুতেই বিরক্ত হব না আমি। (প্রস্থান)

শারণ। দাঁড়ের কাছে বস (ডাওনিসাস বসল) আর যাত্রী আছে ? থাকলে তাড়াতাড়ি করো। (ডাওনিসাসকে) ওকি কি করছ ?

ডাও। দাঁড়ের কাছে বসতে বললে।

শারণ। উঠে বস। (ডাওনিসাসকে সরিয়ে দিয়ে) যাও, ঐখানে বস, মোটা কোথাকার।

ডাও। এমনি করে ?

শারণ। তোমার হাত দুটো ছড়িয়ে দাও।

ডাও। এমনি করে ?

শারণ। ওসব পাগলামি এখানে চলবে না। পা দুটো ছড়িয়ে দাও। এইবার দাঁড় বাও।

ডাও। আমার মত যে লোকের সমুদ্রযাত্রার কোন অভিজ্ঞতা নেই সে দাঁড় বাইবে এটা কিকরে আশা করতে পার তুমি ?

শারণ। ঠিক হয়ে যাবে সব। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়লেই এমন এক গান শুনতে পাবে যা শুনে তুমি দাঁড় বাইতে থাকবে।

ডাও। কে গান গাইছে ?

শারণ। কিছু ব্যাঙ। ওরা গান গাইছে।

ডাও। তুমি তাহলে দাঁড় বাও। আমি ততক্ষণে তা দেখে নিই। (ব্যাঙদের কোরাসদলের গান মঞ্চের উপর শোনা যেতে লাগল)

ব্যাঙের দল। হে ঝর্ণা আর জলাশয়ের জীব, তোমরা এই নৌকোর ধারে সবাই

জমা হয়ে কণ্ঠনালীর গভীর হতে স্বরধ্বনি বার করে গান করো। আমরা একবার অতীতে লিমনাতে এক পূজামণ্ডপে গান গেয়েছিলাম যখন দলে দলে বহু লোক মদের অধিষ্ঠাতা দেবতার কাছে পূজো দিতে এসেছিল। কোয়াক্স। ব্রেকেকেকেস।

ডাও। আর গান করো না এভাবে। আমার কষ্ট হচ্ছে।

ব্যাঙের দল। ব্রেকেকেকেস কোয়াক্স।

ডাও। আমার যদি কষ্ট হয় তাহলে তোমার কাছে সেটা কিছুই নয়?

ব্যাঙের দল। ব্রেকেকেকেস কোয়াক্স।

ডাও। তোমরা জাহান্নামে যাও। তোমরা কি ও ছাড়া আর কিছুই জান না?

ব্যাঙের দল। আর কি চাও তুমি? অবশ্য আমাদের গান শুনে গানের দেবী মিউজ বা প্যান কি ভাবল তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তুমি হয়ত জান না এ্যাপোলোর বীণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যখন আমরা গান করেছিলাম তখন এ্যাপোলো আমাদের বাহবা দিয়েছিল। আর সেই বীণাটা ছিল জলজ আগাছা দিয়ে তৈরি। কোয়াক্স, কোয়াক্স।

ডাও। চুপ করো হে আমার সঙ্গীতময়ী ভগিনীগণ। আমার কানে জ্বালা ধরছে।

ব্যাঙের দল। আমরা অনায়াসে গানের এই স্বরকে দ্বিগুণ করে তুলতে পারি। কো-আক্স। ব্রেকেকেকেক্স। আমরা জলের ধারে পুষ্পিত বনের পাশে নেচে নেচে গান করে চলি। ঝড় বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করি না আমরা। বরং বৃষ্টিতে আনন্দ পাই। আমরা আনন্দে নাচতে থাকি। ব্রেকেকেকেক্স কোয়াক্স।

ডাও। ব্রেকেকেকেক্স কো-আক্স। আমিও তোমাদের মত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে পারি।

ব্যাঙের দল। তুমি তা পারবে না।

ডাও। তোমরা কি আমাকে দাঁড় বাইতে দেবে না?

ব্যাঙের দল। কো—আক্স। কো—আক্স।

ডাও। চিৎকার করে মরো। তোমাদের পিঠ ফেটে যাক। আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

ব্যাঙের দল। তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখে যাও।

ডাও। তোমাদের কথা গ্রাহ্য করি না আমি।

ব্যাঙের দল। যতদূর সম্ভব জোরে তাহলে সারাদিন ধরে গান গেয়ে যাব।

ব্রেকেকেকেক্স, কো-আক্স।

ডাও। ব্রেকেকেকেক্সে কো-আক্স। আমিও চিৎকার করে যাব এমনি করে। আমাকে তোমরা হারাতে পারবে না এবিষয়ে।

ব্যাঙের দল। তুমিও আমাদের হারাতে পারবে না। ওটা গান নয়, শুধু চিৎকার।

ডাও। আমি যদি সারাদিন ধরে এইভাবে চিৎকার করতে থাকি তাহলে তোমাদের গান থামিয়ে দিতে পারি। আমার ফুসফুসটায় তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কারণ সেটা খুবই শক্ত। অবশেষে তোমরা গান বন্ধ করতে বাধ্য হবে। ব্রেকেকেকেক্স কো-আক্স। (ব্যাঙেরা কোন প্রত্যুত্তর দিল না। আমি জানতাম আমি তোমাদের চিৎকার থামিয়ে দেব।

শারণ। এইবার থাম। নৌকো থামাও। এবার তোমার ভাড়া দিয়ে চলে যাও।

ডাও। হ্যাঁ, কয়েকটা ওবল আছে। কই জ্যানথিয়াস কোথায়? তুমি এসেছ?

জ্যান। (মঞ্চের বাইরে থেকে) হ্যালো!

ডাও। এদিকে এস।

জ্যান। অবশেষে আপনার দেখা পেয়ে বাঁচলাম।

ডাও। (চারদিকে তাকিয়ে) এ আমরা কোথায় এলাম?

জ্যান। অন্ধকার আর কাদার রাজ্যে।

ডাও। এখানে কোন পাপাত্মার দেখা পেলে? সেই শপথভঙ্গকারী, বাপ-মা ঠেঙানো পাজী বদমাসগুলোর দেখা পেলে? হেরাকলস্ ত তাই বলেছিল।

জ্যান। কেন আপনি দেখা পাননি?

ডাও। আমি? অনেক দেখেছি। (শ্রোতাদের পানে তাকিয়ে) আমি তাদের এখনও দেখছি। এখন কি করতে হবে আমাদের?

জ্যান। এই সেই জায়গা যেটা ভয়ঙ্কর জন্তুদের দ্বারা অধ্যুষিত। সে তাই বলেছিল।

ডাও। জাহান্নামে যাক তার কথা। সে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য বাড়িয়ে বলেছিল। কারণ সে আমার সাহসিকতায় ঈর্ষাবোধ করে। হেরাকলস্-এর মত অহঙ্কারী আর কেউ হতে পারে না। যাক, এখন আমাদের দর্শনীয় অনেক কিছু দেখতে হবে ভ্রমণকালে।

জ্যান। থামুন। যাবেন না। আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ডাও। ভগবান মঙ্গল করুন। কোথায়, কোন দিকে ?

জ্যান। পিছনে।

ডাও। তাহলে সামনের দিকে যাও।

জ্যান। না, সামনের দিকেই কোথাও হবে।

ডাও। তাহলে সামনেই এগিয়ে চল।

জ্যান। ঐ দেখতে পাচ্ছি। রক্ষা করো আমাদের। একটা বিরাট জন্তু।

ডাও। (জ্যানথিয়াসের পিছনে লুকিয়ে) কেমন দেখতে ?

জ্যান। কি করে বলব, প্রায়ই চেহারা বদলাচ্ছে। কখনো ষাঁড়, কখনো গাধা, কখনো আবার তরুণী যুবতী সাজছে।

ডাও। কোথায় সেটা। আমাকে দেখাও।

জ্যান। এখন কিন্তু তন্বী মেয়ে না, এখন দেখছি একটা কুকুর।

ডাও। ও নিশ্চয় এম্‌পুসা হবে।

জ্যান। তা হবে। ওর মাথায় আগুন জলছে।

ডাও। ওর পা দুটো কি পিতল দিয়ে তৈরি ?

জ্যান। একটা পা পিতল আর একটা পা সোনা দিয়ে তৈরি। এ সেই হবে।

ডাও। আমি তাহলে কোথায় যাব ?

জ্যান। আমিই বা কোথায় যাব ?

ডাও। (দর্শকদের মধ্যে সামনের সারিতে বসা পুরোহিতের পানে তাকিয়ে ডাওনিসাস ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে করতে বলল) হে আমার পুরোহিত, আমাকে রক্ষা করো। আমরা একসঙ্গে নৈশভোজন করব।

জ্যান। আমরা গেলাম। ও হেরাকলস্ আমাদের বাঁচাও।

ডাও। (ভয়ে ভয়ে) না না, ওর নাম ধরে আর ডেকো না।

জ্যান। তাহলে ডাওনিসাসের নাম ধরে ডাকব ?

ডাও। না না। ওটা আরও খারাপ। তুমি যে পথে যাচ্ছ সেই পথেই যাও।

জ্যান। এই পথে আসুন স্যার।

ডাও। কোন দিকে ?

জ্যান। ভয় করবেন না স্যার। সব ঠিক হয়ে গেছে। আমরাও এখন হেগেলোকাসের মত বলতে পারি ঝড়ের পর আমি এক টুকরো লেজ ধরতে পেরেছি। এম্‌পুসা চলে গেছে।

ডাও। শপথ করে বল।

জ্যান। জিয়াসের নামে শপথ করে বলছি। সে চলে গেছে।

ডাও। আবার বল।

জ্যান। আবার শপথ করছি জিয়াসের নামে।

ডাও। (এবার উঠে) হায় হায়, এত ভয় পাচ্ছিলাম কিসে? ভয়ে মলিন হয়ে গিয়েছিলাম।

জ্যান। (পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে) আর এই দয়ালু ভদ্রলোক সহানুভূতিতে লাল হয়ে গিয়েছিল।

ডাও। আমি কত পাপ করেছি যার জন্য আমাকে এইসব সহ্য করতে হচ্ছে? কোন দৈবশক্তি আমাকে ধ্বংস করতে চায়?

জ্যান। দেবতাদের আবাস আর কালের পদযাত্রা।

ডাও। (বাঁশির শব্দ শুনে) আমি বলি…

জ্যান। কি বলছেন?

ডাও। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?

জ্যান। কি?

ডাও। বাঁশি বাজছে।

জ্যান। হ্যাঁ, আর রহস্যময়ভাবে অনেক মশাল জ্বলছে।

ডাও। চুপ করে বসে পড়। গানটা শোন। (জ্যানথিয়াস বোঝা নামিয়ে রাখল। দুজনে বসে পড়ে গান শুনতে লাগল।)

কোরাস। (অদৃশ্য) ও আয়াকাস, আয়াকাস।

জ্যান। সে যা বলেছিল তাই স্যার। এরা হচ্ছে সেই দীক্ষিতদের দল। ওরা আলাপ করছে। এ হচ্ছে সেই পুরনো দিনের আয়াকাসের স্তোত্রগান যা শুনে ডায়াগোরাসের বুক গরম হয়ে ওঠে।

ডাও। আমরা ভালভাবে বসে শুনব। এবিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে আমাদের।

একদল দীক্ষিত ব্যক্তির প্রবেশ। তাদের সঙ্গে ছিল একজন পুরোহিত আর একজন উপাসনারত নারী। তাদের পরণে ছিল সাদা পোষাক, মাথায় মালা আর হাতে মশাল।

কোরাস। হে আয়াকাসের আত্মা, তুমি এক বিরাট গৌরবের ছায়ায় আমাদের পাশে পাশেই বিরাজ করছ। আজও তুমি প্রান্তরে নাচতে থাক আর তার তালে তালে অলিভ শাখাগুলো দুলে ওঠে। হে মহান নৃত্যশিল্পী,

আমরা তোমারি। হে আমাদের সহকর্মী, তুমি এস। রহস্যময় বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উত্তাল নৃত্যের ছন্দে পা ফেলে ফেলে চলে এস।

জ্যান। হে কুমারী দিমেতার, শূকর মাংস রন্ধনের কী চমৎকার সুবাস আসছে।

ডাও। চুপ। ওরা বোধহয় তোমাকে কিছু দেবে।

কোরাস। হে আয়াকাসের আত্মা, দোদুল্যমান মশালের উজ্জ্বল আলোগুলিকে আরো উর্ধ্বে তুলে ধর। সমস্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সে আলোয়। ওঠ, জাগো আয়াকাস, আমাদের এই ঘোর অন্ধকারের মাঝে এক উজ্জ্বল আশ্বাসের তারকারূপে আবির্ভূত হও। সব শঙ্কা ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে তোমার বৃদ্ধ সহকর্মীরা যুবকের মত নাচতে থাক। লাফাতে থাক। তোমার আলো তাদের পথ দেখাক।

কোঃ নেতা। এবার সবাই চুপ করো। আমাদের গান শুরু হচ্ছে। যারা এ সব গানের মর্ম জান না, যাদের মাথা পাপবুদ্ধিতে ভরা, তারা সকলে সরে দাড়াও। যদি কেউ সত্যিকারের গান না শুনে থাকে, ষাঁড়খেকো ক্র্যাটিনাসের গান যদি কেউ শুনে না থাকে, যদি কেউ অর্থহীন হাঁকডাক হৈ-চৈএ ভরা কোন মিলনান্ত নাটক ভালবাসে, অথবা কেউ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে রাজনীতির কাজে জড়িয়ে পড়ে, যে বন্ধুদের বিপদকালে তাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে, কোন জাহাজ বা দুর্গ শত্রুদের হাতে বিলিয়ে দেয় অথবা চোরা কারবার করে অথবা শত্রুদের সুবিধার জন্য কেউ যদি বন্ধুকে ব্যবসায় নামায়, যদি কেউ রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে যে কবিরা তাদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখে সেই কবিদের জোর করে কণ্ঠরোধ করে—আমি তাদের তিন তিনবার সাবধান করে দিচ্ছি, তারা সরে দাঁড়াও। এবার আমাদের নাচ গান আরম্ভ হচ্ছে। আজ এই উৎসবের দিনে সারারাত ধরে নাচ গান ও আনন্দ চলবে।

কোরাস। তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রান্তরে যেখানে কত ফুল ফুটেছে তোমরা এসে নাচ, খেলা করো, লাফালাফি করো। যে কুমারী এই সব কিছুকে রক্ষা করে চলে তার গুণগান করে চল। যদিও থোরিসাইন এ সব ঠিক ভালবাসে না।

কোঃ নেতা। একটি স্তোত্রগান হবে সেই কুমারীর জন্য, অন্যটি ধরিত্রী-মাতা ও ফসলের দেবী বসুধারার উদ্দেশ্যে গীত হবে। তার সঙ্গে শস্যশালিনী

দেবী দিমেতারের জন্যও স্তোত্রগান করতে হবে।

কোরাস। হে মানুষখেকোদের রাণী, আমাদের কাছে এস। আমাদের সারা দিনের আনন্দোৎসবকে সার্থক করে তোল। আমাদের এই উত্তাল আনন্দোৎসবের সঙ্গে তোমার ভোজসভাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

নেতা। এবার আবার আয়াকাসের আত্মাকে আবাহন করো। সমবেতভাবে গান করো। তিনি অদৃশ্যভাবে আমাদের সহায় হয়ে একাজে আমাদের চালিত করুন।

কোরাস। হে গৌরবমণ্ডিত মহান নৃত্যশিল্পী আয়াকাস, তুমি এসে আমাদের নাটকানুষ্ঠানে সহায়তা করো। আমরা তোমার ঈপ্সিত কুমারীকে তোমার পাশে স্থাপন করেছি। তুমি আমাদের নৃত্য পরিচালনা করো। হে চিরসুখী আয়াকাস, আমাদের পথ দেখাও। তোমার নৃত্য দেখে দরিদ্রতম দুঃখী লোকও আনন্দ পেতে পারে। নাচতে নাচতে তোমার পোষাক ছিঁড়ে যায়, তোমার পাদুকা ছিঁড়ে যায়। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না তোমার। ঐ দেখ, একজন সুন্দরী কুমারী নাচতে নাচতে আমাদের রঙ্গভূমির ভিতরে এগিয়ে আসছে। তার পোষাক ছেঁড়াখোঁড়া, তার রুমাল মলিন। তবু কিছুমাত্র কমেনি তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উজ্জ্বলতা, তার সুবর্তুল স্তনযুগল নাচের তালে তালে দুলছে। চলে এস আয়াকাস।

জ্যান। আচ্ছা আমরাও যদি এই নাচে যোগ দিই ?

ডাও। আমিও তাই ভাবছিলাম। (নাচে যোগদান করল)

নেতা। আমার মনে হয় যে আর্কিডেমাসের জন্মের পর সাত বছর বয়সেও দন্তোদ্গম হয়নি আজ তার কাহিনী নিয়েই গান করব। তবু সে পৃথিবীতে ছায়ার রাজা এবং মৃত্যুপুরীতে উচ্চশ্রেণীর মৃত জীবদের আত্মার মাঝে ধর্মপ্রচারের কাজে দেখাশোনা করে। লোকে বলে ক্লিসথেনেস আজও তার কবরের ধারে বসে এখনো তার মাথার চুল ছিঁড়ছে, কারণ তার ধারণা সেবিনাসের মৃতদেহটা আজও সমুদ্রের ঢেউএর উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। আর ও দিকে ক্যালসিয়াস একটা সিংহীর মাথার খুলি পরে এক জলযুদ্ধে যোগদান করেছে।

ডাও। আমরা বিদেশী, এখানে নূতন এসেছি। প্লুটোর নরকের দ্বারটা কোন দিকে বলে দিলে বড় ভাল হয়।

নেতা। বেশী দূরে যেতে হবে না। এ বিষয়ে কোন সমস্যাই নেই। তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে একথা জিজ্ঞাসা করছ আমায় এই সেই জায়গা।

ডাও। তাহলে ওহে ছোকরা, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।

জ্যান। এই বস্তাটার মধ্যে ঠিক শয়তান আছে। দাঁড়াতে চাইছে না মেঝের উপর।

কোঃ নেতা। দিমেতারের গোলাকার পরিসরের মধ্য দিয়ে ফুল ও পাতার উপর দিয়ে এগিয়ে চল নাচতে নাচতে। এ নৃত্যের উৎসবে মাতা কুমারী নির্বিশেষে দোদুল্যমান মশাল হাতে সারা রাত ধরে নেচে চলবে।

কোরাস। যে সুবাসিত প্রান্তরটা গোলাপ কুঁড়িতে ভরা, যেখানে শিশিরবিন্দু-গুলো মুক্তোর থেকেও উজ্জ্বল দেখায় সেখানে আমরা যেন অনন্ত কাল ধরে নেচে যাব। ভাগ্যদেবী চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকবেন আমাদের প্রতি। কারণ আমাদের পৃথিবী চিরপবিত্র এবং সকল বিপদ থেকে চিরমুক্ত। সে পৃথিবী সতত অনাবিল অম্লান সূর্যালোকে চিরপ্রদীপ্ত। আমাদের অন্তর পবিত্র বলে আমরা জীবন ও জগতের সব রহস্যের কথা বুঝতে পারি।

(কোরাসদল সার দিয়ে দাঁড়াল)

ডাও। (প্লুটোর দরজার সামনে এসে) আমাকে এবার দরজায় করাঘাত করতে হবে। তবে এদেশের রীতি আমি জানি না।

জ্যান। আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। ভিতরে চলে যান। বাইরে শুধু হেরাকলস্‌এর পোষাক পরে থাকলে চলবে না, অন্তরটাকেও তাঁর মত করে পথ করে নিতে হবে।

ডাও। কই, কে আছ? (দরজা খুলে যেতে মৃতদের বিচারক ঈয়াকাস এল)

ঈয়াকাস। কে ডাকে?

ডাও। বীর হেরাকলস্।

ঈয়া। সবচেয়ে পাজী অসাধু লোক তুমি। তোমার মত খারাপ লোক সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তুমিই আমাদের কুকুর সার্বেরাসকে তার কণ্ঠ-রোধ করে নিয়ে পালিয়ে যাও আর তার জন্য আমাকে দায়ী হতে হয়। এবার তোমাকে আমি হাতের মধ্যে পেয়েছি। স্টাইক্স আর এ্যাকেরণ নদীতীরবর্তী কালো পাথরগুলো তোমাকে প্রহরীর মত ঘিরে থাক আর শিকারী কুকুরগুলো তোমায় ছিঁড়ে খাক। শতমুখী সাপগুলো তোমার নারীভুঁড়ি ছিঁড়ে খাক। আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ডাও। (পড়ে গিয়েছিল) দয়া কর।

জ্যান। কি ব্যাপার ? তাড়াতাড়ি উঠে পড়। তা না হলে ওরা তোমায় দেখে ফেলবে।

ডাও। কিন্তু আমি ত মূর্ছিত হতে বসেছি। একটা ঠাণ্ডা নরম জিনিস আমার বুকের উপর রাখ।

জ্যান। (একটা স্পঞ্জ তৈরি করে) এই নাও লাগাতে পার।

ডাও। কোথায় ?

জ্যান। এই নাও। (ডাওনিসাস তার বুকের উপর লাগাল) হে দেবতাবৃন্দ, তোমাদের হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকে ?

ডাও। এক স্নায়বিক দুর্বলতায় আমার দেহমন ভেঙ্গে পড়েছে।

জ্যান। সমগ্র মানবজাতি ও দেবতার মাঝে আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় কাপুরুষ। আমি আপনার মত কাপুরুষ আর কোথাও দেখিনি।

ডাও। আমাকে কাপুরুষ বলছ ? কাপুরুষ হলে আমি তোমার কাছে এই বিপদের সময়ে স্পঞ্জ চাইতে পারতাম ?

জ্যান। একাজ ত যে কেউ পারত।

ডাও। কাপুরুষ হলে সে সেইখানেই পড়ে থাকত। (ওষুধের শিশি শুঁকল।) কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছি।

জ্যান। হ্যাঁ একেবারে বীর পসেডন।

ডাও। আমিও তাই ভাবি। তুমিও কি ভয় পেয়ে যাওনি ?

জ্যান। আমি ? আমি ত কিছুই চাইনি।

ডাও। সত্যিই তুমি বীর। তাই নয় কি ? তুমি গৌরব চাও। ঠিক আছে তুমি আমি হও। তোমার হৃদয় যদি নির্ভীক হয় তাহলে তুমি সিংহের চামড়া পরে হাতে গদা নাও। আর আমি তোমার মত মাল বইব।

জ্যান। ঠিক আছে, একাধারে দুই হব আমি। (সিংহের চামরা পরতে গেল) এইবার দেখ হেরাকলস্‌বেশী জ্যানথিয়াস ভয়ে মূর্ছা যায় নাকি তোমার মত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়।

ডাও। জেলখানার বন্দীর মত এবার খাটতে হবে আমায়। ঠিক আছে, আমি মাল বইব। (ডাওনিসাস মাল তুলে নিলে দরজা খুলে পার্সিফোনে নামে এক কুমারী মেয়ে এল।

কুমারী। হে আমার প্রিয় হেরাকলস্‌, তুমি কি আবার এসেছ ? ভিতরে আমার মালিকগিন্নী তোমার আসার খবর শুনেই রুটি সেঁকতে দিয়েছে। মটর-

দানা সিদ্ধ করতে দিয়েছে। কয়লার আগুনে একটা গোটা বলদ পোড়াতে দিয়েছে। তার উপর আছে কেক, মোটা মিষ্টি রুটি। ভিতরে এস।

জ্যান। তাকে খুব দয়াবতী মনে হচ্ছে।

কুমারী। ঠিক তাই। কিন্তু তোমাকে যেতে দেব না। অনেক কিছু ফল মশলা, ভাল মদ যোগাড় করেছেন।

জ্যান। খুবই ভাল কথা। কিন্তু—

কুমারী। কোন অজুহাতই চলবে না। আমি যেতে দেব না। একজন বাঁশি বাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং দু তিনজন নর্তকা যুবতীও আছে।

জ্যান। তুমি নর্তকার কথা বললে না?

কুমারী। হ্যাঁ ভিতরে এস। ওরা খাবার পরিবেশন করবে।

জ্যান। হ্যাঁ আমি যাব। সোজা তাদের কাছে গিয়ে বল হেরাকলস্ আসছে। শোন বালক, মালপত্র নিয়ে আমার পিছু পিছু এস।

ডাও। দয়া করে থাম। আমি তোমাকে ঠাট্টা করে হেরাকলস্‌এর বেশে সাজিয়েছিলাম। সেটাকে সত্যি হিসাবে নিও না। নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলো না জ্যানথিয়াস। তার থেকে মালপত্র তুলে নাও।

জ্যান। আপনি নিজের দেওয়া সাজ নিশ্চয় ফিরিয়ে নেবেন না।

ডাও। না না, তাই হবে। সিংহের চামড়া ছেড়ে দাও। (নিজেই ছাড়িয়ে নিল পোষাক)

জ্যান। আমাকে রক্ষা করো। আমি আক্রান্ত। দেবতাদের উপর ছেড়ে দিলাম ব্যাপারটা।

ডাও। (চটপট হেরাকলস্‌এর পোষাক পরতে পরতে) দেবতারা বিচার করবে! কতদূর সাহস তোমার, একটা সামান্য ক্রীতদাস ও মরণশীল মানুষ হয়ে এ্যালসিমনের পুত্র হতে চাও?

জ্যান। ঠিক আছে নিন। তবে এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে।

কোরাস। যারা বীর তাঁরা এইভাবেই এই সব ব্যাপারের সমাধান করেন। তারা এক জায়গায় চুপ করে থাকেন। অনেক সমুদ্রের ঝড় খেয়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সব সময় আরাম উপভোগ খোঁজেন। আমাদের থেরামেনেসের মত অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করাটাই হলো বড় বড়

লোকদের বিশেষত্ব।

ডাও। আমি যদি ভিতরে গিয়ে ওর মত একটা নীচ বংশোদ্ভুত ব্যক্তি দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট দামী আসনে বসতে দেখতাম, যদি আমার চোখের সামনে ওকে দামী মদ পরিবেশন করা হত তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা খারাপ হত। আর ওর মত চক্রান্তকারী ভোজসভার সামনের সারিতে থেকে অনেক অনর্থ ঘটাত।

প্ল্যানথানেসহ বাড়িওয়ালীর প্রবেশ

বাড়িওয়ালী। প্ল্যানথানে এদিকে এস। সেই ভবঘুরেটা আবার এই পান্থ-শালায় এসেছে। এর আগের বার সে ষোলটা পাউরুটি খায়।

প্ল্যানথানে। হ্যাঁ তাই। এই সেই লোকটা।

প্ল্যান। এবার বেশ মজা হবে।

বাড়িওয়ালী। কুড়ি প্লেট সিদ্ধ মাংস চাই। সেই পরিমাণ ঝোল চাই।

ডাও। বাজে বলো না। তুমি কি বলছ তা নিজেই জান না।

প্যান। তুমি কি ভেবেছ তোমার উঁচু জুতোর জন্য তোমাকে চিনতে পারব না?

বাড়ি। তাছাড়া একগাদা নোনা মাছের কথা ত এখনো বলিনি।

প্ল্যান। না বলনি। তাছাড়া সমস্ত মাখনটাই গিলে খেয়েছিল। শেষে ঝুরি-গুলোও যেন খেতে শুরু করেছিল।

বাড়ি। কিন্তু আমি যখন তার কাছে টাকা চাইতে গেলাম তখন ও পাগলা ষাঁড়ের মত আমার পানে তাকিয়ে রইল। গর্জন করতে লাগল।

জ্যান। উনি সর্বত্রই তাই করেন। এটাই ওঁর স্বভাব।

বাড়ি। তখন ও ওর তরবারিতে হাত দিল। পাগল সাজল।

প্ল্যান। আমি বুঝতেই পারছি কেমন করে তুমি তা সহ্য করলে।

বাড়ি। আমরা তখন ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম। ছুটে গিয়ে মইএর উপর উঠে পড়েছিলাম। আর ও তখন ঘরের মাদুরটা ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

জ্যান। আবার ও এসেছে।

প্ল্যান। যা হোক কিছু একটা করতে হবে।

বাড়ি। (প্ল্যানথানেকে) যাও তুমি আমার রক্ষাকর্তা ক্লীওনকে ডেকে আন।

প্ল্যান। আর তুমিও হাইপারবোলাসকে দেখতে পেলে ডেকে এনো। আমরা দুজনে মিলে ওকে শেষ করব।

বাড়ি। ওর ওই কুৎসিত চোয়ালটায় যদি একটা পাথর ছুঁড়ে মারতে পারতাম। এই চোয়াল নিয়ে ও আমার অনেক জিনিস ধ্বংস করে।

প্ল্যান। আর আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওকে একটা খালে ফেলে দিই।

বাড়ি। একটা কাস্তে নিয়ে ওর গলাটা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ গলা দিয়ে আমার অনেক ঝোল ও খেয়ে ফেলে।

প্ল্যান। আমি ক্লিওনকে ডেকে আনছি: আজই ওকে আমি আদালতে পাঠাব। (দুজনে দুদিকে চলে গেল)

ডাও। আমার মৃত্যুই ভাল। সারা জগতের মধ্যে একমাত্র বুড়ো জ্যানথিয়াস ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই।

জ্যান। জানি জানি। আপনার কি দরকার। কিন্তু খুব হয়েছে। আমি আর হেরাকলস্ হব না।

ডাও। ও কথা বলো না বাছা জ্যানথিয়াস।

জ্যান। আমি একজন মরণশীল মানুষ ও ক্রীতদাস হয়ে কিকরে এ্যালসিমনের পুত্র হব ?

ডাও। আমি জানি তুমি সঙ্গত কারণেই রাগ করেছ। তুমি আমাকে মারলেও আমি একটা কথা বলব না। কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি যদি এ পোষাক না পর তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য। আর তার ফলে আমার স্ত্রী ও সন্তানরা আর্কিডেমাসসহ অনাথ হবে।

জ্যান। ঠিক আছে আমি ঐ পোষাক গ্রহণ করলাম।

কোরাস। মনে রেখো কার পোষাক তুমি পরতে যাচ্ছ। মনে রেখো তুমি নূতন মানুষ হয়ে উঠছ। হেরাকলস্-এর মতই এবার থেকে তর্জন গর্জন করবে। কিন্তু যদি কোন ভয় বা দুর্বলতার পরিচয় দাও তাহলে আবার সেই মালবাহী ভৃত্যে পরিণত হবে।

জ্যান। তোমার সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে আমিও সচেতন। তবে এই সিংহচামড়ার পোষাকে যদি কোন সুফল ফলে তাহলে তিনি আবার তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন যে কোন উপায়ে। হয় ভাল কথা বলে না হয় চোখ রাঙিয়ে। আমাদের সামনে এক বড় পরীক্ষা। ঐ দেখ এসে গেছে।

(প্রধান দরজা খুলে যেতে দারোয়ান, ঈয়াকাস ও দুইজন ক্রীতদাসের প্রবেশ)

ঈয়া। এই কুকুরচোরটাকে ধরে ফেল। তাকে বিচারের জন্য নিয়ে চল।

ডাও। (জ্যানথিয়াসের অনুকরণ করে) বেশ একটা মজা হবে।

জ্যান। (হেরাকলস্-এর নকল করে) সাবধান আর এক পা-ও এগোবে না।

ঈয়া। যুদ্ধ চাও? কই দিতিনাস, স্কেবলিয়াস আর পার্ডোকাস, এই লোকটির যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দাও।

ডাও। রক্ষীদের আক্রমণ করা ও অপরের জিনিস চুরি করা সত্যিই মর্মান্তিক ব্যাপার।

ঈয়া। আমি বলি এটা অস্বাভাবিক।

ডাও। এটা দেখাও দুঃখের ব্যাপার।

জ্যান। (পরাজিত হয়ে নিরস্ত্র অবস্থায়) আমি জিয়াসের নামে শপথ করে বলছি যদি আমি এর আগে কখনো এখানে এসে তোমাদের একগাছি চুলের সমমূল্যের কোন জিনিস চুরি করে থাকি তাহলে আমাকে নিকটবর্তী কোন গাছে ঝুলিয়ে মেরে ফেল। আমি কোন কথা বলব না। (ডাওনিসাসকে দেখিয়ে) ওকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার। আমি দোষী সাব্যস্ত হলে আমাকে ফাঁসি দেবে।

ঈয়া। কি ধরনের শাস্তি দিতে পারি ওকে?

জ্যান। যা খুশি। যে কোন শাস্তি দিতে পার। ওকে মইএর সঙ্গে বেঁধে রাখতে পার, উপর দিকে পা করে ঝুলিয়ে রাখতে পার, ওর নাকে ভিনিগার দিতে পার। বুকের উপর ইট চাপিয়ে রাখতে পার। শুধু বেত মারবে না।

ঈয়া। খোলাখুলি সব বলেছ ভাল। শাস্তি দিতে গিয়ে ওর যদি হাত পা খোঁড়া হয়ে যায় তাহলে অবশ্য আমি ক্ষতিপূরণ দেব।

জ্যান। সে কথা এখন থাক। ওকে নিয়ে গিয়ে শুরু করো শাস্তিদানের কাজ।

ঈয়া। ঠিক আছে ধন্যবাদ, আমি এখনি তার ব্যবস্থা করছি। (ডাওনিসাসকে) তোমার বোঝা নামিয়ে রাখ। সত্যি কথা বল।

ডাও। যেহেতু আমি অমর দেবতা, আমাকে পীড়ন করা অবৈধ কাজ। যে কেউ সে কাজ করবে তাকে তার ফল ভুগতে হবে।

ঈয়া। কেন, কে তুমি?

ডাও। জিয়াসপুত্র অমর ডাওনিসাস আমি আর এ হচ্ছে আমার ক্রীতদাস।

ঈয়া। (জ্যানথিয়াসকে) ওর প্রতিবাদের কথা শুনেছ?

জ্যান। হ্যাঁ, ওকে বেত মার। যদি ও সত্যিই দেবতা হয় তাহলে ও তা

অনুভব করতে পারবে না।

ডাও। ঠিক আছে। তুমিও ত দাবি করছ তুমি দেবতা। সুতরাং তোমাকেও মারা হবে।

জ্যান। ভালই হবে। বেতের মার খেতে খেতে যে কেউ প্রথম যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবে তোমরা তাকে আর মারবে না। তখনি বুঝতে পারবে সে প্রকৃতপক্ষে কোন দেবতা নয়।

ঈয়া। তুমি ভদ্রলোকের মতই কথা বলেছ। ন্যায়সঙ্গত কথা বলেছ। ওদের দুজনকেই বেত মার।

জ্যান। ঠিক আছে।

ঈয়া। (জ্যানথিয়াসকে বেত মারল) এই নাও।

জ্যান। (জোর করে ব্যথা দমন করে) এই দেখ, আমার চোখের পাতাও পড়ছে না।

ঈয়া। আমি ত সত্যিই মেরেছি।

জ্যান। আমার ত তা মনে হচ্ছে না।

ঈয়া। ঠিক আছে, আমি এবার ওকে গিয়ে মারব।

(ডাওনিসাসকে বেত মারল)

ডাও। (নিজেকে সামলে নিয়ে) কখন মারলে ?

ঈয়া। এই ত মারলাম।

ডাও। অদ্ভুত। এতে আমার কিছুই হয়নি।

ঈয়া। সত্যিই অদ্ভুত ত ! ঠিক আছে, আবার আমি প্রথম ব্যক্তিকে মারব

(জ্যানথিয়াসকে বেত মারল)

জ্যান। তাড়াতাড়ি মার। (বেতের ঘা পড়তে লাগল) হি—ইউ !

ঈয়া। কেন ওরকম করলে ? তোমার ব্যথা লাগেনি ?

জ্যান। না, আমি শুধু ভাবছিলাম কখন আমি ভোজসভায় যোগ দেব।

ঈয়া। ভাল চিন্তা। আমি এবার আবার ওকে মারব।

(ডাওনিসাসকে মারল)

ডাও। ও—হো।

ঈয়া। এই বারে তোমার চোখে জল কেন ?

ডাও। পিঁয়াজের গন্ধ পেয়ে ।

ঈয়া। তোমার মোটেই লাগেনি একথা সত্য ত ?

ডাও। আঘাত? মোটেই না।

ঈয়া। এবার আমি প্রথম ব্যক্তিকে মারব। (জ্যানথিয়াসকে মারল)

জ্যান। হি-হি।

ঈয়া। কি ব্যাপার?

জ্যান। (পায়ের দিকে দেখিয়ে) কাঁটাটা বার করে দাও।

ঈয়া। এর অর্থ কি? আবার মারতে হবে? (ডাওনিসাসকে মারল)

ডাও। হে ভগবান! (দুঃখের আর্তনাদকে কবিতায় পরিণত করে) হে ডেলস অথবা পাইথোর দেবতা।

জ্যান। (বিজয়গর্বে) ও আঘাত পেয়েছে। শুনতে পেয়েছ?

ডাও। না পাইনি। আমি এই হিপ্পোলাক্সের মত একটা পুরণো গান গাইছিলাম।

জ্যান। ওর কথা শুনো না। ওর দেহের নীচের নরম অংশগুলোয় বেত মার।

ঈয়া। ঠিক আছে। ঘুরে দাঁড়াও। (জ্যানথিয়াসকে বেত মারল।

জ্যান। (আগের মত) হে ভগবান!

ডাও। ওর লেগেছে।

জ্যান। একাধারে ঈজিয়ান পাহাড় ও লবণ সমুদ্রের অধিপতি হে দেবতা পসেডন।

ঈয়া। এখন দিমিতারের নামে বলছি তোমাদের মধ্যে কে দেবতা তা বলার সাধ্য আমার নেই। আমি আমার মালিকের কাছে যাব। তিনি এবং পার্সিকাস সহজে সেকথা বলে দেবেন, কারণ তাঁরা নিজেরাও দেবতা।

ডাও। বিজ্ঞের মত কথা বলেছ। একথা তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল। আমাকে বেত্রাঘাত না করে আগেই তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

(কোরাস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

কোরাস। হে দেবী মিউজ, আমার গানের ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এস। এই পবিত্র স্থানে তোমার চরণপদ্ম স্থাপন করে দেখ। বহু কলাবিদ্যার অধিকারী এথেনীয়রা সমবেত হয়েছে। যে ক্লিওপনিওন একাধারে মধুকণ্ঠী নাইটিঙ্গেলের গান ও মৃত্যুসূচক ভয়ঙ্কর চিৎকারে ফেটে পড়তে পারে সেই ক্লিওপনিওনের থেকেও কলাবিদ্যায় পারদর্শী হলো এথেন্সবাসীরা।

কোঃ নেতা। হে কোরাসদল, তোমাদের উচিত হলো তোমাদের জ্ঞানমত রাষ্ট্রকে সৎ পরামর্শদানে সাহায্য করা। আমাদের প্রথম পরামর্শ হলো এই

যে, সমস্ত এথেন্সবাসীরা সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। শাস্তিমূলক আইন সমূহের উচ্ছেদ ঘটুক। কুপথগামী ফার্ণিকাসকে অনুসরণ করে আমরাও কুপথে চালিত হয়েছি। তাই আমাদের দাবি, সকলকে মনের কথা ব্যক্ত করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হোক। সকল নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে এথেন্সের কোন নাগরিক যেন দেশের বাইরে নির্বাসিত না থাকে। এটা সত্যিই লজ্জাব বিষয় যে যারা ছিল একদিন আমাদের নীচজাতীয় মিত্র আজ তারা ক্রীতদাসের পরিবর্তে আমাদের প্রভু হয়ে বসবে কোন এক জনযুদ্ধের ফলে। আমি অবশ্য তোমাদের উপর দোষারোপ করছি না। তোমরা বহু জনযুদ্ধেই তোমাদের আত্মীয়বন্ধুসহ বহু রক্তপাত করেছ। এজন্য তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করছি আমি। যেহেতু প্রকৃতি তোমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভূষিত করেছে তোমরা ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করবে। তাদের অন্যায়ের জন্য কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাববে না। যেসব এথেনীয় এথেন্সের স্বাধীনতা ও সম্মানের খাতিরে বীরত্বসহকারে সব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করবে তোমাদের সঙ্গে তাদের সকলকে পরম আত্মীয় ভেবে ভালবাসবে। তোমরা যদি স্বার্থপর হয়ে দেশের খাতিরে যুদ্ধ না করো তাহলে ভবিষ্যতের মানুষ তোমাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করবে না।

কোরাস। আমি শপথ করে বলতে পারি এখন আমরা ভুল পথে চলতে পারি, কিন্তু বেশী দিন আমাদের কেউ ভুল পথে চালাতে পারবে না।

কোঃ নেতা। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের নগরী এখন যে পথে চলছে সে পথ ভাল। কারণ সে এখন অর্থ এবং মানুষকে একই ভাবে দেখছে। মানুষের থেকে অর্থকে বড় করে দেখছে না। তার এখন পুরাতন সঞ্চিত ধনরত্ন এবং সুযোগ্য সন্তান দুই-ই আছে। খাদহীন খাঁটি সোনার মত এই সব সুযোগ্য সন্তানদের খ্যাতি সর্বত্র বিঘোষিত এবং দূর দূরান্তে প্রচারিত। সারা হেলাস দেশের মধ্যে তাদের সমকক্ষ আর কোন জাতি নেই। সাধারণতঃ আমরা সোনারূপোকে বাদ দিয়ে পিতল নিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বেশী নাড়াচাড়া করি, তেমনি আমরাও মানবজগতে আসল দেশপ্রেমিকদের বাদ দিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল যত সব সস্তা গায়ক আর অভিনেতাদের নিয়ে নাচানাচি করি। কিন্তু এই ভাবধারা পরিবর্তনের সময় এসেছে।

ইয়াকাস ও জ্যানথিয়াসের প্রবেশ

ঈয়া। তোমার ঐ মালিককে সত্যিই ভদ্রলোক বলা চলে।

জ্যান। ভদ্রলোক? উনি? ওর মাথায় কিছুই নেই। শুধু মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই জানেন না উনি।

ঈয়া। কিন্তু তোমাকে প্রহার হতে রক্ষা করার জন্য উনি ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

জ্যান। আমি তাকে আরো পরীক্ষা করব।

ঈয়া। তা অবশ্য করতে পার। আমিও তাই চাই।

জ্যান। তুমিও তাহলে তা চাও!

ঈয়া। চাইব না? আমার মালিকের চোখের আড়াল হলেই ত তাকে গাল দিই। আমি তাকে অভিসম্পাত দিই। নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।

জ্যান। আমাদের বেত মেরে এখান থেকে বাইরে যাবার সময় বিড় বিড় করে কি বলছিলে?

ঈয়া। হ্যাঁ, ওটা আমার ভাল লাগে।

জ্যান (উত্তেজনার সঙ্গে) পরের গোপন কথা নিয়ে টানাটানি?

ঈয়া। পৃথিবীতে পরনিন্দা বা পরছিদ্রান্বেষণের মত কাজ আর থাকতে পারে না।

জ্যান। হে জিয়াস, তুমি যেন শুধু বন্ধু ও ভাইদের মিলন ঘটিও। কিন্তু এই পামর তাদের মালিকদের কথা নিয়ে নিন্দার আগুন ছড়িয়ে বেড়ায়।

ঈয়া। একথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

জ্যান। আর সেই সব নিন্দার কথা যত সব অপরিচিত ও বিদেশী লোকদের বলে।

ঈয়া। পাগলের থেকেও বেশী কিছু হয়ে যাব আমি। আমার মাথা একেবারে লাল আগুনের মত হয়ে উঠছে।

জ্যান। হে দেবতা এ্যাপোলো। তুমি ডান হাত দিয়ে করতালি দাও। আমাকে চুম্বন করার জন্য তোমার গাল বাড়িয়ে দাও। আর তুমিও আমায় চুম্বন করো। (তারা আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। বাড়ির ভিতরে কিসের গোলমাল শোনা গেল) হে জিয়াস, আমাদের প্রিয় জিয়াস। ভিতরে এত গোলমাল ও ঝগড়াবিবাদের শব্দ কিসের?

ঈয়া। ঐ গোলমাল? ও হচ্ছে এসকাইলাস আর ইউরিপিদেসের জন্য।

জ্যান। তাই নাকি?

ঈয়া। উপরে মৃতদের মধ্যে একটা তুমুল ঝগড়া চলছে।

জ্যান। কি নিয়ে ঝগড়া ?

ঈয়া। শিল্প ও বড় শিল্পীদের সম্পর্কে একটা আইন পাশ হয়েছে। যে কোন শ্রেণীর শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শিল্পী প্লুটোর পাশে একটি বিশেষ সিংহাসনে বসার মর্যাদা লাভ করবে আর বিনা পয়সায় সমস্ত রকমের আমোদ প্রমোদ প্রধান চুল্লীর পাশে বসে উপভোগ করতে পারবে।

জ্যান। এবার আমি বুঝতে পেরেছি।

ঈয়া। তার থেকে বড় শিল্পী না আসা পর্যন্ত সেই শিল্পী এই সুযোগ ভোগ করে যাবে। তার থেকে বড় কেউ এলে সেই এর অধিকারী হবে।

জ্যান। তা এসকাইলাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?

ঈয়া। একদিন বিয়োগান্ত নাটকের ক্ষেত্রে এসকাইলাসই ছিলেন রাজা।

জ্যান। ছিলেন ? এখন তাহলে কে আছেন ?

ঈয়া। শোন বলি। যখন ইউরিপিদেস তাঁর মৃত্যুর পর এখানে এসে আমাদের মত যত চোর, পকেটমার, পিতৃমাতৃঘাতী শয়তানদের তাঁর নাটকের প্রদর্শনী দেখাতে লাগলেন এবং তারাও তা দেখে আনন্দ পেতে লাগল তখন ইউরিপিদেস উৎসাহিত ও অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে এসকাইলাসের সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ালেন।

জ্যান। তাঁকে ঢেলা মেরে উঠিয়ে দেয়নি ত ?

ঈয়া। না, তা নয়। সবাই চিৎকার করে বিচার চাইছে। দুজনের মধ্যে নাট্যকার হিসাবে বড় কে তা দেখতে চাইছে।

জ্যান। এখানকার সকলেই ? সকল বদমায়েসেরা ?

ঈয়া। হ্যাঁ, সকলেই চিৎকার করছে জয়ঢাকের মত।

জ্যান। এসকাইলাসের জন্য লড়াই করার কি কেউ নেই ?

ঈয়া। জগতে ভালর জন্য লড়াই করার কেউ থাকে না তা জান। (জনতার দিকে নির্দেশ করে) এখানেও তাই।

জ্যান। নরকের রাজা প্লুটো কি করতে চাইছেন ?

বয়া। তিনি ঘটনাস্থলেই এক পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাচাই করতে চাইছেন কে বড়।

জ্যান। কিন্তু আমি বলি কি সোফোক্লিস এ আসন দাবি করতে পারতেন।

ঈয়া। না। তিনি তা করবেন না। তিনি নরকে এসেই প্রবীণ এসকাইলাসকে চুম্বন করে তাঁর করমর্দন করেন। এসকাইলাস তাঁকে তাঁর

আসনের অর্ধাংশ ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি তা নেননি। আজ এসকাইলাস জয়লাভ করলে সোফোক্লিস খুশি হবে। কিন্তু যদি হেরে যান তাহলে সোফোক্লিস রেগে গিয়ে ইউরিপিদেসের সঙ্গে লড়াই করবেন।

জ্যান। তাহলে পরীক্ষাটা বা লড়াইটা হবেই ?

ঈয়া। হবে মানে ? যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছ লড়াইটা বাধবে সেখানেই। তারা কবিতার প্রতিটি ছত্র ওজন করে দেখবে।

জ্যান। হায়, বেচারা! জীবন্ত ভেড়াকে মড়া ভেড়ার সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে গেলে তা কম হবেই।

ঈয়া। তারা সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরেছে।

জ্যান। তারা কি ইট কাঠ চায় ?

ঈয়া। ইউরিপিদেস এসকাইলাসের কবিতার প্রতিটি ছত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে।

জ্যান। তাহলে এসকাইলাস নিশ্চয় রেগে যাবেন।

ঈয়া। হ্যাঁ, তিনি উন্মত্ত ষাঁড়ের মত গর্জন করবেন।

জ্যান। কে বিচারকের আসন গ্রহণ করবেন ?

ঈয়া। সেটাও একটা সমস্যা। ভাল ও যোগ্য সমালোচকের অভাবটা দুপক্ষই স্বীকার করেছেন। এসকাইলাস চান না কোন এথেন্সবাসী তাঁর কাব্যের বিচারক হবে।

জ্যান। তাছাড়া তিনি ভেবেছেন এখানে জেলফেরৎ আসামীর সংখ্যাই বেশী হন।

ঈয়া। তিনি মনে করেন সারা জগৎটাই বাজে লোকে ভরা। প্রকৃত কবি কে, কি তার গুণ তা তিনি জানেন। তাছাড়া, দর্শকরাও তাঁকে দেখে ভেবেছিল তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে এ বিষয়ে। কিন্তু জনতার মধ্যে গোলমাল বাধল তখন যখন মলিন ও গম্ভীর হয়ে উঠল এসকাইলাসের মুখ।

কোরাস। বজ্রগর্জনের আগে প্রকৃতির গম্ভীর ভাবের মত মুখখানা কালো ও গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। দর্শকরা ক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে উঠলে তাঁর রাগ আরো বেড়ে যায়। তখন সহসা ঝড়ের বেগে কথা বেরিয়ে আসতে থাকে তাঁর মুখ থেকে। কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে, কখনো মোলায়েম, কখনো বক্রকুটিল ভাষায় যুক্তিজাল রচনা করতে থাকেন।

ইউরিপিদেস, ডাওনিসাস ও এসকাইলাসের প্রবেশ

ইউরি। আমাকে আর উপদেশ দিওনা। আমি একথা মেনে নেব না কিছুতেই। আমি দাবি করি এ বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠ।

ডাও। শুনছ এসকাইলাস? তুমি কেন কথা বলছ না?

ইউরি। তিনি প্রথম দৃশ্যেই যা করেছেন তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উনি এখন নীরবতা পালন করছেন।

ডাও। দয়া করে আপনি রসনাটা সংযত করে কথা বলুন।

ইউরি। আমি ওঁকে বহুদিন থেকেই জানি। বন্য দুর্বার আবেগে ভরা, অসংযতরসনা কাঠের মুখবিশিষ্ট এক চারণ কবি ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু অর্থহীন বড় বড় কথা আছে। আর কিছু নেই।

এসকাই। শস্যের দেবীর সন্তান হয়ে একথা কিকরে বললে তুমি? শব্দসংগ্রহকারী অন্ধ ভিক্ষুকসম এক চারণ কবি, আমার সম্বন্ধে একথা বলতে পারলে?

ডাও। চুপ করো এসকাইলাস। পুরাতন বিবাদ নিয়ে অকারণে রাগ করো না।

এসকাই। নাট্যকার হিসাবে ওঁর যে কোন শক্তি নেই সেটা আমি সকলের সামনে দেখিয়ে দেব। মুখে যতই বড়াই করুক কোন যোগ্যতাই আসলে ওর নেই।

ডাও। (অনুচরদের বলল) যাও একটা কালো ভেড়া নিয়ে এস। উৎসর্গ করতে হবে। ঝড় উঠেছে।

এসকাই। আমার আক্রমণ শুধু তোমার প্রতি নয়, যে সব ক্রীটদেশীয় একক নর্তক ও কুৎসিৎ প্রেমের নায়ক নায়িকাকে স্থান দিয়েছিলে তোমার নাট্যকাব্যে আমার আক্রমণ তাদের প্রতি।

ডাও। এক মুহূর্তের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করো হে মহান এসকাইলাস। একটু বিজ্ঞতার পরিচয় দাও। তা না হলে জিয়াস তোমাদের মাথা ভেঙ্গে দেবেন। রসনা সংযত করুন। রাগ থামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় দুজনে দুজনের কবিতার বিচার করুন। কবিরা মেয়েদের মত ঝগড়া করে না। আপনারা ওক গাছের মত দুজনেই রাগের আগুনে জ্বলছেন।

ইউরি। আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি আমার কাব্য আগেই পরীক্ষা করতে দিতে রাজী আছি। আমার নাট্যকাব্যগুলির সংলাপ, গান, গঠন-

সৌকর্য সব এখানেই আছে। বিচারকরা বিচার করুন। আর পেলেউস, মেলিগার, ঈয়োলাস ও টেলিফাস সাহায্য করবে।

ডাও। এ বিচারে তুমি রাজী আছ এসকাইলাস?

এস। আমার এতে আপত্তি আছে। আমি মনে করি বিচারক্ষেত্র ওঁর বা আমার কারো পক্ষেই শুভ নয়।

ডাও। কেন?

এস। কারণ আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখা মরে যায়নি, কিন্তু ইউরিপিদেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার লেখারও মৃত্যু ঘটেছে। এবার যা বললাম বুঝে দেখ।

ডাও। যাও কিছু ধূপ ধূনো আর আগুন নিয়ে এস। আমি সূক্ষ্মভাবে এই কাব্য বিচারের জন্য কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজকে আবাহন করব। তোমরা ততক্ষণে তাঁর জন্য স্তোত্রগান গাও।

কোরাস। হে বাগ্দেবী, তুমিই মানুষের সমস্ত রাগভঙ্গিমার উৎসস্থল, তুমি আবির্ভূত হও এই বিচারসভায়। এখানে দুজন কবি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। আর এখানকার দর্শকরা কবিতাকে চিবিয়ে খেতে চাইছে। কাব্যের এই যেন চূড়ান্ত বিচার।

ডাও। বিচারের আগে তোমরা দুজন প্রার্থনা করবে না?

এসকাই। (বেদীর কাছে গিয়ে) হে দিমিতার, তুমিই আমায় শক্তি দান করে এসেছ। তোমার প্রার্থনা করার শক্তি তুমিই দাও।

ইউরি। (সেখানেই থেকে) আমি কিন্তু সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দেবীর উপাসনা করি।

ডাও। তোমার নিজস্ব দেবতা?

ইউরি। হ্যাঁ তাই?

ডাও। ঠিক আছে তোমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারেই প্রার্থনা করো।

ইউরি। হে ঈথার বা বায়ুমণ্ডল, হে আমার কণ্ঠনালী, হে যুক্তিবোধ, হে নাসারন্ধ্র যা দিয়ে আমি সমস্ত গন্ধ অনুভব করতে পারি, তোমরা যেন আমার মধ্যে উপযুক্ত শব্দ ও বাক্য সঞ্চারিত করো যথাসময়ে।

কোরাস। আমরা দেখতে চাই কোন ভয়ঙ্কর পথে তারা যায়। তাদের জ্বলন্ত কথার ফানুসগুলো কতদূর উঠতে পারে তা দেখব। তাদের দুজনেরই ক্রোধ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে আর বর্বর হয়ে উঠেছে দুজনেরই জিহ্বা। দেখে

মনে হচ্ছে তারা যেন ডালপালা সমেত বড় বড় গাছ ভেঙ্গে গদা করে পরস্পরের মাথাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে।

কোঃ নেতা। এবার কাজ শুরু করো। তোমরা দুজনেই এই বিচার-কার্যে সহায়তা করো। কোন বাজে কথা বলবে না।

ইউরি। একটু পরেই আমি আমার কাব্যশক্তির পরিচয় দেব। এই ভদ্রলোকের দাবি কতখানি সঙ্গত বা অসঙ্গত তা দেখাব। দেখিয়ে দেব উনি বিভিন্ন কলাকৌশলে কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে শুধু দর্শকসাধারণের সঙ্গে ছলনা করেছেন। একিলিস, নাইওবি প্রভৃতি যে সব চরিত্র সুদূর অতীতের, যাদের আজকের মানুষ কখনো দেখেনি তারাই ছিল ওঁর কাছে প্রিয়। আর সেই সব চরিত্র মঞ্চের উপর পটে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকত।

ডাও। তা অবশ্য বটে। খুব একটা বড় কাজ তারা করেনি।

ইউরি। আর যদি কোরাসের কথা বল, উনি দীর্ঘ সমবেত সঙ্গীত পছন্দ করায় গানের মাত্রা বেশী হয়ে যায় আর অভিনেতারা মূক মাছের মত চুপ করে থাকে।

ডাও। আমার কিন্তু অভিনেতাদের এই নীরবতা বেশ ভালই লাগে। আজকের যুগের সোচ্চার কথার মতই সে নীরবতা ভাল লাগে আমার।

ইউরি। তুমি তা ভাল করে দেখনি বা পড়নি। তার জন্যই এমন মনে হচ্ছে।

ডাও। আমার মনে হয় তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু একাজের পিছনে ওঁরও ত যুক্তি থাকতে পারে। দেখতে হবে কেন উনি তা করেছেন।

ইউরি। নাটক যখন এগিয়ে যাচ্ছে নাইওবির মত চরিত্র চুপ করে আছে। পাঠকরা অনুমান করে নেবে কে কি কথা বলতে চায়।

ডাও। সত্যিই তাই। এখন বুঝছি চতুর বুড়োটা ছলনা করত আমাদের সঙ্গে। (এসকাইলাসের প্রতি) আর যশের আশা করো না।

ইউরি। যা সত্য ঘটনা তাই আমাদের এসব কথা বলতে বাধ্য করছে। তারপর ছলাকলার পর নাটকের নায়িকারা নাটকের মাঝখানে দীর্ঘ সংলাপে ফেটে পড়বে। এমন সব কথা বলবে যে কথা কেউ কখনো পৃথিবীতে শোনেনি।

এস। লাল প্লেগের মতই ভয়ঙ্কর।

ডাও। শান্ত হও।

ইউরি। ওঁর লেখার একটা ছত্রও বোধগম্য নয়।

ডাও। (এসকাইলাসকে) দয়া করে তোমার দাঁত কড়মড় করা বন্ধ করবে কি?

ইউরি। কত সব রক্তাক্ত ঘটনা, কত পতাকা, কত অশ্বারোহী, হাঁকডাক অথচ সব মিলিয়ে কোন সঙ্গতি নেই।

ডাও। তবে স্যার একটা কথা স্বপ্নের মত মাঝে মাঝে আমার রাত্রির ঘুমের মধ্যে আমার মনে আসে। আচ্ছা 'হিপ্পালেকৃটার' বলতে তুমি কি বোঝ?

এস। এটা হচ্ছে জাহাজের একটা উপাদান মূর্খ।

ইউরি। তুমি তাহলে বিয়োগান্ত নাটক পছন্দ করতে?

এস। আর তুমি কোন ধরনের নাটক লিখতে? তোমার গর্ববোধ ভ্রান্ত দেখছ না?

ইউরি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তোমার মত হিপ্পালেকটার বা ট্রাজিলাফস লিখিনি। এই সব শব্দ লোকে পারস্য দেশীয় সর্দারদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। আমি আসলে তোমার নাটক থেকেই ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে তাকে নূতন করে এ যুগের মত করে রূপদান করি। তোমার নাটকের সংলাপ যেখানে ভারী ভারী শব্দে ভারাক্রান্ত ছিল আমি সেখানে হালকা শব্দ প্রয়োগ করি। আর শীতল যত সব যুক্তি ব্যবহার করি।

ডাও। হ্যাঁ সেফিসোফনের মত।

ইউরি। আমি নাটকের মধ্যে অহেতুক কোন জটিলতার সৃষ্টি করতাম না। আমার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই যে আবির্ভূত হত সে-ই উপযুক্ত উদ্ধৃতি বা কথার দ্বারা নাটকের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিত।

ডাও। (স্বগত) তুমি কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য দুর্বোধ্যই রাখতে।

ইউরি। তারপর আমার নাটকে প্রথম থেকে কোন চরিত্র বা অভিনেতা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। রাজা মহারাজা, মন্ত্রী উজীর, নারী পুরুষ, ভৃত্য ক্রীতদাস সকলেই সমানভাবে খাটত, সংলাপে অংশগ্রহণ করত।

এস। দেখছ কি শিক্ষা ও দিচ্ছে! এজন্য তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত।

ইউরি। না, কখনই নয়। কারণ নাটকের চরিত্রকে কর্মঠ করে তোলা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিচায়ক।

এস। এটা তোমার পথ না বন্ধু। পরে বুঝবে এ পথ বড় সংকীর্ণ এবং খাড়াই। আমার পরামর্শ শোন, এ পথ ত্যাগ করো।

ইউরি। আমি আরও একটা শিক্ষা দিই আমার নাটকে। তা হলো নগরের সব লোকই স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারত।

এস। আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু এ শিক্ষা দেবার আগে তাদের অভিশাপে যদি তোমার মৃত্যু হত তাহলে ভাল হত।

ইউরি। আমি তাদের আইনসচেতন করে তুলেছিলাম। তারা যাতে তাদের কামনাবাসনার শুভাশুভ দিকগুলি বুঝতে পারে নিজেরা তার জন্য শিক্ষা ও সুযোগ দিতাম তাদের। তারা প্রেমে পড়ত। নিজেদের ভুল বুঝত। সব বস্তু ও ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করত।

এস। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ইউরি। আমি মানুষের সমসাময়িক জীবনধারা হতে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করতাম। বিনা ক্লান্তিতে সব দর্শক উপভোগ করত আমার নাটক। কোন ঐন্দ্রজালিক ইথিওপীয় নাইট বা অতিপ্রাকৃত কোন বনহংসের আবির্ভাবের দ্বারা আমি ভয় দেখাতাম না দর্শকদের। তারা নাটকের চরিত্রের মধ্যে নিজেদের স্বরূপটাকেই উপলব্ধি করতে পারত। ওঁর নাটকে আছে যত যুদ্ধের জয়ঢাক আর বর্শা আর গদাসঞ্চালন। কিন্তু আমার নাটকে আছে ক্লিটোফন ও থেরামেনেসের মত চরিত্র।

ডাও। থেরামেনেস? হ্যাঁ! সত্যি সত্যিই খুব ভাল লোক। তার বন্ধুরা বিপদে পড়লেও সে যেন সব বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। পড়ে গেলেই যেন উঠে পড়ে।

ইউরি। আমি আমার নাটকের দ্বারা নাগরিকদের যুক্তিবোধ ও চিন্তাশক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমার সহজাত শিল্পবোধের কিছু যুক্তি আর কূটনীতি মিশিয়ে তাদের অন্তরকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলাম।

ডাও। হ্যাঁ, তোমার নাটক দেখে দর্শকরা সবাই চারণক্ষেত্র থেকে ফিরে চলা ভেড়ার পালের মতই খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। সংসারে কি আছে কি নেই তার কথা ভাবত না তারা ঘরে ফিরে। বলত না, গত বছর যে মাটির পাত্রটা কিনে এনেছি সেটা নেই কেন। তোমার নাটকের সত্যিই একটা শক্তি ছিল।

কোরাস। হে মহান একিলিস, একবার নিজের দিকে তাকাও। নিজেই হতবাক হয়ে যাবে বিস্ময়ে। হে বীর সুপ্রাচীন যোদ্ধা। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝায় ঘুরে বেড়িয়েছ। অনেক যুদ্ধ জয় করেছ। এবার এখন শান্ত পরিবেশে তোমার সব ক্রোধ বর্জন করে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়ে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করো।

কোঃ নেতা। হে কবি নাট্যকার! তুমিই প্রথম গ্রীক যিনি অসংখ্য শব্দসৌধ

নির্মাণের দ্বারা বিয়োগান্ত নাটকের গৌরব ও তাৎপর্যটিকে তুলে ধর। এবার মনের অবদমিত ভাবরাশি প্রকাশ করো।

এস। আমি পরিষ্কার স্বীকার করছি যে এই ধরনের লোকের কথার উত্তর দিতে আমার ক্রোধ হচ্ছে। তবে একটা কথা বল কবির প্রকৃত গুণ কি?

ইউরি। যদি তার শিল্প সত্য হয়, যদি তার যুক্তি বলিষ্ঠ হয় তাহলে সে সর্বপ্রকারে মানুষের আত্মোন্নতি ঘটিয়ে জাতিকে গৌরবের পথে নিয়ে যাবে।

এস। ধরে নাও, তার উল্টোটা হলো। বলিষ্ঠমনা ব্যক্তিরা দুর্বলতার কাজ করে অন্যায়ের কাজ যদি করে ফেলে তাহলে কি হবে?

ডাও। তাহলে তাদের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। এটা আবার প্রশ্ন করার কি আছে?

এস। আমার নাটকের চরিত্ররা সকলেই উচ্চবংশজাত বলিষ্ঠ পুরুষ, তারা ছিল দেশপ্রেমিক কর্তব্যপরায়ণ, যারা দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রভূত বীরত্বের পরিচয় দেয়।

ইউরি। (স্বগত) তার বক্তৃতা নিশ্চয় খুব দীর্ঘ হবে। (এসকাইলাসের প্রতি) থাম থাম। তারা যদি সবাই এত বড় তাহলে তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি তাদের কি দিয়েছ?

ডাও। রাগ করো না, উত্তর দাও এসকাইলাস। অথবা নিবিড় ঘৃণায় নীরব হয়ে থেকো না।

এস। এ্যারেসের দ্বারা যে ট্রাজেডির শুরু তার কথাই ধর প্রথমে।

ডাও। কি নাটক?

এস। সেভেন এগেনস্ট থীবস্।

ডাও। আমার অনুরোধ বুঝিয়ে দাও।

এস। এমন একটি লোকও ছিল না যে সে নাটক দেখে যুদ্ধ ও রক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি।

ডাও। থীবস্ জাতি তার থেকে আরো উপকার লাভ করে। তারা অকুণ্ঠভাবে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করতে শেখে।

এস। এখনও ত সে পথ খোলা আছে। কিন্তু কেউ তা করে না। আমি চেয়েছিলাম মানুষ জীবনে একমাত্র গৌরবকে কামনা করবে। আমার 'পারস্য-দেশীয়'রা তাই গানের মধ্য দিয়ে গৌরবগাথা ব্যক্ত করে।

ডাও। পারস্য সম্রাট দারাউস যখন কবর থেকে ওঠে, যখন কোরাসদল তাকে

হাত বাড়িয়ে বরণ করে নেয় তখন আমি সত্যিই আনন্দ লাভ করেছিলাম।

এস। নাটকে এইটাই হলো নাট্যকারের কাজ। যুগে যুগে সব দেশের কবি-রাই মানুষকে এইভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির জন্য সং শিক্ষা দান করে এসেছে। অর্ফিয়াস প্রথমে তার গীতিকবিতার মাধুর্যের দ্বারা আমাদের রক্তপাত ও পাপপ্রবৃত্তি হতে সতর্ক করে দেন। মুসাইয়ারাও তাদের জ্ঞানের দ্বারা মানুষের রোগ সারাবার চেষ্টা করে এবং অনেক আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করে। তারপর হেমিওদরাও আমাদের ভূমিকর্ষণ ও কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা দেয়। হোমার যে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন তার মূলেও ছিল নীতিশিক্ষা। তিনি মানুষকে সব প্রকারের ভীরুতা হতে মুক্ত হয়ে বীরত্বের সঙ্গে সব কাজে এগিয়ে যেতে বলতেন।

ডাও। হোমার যদি তাঁর উত্তরসূরীদের কিছু শিক্ষা দিতে পারতেন! তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারতেন।

এস। হোমার, লায়াকাস, টিউসার ও প্যাট্রোক্লাসের মত অনেক বীর চরিত্র সৃষ্টি করেন। আমি আমার নাটকের জন্য সেই সব অনেক চরিত্র গ্রহণ করি। আমার সৃষ্ট চরিত্রদের আদর্শ দেখে নগরবাসীরা শত্রু দমনে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে শেখে। কিন্তু আমি তোমার স্থেনেবোয়া বা ফেড্রার কোন গণিকাসদৃশ নারীচরিত্র সৃষ্টি করিনি।

ইউরি। না, তুমি আফ্রোদিতেকে আবাহন করার রীতিটি তোমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

এস। আমি আফ্রোদিতেকে বাদ দিয়েই নাটক লিখতে চেয়েছিলাম। আফোদিতেকে নিয়ে তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করো। আর তাতেই তোমাদের সর্বনাশ হয়।

ডাও। জিয়াসের নামে শপথ করে বলছি একথা সত্য। ইউরিপিদেস ও তাঁর দলের নাট্যকারেরা যদি নাটকের মধ্যে এইরকম প্রেমের খেলা দেখান তাহলে বুঝতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে কত প্রেমের খেলা খেলেছেন।

ইউরি। আমার স্থেনেবোয়া জনগণের কি খারাপ করেছে?

এস। যখন ভাল মানুষের ভাল সতীলক্ষ্মী স্ত্রীদের অন্তর কোন কারণে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখনি সে তাদের হেমলক বিষ পান করিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

ইউরি। কিন্তু আমি ইতিহাস থেকেই ফেড্রার চরিত্রগত উপাদান পেয়েছি।

এস। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কবিদের কাজ হলো ইতিহাসের উপাদানকে

রহস্যে আবৃত করে রাখা। তাদের কাজ হবে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া।

ইউরি। কিন্তু কি ভাষায় নাটক তুমি লিখেছ? যে ভাষায় সাধারণ মানুষ কথা বলে সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত ছিল তোমার।

এস। একথা অবান্তর, অর্থহীন। ভাববস্তু যেখানে মহান সেখানে ভাষারও সেই পরিমাণ সমুন্নতি ঘটাতে হবে। আর সেই ভাববস্তুর উপযুক্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকও দিতে হবে। এই নিয়মই আমি নাটকে প্রবর্তন করি এবং সেই নিয়মই চলে আসছিল। কিন্তু তুমি এসে সব নষ্ট করে ফেল।

ইউরি। কেমন করে?

এস। তুমি বড় বড় বীরদের উন্নত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ভিক্ষুকের পোষাক পরিয়ে সাধারণ দর্শকদের করুণা উদ্রেক করো।

ইউরি। করেছি। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে?

এস। বর্তমানকালের ধনীরা তোমার কুশিক্ষা গ্রহণ করে কর ফাঁকি দিতে শিখেছে।

ডাও। বাইরে ছেঁড়া পোষাক পরে ভিতরের ভাল পশমী পোষাককে অনেকে ঢেকে রাখে শীতকালে।

এস। তার উপর আরো কথা আছে। তুমি সবেমাত্র হাঁটতে শেখা শিশুদেরও বড় বড় কথা বলতে শিখিয়েছ। তারা বড় বড় লোকদের নাকের উপর তর্ক করে। শক্ত কথা বলে। আমি কিন্তু তা বলাইনি। আমার নাটকে যে বৃদ্ধ নাবিক, সে শুধু নীরবে দাঁড় টেনেই গেছে।

ডাও। কিন্তু বর্তমানের নাবিকরা শুধু তর্ক করে যায়, দাঁড় টানে না। কর্তব্যকর্ম করে না।

এস। তুমি কি করনি? তোমার সৃষ্ট মহিলারা যার তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। কেউ দেওরের সঙ্গে, কেউ সপত্নীপুত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়ে বলেছে, জীবনটা বাঁচার মত নয়। কেউ আবার দেবতার যজ্ঞবেদীতে গেছে পুত্র প্রসবের জন্য। তোমার নাটকের প্রভাবে আমাদের গোটা নগরটা যত সব অনুকরণপ্রিয় বানর-বানরীতে পরিণত হয়েছে। কেউ আর বীরত্ব বা দেশপ্রেমের কথা বলে না।

ডাও। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমি ত প্যানেথেনিয়ার কাণ্ড দেখে হেসে খুন হয়েছিলাম। অথচ আমার কাঁদা উচিত ছিল।

কোরাস। হে পৃথক দুই ধারার প্রবীণ দুই শিল্পী, তোমরা আর ঝগড়া বিবাদ

করো না। শান্তভাবে পরস্পরকে প্রশ্ন করে কিছু জানার থাকলে জেনে নাও যদি ভেবে থাক তোমাদের কথা শ্রোতারা বুঝতে পারছে না তাহলে ভুল করবে। তাদের মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে সে কথা। তোমরা দুজনেই বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘকাল বিদ্যার বিভিন্ন পথে বিচিত্র গ্রন্থ হাতে পরিভ্রমণ করেছ। প্রকৃতি তোমাদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দান করেছে। তোমরা যা কিছু বলবে, তোমাদের চিন্তাভাবনা কামনা বাসনা ওরা সব বুঝতে পারবে।

ইউরি। আমি প্রথমে ওঁর নাটকের প্রস্তাবনাগুলি বিচার করে দেখব। তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমি প্রথম বিশ্লেষণ করব। ওঁর নাটকের প্রস্তাবনা ও প্রথম অংশটা দুর্বোধ্য। তার থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না।

ডাও। প্রথমে কোন নাটকের প্রস্তাবনা বিচার করবে?

ইউরি। ওরিস্টিয়াই এখন ধর।

ডাও। এখন সব চুপ করো। বিচার হবে। বল এসকাইলাস।

এস। (বইএর প্রথমটা খুলে) "হে মৃত্যুপুরীর পরিচালক, আমার ত্রাণকর্তা, আমাকে পথ দেখাও। আমি তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি আমার এই পিতৃভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই।

ডাও। কোন ছত্রে ভুল দেখলে?

ইউরি। এক ডজন লাইনই ভুল।

ডাও। কিন্তু মোট লাইন ত তিনটে।

ইউরি। কিন্তু প্রতি লাইনেই কুড়িটা করে ভুল আছে।

ডাও। না থাম থাম এসকাইলাস। আমার মনে হচ্ছে তোমার কবিতার প্রতিটি পর্বে স্বরধ্বনির গোলমাল হচ্ছে।

এস। আমি কেন ওকে কথা বলতে দেব?

ডাও। এটা আমার উপদেশ।

ইউরি। ওঁকে কি বলবে উনি হাজার মাইল বিপথে চলে গেছেন?

এস। এটা দোষ স্বীকার করি। কিন্তু কোথায় দোষ দেখিয়ে দাও।

ইউরি। লাইনগুলো আবার পড়।

এস। হে মৃত্যুপথের পরিচালক, আমার পিতাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

ইউরি। ওরেস্টেস তার পিতার সমাধির উপর দাঁড়িয়ে একথা বলেছে।

এস। আমি তা অস্বীকার করছি না।

ইউরি। কিন্তু কোন পথে ওরেস্টেসের পিতা মৃত্যুবরণ করে? কোন এক নারীর কুঅভিসন্ধিই কি তার কারণ? সে কি হার্মিসের সাহায্য চায়?

এস। না, না, সে ইরিউনিয়ার হার্মিসের কথা বলেছে যে হার্মিস মৃত্যুপথের পরিচালক আর এই শক্তি সে তার পিতার কাছ থেকে পায়।

ইউরি। আমি যা ভেবেছিলাম এটা তার থেকেও খারাপ। কারণ তোমার হার্মিস যদি তার মৃত পিতার কাছ থেকে......

ডাও। কেন পারিবারিক পেশার কথা তুলছ?

এস। ডাওনিসাস, তোমার মদে কোন সুবাস নেই।

ডাও। ঠিক আছে। তারপর? (ইউরিপিদেসকে) এই নাও ভুল ধরো।

এস। "হে পিতা, তুমি আমার সহায় হও যাতে আমি আমার এই পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি।"

ইউরি। মহান এসকাইলাস একই কথার পুনরুক্তি করছেন।

ডাও। কেমন করে?

ইউরি। ওর কথাগুলো লক্ষ্য করো। 'প্রত্যাবর্তন' আর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত' এক কথা নয়?

ডাও। হ্যাঁ, এ যেন কাউকে বলা হয় একটা বালতি দাও অথবা বালতির মত জল রাখার একটা পাত্র দাও।

এস। বেশী কথা বলে বলে তোমার মাথায় আর কিছু নেই। কথা দুটোর অর্থ এক নয় এবং আমার এই ছত্র নির্ভুল।

ডাও। সত্যি নাকি? আমাকে বুঝিয়ে বল।

এস। প্রত্যাবর্তন মানে কোন নির্বাসিত লোকের বাড়ি ফিরে আসা। এটা হলো তার প্রথম কাজ। তারপর তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ডাও। এ্যাপোলোর নামে বলছি এ কথা ঠিক। (ইউরিপিদেসকে) এ বিষয়ে তুমি কি বলতে চাও?'

ইউরি। আমি মনে করি না ওরেস্টেস দেশে ফিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে শুধু গোপনে দেশে ফিরেছিল।

ডাও। (স্বগত) আমি ওদের কথা ত কিছুই বুঝছি না।

ইউরি। এরপর বল।

এস। (নীরব হয়ে থাকল)

ডাও। বল এসকাইলাস। চুপ করে কেন? (ইউরিপিদেসকে) আর তুমি

ভুল ধরো।

এস। এই মৃত্যুপারাবারের তীরে দাঁড়িয়ে আমি আমার প্রভুকে ডাকছি। তিনি আমার কথা যাতে শোনেন। মন দিয়ে শোনেন।

ইউরি। এখানেও সেই এক ভুল। শোনা আর মন দিয়ে শোনা—দুটো এক কথা হলো না?

ডাও। তুমি একটি গাধা, লোকটা মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলছিল। আর মৃতদের তিনবার ডাকতে হয়। তাতেও সাড়া পাওয়া যায় না।

এস। এস ইউরিপিদেস, এবার তোমার প্রস্তাবনার কথা বল।

ইউরি। হ্যাঁ দেখাব। আমার সে প্রস্তাবনার মধ্যে যদি কোন পুনরুক্তি দোষ বা অপ্রাসঙ্গিক কোন ভাঁড়ামি দেখতে পাও তাহলে আমার গায়ে থুথু দিও।

ডাও। ঠিক আছে শুরু করো। সেই সব খাঁটি নির্ভুল প্রস্তাবনা আমাকে অবশ্যই শুনতে হবে।

ইউরি। 'প্রথমে ঈডিপাস সুখেই ছিল।'

এস। না সে কখনই সুখে ছিল না। তার জন্মের আগেই এ্যাপোলো তার সারা জীবনকে অভিশপ্ত করে দেয়নি? সে তার পিতাকে হত্যা করবে এটা বিধিনির্দিষ্ট ছিল না?

ডাও। জন্মের আগেই সব ঠিক হয়ে গেল তার পিতাকে মারবে!

এস। তাহলে কি করে তুমি সুখী বলতে পার তাকে?

ইউরি। প্রথমে ঈডিপাস ছিল সুখী, পরে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। তার জীবন এগিয়ে যায় সর্বনাশের পথে।

এস। সে কখনই সুখী ছিল না। তার জন্ম হতে না হতেই তার পিতামাতা তাকে একটা পাহাড়ে তার পা বেঁধে দারুণ শীতের মধ্যে ফেলে আসে যাতে সে বেঁচে থাকতে না পারে, যাতে পিতৃহন্তা হতে না পারে। তারপর সে কোন রকমে পায়ে ঘা নিয়ে পলিবাসের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে যায়। যৌবনে তার থেকে দ্বিগুণ বয়সের এক বিগতযৌবনাকে বিবাহ করে। পরে দেখা যায় সেই তার মা। তখন সে তার চোখ উপড়ে ফেলে। কেমন সুখী ছিল দেখতে পাচ্ছ?

ডাও। কিন্তু তাকে কোন সমুদ্রে যুদ্ধ করতে হয়নি তার কোন সহকর্মীর সঙ্গে।

ইউরি। ওটা কোন যথার্থ সমালোচনা নয়। আমি প্রস্তাবনা ভালই লিখি।

এস। জিয়াসের নামে বলছি আমি তোমার প্রতি কথায় ঠোক্কর মারব না।

শুধু এক তৈলপাত্রের দ্বারাই আমি তোমার প্রস্তাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারব।

ইউরি। তৈলপাত্র দিয়ে নস্যাৎ!

এস। হ্যাঁ তাই। তুমি সব জিনিস এমন খুঁটিয়ে লেখ যে কিছুই বাদ যায় না। যেমন বিছানার চাদর, তৈলপাত্র অথবা কাপড়ের থলে। এইসব দিয়ে তোমার বিয়োগান্তক নাটককে শোভিত করো।

ইউরি। তুমি তা প্রমাণ করে দিতে পারবে?

এস। হ্যাঁ পারব।

ডাও। তাহলে উদ্ধৃত করো তোমার প্রস্তাবনা।

ইউরি। এই কাহিনী প্রচলিত আছে যে সঙ্গে পঞ্চাশজন যুবক নিয়ে এজিপটাস কোন জলযানে করে পালিয়ে যায়। কিন্তু আর্গসে এসে…

এস। এসে দেখল তার তৈলপাত্র নেই!

ডাও। কী তৈলপাত্রের কথা বলছ! চুলোয় যাক। আর একটা বল।

ইউরি। একটি দণ্ড আর মৃগচর্মধারী ডাওনিসাস সুউচ্চ পার্নেসাস পর্বতমালার উপর দিয়ে এক দূরাগত আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যেতে লাগল।

এস। দেখল তার তৈলপাত্র চলে গেছে।

ডাও। হায়, আবার সেই তৈলপাত্র!

ইউরি। আবার বলছি, এতে কোন তৈলপাত্র নেই। কোন মানুষই সম্পূর্ণ নীরোগ আর অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। দেখ এই মানুষটি উচ্চবংশজাত, কিন্তু কোন ধনসম্পদ নেই।

এস। কিন্তু তৈলপাত্রও নেই।

ডাও। ইউরিপিদেস!

ইউরি। ঠিক আছে।

ডাও। খুব সাবধান! তোমার এই তৈলপাত্রই ঝড় তুলবে। তোমার নৌকোর পাল ছিঁড়ে দেবে।

ইউরি। আমি আমার পাল কেড়ে নেব ওর হাত থেকে। এ বিষয়ে আমি কিছুই মনে করিনি।

ডাও। আর একটা উদ্ধৃতি দাও যার মধ্যে কোন তৈলপাত্র নেই।

ইউরি। বহুকাল আগে মহান এজিনরপুত্র ক্যাডমাস সাইডন থেকে দ্রুত…

এস। দেখল তার তৈলপাত্র নেই।

ডাও। ওঃ কী জ্বালাতন! জিনিসটাকে একেবারে কিনে রেখে দাও। এই একটা জিনিস প্রত্যেকটা প্রস্তাবনা নষ্ট করে দিল।

ইউরি। আমি এখন অনেক প্রস্তাবনা উদ্ধৃত করতে পারি যার মধ্যে উনি তেল ঢালবার কোন পাত্রই পাবেন না। যেমন 'দ্রুতগামী চক্রযান সেই ট্যাণ্টালাসবংশীয় পেনবাসের পিসার পথে নিয়ে যেতে লাগল।'

এস। দেখল তাদের তৈলপাত্র কাছে নেই।

ডাও। আবার সেই? কেন পেনবাস পিসায় গিয়ে অন্য একটা তৈলপাত্র কিনে নিতে পারত।

ইউরি। আমার আরো প্রস্তাবনা আছে। মাটির গর্ভ থেকে রাজা ওলেউস···

এস। দেখল তার তৈলপাত্র নেই।

ইউরি। তুমি আমাকে গোটা লাইনটা বলতে দাও। 'মাটির গর্ভ থেকে ভাল ফসলই লাভ করল রাজা ওলেউস। কিন্তু যখন তিনি উপাসনা করতে লাগলেন?

এস। দেখলেন তাঁর তৈলপাত্র নেই।

ডাও প্রার্থনার সময় তৈলপাত্র চুরি হয়ে গেল? কোন সে চোর?

ইউরি। ও কথার কোন উত্তর আমি দিতে চাই না। স্বর্গলোকে বিরাজ করছেন সর্বশক্তিমান জিয়াস। সত্য কথা স্বতোৎসারিত হয়ে বেরিয়ে আসছে···'

ডাও। হা ভগবান! তোমার প্রস্তাবনা তোমার চোখগুলোর মতই ঢ্যাবরা। তোমার বিষয়বস্তু পাল্টাও। ওর গান বিচার করো।

ইউরি। গান! হ্যাঁ, আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমি দেখাব ওঁর লেখা গান কত বাজে। সব এক রকমের।

কোরাস। এসকাইলাসের গানের থেকে ভাল জিনিস আর কিছুই হতে পারে না জগতে। আমি বুঝি তার মধ্যে কি ত্রুটি আছে। এর থেকে অর্ধেক সুন্দর গান আজ পর্যন্ত কোন মানুষ লিখতে পারেনি। যে গান মানুষকে কত প্রেরণা দেয় সে গানের মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে না।

ইউরি। হ্যাঁ খুব আশ্চর্যজনক গান। আমি একসঙ্গে গাইব।

ডাও। আমি কতকগুলো ঢেলা নিয়ে গাইব।

ইউরি। হে পিথিয়াবাসী একিলিস, যুদ্ধের গর্জন শুনতে পাচ্ছ? শুধু গর্জন, কিন্তু উদ্ধারের কোন আশা নেই। আমরা এই সমুদ্র থেকে আমাদের বংশের

পূর্বপুরুষ হার্মিসের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। কিন্তু কোন ত্রাণের আশা পাচ্ছি না।

ডাও। দুবার গর্জন শোনা গেছে এসকাইলাস।

ইউরি। হে একীয়ার গৌরব, এ্যাত্রিদেস জাতির নেতা, আমার প্রার্থনায় সাড়া দাও। কিন্তু শুধু নরহত্যাকারী যুদ্ধের গর্জন শোনা যাচ্ছে, কোন ত্রাণের আশা নেই।

ডাও। তৃতীয়বার গর্জন।

ইউরি। চুপ করে শোন। মক্ষীরাণীরা আর্তেমিসের পাপড়িগুলিকে খোলার জন্য কাছে এসেছে। আমি শুধু এখন ভাগ্যের গান গাইব। কিন্তু ভয়ঙ্কর গর্জনের হাত হতে উদ্ধারের কোন আশা নেই।

ডাও। হে সর্বশক্তিমান জিয়াস, কতবার গর্জনের আঘাত সইতে হবে? এতে আমার স্নায়ু আর মূত্রথলী দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইউরি। এখন হয়েছে কি? দাঁড়াও আরো আছে।

ডাও। ঠিক আছে বল, কিন্তু গর্জনের কথা আর বলো না।

ইউরি। একীয়া থেকে সে কেমন করে নিয়ে এল ফ্ল্যাট্রেথ্রাটকে বাতাসের সঙ্গে বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করে? আর উন্মত্ত বাতাস ক্রোধে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল সেই ফ্ল্যাট্রেথ্রাটকে।

ডাও। এই ফ্ল্যাট্রেথ্রাটটা কি? ম্যারাথন থেকে কি পশম সংগ্রহের এই উপাদানটা এনেছিলে?

এস। আমি ভাল জায়গা থেকেই এনেছিলাম এবং সেই মায়াময় মিউজের প্রান্তরে তা রেখেছিলাম। কই আমার বীণাটা আন। কিন্তু বীণার কি দরকার? কই ইউরিপিদেসের গান কই?

ডাও। একবার মিউজ…

এস। (ইউরিপিদেসকে) অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত ফেনায়িত সমুদ্রতরঙ্গের পাশে হে হ্যালসিয়ন, তুমি মাকড়শার মত দিনরাত চরকায় সুতো কেটে চল। যেখানে অনেক জলপরী গান গেয়ে জাহাজগুলোকে পথ দেখায়। আঙ্গুরের গুচ্ছ হতে উৎপন্ন হে উজ্জ্বল মদ্য, তুমি মানুষের মন থেকে সব দুঃখ দূর করে দাও। তুমি আমার ওষ্ঠকে আলিঙ্গন করো। দেখলে?

ডাও। হ্যাঁ দেখলাম।

এস। আর উনি?

ইউরি। আমিও দেখলাম।

এস। এই সেই গান যাকে তোমরা বিচার করতে চাইছ। যে গান লোকেরা বাঁশির সুরে সুরে গায়। এর পর আমি এ গানের ভাববস্তুর কথা কিছু বলব। হে অগ্নিগর্ভ রাত্রি, কোন স্বপ্ন তুমি আমার মনে সঞ্চারিত করতে চাও? তার আত্মা বলে কোন জিনিস ছিল না। তার পোষাক ছিল মৃত্যুর মত কালো। চোখ ছিল রক্তের মত লাল। হে কুমারী মেয়েরা উঠে এস, আগুন জ্বালো। আমার জন্য একপাত্র গরম জল নিয়ে এস যাতে আমি সব দুঃস্বপ্ন ধুয়ে ফেলতে পারি। হে জলদেবী. আজ আমাকে দয়া করো। (আরো জোরে) হে পর্বতবাসিনী পরীরা, আমাকে সাহায্য করো। (অশ্রুপূর্ণ চোখে) আমার মৃত্যু হলে ভাল হত। আমি সারাদিন ধরে চরকায় সুতো কেটে বাজারে গিয়েছিলাম বিক্রি করতে। (কাঁদতে কাঁদতে) কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। কম্পিত বাতাস ভেদ করে উঠে দাঁড়াল সে। সে শুধু আমাকে দুঃখ দেয়। অশ্রু দেয়। হে আইডা পর্বতের সন্তানগণ, হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে এস। হে সুখী দেবী ডিকটিনা, আর্তেমিস, হে জিয়াসকন্যা হিকেট, আমার সব আশা পূরণ করো। আমাকে আলো দেখিয়ে গ্লাইসের বাড়িতে নিয়ে চল।

ডাও। গান থামাও এবার।

এস। অনেক কিছু হয়েছে, আর না। এবার সবচেয়ে বড় বিচার দাঁড়ি-পাল্লায় চড়াব ওর কাব্যসৃষ্টিকে।

ডাও। আমারও হচ্ছে সেই কথা। আমি অন্যান্য জিনিসের মত কবিতাকেও ওজন করব।

(একটা বড় দাঁড়িপাল্লা আনা হলো)

কোরাস। প্রতিভার যা কিছু সৃষ্টি তা কত শ্রমের ফল। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য ঘটনা, সেই সৃষ্টিকে ওজন করতে চায় ওরা। এত সুন্দর সৃষ্টিকে কি করে খারাপ বলছে ওরা। অন্য কেউ বললে আমি বিশ্বাস করতাম না। আমার মনে হল সে যেন ঠাট্টা করছে।

ডাও। এস দাঁড়িপাল্লার দুধারে এসে তোমরা দাঁড়াও।

এসকাইলাস ও ইউরিপিদেস। এইখানে?

ডাও। তোমরা প্রত্যেকের কবিতার একটা করে লাইন বলবে। আমি 'কাক্কু' বললেই থামবে। তারপর তোমাদের সে কবিতা ওজন করে দেখা হবে।

ইউরি। হায়, দেবতাদের বিধানে কোন আর্গো যদি পাখির মত পাখা মেলে

সমুদ্র পার হতে না পারত !

এস। স্পার্সিয়াস নদী আর তুমি চারণরত গরুর মত ঘুরে বেড়াও।

ডাও। কাক্ক। যাক। এসকাইলাসের কবিতা ওজনে অনেক ভারী হয়ে গেল।

ইউরি। কেন, তার যুক্তি কি ?

ডাও। কারণ এই কবিতার মধ্যে যে নদী ঢুকিয়ে দিয়েছে তার জলে ওর কবিতার লাইনটা ভিজে গেছে। তাছাড়া তুমি কবিতার মধ্যে যে পাখার কথা বলেছ তাই দিয়ে তোমার কবিতা উড়ে পালিয়েছে।

ইউরি। ওকে আবার পড়তে বল। আমিও পডব।

ডাও। তাহলে আবার তৈরি হও।

এসকাইলাস ও ইউরিপিদেস। এই যে তৈরি হয়েছি।

ডাও। এবার বল।

ইউরি। বক্তৃতার দ্বারা কথার যে কাজ মানুষকে দিয়ে করানো যায় সে কাজ মন্দির করাতে পারে না।

এস। দেখ, কোন দেবতাই কখনো কোন পূজা উপাচার বা অর্ঘ্য চান না, এমনকি মৃত্যুর দেবতাও না।

ডাও। থাম।

ইউরি। এবারও ওর কবিতা বেশী ভারী হলো কেন ?

ডাও। ওর কবিতার মধ্যে মৃত্যুর কথা বলেছে, যে মৃত্যু সবচেয়ে ভারী জিনিস।

ইউরি। কিন্তু আমার লাইনটাও খুব ভাল ছিল।

ডাও। কিন্তু যে সব কথা তোমার কবিতার মধ্যে ছিল সে সব কথার কোন ওজন ছিল না। শক্ত আর ভারী কথা ঢোকাতে হয় কবিতায় তাহলে ওজনেও তা ভারী হবে।

ইউরি। এখন আমি এ ধরনের কবিতা কোথায় পাব ?

ডাও। আমি তোমাকে বলে দেব।

ইউরি। সে তার ডান হাত দিয়ে একটা ভারী লোহা পার করে দিল।

এস। রথের পর রথ, শবের উপর শব জমা হতে লাগল।

ডাও। এবারও তোমাকে হারিয়ে দিল এসকাইলাস।

ইউরি। কেমন করে তা করল ?

ডাও। দুটো রথ আর দুটো শব দশজন মিশরীয়ও তুলতে পারবে না। . . .

এস। আর কোন কবিতার লাইন নয়। এবার ইউরিপিদেস তুমি তোমার সব বই ও পত্রপত্রিকাসহ দাঁড়িপাল্লার একদিকে বসে পড়। তোমাদের উল্টোদিকে আমি শুধু আমার কবিতার দুটো লাইন বসাব।

প্লুটোর প্রবেশ

প্লুটো। (ডাওনিসাসের প্রতি) ঝগড়ার মীমাংসা হলো?

ডাও। আমি মীমাংসা করব না। ওরা দুজনেই আমার বন্ধু। একজনকে শত্রু করে লাভ কি?

প্লুটো। তাহলে যেজন্য এখানে এসেছ তুমি তা পাবে না।

ডাও। আমি যদি মীমাংসা করি।

প্লুটো। তাহলে তুমি যাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

ডাও। অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ। এখন শোন তোমরা, আমি বুঝিয়ে বলছি সব কথা। আমি এখানে এসেছি একজন ভাল কবিকে মর্তো নিয়ে যেতে। কারণ সে সৎপরামর্শের দ্বারা আমাদের শহরকে সৎ পথে নিয়ে যাবে। যে ভাল পরামর্শদাতা বিবেচিত হবে তাকে আমি নিয়ে যাব। এখন এ্যালসিবিয়াদের কথা বল যার জন্মের জন্য তার মাতা এথেন্স এখনো কষ্ট পাচ্ছেন।

প্লুটো। তার প্রতি এথেন্সের এখন মনোভাব কি?

ডাও। ভাল। এথেন্স তাকে ভালবাসে, আবার ঘৃণাও করে। এ বিষয়ে আমি এদের দুজনের মতামত জানতে চাই।

ইউরি। যে ব্যক্তি দেশের সেবা করে না অথচ যার বুদ্ধি আছে তাকে তাড়িয়ে দেবে নগর থেকে।

ডাও। ঠিক আছে। এবার তুমি বল।

এস। সে নগরমধ্যে কোন সিংহশিশুকে লালন করবে না। কিন্তু যদি কোন সিংহ সেখানে থাকে তার কাছে মাথা নত করে চলবে।

ডাও। হা জিয়াস! এবারেও আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। একজন ভাল কথা বলেছে আর একজন খুব সহজবোধ্য সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি আর একটা পরামর্শ চাইব তোমাদের কাছে। আমাদের রক্ষা করার জন্য কি করা উচিত।

ইউরি। আমি জানি কি করতে হবে।

ডাও। বল তা।

ইউরি। যেখানে অবিশ্বাস আছে সেখানে সে অবিশ্বাস দূর করে বিশ্বাস আনতে হবে। আর যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানে অবিশ্বাস আনতে হবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাও। ঠিক বুঝতে পারলাম না। আরো সহজ করে বল।

ইউরি। তোমরা এখন যে সব মানুষকে বিশ্বাস করো তাদের সবাইকে সন্দেহ করো। আর যাদের ঘৃণা করে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছ তাদের ডেকে আন। তাহলে দেখবে তার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাবে।

ডাও। তুমি কি বল?

এস। আমাকে প্রথমে বল তোমাদের নগরী কি ধরনের লোক চায়? ভাল লোক ত?

ডাও। সে তাদের ঘৃণা করে।

এস। মন্দ লোকদের সাহচর্য ও সেবায় আনন্দ লাভ করে?

ডাও। দেশ তা চায় না। কিন্তু জোর করে তাকে দিয়ে তা করানো হচ্ছে।

এস। যে দেশ ভাল লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করে তার উদ্ধারের কোন আশা নেই।

ডাও। তার পথ তোমাকে বলে দিতে হবে যদি তুমি নিজের উন্নতি চাও।

এস। সে কথা এখানে নয়। সেখানে বলব।

ডাও। না, এখান থেকেই আশীর্বাদ পাঠাও দেশের প্রতি।

এস। দেশকে বাঁচতে হলে শত্রুদের দেশকে নিজের আর নিজের দেশকে শত্রুদের মনে করতে হবে। আর তার রণতরী ও অর্ণবপোতগুলিকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাবতে হবে।

ডাও। ভাল।

প্লুটো। এবার তোমার বিচারের রায় দাও।

ডাও। আমার মন যাকে চায় তাকেই আমি নির্বাচিত করব।

ইউরি। মনে করে দেখ তুমি সব দেবতাদের নামে শপথ করে বলেছিলে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তোমার বন্ধু হিসাবে।

ডাও। আমার জিহ্বা সে শপথ করলেও আমি এসকাইলাসকেই নির্বাচন করলাম।

ইউরি। বিশ্বাসঘাতক, তুমি কি করলে?

ডাও। আমি বিচার করে এসকাইলাসকেই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারে ভূষিত করছি।

ইউরি। তোমার এই লজ্জাজনক কাজ আমি চোখে দেখতে চাই না।

ডাও। আমার কাজে লজ্জা কোথায়? রঙ্গজগৎ ত লজ্জা ভাবে না।

ইউরি। কঠিন হৃদয়! তুমি তোমার পুরনো বন্ধুকে ফেলে চলে যেতে চাও?

ডাও। কে জানে না বাঁচা মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া? কে একথা জানে না যে বাঁচা মানে রুটি খাওয়া আর পশমী শয্যায় নিদ্রা যাওয়া?

প্লুটো। তোমরা দুজনে ভিতরে এস।

ডাও। আবার যাব?

প্লুটো। তোমরা রওনা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে খাবে।

ডাও। সানন্দে খাব। ভোজসভার দ্বারাই এইভাবে একটি সুখের দিনকে গৌরবান্বিত করতে হয়।

সোফোক্লিস

এসকাইলাস

: নাটকের চরিত্র :

ওরেস্টেস : এ্যাগামেমননের পুত্র ও আর্গসের রাজা
পাইলেডস্ : ঐ বন্ধু
কোরাস : ক্লাইতেমেস্ত্রার সহচরীর দল
ইলেকট্রা : এ্যাগামেমননের কন্যা
ক্লাইতেমেস্ত্রার জনৈক পুরুষভৃত্য
ক্লাইতেমেস্ত্রা : এ্যাগামেমননের বিধবা পত্নী
ওরেস্টেসএর ধাত্রী
এজিস্থাস : ক্লাইতেমেস্ত্রার উপপতি
এজিসথাসের জনৈক পুরুষভৃত্য

●

ঘটনাস্থল

আর্গসের নগরপ্রাচীরের বাইরে অবস্থিত এ্যাগামেমননের মাটির নাতিউচ্চ সমাধি। নিকটে হার্মিসের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। সমাধির পাশে দাঁড়িয়েছিল ওরেস্টেস। অদূরে দাঁড়িয়েছিল পাইলেডস্। তখন প্রভাতকাল।

ওরেস্টেস। পৃথিবীর মৃত আত্মাদের পথ প্রদর্শক হে হার্মিস, ত্রাণকর্তা জিয়াসের পুত্র, তোমার পিতার কর্তব্য পালন করো। আমাকে উদ্ধার করো। আমার প্রার্থনা শোন, আমার সপক্ষে লড়াই করো। আমি এক নির্বাসিত ব্যক্তি, দীর্ঘ নির্বাসনের পর দেশে ফিরে আমার জন্মগত অধিকারকে ফিরে পেতে চাই। এই সমাধির উপর দাঁড়িয়ে কোন কাজ শুরু করার আগে আমার পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ চাইছি আমি। (মাথার দু গোছা চুল ধরে) আমার মাথার এই কেশ আমি উৎসর্গ করছি। একগুচ্ছ কেশ আমি দিলাম আমার পিতৃভূমির নদী আয়াকাসকে যার তীরে শৈশবে আমি লালিত পালিত হয়েছি। আর একগুচ্ছ আমি উৎসর্গ করলাম আমার বিলম্বিত দুঃখ ও

শোকাশ্রুর উদ্দেশে। তোমার মৃতদেহ সমাহিত হবার সময় তোমার জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করার জন্য আমি তখন ছিলাম না পিতা। তোমার মৃত্যুকালে তোমাকে চিরদিনের মত বিদায় জানাতে পারিনি।

কিন্তু কারা আসছে? এর অর্থ কি? কৃষ্ণ পোষাক পরিহিত একদল নারী—এর কি অর্থ হতে পারে? তবে কি আমাদের পরিবারে আবার কারো মৃত্যু ঘটল? অথবা আমার অনুমানই কি সত্য? ওরা কি আমার পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে ধরিত্রীমাতাকে তুষ্ট করতে আসছে? হ্যাঁ ঠিক তাই। এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ওদের মধ্যে আমার ভগিনী ইলেকট্রাও রয়েছে যাকে সবচেয়ে বেশী মর্মাহত দেখাচ্ছে দুঃখে। হে মহান জিয়াস, আমার উপর কৃপা করো। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত শক্তি দাও। আমার পক্ষ অবলম্বন করো।...এস পাইলেডস্, আমরা আড়ালে থেকে শুনব এই নারীরা কি বলে আর কেনই বা তারা এ আনুষ্ঠানিক কর্ম করতে এসেছে।

অঞ্জলি পাত্র হাতে ইলেক্ট্রা ও নারীদের কোরাসদলের প্রবেশ

কোরাস। শান্ত ও বিষণ্ন পদক্ষেপে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে এসেছি আমরা। কিন্তু মাথা চাপড়ে বা নখদ্বারা গণ্ডদ্বয় ছিন্নভিন্ন করে অথবা পোষাকগুলি টুকরো টুকরো করে আমাদের শোক বাইরে প্রকাশ করতে পারিনি। যাঁর মৃত্যু আমাদের জীবনের সব হাসি কেড়ে নিয়েছে, আমাদের অন্তহীন বেদনা দান করেছে সেই মৃত্যুর জন্য যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারিনি আমরা অন্তরের ব্যথা। সহসা মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে স্পষ্ট এক দৈববাণী ধ্বনিত হয় যা শুনে আমাদের চুল ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অন্তঃপুরের নারীরা সব ঘুম থেকে জেগে উঠেই সে দৈববাণী শুনতে পায়। স্বপ্ন ও দৈববাণীর ব্যাখ্যাতারা তা ব্যাখ্যা করে বলে, মৃতদের মধ্যেও আছে তপ্ত ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ, আছে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা। তাই দেবতাদের দ্বারা ঘৃণিত সেই নারীর আদেশে হে ধরিত্রীমাতা, তোমাকে তুষ্ট করতে এসেছি আমরা এখানে। যাতে নিয়তির নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেমে না আসে তার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা। কিন্তু আমি এই দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেও ভয় পাই। আমি জানি কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা রক্তের দ্বারা কলুষিত মাটিকে পরিশুদ্ধ করা যায় না। হে রাজপ্রাসাদ, ঘৃণ্য অন্ধকার পাপকর্মের দ্বারা দৈব আশীর্বাদের সব আলো

হতে বঞ্চিত করেছ নিজেকে। স্বয়ং রাজা অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন তোমার মধ্যে। এমন একদিন ছিল যখন প্রজারা অকুণ্ঠ আনুগত্যের দ্বারা সম্মান করত রাজাকে। কিন্তু আজ সে আনুগত্যের পরিবর্তে ভয় তার স্থান গ্রহণ করেছে। আজ যদিও পাপী ও হত্যাকারী তার পাপকর্মকে গোপন রেখে শান্তিতে এগিয়ে চলেছে তথাপি একদিন ন্যায়বিচারের দণ্ডে ন্যায়ের দিকটি ভারী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি নির্মম হাতে ন্যায়ের শত্রুকে ধ্বংস করবেই। পৃথিবীর মাটি যেখানেই বারবার রক্তপাতের দ্বারা কলুষিত হয়েছে সেখানেই নিয়তির নির্মম অভিশাপ হত্যাকারাদের দেহ ও মনকে চূড়ান্ত সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে। পুণ্যের ঘর একবার কু-কর্মের দ্বারা শূন্য হয়ে গেলে আর পূর্ণ হয় না। হত্যাকারীর হাত একবার দূষিত হলে শত চেষ্টার দ্বারা সে তার হারাণো গৌরব আর পুনরুদ্ধার করতে পারে না। যেহেতু আমি ভাগ্যের বিধানে শত্রুবিধ্বস্ত আমার স্বদেশ হতে ক্রীতদাসীরূপে এদেশে আনীত হয়েছি সেইহেতু আমার দাসত্বসুলভ কর্তব্যের খাতিরে ন্যায় অন্যায় দুইই গ্রহণ করতে বাধ্য হই। প্রভুদের হুকুম আমাকে তামিল করতেই হয়। কিন্তু অন্তরে আমি অন্যায়কে সব সময়ই ঘৃণা করি। আমার এই পোষাকের অন্তরালে ন্যায় ও ধর্মের শাসনের জন্য নীরব গোপনে অশ্রুপাত করি।

ইলেকট্রা। শোন নারীরা, তোমরা সবাই রাজপরিবারে দীর্ঘকাল ধরে দাসীবৃত্তি করছ। তোমরা আমার সঙ্গে রাণীর কথামত প্রার্থনার কথা জানাতে এসেছ আনুষ্ঠানিকভাবে। তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমার এখন কি করা উচিত। আমি কি বলব? এই সব অর্ঘ্য দিয়ে কিভাবে আমি আমার পিতার সমাধিকে তুষ্ট করব? আমি কি বলব, এই জন্য তোমার স্ত্রী ও আমার মাতার কাছ থেকে তাঁর প্রীতিউপহার স্বরূপ এনেছি তোমার জন্য? কি কথা বলে এই সমাধির পর তৈলধারা নিক্ষেপ করব তা জানি না। আমি কি প্রথাগতভাবে শুধু বলব, যারা এ উপহার পাঠিয়েছে তাদের আশীর্বাদ করো এবং যারা তোমার হত্যার জন্য দায়ী তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দান করো? অথবা আমি কি এই তৈল ও মদ্য হেলাভরে এই সমাধিভূমির উপর নিক্ষেপ করে নীরবে এ স্থান ত্যাগ করব যেমন নীরব অপমানে মৃত্যু ঘটেছে আমার পিতার? তারপর পাত্রগুলি ফেলে পিছন ফিরে না তাকিয়ে চলে যাব। প্রাসাদে তোমরা আমার মতই আমাদের বর্তমান শাসনকর্তাকে ঘৃণা করে চল। এখন কি করব সে বিষয়ে তোমরা এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো সমবেতভাবে। ভয়ের কিছু

নেই। কোন কথা গোপন করো না। আমি বা তুমি কেউ আমরা কোথাও পালিয়ে যেতে পারব না। যদি কোন ভাল পরামর্শ কিছু থাকে তোমাদের তা দান করো।

কোরাস। যেহেতু তুমি আদেশ করছ, দেবতার যজ্ঞবেদীর মতই পবিত্র এই সমাধিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আমার মনের গোপন কথা ব্যক্ত করব।

ইলেকট্রা। তাহলে বল আর এই সমাধিই তার সাক্ষ্য থাকবে।

কোরাস। তাহলে তৈল ঢালতে ঢালতে যারা রাজ-অনুরক্ত তাদের জন্য প্রার্থনা করো—

ইলেকট্রা। কাদের কথা বলতে চাইছ তুমি? রাজভক্ত কেউ আছে?

কোরাস। যেমন আছ তুমি আর যারা এজিসথাসকে ঘৃণা করে।

ইলেকট্রা। তাহলে আমার আর তোমার জন্য প্রার্থনা করব?

কোরাস। তুমি তা জান। কি করতে হবে তা ঠিক করে নাও।

ইলেকট্রা। আমার পক্ষে আর কারা আছে?

কোরাস। ওরেস্টেসের নামটাও জুড়ে দিতে পার যদিও তিনি দূরে আছেন।

ইলেকট্রা। ভাল কথা। আমি তা করব।

কোরাস। এরপর হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করো।

ইলেকট্রা। তাদের জন্য কি প্রার্থনা করব? বলে দাও আমাকে। আমি তার কিছু জানি না।

কোরাস। বল কোন মানুষ অথবা দেবতার ন্যায়বিচার যেন সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে।

ইলেকট্রা। তাদের তারা বিচার করুক, শাস্তি দিক অথবা তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করুক।

কোরাস। প্রার্থনা করো যেন কেউ না কেউ রক্তপাতের বদলে রক্তপাত করার জন্য এগিয়ে আসে।

ইলেকট্রা। এই ধরনের কোন প্রার্থনা দেবতাদের কাছে অধর্মাচরণ হিসাবে গণ্য হবে না ত?

কোরাস। কেন? পাপের বদলে পাপকাজ অন্যায় বা অধর্ম নয়।

ইলেকট্রা। হে হার্মিস, দেবপ্রহরী, মৃত্যুপথের পরিচালক, সকল কলহের চূড়ান্ত বিচারকর্তা, আমাকে সাহায্য করো, আমার সপক্ষে কথা বলো। ধরিত্রী-মাতার গর্ভস্থ যে শক্তি আমাদের বংশধারাকে রক্ষা করে চলে, যে শক্তি বিশ্বের

সব প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে সেই শক্তি যেন আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করে। এবার আমি মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে পবিত্র বারিধারার অঞ্জলি দান করছি এবং সে আত্মাকে আমার পিতা বলে সম্বোধন করছি। হে পিতা, আমার ও ওরেস্টেসের উপর কৃপা করো। কিভাবে আমরা আমাদের বাসভবনের উপর হারাণো অধিকার ফিরে পাব? আমরা আজ দুজনেই গৃহহারা। আমাদের সব ঘরবাড়ি তোমার হত্যাকারী এজিস থাকবে তার প্রেমের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে আমাদের মাতা। আমি আজ হীন ক্রীতদাসের মত জীবনধারণ করছি, তোমার পুত্র ওরেস্টেস আজ নির্বাসিত, সমস্ত পৈত্রিক অধিকার হতে বঞ্চিত। আর ঐ কুচক্রী দুর্বৃত্তের দল তোমার দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ ভোগ করে যাচ্ছে। হে পিতা, কোন এক সুযোগ বা অনুকূল ঘটনার দ্বারা ওরেস্টেসকে এখানে নিয়ে এস। আমার প্রার্থনা সফল করো। আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমার অন্তঃকরণ পবিত্র, আমার হাত সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত, আমার চিন্তা ও জীবনযাত্রা আমার মার সম্পূর্ণ বিপরীত। এবার তোমার হত্যার প্রতিশোধের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। এবার যেন যোগ্য প্রতিশোধগ্রহণকারী আবির্ভূত হয়ে হত্যাকারীকে হত্যা করে তার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল দান করে। আজ মনে প্রাণে এই আশাই করি। দেবতাদের নামে, ধরিত্রীমাতার নামে যে আশীর্বাদ আজ আমরা চাই সে আশীর্বাদ গভীর পাতালপ্রদেশ থেকে পাঠিয়ে দাও পিতা। এই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্ঘ্য দান করলাম এবং তার সঙ্গে মাল্য দান কবলাম।

কোরাস। এবার মৃতের জন্য অশ্রুপাত করো। মৃত্যুরূপ এই ক্ষতির জন্য তোমরাও কিছু ক্ষতি করো। যাতে আমাদের উপর কোন বিপদের অভিশাপ নেমে না আসে, যাতে আমাদের নিরাপত্তা অটুট থাকে তার জন্য যেমন একদিকে মন্ত্রের অঞ্জলি দান করছ অন্য দিকে তেমনি আমাদের পবিত্র রাজা এ্যাগামেননের জন্য শোকবিলাপে সোচ্চার হয়ে ওঠ, অশ্রুবর্ষণ করো। তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রেমিক, শত্রুহন্তা ও পরম প্রতাপের অধিকারী। ঘাতকদের অশুভ কবল থেকে তাঁর প্রাসাদকে মুক্ত করার জন্য তিনি নিশ্চয় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হবেন।

ইলেক্ট্রা। ধরিত্রীমাতা মন্ত্র পান করেছে এবং আমার পিতা আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু থাম, খবর আছে। (ওরেস্টেসের দ্বারা উৎসর্গীকৃত গুচ্ছ চুল কুড়িয়ে নিল)

কোরাস। কি ওটা? ভয়ে কাঁপছ কেন?

ইলেক্‌ট্রা। মাথার কেশগুচ্ছ কেটে কেউ নিশ্চয় উপহার দিয়েছে।

কোরাস। কার চুল? কোন পুরুষমানুষের না তরুণী মেয়ের?

ইলেক্‌ট্রা। তোমরা বলতে পারছ না? এটা ত সোজা কথা।

কোরাস। তুমি বয়সে নবীন, আমরা বৃদ্ধ। আমাদের বল তুমি।

ইলেক্‌ট্রা। এর থেকে একটা ভাল জিনিস উপহার দিতে পারব আমি।

কোরাস। তবে যে নারী এই হত্যাকাণ্ড করিয়েছেন তিনি কর্তব্য হিসাবে এ কাজ করে গেছেন?

ইলেক্‌ট্রা। ভাল করে দেখ, এ চুলের রং, গঠন ও আকার সব কিছুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

কোরাস। কার সঙ্গে মিল। কি বলতে চাইছ তুমি?

ইলেক্‌ট্রা। আমাদের পরিবারের লোকদের চুলের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। ঠিক আমাদের চুলের মত দেখতে।

কোরাস। তবে কি এটা ওরেস্টেসের চুল? লুকিয়ে এই অর্ঘ্যটুকু দান করে গেছে?

ইলেক্‌ট্রা। এ চুল ঠিক তার চুলের মত।

কোরাস। কিন্তু কোন সাহসে সে আসবে?

ইলেক্‌ট্রা। সে মনে হয় দূর থেকে তার শোকের দানস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছে।

কোরাস। পাঠিয়ে দিয়েছে মানে? এর অর্থ এই কি যে ওরেস্টেস আর কোন দিন তার জন্মভূমিতে ফিরে আসবে না? একথা ভেবে আমার চোখে আরো জল আসছে।

ইলেক্‌ট্রা। চোখের জল? এক ভয়ঙ্কর বিষের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে আমার বুকের ভিতরে। আমার অন্তরাত্মা লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। আমার বুকের মধ্যে উত্তাল বন্যাস্রোতের থেকে দুটি বিন্দু এই কেশগুচ্ছ দেখে ঝরে পড়ল আমার চোখ থেকে। এ কেশগুচ্ছ আর কোন প্রজার হতে পারে না। এটা রাজপরিবারের কারো। কিন্তু কার? আমার মাতা দেবতাদের সঙ্গে ছলনা করেছে, তার মাতৃত্বকে অপমানিত করেছে সেই মাতারও নয় নিশ্চয়। তবে এ কেশগুচ্ছ ওরেস্টেস অর্ঘ্যস্বরূপ তার পিতার উদ্দেশ্যে দান করে গেছে এ আশাও আমার ছলনামাত্র। হায়, এই কেশগুচ্ছ যদি প্রকৃত তথ্যটি প্রকাশ করে আমার সংশয়কণ্টকিত চিত্তের সমস্ত দোদুল্যমানতাকে স্তব্ধ

করে দিত। যদি বলে দিতে পারত এ কেশ ক্লাইতেমেস্ত্রার ঘৃণ্য মস্তক হতে কর্তিত না কি তা আমার প্রিয় ভাইএর। আমার ভাই নিজে এসে রাজা এ্যাগামেমননের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের এই সমারোহহীন সকরুণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন—এ কেশগুচ্ছ কি সেই শুভ সংবাদকে সূচিত করে তুলছে? দেবতাদের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে জানতে চাই আমাদের জীবনের যাত্রাপথে আবার নূতন করে কোন ঝড় ঝঞ্ঝা উঠবে কি না। কিন্তু দেখত, এই পায়ের চিহ্ন কার? এ চুল যার মাথার এই পায়ের চিহ্নও তার। এ পায়ের চিহ্ন অনেকটা আমার মত। দু জোড়া পায়ের ছাপ। অর্থাৎ যার চুল তার আর তার সঙ্গীর। পায়ের আকারটা আমার পায়ের মত। আমার অন্তরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ওরেস্টেস ও পাইলেডস্ সামনে এগিয়ে এল

ওরেস্টেস। দেবতারা তোমার প্রার্থনা শুনেছেন এ নিয়ে এবার বড়াই করতে পার তুমি। তোমার প্রার্থনা সার্থক হয়েছে।

ইলেকট্রা। তার মানে? বর্তমানে আমার কোন সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ দেব দেবতাদের?

ওরেস্টেস। তোমার চোখের সামনে তোমার প্রার্থনা সফল হয়েছে।

ইলেকট্রা। তুমি কি আমার মনের গোপন কথা জান? বল তাহলে মনেপ্রাণে আমি কার নাম করছিলাম।

ওরেস্টেস। আমি জানি অন্তরে শুধু ওরেস্টেসের নামই ছিল।

ইলেকট্রা। তাহলে সে ওরেস্টেস কোথায়?

ওরেস্টেস। এই ত আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে।

ইলেকট্রা। এটা নিশ্চয় আমাকে ফাঁদে ফেলার কোন কৌশল।

ওরেস্টেস। তা যদি হয় তাহলে আমি নিজেকেও ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছি।

ইলেকট্রা। আমার দুঃখকে—

ওরেস্টেস। তাহলে আমার দুঃখকেও, কারণ তোমার আর আমার দুঃখ এক।

ইলেকট্রা। আমি তাহলে তোমাকে ওরেস্টেস বলে ডাকব? এটা সত্যি?

ওরেস্টেস। আমাকে চিনতে এত দেরী হলো তোমার? তুমি যখন আমার মাথার চুল প্রথম দেখেছিলে তখন তা আমারই বলে ভেবেছিলে। তারপর যখন আমার পদচিহ্ন দেখ তখনও তোমার মনে আমার কথাই জেগেছিল। এই চুল আমার মাথায় রেখে দেখ। এই পোষাক তোমার হাতেই তৈরি।

(ইলেকৃট্রা সন্দেহের সঙ্গে ওরেস্টেসকে দেখতে লাগল। ওরেস্টেস ইলেকৃট্রার একটা হাত ধরে তাকে সতর্ক করে দিল) থাম, তোমার এই আনন্দ বাইরে প্রকাশ করবে না। কারণ আমাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই শত্রু আছে।

কোরাস। হে আমাদের প্রিয় যুবরাজ, তোমার পিতার প্রাসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, আমাদের অশ্রুসিক্ত মুক্তিকামনার জীবন্ত আশাস্বরূপ, তুমি তোমার মনোবলকে দৃঢ় করে তোমার সিংহাসন অধিকার করো।

ইলেকৃট্রা। হে আমার প্রিয় ভাই। আমার চারজন আত্মীয় ও প্রিয়জনকে দেখার আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি তোমার মধ্যে। তুমিই আমার পিতা, আমার হারানো মাতা, আমার মৃত বোন ইফিজেনিয়া আর আমার নির্বাসিত ভ্রাতা ওরেস্টেস। সব আছে তোমার মধ্যে। তোমার নাম কানে শোনামাত্র আমার মনে হচ্ছে আমি সব অপমানের হাত হতে মুক্তি পেয়েছি। দেবরাজ জিয়াস তোমার পাশে এসে দাঁড়ান। তুমি জয়ী হও।

ওরেস্টেস। হে জিয়াস, তুমি আমাদের দিকে তাকাও। এক কুটিল নাগিনীর দ্বারা পাতা মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে আমার পিতার মত এক বীর ঈগল নিহত হয়েছেন। তাঁর সন্তানরা আজ শোকে অভিভূত। তারা আজ এমনই শক্তি হীন ও অসহায় যে পৈত্রিক অধিকারের কোন দাবি জানাতে পারছে না। ইলেকৃট্রা, আমার দিকে তাকাও। আমরা দুজনেই অনাথ নির্বাসিত, নিরাশ্রয়। হে জিয়াস, আমার পিতা তোমাকে সম্মান করতেন, প্রচুর অর্ঘ ও উৎসর্গের বলি প্রদান করতেন। যদি আমাদের জীবন সংহার করো তাহলে আমরা আর কোন অর্ঘ্য দান করতে পারব না। আমাদের প্রার্থনা, তোমার রোষের আগুনে আমাদের পুড়িয়ে মেরো না। আমাদের রাজবংশকে উদ্ধার করো। রক্ষা করো। আমাদের এই দুর্বলতার মাঝে শক্তি নিয়ে এস। মৃতের সমাধিগহ্বর হতে আবির্ভূত হোক এক অভূতপূর্ব গৌরব।

কোরাস। হে রাজসন্তানগণ, আস্তে কথা বল। কেউ একথা শুনে ফেলে বর্তমান শাসকদের বলে দিতে পারে। ঈশ্বর করুন আমি যেন স্বচক্ষে তাদের মৃত্যু দেখতে পারি।

ওরেস্টেস। এ্যাপোলোর বাণীই আমার শক্তি এবং তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। যারা আমার পিতাকে হত্যা করেছে তাদের উপর আমি যাতে যথাযোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি তার জন্য আমার শান্ত শীতল রক্তকে উত্তপ্ত করে আমাকে এ কাজের ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করেছেন এ্যাপোলো। সেই বাণী

আমাকে এই কথা বলে যে 'রক্তের ঋণ রক্ত দিয়ে শোধ দাও। সে ঋণ অন্য কোন সম্পদের দ্বারা শোধ করা যায় না। সে বাণী বলেছে, আমি সমস্ত উদ্ধত অত্যাচারীদের শাস্তি দেব। ধরিত্রীমাতার জাগ্রত ক্রোধকে কিভাবে শান্ত করতে হবে তাও বলে দিয়েছে সে বাণী। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে কোন সন্তান অবহেলা করলে রাত্রিকালে স্বপ্নের মধ্যে সে নানারকম অশুভ শক্তির সম্মুখীন হয়। নানারকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। মনে হয় অন্ধকারে কারা যেন তীর-ধনুক নিয়ে মারতে আসছে তাকে। মনে হয় কে যেন তাকে সব আনন্দ ও উৎসব থেকে বঞ্চিত করে বেত্রাঘাত করে তাড়িয়ে দিচ্ছে শহর থেকে। মৃত পিতার ক্রোধ সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে এক অদৃশ্য অথচ অপরিহার্য শক্তির মত টেনে নিয়ে যায় এক শোচনীয় মৃত্যুর দিকে। আমি কি এই দৈববাণীতে আস্থা স্থাপন করতে পারি কি পারি না? আমি তা বিশ্বাস না করলেও একাজ আমায় করতেই হবে। দেবতার আদেশ, আমার মৃত পিতার জন্য দুঃখ, আমার বীর প্রজাদের জন্য এক লজ্জা—এই সব মিলে এ কাজে প্রবৃত্ত করছে আমায়। আমি বুঝতে পারছি না যে সব বীর ট্রয় জয় করে ফিরে এসেছে সেই সব বীর নাগরিকেরা কিভাবে সামান্য এক নারীর দাসত্বকে মেনে নিয়েছে? নর বা নারী যেই হোক, এজিসথাস তার পাপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পাবেই।

কোরাস। হে শক্তিমতী নিয়তি, আমাদের প্রার্থনা শোন। দেবরাজ জিয়াসের সহায়তায় আমাদের এই মহান উদ্দেশ্য পূরণ করো, আমাদের সনির্বন্ধ আশা সফল করো, আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নাও। ন্যায়বিচার তার ঋণ পরিশোধ করে দিতে বলছে। ন্যায়বিচারের কণ্ঠ আজ সোচ্চার হয়ে বলছে, ঘৃণা আর হত্যার দ্বারা ঘৃণা ও হত্যার শোধ নাও। পাপের পুরস্কার দাও মৃত্যুর মাধ্যমে। শত্রুর সব দর্প চূর্ণ করে দাও। যুগ যুগ ধরে এই নীতিকথাই সব মানুষ বলে আসছে।

ওরেস্টেস। হে আমার দুঃখী পিতা, আমি কি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি? আজ আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকলেও কিছু মধুর সান্ত্বনা-বাক্য ও সময়োচিত কার্যের দ্বারা তোমার মৃত আত্মাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারি। সমাধিগহ্বরের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কিছুটা আলো দিতে পারি। আত্রেউস বংশের শেষ সন্তান হিসাবে আমরা যখন তোমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করছি তখন কি তুমি বুঝতে পারছ না তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা কত খাঁটি।

কোরাস। শোন বৎস, মৃত ব্যক্তির আত্মা শুধু উত্তপ্ত কথার দ্বারা শান্ত হয় না। কাজ চাই। হত্যাকারীকে সকলের সামনে টেনে আনতে হবে। তা না হলে তার ক্রোধ আরো বেড়ে যাবে। চারিদিকে হত্যাকারীর খোঁজ করো। তার সন্ধান করলেই যে প্রকৃত অপরাধী সে ভয় পেয়ে যাবে।

ইলেক্‌ট্রা। হে পিতা, তুমি শোন আমাদের এই অশ্রুসিক্ত জয়গান। আমরা দুজনেই তোমার সন্তান। আমাদের এই সমবেত দুঃখ যেন বৃথা না যায়। আমরা যে ঘোর বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চলেছি তাতে আমাদের আশা কোথায়?

কোরাস। এই অন্যায়ের দ্বারা নিপীড়িত মানুষের এই আর্তনাদ আর নিবিড় হতাশার মধ্য থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাণসঞ্জীবনী আশার এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ বেরিয়ে আসতে পারে। আমাদের এই শোকসঙ্গীত পরিণত হয়ে উঠতে পারে বিজয়সঙ্গীতে। এমন হতে পারে, এই নূতন উত্তরাধিকারীকে বরণ করে নেবার জন্য ভোজসভারও আয়োজন হতে পারে।

ওরেস্টেস। হে পিতা, তোমার যদি ট্রয়নগরীর মধ্যেই মৃত্যু ঘটত তাহলে অক্ষুণ্ণ রয়ে যেত তোমার যশ ও গৌরব। তোমার সন্তানরা সম্মানের পাত্র হয়ে যেত সকলের চোখে। আজ যে লজ্জা তোমার প্রাসাদকে কলুষিত করেছে তখন সে লজ্জার পরিবর্তে অমিত গৌরবে মণ্ডিত হয়ে থাকত সে প্রাসাদ।

কোরাস। তা যদি হত, অর্থাৎ যুদ্ধরত অবস্থায় সেই ট্রয়নগরীতে যদি তোমার মৃত্যু ঘটত, যদি সেখানেই তুমি সমাহিত হতে তাহলে তোমার বীরত্ব ও গৌরবের কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হত এবং মৃত্যুপুরীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে তুমি জগতের সমস্ত রাজাদের মাঝে এক অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হতে। পৃথিবীর সব রাজারা তোমাকে তাহলে শ্রদ্ধা করত।

ইলেক্‌ট্রা। তোমরা এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করছ কেন? কেন আমাদের পিতা দূর বিদেশে স্কামান্দার নদীর ধারে এক তুচ্ছ মাটির সমাধিতে চিরশায়িত থাকলে কী ভাল হত? তার চেয়ে যারা হত্যাকারী তারা অবিলম্বে আমাদের সামনে মৃত্যুমুখে পতিত হোক। তারা যেখানেই যাক আমরা যেন শুনতে পাই তাদের মৃত্যু ঘটেছে।

কোরাস। হে কন্যা, তোমার এ ইচ্ছা খুবই মহান ও সোনার মতই উজ্জ্বল। কিন্তু দেবরাজ জিয়াস এ ইচ্ছা পূরণ করবেন? তবু সাহস অবলম্বন করে

এগিয়ে যাও। তোমাদের হাতই এ কাজ সম্পন্ন করবে আর ধরিত্রীমাতার অন্তর্নিহিত শক্তি সাহায্য করবে তোমাদের এ কাজে। ঘৃণিত অত্যাচারীরা আইন ভঙ্গ করে অপরাধচেতনায় প্রপীড়িত হচ্ছে। তার উপর নিহত ব্যক্তির সন্তানরা রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে চাইছে।

ওরেস্টেস। হে পাতালপুরীর দেবতা জিয়াস, নরকপ্রদেশ হতে এক কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করো। আমাদের সকরুণ প্রার্থনা কি তোমার কানে গেছে, সে প্রার্থনা কি তীক্ষ্ণ তীরের মত পৃথিবীর বুকের গভীরে গিয়ে আঘাত দিয়েছে? তাহলে পুত্র কি তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? সব শঠতা ও প্রতারণার উপযুক্ত শাস্তি দেবে?

কোরাস। হায়, এমন দিন কবে আসবে যেদিন নিহত স্ত্রী আর তার আহত স্বামীর উপর বিজয়গৌরবসূচক এক পবিত্র চিৎকারে ফেটে পড়ব? আমার অন্তরে ঘৃণা যখন এতই প্রবল এবং প্রতিশোধবাসনা যখন এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আমার বুকে এবং স্বর্গীয় আশার উজ্জ্বলতা যখন বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে তখন কেমন করে আমি গোপন করব আমার অনুভূতি?

ইলেক্ট্রা। এক নূতন হতাশায় কম্পিত হয়ে উঠছি আমি। তবু জানি প্রকৃত অপরাধীদের মাথাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে জিয়াস অবশ্যই কোন ত্রুটি করবেন না। তিনি তাঁর ন্যায় বিচার আর অমোঘ বিধান সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। হে রাত্রি ও ধরিত্রীমাতা, তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা, ন্যায় যেন অন্যায়ের স্থান গ্রহণ করে।

কোরাস। সাহস অবলম্বন করো। দেবতাদের বিধান এই যে নরহত্যার রক্ত যে মাটিতে পড়ে সেই মাটিই হত্যাকারীর রক্তের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। মৃতেরা পাতালপুরী থেকে প্রচণ্ড ক্রোধের যে সব অপদেবতা পাঠিয়ে দেয় তারা ধ্বংসের বদলে ধ্বংস নিয়ে আসে।

ওরেস্টেস। হে মৃত্যুপুরীর রাজা, নরকের দেবতা, আমাদের কথা শোন। আমাদের অপমান স্বচক্ষে দেখ। দেখ আত্রেউস বংশের শেষ বংশধর হয়েও আমরা নির্বাসিত ও অসহায়ভাবে কি কষ্ট ভোগ করছি। বল জিয়াস, আমরা কোথায় যাব?

কোরাস। তোমার হতাশাসিক্ত এই কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের মনে আশঙ্কা জাগছে। তোমার প্রতিটি কথা আমার সব আশাকে অন্ধকার করে দিচ্ছে। কিন্তু আবার যখন বিশ্বাসের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তোমার সাহস আমার

সব বেদনার উপশম ঘটাচ্ছে।

ইলেক্‌ট্রা। মৃত আত্মাকে জাগাবার জন্য কি বলব আমি? আমাদের মাতা আমাদের প্রসব করে কোন অন্যায় করেনি। বরং ঠিকই করেছে। আজ আমরাও তার মতই হিংস্র হয়েছি, কোন ব্যাঘ্রমাতার শাবকরা যেমন হিংস্র হয়। আমাদের মাতা যদি আমাদের উপর হাত দেয় তাহলে তার অন্যায় আমরা ক্ষমা করব না। আমাদের কোন ক্ষতি করলে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব তার উপর।

কোরাস। এ্যাগামেমননের যখন মৃত্যু ঘটে তখন দূর প্রাচ্যে নারীরা যেমন বুক ও মাথা চাপড়ে মৃতের প্রতি শোক প্রকাশ করে, পারস্যের রমণীরা যেমন কাঁদতে থাকে শোকে আমিও ঠিক তাই করেছিলাম। কিন্তু তারপর দেখলাম আমার মাথার উপর একসঙ্গে অসংখ্য আঘাত নেমে এল। সে আঘাতে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল।

ইলেক্‌ট্রা। হে আমার নিষ্ঠুরহৃদয় মাতা, কী ভয়ঙ্কর তোমার প্রতিহিংসা! যিনি রাজা, যিনি তোমার স্বামী তাঁকে কত হীনভাবে সমাহিত করেছ তুমি! তাঁর জন্য কোন শবযাত্রার ব্যবস্থা হয়নি।

ওরেস্টেস। তিনি শুধু তাঁর স্বামীকে অপমানিত করেননি, তিনি আমাদের পূজনীয় পিতার অপমান করেছেন। দেবতাদের কৃপায় আমি নিজের হাতে তাঁর এই কুকর্মের প্রতিফল দান করব। তাঁর জীবনের অবসানের পর আমি আমার জীবনও ত্যাগ করব।

কোরাস। তোমার আরো জানা উচিত, তোমার পিতার মৃতদেহটিকে তিনি ইচ্ছা করে বিকৃত করেছিলেন সমাহিত করার আগে যাতে তোমার উপর অভিশাপ নেমে আসে।

ইলেক্‌ট্রা। হায়, এইভাবে আমাদের পিতার মৃত্যু হয়। আর এক ক্ষত বিক্ষত কুকুরের মত আমাকে ত্যাগ করেছে। আজ নির্মল হাস্যধারার মত অশ্রু ঝরে পড়ুক আমাদের চোখে। দুঃখ কাকে বলে তা জান।

কোরাস। যে বিভীষিকার কথা তোমাদের বললাম তা যেন তোমাদের অন্তরকে ভেদ করে তোমাদের সমগ্র প্রাণমনকে এক দৃঢ় নির্দিষ্ট সংকল্পের দিকে নিয়ে যায়। অতীতকে মানুষ ফেরাতে পারে না ঠিক, কিন্তু মানুষ ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অনেকখানি। তুমি অটল মনোবল আর সাহসের সঙ্গে তোমার অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করো, তোমার অধিকারকে

কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

ওরেস্টেস্। হে পিতা, তোমার পুত্র তোমায় ডাকছে। আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

ইলেক্ট্রা। চোখে অমিত অশ্রুর ধারা নিয়ে আমিও এই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি করছি পিতা।

কোরাস। আমরাও একবাক্যে ঐ কথা বলছি। এক আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের কথা শোন, শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও।

ওরেস্টেস। যদি তরবারির প্রয়োজন হয় তাহলে দেবতারাই আমাদের দেবেন সে তরবারি। আর যদি ন্যায়বিচারের প্রয়োজন হয় তাহলে দেবতারাই আমাদের স্বপক্ষে কথা বলবেন।

ইলেক্ট্রা। আমাদের কথা শোন দেবতাবৃন্দ। আমাদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা কর।

কোরাস। তোমাদের প্রার্থনার কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠছি আমি, যে উদ্দেশ্য দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়েছে তা আজ তোমাদের এই প্রার্থনার দ্বারা পূরণ হবে।

ওরেস্টেস্। হায়, কী অভিশপ্ত আমাদের বংশ। আঘাত, স্বজন হত্যা, অস্বাভাবিক রক্তপাত।

ইলেক্ট্রা। কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, কী ভয়ঙ্কর দুঃখ!

সকলে। কখন এ দুঃখের অবসান ঘটবে?

ওরেস্টেস। আমাদের জাতির উপর অপমানের এই ক্ষতকে আমাদেরই সারিয়ে তুলতে হবে। বাইরের কোন সাহায্য আসবে না। আমাদের সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিকার করতে হবে।

ইলেক্ট্রা। রক্তের বদলে রক্ত, অন্যায়ের বদলে অন্যায়। এ ছাড়া কোন পথ নেই।

সকলে। আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। এখন মৃত্যুর দেবতারা আমাদের সমর্থন করলেই হয়।

কোরাস। হে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর দেবতারা, আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করো। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলদের সাহায্য করো। আমাদের বংশকে আশীর্বাদের দ্বারা সফল করে তোল।

ওরেস্টেস। হে রাজন, হে আমার পিতা, তোমার রাজ্য ও সিংহাসনের উপর আমার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করো।

ইলেকট্রা। আমার অবস্থার দিকে তাকাও। আমাকে এজিসথাসের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে—এই অপবাদ থেকে আমাকে রক্ষা করো।

ওরেস্টেস। হে পিতা, আমাদের রক্ষা করো। তোমার সম্মানার্থে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বড় বড় যেসব উৎসর্গীকৃত মেষ যজ্ঞবেদীতে দগ্ধ করা হবে তা শুধু তুমিই পাবে। তাতে অন্য কারো ভাগ থাকবে না।

ইলেকট্রা। বিবাহকালে আমি যে প্রচুর ধনৈশ্বর্য যৌতুক হিসাবে পাব তার থেকে তোমাকে অর্ঘ্যস্বরূপ অনেক কিছু দান করব। জীবনের সব কিছুর থেকে এই সমাধিটিকেই শ্রদ্ধা করব আমি।

ওরেস্টেস। হে ধরিত্রীমাতা, আমাকে এ যুদ্ধে ঠিকমত পরিচালিত করার জন্য আমার পিতাকে তোমার গর্ভ হতে পাঠিয়ে দাও।

ইলেকট্রা। হে নরকের রাণী পার্সিফোনে, আমাদের জন্য বিজয়গৌরব পাঠিয়ে দাও।

ওরেস্টেস। মনে রেখো পিতা, রক্ত দিয়ে তোমার মৃতদেহকে স্নান করানো হয়েছিল।

ইলেকট্রা। মনে রেখো, তোমার গায়ের পোষাকগুলো দিয়েই তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বাঁধা হয়েছিল।

ওরেস্টেস। লোহার ফাঁদ নয়। তোমার পোষাকই ফাঁদ হয়ে তোমাকে তাদের শিকারে পরিণত করেছিল।

ইলেকট্রা। এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তোমাকে পোষাক পরানো হয়েছিল।

ওরেস্টেস। তোমার অপমানের এত কথা শুনেও কি তোমার হৃদয় উত্তপ্ত হচ্ছে না পিতা?

ইলেকট্রা। হে আমার প্রিয় পিতা, তুমি কি আমাকে মুক্ত করার জন্য জাগবে না?

ওরেস্টেস। যারা তোমাকে এতদিন পরাজিত করেছিল তাদের তুমি পরাজিত করবে না? তা যদি না করো তাহলে হয় আমাদের অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করো আর না হয় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করো।

ইলেক্‌ট্রা। তুমি আমাদের শেষ প্রার্থনা শোন পিতা। আমরা তোমার এই সমাধির পাশে বসে আছি। আমাদের উপর দয়া করো। আমরা তোমার দেহের রক্তমাংস, তোমার পুরুষ ও কন্যাসন্তান যাদের মধ্য দিয়ে তোমার বংশধারা বেঁচে থাকবে।

ওরেস্টেস। আমরা হচ্ছি পেলপের বংশধর। আমরা না থাকলে সে বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তুমি মৃত হলেও আমাদের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে পার তুমি।

ইলেক্‌ট্রা। সন্তানরাই মৃত পিতার নাম যশ বাঁচিয়ে রাখে। তারা হলো জেলেদের জালের কর্কের মত যা জালটি ডুবে গেলেও ভাসতে থাকে উপরে।

ওরেস্টেস। আমাদের প্রার্থনা শুধু তোমার জন্য। তুমি তা শোন, নিজেকে রক্ষা করো।

কোরাস। এবার এস। তোমরা তোমাদের কর্তব্য অনুসারে যা বলার বলেছ। হতভাগ্য মৃতের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করেছ। যেহেতু তোমাদের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার জন্য কৃতসংকল্প তোমরা, সেইহেতু আর বৃথা কালক্ষেপ করো না। শীঘ্রই কাজ শুরু করে দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করো।

ওরেস্টেস। তবু তা করার আগে আমাকে জানতে হবে এইসব শ্রদ্ধাঞ্জলি কেন আমার মাতা পাঠিয়েছেন? এত দেরিতে তিনি তাঁর অন্যায়ের প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়েছেন কেন? কিন্তু এতবড় অপরাধের জন্য এই সামান্য অর্ঘ্য! আমি শুনেছি একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য যদি হত্যাকারী তার সারাজীবনের সমস্ত ধনসম্পদ দান করে তাহলেও তাতে তার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এবিষয়ে যদি কিছু জান ত বল।

কোরাস। আমি তা বলতে পারি। আমি সেখানে ছিলাম। রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে সেই নাস্তিক দেববিশ্বাসহীনা মহিলা এইসব অর্ঘ্য পাঠিয়ে দেন।

ওরেস্টেস। তুমি কি জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলে কি স্বপ্ন তিনি দেখেন? সেটা তুমি বর্ণনা করতে পার?

কোরাস। তিনি নিজেই তা বলেছিলেন। স্বপ্নটা এই যে তিনি একটা সাপ প্রসব করেছেন।

ওরেস্টেস। তার পর কি হলো? না কি এই সব? আমাকে বল সব।

কোরাস। তিনি সেই সাপটাকে ঘুমের ঘোরে আঁচলে জড়িয়ে মানব শিশুর

মতই আদর করতে থাকেন।

ওরেস্টেস। তারপর কি করে তাকে দুধ দেন?

কোরাস। তারপর সাপের মুখটাকে তাঁর স্তনের বোঁটার উপর চেপে ধরেন।

ওরেস্টেস। তাহলে তাতে তাঁর স্তনটি অবশ্যই আহত হয়।

কোরাস। সাপের কামড়ে তাঁর স্তনে রক্ত ঝরতে থাকে।

ওরেস্টেস। এ স্বপ্ন তাঁর স্বামী এ্যাগামেমননই পাঠিয়ে দেন।

কোরাস। ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন তিনি। ভয়ে কাঁপতে থাকেন। প্রাসাদের চারদিকে আলো পাঠিয়ে সাপের খোঁজ করা হয়। কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। তখন যাতে এধরনের দুঃস্বপ্নের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য অঘ্য পাঠান সমাধিভূমিতে।

ওরেস্টেস। তাহলে আমি বলতে চাই এই স্বপ্নের যা প্রকৃত অর্থ তা আমার হাত দিয়েই পূরণ হবে। এই স্বপ্নের আমি যা ব্যাখ্যা করছি তা শোন। ঐ সাপই হচ্ছি আমি। এর অর্থ এই যে উনি যাকে একদিন সন্তানরূপে গর্ভে ধারণ করেন এবং স্তন্যদুগ্ধ দান করেন, সেই সন্তানই বিষাক্ত কামড়ের দ্বারা দুগ্ধ আর রক্ত এক করে দেবে। এ স্বপ্নের অর্থ এই যে সাপের মতই আমাকে হিংস্র হয়ে উঠতে হবে মনেপ্রাণে। এর অর্থ এই যে আমিই হব তাঁর ঘাতক।

কোরাস। আমি তোমার ব্যাখ্যা সমর্থন করছি। আমরা সবাই তোমার বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন কাকে কি করতে হবে না হবে আদেশ দাও।

ওরেস্টেস। সেটা খুবই সহজ। ইলেক্‌ট্রা, তুমি প্রাসাদে যাও। আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে তার ব্যবস্থা করবে। যে বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে ফেলে ওরা আমার পিতাকে হত্যা করেছিল সেই ফাঁদে পড়ে ওরাও মরবে। এই হচ্ছে এ্যাপোলোর দৈববাণী যা কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি লোক্সিয়ায় তা শুনেছি। এবার আমার পরিকল্পনার কথা বলছি। আমি আর পাইলেডস্ প্রাসাদদ্বারে গুপ্ত অস্ত্রসহ অতিথিরূপে উপস্থিত হব। দ্বাররক্ষী হয়ত আমাদের দেখে বলবে, এক অতিপ্রাকৃত ভয়ে বাড়ির সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। হয়ত সে ইতস্ততঃ করবে দরজা খুলতে। তখন আমরা বলব এজিসথাস কেন অতিথিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? অতিথির প্রতি কর্তব্য কাকে বলে তা সে জানে না? তারপর একবার ভিতরে পা দিয়ে যদি দেখতে পাই এজিসথাস আমার পিতার সিংহাসনে বসে রয়েছে অথবা যদি কোন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা হয় আর সে আমার চোখে একবার চোখ

রাখে তাহলে তার আর পরিত্রাণ নেই। সে আমাকে কোন কথা প্রশ্ন করার কোন অবকাশ পাবে না। আমার এই ব্রোঞ্জের তরবারি মৃত্যুর রূপ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। তার কণ্ঠরোধ করবে চিরতরে। শয়তান নরঘাতক নিজের দেহের নির্মল রক্ত পান করবে। তাহলে বোন তুমি ভিতরে ঠিক থাকবে। আমাদের পরিকল্পনামত যেন কাজ হয়। আর এইসব নারীরা খুব সাবধানে কথা বলবে অথবা চুপ করে থাকবে। বাকি কাজ আমার পরিচালনা করবেন দেবপ্রহরী হার্মিস। (ওরেস্টেস, পাইলেডস্ ও ইলেক্ট্রার প্রস্থান)

কোরাস। পৃথিবীতে ভয়াবহ বস্তুর অভাব নেই। তারা অসংখ্য রূপে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করছে। সমুদ্রের অতলগর্ভে কত জলজন্তু মানুষের প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আকাশ থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসে অগ্নিগর্ভ বজ্র। ছুটে আসে মাঝে মাঝে উন্মত্ত টাইফুনের প্রচণ্ড ক্রোধ। কিন্তু মানুষের অন্তরের উন্মত্ততা তার লৌহকঠিন সংকল্প আর বিশেষ করে নারীদের ঘৃণা আর ভালবাসার আবেগ ভয়ঙ্করতায় প্রকৃতিকেও ছাড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে নারীহৃদয়ের দুর্বার প্রেমাবেগ সব নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে পাশবিকতায় পশুদেরও ছাড়িয়ে যায়। আলথীয়ার কাজ থেকে কিছু শিখতে পার। কারণ সে জেনেশুনে তার ভাইদের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রাসাদের সেই রহস্যময় মশালটিকে জ্বালিয়ে দেয় যার আলো তার পুত্রের জীবনপ্রদীপটিকে নিবিয়ে দেয় চিরতরে।

এরপর স্কাইল্যার কথা শোন। একবার ক্রীটের রাজা মাইনস মেগারার রাজা নিসাসের রাজ্য আক্রমণ করলে মাইনসের কাছ থেকে বহু সোনার উৎকোচে বশীভূত হয়ে স্কাইল্যা তার ঘুমন্ত বাবার মাথা থেকে একগাছি সোনার চুল কেটে তাঁর মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে দেয়। কারণ এই সোনার চুলের উপরেই তাঁর জীবন নির্ভর করত। ফলে হার্মিস এসে তার বাবাকে মৃত্যুপুরীর পথ দেখিয়ে সহজেই নিয়ে যায়।

এই দুটি ঘটনার পর আর এক তৃতীয় ঘটনার কথা বলব যা নারীদের আরো চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দান করবে। একবার লেমস দ্বীপের সব নারীরা তাদের স্বামীদের রক্ষিতাদের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে এক চক্রান্ত করে তারা সকলে মিলে কোন এক রাতে তাদের স্বামী আর স্বামীর রক্ষিতাদের সকলকে হত্যা করে। লেমস দ্বীপের সব পুরুষেরই প্রাণ হরণ করে তারা। শুধু

হিপসিপাইল নামে একটি মেয়ে তার পিতা থোয়াসকে বাঁচিয়ে দেয়। এবার আমাদের এই রাজবাড়ির উপর ন্যায়বিচারের শাণিত খড়্গ পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কোন নর বা নারী ন্যায়কে পদদলিত করে দেবতাদের বিধানকে লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন নির্বিঘ্নে থাকতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যেই এক স্বামীঘাতিনী প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী দীর্ঘ ছলনার দ্বারা পাপের শাস্তিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর না, এবার চাকা ঘুরে গেছে। আজ রক্তের দ্বারা পুরনো পাপের ঋণ সব শোধ করে দিতে হবে তাকে।

দৃশ্য পরিবর্তিত হলো। কিছু অনুচরসহ ওরেস্টেস ও পাইলেডস্ প্রবেশ করে প্রাসাদদ্বারে করাঘাত করতে লাগল।

ওরেস্টেস। কই কে আছ। বাইরের দরজা খুলে দাও। (আবার করাঘাত করল) কই, কেউ আছ কি? দরজা খোল অবশ্য যদি এজিসথাসের বাড়িতে অতিথি সৎকার বলে কোন জিনিস থাকে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি ব্যাপার? আমি দরজা খুলতে পারি। কিন্তু তার আগে বল, কোন নগরে তোমার বাড়ি? কোথা হতে আসছ?

ওরেস্টেস। তোমার মালিকদের গিয়ে খবর দাও আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাড়াতাড়ি যাও। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা পথিক। আমাদের অবশ্যই রাতের আগে কোন একটা ভাল পান্থশালা দেখে নিতে হবে। এ বাড়ির মালিকদের কাউকে ডেকে দাও। পুরুষ বা নারী যেই হোক। তবে পুরুষ হলেই ভাল হয়।

দরজার কাছে ক্লাইতেমেস্ত্রার আবির্ভাব

ক্লাইতে। বল তোমরা কি চাও। অতিথি হিসাবে উষ্ণ স্নান, আহার, আরামশয্যা, বিশ্রাম প্রভৃতি সব কিছুই পাবে। এর থেকে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু যদি চাও তাহলে অবশ্য পুরুষমানুষদের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। আমি তাদের খবর দেব।

ওরেস্টেস। আমি ফোসিস থেকে আসছি। আমি আমার পণ্যদ্রব্য নিয়ে আর্গসে যাচ্ছি। পথে বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় থামতেই স্ট্রফিসস্ নামে ফোসিসের একটি লোকের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়। সে যখন শুনল আমি আর্গসে যাব তখন সে বলল আমি যেন একটা খবর ওরেস্টেসের বাড়িতে দিয়ে দিই। ওরেস্টেস মারা গেছে। তার মৃতদেহকে ফোসিসেই সমাহিত

করা হয়েছে। আর তার দেহভস্ম একটি ব্রোঞ্জের কৌটোর মধ্যে রাখা আছে। তার মাতা-পিতা কি সে ভস্ম এখানে আনতে চান? তাঁরা কি তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান? চাইলে আমাকে যেন তা জানানো হয়। অবশ্য তার মৃত্যুর জন্য শোকপালনের কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে।

ক্লাইতে। হায় কি দুঃখ, আমাদের শেষ আশা নির্মূল হয়ে গেল। হে দুর্বার অভিশাপ, তোমার কোপদৃষ্টি হতে কোন কিছুই কি পরিত্রাণ পায় না? আমরা আমাদের একটি রত্ন কত দূরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশর তাও খুঁজে বার করে আমার এক প্রিয়জনকে কেড়ে নিল। আমার একমাত্র আশা ছিল একমাত্র ওরেস্টেসই আমাদের বাড়ির উপর থেকে সব অভিশাপের বোঝা তুলে দেবে। কিন্তু প্রতিহিংসার দেবী তাকেও কেড়ে নিল।

ওরেস্টেস। আমার মনে হচ্ছে, আমি এ বাড়িতে কোন সুসংবাদ বহন করে আনলেই ভাল করতাম। তাহলে আদর আপ্যায়ন যথাযথভাবে পেতাম। কিন্তু আমি কথা দিয়েছিলাম বলেই আমার অনিচ্ছা সত্বেও এই কাজ আমায় করতে হলো। আর এই দুঃসংবাদ বহনের জন্য বেশ সাদর অভ্যর্থনা আমি লাভ করলাম।

ক্লাইতে। এর জন্য তোমাদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না। অতিথি হিসাবে এ বাড়িকে তোমরা নিজেদের বাড়ি বলেই মনে করতে পার। তুমি না এলে অন্য কোন মানুষও এ সংবাদ বহন করে আনতে পারত। যাই হোক, তোমাদের ত দোষ নেই। বহু দূর থেকে আসছ, আবার দূরে যেতে হবে। সুতরাং এখানে তোমাদের আহার ও বিশ্রামের দরকার। (জনৈক ভৃত্যকে) ওদের ভিতরে নিয়ে যাও। ওর লোকজনদেরও নিয়ে যাও। আদর আপ্যায়নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহলে তোমরাই দায়ী হবে তার জন্য। আমি রাজাকে খবর দিইগে। আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। (কোরাস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

কোরাস। এস নারীগণ, শীঘ্রই তোমাদের উপযুক্ত কথা বলে তোমরা দুর্বল হলেও ওরেস্টেসের বিপদে রাজভক্ত প্রজারূপে কতদূর সাহায্য করতে পার তার পরিচয় দিতে হবে। হে ধরিত্রীমাতা, হে সমাধিভূমি, আমাদের প্রার্থনা শোন। আমরা অনেক শোক প্রকাশ করেছি। আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাও। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ডলিয়ার অতিথি এবার বেশ গোলমাল

শুরু করে দিয়েছে। এখন দেখছি ওরেস্টেসের ধাত্রী সিলিসা অশ্রুপূর্ণচোখে এ দিকেই আসছে। কি হলো তোমার? তোমার এ চোখের জল ভাড়া করা নয় ত?

এক বৃদ্ধা ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। আমাদের রাণী এখনি এজিসথাসকে ডেকে আনতে বলেছে। যারা এইমাত্র এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে তিনি তাদের মুখ থেকে সংবাদ শুনবেন। রাণীর চোখেতে রয়েছে এক কপট বিষাদ। সে বিষাদের তলায় হাসি লুকোন আছে। কেন থাকবে না? এতে ত তার ভালই হলো। শুধু আমরা যারা তাদের শত্রু তাদের সর্বনাশ হলো। যেদিন আত্রেউস শাসন করতে করতে মারা যান সেদিনও আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজকের মত এত দুঃখ কখনো পাইনি। হায় আমার ওরেস্টেস। তার জন্মের পর হতে আমি তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। রাত্রিতে কত জ্বালাতন করেছে আমায়। আর আজ সব আশা বিনষ্ট হয়ে গেল আমার। দোলনায় যে শিশু দুলতে থাকে সে কি কথা বলতে পারে? সে কি জানে তার কখন কি দরকার? তাকে সেই শিশু অবস্থায় তার দেহ ও পোষাক ধৌত করে তার জন্য কত কষ্ট করতে হয়েছে আমায়। আমি তাকে মানুষ করেছিলাম পিতার উপযুক্ত সন্তানরূপে রাজ্য চালাবে বলে। আর আজ নাকি শুনতে হলো সে মৃত। আর সে কথা শোনাবার জন্য সেই ঘৃণ্য নির্লজ্জ লোকটাকে ডাকতে হবে আমায়।

কোরাস। তুমি তাকে কি বলবে? সে একা আসবে না সৈন্য সামন্ত নিয়ে?

ধাত্রী। কি বললে ভাল করে বল। বুঝতে পারছি না।

কোরাস। তাকে একা আসতে বলবে, না সশস্ত্র প্রহরীসহ?

ধাত্রী। হ্যাঁ, সশস্ত্র প্রহরীসহ।

কোরাস। না, তোমার ঘৃণ্য প্রভুকে ও কথা বলবে না। মুখে আনন্দের ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি যাও। তাকে একা আসতে বলগে। যাতে আগন্তুকরা নির্ভয়ে তাদের কথা জানাতে পারে। বিজ্ঞ দূত জটিল কথাও সহজভাবে বলতে পারে।

ধাত্রী। কি ব্যাপার! আমরা যা শুনেছি তাতে তুমি আনন্দ প্রকাশ করছ?

কোরাস। অবশেষে জিয়াস দূষিত হাওয়ার পরিবর্তন করলেন।

ধাত্রী। পরিবর্তন? যে ওরেস্টেস আমাদের একমাত্র আশা ছিল সেই ত মৃত।

কোরাস। একমাত্র সুদক্ষ ভবিষ্যদ্বক্তাই সেকথা বলতে পারে।

ধাত্রী। কি ব্যাপার! তোমরা অন্য কিছু খবর শুনেছ?

কোরাস। যাও, তোমার কর্তব্যকর্ম পালন করো। দেবতাদের কাজ দেবতারাই করবেন। (ধাত্রীর প্রস্থান)

কোরাস। অলিম্পিয়ার দেবতাদের পিতা হে দেবরাজ জিয়াস, এবার আমাদের প্রার্থনা শোন। ন্যায়বিচারের খাতিরে বৈধ শাসনকর্তাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করো। আজ যুবরাজকে তার শত্রুর সম্মুখে উপস্থাপিত করো। যদি সে বিজয়গৌরব লাভ করে তাহলে সে দ্বিগুণ ও তিনগুণ অর্ঘ্য ও পূজা উপচারে ভূষিত করবে তোমায়। হে জিয়াস, তোমার একজন পরম ভক্তের অনাথ পুত্র আজ এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বাধ্য হয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে। সে যেন তোমার কৃপায় যথাযথ কৌশল অবলম্বন করে জয়লাভ করতে পারে। হে প্রাচীন গৃহদেবতাগণ, ধনসম্পদের অর্ঘ্যদানে তুষ্ট হও তোমরা। তোমরা আমার প্রার্থনা শোন। যে পুরাতন পাপের ফলে এই রাজপরিবার অন্তহীন ভয় আর অভিশাপের বন্ধনে আবদ্ধ আছে সে অভিশাপ আজ খণ্ডন করো। আজ এ রাজপরিবারকে মুক্ত করো। কারণ যারা একদিন পাপ করেছিল তারা বহুদিন গত হয়েছে।

পার্বত্যমন্দিরবাসী হে দেবতা এ্যাপোলো, অপমানের ধূলিশয্যা হতে এই রাজপরিবারকে আজ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করো। এই রাজ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আজ তার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হোক। তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। তার বীরত্ব গৌরবে মণ্ডিত হোক। হে হার্মিস, তুমি আজ আমাদের সহায় হও। তুমি সদয় ও সহায় হলে আমাদের কর্ম দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে। তোমারই দয়ায় মানুষ গুপ্ত পথে এগিয়ে গিয়ে বিজয়গৌরব লাভ করে। তখন আমাদের এই কর্কশ শোকবিলাপ সহসা পরিণত হয়ে উঠবে বিজয়সঙ্গীতে। সমস্ত রকমের সংগ্রাম বিবাদ ও ভয়ের কবল হতে আমাদের এই রাজপ্রাসাদ মুক্ত হলে অন্তঃপুরের নারীরা আনন্দে উল্লাস করতে থাকবে। এক নূতন জীবন শুরু হবে আমাদের এই রাজধানীতে।

সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চল ওরেস্টেস। সুযোগ পেলেই তোমার মাতাকে হত্যা করো, তোমার পিতাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার কথা ভেবে। সে যদি চিৎকার করে তোমাকে তার পুত্র বলে সম্বোধন করে তুমি তাহলে বলবে তুমি তোমার পিতার পুত্র। সেই ভয়ঙ্কর কার্য সমাধা করো। মনে রাখবে এটা নিয়তির বিধান। কেউ কখনো নিন্দা করবে না তোমার এ

কাজের। পার্সিয়াসের মত তোমার অন্তঃকরণটাকেও কঠিন করে তোল। তোমার মৃত পূর্বপুরুষগণ ও স্বর্গস্থ দেবতাদের কথা ভেবে তোমার গৌরবময় আত্রেউস বংশকে অপমানের হাত হতে চিরতরে রক্ষা করার জন্য এই ভয়ঙ্কর কাজ তোমায় করতেই হবে। সমস্ত রক্তক্ষয়ী বিবাদের উৎসদেশ চিরতরে নিবারিত করতেই হবে।

এজিসথাসের প্রবেশ

এজিসথাস। এক দুঃসংবাদ পেয়ে আমি এসেছি। সংবাদটা সত্যিই খারাপ। ওরেস্টেস মৃত। আমাদের এই প্রাসাদ নরহত্যার বিষে বিষাক্ত ও অভিশাপের ভারে ভারাক্রান্ত। তার উপর আবার এই মৃত্যুসংবাদ নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি করবে। কিন্তু এ সংবাদ কি সত্য না কোন শঙ্কাগ্রস্ত নারীর অলস অর্থহীন কল্পনা?

কোরাস। আমরাও এ সংবাদ শুনেছি। কিন্তু আপনি নিজে ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। সত্যাসত্য বিচার করুন সে সংবাদের।

এজিস। আমি পথিকদের জিজ্ঞাসা করব তারা নিজেরা স্বচক্ষে ওরেস্টেসের মৃত্যু দেখেছে কি না। নাকি কোন গুজব শুনেছে। (প্রস্থান)

কোরাস। হে দেবরাজ জিয়াস, কি প্রার্থনা আমি করব? আমাদের শত্রু আজ শাণিত তরবারির অতি সন্নিকটে। কিন্তু জয় আজ কোনদিকে যাবে? আজ এ্যাগামেমননের বংশ কি চিরতরে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা মুক্তির উজ্জ্বল মশাল হাতে আমাদের প্রিয় যুবরাজ ন্যায়বিচারের সঙ্গে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করবে?—আজকের এই সংগ্রামে চূড়ান্তভাবে তা ঠিক হবে। ওরেস্টেস যেন তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পায়। দেবতারা যেন তার পক্ষ অবলম্বন করেন। (প্রাসাদের ভিতর এজিসথাসের ভীতিবিহ্বল ও মৃত্যুযন্ত্রণাসিক্ত আর্তনাদ শোনা গেল) এ কার কণ্ঠস্বর? কে জয়লাভ করল? চলে এস, আমরা দেখি। শেষ হয়ে গেছে।

দৃশ্য পরিবর্তন। একদিকে অতিথিশালা ও অন্যদিকে অন্তঃপুর। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। এজিসথাসের অনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। কে আছ বাঁচাও। আমার প্রভু মৃত। এজিসথাস মৃত। সব দরজা খুলে দাও। শক্তিমান কে আছ এগিয়ে এস। অবশ্য জীবনের আর আশা নেই। যা হবার হয়ে গেছে। কই, তোমরা কি সব কালা হয়ে গেলে না ঘুমিয়ে গেছ? কই রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা কোথায়? মনে হচ্ছে তাঁর গলাটাও কাটা যাবে।

ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রবেশ

ক্লাইতে। কি ব্যাপার! কেন এত চিৎকার করছ?

ভৃত্য। মৃত।

ক্লাইতে। মৃত? হা ভগবান! হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কার কথা বলছ। কৌশলে আমরা যেমন হত্যা করেছিলাম তেমনি কৌশলে আমাদেরও হত্যা করা হবে। যাও, আমাকে একটা অস্ত্র এনে দাও। (ভৃত্যের প্রস্থান) আজ দুধারের একধার হবে। পুরাতন কাহিনীর আজ সব শেষ হবে।

ওরেস্টেসের প্রবেশ

ওরেস্টেস। এই যে তোমাকেই খুঁজছি। তার পাপের ঋণ তোমাকেই শেষ করতে হবে।

ক্লাইতে। কি হলো? হায় প্রিয়তম এজিসথাস তুমি মৃত? কোথায় তোমার সেই শক্তি?

ওরেস্টেস। ও কি তোমার প্রিয় ছিল? ঠিক আছে। কবরে ওর পাশেই তুমি শোবে, যাতে মৃত্যুর পরেও তুমি বিশ্বস্ত থাকতে পার ওর প্রতি।

ক্লাইতে। তোমার তরবারি নামাও, হে আমার পুত্র। (ক্লাইতেমেস্ত্রা নতজানু হলো ওরেস্টেসের সামনে) দেখ হে আমার পুত্র। এই বুকে মাথা রেখে একদিন তুমি ঘুমোতে। তোমার নরম দাঁত দিয়ে এই স্তন হতে দুগ্ধ শোষণ করে খেতে। আমার সেই স্তনদুগ্ধই তোমাকে প্রথম জীবনীশক্তি দান করে।

পাইলেডস্‌এর প্রবেশ

ওরেস্টেস। পাইলেডস্, এখন কি করব আমি; নিজের মাকে হত্যা করা একটা ভয়ঙ্কর কাজ। আমি কি ক্ষমা করব?

পাইলেডস্। তাহলে এ্যাপোলোর দৈববাণীর কি হবে? তোমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কি হবে? সকল মানুষকে তোমার শত্রু করতে পার। কিন্তু দেবতাদের শত্রু করতে পার না তোমার।

ওরেস্টেস। আমি তোমার কথা মেনে নিলাম। (ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রতি) এস। আমি চাই তোমায় এজিসথাসের পাশে বধ করতে। সে যখন জীবিত ছিল তুমি তাকে আমার পিতার থেকে বেশী ভালবাসতে। এবার মৃত্যুকালে তার পাশে শুয়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হবে। তুমি তাকে ভালবেসে এসেছ, অথচ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল তাকে ভালবাসনি।

ক্লাইতে। আমি তোমাকে জীবন দান করেছিলাম। আজ আমাকে বাঁচতে দাও।

ওরেস্টেস। বাঁচবে? এখানে এই বাড়িতে আমার পিতাকে হত্যা করার পর তুমি এখানে বেঁচে থাকবে?

ক্লাইতে। শোন বাছা, সব দোষ আমার নয়। এটা নিয়তির বিধান।

ওরেস্টেস। তাহলে মনে করো তোমার মৃত্যুও সেই নিয়তির বিধান।

ক্লাইতে। তুমি পিতামাতার অভিশাপকে ভয় করো না?

ওরেস্টেস। পিতামাতা! তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলে। তারপর তুমিই আমাকে দুঃখের পথে ঠেলে দিয়েছিলে। আমাকে নির্বাসিত করেছিলে।

ক্লাইতে। তোমাকে বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা তোমাকে ত্যাগ বা নির্বাসন হলো?

ওরেস্টেস। আমি স্বাধীন হয়ে জন্মেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার দেহ ও সিংহাসন বিক্রি করে দাও।

ক্লাইতে। বিক্রি? কোন মূল্যে বিক্রি করে দিই?

ওরেস্টেস। তার মূল্য? আমি তা আর বলব না। আমার লজ্জা করছে।

ক্লাইতে। তোমার পিতাও অন্যায় করে পাপ করে। আমার পাপের সঙ্গে সেটাও ধর।

ওরে। চুপ করো। তিনি যুদ্ধে নিজেকে ক্ষয় করেন। আর তুমি বাড়িতে বসে থাক।

ক্লাইতে। তার স্বামী কাছে না থাকলে নারীদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ওরে। পুরুষরা বাইরে কাজ করে নারীদের খাওয়ায়। প্রতিপালন করে থাকে।

ক্লাইতে। তুমি কি তোমার মাতাকে হত্যা করার জন্য কৃতসংকল্প?

ওরে। তুমি নিজের হাতেই আত্মহত্যা করবে। আমাকে কিছু করতে হবে না।

ক্লাইতে। তবে সাবধান। মাতার অভিশাপের আগুন শিকারী কুকুরের মত তোমাকে খুঁজে বেড়াবে।

ওরে। কিন্তু আমি যদি মার্জনা করি তাহলে পিতার অভিশাপের আগুন

থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাব ?

ক্লাইতে। বৃথাই আমি বাক্যব্যয় করছি। মৃতের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

ওরে। ভাগ্যের বাতাস পিতার মৃত্যুর থেকে তোমার মৃত্যুর দিকে বয়ে যাচ্ছে।

ক্লাইতে। হে দেবতাবৃন্দ! এবার আমি আমার স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারলাম। আমি তাহলে এই কালসর্পকে গর্ভে ধারণ করে দুগ্ধ দান করেছিলাম।

ওরে তোমার স্বপ্নের অর্থ এই যে তুমি যে অপরাধ অন্যায়ভাবে করো, সে অপরাধের শাস্তিও তুমি অন্যায়ভাবেই পাবে। (ওরেস্টেস তার মাতাকে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেল। পাইলেডস্‌ও তাদের অনুসরণ করল)

কোরাস। এদের জন্য আজ আমার দুঃখ হলেও একথা ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের যুবরাজ রক্তের দ্বারা হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। নূতন আশায় আর্গসকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। যে দুটি পশু অন্যায়ভাবে এ রাজ্য এ প্রাসাদ শাসন করত আজ মৃত্যু তাদের দুজনকেই গ্রাস করল। দেবতাদের নির্দেশে নির্বাসিত যুবরাজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। আজ উল্লাস করো, জয়ধ্বনি দাও। আর্গসের সিংহাসন আজ রাহুমুক্ত। জিয়াসকন্যা ন্যায়বিচারের দেবী স্বয়ং ওরেস্টেসের হস্ত শত্রুনিধনে পরিচালিত করেন। একদিন দেবতা এ্যাপোলো দৈববাণী করে বলেছিলেন, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করো। তবে আমার কথা মিথ্যা হবে না। এখন বুঝছি দেবতারা ঠিকই আছেন। মানুষ যখন পাপ করে একমাত্র তখনই দেবতারা তাকে ত্যাগ করেন। সুতরাং ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে যাব আমরা। হে বিষণ্ণ এই প্রাসাদের আত্মা, তুমি এতদিন অপমানে ও অগৌরবের ধূলি-শয্যায় শায়িত ছিলে। আজ ওঠ। আজ তুমি মুক্ত। আজ তুমি সব পাপ হতে মুক্ত হলে। আজ সৌভাগ্যের আশীর্বাদ ঝরে পড়ল তোমার মাথায়।

এজিসথাস ও ক্লাইতেমেস্ত্রার মৃতদেহের পাশে ওরেস্টেস দাঁড়িয়ে ছিল। অনুচরবর্গ মৃত এ্যাগামেমননের রক্তাক্ত পোষাকগুলি দেখাচ্ছিল।

ওরেস্টেস। এস, তোমরা সকলেই এদের দেখ। এরা দুজনেই আমার পিতাকে হত্যা করে এদেশের মানুষের উপর পীড়ন চালাতে থাকে। আমাকে সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করে আমার ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে থাকে। আজ একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। ওরা একযোগে আমার পিতাকে হত্যা করার জন্য শপথ করে। তাই ওদের মৃত্যুও একসঙ্গে ঘটল। (তার পিতার রক্তাক্ত

পোষাকের দিকে নির্দেশ করে) এবার দেখ কোন ফাঁদে কিভাবে আমার পিতাকে ফেলে হত্যা করা হয়। (অনুচরদের প্রতি) ভাল করে পোষাকগুলো খুলে দেখাও। দেখ দেখ, কিভাবে বিচিত্র পোষাকের মাধ্যমে মানুষের হাত পা বেঁধে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়। ঠিক যেন এক বন্য পশু বা ভয়ঙ্কর কোন দস্যুকে কৌশলে ফাঁদে ফেলা হয়। যিনি সর্বশক্তিমান দেবরাজ, যিনি বিশ্বমানবের সকল কর্মাকর্ম দেখতে পান তিনি আমার মাতার এই কায দেখুন। যে সূর্য সর্বদর্শী, সেই সূর্য আমার মাতার এই অপকর্ম দেখুন। আমি সারাজীবন নিঃসন্তান অবস্থায় অতিবাহিত করব। তবু এই দানবের কোন নারী নিয়ে ঘর করব না।

কোরাস। আমার চোখে জল আসছে। হে রাজন, তোমার মৃত্যু তোমারই পাপকর্ম হতে উৎসারিত এক স্বাভাবিক প্রতিফল।

ওরে। বল, আমার মাতা দোষী না নির্দোষ? এজিসথাসের এই তরবারি একদিন আমার পিতার রক্তে রঞ্জিত হয়। আমার পিতার মৃতদেহ আমি চোখে দেখতে না পেলেও শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ছি আমি। তার সঙ্গে সঙ্গে আজ সমস্ত জয়ের গৌরবও ম্লান হয়ে যাচ্ছে আমার। আমার মার সব অপকর্ম ও তার শাস্তির কথা ভেবে নিজের জীবনের প্রতিই ঘৃণা জাগছে আমার।

কোরাস। কোন মানুষই সর্বতোভাবে দুঃখবেদনাহীন জীবন যাপন করতে পারে না। আজ যারা দুঃখ পায়নি তারা ভবিষ্যতে সে দুঃখ পাবে।

ওরে। শোন এখন আমার অবস্থা হচ্ছে লক্ষ্যহীন এক অশ্বারোহীর মত। আমারই হাতের মুঠির মধ্যে শিথিল হয়ে আসছে আমার বুদ্ধির লাগাম। এক অজানিত আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে অন্তর। এখনো যখন আমার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তখন আমার অনুরক্ত প্রজাদের সামনে ঘোষণা করছি আমার পিতার রক্তে রঞ্জিত দেবতাদের দ্বারা ঘৃণিত আমার মাতাকে হত্যা করে কোন পাপ করিনি আমি। এখন আমি এ্যাপোলোর লোক্সিয়ায় যাব। কারণ সেখানকার এক দৈববাণীর বলে একাজ আমি করেছি তা দোষের হবে না। বরং এ কাজে আমি অবহেলা দেখালেই তা দোষের হত।

এখন আমি এক পবিত্র বৃক্ষশাখা আর ফুলের মালা নিয়ে এ্যাপোলোর মন্দিরে যাব। তিনি আমাকে কাজ শেষ করে সাহায্যের জন্য যেতে বলেছিলেন। তবে সেই সঙ্গে আর্গসের সব রাজভক্ত লোককেও আমার সঙ্গে সেখানে

সাক্ষ্যদানের জন্য যেতে বলছি। আমি যে উন্মাদের মত নির্মমভাবে আমার মাতাকে হত্যা করিনি সেকথা তোমরা বলবে চারিদিকে।

কোরাস। ন্যায় এবং সাফল্য আজ তোমার দিকে। কেন আজ অশুভ কথা বলছ? যে দুটো জন্তু আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, প্রপীড়িত করে তুলেছিল বিভিন্নভাবে সে দুটো জন্তুকে তোমার তরবারির দ্বারা হত্যা করে সমগ্র আর্গসকে মুক্ত করেছ। এতে অশুভ কি ঘটতে পারে?

ওরে। (প্রতিহিংসার অপদেবতাদের আসতে দেখে) দেখ মেয়েরা, ছাই রঙের পোষাক পরা সাপের কুণ্ডলীঘেরা গর্গনের মত দেহ নিয়ে কারা আসছে। আমি যাচ্ছি।

কোরাস। হে পিতৃভক্ত সন্তান! কেন কাল্পনিক বস্তু থেকে ভয় পাচ্ছ? তুমি জয়লাভ করেছ। তোমার ভয়ের কিছু নেই।

ওরে। আমার মনে হচ্ছে আমার মাতার রক্ত থেকে এই জীবন্ত প্রাণীদের জন্ম হচ্ছে।

কোরাস। তোমার হাতেও ত সে রক্ত লেগে আছে। সেই রক্ত দেখেই তোমার মন বিচলিত হয়ে পড়ছে।

ওরে। দেখ দেখ, আরো বেশী সংখ্যায় আসছে তারা। হে এ্যাপোলো, রক্তচক্ষুর দ্বারা ওরা ভয় দেখাচ্ছে আমায়।

কোরাস। যাও, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেল। এ্যাপোলোকে তোমার হাত দেখাওগে। তিনি তোমাকে সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন।

ওরে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু আমি পাচ্ছি। কারা যেন বেত্রাঘাত করছে আমায়। আমি সহ্য করতে পারছি না। (প্রস্থান)

কোরাস। দেবতারা তোমায় আশীর্বাদ দান করে তোমায় পথ দেখান। তোমাকে শান্তি ও মঙ্গল দান করুন। তুমি সৌভাগ্য লাভ করো।

কোরাসদল। (দর্শকদের দিকে মুখ করে) একটি পুরাতন অভিশাপের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু এই প্রাচীন রাজপরিবারের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। এর শেষ কোথায় কে জানে। থায়েস্টেসের পুত্রদের হত্যা থেকে শুরু হয় এই অভিশাপ। তারপর নিহত হন গ্রীক সৈন্যদের বীর সেনাপতি ও রাজা। তিনি যখন নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে হত্যা করা হয়। আজ তাঁর পুত্র সহসা নির্বাসন থেকে এখানে আবির্ভূত হলো। আমাদের আশাকে সফল করে আমাদের জন্য মুক্তি নিয়ে এল। জানি না, এরপরেও আবার কোন মৃত্যু আছে কি না। জানি না কবে এই বংশের উপর থেকে নিঃশেষে অপসারিত হবে সব অভিশাপের বোঝা। ঘটবে সকল বিবাদের অবসান।

দি ইউমেনাইদেস

এসকাইলাস

: নাটকের চরিত্র :

পাইথিয়ার ভবিষ্যৎ গণনাকারিণী
এ্যাপোলো
হার্মিস্
ওরেস্টেস
ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রেতমূর্তি
ইউমেনাইদেস বা প্রতিহিংসার প্রেতদের দ্বারা গঠিত কোরাস
দেবী এথেন
বারোজন এথেনীয় নাগরিক
এথেন্সের একদল নারী ও বালিকা

ঘটনাস্থল

প্রথম ঘটনাস্থল হলো ডেলফি। এ্যাপোলোর মন্দির ও পাইথীয় দৈববাণীর ঘর। পরবর্তী ঘটনাস্থল হলো এথেন্স। এ্যাক্রোপোলিসে অবস্থিত দেবী এথেনের মন্দির।

পাইথীয় গণনাকারিণী মঞ্চের উপর উঠে মাঝখানে দাঁড়াল।

গণনাকারিণী। আমার এই প্রার্থনার মধ্যে সব দেবতাদের থেকে সবচেয়ে আমি বেশী শ্রদ্ধা করি ধরিত্রীমাতাকে যিনি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম স্রষ্টাকারিণী। তারপর আমি শ্রদ্ধা করি ধরিত্রীর কন্যা থেমিসকে যিনি পরে ভবিষ্যদ্বাণী বা দৈববাণীর ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন। এ ব্যাপারে তৃতীয় জন হলো ফোবি, ধরিত্রীদেবীর টিটান সন্তান। ফীবাস হলো এ বিষয়ে চতুর্থ স্থানাধিকারী। সে এখন লোক্সিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সে তার পিতা জিয়াসের বাণী ও ইচ্ছার মর্মার্থ মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। ফীবাস প্রথমে আসে পাহাড়ঘেরা ডেলিয়ার হ্রদ থেকে। পরে সে যায় পার্নেসাসের পাহাড়ে। পরে সে আসে এই পবিত্র স্থানে। সঙ্গে হিফাস্টাসের যে পুত্ররা

যারা রাস্তা নির্মাণ করে তারা তার সঙ্গে এসে তাকে পৌছে দেয়। তীর্থযাত্রীদের পক্ষে যে স্থান একদিন দুর্গম ছিল ফীবাস এসে তা সুগম করে দেয় সকলের জন্য। এইভাবে ফীবাস ডেলফিতে আসে। রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। দেবরাজ জিয়াসের অলৌকিক ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান সঞ্চারিত তার মধ্যে। আর সেই জ্ঞানের দ্বারা ফীবাস মানবজাতিকে দৈব বিধানের কথা বুঝিয়ে দেয়।

এরপর আমি প্যালাস প্রোমাইয়া আর কোবিসিয়ার গুহার মধ্যে যে সব জলপরী থাকে তাদের প্রতি প্রণাম জানাচ্ছি। সেই মায়াময় গুহায় অনেক পাখি বাস করে। আর সেখানে রাজা ব্রোমিয়াস একবার রাজা পেনথেউসকে আক্রমণ ও নির্জিত করতে গিয়ে সেখানেই থেকে যান এবং এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তারপর আমি নাম করছি প্লেইসটস নামে ঝর্ণা আর ডেলনফি নদীর নাম। সবশেষে স্মরণ করছি পসেডন আর দেবরাজ জিয়াসকে।

এবার আমি দৈববাণীর আসন গ্রহণ করছি। আজ আমি দেবতাদের অনুগ্রহে যে ভবিষ্যদ্বাণী করব তা এতদিনের মধ্যে হবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হবে দৈব আশীর্বাদে ধন্য। তবে আমাদের এখানকার প্রথানুসারে গ্রীসদেশ থেকে যিনি গণনা করতে এসেছেন তিনি তাঁর ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমিক সংখ্যা ঠিক করে আমার কাছে আসুন। ফীবাস আমার মুখে ভর করে যেভাবে আমাকে বলাবেন আমি সেইভাবে সত্যকে প্রকাশ করব। (পর্দার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসে ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠল। ওঃ কী ভয়াবহ দৃশ্য! এত ভয়াবহ যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ্যাপোলোর ঘর থেকে কে যেন আমায় ঠেলে বার করে দিচ্ছে। আমার পা হাত কাঁপছে। আমার মত একজন বৃদ্ধাকে ভয়ে শিশুতে পরিণত করে দিচ্ছে। অবশ্য তা কিছু করতে পারবে না। আমি ঘরের ভিতর ফুলের মালায় ঢাকা বেদীর কাছে গিয়ে দেখি সাদা পশমের সুতো দিয়ে গাঁথা অলিভ পাতায় ঢাকা মাথা নিয়ে একটা রক্তাক্ত লোক হাতে তরবারি নিয়ে রয়েছে। আবার দেখ বাইরে মঞ্চের উপর শোয়া এই লোকটির পাশে অদ্ভুত ধরনের একদল নারী রয়েছে। ঠিক নারী নয়, যেন গর্গন। আমি এই ধরনের হার্মি নামে পাখাওয়ালা ভয়ঙ্কর এক জীব দেখেছিলাম যারা একদিন রাজা ফিনেউসের ভোজসভা পণ্ড করে দেয়। কিন্তু এই জীবগুলোর কোন পাখা নেই। এদের

রং ভীষণভাবে কালো। তাদের নাসিকা হতে নিঃশ্বাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। তাদের চোখ থেকে একরকম নোংরা রস বার হচ্ছে। এদের চেহারা এমনই ঘৃণ্য যে তা কোন মানুষ বা দেবতা সহ্য করতে পারে না। এরা কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ শ্রেণীর জীব নয়। আমি শক্তিমান দেব-পুরোহিত লোক্সিয়ার কাছে যাব। তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে রোগ নিরাময়ের জন্য কত জায়গা থেকে কত ব্যক্তি আসে। এইসব অশুভ জীবদের কবল থেকে তিনি তার মন্দির রক্ষা করবেন।

গণনাকারিণী চলে যেতে দৃশ্য পরিবর্তিত হলো। এ্যাপোলোর মন্দির দৃষ্টিগোচর হলো। দেখা গেল ঘরের মাঝখানে ওরেস্টেস এক অমসৃণ পাথরের বেদীর পাশে বসে রয়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাপোলো আর হার্মিস। ঘরের মেঝের উপর ও কিছু বেঞ্চের উপর প্রতিহিংসার প্রেতিনীরা ঘুমিয়ে আছে।

এ্যাপোলো। আমি তোমাকে কখনই ছেড়ে দেব না একা। কাছে অথবা দূরে যেখানেই থাক না কেন তুমি, আমি সব সময় তোমাকে রক্ষা করে যাব আর তোমার শত্রুদের দমন করে যাব। আপাততঃ দেখছ এই ভয়ঙ্কর জীবগুলো শান্ত আছে। শিকারসন্ধানী পশুর মত এই প্রেতগুলো এখন ঘুমোচ্ছে। এদের উপস্থিতি কোন দেবতা বা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অশুভ শক্তি হিসাবেই এদের জন্ম হয় মানুষের ক্ষতি সাধন করার জন্য। অন্ধকারে পাতালে এদের বাস। স্বর্গের দেবতারা এদের ঘৃণা করেন। এখন তুমি যাও। মনকে কিছুতেই দুর্বল করবে না। ওরা অবশ্য এখনো কিছুকাল তোমাকে জলে স্থলে সমুদ্রে সাগরে এই মহাদেশের সর্বত্র অনুসরণ করে যাবে। কিন্তু কখনো ভয় পেয়ো না। তুমি প্যালাসের নগরীতে এথেন্সের কাছে যাবে। প্রাচীন মূর্তিটিকে সরিয়ে এনে তার সাহায্য প্রার্থনা করবে। একদিন আমিই তোমাকে তোমার মারা জীবন নাশ করতে বলেছিলাম। আবার আমিই সেখানে সকল যন্ত্রণা হতে মুক্ত করব তোমায়।

ওরেস্টেস। হে ভগবান এ্যাপোলো! ন্যায়বিচারের পূর্ণ জ্ঞান তোমার। মানুষের অধিকার সম্বন্ধেও তোমার অজানা কিছুই নেই। তুমি যেন সব সময় আমার সহায় হও। তোমার শক্তিই তোমার প্রতিশ্রুতিমত আমাকে নিরাপত্তা দান করে চলবে।

এ্যাপোলো। মনে রেখো, কোন ভয় যেন তোমার দৃঢ় অন্তঃকরণকে বিচলিত

না করে। যাও ভাই হার্মিস, তার রক্ষাকর্তারূপে তোমার যথাকর্তব্য পালন করো। তার নিরাপত্তার ভার আছে আমার উপর। তাকে ভালভাবে যেন রক্ষা করো। (হার্মিস ওরেস্টেসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে এ্যাপোলো মন্দিরে প্রবেশ করল)

ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রেতের আবির্ভাব

ক্লাইতে। তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছ? জেগে ওঠ। তোমরা আমায় তুচ্ছজ্ঞান করছ বলে অন্যান্য মৃতেরা আমায় গালাগালি করছে। আমাকে তারা বিদ্রূপ করছে ও লজ্জা দিচ্ছে অনবরত। আমার নিজের সন্তান আমাকে তরবারির দ্বারা আঘাত করলেও কেউ তার প্রতিবাদ করেনি ক্রুদ্ধভাবে। এই দেখ আমার বুকের নিচে আঘাত এবং বল এ আঘাত কার তরবারির? আমার আঘাতটা দেখ। ঘুমন্ত অবস্থায় হলেও মনের চোখ দিয়ে তা দেখতে পার। তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার মধ্যরাত্রির চুল্লীর উপর কত শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেছি। তোমাদের জন্য কত ভোজসভার অনুষ্ঠান করেছি। দেবতাদের যা দিইনি তা তোমাদের দান করেছি। কিন্তু এখন দেখছি আমার সব দান তোমরা পদদলিত করেছ। পাতা ফাঁদ থেকে পালিয়ে যাওয়া মৃগশিশুর মত তোমাদের শিকার তোমাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেছে তোমাদের উপহাস করে। এটা লজ্জার ব্যাপার তোমাদের পক্ষে। আমার কথা শোন হে ভূগর্ভনিবাসিনী অশুভ শক্তিনিচয়, আমার অনুরোধ শোন। এটা জীবনমৃত্যুর পণের মত সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আমি তোমাদের স্বপ্নের মধ্যে তোমাদের ডাকছি। এই অনুরোধ জানাচ্ছি। (ঘুমন্ত কুকুর যেমন চিৎকার করে ওঠে তেমনি প্রতিহিংসার ঘুমন্ত প্রেতিনীরা ঘুমের মাঝেই বিড় বিড় করে বকতে লাগল) তোমরা বিড় বিড় করছ। কিন্তু তোমাদের শিকার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা আমার বন্ধুদের মত অলস ও অকর্মণ্য নয়। তারা তাকে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে। অথচ তোমরা ঘুমোচ্ছ। (প্রতিহিংসার প্রেতদের ঘুমন্ত কোরাসদল আবার বিড় বিড় করতে লাগল) তোমরা কি আর জাগবে না? তোমাদের কোন দুঃখ হচ্ছে না? যে ওরেস্টেস তার মাতাকে হত্যা করেছে সেই ওরেস্টেস পালিয়ে গেছে। অথচ ঘুমোচ্ছ তোমরা? (কোরাস-দল আবার চিৎকার করে উঠল) আবার ঘুমোতে ঘুমোতে চিৎকার করছ শুধু? তাড়াতাড়ি জেগে ওঠ। কাজ করো। অনেককিছু অশুভ কাজ অপেক্ষা

করছে তোমাদের জন্য। (আবার চিৎকার) নিদ্রা আর ক্লান্তি এই দুটি বস্তু ঐ নারী ড্রাগনদের সব ক্রোধ কেড়ে নিয়েছে।

কোরাস। (ঘুমের মধ্যে) ছোট, ছোট তার পিছনে। তাকে ধরো। ধরো ধরো। তাড়াতাড়ি করো।

ক্লাইতে। স্বপ্নের মধ্যেই তোমরা শিকারের পিছনে ছুটেছ? ক্লান্তিহীন অসার অগ্রপ্রসারী চিন্তার মতই তোমাদের এই অর্থহীন তৎপরতা। কিন্তু কাজ কোথায়? নিবিড় ক্লান্তি আর অবসাদ কি নিদ্রার সঙ্গে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তোমাদের যার ফলে আমার সব দুঃখের কথা ভুলে গেছ? ওঠ ওঠ। ন্যায়সঙ্গত ভর্ৎসনার দ্বারা তার হৃদয়কে পীড়িত করো। তপ্ত কথায় মানুষের বিবেক ব্যথা পায় তাড়াতাড়ি। তোমাদের উদর হতে উদ্‌গত বিষবাষ্পের দ্বারা তার চারদিকে অগ্নিঝড়ের সৃষ্টি করো। তার বিশ্রামের সকল আশাকে অঙ্গরে বিনষ্ট করে দাও। তার মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত তার অনুসরণ করো।

কোরাসদল জেগে উঠতেই ক্লাইতেমেস্ত্রার প্রেত অন্তর্হিত হয়ে গেল

কোরাস। ওঠ ওঠ, সব জেগে ওঠ। একে অন্যকে জাগাও। সব ঘুম ঝেড়ে ফেল। সতর্কবাণীর অর্থ কি? (তারা দেখল ওরেস্টেস পালিয়ে গেছে) কি হলো, আমরা প্রতারিত হলাম? আমাদের বিদ্রূপ করে চলে গেল? আমাদের মত কেউ কখনো ঠকেনি এমন করে। আমরা এ প্রতারণা সহ্য করব না। আমাদের কত অজস্র শ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল! আমরা কর্তব্যকর্ম লঙ্ঘন করায় আমাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সব নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের পাতা ফাঁদ শূন্য, শিকার পালিয়ে গেছে। সে আজ মুক্ত। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম আমাদের অধিকৃত বস্তু অপহৃত হয়ে গেছে। হে জিয়াসপুত্র ফীবাস, তুমি কি একজন দেবতা? তুমি সততাকে দূরে সরিয়ে দিলে! তুমি বয়সে নবীন হয়েও প্রাচীন দেবতাদের শক্তিকে অবহেলা করলে। তুমি ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করেছ তোমার স্বার্থে। একজন মাতৃহন্তাকে তার নির্দিষ্ট শাস্তি থেকে রেহাই দিয়ে রক্ষা করেছ তুমি। মাতৃত্বকে অপমানিত করেছ। এই অসদাচরণকে কেউই ভাল বলতে পারে না। আমি আমার স্বপ্নের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ তিরস্কারবাক্য শুনে অন্তরে ব্যথা পেলাম। অনুশোচনার এক হিমশীতল অসহ্য তীক্ষ্ণতা অনুভব করলাম আমি, সামনের খাড়াই বাধার গায়ে তার গাড়িটা ধাক্কা লাগলে যেমন আঘাত অনুভব করে চালক।

দোষটা আমাদের নয়। দোষটা হচ্ছে যে সব তরুণ দেবতা প্রবীণদের জায়গায় কার্যভার গ্রহণ করেছে। দেখ দেখ, ধবিত্রীমাতার কেন্দ্রীয় পবিত্র বেদী কেমন কলুষিত হয়েছে। ন্যায়বিচার বলে কোন জিনিস নেই। হে ফীবাস, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত সমস্ত শক্তি সত্বেও এই কাজের দ্বারা অর্থাৎ এক পাপীষ্ঠ নরাধমকে সাহায্য করার দ্বারা তুমি তোমার পবিত্র ভাবকে কলুষিত করেছ, তোমার যজ্ঞবেদীর জলন্ত শিখাকে ম্লান করে দিয়েছ। তুমি দেবতা প্রবর্তিত নিয়ম ও নীতিকে লঙ্ঘন করেছ। নিয়তিই আমার শত্রু। সেই নিয়তি কখনো পাপকে প্রশ্রয় দেবে না! ওরেস্টেস আজ অভিশপ্ত। সে যেখানেই আশ্রয় খুঁজুক না কেন কোথাও কোন আশ্রয় পাবে না। শীঘ্রই তার নিজের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন প্রতিশোধ গ্রহণকারীর আবির্ভাব হবে যে তার মাথার উপর নিয়তির অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেবে।

মন্দির হতে তীর ধনুক হাতে এ্যাপোলোর আবির্ভাব

এ্যাপোলো। দূর হয়ে যাও মন্দিব হতে। আমার হুকুম, এখনি চলে যাও এখান থেকে। তা না হলে যে সাপগুলো তোমাদের জড়িয়ে আছে আমি তীর মেরে তাদের উড়িয়ে দেব। তোমরা ত ঘাতকদের গায়ের মাংস থেকে এব ধরনের কালো রস শোষণ করে খাও। তা এখানে কি দরকার তোমাদের? তোমাদের স্থান ত হচ্ছে অন্ধকার গহ্বরে, যেখানে গলাকাটা কবন্ধের দল পড়ে থাকে, যে নরকে বিকৃত শবেরা শায়িত থাকে, যেখানে ক্ষতবিক্ষতদেহ মানুষ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে তোমাদের বাস সেইখানে। তোমরা ত এই সব জিনিসই ভালবাস। আর এইজন্যই স্বর্গের দেবতারা তোমাদের ঘৃণা করে। তোমাদের ভয়ঙ্কর দেহাকৃতিও ত এই সত্যই বহন করে। তোমরা কোন রক্তাক্ত সিংহের গহ্বরে চলে যাও। এই পবিত্র প্রার্থনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর জায়গায় তোমরা থাকতে পাবে না। নেতৃত্বহীন উচ্ছৃংখলের দল, চলে যাও এখান থেকে। কোন দেবতাই তোমাদের পছন্দ করে না।

কোরাস। এবার আমি কথা বলব। হে দেবতা এ্যাপোলো, তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা করেছ তোমার সে কাজের জন্য তোমাকে একা কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

কোরাস। তোমার দৈববাণীই তাকে তার মাতার প্রাণ সংহার করতে বাধ্য করে।

এ্যাপোলো। আমার দৈববাণী তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ

করতে বলে।

কোরাস। নররক্তে তার হাত আজ রঞ্জিত থাকলেও তুমিই তাকে রক্ষা করেছ।

এ্যাপোলো। আমি তাকে এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছিলাম।

কোরাস। আমরা তার প্রহরীরূপে এখানে অপেক্ষা করছি। আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

এ্যাপোলো। এই পবিত্র স্থানে তোমাদের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। মর্যাদার হানিকর।

কোরাস। কিন্তু এটা আমাদের কর্তব্য।

এ্যাপোলো। হ্যাঁ, বড় কর্তব্য। সগর্বে সে কর্তব্যের কথা ঘোষণা করো।

কোরাস। আমরা শিকারী কুকুরের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াব দেশ থেকে দেশান্তরের পথে।

এ্যাপোলো। আর স্ত্রী যখন স্বামীকে হত্যা করে তখন তোমরা কি করো?

কোরাস। স্বামী স্ত্রী এক রক্তের নয়। তাদের কথা আলাদা।

এ্যাপোলো। তাহলে তোমরা জিয়াস-হেরার দাম্পত্য সম্পর্ককে অস্বীকার করে বিশ্বের বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতাকে নস্যাৎ করতে চাও। তোমাদের যুক্তি যদি সত্য হয় তাহলে মানবজীবনের সকল আনন্দের প্রধানতম উৎস দেবী আফ্রোদিতে ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠবেন সকলের। যে বিবাহ দুটি নরনারীকে এক ভাগ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে আর যে বন্ধন ন্যায়বিচারের দ্বারা সমর্থিত, সেই বিবাহবন্ধন যে কোন শপথের থেকে পবিত্র। তা যদি হয় তাহলে সেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুজনের মধ্যে একজন অন্যজনকে হত্যা করলেও তুমি তাকে ক্ষমার চোখে দেখছ। তার সব শাস্তি মাপ করে দিচ্ছ। তুমি অন্যায়ভাবে ওরেস্টেসের জীবনকে পীড়িত করে তুলছ। তার অপরাধটাকে তোমরা বড় করে দেখছ, কিন্তু তার মাতার অপরাধটাকে লঘু করে দেখে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। প্যালাস এখন নিজে সব কিছু দেখে তোমাদের বিচার করবেন।

কোরাস। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি; আমি কিন্তু ওরেস্টেসকে ছাড়ব না।

এ্যাপোলো। ঠিক আছে, ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও। যত খুশি কষ্ট দিও।

কোরাস। ফীবাস, তুমি আমার অধিকারকে কোনভাবে খর্ব করতে

পারবে না।

এ্যাপোলো। তোমার সে অধিকার আমাকে দান হিসাবে দিলেও আমি তা নেব না।

কোরাস। জিয়াসের সিংহাসনের পাশে তোমার দাম যতই হোক, আমিও কিন্তু আমার অধিকার ছাড়ব না। আমি তার মাতার রক্তের সূত্র ধরে তার খোঁজ করে যাব। পৃথিবীর সর্বত্র শিকারী কুকুরের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াব।

এ্যাপোলো। সে আমার ভক্ত। আমি পাশে পাশে থেকে তাকে সব সময় রক্ষা করে যাব। আমার ভক্ত কোন পাপীকে যদি আমি তার বিপদকালে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করি তাহলে আমার প্রচণ্ড ক্রোধ স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোক জুড়ে তার তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্সে অবস্থিত দেবী এথেনের মন্দির। মন্দিরের সামনে দেবীমূর্তির নিকটে নতজানু অবস্থায় ওরেস্টেস।

ওরেস্টেস। হে দেবী এথেন, এ্যাপোলোর কথামত আমি এসেছি তোমার কাছে। আমাকে তুমি দয়া করো। আজও আমি পলাতকের মত ঘুরে বেড়ালেও দীর্ঘ পথশ্রমে আমার পাপের অনেকখানি স্খালন হয়েছে। আমার রক্তাক্ত হাত অনেক পরিস্কার হয়েছে এবং আমার পাপের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে গেছে অনেকখানি। লোক্সিয়ার দৈববাণী অনুসারে আমি দীর্ঘকাল পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর আমার এই দার্ঘ নির্বাসন আমার পাপসিক্ত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তুলেছে। হে দেবী, অনেক আশা করে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি এখানে থাকব। আমার বিচারের ফল কি হবে তা না জেনে আমি যাব না এখান থেকে।

কোরাসদলের প্রবেশ

কোরাস। আমি তার স্পষ্ট সন্ধান পেয়েছি। এস এস, তার দূষিত নীরব অঙ্গুলির সামান্য একটু দেখা পেলেই যথেষ্ট। পাপীষ্ঠ লোকের গন্ধ পাই আমরা। আমরা তার গন্ধ শুঁকে এসেছি, শিকারী কুকুর যেমন কোন রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত হরিণের খোঁজ পায় তার রক্তের দাগ বা গন্ধ থেকে। মেষপালক যেমন তার হারাণো মেষের সন্ধানে সারা পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে আমরাও তেমনি তাঁর খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছি। দ্রুতগামী জাহাজের থেকেও দ্রুত গতিতে সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে তার খোঁজ করে বেড়িয়েছি! অবশেষে

ক্লান্ত হয়ে আমরা এখানে এসে উপনীত হয়েছি। কারণ জানি সে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। হত্যাকারীর রক্তাক্ত গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে খেলা করে বেড়াচ্ছে। দেখ দেখ, প্রতিটি দরজা এবং তার পার্শ্ববর্তী দিকগুলি ভাল করে খুঁজে দেখ, ঘাতক যেন আর বিনা শাস্তিতে পালিয়ে যেতে না পারে। আবার সে আশ্রয় পেয়েছে এক দেবীর কাছে। এই দেবীর কাছে তার পাপকর্মের বিচারের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে সে। কিন্তু তার কোন আশা নেই। মাতার রক্ত একবার পাত করলে সে পাপের কোন প্রতিকার সম্ভব নয়। ধূলিতে যেখানে মাতার এক বিন্দু রক্ত পড়ে সে রক্ত ধুয়ে দিতে না দিতে আবার অসংখ্য রক্তবিন্দুর দাগ ফুটে উঠে ভর্ৎসনা করতে থাকে মাতৃহন্তাকে। তোমার মাতার দেহের রক্তের পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে নিঃসৃত রক্ত আমাদের পান করার জন্য দাও ততক্ষণ তোমার পরিত্রাণ নেই। সে রক্ত আমাদের প্রাপ্য। আমাদের পরিশ্রমের ফল। তা না হলে তুমি বেঁচে থাকলেও তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত সমস্ত রক্তস্রোত শুকিয়ে যাবে তোমার অলক্ষ্যে। এইভাবে তোমার মাতার রক্তের ঋণ তোমায় পরিশোধ করতে হবে। এইভাবে তোমার দুঃখের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

মনে রেখো, শুধু তুমি নও, যে কোন মানুষ যে তাদের পূজনীয় পিতামাতা, দেবতা বা শ্রদ্ধেয় অতিথির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ সমস্ত ন্যায়নীতিকে কোন প্রকারে লঙ্ঘন করেছে সে তার পাপের জন্য এই ধরনের অমোঘ শাস্তি লাভ করবেই। দূর আকাশের পরপারে মৃত্যু কঠোর হাতে মানবজীবনের গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কেউ কোন ছলনা বা চাতুর্যের দ্বারা এই মৃত্যুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

ওরে। দীর্ঘ দুঃখ আর বহু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আমি শিখেছি কখন কি কথা বলতে হয় আর কখন চুপ করে থাকতে হয়। যে মাতৃরক্তে আমার হাত রঞ্জিত ও কলুষিত সে রক্ত ধুয়ে গেছে। ফীবাসের চুল্লীর উপর রক্তের অঞ্জলি দান করে রক্তের অভিশাপ হতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে আমার হাত। আমার এই নির্বাসনকালে আমার যেসব বন্ধু ও আত্মীয় পরিজন আমাকে আশ্রয় দান করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের সকলের কথা বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি এদেশের শাসনকর্ত্রী ও রক্ষয়িত্রী দেবী এথেনের বন্দনা করছি। তিনি যেন তাঁর ন্যায়-

যাঁরা আমাকে, আমার দেশকে এবং আমার গ্রীক প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করেন। এক অক্ষয় শান্তি ও সমৃদ্ধির বন্ধনে তিনি যেন সব কিছুকে আবদ্ধ করেন। তাঁর লিবিয়ার বাসভবনে অথবা ত্রিতোনিয়ার হ্রদের ধারে অথবা ফ্লেগবীয়ার প্রান্তরে অথবা কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তিনি যেন তাঁর দৈব কর্তৃত্বের দ্বারা আমার আত্মাকে রক্ষা করেন।

কোরাস। তোমাকে রক্ষা করার মত শক্তি এ্যাপোলো বা এথেন কারোরই নেই। তোমার জীবনের সব আনন্দ চিরতরে হারিয়ে গেছে। যত সব প্রেত আর অশুভ শক্তির অসহায় শিকার হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তোমায়। আমার এসব কথা কি নীরবে উপেক্ষা করছ তুমি? কিন্তু মনে রেখো, তুমি আমার কাছে উৎসর্গীকৃত। ছুরি দিয়ে কাটার বা আগুনে দগ্ধ করার প্রয়োজন নেই, তোমার জীবন্ত দেহের মাংসই ভক্ষণ করব আমরা। এই গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তুমি।

চলে এস যত সব প্রতিহিংসার শক্তিরা। আমরা এ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প। আমাদের এই ভয়ঙ্কর গান একবার যারা শুনেছে, কিভাবে আমাদের অশুভ ইচ্ছার দ্বারা মানুষের জীবন ও তার ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তা কখনই ভুলতে পারে না। আমাদের বিচার যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত। যেসব মানুষ কোন পাপকর্মের দ্বারা তার হাতকে কলুষিত করেনি কখনো আমাদের রোষ কোনদিন তাদের উপর পড়ে না। তারা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করে। কিন্তু যারা ওরেস্টেসের মত এক রক্তক্ষয়ী পাপকর্ম করেও নির্লজ্জভাবে সে পাপের শাস্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তার রক্তাক্ত হাতটিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, আমরা তখন মৃত ব্যক্তির সাক্ষীরূপে তার বিচারকালে অনমনীয়ভাবে তার রক্তের মূল্য দাবি করি।

হে আমার রাত্রি, আমার মাতা যার গর্ভ হতে প্রসূত হয়ে জীবিত বা মৃত সকল পাপীকে শাস্তি দান করার জন্য আসি সর্বত্র ঘুরে বেড়াই ফীবাস অন্যায়ভাবে আমার শিকার ও অধিকারের বস্তুকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। যে পাপাত্মা তার আপন মাতার রক্তপাত করেছে সে দীর্ঘ অন্তর্বেদনার দ্বারা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করেই সব শাস্তি এড়িয়ে যাবে।

এখন এই যজ্ঞবেদীর পাশে আমাদের শিকারের উপরে এই মন্ত্র পাঠ করো।
তার কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হবে না কোন স্বর।
এক তীক্ষ্ণ তরবারি নিশিদিন বিদ্ধ

করতে থাকবে তার ইন্দ্রিয়চেতনাগুলিকে,
তার অন্তরে সর্বক্ষণ বইতে থাকবে ঝড়
মস্তিষ্কে জ্বলতে থাকবে অনির্বাণ আগুন।
এক প্রচণ্ড ক্রোধ বিকল করে দেবে তার যুক্তিবোধকে,
এক বিভীষিকার আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে থাকবে তার মনকে,
তার আত্মার সব রস যাবে শুকিয়ে।

সর্বশক্তিমতী যে নিয়তি সমগ্র বিশ্বের গতিপ্রকৃতিকে চালিত করেন তিনিই আমাদের এই বিধান দান করেছেন যে, কোন মানুষ নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে কোন হত্যাকাণ্ড করে বসলেই তার মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত তার সারা জীবন আমরা সর্বক্ষণ তার পাশে পাশেই থাকব। তার একমাত্র শান্তি আপন পুরাশ্রিত মৃত্যুর রাজ্যে। এখন এই যজ্ঞবেদীর পাশে আমাদের শিকারের পাতালমাথার উপর সেই মন্ত্রটি আবার পাঠ করো।

তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হবে না কোন স্বর
এক তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা বিদ্ধ হবে তার ইন্দ্রিয়চেতনা।
তার অন্তরে বইতে থাকবে ঝড়,
তার মস্তিষ্কে জ্বলতে থাকবে আগুন,
প্রচণ্ড ক্রোধে বিকল হয়ে যাবে যুক্তিবোধ,
বিভীষিকার আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে মন,
আর তার আত্মার সব রস যাবে শুকিয়ে।

যেদিন আমাদের জন্ম হয় সেইদিন হতেই আমাদের জীবনের কর্তব্যকর্ম বিধিনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যখন যেখানে কোন মানুষ পাপ করে সেইখানেই শুরু হয় আমাদের কর্ম। দেবতাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ তাঁরা আমাদের আওতার বাইরে। শুচিশুভ্র দেবমন্দিরে আমাদের মত কৃষ্ণবর্ণ জীবের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। পাপাসক্ত কোন মহান ব্যক্তির অধঃপতন ও অনুশোচনার ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান কাজ। যখন যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে বন প্রান্তর হতে কোন পরিবারের প্রতি ধাবিত হয়, যখন কোন মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে তার আপন আত্মীয়ের রক্ত পাত করে আমরা তখনই তার কাছে গিয়ে তার অসংযত শক্তির সকল গৌরবকে খর্ব করি।

এই হলো আমাদের কাজ। আমরা উদ্যমের সঙ্গে একাজ করে যাই। আমাদের দেবতাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দেবরাজ জিয়াস যিনি সমস্ত

পাপ হতে চিরমুক্ত তিনি আমাদের উপস্থিতিকে ঘৃণার চোখে দেখেন। তাঁর কাছে আমরা কোন প্রকারে একবার গিয়ে পরলেই তিনি সজোরে অনেক উঁচু থেকে আমাদের এমনভাবে ফেলে দেবেন যে আমরা অসহায়ভাবে একেবারে ভূতলে পড়ে যাব। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে আমাদের দেহাস্থি।

সুতরাং কোন পাপী ব্যক্তির গৌরব যতই আকাশচুম্বী হোক না কেন, প্রতিশোধের অমোঘ অব্যর্থ আঘাত তার সেই গৌরবকে ম্লান করে দেবেই। এক হীন ও অপমানজনক মৃত্যুর কবলে সে পতিত হবেই। যে হস্তে পাপ করে মানুষ তার সেই হস্তের কলুষই তার মনের মাঝে এনে দেয় এক অপরিসীম অন্ধকার। প্রেতের চিৎকারে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে তার গৃহের শান্তি।

সুতরাং বিধিমত আমরা মানবজগতের সকল পাপকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলি। কিন্তু এই কর্তব্যকর্ম পালন করার জন্য কোথাও কোন সম্মান আমরা পাই না। কোন প্রার্থনা বা অনুনয় বিনয়ের দ্বারা আমরা কখনো বিচলিত হই না। যে অন্ধকার পথে আমরা চলি, যে পথে মৃতদের জন্য বাধার পাথর ছড়িয়ে চলি সে পথে দেবতারা কোনদিন যান না।

এবার স্বর্গের দেবতাদের বিচার করতে হবে। নিয়তি স্বয়ং আমাদের উপর যে কাজের ভার অর্পণ করেছে সে কাজ আমরা করে যাব কিনা। আমরা জগতের নিম্ন অংশে অন্ধকার পাতালপুরীতে বাস করলেও আমাদের প্রাচীন অধিকার হতে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না কখনো।

দেবী এথেনের আবির্ভাব

এথেন। সুদূর স্কামান্দার নদীর ধার থেকে আমি শুনতে পেলাম আমার নাম ধরে কে ডাকছে। ঐ নদীতীরবর্তী যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড গ্রীক সেনাপতিরা ট্রয় যুদ্ধে লাভ করে এবং যা থিসিয়াসপুত্র ভোগ করে সেই ভূখণ্ডের উপর দাবি জানাবার জন্য আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সহসা আমার ডাক শুনে আমি বাতাসে ভর করে মুহূর্তমধ্যে এখানে এসে পড়লাম। কিন্তু আমার মন্দিরের কাছে কাদের দেখছি! অবশ্য কোন ভয় নয়, শুধু বিস্ময় জাগছে আমার মনে। কে তোমরা? আমি সকলকেই বলছি। দেখছি একজন মানুষ ভক্তের মত আমার মূর্তিটিকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। তোমরা কে? তোমরা দেখতে মানুষ বা দেবতা কারো মতই নও। অবশ্য অকারণে আমি কাউকেই কোন তিরস্কার করব না।

কোরাস। হে জিয়াসকন্যা, আমরা সংক্ষেপে সব কথা তোমায় বলব। আমরা

হচ্ছি আদিম রাত্রির সন্তান। আমরা পৃথিবীর অন্ধকার গহ্বর হতে পাপী মানুষদের জন্য অভিশাপ বহন করে আনি।

এথেন। তোমাদের নাম আমি জানি।

কোরাস। এবার আমাদের কাজের কথা বলব।

এথেন। বল। সরলভাবে বল। আমি স্বেচ্ছায় শুনব।

কোরাস। আমরা ঘাতক বা হত্যাকারীদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াই।

এথেন। এইসব পলাতকরা কোথায় আশ্রয় পাবে?

কোরাস। যেখানে জীবনের আরাম আর আনন্দ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না।

এথেন। এইজন্যই কি এই লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমরা?

কোরাস। হ্যাঁ, এই লোকটি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার মাতাকে হত্যা করে।

এথেন। কিন্তু কোন হেতুর শক্তির ভয়ে কি একাজ করেনি ও?

কোরাস। এতবড় শক্তি কার আছে যে কোন মানুষকে মাতৃহত্যায় বাধ্য করতে পারে?

এথেন। একপক্ষের কথা আমি শুনলাম। এবার আর একপক্ষের কথা শুনতে হবে।

কোরাস। কিন্তু সে নিজে কোন শপথ করবে না এবং আমাদের কারও কোন শপথ শুনবেও না।

এথেন। তোমরা নিজেরা ন্যায়পরায়ণ না হয়েই ন্যায়বিচারের খাতিরেই ন্যায় বিচার চাইছ।

কোরাস। কি করে? আমাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দাও।

এথেন। শুধু শপথের দ্বারাই কোন অন্যায় জয়ী হতে পারে না।

কোরাস। ঠিক আছে, প্রকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করে তার বিচার করো।

এথেন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারের রায় আমাকে দান করতে বল তোমরা?

কোরাস। হাঁ, তোমার বিচক্ষণতায় আমাদের আস্থা আছে।

এথেন। এবার তোমার কি বলার আছে বল বন্ধু। আমার ন্যায়বিচারে তোমার অবিচল আস্থাই তোমাকে টেনে এনেছে আমার কাছে আমার একনিষ্ঠ ভক্তরূপে। আগে তোমার দেশের নাম ও বংশপরিচয় বল। তারপর তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সরল ভাষায় উত্তর দাও।

ওরে। হে দেবী এথেন, প্রথমে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে আমি শুধু এইকথা ভেবে আমার সকল সন্দেহের নিরশণ করতে চাই যে

আমার হাত আর কলুষিত নেই। আমি আপনার পবিত্র মূর্তির পাদদেশে কলুষিত অবস্থায় বসে নেই। এ বিষয়ে আমি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তুলে ধরব আপনার কাছে। যে শক্তিমান দেবতা মানুষকে নরহত্যারূপ পাপের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারেন সেই দেবতার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন হত্যাকারী বলির পশুর বক্ষস্থলনিঃসৃত রক্তধারা উৎসর্গ করে ততক্ষণ কোন কথা বলার বৈধ অধিকার তার থাকতে পারে না। অনেক আগেই আমার জন্য অন্যান্য মন্দিরে অনেক বলির পশু উৎসর্গ করা হয়েছে। আমার পরিচয় সম্পর্কে আমি এই কথাই বলতে চাই যে আমার দেশ হচ্ছে আর্গস, আপনি আমার পিতাকে চেনেন। তিনি হচ্ছেন গ্রীক সেনাপতি এ্যাগামেমনন। আপনি এবং তিনি একযোগে ট্রয়নগরী ধ্বংস করেন। দীর্ঘদিন পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় তাঁকে। আমার নিষ্ঠুরহৃদয়া মাতা কৌশলে পোষাকে আবৃত করে ফাঁদে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করেন তাঁকে।

পরে দীর্ঘ নির্বাসনের পর আমি বাড়ি ফিরে আমার মাতাকে হত্যা করি। একথা আমি অস্বীকার করছি না। আমার প্রিয় পিতাকে হারিয়ে দুঃখের তারণাতেই একাজ করেছি আমি। অবশ্য এর জন্য এ্যাপোলোও দায়ী। তিনি দৈববাণীর মাধ্যমে আমাকে বলেছিলেন আমি যদি হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করি তাহলে অন্তহীন যন্ত্রণার দ্বারা অনুক্ষণ পীড়িত হতে থাকবে আমার অন্তরাত্মা। এবার আপনি বিচার করুন আমি অন্যায় করেছি কি না।

এথেন। বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে কোন একজন মানুষের পক্ষে তা বিচার করা অসম্ভব। আমি এমন কোন বিচার করব না যাতে ন্যায়বিচারের দেবী রুষ্ট হতে পারে। যেহেতু তুমি উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা পাপ স্খালন করে এখানে এসেছ সেইহেতু আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এথেন্স তোমাকে আশ্রয় দান করেছে। আবার তোমার অভিযোগকারীদের দাবিও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি আমি তার প্রতি সুবিচার করতে না পারি তাহলে আবার তারা সারা দেশে মৃত্যু আর সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালিয়ে যাবে। তাদের গ্রহণ করব না বিতাড়িত করব এইটাই হলো সমস্যা। যে দিকেই যাই দুটো পথই জটিলতায় ভরা। আমি এখন কোন রায় দান করব না। আমি নির্বাচিত কিছু নাগরিককে ডেকে আনব যারা নরহত্যার বিচারকার্যে

সক্ষম। তোমরা আপন আপন সাক্ষ্য প্রমাণ ঠিক করে রাখবে। তারা সব কিছু শুনে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রায় দান করবে। (এথেন ও ওরেস্টেসের প্রস্থান। এথেন শহরের পথে ও ওরেস্টেস মন্দিরের পথে গেল)

কোরাস। এখন সত্য ও মিথ্যার নাম পরিবর্তন করা উচিত। নূতন দৈব কর্তৃত্ব যদি নরঘাতকের অন্যায় অধিকারের দাবিকে মেনে নেয় তাহলে প্রাচীন প্রথাগত ন্যায়বিচারের বিধিকে উল্টে ফেলা উচিত। এই হত্যাকারীর দৃষ্টান্ত প্রতিটি পাপীকে পাপের সহজ পথ দেখিয়ে দেবে। সন্তানদের অভিশপ্ত হস্ত রঞ্জিত হয়ে উঠবে পিতামাতার রক্তে।

প্রতিহিংসার শক্তিগুলি এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রহরা ত্যাগ করে ঘুমোবে। তাদের রোষ আর পাপীদের আত্মাকে খুঁজে বেড়াবে না। নরহত্যা আমাদের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে যাবে। আর তার ফলে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনের অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় ও প্রার্থনায় চোখের জল ফেলবে। তখন কোন মানুষই প্রতিকারের কোন পথই খুঁজে পাবে না। কোন আকস্মিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনার দ্বারা নিপীড়িত কোন ব্যক্তি যেন আমাদের আর না ডাকে। তার যেন অনুনয় বিনয় করে আমাদের না বলে, হে প্রতিশোধগ্রহণকারিণী শক্তিরা, তোমরা এস। ন্যায়বিচারের খড়্গাঘাতে হত্যাকারীর পতন ঘটাও। সন্তানদের দ্বারা আহত অথবা অবহেলিত কত পিতামাতা বিপদাপন্ন অবস্থায় প্রতিকার চায়। এইভাবে এতদিন ধরে গড়ে ওঠা ন্যায়বিচারের সৌধটি তাদের অবিরাম ক্রন্দনধ্বনির আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে একদিন।

এজন্য অবশ্যই কোন শক্তিমতী দেবীর উচিত মানুষের সকল কর্মাকর্মের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বিচার করে যাওয়া। পাপের প্রতি মানুষের যাতে ভয় থাকে, পাপকর্ম করলে সে অনুতাপের বেদনার মধ্য দিয়ে সে পাপ যাতে স্খালনের চেষ্টা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত তাঁর। কোন মানুষ বা নগরের মনে যদি ভয় না থাকে তাহলে সেখানে ন্যায়বিচারও থাকতে পারে না। একবার ভয় চলে গেলে কেউ ন্যায় বিচারের কাছে মাথা নত করবে না।

দাসত্ব বা উচ্ছৃংখলতার ছাড়পত্র—কোনটাই চাইবে না। আইন ও স্বাধীনতার সুষম সদ্ব্যবহারই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আইন ও স্বাধীনতার সুসম সাযুজ্যই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে সর্বাঙ্গীন সাফল্যের দিকে। মানুষের অন্তরে যদি পাপপ্রবৃত্তি থাকে, অধর্মের প্রতি প্রবলতা থাকে তাহলে হাত দিয়ে পাপকর্ম করবেই। কিন্তু যার অন্তর নির্মম এবং সমস্ত পাপ

হতে মুক্ত সে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে।

আমার আবেদন এই যে, ন্যায়বিচারের এই বেদীটির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখো। কোন স্বার্থ বা লাভের প্রত্যাশায় যেন দৈববিশ্বাসহীন ঔদ্ধত্যে সে বেদীর পবিত্রতা নষ্ট করো না। পৃথিবীতে কার্যকারণতত্ত্ব কাজ করে যাবেই। পাপ করলেই দুঃখ পেতে হবে। এই ভয় যদি মানবজগতে থাকে তাহলে প্রতিটি মানুষ তার পিতামাতার জীবন ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করে চলবে এবং প্রতিটি অতিথির সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতি যত্নবান হবে। সততার প্রতি প্রীতিই মানুষকে দেবে তার আকাঙ্খিত সম্পদ আর সম্মান। মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠলে তার আর অকালমৃত্যুর ভয় থাকবে না। কিন্তু যে মানুষ দর্পভরে সমস্ত প্রচলিত আইন ও নীতিকে লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারিতার অপ্রতিহত স্রোতোবেগে গা ভাসিয়ে দেয়, তাকে পরে অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু তখন আর সময় থাকে না। ভয়ঙ্কর ঝড়ে তার আগেই তার জীবনতরীর হাল, মাস্তুল, পাল সব ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। সে তখন অকূল সমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঢেউএর সঙ্গে হাত দিয়ে সংগ্রাম করতে করতে আকাশে মুখ তুলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৃথাই প্রার্থনা জানাতে থাকে। কিন্তু দেবতারা শুধু উপহাসের হাসি হাসতে থাকে, তার কোন প্রার্থনায় সাড়া দেয় না। তখন তার সমস্ত নির্বুদ্ধিতা হতাশা আর অহঙ্কার আশঙ্কায় পরিণত হয়। দেবতাদের সব আশীর্বাদ হারিয়ে তাকে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হয়।

এথেন্সের বারোজন নির্বাচিত নাগরিকসহ দেবী এথেন ও ওরেস্টিসসহ এ্যাপোলোর প্রবেশ

এথেন। নগরের ঘোষককে ডেকে ঘোষণা করতে বলে দাও। টাইরেনিয়ার জয়ঢাক বাজিয়ে এথেন্সের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোল। সকলকে বলে দাও যাতে কোনদিন ন্যায়বিচারের অভাব না হয় তার জন্য আমি এই চিরস্থায়ী বিচারসভা বসাচ্ছি। এথেন্সের নাগরিকরা যেন নীরব গাম্ভীর্যে এই সভার মর্যাদা রক্ষা করে চলে।

কোরাস। হে দেবতা এ্যাপোলো, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার তোমার আছে তা বল আমাদের।

এ্যাপোলো। তার উত্তর দেবার জন্যই এসেছি আমি। আমার ভক্ত হিসাবে এই লোকটি আমার আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করেছি। তার মাতৃহত্যার পাপের জন্য আমিই দায়ী বলে

তার পক্ষে আমিই সব কথা বলব। প্যালাস, বিচার শুরু করো। তোমার, জ্ঞানমত বিচারসভা পরিচালনা কর।

এথেন। (কোরাসদলের নেতার প্রতি) তোমরাই হল বাদী, অভিযোগকারী; তোমরাই প্রথমে কথা বল। এ সভা প্রথমে তোমাদের অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ শুনবে।

কোরাস। আমাদের অভিযোগের সংখ্যা অনেক হলেও কয়েকটি কথাই যথেষ্ট। (ওরেস্টেসের প্রতি) আমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথমে বল, তুমি তোমার মাতাকে হত্যা করেছিলে?

ওরেস্টেস। আমি তা অস্বীকার করছি না। হাঁা আমি করেছি।

কোরাস। ঠিক আছে। আমাদের প্রথম অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলো।

ওরে। এত তাড়াতাড়ি জয়ের উল্লাসের কোন কারণ নেই। আমি এখনো সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইনি।

কোরাস। এবার তোমাকে বলতে হবে কিভাবে তোমার মাতার মৃত্যু ঘটিয়েছিলে?

ওরে। একটি তরবারির দ্বারা তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছিলাম।

কোরাস। কার প্ররোচনায় ও পরামর্শে এ কাজ করো?

ওরে। এ্যাপোলোর পরামর্শে। তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করবেন। তাঁর দৈববাণীই আমাকে এ কাজ করতে বলে।

কোরাস। ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা তোমাকে মাতৃহত্যা করতে বলল?

ওরে। হাঁা, সেইদিন হতে আজ পর্যন্ত উনি আমার পাশে পাশেই আছেন।

কোরাস। কিন্তু আজ যদি তুমি দোষী সাব্যস্ত হও তাহলে কি অন্য কথা বলবে?

ওরে। আমি তাঁর উপর আস্থা রাখি। তিনি আর আমার মৃত পিতা আমাকে সাহায্য করবেন।

কোরাস। হাঁা মৃতরাই তোমাকে সাহায্য করবে, কারণ তুমি তোমার মাতার মৃত্যু ঘটিয়েছ।

ওরে। আমার মাতা দ্বিগুণ অপরাধে ছিলেন অপরাধিনী।

কোরাস। কেন তা সভাকে বল।

ওরে। তিনি তার স্বামী ও আমার পিতাকে হত্যা করেন।

কোরাস। কিন্তু তারা পাপের জন্য মারা গেছে। আর তুমি এখনো বেঁচে রয়েছ।

ওরে। কিন্তু তিনি যখন জীবিত ছিলেন তোমরা কেন তাঁকে শাস্তি দাওনি?

কোরাস। যে লোককে সে হত্যা করে সে লোক এক রক্তের ছিল না। কিন্তু তোমার মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেননি, বক্ষে লালন করেননি? তোমার মাতার রক্ত তোমার দেহে আছে তুমি তা অস্বীকার করতে পার?

ওরে। এ্যাপোলো, এবার যা বলার তুমি বল। আমার মাতাকে হত্যা করা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কিনা এটা বুঝিয়ে বল।

এ্যাপোলো। এথেন্সের এই মহতী সভায় এবার আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করব। আমি আমার দৈববাণীর আসন থেকে এমন কোন কথা ঘোষণা করিনি যা অলিম্পিয়াধিপতি আমার পিতার দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট হয়নি। সুতরাং আমার অনুরোধ তোমাদের কাছে, প্রথমে ন্যায়বিচারের কথাটি ভেবে দেখলেও পরে আমার পিতার ইচ্ছার কথাটিও ভেবে দেখো। সমস্ত শপথের রক্ষাকর্তা জিয়াসের থেকে কোন শপথই বড় হতে পারে না।

কোরাস। তাহলে কি জিয়াসই এই দৈববাণী পাঠিয়েছিলেন? পিতৃহত্যার প্রতিশোধকেই কি তিনি মাতার প্রতি কর্তব্যের থেকে বড় করে তুলে ধরেছিলেন?

এ্যাপোলো। হাঁ। জিয়াসের এটাই হলো বিধান। কারণ এই দুটো মৃত্যু অর্থাৎ পিতার ও মাতার—এক করে দেখলে হবে না। কারণ ওর পিতা ছিলেন রাজা, তিনি দৈব আদেশে রাজদণ্ড ধারণ করতেন। কিন্তু সামান্য একজন নারী সেই রাজাকে হত্যা করে। রাজা যদি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতেন তাহলে সে মৃত্যু হত সম্মানজনক তাঁর পক্ষে। কিন্তু শোন প্যালাস, শোন বিচারকবৃন্দ, তিনি যখন যুদ্ধে জয়লাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সব সম্পন্ন করে স্নান করেন তখন কৌশলে তাঁর স্ত্রী সূচীশিল্পের কাজ করা প্রচুর পোষাক পরিয়ে সেই পোষাকের ফাঁদে আবদ্ধ করে তাঁর দেহে আঘাত করে। যিনি কত সমরক্ষেত্রে কত সৈন্য ও রণতরী পরিচালনা করেন সেই রাজা এইভাবে তাঁর ছলনাময়ী স্ত্রীর হাতে নিহত হন। আর সে কাহিনী শুনে তোমরা বিচলিত না হয়ে পারবে না।

কোরাস। আপনি যা বললেন তাতে বোঝা যায় জিয়াস ওর পিতার মৃত্যুটাকে বড় করে দেখছেন। কিন্তু তিনি নিজে একদিন তাঁর পিতা ক্রোনাসকে শৃংখলিত করেন। সুতরাং তাঁর কাজের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

এ্যাপোলো। ঘৃণ্য জন্তু কোথাকার। শৃঙ্খলের বন্ধন শিথিল হয়। এতে যদি কোন পাপ থাকে তাহলে তা সহজেই স্খালন করা যায়। কিন্তু একবার যে রক্ত পাত হয় যে জীবন চলে যায় তার কোন প্রতিকার হয় না। একমাত্র মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারেন না পিতা। এছাড়া অন্য কোন ব্যাধি বা দুঃখবেদনার প্রতিকার করতে পারেন তিনি তার ইচ্ছামত।

কোরাস। তুমি ঐ ব্যক্তির মুক্তির জন্য ওকালতি করছ; কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ কি যে ব্যক্তি একবার তার মাতার রক্তে দেশের মাটি রঞ্জিত করেছে সে দেশে কি করে থাকবে? সে দেশের যজ্ঞবেদীতে কিভাবে বলির পশু উৎসর্গ করবে?

এ্যাপোলো। আমি তারও উত্তর দিচ্ছি। আমার কথা ভাল করে শোন। মাতা সন্তানের প্রকৃত জনকত্ব দাবি করতে পারে না। পিতার ঔরসজাত ভ্রূণটিকে মাতা শুধু তার গর্ভে লালন করে। এই কারণেই দেখা যায়, মাতার সাহায্য ছাড়াই অনেক সময় পিতা সন্তানের জন্ম দান করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে জিয়াসকন্যার কথা। কোন মাতার অন্ধকার গর্ভে সে কন্যা লালিত হয়নি।

শোন প্যালাস, আমি যাকে তোমার বেদীতে অর্ঘ্যদানের জন্য পাঠিয়েছিলাম সে এক উজ্জ্বল রত্নের মত তোমার নগরী ও নগরবাসীদের সমৃদ্ধ করবে সে ও তার রাজ্য চিরকাল তোমার অনুরক্ত রয়ে যাবে।

এথেন। এবার আমি কি বিচারকদের তাদের আপন আপন মতামত ব্যক্ত করতে বলব? উভয় পক্ষের আবেদন কি শোনা হয়ে গেছে?

এ্যাপোলো। আমার যা বলার বলা হয়ে গেছে। এবার আমি বিচারের রায়ের প্রত্যাশা করছি।

এথেন। (কোরাসদলের প্রতি) তোমাদের এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই ত?

কোরাস। (বিচারকদের প্রতি) তোমরা সবকিছু শুনেছ। এবার তোমরা আপন আপন বিবেক অনুসারে রায় দান করো।

এথেন। হে এথেন্সের নাগরিকবৃন্দ, এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারসভার গঠন সম্পর্কিত কিছু কথাও শোন। আজ হতে চিরকাল ধরে এই এ্যারেসপর্বতের উপর দেশের যে কোন নরহত্যার বিচারের জন্য এই বিচারসভা অনুষ্ঠিত হবে। এখানে একবার আমাজন সেনাদল থিসিয়াসের নগরী আক্রমণ করার জন্য শিবির স্থাপন করে। তখন তারা এই পাহাড়ের

চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করে এটিকে এক দুর্গে পরিণত করে ও পরে রণদেবতা এ্যারেসের নামে তা উৎসর্গ করে যায়। সেই থেকে এর নাম হয় এরোপেগাস। এখানে চিরকাল শঙ্কা আর ভয় বিরাজ করে নগরবাসীদের পাপকর্ম হতে বিরত রাখবে। আমার আইনের বিধানকে যেন তারা চিরকাল শাস্তির ভয়ে অক্ষুণ্ণ রাখে। ঝর্ণাকে পঙ্কিলতার দ্বারা কলুষিত করলে যেমন তার জল পান করা যায় না তেমনি আইনের পবিত্র বিধানকে লঙ্ঘন করলে সুখ শান্তি বা সমৃদ্ধি কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন সরকার বা শাসন তোমরা কামনা করবে যা একই সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা আর দাসত্বকে ঘৃণার চোখে দেখবে। আর যাই করো, তোমাদের নগরী থেকে ভয়কে কখনো নির্বাসিত করো না, তাহলে মানুষ ন্যায়পরায়ণতাকে শ্রদ্ধা করবে না। ভয়ই আইন ও ন্যায়নীতির পবিত্রতাকে রক্ষা করে চলে। এইভাবে তোমাদের জাতি দেহ ও মনের শক্তিতে এমনই বলীয়ান হয়ে উঠবে যে স্কাইথিয়া হতে পেলোপনেসী পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডের মধ্যে অন্য কোন জাতি তোমাদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে শান্তিরক্ষার খাতিরেই আমি এ বিচারসভার ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমি অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ উপদেশ দান করেছি। এ উপদেশ যেন এথেন্সবাসীরা মনে রাখে। এবার ন্যায়পরায়ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের রায় দান করো।

বিচারকেরা উঠে দাঁড়াল। তাদের সামনে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুটি পাত্র ছিল। তাদের হাতে দুটি করে সাদা ও কালো পাথর টুকরো দেওয়া হয়েছিল। কোন বিচারক আসামীর মুক্তি চাইলে সে সাদা টুকরোটি সক্রিয় পাত্রে ফেলে দেবে। আর কেউ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলে কালো টুকরোটি ফেলে তার রায় দান করবে। বিচারকরা তাদের ভোটদান করে আপন আপন আসন গ্রহণ করল।

কোরাস। আমিও তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আমাদের প্রতি ঘৃণার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করো না। তাহলে আমাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাবে না তোমাদের দেশবাসীরা।

এ্যাপোলো। আমিও বলে দিচ্ছি, তোমরা এমন কিছু করো না যাতে আমার দৈববাণী ও জিয়াসের বিধান অসত্য প্রমাণিত হয়।

কোরাস। (এ্যাপোলোর প্রতি) রক্তাক্ত নরহত্যাকে যদি প্রশ্রয় দাও তাহলে এবার হতে কলুষিত বেদী হতে দৈববাণী ঘোষণা করবে।

এ্যাপোলো। তাহলে জিয়াসের বিধানের কি হলো? তিনি যখন তাঁর এক ভক্ত প্রথম হত্যাকারীকে মুক্তিদান করেন তখন তাঁর বেদী কি কলুষিত হয়?
কোরাস। তুমি তর্ক করছ। কিন্তু আমাদের দাবি না মানলে মহামারীর দ্বারা সমগ্র দেশকে দূষিত করে দেব।
এ্যাপোলো। তোমাদের যেমন বয়োপ্রবীণ দেবতারা কোন সম্মান দেয় না তেমনি আমাদের মত নবীন দেবতারাও শ্রদ্ধা করে না।
কোরাস। এ্যাডমেতাসের বাড়িতেও তুমি এমনি করে নিয়তির হাত থেকে একটি মানুষের জীবনকে ছিনিয়ে এনেছিলে
এ্যাপোলো। আমার ভক্ত ও উপাসককে সাহায্য করা আমার উচিত নয়? তাছাড়া এ্যাডমেতাসের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য।
কোরাস। তুমি প্রাচীন নিয়ম নীতি ভেঙে প্রাচীন দেবীদের উপহাস করো।
এ্যাপোলো। শীঘ্রই হতাশায় বিষ উদ্গার করতে শুরু করবে।
কোরাস। তুমি ভেবেছ তোমার যৌবনের উদ্দামতার দ্বারা আমাদের বার্ধক্যকে পদদলিত করে যাবে। আমিও বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। অবস্থা বুঝে আমরা আমাদের ক্রোধের প্রচণ্ডতা ছড়িয়ে যাব এথেন্স শহরে।
এথেনা। আমি সবশেষে ভোট দেব। বিচারকরা যাই ভোট দিক আমি সবশেষে ওরেস্টেসের দাবিই মেনে নেব। কোন মাতাই আমাকে জন্ম দেয়নি। সুতরাং পিতা ও পিতার কর্তৃত্বের প্রতি আমার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা বেশী। সুতরাং যে নারী স্বামীকে হত্যা করে সে নারীর অপরাধ ওরেস্টেসের অপরাধের থেকে বেশী। যাই হোক, ভোটগুলো গণনা করো। দুই পক্ষে ভোট সমান সমান হলেও আমার ভোটে ওরেস্টেস জয়ী হবে।

দুইজন বিচারক ভোট গণনা করতে লাগল

ওরে। হে এ্যাপোলো, কি রায় দেবে?
কোরাস। হে রাত্রিমাতা, হে অন্ধকার, আমাদের দিকে তাকাও।
ওরে। এই মুহূর্তের উপর আমার আশা হতাশা ও জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে।
কোরাস। আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করো, তা না হলে অপমান আর ক্ষয়ক্ষতি সার হবে আমাদের।
এ্যাপোলো। হে নাগরিকবৃন্দ, ভোট সাবধানে গণনা করো। ন্যায়ের খাতিরে প্রত্যেকটি ভোট যত্ন করে গণনা করবে। একটি ভোট একটা গোটা সংসারকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে।

ভোট সব এথেনের কাছে আনা হলো। কালো ও সাদা ভোট সমান সমান হলো। এথেন একটা সাদা ভোট যোগ করল।

এথেন। নরহত্যার অপরাধ থেকে ওরেস্টেস মুক্ত।

ওরে। হে দেবী প্যালাস, আমার বংশের রক্ষয়িত্রী। আমি নির্বাসিত ছিলাম। তুমি আমাকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছ আমার গৃহে। পিতার সিংহাসন ও ধনসম্পদের অধিকারী হলাম আমি। দেবরাজ জিয়াস আমার মৃত পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমাকে মুক্ত করেছেন।

স্নুতরাং আর্গসে যাবার আগে হে দেবী তোমার দেশ ও দেশবাসীর কাছে আমি তোমার সামনে শপথ করছি। আর্গসের কোন রাজা এ্যাট্টিকার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। যদি কেউ আমার এ শপথ ভঙ্গ করে তাহলে আমি আমার মৃত্যুর পরেও সমাধিগহ্বর হতে উঠে এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমার যে সব ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমার এই শপথ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলবে তারা আমার আশীর্বাদ বরাবর লাভ করে যাবে। হে প্যালাস বিদায় তোমার জয় হোক আর তোমার শত্রুরা নিপাত যাক।

(এ্যাপোলো ও ওরেস্টেসের প্রস্থান)

কোরাস। নূতনের দ্বারা পুরাতন পদদলিত হলো। ধিক সেই সব নবীন দেবতাদের যারা প্রচীন বিধানকে লজ্ঘন করে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত করল। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমাব প্রচণ্ড ক্রোধ এদেশের দিকে দিকে বিষের আগুন ছড়িয়ে যাবে। এমনভাবে বন্ধ্যা হয়ে উঠবে এদেশের মাটি যাতে কোন বৃক্ষ লতা জন্মাবে না। মাতৃগর্ভে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করবে না। কোন দুঃখে আমি কাঁদব? শীঘ্রই এথেন তার হঠকারিতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। হে রাত্রি আর দুঃখের কন্যারা, এস আমার সঙ্গে। এই অপমানের প্রতিশোধ নাও।

এথেন। আমার অনুরোধ শোন তোমরা। তোমার এ ক্রোধ ও ঘৃণার আবেগ সংবরণ করো। সূক্ষ্ম বিচার হয়েছে। ভোট সমান সমান হওয়ায় তোমাদের জয় বা পরাজয় কোনটাই হয়নি। স্নুতরাং তোমরা অপমানিত হওনি। সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা দেখা গেল জিয়াসের নির্দেশে কোন এক দেবতা ওরেস্টেসকে বাধ্য করে তার মাতাকে হত্যা করতে। স্নুতরাং সেই দেবতাই তার ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করে তাকে। ক্রোধ সংবরণ করো। ক্রোধের আতিশয্যে মড়ক আর মহামারী বিস্তার করে মরুভূমি করে তুলো না আমার

দেশকে। তার বিনিময়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এখানে এই পবিত্র ধর্মস্থানে তোমাদের জন্য এক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেব। এখান থেকেই তোমরা নগরবাসীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করবে।

কোরাস। তোমাদের মত নবীন দেবতাদের ধিক যারা প্রাচীন বিধানকে পদদলিত করে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত করল। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের প্রচণ্ড রোষ দিকে দিকে বিষের আগুন ছড়িয়ে যাবে। কোন মানবশিশু বা বৃক্ষলতা জন্মাতে পারবে না। আমরা কাঁদব না। এথেন্‌সকে একদিন আক্ষেপ করতে হবেই। চলে এস রাত্রি আর দুঃখের কন্যারা, প্রতিশোধ নাও।

এথেন। কেউ তোমাদের অপমানিত করেনি। কেন তোমরা অকারণে মড়ক আর মহামারী ছড়িয়ে চলেছ? তর্কবিতর্কের প্রয়োজন কি? সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে একমাত্র আমিই জানি কোন ঘরে দেবরাজ জিয়াসের বজ্র লুকোন আছে এবং সে চাবিকাঠি আমার হাতেই আছে। তবে আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। তোমাদের কুষ্ণকুটিল ক্রোধাবেগ পরিহার কর। এই ধর্মস্থানে বাসস্থান পাবে তোমরা। তাছাড়া এ্যাটিকার বিশাল প্রান্তরে এরপর থেকে এ দেশের জনগণ বিবাহ ও সন্তানপ্রসবকালে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করবে। সুতরাং আমার কথা শোন।

কোরাস। হায় কী দুঃখ, কী লজ্জা! আমার ভাগ্যে এই ছিল? আমরা আমাদের অতীতের গৌরবের আসন হতে নিম্নে পতিত হলাম। হে সুপ্রাচীন ধরিত্রীমাতা, হে রাত্রিমাতা, আমার অপমান স্বচক্ষে দেখ, আমার এই সকরুণ আর্তনাদ স্বকর্ণে শোন। নবীন দেবতারা আবার আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

এথেন। তোমরা বয়োপ্রবীণ বলেই আমি এত কিছু সহ্য করছি। আমার থেকে তোমাদের জ্ঞান বেশী হতে পারে। কিন্তু জিয়াস আমায় বিচারক্ষমতা দান করেছেন। আমার কথা শোন, তোমরা যদি এখন অন্য কোন দেশে চলে যাও—তাহলে পরে এদেশের সমৃদ্ধি দেখে এথেন্সে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে তোমরা। এরেখথিয়াসের মন্দিরের পাশে তোমরা যে সম্মানের আসন লাভ করবে, এথেন্সের নরনারীর কাছে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করবে তা কখনো অন্য কোন দেশ থেকে পাবে না। সুতরাং আমার দেশের মধ্যে মড়ক ছড়িও না। এদেশের যুবকদের ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেশের গৃহযুদ্ধ জাগিয়ে তুলো না।

দেশের লোক যেন সুখে শান্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করতে পারে। সুতরাং শোন আমি তোমাদের এই এথেন্সের মধ্যেই বাসস্থান দান করছি উপযুক্ত সম্মান লাভেরও ব্যবস্থা করছি।

কোরাস। হায়, কি দুঃখ আর লজ্জার কথা। হায়, কী দুর্ভাগ্য আমাদের। হে ধরিত্রী, হে রাত্রিমাতা, দেখ নবীন দেবতারা কিভাবে আমাদের অধিকারচ্যুত করল।

এথেন। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে যাব। ভাল কথা বলে যাব। একথা তোমরা কখনই বলতে পারবে না যে নবীন দেবতারা তোমাদের এদেশ থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস হয় তাহলে এ দেশেই থেকে যাও। আর যদি না থাকতে চাও তাহলে চলে যাও। কিন্তু এদেশের লোকদের ক্ষতি করার কোন অধিকার নেই তোমাদের। ন্যায় বিচারকে অক্ষুণ্ণ রেখে তোমাদের যথাযোগ্য সম্মান দান করা হয়েছে।

কোরাস। আমাদের কোন জায়গাটা দিতে চাও দেবী এথেন?

এথেন। যে জায়গা সব দিক দিয়ে মুক্ত। এখন তা গ্রহণ করলেই হয়।

কোরাস। ধরে নাও, গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমার অধিকার কি থাকবে?

এথেন। এমন বিধান থাকবে যে এথেন্সের কোন পরিবার তোমার কৃপা ছাড়া সুখ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে না।

কোরাস। তুমি এই ক্ষমতাদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?

এথেন। তোমাকে যারা শ্রদ্ধা করবে আমি তাদের রক্ষা করব।

কোরাস। চিরদিনের মত একথা শপথ করে বলছ?

এথেন। আমি কি এমন কথা শপথ করব যা রাখতে পারব না?

কোরাস। আমার ক্রোধের উপশম ঘটল। তোমার কথায় মুগ্ধ হলাম আমি।

এথেন। অনাবিল জয়ের আনন্দ আর জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষ হতে দৈব আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক। কৃষিজ সম্পদ ও গবাদি পশুর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমার দেশ। এ দেশের বীর সন্তানরা এ দেশের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করুক। অধর্মাচরণের দ্বারা যেন কেউ সততার কুসুমকে অকালে শুকিয়ে না দেয়। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জীবন যেন কোন শয়তানির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়—সেদিকে আমি নজর রাখব। তোমাকেও আশীর্বাদ করতে হবে তাদের।

কোরাস। যে স্থান দেবতাদের এক সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ, যে স্থান জিয়াস ও এ্যারেসের মত শক্তিমান দেবতারা বেছে নিয়েছেন বাসস্থান হিসাবে, সে স্থানে গ্রীসদেশের গৌরবস্বরূপা দেবী এথেনের সঙ্গে আমরাও বাস করব। এথেন্সের জন্য আমি এই প্রার্থনা করছি যে উজ্জ্বল সূর্যকিরণে প্লাবিত এই দেশে যেন অমিত স্বাস্থ্য ও সম্পদের কোন অভাব না হয়।

এথেন। এই সব শক্তিদের দেবীর মর্যাদা দান করে এই নগরের মধ্যে এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলাম। এদের আশীর্বাদ এই নগরীকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলবে। এদের কাজ হবে কোন লোক যাতে পাপকর্ম না করে তা দেখা। কোন লোক যদি এদের শত্রুতা করে তাহলে অভিশপ্ত হবে তাদের জীবন। দুঃখ আর মৃত্যু তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের জীবনকুসুমকে কুরে কুরে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে।

কোরাস। আমি আরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কোন হিমেল বাতাস গাছের ফল নষ্ট করবে না। কোন বন্ধ্যাত্ব বা ফসলহানি ঘটবে না দেশে। দিনে দিনে শস্যশালিনী হয়ে উঠবে এ দেশ।

এথেন। হে আমাদের রক্ষাকর্তাগণ, এদের আশীর্বাদের কথা শোন। নিয়তির বিধানলঙ্ঘনকারীদের উপর যারা প্রতিশোধ নেয় তারা স্বর্গে ও নরকে সমানভাবে সম্মানিত হয়। তারা মর্ত্যভূমিতে থেকে মানুষের কর্মাকর্ম অনুসারে সুখ দুঃখ দান করে থাকে।

কোরাস। আমি প্রার্থনা করছি কোন যুবক বা যুবতী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। অকালে কেউ যেন যৌবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ, আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। নিয়তির অমোঘ বিধান যেন সকলেই মেনে চলতে বাধ্য হয়। হে দেবতাগণ, তোমরা যারা ঘরে ঘরে পূজিত হও, প্রতিটি মানুষকে ন্যায় ও নীতির শাসনে অনুশাসিত করো।

এথেন। এখন তোমরা আমার দেশের প্রতি যে ভালবাসার পরিচয় দিয়েছ তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আজ তোমরাও আমাদের সঙ্গে একই বিজয়গৌরব ভাগ করে নেবে। জিয়াসের কৃপায় আজ ধর্ম ও ন্যায়েরই জয় হলো।

কোরাস। এথেন্সে গৃহযুদ্ধ বা অহেতুক রক্তপাতের অশুভ কোন ঘটনা যেন না ঘটে। দেশের সকল মানুষ যেন পরস্পরে মিলে মিশে ভালবাসার বন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে আনন্দে জীবন যাপন করে। প্রতিটি মানুষ যেন অন্য সব মানুষকে তার সহোদর ভাই হিসাবে দেখে। এই সম্প্রীতির মধ্যেই আছে মানবজগতের সকল সমস্যার নিঃশেষিত সমাধানের মূল মন্ত্র।

এথেন। তোমাদের এই সব শুভেচ্ছার বাণী নগরবাসীদের জীবনের পথকে সুগম করে দিক। সে পথ তাদের প্রজ্ঞার আলোতে নিয়ে যাক। এথেন্স দেশ চিরকাল ন্যায়বিচারকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় এবং এই সব দেবীকে উপাসনা করে গৌরব ও সমৃদ্ধি লাভ করবে।

কোরাস। হে নগরবাসীগণ, তোমরা গান করো। আনন্দ করো। তোমরা দেবতাদের প্রিয়পাত্র। তোমাদের প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বিচার স্বর্গস্থ দেবরাজের প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের সমকক্ষ হোক।

এথেন। এবার আমি তোমাদের এই পাহাড়ের মাঝে তোমাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাব। ওঁরা তোমায় মশালের আলো দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। খোলা মন আর গভীর আগ্রহসহকারে এই পবিত্র স্থানে এস। এথেন্সের সুযোগ্য সন্তানগণ, এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। এদের অভ্যর্থনা করো। এরা তোমাদের এই নগরপ্রাচীরের মধ্যে থাকবেন। ওঁরা আমাদের আশীর্বাদ করুন, আমরাও ওঁদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব।

কোরাস। এ দেশের সকলকেই আমরা আশীর্বাদ করছি। তোমরা যারা আমাদের সরল অন্তঃকরণে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছ তারা উত্তরোত্তর সুখসমৃদ্ধি লাভ করবে।

এথেন। তোমাদের আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ। এখন মশাল হাতে নীলবসনা নারীগণ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভূগর্ভস্থ তোমাদের বাসস্থানে নিয়ে যাবে তোমাদের। তোমরা এই দেবীদের উপাসনা করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে যাতে পরের বছরে আমাদের দেশের সুখসম্পদের বৃদ্ধি হয়।

জ্বলন্ত মশালসহ এক শোভাযাত্রা এসে কোরাসদলকে মঞ্চ থেকে নিয়ে গেল। সকলে মিলে গান গাইতে লাগল।

সকলের গান। হে আদিম রাত্রির কন্যাগণ, ঘরে চল তোমরা।
বন্ধুদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে শান্তিতে বাস করো।
এক পবিত্র ধর্মভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠুক
তোমাদের প্রতিটি কথা।
ধরিত্রীমাতার যে গভীর জঠরে তোমাদের ঘর

সে ঘরে চল তোমরা।
মানুষ তোমাদের ভয়ে বাধ্য হয়ে উপাসনা করবে তোমাদের।
বলির পশু উৎসর্গ করবে।
কোন মানুষ যেন আর কোন কটুবাক্য না বলে।
হে ভয়ঙ্করী দেবীগণ, তোমরা আমাদের বন্ধু,
আমাদের দেশকে তোমরা রক্ষা করো।
এক অনাবিল আনন্দের গান ধ্বনিত হয়ে উঠুক
এ দেশের প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে।
এ দেশের প্রতিটি গাছ হতে মন্ত্রের মধু
ঝড়ে পড়ুক।
এই প্যালাসের মহান নগরী যেন দেবরাজ জিয়াসের
দ্বারা রক্ষিত হয়।
এই দেশের মাটিতেই প্রথম মিলন ঘটল
বৈরী দেবতা ও নিয়তির মাঝে।
সকলের আনন্দধ্বনিতে সার্থক হয়ে উঠুক আমাদের সঙ্গীত।

সমাপ্ত